মকতুবাত শরীফ
মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ)

৭৮৬

প্রচুর প্রচারিয়া এই মকতুবাত
অলীদের অরিকুল করহে নিপাত

গওছে ছামদানী মাহবুবে ছোব্‌হানী এমামে রব্বানী
হজরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রাঃ)— এর

মকতুবাত শরীফ

(বঙ্গানুবাদ)

তৃতীয় খণ্ড - পঞ্চম ভাগ

অনুবাদক
শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহ্‌মদ্ আফ্‌তাবী
শাহ্ ফকীর (রাজীঃ)

প্রকাশক ঃ আবুল বারাকাত শাহ্ মোঃ ফতুহুজ্জামান হুমায়ূন আহ্মদী
শাহ্ ফকীর
আফ্তাবীয়া খান্কাহ্ শরীফ, আরিচা রোড, সাভার, ঢাকা।

প্রকাশ কাল ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ ২রা জুমাদাল উলা ১৪০৯ হিজরী।
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২৮শে সফর ১৪২৭ হিজরী।
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ১১ই রজব ১৪৩১ হিজরী।

মুদ্রণে ঃ প্রিন্টএক্স, ২৩০, ফকিরাপুল, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ * আফ্তাবীয়া খান্কাহ্ শরীফ, সাভার, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৭৭৪৪০৮৮
* বরকতীয়া খান্কাহ্ শরীফ, আলম নগর, রংপুর।
* অধ্যাপক মোঃ আলতাফ হোসেন। ফোনঃ ৯১১৩৩০২
* মোজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা, বায়তুল মোকাররম।
* হক লাইব্রেরী, বায়তুল মোকাররম, ১৮নং দোকান।
* ইসলামীয়া কুরআন মহল, বায়তুল মোকাররম, ২০নং দোকান।
* মোহাম্মদী কুতুব খানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ও সকল প্রধান লাইব্রেরী।

আইএসবিএন ঃ ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-১৫২২-৯

হাদিয়া ঃ দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

মক্তুবাত দিল যারে পথ পরিচয়,
অনন্ত আনন্দ ধাম, পাবে সে নিশ্চয়।

— অনুবাদক

প্রকাশকের আরজ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত মহ্‌বুব (দঃ) ও প্রিয় বান্দাগণের প্রদি দরুদ ও ছালাম অবিরত ধারায় বর্ষিত হইতে থাকুক। আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ শোকর গোজারী যে, আল্লাহ্‌পাকের অফুরন্ত রহমতে ও পীরানে কেরামের অছিলায় বিশেষতঃ আমাদের পীর ও ওয়ালেদ কেব্‌লা হজরত হাজী শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহ্‌মদ আফ্‌তাবী শাহ্ ফকীর (রাঃ)-এর মকবুল দোওয়া ও রূহানী তায়ীদের ফলে শেষ জমানার অদ্বিতীয় অলী-আল্লাহ্ হজরত এমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রাঃ)-এর পার্শী ও আরবী ভাষায় লিখিত "মকতুবাত শরীফের" শেষঅংশ অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ডের বঙ্গানুবাদ ৫ম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল।

খত্‌মে নবুয়তের পর দ্বীন-ইসলামের সংস্কার সাধন তথা বিশুদ্ধ করণের দায়িত্ব মোজাদ্দেগণের উপর ন্যস্ত আছে। এই মহামতি মোজাদ্দেদ বা দ্বীন ইসলাম সংস্কারকগণ কালের কালিমাসমূহ অপসারণ করিয়া পবিত্র ইসলামকে তাহার প্রাথমিক যুগের তুল্য বিশুদ্ধতা প্রদান করিয়া থাকেন। তরীকতপন্থী ও ছূফীবাদে বিশ্বাসী এবং ধর্ম্মপ্রাণ মশহুর আলেমগণ এমামে রব্বানী হজরত শায়েখ আহ্‌মদ ফারুকী ছেরহিন্দী (রাঃ)-কে সর্ব্বসম্মতভাবে হিজরী দ্বিতীয় সহস্রের শ্রেষ্ঠ মোজাদ্দেদ বা মোজাদ্দেদে আল্‌ফ হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত মকতুবাত শরীফ নক্‌শবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরীকার বিশদ আলোচনা ও সঠিক ব্যাখ্যা সম্বলিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে সর্ব্বত্র গৃহীত ও সমাদৃত। এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি মূলতঃ উচ্চস্তরের ফার্সী ভাষায় হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ) ছাহেব কর্ত্তৃক তাঁহার মুরিদানের নিকট লিখিত শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মারেফত সম্বলিত প্রত্রাবলীর সঙ্কলন। ইহাতে অবিকল হুজুর পাক (ছঃ)-এর ছাহাবীগণের তরীকা ও তাহার সঠিক ব্যাখ্যা বিধৃত হইয়াছে। সুতরাং আদি ও প্রকৃত ইসলামের পরিচয় প্রাপ্তি বর্ত্তমান জামানায় এই গ্রন্থখানি পঠন ও তাহার বিষয়-বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধিকরণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উক্ত প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে হইলে ফানাফিল্লাহ্-বাকাবিল্লাহ স্তরে উপনীত কামেল-মোকাম্মেল অলী-

আল্লাহ্গণ প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুধাবন ও তাঁহাদের রূহানী ফয়েজ প্রাপ্তি ব্যতীত গন্ত্যন্তর নাই।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রাঃ)-এর ওফাত শরীফের প্রায় চারিশত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর বাংলার ইসলাম ও এল্‌মে মারেফত প্রচারক মনীষীগণের মধ্যে হজরত মাওলানা শাহ্ মোঃ আফ্‌তাবুজ্জমান (রাঃ) একজন অনন্যসাধারণ যুগপ্রসিদ্ধ অলী-আল্লাহ্ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। সম্ভবত ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে সুদূর আরব দেশ হইতে হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর বংশধরগণের মধ্য হইতে ইসলাম প্রচার মানষে আগত এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে দিনাজপুর জিলার পার্ব্বতীপুর থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামের ফকির পাড়ায় বাংলা ১২৮৮ সালের কার্ত্তিক মাসের ১২ তারিখে এক শুভক্ষণে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই বুজুর্গের শারীরিক গঠন বা আকৃতি সম্পূর্ণ আরব বা ইংল্যান্ড দেশীয় ধরণের ছিল। তাঁহার দেহ অত্যন্ত উজ্জ্বল গৌর বর্ণের, শুভ্র, ঈষৎ লালিমা আভাযুক্ত ও নূরানী ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া বাংলাদেশী বলিয়া কেহ মনে করিতে পারিত না। তাই পরবর্ত্তীকালে তিনি ধলাপীর কেব্‌লা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠ ভগিনীও অনুরূপ আকৃতির ছিলেন। তাই নূরজাহান নামে তাঁহার নামকরণ করা হইয়াছিল। অদ্যাবধি তাঁহার বংশে অনুরূপ সুদর্শন আরবীয় আকৃতির সন্তানাদি বিদ্যমান আছে, যাহা তাঁহাদের আরব বংশ পরিচিতির প্রমাণ বহন করেন।

শৈশবে স্থানীয় পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তৎপর তিনি রংপুর জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলশিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জ্জনের জন্য কলিকাতা সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সুনামের সহিত বিদ্যার্জ্জন করিতে থাকেন। এই মহান বুজুর্গ অতি শৈশব হইতেই ধর্ম্মানুরাগী এবং সাধু প্রকৃতির ছিলেন। তাই আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়েন এবং প্রথমতঃ পীরে কামেল হজরত আব্দুল মজিদ যশোরী (রাঃ)-এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেন। তাঁহার ওফাত শরীফের পর কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়ন কালে তদীয় পীর কেব্‌লা পাঞ্জাব নিবাসী সৈয়দ আলাইয়ার শাহ্ ছাহেবের অধঃস্তন পুরুষ-তৎকালীন ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল এবং সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ আলেম ছুলতানুল

আউলিয়া হজরত আবু মোহাম্মদ বরকত আলী শাহ্ বজওয়াড়ী (রাজিঃ)-এর দস্ত বয়আত্ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার দরবারে একাধারে ২২ বৎসরকাল এল্মে তাছাউফ, হদিস, কোরআন, ফিকাহ, তফসীর, তথা সর্ব্ববিধ দ্বীনী এল্ম শিক্ষা লাভ করেন। বিশেষতঃ মকতুবাতে এমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-এর উপর পূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা হাসিল করেন। তরীকতের ছবকাদির চুড়ান্ত পর্য্যায়ে উপনীত হইয়া পূর্ণ কামালাত অর্জ্জন করতঃ তাঁহার প্রধান খলিফা হিসাবে খেলাফত প্রাপ্ত হন। কলেজে শিক্ষাকালে তিনি অতিসাফল্যের সহিত ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ হইবার পর আরবী ফার্সি দ্বীনী এল্ম শিক্ষার্জ্জন মানষে তাঁহার পীর কেব্লার নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন এবং তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষার চুড়ান্ত ডিগ্রী 'জামাতে উলা' পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতত্ত্বির সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, মেধাবী ও প্রখর স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। যে কোন কথা একবার তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। তাই তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে শ্রুতিধর বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

সুদীর্ঘ শিক্ষা ও সাধনা জীবন পরিসমাপ্তির পর তিনি বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারত উপ-মহাদেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া দ্বীন ইসলাম এবং এল্মে মারেফত ও তরীকত প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা অনুযায়ী ঈমান, এতেকাদ ও শরীয়ত কায়েম করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়া যান। অবশেষে বাংলা ১৩৫২ সালের ২২শে চৈত্র তারিখে তিনি তাঁহার নিজ গ্রামের বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না এলাইহে রাজেউন)। তাঁহার ইন্তেকালে বাংলার আকাশ হইতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের যেন চির অবসান ঘটিল। তাঁহাকে তদীয় নিজ গ্রাম—দিনাজপুর জেলার পার্ব্বতীপুর থানার অন্তর্গত উত্তর বিষ্ণুপুর গ্রামের ফকিরপাড়ায় সমাধিস্থ করা হয়। আজিও তাঁহার অসংখ্য গুণগ্রাহী আশেকান, মুরিদান প্রতি বৎসর ২২শে চৈত্র তারিখে তাঁহার সমাধি পার্শ্বে সমবেত হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন।

তাঁহারই সুযোগ্য সন্তান যুগশ্রেষ্ঠ অলীয়ে কামেল হাদিয়ে জামান বহুভাষাবিদ ও বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হজরত মাওলানা শাহ্ মোঃ মুতী আহ্মদ আফ্তাবী পীর ছাহেব কেব্লা (রাঃ)। তিনি তাঁহার পীর ও ওয়ালেদ কেব্লার নিকট হইতে কোরআন, হাদিস, কিফাহ্, তফ্সীর ইত্যাদি সর্ব্ববিধ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ

যোগ্যতা এবং তরীকত ও মারেফতে পূর্ণ কামালাত হাসিল করতঃ খেলাফত প্রাপ্ত হইয়া দ্বীনী খেদমতে আজীবন নিয়োজিত ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি তাঁহার পিতা ও পীর কেব্‌লার নিকট আজীবনকাল মকতুবাত শরীফ বিষদ্‌ভাবে পর্য্যালোচনা করতঃ ইহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যাহার ফলশ্রুতিতে এবং তদীয় ওয়ালেদ পীর কেব্‌লার রূহানী তাওয়াজ্জোহের বরকতে এই মহাপবিত্র গ্রন্থখানির যথাযথ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করিয়া মোজাদ্দেদসুলভ দ্বীনী দায়িত্ব সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যাহা বাংলা ভাষাভাষী ধর্ম্মপ্রাণ মুসলিম জাতির জন্য একটি অমূল্য অবদান বটে। বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থখানা মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এই পঞ্চম ভাগের মকতুবগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী মকতুবসমূহের সারমর্ম্মস্বরূপ এবং শরীয়ত, তরীকত, ইত্যাদির উচ্চপর্য্যায়ের আলোচনায় পরিপূর্ণ। তাই ইহা পূর্ণ মনোযোগের সহিত অধ্যয়নে সচেষ্ট হইবেন।

এই মহীয়ান গ্রন্থের অনুবাদক মদীয় ওয়ালেদ ও পীর কেব্‌লা হজরত হাজী শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফ্‌তাবী (রাঃ) আজীবন কোরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ, ফেকাহ্, তফ্‌ছীর, মকতুবাত শরীফ ও অন্যান্য তরীকার কেতাবাদির সূক্ষ্ম আলোচনা ও প্রচার কার্য্যে অতিবাহিত করতঃ আমাদিগকে তাঁহার গূঢ় দায়িত্ব অর্পণ করিয়া বিগত ১১ই রজব ১৪১৭ হিজরী, মোতাবেক ২৩শে নভেম্বর ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ ও ৭ই অগ্রহায়ণ ১৪০৩ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন"। তাঁহাকে তদীয় পিতা ও পীর কেব্‌লা (রাঃ)-এর পাশেই সমাধিস্থ করা হয়।

সতর্কতার জন্য উল্লেখ্য যে, কতিপয় অর্থলোভী স্বার্থান্বেষী মহল আর্থিক স্বার্থসিদ্ধি মানষে আমাদের প্রকাশিত মকতুবাত শরীফের বঙ্গানুবাদের প্রথম হইতে চতুর্থ ভাগ অবলম্বনে নকল বা জাল মকতুব প্রকাশ করিয়াছে বা করিবার প্রয়াস পাইতেছে। এ বিষয়ে সুধী পাঠকবৃন্দ সাবধান থাকিবেন বলিয়া আশা রাখি।

অবশেষে নিবেদন এই যে, এই মকতুবাত শরীফ অবলম্বনে ইহার ব্যাখ্যাস্বরূপ বিজ্ঞ অনুবাদকের রচিত 'মারেফতের পথে' কিতাবখানার প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যেই পাঠকবৃন্দের নিকট পৌঁছিয়া থাকিবে। এই পুস্তকটির আরও দুইটি খণ্ড প্রকাশনার অপেক্ষায় রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশুদ্ধ আকায়েদ সম্বলিত হজরত রছুলে আকরাম (ছঃ)-এর শান, ইজ্জত ও হুরমাত

এবং তাঁহার পবিত্র রওজা শরীফ জিয়ারতের ফজিলত ইত্যাদি বিষয় অকাট্য দলিল প্রমাণাদিসহ আরবী ভাষায় শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের লিখিত 'আজালুল বারাহীন" কিতাবখানা বাংলায় অল্প দিনের মধ্যেই ইন্‌শাআল্লাহ্ আপনাদের খেদমতে পৌঁছাইবার আশা রাখি। ইহা ছাড়াও গ্রন্থকারের লিখিত ও প্রকাশিত অন্যান্য পুস্ত কসমূহের একটি তালিকা এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল। আশাকরি সুধী পাঠকবৃন্দ পুস্তকগুলি সংগ্রহ করিতে যত্নবান হইবেন।

হে দয়াময় প্রভু, আমাদিগকে সহজ, সরল ও সত্যপথে পরিচালিত কর, তোমার দাসত্বের প্রতি অটল থাকার শক্তি প্রদান কর এবং তোমার মর্জ্জি ও এরাদা অনুযায়ী আমাদের জীবন সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর কর। তোমার হাবীব (দঃ)-এর মহব্বত অর্জ্জন ও তাঁহার আদর্শের পূর্ণ অনুসরণের তৌফিক দান কর। সমগ্র আম্বিয়া (আঃ)-গণ, আউলিয়ায়ে কেরাম, মাশায়েখ, দরবেশ, ছুফীসাধকগণের ইজ্জত, হুরমত, তাজীম ও সম্মান করার এবং তাঁহাদের স্নেহ ও অনুকম্পা অর্জ্জনের সুযোগ প্রদান কর।

ইয়া আরহামুর্ রাহেমীন, এই মকতুবাত শরীফের আলোকে সমগ্র বিশ্বকে উদ্ভাসিত কর, মুসলিম কওমের ঈমান ও আকিদা বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় কর এবং ভ্রান্ত মতবাদ, বিষাক্ত চিন্তাধারা ও কলুষিত ধ্যানধারণা হইতে বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠীকে হেফাজত কর। ওয়ামা তৌফিকী ইল্লা বিল্লাহ্, ইয়া নেয়্‌মাল মাওলা ওয়ানেয়্‌মান্নাছীর।

আশাকরি আল্লাহ্ গফুরুর রহীম আমাদের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করতঃ পরবর্ত্তীতে সকল পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচার করার শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেন। তৎসঙ্গে যাঁহারা এই মুদ্রণ কার্য্যে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিয়াছেন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদেরকে নিয়ত অনুযায়ী উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন। আমিন ॥

এই সংস্করণের যাবতীয় ছওয়াব মদীয় পীর কেব্‌লা (রাঃ)-এর কোমল পদযুগলে অর্পন করিলাম। আশাকরি তদীয় চরণ যুগলে ইহা স্থান লাভ করিবে।

— প্রকাশক

অনুবাদকের নিবেদন

আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ শোকর গোজারী যে, পীরানে কেরামের অছিলায় হজরত এমানে রব্বানী মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর লিখিত 'মকতুবাত শরীফ'- এর শেষ খণ্ডের বঙ্গানুবাদ বহুদিন পর মুদ্রিত হইল। অবশ্য এক যুগেরও অধিককাল পূর্ব্বে অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছে। এই পঞ্চম খণ্ড তাছাউফপন্থী ঈমানদারদিগের জন্য কত যে উপকারী ও আত্মার উন্নতির সহায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য। ইতিপূর্ব্বের খণ্ডসমূহের ইহা যেন সারসংক্ষেপ তুল্য। আত্মার উন্নতি সাধনের পথে 'তাছাউফ' বা ছুফীবাদ ব্যতীত কাহারও নিস্তার নাই। এই হেতু তরীকার এমামগণ 'তাছাউফ' গ্রহণ ফর্জ্জে আইন বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন, যেহেতু ফরজ কার্য্য সমাধানের উপায়সমূহও ফরজ। যথা— শরীয়তের প্রধান বস্তু— নিয়াৎ বা উদ্দেশ্য সংশোধন করা। খালেছ বা নিছক আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যদি নিয়াৎ না হয়, তাহা হইলে আমল বা সৎকার্যসমূহের কোনও মূল্য নাই। এইহেতু সহীহ বোখারী শরীফে (৯৫৩ পৃষ্ঠায়) হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমাদের আমল বা সৎকার্য্য তোমাদের কাহাকেও উদ্ধার করিবেনা"। এই মর্ম্মের অনেক হাদীছ মোসলেম শরীফের ৩৭৬ ও ৩৭৭ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত আছে। এই হাদীছসমূহের মর্ম্মদ্বারা উপলব্ধি হয় যে, আত্মিক উন্নতি ও কল্‌বের বিশুদ্ধতা এবং নফ্‌ছের পবিত্রতা ব্যতীত সৎকার্য্য যতই অধিক হউক না কেন, আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র দরবারে তাহার কোন স্থান নাই। অন্যথায় অভিশপ্ত শয়তানের আমল আল্লাহ্‌তায়ার নিকট অধিক মূল্যবান হইত। কিন্তু তাহার নিয়ৎ বা উদ্দেশ্য সংশোধিত এবং অহংকার ইত্যাদি হইতে মুক্ত ছিল না বলিয়া মুহুর্ত্তেই তাহা বিফল হইয়া গেল। ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বর্ত্তমান যুগে এই প্রকারের কতিপয় দল আছে, যাহারা নিজেদের আমল বা সৎকার্য্যকে এত অধিক বৃহৎ বলিয়া অনুমান করে যে, তাহারা ব্যতীত যেন অন্য সকল দল পথভ্রষ্ট বা বিধর্ম্মী এবং তাহারা এই অনুমানে নিজেদের দলকে 'ধর্ম্মপ্রচার সংস্থা' নামে অভিহিত করে ও অন্য সকল দল হইতে তাহারাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করে। আত্মার

বিশুদ্ধতার প্রতি যত্নবান না হইয়া বাহ্যিক সাজ-সজ্জার দিকেই তাহারা মনোযোগী, যেন তাহাদিগকে দেখিলেই জনসাধারণ আকৃষ্ট হয়। তাহাদের এই আত্মগরিমা ও আমলের প্রতি নির্ভরশীলতা যে তাহাদিগকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা তাহারা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছে না। জনৈক বোজর্গ ফার্সী ভাষায় ফরমাইয়াছেন—

অনুবাদ ঃ—

পাপকার্য্যে অনুতাপ শ্রেষ্ঠ অনিবার—
পূণ্যকার্য্য হ'তে, যদি করে অহংকার।

পরন্তু ছিহাহে ছিত্তার মোসলেম শরীফে হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে, হজরত রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন— "আমি ঐ পবিত্র জাতের শপথ করিয়া বলিতেছি যাঁহার হস্তে আমার জীবন যদি তোমরা গোনাহ না করিতে অর্থাৎ ফেরেশ্তাবৃন্দের মত নিষ্পাপ হইতে, তাহা হইলে আল্লাহ্পাক তোমাদিগকে অপসারণ করিয়া এমন একদল আনিতেন বা সৃষ্টি করিতেন যাহারা পাপকার্য্য করিত, তৎপর আল্লাহ্পাক তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেন" (হেস্নে হাসীন শরীফ, ২০৫ পৃষ্ঠা)। তিরমিজি শরীফে হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে— আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "হে আদমপুত্র, তুমি আশান্বিত হইয়া যতদিন আমাকে ডাক, আমি ততদিন পর্য্যন্ত তোমাকে ক্ষমা করিতে থাকিব ; তুমি যাহাই কর না কেন ! আমি কাহারও পরওয়া (অপেক্ষা) করি না। হে আদম পুত্র, যদি তোমার পাপরাশি আকাশের চুড়া স্পর্শ করে, তৎপর তুমি যদি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব। হে আদম পুত্র, যদি তুমি 'শেরক' না করিয়া ধরণীপূর্ণ পাপ লইয়া আমার সাক্ষাৎ কর, আমিও তদনুরূপ ক্ষমা লইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব"। এই হাদীছ আহ্মদ এবং দারমি হজরত আবুজর (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে (হেস্নে হাসিন শরীফ, ২০৬ পৃষ্ঠা)। এই সকল হাদীছ ও বর্ণনাদি হইতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, আত্মা ও নফ্সের সংশোধন ব্যতীত আল্লাহ্পাকের পবিত্র দরবারে কাহারও স্থান হইবে না। তথায় গর্ব ও অহংকারপূর্ণ কার্য্যের কোনই অবকাশ নাই। স্বয়ং রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে,

"আল্লাহ্পাক স্বীয় রহমত ও মাগফেরাত বা দয়া ও ক্ষমা কর্ত্তৃক যদি আমাকে আচ্ছাদিত না করেন, তবে আমিও মুক্তি পাইব না"।

জানা আবশ্যক যে, প্রত্যেক কার্য্যের এক একটি পদ্ধতি ও নিয়ম আছে। ইহা সর্ব্বজন বিদিত ব্যাপার। তদ্রূপ আল্লাহ্পাকের দয়া ও ক্ষমা প্রাপ্তির পথ— যে স্থলে আল্লাহ্পাক উহা স্থাপন করিয়াছেন, সে স্থল হইতে গ্রহণ করা। সুতরাং আল্লাহ্পাক যখন পরম দয়ালু ও কৃপার আকর তখন দয়া পরবশ হইয়া তিনি জগৎবাসীর পরিত্রাণ কল্পে স্বীয় হাবীব পাক মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ)-কে দয়া-কৃপার ভাণ্ডাররূপে প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন, "ওয়ামা আরছাল্নাকা ইল্লা রাহ্মাতাল্লীল আলামীন"। অর্থাৎ "আমি আপনাকে জগৎবাসীর জন্য অনুকম্পা ব্যতীত অন্য কোনরূপে প্রেরণ করি নাই" (সুরায়ে আম্বিয়া)। আরও বলিয়াছেন, "বিল মু'মিনিনা রউফুর রহিম" (সুরায়ে তওবা) অর্থাৎ মু'মিনদিগের জন্য তিনি দয়া ও অনুকম্পার প্রতীক স্বরূপ। অতএব আল্লাহ্পাকের দয়া-অনুকম্পা লাভ করিতে হইলে, তাঁহা হইতেই লাভ করিতে হইবে এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে প্রতিযুগে তাঁহার প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। উহা ব্যতীত কাহারও গত্যন্তর নাই। পরন্তু ইহা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে, যাহার নিকট হইতে লইতে হইবে তাহার সম্মুখে নতি স্বীকার করিতে হইবে। এইহেতু ছাহাবাগণ রছুল (ছঃ)-এর হস্ত পদ চুম্বন করিতেন। ইহার বহু হাদীছ 'ছিহাহে ছিত্তার' মধ্যে বর্ণিত আছে। আমল বা অহংকার দ্বারা লেফাফা দুরস্ত হয় মাত্র ; কিন্তু বাহ্যিক চাকচিক্যের— সেই মহান দরবারে কোনই মূল্য নাই। ফলকথা, নফ্ছের সংশোধন এবং রূহানী উন্নতি ব্যতীত এই পর্য্যায়ে কেহই উপনীত হইতে সক্ষম হইবে না। ইহা সঠিক ব্যাপার। সুতরাং ইহার পথ অবলম্বন অবশ্য 'ফরজে আইন'। পরন্তু এই পথের পারিভাষিক নামই 'তাছাউফ' বা ছূফীবাদ। এখন যাঁহারা আল্লাহ্পাকের খাঁটি এবাদত খালেছ নিয়তের সহিত করিতে বাসনা রাখেন এবং সেই এবাদত দ্বারা আখেরাতের শান্তি ও উন্নতি কামনা করেন ও আল্লাহ্তায়ালার দীদার বা দর্শন প্রাপ্তির আকাঙ্খা রাখেন তাঁহাদের জন্য 'তাছাউফ' ব্যতীত উপায় নাই ; যাহা নফ্ছের সংশোধনের একমাত্র পথ এবং যাহা "ফানাফিশ্ শায়েখ, ফানাফির রছুল ও ফানাফিল্লাহ" পর্য্যন্ত উপনীত করে। বরং 'বাকাবিল্লাহে' পরিণত করে।

ইহার সূত্র এই যে, আদম বা নাস্তি হইতে উদ্ভূত মানব যখন পার্থিব মোহে বা লোভ-লালসায় নিমজ্জিত হয়, তখন সে আল্লাহ্তায়ালার সৎগুণাবলী ও সৎ চরিত্র হইতে বঞ্চিত হয়, এবং নাস্তি জাত তমসাপূর্ণ অসৎ চরিত্রে চরিত্রবান হয়, যাহা ইহলৌকিক বস্তু সমূহের সংসর্গের ফল। অথচ তাখাল্লোক বে আখ্লাকিল্লাহ বা আল্লাহের চরিত্রে-চরিত্রবান হওয়া 'তাছাউফ'-এর অন্যতম লক্ষ্য। আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে কোন ব্যক্তি যখন এই তমসা হইতে নিষ্কৃতির প্রতি যত্নবান হয়, তখন সে 'ফানা'-'বাকা' লাভকারী আল্লাহের প্রেমিক কোন অলীআল্লার স্মরণাপন্ন হয় এবং তাঁহার হস্তে 'বয়আত' গ্রহণ করে। এই বয়আত বা আত্মসমর্পণ শরীয়তের প্রচলিত কার্য্য। পবিত্র কোরআন পাকে এবং হাদীস শরীফের বহুস্থলে ইহার উল্লেখ আছে। ফলকথা, এই 'বয়আত' কর্ত্তৃক উক্ত ব্যক্তি তাঁহার মুরীদ বা অনুসারী হইয়া যায়। পূর্ণসমর্পণ কর্ত্তৃক উক্ত অলী-আল্লার বক্ষস্থিত 'নূর' ও 'ফয়েজ' বা ঐশিক কিরণ ও বর্ষণ সে লাভ করিতে থাকে যৎকর্ত্তৃক তাহার বক্ষ উন্মুক্ত হয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রেম ভালবাসা বা পার্থিক প্রেম মুহুর্মুহুঃ অন্তর্হিত হইতে থাকে ও আল্লাহ্ তায়ালার এশ্ক-মহব্বত বা পারলৌলিক প্রেম বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে উক্ত অলী বা পীর যে মর্ত্তবায় উপনীত হইয়াছেন উক্ত মুরীদ ব্যক্তিও তথায় নীত হয় এবং 'ফানাফিল্লাহ' ও বাকাবিল্লাহ' লাভে কৃতার্থ হয়। অতএব 'তাছাউফ' বা ছূফীবাদ ব্যতীত কোন ব্যক্তি এই পর্য্যায়ে উপনীত হইতে পারে না এবং ইহা ব্যতীত আল্লাহ্পাকের প্রকৃত ইবাদত বা দাসত্ব প্রতিপালিত হয় না। সুতরাং 'তাছাউফ' প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি 'ফর্জে আইন' বা ব্যক্তিগতভাবে অনিবার্য্য এবং ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এইহেতু ছূফীবাদ প্রচার অত্যাবশ্যকীয় জানিয়া তৎপ্রতি যত্নবান হইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

উল্লিখিত বিষয়সমূহের বিস্তৃত বর্ণনা ও পদ্ধতি এবং নিয়মাবলী সঠিকভাবে জানিতে হইলে মকতুবাতে এমামে রব্বানী পঠন ব্যতীত উপায় নাই, যেহেতু তিনি শেষ জামানার মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক এবং উলুল আজম পয়গাম্বরের মর্ত্তবাধারী ছিলেন। নবীত্বের পদ সমাপ্তি হেতু তিনি উক্ত পদ প্রাপ্ত হন নাই বটে, কিন্তু মর্ত্তবা ও আত্মিক উন্নতি হিসাবে কোন অংশে কম ছিলেন না। এই সকল কারণে এই

মকতুবাত শরীফের অনুবাদ ও প্রচার দ্বীন-ইসলামের একটি বৃহত্তম কার্য্য জানিয়া সর্ব্বিশেষ আগ্রহের সহিত তৎপ্রতি মনোযোগী হইয়াছি। যদিও মকতুবাত শরীফের এই ৫ম ভাগ অন্যান্য সকল মকতুবের সারবস্তু তুল্য তথাপি প্রথম হইতে পাঠ না করিলে এই খণ্ডের তত্ত্ব অনুধাবন দুষ্কর হইতে পারে। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা আল্লাহ্ চাহে বাংলা ভাষায় আমার লিখিত 'মারেফতের পথে' কেতাবের ২য় খণ্ডে বিশদরূপে করা হইবে। যাহারা জানিতে ইচ্ছুক তাহারা ইন্‌শাআল্লাহ্ মুদ্রিত হইলে উহা প্রাপ্ত হইবেন।

আশা রাখি, আল্লাহ্ রছুল প্রেমিক মু'মিন মুসলমানগণ সকলেই এই মকতুবাত শরীফের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া আত্মীক উন্নতি ও ইহ-পরকালের মঙ্গল সাধনে সচেষ্ট হইবেন এবং এ ফকিরের জন্য সকলেই দোওয়ায়ে-খায়ের করিবেন। পরন্তু এ ফকিরও মকতুবাত পাঠকারী ছুফীবৃন্দের জন্য আজীবন দোওয়ায়ে-খায়ের করিতে ভুলিবে না, যেন আমরা সকলেই হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর ফয়েজ, বরকত ও নূরে-নূরানী ও পরিপূর্ণ হইয়া আল্লাহ্-রছুলের প্রেম ভালবাসা ও এশ্‌কে এলাহির মধ্যে নিমজ্জিত থাকি এবং আল্লাহ্‌পাকের খাছ ও প্রিয়জনগণের পদতলে স্থান পাই ও ছাবেকীন বা পুরোগামীগণের অন্তর্ভুক্ত হই। এ ফকিরের ইহাই শেষ আশা। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লাহ্ বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া এলায়হে উনীব। আল্লাহ্ ব্যতীত আমার কোনই সাধ্যশক্তি নাই, আমি তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিলাম এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। ওয়াচ্ছালাম ॥

খাদেমুল কওম—
শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহ্‌মদ আফ্‌তাবী
শাহ্ ফকির (রাঃ)

এগার

হজরত নিজামী (রাঃ)-এর একটি ফার্সী কবিতার অনুবাদ—

আমার মতো শেষ শায়িত
দেখ্‌বি কত এই ধরায়,
ভুল করিয়াও কয়না কেহ,
"কেউ আছে কি ভাই হেথায়" ?

কান্তিধারী যুবক ওহে—
যাইবি যখন এই পথে,
আমার কথা কর্‌বি স্মরণ,
যায়না যেন দিল হতে।

দেখ্‌বি আমার মৃত্তিকাতে
তৃণ-লতার কুঞ্জবন,
ভগ্ন-কবর দেখবে যবে,
হইবে তোমার ভগ্ন-মন।

ক্ষিপ্ত বায়ু বিক্ষিপ্ত আজ
করছে তাহার আস্তরণ,
আমার কথা স্মরণ করি'
কাঁদছে না কেউ বন্ধুগণ।

রাখ্‌বি আমার কবর-পরি
তোমার কোমল হস্তদ্বয়,
স্মরণ করিস— আত্মা-আমার,
পবিত্রতার গুণ-নিচয়।

আমার দুঃখে কাঁদবি যখন
অশ্রুনীরে বুক ভরি।
আকাশ হ'তে ফেল্‌বো আমি
খোদার নূরের ফুলঝুরি।

খোদার কাছে কর্‌বি দো'আ'—
তুরন্ত তাই কর তথায়,
সঙ্গে আমি বলব 'আমীন'—
হইবে কবুল মোর কথায়।

———

সূচী পত্র

বিষয়বস্তু

এই মকতুবাত শরীফ হজরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রাঃ)-এর জীবমান কালেই একত্রিত করা হইয়াছে। জনাব ইয়ার মোহাম্মদ জদীদ ইহার প্রথম খণ্ড একত্রিত করিয়াছেন ও দ্বিতীয় খণ্ড মওলানা আবদুল হাই এবনে খাজা হেছারী এবং তৃতীয় খণ্ড খাজা মোহাম্মদ হাশেম ছাহেব একত্রিত করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে ৩১৩ মকতুব এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৯ মকতুব ও তৃতীয় খণ্ডে ১২৪ মকতুব সর্ব্বমোট ৫৩৬টি মকতুব আছে। বঙ্গভাষায় অনুবাদ করার পর দেখা গেল যে, প্রথম খণ্ড ৩১৩ মকতুব রাখিলে পুস্তকের কলেবর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইবে সুতরাং মূল প্রথম খণ্ডের ৩১৩ মকতুব বঙ্গানুবাদে তিন ভাগে অর্থাৎ ১ম মকতুব হইতে ১৫০ মকতুব প্রথম খণ্ড প্রথম ভাগে ও ১৫১ হইতে ২৫৮ মকতুব প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগে এবং ২৫৯ মকতুব হইতে ৩১৩ মকতুব প্রথম খণ্ড তৃতীয় ভাগে মুদ্রণ করা হইয়াছে। মূল দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৯ মকতুব বঙ্গানুবাদে চতুর্থ ভাগে এবং মূল তৃতীয় খণ্ডের ১২৪ মকতুব বঙ্গানুবাদে পঞ্চম ভাগে মুদ্রণ করা হইয়াছে। ইহার পদ্যগুলি পদ্যে এবং গদ্যগুলি গদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সকল মকতুবের শিরোনামগুলি সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থখানি নির্ভুল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হইয়াছে বটে।

পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যে, এই পুস্তকের অনুবাদের মধ্যে অথবা যে কোন প্রকারের ভুল হউক না কেন তাহা আমার ঠিকানায় লিখিয়া জানাইবেন; তাহাতে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। ইহা-পরকালের যাবতীয় উন্নতি বিশেষতঃ আখেরাতের কল্যাণ সাধনার্থে এই মকতুবাত শরীফের আলোচনা যে একান্ত আবশ্যকীয় তাহা সুধী পাঠক মাত্রই আল্লাহ্‌চাহে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ওয়াচ্ছালাম।

অনুবাদক

১ মকতুব

জনাব মোর্শেদ ছাইয়েদ মীর মোহাম্মদ নো'মানের নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

বিছ্মিল্লাহির্ রাহ্মানির রাহিম।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনার পত্র পাইলাম; আপনি বিশেষ কষ্ট করিয়াছেন ; আপনার পরিশ্রম আল্লাহ্তায়ালার নিকট গৃহীত হউক। আপনি যখন আল্লাহ্তায়ালার 'কার্য্যকলাপ' ও 'গুণাবলী' এবং পবিত্র জাতের অধিক নৈকট্যের বিষয় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আপনি উৎসুক ও ব্যতিব্যস্ত আছেন, তখন উক্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতেছি।

জানিবেন যে, প্রত্যেক বস্তু স্ব স্ব তত্ত্বানুযায়ী 'বস্তু' হইয়া থাকে, এবং তাহার তত্ত্ব প্রমাণার্থে কোনও নির্ম্মাতার নির্ম্মাণ আবশ্যক করে না। যেহেতু নিজকে প্রমাণিত করণ প্রত্যেক বস্তুর প্রতি অনিবার্য্য, এইহেতু বলা[১] হইয়া থাকে যে, নিছক 'তত্ত্ব' সমূহের মধ্যে নির্ম্মাণ ও গঠন বর্ত্তমান নাই; অর্থাৎ তত্ত্ব সমূহ সংগঠিত ও নির্ম্মিত নহে। বরং তত্ত্ব সমূহ অস্তিত্বের সহিত সম্মিলিত হওয়ার জন্য সংগঠন আবশ্যক। রঞ্জকের কার্য্য বস্ত্রের সহিত রং সংযোজিত করণ। ইহা নহে যে, রঞ্জক বস্ত্রকে বস্ত্র করিবে, এবং রং কে রং করিবে; ইহা অসম্ভব। যেহেতু উহা লব্ধ বস্তু লাভ করণ মাত্র। অতএব ইহাতে মূল বস্তুর মধ্যে নির্ম্মাণ কার্য্য হইল না, শুধু বস্তুর সহিত অস্তিত্ব সংযোগকরণ হইল মাত্র। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, বস্তু স্বকীয় তত্ত্বানুযায়ী বস্তু হইয়া থাকে, এবং ইহা কাশ্ফ বা আত্মিক বিকাশের দৃষ্টিতে 'বস্তুর'-ছায়া এবং প্রতিবিম্বের মধ্যে লব্ধ হয় না। যেহেতু কোন বস্তুর স্বীয় ছায়া ও প্রতিবিম্বজাত তত্ত্বানুযায়ী উহা প্রতিবিম্ব বা ছায়া নহে ; বরং স্বকীয় মূল বস্তুর তত্ত্বানুযায়ী উহা ছায়া ও প্রতিবিম্ব হইয়াছে। কেননা প্রতিচ্ছায়া কোনরূপ তত্ত্বের অধিকারী নহে, তাহার মূল বস্তুর তত্ত্ব দ্বারাই সে নিজেকে প্রতিচ্ছায়া হিসাবে প্রকাশ করিয়াছে। এই হেতু মূলবস্তু ছায়ার ব্যক্তিত্ব হইতে উহার (ছায়ার) অধিক নিকটবর্ত্তী। যেহেতু উক্ত প্রতিচ্ছায়া তাহার মূলবস্তু কর্ত্তৃক ছায়া বা প্রতিবিম্ব হইয়াছে ; তাহার নিজ ব্যক্তিত্ব কর্ত্তৃক নহে।

টীকা ঃ— ১। বলা=দার্শনিকগণ বলেন।

বিশ্ব জগত যখন আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী কার্য্যকলাপের প্রতিবিম্ব, তখন অবশ্য উক্ত কার্য্যকলাপ— যাহা বিশ্ব জগতের মূলবস্তু তাহা— উক্ত জগৎ (-এর অস্তিত্ব) হইতে উক্ত জগতের অধিক নিকটবর্ত্তী। তদ্রূপ আল্লাহ্তায়ালার কার্য্য সমূহ যখন অবশ্যম্ভাবী ছেফাত বা গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া, তখন উক্ত গুণাবলীও জগৎ হইতে জগতের অধিক নিকটবর্ত্তী এবং জগতের মূলবস্তু যে কার্য্যকলাপ-তাহা হইতেও উহা অধিক নিকটবর্ত্তী ; যেহেতু— উহা মূলের-মূলবস্তু। এই পদ্ধতিতে গুণাবলীও যখন আল্লাহ্পাকের পবিত্র জাতের প্রতিবিম্ব এবং পবিত্র জাত যাবতীয় মূলবস্তুর মূল, তখন পবিত্র জাত— জগৎ হইতে জগতের— বরং অবশ্যম্ভাবী কার্য্যকলাপ এবং গুণাবলী হইতেও জগতের অধিক নিকটবর্ত্তী। আল্লাহ্তায়ালার অধিক নৈকট্যের বিষয়ের বর্ণনা যাহা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব— তাহা ইহাই। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যদি সুবিচারের পর্য্যায়ে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে আশা করি তাঁহারা হয়তো ইহা সমর্থন করিবেন। কিন্তু তাঁহারা যদি সমর্থন নাইবা করেন, তাহাতেও কোন দুঃখের কারণ নাই। যেহেতু তাঁহারা এই সকল আলোচনার বহির্ভূত। এই বর্ণনাগুলির মধ্যে যখন জ্ঞান সম্ভূত মুখবন্ধসমূহ সন্নিবিষ্ট আছে, তখন ছাইয়্যেদ মীর শামছুদ্দীন আলীকেও যদি এই মকতুব পঠনের অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহারও অবকাশ আছে।

আপনি লিখিয়াছিলেন যে, মকতুবাতের তৃতীয় খণ্ড আরম্ভ করা যাইতে পারে; হাঁ, তাহাই করিবেন। আল্লাহ্ ওয়ালাগণ - যাহা ভাল মনে করেন, হয়তো তাহা মোবারক বা শুভ হইবে। যখন উক্ত মীর ছাহেবকে এ কার্য্যের ভার অর্পণ করিবেন, তখন বলিয়া দিবেন যে, তিনি যেন ইহার একাধিক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং একখানা প্রতিলিপি ছেরহেন্দ শরীফে প্রেরণ করেন এবং তিনি মোশাবিদার খসড়াটি যেন সুরক্ষিতভাবে রাখেন। হয়তো উহার আবশ্যক হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ এ ফকীর আপনার প্রস্থান ও অবস্থানের বিষয় ইতঃস্ততের মধ্যে আছে। অবশ্য আপনার সাক্ষাতের জন্য আগ্রহান্বিত ও লালায়িত আছি। এইহেতু আপনার প্রস্থানের বিষয় বলিতে পারিতেছি না এবং অবস্থানের নির্দ্দেশ দিতেছি না ; হয়তো তাহাতে বহু লোকের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। এইমাত্র বলিতেছি, যদি আপনি চলিয়া যান, তাহা হইলে খাজা মোহাম্মদ হাশেমকে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি যেন কিছুদিন সংসর্গে অবস্থান পূর্ব্বক কতিপয় এলম-মারেফত গ্রহণ করিতে

পারেন। তিনি যুবক ও উপযুক্ত পাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে এবং তিনি আপনার স্বহস্তে প্রতিপালিত ও আপনার মনোভাব ও স্পৃহা অবগত। জিজ্ঞাস্য বিষয় সমূহ তাহার প্রতি ন্যস্ত করিবেন ; তিনি উত্তর লইয়া আপনার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২ মকতুব

তদীয় ছাহেবজাদা খাজা মোহাম্মদ ছাইদ ও খাজা মোহাম্মদ মা'ছুম (রাজীঃহুমা)-এর নিকট লিখিতেছেন।

সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে এবং সুখে ও অসুখে, শান্তি ও অশান্তিতে, অনুগ্রহে ও নিগ্রহে, সারল্যে ও কাঠিন্যে, প্রতিদানে ও বিপদে, সকল সময়— যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য, যিনি বিশ্বের প্রতিপালক, এবং দরূদ ও ছালাম ঐ মহানবী (দঃ)-এর প্রতি যাঁহার তুল্য কোন নবীই ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হন নাই ; এবং কোনও রছুল তাঁহার অনুরূপ বিপদগ্রস্ত হন নাই। এইহেতু তিনি বিশ্ববাসীদিগের জন্য রহমত ও শান্তি এবং পূর্ব্ব-পরবর্ত্তী সকলের ছরদার ও শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছেন।

হে স্নেহাস্পদ বৎসগণ ! বিপদ ও পরীক্ষার সময়টি যদিও তিক্ত ও আস্বাদবিহীন, তথাপি যদি আল্লাহ্তায়ালা সময় সুযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে উহা মূল্যবান ও যথেষ্ট। ইদানীং যখন আল্লাহ্তায়ালা আপনাদিগকে সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তখন আল্লাহ্তায়ালার কৃতজ্ঞতা করতঃ স্বীয় কার্য্যে মনোযোগী হইবেন। এক মুহূর্ত্ত বা এক পলক্ও অমনোযোগীতা নিজের প্রতি বিধেয় জানিবেন না। এই তিন অবস্থার এক অবস্থা হইতে শূন্য থাকিবেন না। কোরআন পাক তেলাওয়াৎ বা পঠন এবং দীর্ঘ কেরাতের সহিত নামাজ পঠন অথবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"— কালেমা শরীফের পুনরাবৃত্তি। 'লা' (না) কলেমা কর্ত্তৃক স্বীয় নফ্ছের উপাস্য তুল্য আকাঙ্ক্ষাসমূহ অপসারিত করিবেন, এবং স্বীয় উদ্দেশ্য ও স্পৃহা সমূহ নিবারিত করিবেন, স্বীয় উদ্দেশ্য বলবৎ ও প্রবল করণ প্রকারান্তরে প্রভুত্বের দাবীকরণ বটে। বক্ষ-প্রান্তরে যেন কোনও আকাঙ্ক্ষার অবকাশ না থাকে ; এবং চিন্তাপটেও কোন প্রকারের স্পৃহা যেন বর্ত্তমান না থাকে ; তবেই প্রকৃত দাসত্ব

সংঘটিত হইবে। স্বকীয় ইচ্ছা বলবৎ করা, মালিক বা প্রভুর ইচ্ছা অপসারিত করা ও স্বীয় মালিকের সহিত মোকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মাত্র ; যাহা প্রভুকে নিবারণ এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রমাণ অনিবার্য্য করে। ইহা যে কত জঘন্য কার্য্য, তাহা সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করতঃ স্বীয় প্রভুত্বের দাবী অপসারিত করিবেন। ইহা যে পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহাসমূহ হইতে পূর্ণরূপে পবিত্র না হইবেন এবং স্বীয় মালিকের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া ব্যতীত অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা না রাখিবেন, সে পর্য্যন্ত প্রভুত্বের দাবী নিবারণ করিতে থাকিবেন। আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে বিপদাপদ ও পরীক্ষার সময়— ইহা অতি সহজে ও অনায়াসে সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য সময়— এই আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহা সমূহ যেন সেকেন্দারী প্রাচীরতুল্য কঠিন প্রতিবন্ধক হয়। অতএব আপনি গৃহকোণে গুপ্ত রহিয়া এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিবেন। যেহেতু অবসর বা জীবনকাল অতি মূল্যবান। বিপর্য্যয় ও বিপদের সময় সামান্য আমলেরই বহু মূল্য হইয়া থাকে। যে সময় ফেৎনা-ফাছাদ থাকে না, সে সময় বহু কঠোর ব্রত ও বহু পরিশ্রম করা আবশ্যক হয়। সাবধান হওয়া উচিত ! সাক্ষাত হউক বা না হউক, ইহাই উপদেশ যে, মনের মধ্যে যেন অন্য কোন প্রকারের স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান না থাকে। স্বীয় জননীকেও ইহা অবগত করাইয়া দিবেন ও ইহার প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করিবেন। অবশিষ্ট অবস্থা— ইহজগৎ যখন চলমান ও অস্থায়ী, তাহার বিষয় আর কি বলিব ! কনিষ্ঠদিগের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখিবেন এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। আমার পক্ষ হইতে হকদারগণকে যথা সম্ভব সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবেন এবং তাহাদিগকে— ঈমান -ছালামতির (ঈমান রক্ষার) জন্য দোওয়া করিয়া সাহায্য করিতে বলিবেন। পুনঃ পুনঃ তাকিদের সহিত লিখিতেছি যে, এই মূল্যবান সময়গুলি অনর্থক কার্য্যে অপচয় করিবেন না। আল্লাহ্র জেকের বা স্মরণ ব্যতীত যেন অন্য কোন কার্য্যে লিপ্ত না হন। যদিও উহা অধ্যয়ন ও অধ্যাপন হউক না কেন ! (ইহা শুধুমাত্র জেকেরের সময়।) নফ্ছের বাতুল আকাঙ্ক্ষা সমূহ 'লা' বা 'না' শব্দের নিম্নে আনয়ন করিবেন ; যেন উহারা (বাতুল আকাঙ্ক্ষা) পূর্ণরূপে নিবারিত হয় এবং বক্ষস্থলে কোনও ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান না থাকে। এ পর্য্যন্ত যে, আপনাদের আকাঙ্ক্ষা যাহা স্বভাবতঃ আপনাদের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য অর্থাৎ— আমার কারামুক্তি ; তাহাও যেন উদ্দেশ্য না থাকে

এবং আল্লাহ্তায়ালার তক্দির বা নির্দ্ধারিত ভাগ্যলিপি ও কার্য্য ও তাঁহার ইচ্ছার প্রতি যেন সন্তুষ্ট থাকেন। পক্ষান্তরে কলেমা শরীফের প্রমাণের দিকে অর্থাৎ— ইল্লাল্লাহ্'- এর দিকে আল্লাহ্তায়ালার অদৃশ্যজাত— যাহা যাবতীয় জানিত ও ধারণাকৃত বস্তুর পরে এবং তাহারও পরে ; তাহা ব্যতীত যেন অন্য কিছু (উদ্দেশ্য) না থাকে। বাসভবন, কূপ, বাগিচা, পুস্তক ও অন্যান্য বস্তু সমূহের চিন্তা অপসারিত করা অতি সহজ। অতএব আপনাদের উচিত যেন কোন বস্তুই আপনাদের সময়ের প্রতিবন্ধক না হয় এবং আল্লাহ্তায়ালার মর্জ্জি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত যেন অন্য কোনও ইচ্ছা না থাকে। যদি আমরা (ইহ-জগৎ হইতে) চলিয়া যাই, তখন স্বভাবতঃই এই সকল বস্তু চলিয়া যাইবে। অতএব মনে করুন যে, ইহারা যেন জীবিত থাকিতেই চলিয়া গেল, তাহাতে কোনও চিন্তা করিবেন না। অন্যান্য অলী-আল্লাহ্গণ ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত বস্তু সমূহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ; কিন্তু আমরা আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী পরিত্যাগ করিতেছি এবং শোকর-গোজারী করিতেছি। আশাকরি আমরা 'লাম'-অক্ষরে জবর দিয়া 'মোখলাছ'- যাহার অর্থ 'নিছককৃত'— তাহা হইব। যেস্থলে উপবিষ্ট থাকিবেন, সে স্থলকেই স্বীয় বাসভবন বলিয়া জানিবেন। কয়েকদিনের পার্থিব জীবন যে-স্থলেই অতিবাহিত হয় না কেন, আল্লাহ্তায়ালার স্মরণে যেন অতিবাহিত হয়। পার্থিব ব্যাপার অতি সহজ ; পরবর্ত্তী-জগতের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। স্বীয় মাতা ছাহেবাকে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ পরকালের প্রতি উৎসাহিত করিবেন। এখন অবশিষ্ট রহিল পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া। যদি আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা হয়— তাহা হইলে আল্লাহ্চাহে উহা সংঘটিত হইবে। অন্যথায় আল্লাহ্তায়ালার তক্দীর ও নির্দ্ধারণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং প্রার্থনা করিবেন— যাহাতে শান্তিময় স্থান বেহেশ্তে আমরা একত্রিত হইতে পারি। ইহজগতে সাক্ষাতের ক্ষতিপূরণ যেন আল্লাহ্র অনুগ্রহে তথায় সংঘটিত হয়। সকল অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা।

৩ মকতুব

ছাইয়্যেদ মীর মোহেববুল্লাহ্ মাণিকপুরীর নিকট কলেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থের বর্ণনায় লিখিতেছেন।

সমূহ প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"— উপাস্য এবং প্রভু হইবার উপযোগী কেহই নাই, সমকক্ষ বিহীন আল্লাহ্ ব্যতীত। তিনি অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বধারী এবং ক্ষয়-ক্ষতি ও নূতনত্বের কালিমা হইতে পবিত্র ও নির্ম্মল। কারণ এবাদত বা দাসত্ব— যাহা পূর্ণ অবনতি, নম্রতা ও অবমানিত হওয়া ; তাহা পাইবার অধিকারী ঐ মহান ব্যক্তি যাঁহার মধ্যে পূর্ণতা গুণ সমূহ পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছে; এবং যাঁহার পবিত্রজাত বা ব্যক্তিত্ব হইতে যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতি অপসারিত। অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহে সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী ; কিন্তু তিনি কোনও কার্য্যে এবং কোনও বিষয়েই কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। উপকার ও অপকার করার ক্ষমতাধারী তিনিই। তাঁহার আদেশ ব্যতিরেকে কোনও বস্তু কাহারও অনিষ্ট বা ইষ্ট করিতে সক্ষম হয় না। এই প্রকারের পূর্ণগুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তি-আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্য কেহই নাই; এবং হওয়াও সমীচীন নহে। ন্যূনাধিক্য ব্যতীত অবিকল কেহ যদি এইরূপ পূর্ণগুণাবলী সম্পন্ন হয়— তাহা হইলে তিনিও (আল্লাহ্ ব্যতীত) অন্য কেহ হইবে না। যেহেতু দুই অপর বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান থাকে এবং এস্থলে কোনই পার্থক্য নাই। যদি পার্থক্য প্রমাণ কর্ত্তৃক— অপরত্ব প্রমাণ করি, তাহাতে তাঁহার মধ্যে ত্রুটি থাকা অনিবার্য্য হইবে, যাহা মাবুদ ও উপাস্য হওয়ার প্রতিবন্ধক। কারণ তাঁহার মধ্যে যদি যাবতীয় পূর্ণতা প্রমাণ না করি, যদ্বারা পার্থক্যের সৃষ্টি হয়; তাহা হইলে উহার মধ্যে ত্রুটি অনিবার্য্য হয় এবং যদি যাবতীয় ত্রুটি তাঁহা হইতে বিদূরিত না করি, তাহাও উহার ত্রুটির কারণ হইয়া পড়ে, এবং যদি যাবতীয় বস্তু তাঁহার মুখাপেক্ষী না হয়, তাহা হইলে— কি কারণে সে তাহাদের উপাসনার যোগ্য হইবে ! আবার যদি সে কোনও বিষয়ে এবং কোনও কার্য্যে অপর কোন বস্তুর মুখাপেক্ষী হয়, তাহাতেও সে

অপূর্ণ হইবে এবং যদি সে উপকার ও অপকার করিতে সক্ষম না হয়, তবে বস্তু সকল কি কারণে— তাঁহার মুখাপেক্ষী হইবে এবং কি কারণে সে তাহাদের আরাধনার উপযোগী হইবে। যদি কোন এক ব্যক্তি তাঁহার আদেশ ব্যতীত কোন বস্তুর ক্ষতি বা উপকার করিতে সক্ষম হয়, তাহাতেও সে বেকার বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, এবং অর্চ্চনার যোগ্য থাকিবে না। সুতরাং এইরূপ পূর্ণ গুণসমূহের সমষ্টিভূত ব্যক্তি একজন ব্যতীত হইতে পারে না; যাহার কোন সমকক্ষ নাই এবং তিনি ব্যতীত এবাদতের কেহই যোগ্যতা রাখে না, তিনিই এক পরাক্রমশালী— 'আল্লাহ্'।

প্রশ্নঃ- যেভাবে বর্ণনা করা হইল— তাহাতে এই প্রকারে পার্থক্য করা যদিও ত্রুটির কারণ হয়, যাহা পুজনীয় ও উপাস্য হইবার প্রতিবন্ধক, তথাপি এইরূপ হইতে পারে যে, উল্লিখিত অপর ব্যক্তির-এইরূপ গুণাবলী আছে, যদ্বারা তাঁহার পার্থক্য সাধিত হয় এবং যাহাতে তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি অনিবার্য্য না হয়। কিন্তু হয়তো আমরা উক্ত গুণাবলী জানিনা, যে কি ?

উত্তরঃ- উক্ত গুণাবলী ইহা ব্যতীত নহে যে, তাহা পূর্ণগুণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত হইবে, অথবা অপূর্ণগুণ সমূহের শামিল হইবে। যে কোন প্রকারেই হউক উল্লিখিত প্রতিবন্ধক থাকিবে, যদিও আমরা উক্ত গুণাবলীকে বিশিষ্টভাবে জানিতে না পারি যে-তাহা কি ? কিন্তু অবশ্য এতটুকু জানিতে পারিব যে, উহা পূর্ণতা কিম্বা অপূর্ণতার বৃত্তের বহির্ভূত নহে এবং যে কোন প্রকারের হউক, উহা ত্রুটিমুক্ত নহে অর্থাৎ- ত্রুটিযুক্ত হইবে। যাহা বর্ণিত হইল।

দ্বিতীয় প্রমাণঃ— আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য হইবার উপযোগী না হইবার কারণ এই যে, আল্লাহ্তায়ালা যখন বস্তুসমূহের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয়ে যথেষ্ট এবং বস্তুসমূহের উপকার ও অপকার তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল, তখন তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য হওয়া সমূলে বেকার ও অর্থহীন। যেহেতু কোন বস্তুই তাঁহার মুখাপেক্ষী হইবেনা। অতএব কোন্ পথে তাঁহার উপাস্য হইবার যোগ্যতা সৃষ্টি হইবে এবং বস্তু সকল কি জন্যই বা তাঁহার সম্মুখে অবনত হইবে ও নীচতা ও বশ্যতা স্বীকার করিবে। বিধর্ম্মীগণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করে ও স্বহস্তে গঠিত প্রতিমাগুলিকে তাহাদের অসৎ

ধারণায় স্বীয় উপাস্য বলিয়া জানে এবং বিশ্বাস করে যে, ইহারা আল্লাহ্তায়ালার নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে ও ইহাদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম হইব। ইহারা আশ্চর্য্য ধরণের নির্ব্বোধ। প্রতিমাগুলি যে— সুপারিশ করিবার পদপ্রাপ্ত হইবে ও ইহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালা সুপারিশ করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন, তাহা ইহারা কোথা হইতে জানিতে পারিল ! শুধু ধারণার বশীভূত হইয়া কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্তায়ালার এবাদতের মধ্যে শরীক বা অংশীদার করা অত্যন্ত জঘন্য কার্য্য ও ধ্বংসের কারণ। এবাদত বা উপাসনা সহজ কথা নহে, যে— প্রত্যেক প্রস্তর ও জড় পদার্থকে তাহা করা যাইতে পারে ; এবং অক্ষম বস্তু সমূহকে, বরং তাহাদের নিজ হইতেও অক্ষম বস্তুকে উপাসনার উপযোগী ধারণা করা যায়। উপাস্য হইবার গুণাবলী ব্যতিরেকে উপাসনা পাইবার উপযোগী হওয়া সম্ভবপর নহে। যিনি মাবূদ বা উপাস্য হইবার উপযোগী তিনিই উপাসনা পাইবার উপযোগী এবং যাহার মধ্যে উক্ত যোগ্যতা নাই, সে উপযোগীও নহে। 'মাবুদ'- হইবার যোগ্যতা অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের প্রতি নির্ভর করে, যাহার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব নাই, সে মাবুদ হইবার উপযোগীও নহে এবং এবাদতের বা উপাসনারও যোগ্য নহে। যাহারা আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের মধ্যে অন্যকে শরীক বা সমতুল্য বলিয়া জানে না ; অথচ তাহার এবাদতের মধ্যে অন্যকে শরীক করিয়া থাকে, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। তাহারা ইহা অবগত নহে যে, অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বই এবাদতের উপযোগী হইবার শর্ত্ত। অতএব যখন অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের মধ্যে শরীক নাই, তখন এবাদতের উপযোগী হইবার মধ্যেও শরীক নাই এবং এবাদতের মধ্যে শরীক করিলে— তাঁহার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের মধ্যে শরীক করা অনিবার্য্য হয়। সুতরাং এই কলেমায়ে তাইয়্যেবা বা পবিত্র বাক্যের পুনরাবৃত্তি কর্ত্তৃক অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের মধ্যে অপরকে শরীক বা সমকক্ষ করাও নিবারণ করিতে হইবে, তৎসহ উপাসনার যোগ্যতাও নিবারণ করিতে হইবে। বরং এবাদত বা উপাসনার যোগ্যতা নিবারণ করাই— এ পথের মূল্যবান, অত্যাবশ্যকীয় ও অধিক ফলপ্রদ কার্য্য— যাহা পয়গম্বর আলায়হেচ্ছালামগণের আহ্বান কার্য্যের সহিত বিশিষ্ট। বিরোধীগণ অর্থাৎ যাহারা পয়গম্বর (আঃ)-গণের শরীয়তের অনুসরণ করে না, তাঁহারাও স্বীয় জ্ঞান বা বিবেক কর্ত্তৃক প্রমাণ করিয়া আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের শরীক বা

সমকক্ষতা নিবারণ করিয়া থাকে এবং এক ব্যক্তি (আল্লাহ্তায়ালা) ব্যতীত অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বধারী অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু তাহারা এবাদত বা উপাসনার উপযোগী হইবার বিষয়ে অন্যমনস্ক (অর্থাৎ উপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করে) এবং উহা নিবারণ করা হইতে— তাহারা নিশ্চিন্ত (অর্থাৎ নিবারণ করে না)। অতএব তাহারা অন্যের এবাদত হইতে বিরত থাকে না এবং মন্দির নির্ম্মাণ করিতেও অবহেলা করেনা। পয়গম্বর (আঃ)-গণই মন্দির সমূহ ধ্বংস করিয়া থাকেন এবং অন্যের এবাদতের উপযোগী হওয়া অপসারিত করেন। ইঁহাদের বাক্যানুযায়ী মুশরিক ঐসকল ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের এবাদতে লিপ্ত ; যদিও তাহারা অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের মধ্যে সমকক্ষ না হওয়া স্বীকার করে। পয়গম্বর (আঃ)-গণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের এবাদত নিবারণের প্রতি অধিক মনোযোগী ; যেহেতু ইহা আমল ও কার্য্যকলাপের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের সমকক্ষতা নিবারণ অনিবার্য্য করে। অতএব এই বোজর্গগণের শরীয়ত বা ধর্ম্ম যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের এবাদত নিবারণ জ্ঞাপক ধর্ম্ম তাহা প্রতিপালন না করা পর্য্যন্ত শেরক হইতে কেহই অব্যাহতি লাভ করিবে না ; এবং শেরকের শাখা-প্রশাখা ও বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জগৎস্থিত উপাস্য সমূহের উপাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না— যেহেতু পয়গম্বর (আঃ)-গণের শরীয়তই ইহার জিম্মাদার। বরং তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্যই এই সৌভাগ্য লাভ করা। সুতরাং ইঁহাদের শরীয়ত বা ধর্ম্ম ব্যতীত শেরক্ হইতে কেহই মুক্তি পাইতে পারে না, এবং ইঁহাদের শরীয়তের দৃঢ় অনুসরণ ব্যতীত তৌহিদ বা একত্ববাদ লাভ হইতে পারে না। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার সহিত সমকক্ষকারীকে ক্ষমা করিবেন না।" এই আয়াত শরীফের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্তায়ালা যাহা এরাদা করিয়াছেন— তাহাই সত্য। কিন্তু ইহাও অর্থ লওয়া যাইতে পারে যে— "যদি কেহ শরীয়ত সমূহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ না করে-তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিবেন না।" কেননা শরীয়ত সুদৃঢ়ভাবে প্রালন না করিলে শেরক্ অনিবার্য্য হয়। অতএব যাহা অনিবার্য্য তাহা উল্লেখ করতঃ যৎকর্ত্তৃক অনিবার্য্য হইয়াছে, তাহা অর্থ লওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা "শেরক্ যেরূপ ক্ষমা হইবে না," তদ্রূপ যাবতীয় শরীয়তকে অস্বীকার করাও যে-ক্ষমা হইবে না— ধারণাটিও অপসারিত হইয়া যায়। নতুবা শুধুমাত্র শেরক্কে

বিশিষ্ট করার অন্য কোন কারণ নাই। আবার ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, "শেরক ক্ষমা করিবে না," অর্থাৎ কুফর ক্ষমা করিবে না ; কেননা সমূহ-শরীয়তকে অস্বীকার করাই আল্লাহ্‌তায়ালাকে কুফর বা অস্বীকার করা ; ইহাও ক্ষম্য নহে। শেরক এবং কুফরের মধ্যে বিশিষ্টতা ও সাধারণত্বের সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে, অর্থাৎ শেরক বা সমকক্ষতা-সাধারণ কুফরের মধ্য হইতে বিশিষ্ট ধরণের কুফর। এস্থলে আল্লাহ্ তায়ালা বিশিষ্ট বস্তুটির উল্লেখ করিয়া সাধারণ বস্তুটি-অর্থ লইয়াছেন। ইহা দ্বারাও উল্লিখিত ধারণা অপসারিত হয় যে, শেরক যেরূপ ক্ষম্য নহে, তদ্রূপ সমূহ-শরীয়তকে অস্বীকার করাও ক্ষম্য নহে ; অন্যথায় শেরককে বিশিষ্ট করিবার কোনই কারণ নাই।[১]

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ এবাদতের উপযোগী যে নহে তাহা স্বতঃসিদ্ধ বাক্য। ন্যূনকল্পে বিবেকজাত বাক্যের নিম্নে নহে। কোন ব্যক্তি যদি এবাদত বা উপাসনার অর্থ ভালভাবে উপলব্ধি করে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত অন্য সকলের বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করে, তখন সে বিনা দ্বিধায় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকলের এবাদতের উপযোগী না হওয়ার প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করিবে। এ বিষয়ে যে সকল মুখবন্ধ বর্ণনা করা হয়— তাহা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সমূহের প্রতি সতর্কবাণী স্বরূপ। অতএব ঐ মুখবন্ধ-সমূহের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সমালোচনা করার অবকাশ নাই। (অন্তঃকরণে) ঈমানের নূর আবশ্যক যাহাতে বিবেক কর্ত্তৃক এই মুখবন্ধ সমূহ অনুভূত হয়। নির্ব্বোধ ও অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের অনেকের প্রতি— অনেক স্বতঃসিদ্ধ বস্তু গুপ্ত রহিয়াছে এবং যাহারা বাহ্যিক ব্যাধিগ্রস্ত ও আত্মিক রোগ সম্পন্ন, তাহাদের প্রতিও অনেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য স্বতঃসিদ্ধ বস্তু গোপন আছে।

প্রশ্নঃ- তরীকার মাশায়েখগণের পুস্তকাদিতে বর্ণিত আছে যে— যাহা তোমার 'মাক্‌ছুদ' বা উদ্দেশ্য— তাহাই তোমার 'মাবুদ' বা উপাস্য। একথার অর্থ কি এবং ইহার সত্যতার স্থান কোথায় ?

উত্তরঃ- কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য তাহার লক্ষ্যস্থল, সে ব্যক্তির যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ উক্ত উদ্দেশ্য লাভ করিতে নিজেকে ক্ষমা করিবে না এবং তাহাতে

টীকা ঃ— ১। অর্থাৎ শরার বিধানের যাবতীয় হুকুম বা আদেশ-নিষেধ অমান্য করার জঘন্যতা শেরক করার জঘন্যতার সমতুল্য।

যত রকমের অপদস্থ ও অবনতি স্বীকার করিতে হয়, সে তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। তাহাতে সে ক্ষান্ত হয় না। এবাদত বা উপাসনার মূল উদ্দেশ্য ইহাই— যাহা পূর্ণ অপদস্থ ও অবনত হওয়ার নির্দ্দেশ প্রদানকারী। অতএব কোন বস্তুর উদ্দেশ্য হওয়াই মাবুদতুল্য হওয়া— অনিবার্য্য হয়। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা নিবারণ, ঐ সময় সাধিত হইবে, যখন তিনি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই উদ্দিষ্ট ও আকাঙ্ক্ষিত থাকিবে না। এই সৌভাগ্য লাভ করিতে সাধকের অবস্থার উপযোগী— কলেমায়ে তাইয়্যেবা— "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-এর অর্থ-লা মাক্‌ছুদা ইল্লাল্লাহ্"— অর্থাৎ "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনই উদ্দেশ্য নাই"— এই পবিত্র কলেমা এতাধিক পুনরাবৃত্তি করা উচিত— যাহাতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের কোনই নাম-নিদর্শন না থাকে ও তিনি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই উদ্দিষ্ট না হয় ; তাহা হইলে অন্যের উপাসনা নিবারণ করা সত্য হইবে ও একাধিক 'মাবুদ' অপসারণ বাস্তব হইবে। এইরূপ একাধিক উপাস্য নিবারণ করা এবং উদ্দেশ্য নিবারণ কর্ত্তৃক মাবুদ নিবারণ স্তরে উপনীত হওয়া ঈমান পূর্ণ হওয়ার শর্ত্ত [১] ; যাহা বেলায়েত বা নৈকট্য লাভের এবং উপাস্যতুল্য আকাঙ্ক্ষা সমূহ নিবারণের প্রতি নির্ভরশীল। যে পর্য্যন্ত নফ্‌ছ মোৎমায়েন্না বা প্রশান্ত হইবে না, সে পর্য্যন্ত উহা আশা করা যায় না। 'ফানা'-'বাকা' পূর্ণতার পর নফ্‌ছ মোৎমায়েন্না হইয়া থাকে। বাহ্যিক উজ্জ্বল শরীয়ত যাহা অতি সহজ ও সরলতা জ্ঞাপক এবং যাহাতে বান্দাগণের উপর হইতে কষ্ট অপসারিত করার নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে ; যেহেতু তাহারা দূর্ব্বলচিত্তে সৃষ্ট। উক্ত শরীয়তানুযায়ী ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ না করুন যদি কেহ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধিত করিতে শরীয়তের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যায় ও সীমা লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে উক্ত উদ্দেশ্যই তাহার মাবুদ ও উপাস্য তুল্য হইয়া যায়। কিন্তু যদি উক্ত উদ্দেশ্য উল্লিখিত রূপ না হয় এবং উহা লাভ করিতে শরীয়তের নিষিদ্ধ বস্তুতে উপনীত হইতে না হয়, তবে তাহা শরীয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ বস্তু নহে। কারণ উহা যেন তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে ও তাহার বাঞ্ছিত বস্তু নহে ; বরং প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তায়ালাই যেন তাহার উদ্দেশ্য ও তাঁহার আদেশ-নিষেধাদি পালন করাই তাহার বাঞ্ছিত বস্তু। উক্ত উদ্দেশ্য যেন তাহার স্বাভাবিক ও সৃষ্টিগত লক্ষ্যস্থল। [২]

টীকা :— ১। অর্থাৎ ইহা দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা সাধিত হয় এবং ইহার পূর্ব্বে যে ঈমান লাভ হয় তাহা অপূর্ণ ও সাধারণ ঈমান। ২। যেরূপ ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদি।

তাহার আন্তরিক উদ্দেশ্য নহে এবং তাহাও শরীয়তের আদেশাদির অনুগত ও বাধ্য। পক্ষান্তরে, হকীকতে শরীয়ত (বা তরীকত) যাহা ঈমানের পূর্ণতার প্রতি নির্দ্দেশ প্রদানকারী, তাহাতে অপর বস্তু উদ্দেশ্য হওয়ার মূল উৎপাটিত হইয়া থাকে। যেহেতু অন্য উদ্দেশ্য সমর্থন করিলে হয়তো অনেক সময় নফ্ছের আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহার প্রাবল্যের সাহায্যে উহা "আল্লাহ্তায়ালা"— উদ্দেশ্য হওয়ার সহিত মোকাবেলা করিতে পারে। বরং উক্ত উদ্দেশ্য লাভকে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনোনীত করতঃ চিরস্থায়ী ধ্বংসে উপনীত করিতে পারে। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্য হওয়া সাধারণভাবে নিবারণ করাই ঈমানের পূর্ণতার জন্য একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে উক্ত ঈমান-ধ্বংস ও প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ পূর্ব্ববৎ হওয়া হইতে নিরাপদ ও সুরক্ষিত হইবে। অবশ্য সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণের অনেককে তাহার ইচ্ছা ও স্পৃহা নিবারণের পর পুনরায় ইচ্ছা ও ইখ্তিয়ারের অধিকারী করিয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ তাহার আংশিক ইখ্তিয়ার ও ইচ্ছা সমূহ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ তাহাকে পূর্ণ ও সার্বিক ইখ্তিয়ার ও ইচ্ছার অধিকারী করা হয়। এ বিষয়টির পূর্ণ বর্ণনা অন্য মকতুবে আল্লাহ্চাহে করা যাইবে।

"হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদের জন্য নূর-পূর্ণ করিয়া দাও ও আমাদিগকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সর্ব্বশক্তিমান।" যে ব্যক্তি হেদায়েতের অনুগমন করে ও মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে-তাহার প্রতি ছালাম। মোস্তফা (ছঃ) ও অবশিষ্ট পয়গম্বর (আঃ)-গণের প্রতি পূর্ণ দরূদ, সম্মান, ছালাম ও বরকত বর্ষিত হউক।

৪ মকতুব

জনাব মুর্শিদ ছাইয়্যেদ মীর মোহাম্মদ নো'মানের নিকট "লা ইয়ামাছ্ছুহু ইল্লাল্ মুতাহ্হারূন"-আয়াত শরীফের বর্ণনায় লিখিতেছেন যে, আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন— "ইন্নাহু লাকুরআনুন্ কারীমুন্ ফী কিতাবিম্ মাক্নুনিল্ লাইয়ামাছ্ছুহু ইল্লাল্ মুতাহ্হারূন", অর্থাৎ-"নিশ্চয় ইহা সম্মানী কোরআন (পঠন) ; ইহা একটি গুপ্ত কিতাব বা লিপিকায় (সুরক্ষিত) আছে, যাহাকে— অত্যন্ত পবিত্র ব্যক্তিগণ ব্যতীত স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না।" এই আয়াত শরীফের অর্থ-আল্লাহ্

তায়ালা যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন— তাহাই সত্য। কিন্তু এ ফকীরের ক্ষুদ্র জ্ঞানে এই স্থলে যে ইঙ্গিত অনুমিত হয় তাহা এই যে— "পবিত্র কোরআনের গুপ্ত রহস্য সমূহ স্পর্শ করিতে পারে না— ঐ সকল সম্প্রদায় ব্যতীত— যাঁহারা মানবীয় সম্পর্ক সমূহের মলিনত্ব হইতে পবিত্র হইয়াছেন।" যখন পবিত্র ও নির্ম্মল ব্যক্তিগণ কোরআন পাকের রহস্য সমূহ শুধু স্পর্শ করিতে সক্ষম হন মাত্র, তখন অন্য সকলের বিষয় আর কি হইতে পারে !

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এই যে, পবিত্র কোরআন পাঠ করে না অর্থাৎ— পাঠ করা উচিত নহে— ঐ সম্প্রদায় ব্যতীত যাহাদের 'নফ্ছ'-বা প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহা সমূহ হইতে পবিত্র হইয়াছে এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত শেরক ও বাহ্যিক-আভ্যন্তরীণ উপাস্য সমূহের উপাসনা হইতে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই যে, ছূলূক বা ভ্রমণ প্রারম্ভকারীর উপযোগী আল্লাহ্‌তায়ালার জেকের বা স্মরণ করা এবং স্মরিত বস্তু (আল্লাহ্) ব্যতীত অন্য সকলকে নিবারণ করা, যেন অপর বস্তু সকল তাহার জ্ঞানে ও স্মরণে না থাকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহার অন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহা না থাকে। যদি বল-পূর্ব্বক বস্তু সমূহ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায়— তথাপি যেন তাহার স্মরণ না হয়, ও উহারা তাহার মনের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না হয়। যখন এই অবস্থা লাভ হইবে, তখন শেরক হইতে পবিত্র হইবে ও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উপাস্য সমূহের কবল হইতে মুক্তি পাইবে। যখন এই অবস্থা লাভ হয়, তখন তাহার জেকেরের স্থলে কোরআন শরীফ পাঠ করা শোভনীয় হয়, এবং তেলাওয়াতের সৌভাগ্যে তিনি বহু উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। এই অবস্থা সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে কোরআন তেলাওয়াত করা, আবরারগণের (নেককারগণের অর্থাৎ যাহাদের নৈকট্য লাভ হয় নাই) আমলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থা লাভ হওয়ার পর উক্ত তেলাওয়াত 'মোকাররব' বা নৈকট্যধারীগণের আমল বা কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। যেরূপ এই অবস্থা লাভের পূর্ব্বে জেকের করা মোকাররবগণের আমলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নেককারগণের আমল এবাদত করার অন্তর্ভুক্ত এবং মোকাররবগণের আমল-চিন্তা গবেষণা করার পর্যায়ভূক্ত। "এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করা অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত ও গুণাবলীর চিন্তা করা, এক বৎসরের

কিংবা সত্তর বৎসরের এবাদত হইতেও শ্রেষ্ঠ”- হাদীছটি[১] শুনিয়া থাকিবেন। চিন্তা-গবেষণার অর্থ— বাতেল বা অসত্য হইতে সত্যের দিকে ধাবিত হওয়া। আবরার এবং মোকার্‌রবগণের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য তাহাদের এবাদত ও চিন্তা-গবেষণার মধ্যেও তদ্রূপ পার্থক্য বর্ত্তমান আছে।

জানা আবশ্যক যে, প্রারম্ভকারীর জন্য যে জেকের— মোকার্‌রবগণের আমলের মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহা ঐ জেকের— যাহা কামেল-মোকাম্মেল পীর হইতে গৃহীত হইয়া থাকে এবং যাহার দ্বারা তরীকার পথ চলা উদ্দেশ্য হয়, অন্যথায় সাধারণ জেকেরও আব্‌রারগণের আমলের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌তায়ালা সত্যের প্রতি নির্দ্দেশ প্রদানকারী।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে ও মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহার প্রতি ছালাম এবং মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৫ মকতুব

হজরত ছাইয়্যেদ মীর মোহাম্মদ নো'মানের নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী যে, তাঁহার অনুগ্রহের আবির্ভাব, ক্রোধ ও রোষ হিসাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। আমি যে পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ হই নাই, সে পর্য্যন্ত ঈমানে শুহুদীর ক্ষুদ্রগলি হইতে পূর্ণরূপে উদ্ধার পাই নাই এবং প্রতিবিম্ব, উদাহরণ ও ধারণার সংকীর্ণতা হইতে বাহির হইয়া ঈমান বিল গায়েব বা শর্তমুক্ত অদৃশ্য ঈমানের প্রশস্ত পথে সানন্দে ভ্রমণ করিতে পারি নাই। হুজুর বা দৃশ্য হইতে গায়েব বা অদৃশ্য এবং আয়েন বা প্রত্যক্ষ হইতে— এল্‌ম বা জ্ঞানে এবং শুহুদ বা অবলোকন হইতে— দলিল প্রমাণে পূর্ণরূপে উপনীত হইতে পারি নাই। পূর্ণ আগ্রহ ও সুস্থ-অনুভূতির সহিত অন্য সকলের গুণ সমূহকে— দোষ এবং দোষগুলিকে— গুণ বলিয়া প্রাপ্ত হইতে পারি নাই ও নির্লজ্জতা ও অপমানিত

টীকা ঃ— ১। মোল্লা আলী ক্বারী শরহে শামায়েল ও ঈমাম দয়লামী এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হওয়া— সুস্বাদু শরবৎ, এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত অপদস্থ হওয়ার— সুমিষ্ট মজাদার-মোরব্বা আস্বাদ করিতে পারি নাই। খাল্‌কুল্লাহ্‌র দোষারোপ ও নিন্দার সৌন্দর্য্যের-অংশ প্রাপ্ত হইতে পারি নাই এবং তাহাদের জুলুম অত্যাচারের সৌন্দর্য্য উপভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই ও বিধৌতকারীর সম্মুখে মৃতদেহবৎ হইয়া পূর্ণরূপে স্বীয় ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করি নাই। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধের সূত্রগুলি সাফল্যে বিচ্ছিন্ন করি নাই এবং প্রকৃত কাঁদাকাটি ও অনুনয়-বিনয়, তওবা ও প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রকৃত অপদস্থ ও অপমানিত হওয়া হস্তগত করিতে পারি নাই। আল্লাহ্ তায়ালার উচ্চ বেপরওয়াই মর্ত্তবার তুলাদণ্ড, যাহা উচ্চতা ও অহঙ্কারের পর্দ্দা সমূহ দ্বারা আবৃত, তাহা অবলোকন করিতে সক্ষম হই নাই এবং নিজকে জলিল-খার, অপদস্থ, মূল্যহীন ও গুণহীন বেকদর বা কর্তৃত্ব রহিত ও পূর্ণ মুখাপেক্ষী ও রিক্ত বলিয়া জানিতে পারি নাই। আমি স্বীয় নফ্‌ছের পবিত্রতা দাবী করি না। নিশ্চয় 'নফ্‌ছ' মন্দের প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দেশ প্রদান কারী ; অবশ্য যাহার প্রতি আমার প্রতিপালক অনুগ্রহ করিয়াছেন সে ব্যতীত। "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও করুণাময়" (কোরআন)। যদি এই কষ্টের জগত বা কর্ম্মক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তায়ালার নিছক অনুগ্রহে তাঁহার ফয়েজ ও বর্ষণাদি এবং অসংখ্য ইন্‌আম বা প্রতিদান ও অবদান সমুহ অবিচ্ছিন্ন ধারায় বর্ষিত হইয়া-এই হতভাগার সহায়তাকারী না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়-নৈরাশ্যে উপনীত হইয়া আশার ডোর বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রান্ত হইত।

আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য যাবতীয় প্রশংসা যে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে সদা বিপদের মধ্যে সুস্থ রাখিয়াছেন এবং জুলুম অত্যাচারের মধ্যেও সম্মান দিয়াছেন ও কষ্টের অবস্থায়ও আমার সহিত সদ্ব্যবহার করতঃ সুসময়, অসময়, সকল সময় আমাকে কৃতজ্ঞতা পালনের তৌফিক বা সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, এবং আমাকে পয়গম্বর (আঃ)-গণের অনুগামী ও অলী-আল্লাহ্‌গণের পদানুসরণকারীগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং আলেম নেককারগণের প্রেমিক করিয়াছেন। পয়গম্বর (আঃ)-গণের প্রতি প্রথমতঃ ও তৎপর তাঁহাদের অনুসরণকারীগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৬ মকতুব

শায়েখ বদীউদ্দিনের নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আপনার যে পত্র শায়েখ ফতহুল্লার সহিত পাঠাইয়াছেন, তাহা পাইয়াছি। জগদ্বাসীদের জুলুম অত্যাচার ও নিন্দার বিষয় লিখিয়াছেন ; এই (ছুফী) সম্প্রদায়ের জন্য উহা একটি সৌন্দর্য্য এবং মরিচা পরিষ্কারক-রেতী তুল্য। অতএব উহা মনের সংকীর্ণতার কারণ হইবে কেন ? এ ফকীর প্রথমতঃ যখন এই দুর্গে (গোয়ালিয়র কারাগারে) উপনীত হইল, তখন অনুভূত হইল যে, বিশ্ববাসীদের নিন্দা অপবাদের নূর সমূহ বিভিন্ন দেশ, নগর, গঞ্জ, পল্লীগ্রাম হইতে আলোকময় জলদ রাশি তুল্য যেন পর পর সমবেত হইতেছে এবং আমার (আধ্যাত্মিক) কার্য্য সমূহ নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে লইয়া যাইতেছে। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে বহুদিন পর্য্যন্ত জামাল বা সুখ-কান্তিময় পরিচর্যা দ্বারা পথ অতিক্রম করাইয়াছেন ; ইদানীং জালাল বা দুঃখ কষ্টের দ্বারা পথ অতিক্রম করাইতেছেন। আপনি সবর বা ধৈর্য্যের স্তরে— বরং রেজা বা সন্তুষ্টির মাকামে অবস্থান পূর্ব্বক সুখ-শান্তি এবং দুঃখ-কষ্টকে সমতুল্য জানিবেন।

আপনি লিখিয়াছিলেন যে, "এই বিপর্য্যয় ঘটিবার পর হইতে অর্থাৎ আমার কারাবদ্ধ হইবার পর হইতে কোনও শওক বা আত্মিক প্রেরণা এবং জওক বা আত্ম-অনুভূতি কিছুই নাই।" বরঞ্চ ইহাতে শওক বা প্রেরণা দ্বিগুণ হওয়া উচিত। কেননা প্রিয়জনের সদ্ব্যবহার হইতে অসদ্ব্যবহারই অধিক লজ্জৎপ্রদ হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য যে— আপনি সাধারণ ব্যক্তিগণের মত কথা বলেন এবং মহব্বতে জাতী হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। এখন হইতে অতীতের বিপরীত— কষ্টকে শান্তি হইতে অধিক মনঃপুত এবং আঘাতকে— প্রতিদান হইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করিবেন। যেহেতু সুখ-শান্তির মধ্যে প্রিয়জনের ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা সম্মিলিত থাকে। কিন্তু কষ্ট-বিপদের মধ্যে নিছক প্রিয়জনের ইচ্ছাই প্রতিপালিত হয় মাত্র— যাহা তাহার নিজের ইচ্ছার বিপরীত। এই আত্মিক সময় ও অবস্থা বা প্রেরণা পূর্ব্ববর্ত্তী সময় ও প্রেরণা হইতে বহু উর্দ্ধে ; ইহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আপনি হারামাইন শরীফের

(মক্কা ও মদীনা শরীফ) জেয়ারতের বিষয় লিখিয়াছিলেন। তাহাতে কি আর বাধা আছে ! আল্লাহ্তায়ালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অকিল বা কার্য্য নির্ব্বাহক।

৭ মকতুব

ছাইয়্যেদ মীর মোহেব্বুল্লাহ্ মানিকপুরীর নিকট লিখিতেছেন।

হাম্দ, ছালাত ও দোওয়ার পর-ভ্রাতঃ মীর ছাইয়্যেদ মোহেব্বুল্লাহ আপনার পত্র পৌঁছিয়াছে ; অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। 'খাল্ক' বা সৃষ্টজীবগণের অত্যাচার, উৎপীড়ন সহ্য না করিয়া উপায় নাই, এবং জ্ঞাতি ও আত্মীয় স্বজনের নির্য্যাতন বরদাস্ত করা অনিবার্য্য। আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় হাবীব (ছঃ)-এর প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, "আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন, যেরূপ রাছুল (আঃ)-গণের মধ্য হইতে উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ)-গণ 'ছবর' বা ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জন্য অর্থাৎ কাফেরদিগের ধ্বংস ও শাস্তির জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবেন না" (কোরআন)। এই অত্যাচার ও উৎপীড়নই তথাকার অবস্থানের লাবণ্য-মাধুর্য্য। অথচ আপনি উক্ত মাধুর্য্য হইতে পলায়ন করিতেছেন ! হাঁ, শর্করা পালিতগণের জন্য লবণ অসহ্য বটে, কিন্তু কি করা যায় !

বিশ্ব-বাসীর সোহাগ ভাজন-
যদ্যপি হয় প্রেম-শিকার,
সোহাগ তাঁহার চল্বে না আর,
কর্তে হবে শ্রম-স্বীকার।

আপনি লিখিয়াছিলেন যে, "আদেশ পাইলে এলাহাবাদ যাইয়া বসবাস করিতাম।" হাঁ, বাসস্থান করিতে পারেন। যখন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবেন, তখন তথায় যাইয়া কিছুদিন (অবস্থান করতঃ) বিশ্রাম লইয়া আসিবেন ; কিন্তু ইহা রোখ্ছাৎ বা সহজ সাধ্য পথ, কৃচ্ছ্র-সাধ্য পথ-অনুযায়ী ধৈর্য্য ধারণ করতঃ তাহাদের অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকাই উচিত। এ সময় (শীতকালে) আমার শরীর অসুস্থ ও দুর্বল থাকে— যাহা আপনার জানা আছে। এইহেতু সংক্ষেপে কয়েক কথা বলিয়া শেষ করিলাম। ওয়াচ্ছালাম॥

৮ মকতুব

মাওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দীকের নিকট লিখিতেছেন।

হে স্নেহাস্পদ, 'গায়েব' বা অদৃশ্য, শুহুদ বা দৃশ্যের বিপরীত এবং তাহার (শুহুদের) মধ্যে প্রতিবিম্বের সংমিশ্রণ আছে। কিন্তু গায়েব বা অদৃশ্য এই (প্রতিবিম্বের) সংমিশ্রণ হইতে পবিত্র ; অতএব শুহুদ হইতে গায়েব অধিক পূর্ণ। অবশ্য ছাইয়্যেদুল বাশার (ছঃ) মে'রাজের রাত্রিতে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা প্রতিবিম্বের পটবাস[১] সমূহের পরে, আরও পরে এবং তাহা প্রতিচ্ছায়ার সংমিশ্রণ হইতে পবিত্র। হজরত (ছঃ)-এর জন্য দর্শন হইতে— গায়েব বা অদৃশ্য শ্রেষ্ঠ কেন হইবে ? গায়েব— প্রতিবিম্ব অপসারিত করার জন্য ছিল। যখন তাঁহার উপস্থিতির জন্য প্রতিচ্ছায়া সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল, তখন (প্রতিচ্ছায়া নিবারণার্থে) গায়েবের কি আবশ্যক ? উল্লিখিত সৌভাগ্য ছাইয়্যেদুল কাওনায়েন (ছঃ)-এর জন্যই বিশিষ্ট ছিল এবং তাঁহার পূর্ণ অনুগামীগণও উত্তরাধিকারী হিসাবে উক্ত মাকামের অংশ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের উক্ত মাকাম প্রকৃতপক্ষে যদিও স্বচক্ষে অবলোকন নহে এবং আত্মিক দর্শনও নহে, তথাপি উক্ত মাকামকে গায়েব বলিয়া বর্ণনা করাই ভাল। উক্ত মাকামের বিস্তৃত বর্ণনা কথার দ্বারা সঠিক ভাবে হয় না। প্রত্যেকেই স্বীয় অনুভূতি অনুযায়ী অনুভব করিতে চেষ্টা করে কিন্তু উহা অনুভূতির বাহিরে। অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত কেহই ইহার অংশ প্রাপ্ত হয় না। ওয়াচ্ছালাম ॥

৯ মকতুব

মোর্শেদে কামেল ছাইয়্যেদ মীর মোহাম্মদ নো'মানের নিকট লিখিতেছেন।

বিছ্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির রাহিম।

আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন— "তোমাদিগকে রাছুল যাহা প্রদান করেন, তাহা গ্রহণ কর এবং তিনি যাহা নিষেধ করেন, তাহা হইতে বিরত থাক এবং আল্লাহ্

টীকা ঃ— ১। পটবাস=তাঁবু।

তায়ালাকে ভয় কর।" আদেশাদি পালন ও নিষেধাদি হইতে বিরত থাকার পর— ভয়-ভীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে ইঙ্গিত আছে যে, নিষিদ্ধ বস্তু হইতে বিরত থাকার মূল্যই অধিক এবং ইহাই প্রকৃত তাক্ওয়া বা পরহেজগারী এবং ইহার প্রতিই দীন-ইছলাম নির্ভরশীল। রাছুলুল্লাহ্ (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "তোমাদের দীন বা ধর্ম্মের মূল বস্তুই পরহেজগারী বা বিরত থাকা।" অন্যত্র আরও ফরমাইয়াছেন যে, পরহেজগারীর বা বিরতির সহিত কোন আমলেরই তুলনা করিও না।" ওয়ারা ও রেয়াত শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ বস্তু হইতে বিরত থাকা। আল্লাহ্ সর্ব্বজ্ঞ— ইহা অধিক মূল্যবান ও অনিবার্য্য হইবার কারণ এই যে, বিরতি সাধারণভাবে হইয়া থাকে, এবং ইহার উপকারিতা অধিক ; কেননা আদেশ প্রতিপালনের মধ্যেও ইহা বর্ত্তমান আছে। অর্থাৎ কোন আদেশ— কার্য্যে পরিণত করা যে, উহার বিপরীত বস্তু হইতে বিরত থাকা— ইহা প্রকাশ্য কথা। সাধারণভাবে অর্থ না লইয়াও বিরত থাকার উপকারিতা যে অধিক, তাহার কারণ এই যে, উহা শুধু নফ্ছের নিছক বিরোধিতা মাত্র ; উহাতে নফ্ছের কোনই অধিকার নাই। কিন্তু আদেশ প্রতিপালন— ইহার বিপরীত, যেহেতু তাহাতে নফ্ছ লজ্জৎ প্রাপ্ত হয়। অতএব যাহাতে নফ্ছের বিরোধিতা অধিক হয়, তাহাই যে অধিক উপকারী ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই এবং তাহাই পরকালে উদ্ধারের অতি নিকটবর্ত্তী ও সুদৃঢ় পথ। কেননা শরীয়তের আদেশাদি দায়িত্ব প্রদানের উদ্দেশ্য— নফ্ছকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া রাখা। যেহেতু সে আল্লাহ্ তায়ালার সহিত শত্রুতার জন্য সদা-সর্ব্বদা প্রস্তুত। হাদীছে কুদ্ছীতে আসিয়াছে যে, "তোমার নফ্ছের সহিত তুমি শত্রুতা কর ; কেননা সে নিশ্চয় আমার সহিত শত্রুতা করিতে দণ্ডায়মান।"

এই হেতু মাশায়েখগণের তরীকার মধ্যে যে তরীকায় শরীয়তের আদেশাদির অধিক বাধ্যবাধকতা আছে, সেই তরীকা বা পথই যাবতীয় তরীকা হইতে আল্লাহ্ তায়ালার অধিক নিকটবর্ত্তী। যেহেতু উহাতে নফ্ছের সহিত অধিক বিরোধিতা বর্ত্তমান থাকে। সাবধান ! ইহাই কিন্তু নক্শবন্দী তরীকা। এই হেতু আমাদের ছর্দ্দার ও কেব্লা মহারথী শায়েখ বাহাউদ্দিন যিনি নক্শবন্দ নামে সুপরিচিত তিনি বলিয়াছেন, "আমি এক তরীকা বা পথ পাইয়াছি, যাহা আল্লাহ্তায়ালার নিকট

উপনীতির জন্য যাবতীয় তরীকা হইতে অধিক নিকটবর্ত্তী। যেহেতু ইহাতে নফ্ছের সহিত অধিক বিরোধিতা বর্ত্তমান আছে।" এই তরীকার মধ্যে যে শরীয়তের বাধ্যবাধকতা অধিক আছে— তাহা সুবিচারক ইন্ছাফকারিগণ, যাহারা মাশায়েখগণের তরীকা সমূহ লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন— তাহাদের ইহা অবিদিত নহে। ইহা সত্ত্বেও আমি কতিপয় রেছালায় ইহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছি। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত এবং তিনি আমার জন্য যথেষ্ট ; তিনি শ্রেষ্ঠ কার্য্য নির্বাহক। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ও তাঁহার বংশধর এবং ছাহাবাগণের প্রতি দরূদ, ছালাম, বরকত ও সম্মান বর্ষিত হউক।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে তাহার প্রতি ছালাম।

১০ মকতুব

ইহাও হজরত মোর্শেদ ছাইয়্যেদ মীর মোহাম্মদ নো'মানের (রাঃ) নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "যখন আপনার নিকট আমার বান্দাগণ আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করে— তখন (বলিবেন যে,) আমি তাহাদের নিকটেই আছি।" আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য যদিও প্রকার-বিহীন, তথাপি তথায় ধারণার অবকাশ আছে। কিন্তু তাঁহার অধিকতর নৈকট্য— ধারণার গণ্ডির বহির্ভূত ও চিন্তার বৃত্তের বাহিরে। এই হেতু নিকটবর্ত্তী জানা ব্যক্তি বহু আছে কিন্তু অধিকতর নিকটবর্ত্তী জানা ব্যক্তি— অতি অল্প সংখ্যক। নিকটবর্ত্তী হওয়ার শেষস্তর— একত্রিত হওয়া, যদিও একত্রিত হওয়া-নিছক ধারণা মাত্র কিন্তু নৈকট্যের দিকে অধিক নিকটবর্ত্তী হওয়া, একত্রিত হওয়ার পর ঘটিয়া থাকে। যদিও নিজ হইতে নিকটবর্ত্তী বস্তুকে আকল বা জ্ঞান দুরবর্ত্তী ব্যতীত অন্য কিছুই ধারণা করে না। ইহা আকল বা জ্ঞানের দৃষ্টির ক্ষীণতা মাত্র। সে (জ্ঞান) দূরবর্ত্তী বস্তুকে দেখায় অভ্যস্ত এবং নিজ হইতে নিকটবর্ত্তী বস্তুকে উপলব্ধি করিতে অক্ষম। ওয়াচ্ছালাম ॥

১১ মকতুব

ছাইয়্যেদ মীর শামছুদ্দীন আলী খাল্‌খালীর নিকট মানবের সমষ্টিভূতির বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

মানব একটি সমষ্টিভূত তালিকা স্বরূপ, যাহা দশটি বস্তুর সংযোজন অর্থাৎ আনাছেরে আর্‌বায়া বা ভূত-চতুষ্টয় (অগ্নি, জল, বায়ু ও মৃত্তিকা) ও নফ্‌ছে-নাতেকা বা জ্ঞান সম্পন্ন প্রবৃত্তি এবং কল্‌ব, রূহ, ছের, খফী ও আখ্‌ফা অর্থাৎ আলমে আমরের লতিফা পঞ্চক ; ইহা ব্যতীত মানবের ইন্দ্রিয়সমূহ হস্ত-পদাদি— যাহা আছে— তাহা উক্ত অংশ সমূহের অন্তর্ভুক্ত— এই অংশ সমূহ পরস্পর পরস্পরের বিপরীত। ভূত-চতুষ্টয়ের বৈপরীত্য প্রকাশ্য আছে। এইরূপ আলমে খাল্‌ক বা স্থূল জগতের সহিত আলমে আমর বা সূক্ষ্ম জগতের বৈপরীত্য পরিস্কার ভাবে উপলব্ধি হয়। আলমে আমরের লতীফা-পঞ্চকের প্রত্যেকটি এক এক বিষয়ের জন্য বিশিষ্ট এবং প্রত্যেকটি এক এক পূর্ণতার সহিত সম্বন্ধিত। নফ্‌ছ বা জ্ঞানধারী প্রবৃত্তি স্বীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে সর্ব্বদা প্রস্তুত। সে কাহারও সম্মুখে অবনত হইতে চায় না। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে এই সকল বিপরীত বস্তু সমূহের প্রত্যেকটির তীক্ষ্ণতা স্বকীয় পূর্ণ ক্ষমতা বলে বিদূরিত করিয়া উক্ত সমুদয়কে সমষ্টিভূত করতঃ এক বিশিষ্ট স্বভাব ও সমষ্টিভূত রূপ প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের এই স্বভাব ও সমষ্টিভূত রূপ প্রাপ্তির পর পূর্ণ কৌশল দ্বারা উহাকে একটি ছুরত বা আকৃতি প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের বিভিন্ন ও বিপরীত অংশ সমূহ সুরক্ষিত থাকে। এই সমষ্টিভূতিকে 'মানব' নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং সমষ্টিভূত ও একত্রিতরূপ হিসাবে উহাকে খলিফা বা প্রতিনিধি হইবার উপযোগী করিয়াছেন। এই সৌভাগ্য মানব ব্যতীত অন্য কাহারও লাভ হয় নাই, বৃহৎ জগৎ বা নিখিল বিশ্ব যদিও বৃহৎ— তথাপি উহা সমষ্টিভূতি ও একত্রিতরূপ হইতে বঞ্চিত। কিন্তু ইহা (সমষ্টিভূতি) মানবের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বর্ত্তমান আছে ; 'আম'-'খাছ' বা 'বিশিষ্ট' ও 'সাধারণ' সকলেই এ বিষয়ে সমতুল্য।

জানা আবশ্যক যে, বৃহৎ জগতের শ্রেষ্ঠ অংশ পবিত্র 'আরশ্' ; তাহার মধ্যে যে বিশিষ্ট তাজাল্লী বা আবির্ভাব আছে, তাহা অন্যান্য অংশ সমূহের আবির্ভাব হইতে উচ্চতর। যেহেতু উক্ত আবির্ভাব সমষ্টিভূত আবির্ভাব, এবং উক্ত বিকাশ—অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের এছম, ছেফাত সমূহের সমষ্টি। পরন্তু উহা স্থায়ী ; গুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিত। মানবের কল্‌ব বা অন্তঃকরণ যাহা-আরশের সহতি সম্বন্ধ রাখে এবং যাহাকে আল্লাহ্‌র আরশ বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা আরশের আবির্ভাবের পূর্ণ অংশধারী। ফলকথা আরশের আবির্ভাব সমষ্টিতুল্য এবং ইহা (এই আবির্ভাব) উহার তুলনায় ব্যষ্টি বা অংশ স্বরূপ। অবশ্য কল্‌বের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠত্ব আছে, যাহা আরশের মধ্যে নাই ; উহা আবির্ভূত বস্তুর অনুভূতি। আবার কল্‌ব এমন একটি আবির্ভাবস্থল— যাহা স্বীয় আবির্ভূত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আরশ ইহার বিপরীত অর্থাৎ সে এই আকর্ষণ শূন্য। অতএব 'কল্‌ব' - স্বীয় উদ্দিষ্ট বস্তুর এই অনুভূতি ও আকর্ষণ লাভের কারণে তাহার উন্নতি সম্ভব ; বরং হইয়া থাকে। সুতরাং "যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সঙ্গে,"— হাদীছানুযায়ী 'কল্‌ব'— যাহাকে ভালবাসে ও যাহার জন্য সে মত্ত ও প্রেমাসক্ত, তাহার সঙ্গে আছে বা থাকে। অর্থাৎ সে যদি আল্লাহ্‌তায়ালার এছম-ছেফাতকে ভালবাসে, তাহা হইলে সে তাহার সঙ্গে আছে ; যদি সে শুধু পবিত্র জাতকে ভালবাসে— তাহা হইলে সে তাঁহার সহিত অবস্থান করে ও এছম ছেফাতসমূহের প্রেম-ভালবাসাকে অতিক্রম করিয়া যায়। পক্ষান্তরে, পবিত্র আরশ-ইহার বিপরীত। এছ্‌ম-ছেফাত সমূহের সংমিশ্রণ ব্যতীত নিছক জাতের আবির্ভাব-তাহার ভাগ্যে সংঘটিত নহে। ওয়াচ্ছালাম ॥

১২ মকতুব

হজরত মীর মোহাম্মদ নো'মান (রাঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন। 'জেকের' ও 'তেলাওয়াতে কোরআন'- ইত্যাদির বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে— আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কাঁদা-কাটি করা ও সকল সময় তাঁহার আশ্রয় কামনা করা ভাল ?

অথবা শুধু জেকের করা ভাল, কিংবা এই অভ্যাস-অর্থাৎ কাঁদা-কাটি করা জেকেরের সহিত সম্মিলিতভাবে করা ভাল ?

উত্তরঃ- জেকের করা ব্যতীত উপায় নাই। ইহার সহিত যাহা সম্মিলিত হয়— তাহাই সৌভাগ্য ; সান্নিধ্যলাভ জেকেরের প্রতিই নির্ভরশীল করিয়াছেন ; অন্য সকল বস্তু উহার ক্রিয়া ও ফলস্বরূপ।

পরন্তু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এই তিন কার্য্যের কোনটি শ্রেয়ঃ- নফী-এছবাতের জেকের, এবং কোরআন পাক পাঠ করা ও দীর্ঘ সময় ধরিয়া নামাজ পাঠ করা ?

উত্তরঃ- নফী-এছবাতের জেকের যেন অজু ও পবিত্রতা তুল্য— যাহা নামাজের জন্য শর্ত্ত। অতএব যে পর্য্যন্ত পবিত্রতা ঠিক হইবে না, সে পর্য্যন্ত নামাজ আরম্ভ করা নিষেধ। তদ্রূপ যে— পর্য্যন্ত নফী বা নিবারণ পূর্ণ হইবে না, সে-পর্য্যন্ত ফরজ এবং ওয়াজেব ও ছুন্নত মোয়াক্কাদা ব্যতীত অন্য যাহা কিছু নফল এবাদত করিবেন, তাহা প্রাণের বিপদ-তুল্য হইবে।

প্রথমতঃ স্বীয় ব্যাধি বিদূরিত করা উচিৎ, যাহা নফী-এছবাতের জেকেরের প্রতি নির্ভরশীল। তৎপর অন্য এবাদত ও নেক-আমল, যাহা পুষ্টিকর খাদ্য স্বরূপ তৎপ্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। কেননা ব্যাধি নির্ম্মুল হইবার পূর্ব্বে যে কোন পুষ্টিকর খাদ্যই গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহা অধিকতর অনিষ্টকারী হইয়া থাকে।

ব্যাধি-গ্রস্ত— যাহা কিছু করিবে গ্রহণ,
তাহাতেই ব্যাধি তার বাড়ে অনুখন।

উল্লিখিত রোগ মুক্তির পরিণাম-ফল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার কোন আবশ্যক করে না ; যেহেতু তাহার অবস্থাই স্বীয় পূর্ণতার বিষয় কথা বলিবে।

আপনি লিখিয়াছিলেন— মকতুবাত শরীফের তৃতীয় খণ্ড কাহার নামে সংকলিত করা হইবে। ইতিপূর্ব্বেও এ ফকীর লিখিয়াছিল যে, আপনার নামে সংকলিত করা হউক। উহা আপনার পত্রের উত্তরে লিখা হইয়াছিল, এখনও সেই কথাই বহাল আছে। আপনার তুলনায় শ্রেষ্ঠতর আর কে হইবে ! ইহা বলিতে পারি যে, প্রাণের লক্ষ্য সর্ব্বদা আপনার প্রতিই আছে। আগ্রানগরে আপনার বসবাস করার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতেছি না ; যদিও উহা নিকটবর্ত্তী কিন্তু যখন সাক্ষাৎ শূন্য, তখন

উহার কোনই মূল্য নাই। আপনি আমার জন্য তথায় অবস্থায় করিবেন না। আমাকে "আর্‌হামার্‌ রাহেমীন"- আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ন্যস্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, এবং তথাকার আকাঙ্ক্ষিত বন্ধুগণকে সন্তুষ্ট করুন। যদি অন্য কোন কারণ বশতঃ তথায় অবস্থানের মনঃস্থ করিয়া থাকেন, তাহা অন্য কথা। মোহাম্মদ আমিনের মাতাকে দোওয়া বলিবেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে মান-ইজ্জতের সহিত রাখুক। যে সকল সুদীর্ঘ-বিস্তৃত ঘটনা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলাম। ইহার মধ্যে যদিও আতংকের বিষয় বহু আছে, তথাপি উহা ভাল। প্রত্যেকটির শেষফল ভালই হইবে। তাহাকে বলিয়া দিবেন যে, এরকম ঘটনা হইতে সাবধান থাকে এবং তওবা-এস্তেগফার করিয়া ইহার ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা করে। পার্থিব সুখ-শান্তি ও চাকচিক্য নিছক অমূলক বস্তু, জ্ঞানী ব্যক্তি কেহই উহাতে লিপ্ত হয় না। আখেরাত বা পরকালের অবস্থা সদা-সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে ভাসমান রাখা উচিত এবং সর্ব্বদাই জেকেরে লিপ্ত থাকা আবশ্যক। জেকেরের মধ্যে পূর্ণ-লজ্জৎ প্রাপ্তি এবং তাহাতে কিছু অবলোকন করা কোনই আবশ্যক করে না। উহা যে-খেলাধুলার অন্তর্ভুক্ত। যতই কষ্ট করিয়া জেকের করা যায়, ততই ভাল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার পর অবশিষ্ট সময় জেকেরে লিপ্ত থাকা আবশ্যক। জেকেরে লজ্জতের জন্য যেন অনর্থক সময় নষ্ট না করে। তাহার উচিত যে, আপনার খেদ্‌মতকে যথেষ্ট মনে করিয়া আপনার সন্তুষ্টি কামনা করে। আপনিও সকল সময় তাহার নিকটে যাইয়া সরলভাবে তাহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন এবং নেক-কার্য্যের প্রতি তাহাকে নির্দ্দেশ প্রদান করিতে থাকিবেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

১৩ মকতুব

ছাইয়্যেদ মীর মোহেব্‌বুল্লাহ্‌ মাণিকপুরীর নিকট শরীয়তের দৃঢ় অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া লিখিতেছেন।

বিছ্‌মিল্লাহির্‌ রাহ্‌মানির রাহিম, ভ্রাতঃ— মীর ছাইয়্যেদ মোহেব্‌বুল্লাহ্‌, আপনার পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। বিচলিত ও অস্থির হইয়া যে নৈরাশ্যের মুখবন্ধ সমূহ লিখিয়াছেন— তাহা প্রকাশ্য বুঝিতে পারিলাম। নিরাশ হওয়া— কুফর ; আশান্বিত

হইয়া থাকিবেন। আপনি যদি নিম্নলিখিত বিষয় দুইটির প্রতি সুদৃঢ় থাকেন, তাহা হইলে কোনই চিন্তার কারণ নাই। প্রথমতঃ সমুজ্জ্বল শরীয়ত কর্ত্তার অনুসরণ। দ্বিতীয়ত— স্বীয় তরীকার পীরের প্রতি সদ্বিশ্বাস ও মহব্বত। জানিয়া রাখিবেন ও হুঁশিয়ার থাকিবেন এবং আল্লাহ্তায়ালার নিকট আশ্রিত হইয়া কাঁদাকাটি করিবেন, যেন এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোনও ব্যতিক্রম না ঘটে। ইহা ব্যতীত যাহা কিছু হউক— তাহার ক্ষতিপূরণ সহজ ও সম্ভবপর। ইতি পূর্ব্বেও লিখিয়াছিলাম যে, মাণিকপুরে যখন থাকিতে ইচ্ছা করে না, তখন এলাহাবাদে বসবাস করিবেন ; আশাকরি উহা মোবারক ও মঙ্গলজনক হইবে। কিন্তু আপনি বিপরীত বুঝিয়াছেন ; মোবারক শব্দটি কি আপনাকে পথ-প্রদর্শণ করে নাই ! এখনও আমি উহাই বলিতেছি। অদ্য রাত্রে আমি দেখিলাম যে, আপনি আসবাবপত্র মাণিকপুর হইতে এলাহাবাদে লইয়া গিয়াছেন। আপনি তথায় একটি সাধারণ গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া আল্লাহ্র জেকেরে কালাতিপাত করিতে থাকুন। কোন বিষয় কাহারো সহিত যোগাযোগ করিবেন না ; বরং দৃঢ়তার সহিত নফী এছবাত জেকের করিতে থাকিবেন এবং কলেমা পুনরাবৃত্তি করিয়া মনের যাবতীয় মাক্ছুদ বাহির করিয়া দিবেন ; যেন উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষিত ও প্রিয় বস্তু-এক ব্যতীত দ্বিতীয় না থাকে। যদি অন্তঃকরণ জেকের করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে জিহ্বার দ্বারা জেকের করিবেন। কিন্তু তাহা গুপ্ত ও অস্পষ্ট স্বরে করা শর্ত্ত। যেহেতু এই তরীকায় উচ্চস্বরে জেকের করা নিষিদ্ধ।

তরীকার অন্যান্য রীতি-নীতি আপনার জানা আছে, তদ্রূপ চলার চেষ্টা করিবেন। পীরের অনুসরণ হাতছাড়া করিবেন না। পীরের অনুসরণে বহু সুফল ফলিয়া থাকে এবং তাহার বিপরীত চলিলে বহু আশঙ্কা আছে। অধিক আর কি লিখিব !

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে এবং মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহার প্রতি ছালাম। তাঁহার {মোস্তফা (ছঃ)-এর} পবিত্র বংশধর ও ছাহাবাগণের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

১৪ মকতুব

মীর শামছুদ্দীন আলীর নিকট— তাহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক যে পত্র পাঠাইয়াছেন— তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন। আপনি লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ্তায়ালার 'পবিত্রজাত'— যখন স্বয়ং অস্তিত্বধারী, অস্তিত্বগুণ কর্ত্তৃক নহে— স্বয়ং জাতের তত্ত্বই হউক, কিংবা তাঁহার অতিরিক্ত বস্তুসমুহের তত্ত্বাবলীই হউক না কেন— তখন অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব বা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত— যাহা অবশ্যম্ভাবীতা ও অস্তিত্বের তাৎপর্য্য বিহীন, তাহার মধ্যে এবং যাহার অস্তিত্ব বা হওন অসম্ভব, তাহার মধ্যে কিভাবে মোকাবিলা বা তুলনা হইতে পারে ? পরন্তু যে-'জাত' অবশ্যম্ভাবীতা ও অস্তিত্বের বহির্ভূত, তাহাকে অবশ্যম্ভাবী-জাত বলা কিভাবে সত্য হয় ? আবার উক্ত 'জাত'-এবাদত বা উপাসনার উপযোগী হওয়াই বা কিভাবে প্রমাণিত হয় ! যেহেতু উহা অবশ্যম্ভাবিতা ও অস্তিত্বের প্রতি নির্ভরশীল এবং যে জাত অস্তিত্ব ও অবশ্যম্ভাবিতা রহিত, তাহাকে ওয়াজেবুল ওজুদ বা অবশ্যম্ভাবী বলা কি হিসাবে সত্য হইবে ?

হে মান্যবর ! এই সকল প্রশ্নের উত্তর বিস্তৃতভাবে জেল্দে ছানীর (দ্বিতীয় খণ্ডের) এক মকতুবে লিখা হইয়াছে, যাহা বাহ্যতঃ এ ফকীরের জনৈক পুত্রের নামে লিখা হইয়াছিল। যদি আপনি তাহা দেখিয়া লইতেন, তবে আল্লাহ্চাহে উপকৃত হইতেন। ফলকথা, ইহা হইতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালার তত্ত্ব— স্বয়ং অস্তিত্বধারী, অস্তিত্বগুণ কর্ত্তৃক নহে। তাঁহার প্রতি অস্তিত্ব ও অবশ্যম্ভাব্য-শব্দ প্রয়োগ করা জ্ঞানের আবিষ্কৃত বস্তু। বরং আল্লাহ্তায়ালার উদাহরণ অতি উচ্চ। তথায় অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব— যেরূপ জ্ঞান-আবিষ্কৃত বস্তু, তদ্রূপ-তাঁহার পবিত্র জাতের মধ্যে আদম বা নাস্তির নিষিদ্ধতাও— জ্ঞানের আবিষ্কৃত বস্তু। যেস্থলে আল্লাহ্তায়ালার নিছক জাত পাক বর্ত্তমান, সেস্থলে অবশ্যম্ভাব্য ও অস্তিত্বের সম্বন্ধ যেরূপ নাই, তদ্রূপ নাস্তি— নিষিদ্ধতার সম্বন্ধও নাই। অতএব যখন অবশ্যম্ভাব্যের অস্তিত্বের সম্বন্ধ প্রকাশ হইল,

তখন নাস্তি-নিষিদ্ধতা, যাহা উহার বিপরীত— তাহার সম্বন্ধও প্রকাশ হইল এবং এবাদতের উপযোগী হওয়ার সম্বন্ধ যাহা অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব কর্তৃক হইয়া থাকে তাহাও প্রকাশ হইয়া গেল। আল্লাহ্‌তায়ালাই ছিলেন ; তাঁহার সহিত অন্য কোন বস্তু ছিল না। যদিও উহা সম্বন্ধ ও অনুমানাদিই হউক না কেন। তৎপর যখন সম্বন্ধ প্রকাশ হইল, তখন তাহার বিপরীত বস্তুও প্রকাশ পাইল। আউয়াল ও আখের ছালাম।

১৫ মকতুব

ছাইয়্যেদ মীর মোহাম্মদ নো'মানের নিকট, প্রিয়জনের কষ্ট প্রদান, প্রেমিকের নিকট ইষ্ট-দান হইতে অধিকতর সুন্দর বলিয়া মনে হয়— ইত্যাদির বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

ভ্রাতঃ মীর মোহাম্মদ নো'মান— আপনি অবগত আছেন যে, আমি জানিতে পারিয়াছি, আমার কতিপয় হিতৈষী বন্ধু আমার উদ্ধারের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা যাহাই করেন, তাহাই মঙ্গলজনক। মানব হিসাবে ইহাতে মনে একটু চিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল ও অন্তঃকরণের সংকীর্ণতা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে উক্ত চিন্তা ও সংকীর্ণতা— সন্তুষ্টিতে ও প্রশস্ততায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং সঠিকভাবে ও বিশিষ্ট সূত্রে অবগত হইলাম যে, যাহারা কষ্ট-প্রদানের চেষ্টা করিতেছে— তাহাদের ইচ্ছা যদি আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছার অনুকূল হয়, তাহা হইলে অসন্তুষ্টি ও মনের সংকীর্ণতার কোনই অর্থ হয় না। পরন্তু ইহা প্রেম-ভালবাসার দাবীর বিপরীত। যেহেতু মাহবুব বা প্রিয়জনের কষ্ট প্রদান— তাহার শান্তি প্রদানতুল্য-বাঞ্ছিত ও মনঃপুত বস্তু। প্রেমিক নেয়মত বা অবদান কর্ত্তৃক যেরূপ লজ্জৎ প্রাপ্ত হয় কষ্ট হইতেও তদ্রূপ আস্বাদ পাইয়া থাকে। বরং তাহার কষ্ট প্রদানের মধ্যে অধিক লজ্জৎ

প্রাপ্ত হয়, যেহেতু উহা নফ্ছের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা হইতে পবিত্র। আল্লাহ্তায়ালা যখন অসাধারণ সুন্দর এবং তিনি যখন ইহার কষ্ট কামনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা উক্ত ব্যক্তির নিকট তাঁহার অনুগ্রহে নিশ্চয় সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি হইবে ; বরং উহা লজ্জৎ ও আস্বাদ প্রাপ্তির কারণ হইবে। আবার যখন এই সম্প্রদায়ের (ছূফীগণের) ইচ্ছা আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছার অনুকূল এবং তাঁহাদের ইচ্ছা যেন, আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা প্রকাশের গবাক্ষ-স্বরূপ— তখন নিশ্চয় তাঁহাদের ইচ্ছাও দৃশ্যতঃ সুন্দর ও লজ্জৎ প্রাপ্তির কারণ। যে ব্যক্তি প্রিয়জনের কার্য্যের আবির্ভাবস্থল, তাহার কার্য্যও প্রিয়জনের কার্য্যের অনুরূপ প্রিয় হইয়া থাকে এবং উক্ত ব্যক্তিও এই হিসাবে প্রেমিকের চক্ষে প্রিয় বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উক্ত ব্যক্তি হইতে যতই অত্যাচার অধিকতর ধারণা করা যায়, প্রেমিকের চক্ষে উহা ততই অধিকতর সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়— যেহেতু প্রিয় ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রোধের দৃশ্য অতীব সুন্দর। এ পথের পাগলদিগের কার্য্য যে (দৃশ্যতঃ) বিপরীত ভাব সম্পন্ন। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির অন্যায় কামনা করা ও তাহার সহিত অসৎ ব্যবহার প্রিয়জনের প্রেমের বিপরীত কার্য্য। কেননা সে ব্যক্তি মাহবুব বা প্রিয়জনের কার্য্যের দর্পণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অতএব যাহারা কষ্ট প্রদানের চেষ্টায় আছে— অন্য সকলের তুলনায় তাহারাই প্রিয় বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। বন্ধুগণকে বলিয়া দিবেন তাহারা যেন মনের সংকীর্ণতা অপসারণ করতঃ যাহারা কষ্ট প্রদানের চেষ্টায় আছে, তাহাদের সহিত অসৎ ব্যবহার না করেন ; বরং তাহাদের কার্য্যে যেন আস্বাদ প্রাপ্ত হন। হাঁ আমরা যখন দোওয়া বা প্রার্থনা করার প্রতি আদিষ্ট ও কাঁদা-কাটি করা আল্লাহ্তায়ালার নিকট পছন্দনীয়, তখন বিপদ অপসারণের জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোওয়া ও প্রার্থনা করিবেন ও ক্ষমা ও সুস্থতা কামনা করিবেন ; "ক্রোধের আকৃতিক দর্পণ"— আমি এই হেতু বলিলাম, যেহেতু প্রকৃত 'গজব' বা ক্রোধ আল্লাহ্র শত্রুদিগের অংশ। দোস্তগণের প্রতি যে ক্রোধ হয়, তাহা বাহ্যতঃ ও দৃশ্যতঃ ক্রোধ ; বাস্তবে উহা অবিকল রহমত ও অনুকম্পা বটে। এই দৃশ্যতঃ গজবের মধ্যে প্রেমিকের জন্য কত যে উপকারীতা নিহিত আছে, তাহা আর কি ব্যক্ত

করিব ! অধিকন্তু এই দৃশ্যতঃ ক্রোধ যাহা দোস্তগণের প্রতি হইয়া থাকে, তাহাতে বিরোধীগণের অনিষ্টই সাধিত হয় ও ইহা তাহাদিগের পরীক্ষার কারণ।

শায়েখ মুহিউদ্দীন ইব্‌নে আরাবী (কুঃ ছেঃ)-এর কথার অর্থ আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি বলিয়াছেন, "আরেফের (দোওয়া করার) কোন মনোবল নাই।" অর্থাৎ বিপদ-আপদ অপসারিত করার মনোবল যেন— আরেফ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ; যেহেতু বিপদ সমূহকে আরেফ যখন স্বীয় প্রিয়জন হইতে সমাগত বলিয়া জানে, ও উহা তাহার ইচ্ছা বলিয়া ধারণা করে, তখন সে উহা অপসারিত করার কি সাহস করিবে ও উহা বিদূরিত হওয়া কিভাবে কামনা করিবে ? বাহ্যতঃ যদি বিপদ দূর করার জন্য মৌখিকভাবে দোওয়া করে, তাহা শুধুমাত্র দোওয়া করার হুকুম পালন করার জন্য করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সে উহা মোটেই কামনা করে না ; এবং যাহা ঘটিতেছে ও উপনীত হইতেছে— তদ্দ্বারা সে আস্বাদ প্রাপ্ত হইতেছে।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে তাহার প্রতি ছালাম।

১৬ মকতুব

মাওলানা আহ্‌মদ দীব্‌নীর নিকট লিখিতেছেন। সাধক স্বকীয় অবস্থার অবগতিশূন্য হওয়া ও মুরীদগণের অবস্থার মধ্যে তাহা অবলোকন করা ইত্যাদির বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনার পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন যে, আমি নিজের মধ্যে এই উচ্চ-সম্প্রদায়ের আত্মিক অবস্থা ও প্রেরণা ও এল্‌মে মারেফত সমূহের কিছুই প্রাপ্ত হইনা ; অথচ এই পথের শিক্ষার্থী দুই ব্যক্তি যাহাদিগকে আমি তরীকা শিক্ষা দিয়াছি, তাহারা বেশ কিছু উপকারিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও আশ্চর্য্য ধরণের অবস্থা লাভ করিয়াছেন, ইহার কারণ কি ?

জানিবেন যে, উক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আপনারই অবস্থার প্রতিচ্ছবি, যাহা ব্যক্তিদ্বয়ের যোগ্যতা-দর্পণে প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যক্তিদ্বয় এল্‌ম বা জ্ঞানধারী ছিল বলিয়া উহারা নিজেদের মধ্যে স্বকীয় অবস্থা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং আপনাকেও তাহাদের উক্ত গুপ্ত অবস্থা লাভের প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছে। উহারা যেন দর্পণ তুল্য, 'দর্পণ' যেরূপ ব্যক্তির অদৃশ্য পূর্ণতা সমূহের প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করে এবং গুপ্ত গুণাবলী প্রকাশ করিয়া দেয় (উহারাও তদ্রূপ)। অবস্থালাভ হওয়াই উদ্দেশ্য, উহার জ্ঞান লাভ— অপর একটি সৌভাগ্য, যাহা কাহাকেও প্রদান করিয়া থাকেন, এবং কাহাকেও প্রদান করেন না। কিন্তু উহারা উভয়ই অলী বা সান্নিধ্য প্রাপ্ত। নৈকট্য হিসাবে উভয়ই সমতুল্য। "আমাদের মধ্যে কেহ জানে এবং কেহ জানে না"— বাক্যটি এই সম্প্রদায়ের প্রচলিত কথা। স্বীয় অবস্থার জ্ঞান না থাকার জন্য ব্যথিত হইবেন না, চেষ্টা করিবেন, যাহাতে অবস্থা লাভ হয়। বরং অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবস্থা প্রদানকারীর সহিত সম্মিলিত হইবেন। মুরীদগণের মধ্যস্থতা ব্যতীত যদি অবস্থার জ্ঞান লাভ না হয়, তাহা হইলে উহাই যথেষ্ট মনে করিবেন এবং উহাদের দর্পণেই অবলোকন করিবেন ও আবির্ভাব স্থলের মধ্যেই তৃপ্তি লাভ করিবেন। অবস্থা লাভ হওয়া আবশ্যক। উহার (অবস্থার) জ্ঞান বিনা মাধ্যমে যদি উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, মধ্যস্থতা দ্বারা লাভ হইবে।

আপনি লিখিয়াছিলেন যে, "দাওয়ামে আগাহী" বা সর্ব্বদা চৈতন্যময় থাকা কাহাকে বলে ? কেননা অনেক (পার্থিব) বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার কারণে এই চৈতন্যের অনুভূতির মধ্যে ব্যাঘাত জন্মে। অতএব চৈতন্য এবং স্থায়ী-চৈতন্যময় থাকার মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন।

জানিবেন যে, 'আগাহী' বা চৈতন্যের অর্থ অন্তর্জগৎ আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে হাজির বা উপস্থিত থাকা। ইহা "এল্‌মে হুজুরী" বা আত্মজ্ঞানের অনুরূপ— যাহা স্থায়ী হওয়া অনিবার্য্য। ইহা কি শুনিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি কখনো নিজের প্রতি গাফেল বা অমনোযোগী হইয়াছিল এবং নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছিল ? অমনোযোগ ও বিস্মৃতি— "এল্‌মে হুছূলী" বা অর্জিত জ্ঞানের মধ্যেই হইয়া থাকে, যেহেতু তাহাতে

পরস্পরের (জ্ঞান লাভকারী ও জানিত বস্তুর) মধ্যে বিভিন্নতা ও বৈপরীত্য আছে। কিন্তু এল্‌মে হুজুরী বা আত্মজ্ঞানের মধ্যে সবই যেন হাজির বা লব্ধ (অর্থাৎ পার্থক্য রহিত), যদিও নির্ব্বোধ ব্যক্তি ইহা বুঝিতে অক্ষম এবং প্রাপ্তির অহংকারে গর্বিত। অতএব আগাহী বা চৈতন্যময় হওয়ার জন্য স্থায়িত্ব অনিবার্য্য। যাহা স্থায়ী হয় না, তাহা (উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতি) লক্ষ্যমাত্র, যাহা বাহ্যতঃ আগাহীর অনুরূপ বস্তু। কিন্তু উহা স্থায়ী হওয়া সুকঠিন— যেহেতু উহা "এল্‌মে হুছূলী" বা অর্জিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত— যাহা স্থায়ী হওয়া দুরূহ। আল্লাহ্‌তায়ালার উদাহরণ অতি উচ্চ। আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র অবশ্যম্ভাবী দরবারের জ্ঞান এল্‌মে হুছুলী ও এল্‌মে হুজুরী অর্থাৎ অর্জিত জ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের সহিত তুলনা করা— অনুরূপ বস্তুও নজির হিসাবে তুলনা করা হইয়া থাকে। কেননা যিনি সাধকের নিজ বা অস্তিত্ব হইতেও অধিক নিকটবর্ত্তী তিনি অর্জিত জ্ঞান ও আত্মজ্ঞানেরও বাহিরে। দার্শনিকগণ ইহা ধারণাও করিতে পারে না, যেহেতু তাহারা নিজ হইতে অধিক নিকটবর্ত্তীকে বুঝিতে সক্ষম হয় না ; কিন্তু 'এল্‌মে লাদুন্নী' বা আত্মীক জ্ঞানধারীগণের নিকট ইহা প্রকাশ্য কথা এবং আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে ইহা সহজসাধ্য।

"হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত ও অনুকম্পা প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্য সরল করিয়া দাও।"

ভ্রাতঃ ছাইয়্যেদ মীর মোহাম্মদ নো'মান যখন আপনার প্রতি অনেক দাবী রাখেন এবং আপনি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় না লইয়া— আসাতে তিনি মনঃ কষ্টে আছেন, তখন অবিলম্বে আপনি তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া ইহার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করিবেন। যদি আপনি বিদায় লইয়া আসিতেন— তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। তাঁহার মর্জ্জি ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী আপনাকে কার্য্য করা উচিত। পরবর্ত্তী সময় তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আসিবেন। অধিক আর কি লিখিব !

১৭ মকতুব

আকিদা-বিশ্বাসের বর্ণনায় কোন এক নেক মুরীদ-মহিলার নিকট লিখিতেছেন।

আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা যে, আমাদিগকে নেয়্মত প্রদান করিয়াছেন এবং ইছলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও সৃষ্টির শীর্ষ স্থানীয় মোহাম্মাদুর্ রাছুলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্তায়ালা শর্ত্তবিহীন যাবতীয় প্রকারের নেয়্মত প্রদান কারী। যদি অস্তিত্ব বলা যায়— তাহাও তাঁহার দান। যদি স্থায়িত্ব বলা যায় তাহাও তাঁহারই প্রদত্ত এবং যদি পূর্ণতার গুণাবলী হয়, তাহাও তাঁহারই রহমত হইতে উদ্ভূত। জীবন, জ্ঞান, ক্ষমতা এবং দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি ও বাক্ শক্তি সবই আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত হইতে আহরিত। বিভিন্ন প্রকারের নেয়্মত ও বিভিন্ন ধরণের অবদান— যাহা সীমা ও গণনার বহির্ভূত— তাহা সবই তাঁহার পবিত্র জাত হইতে বর্ষিত। কষ্ট ও কাঠিন্য তিনিই অপসারিত করেন। দোওয়া ও প্রার্থনা তিনিই কবুল করেন এবং বিপদ-আপদ তিনিই বিদূরিত করেন। তিনি এমন রাজ্জাক বা প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী প্রদানকারী যে— পাপের কারণে স্বীয় বান্দাগণের রেজেক বা আহার বন্ধ করেন না। তিনি 'ছাত্তার' বা কলঙ্ক ও ত্রুটি গোপনকারী ; ক্ষমার প্রাচুর্য্য হেতু দাসগণের পাপের কারণে— তাহাদের ইজ্জত-সম্মান বিনষ্ট করেন না। তিনি 'হালীম' বা গাম্ভীর্য্যময় যে, কাহারও ত্রুটির কারণে তাহাকে অবিলম্বে শাস্তি প্রদান করেন না। তিনি 'করীম' বা অনুগ্রহকারী, তাঁহার সাধারণ অনুগ্রহ হইতে শত্রু-মিত্র কেহই বঞ্চিত থাকে না। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও উচ্চ অনুগ্রহ-ইছলামের প্রতি আহ্বান এবং বেহেশ্তের দিকে পথ-প্রদর্শন ও হজরত রছুলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর অনুসরণের প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান। যেহেতু চিরস্থায়ী জীবন-লাভ ও অনন্ত সুখ, শান্তি উপভোগ এবং আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি ও সাক্ষাত লাভ ইহারই প্রতি নির্ভরশীল। ফলকথা, আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ, নেয়্মত এবং অবদানসমূহ ভাস্কর হইতেও প্রকাশ্য ও শশধর হইতেও সমুজ্জ্বল। অন্য সকলের অবদান আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমতা প্রদানে হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের অনুগ্রহ ধারকারীর নিকট ধার করা এবং ভিক্ষুকের নিকট

যাচ্না স্বরূপ। একথা জ্ঞানী ও অজ্ঞ সকলেই অবগত এবং নির্ব্বোধও বুদ্ধিমানের মত ইহা স্বীকার করিয়া থাকে।

যদ্যপি হয় লোমরাশি সব—
জিহ্বা সম, এই দেহে ;
লক্ষ-কোটি কৃতজ্ঞতার,
একটিও শোধ হইবে না-হে।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধতা নে'য়মত বা অবদান কর্ত্তার কৃতজ্ঞতা পালন ওয়াজেব বা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করে এবং তাঁহার সম্মান রক্ষা করা অনিবার্য্য বলিয়া জানে। অতএব আল্লাহ্তায়ালা যিনি প্রকৃত নে'য়মত প্রদানকারী, তাঁহার কৃতজ্ঞতা পালন করা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারাও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রমাণিত হইল, ও তাঁহার ইজ্জত-সম্মান করাও অনিবার্য্য।

আল্লাহ্তায়ালা যখন পূর্ণ পবিত্র ও নির্দ্দোষ এবং বান্দাগণ চরম কলুষিত ও মলিন, তখন (উভয়ের মধ্যে) পূর্ণ সম্পর্ক-হীনতা বশতঃ বান্দাগণ আল্লাহ্তায়ালার ইজ্জত-সম্মান যে কিসে হইবে ও কোন স্থলে করিতে হইবে, তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিবে? অনেক স্থলে হয়তো আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র দরবারের প্রতি কোন বিষয় প্রবর্ত্তিত করা—তাহারা সুন্দর ভাবিয়া থাকেন ; কিন্তু বাস্তবে উহা তাঁহার সমীপে অতি জঘন্য এবং বান্দাগণ যাহাকে সম্মান করা বুঝিতেছে— তাহা হয়তো তাঁহার অপমান, ও যাহাকে উচ্চতা ভাবিতেছে— তাহা নীচতা। সুতরাং যে পর্য্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালার ইজ্জত-সম্মান করা তাঁহার পবিত্র দরবার হইতে গৃহীত হইবে না, সে পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য দ্বারা তাঁহার শোকর গোজারী ও কৃতজ্ঞতা পালিত হইবে না এবং তাহা আল্লাহ্তায়ালার এবাদত ও বন্দেগীর উপযোগী হইবে না। কেননা দাসগণ স্বীয় জ্ঞানে যে প্রশংসা করিবে— হয়তো তাহা কুৎসার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং প্রশংসা অপবাদে পরিণত হইবে। যে ইজ্জত সম্মান আল্লাহ্তায়ালার দরবার হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাই আমাদের জন্য এই সত্য শরীয়ত। যদি অন্তঃকরণ দ্বারা সম্মান করিতে হয়, তাহাও এই সত্য শরীয়তে প্রকাশ্য বর্ণিত আছে এবং যদি রসনা কর্ত্তৃক প্রশংসা করিতে হয়, তাহাও তথায় প্রমাণিত ও ব্যক্ত আছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্য্য

কলাপের বর্ণনা শরীয়তের মধ্যেই বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। অতএব আল্লাহ্ তায়ালার শোকর-গোজারী ও কৃতজ্ঞতা পালন শরীয়ত প্রতিপালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উহা অন্তঃকরণ দ্বারাই হউক, বা দেহ দ্বারাই হউক, অথবা বিশ্বাস দ্বারাই হউক, কিম্বা কার্য্য-কলাপ কর্ত্তৃকই হউক। শরীয়ত ব্যতীত যে কোন ইজ্জত-সম্মান বা এবাদত হউক না কেন তাহা নির্ভরযোগ্য নহে ; বরং অনেক সময় উহা বিপরীত পর্য্যায়ভুক্ত হয়, এবং অনুমিত পূণ্য— পাপে পরিণত হইয়া যায়। এখন উল্লিখিত বর্ণনার দৃষ্টিভঙ্গিতে শরীয়তের প্রতি আমল করা জ্ঞানতঃ ওয়াজেব বা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং শরীয়ত প্রতিপালন ব্যতীত নে'মত প্রদানকারীর কৃতজ্ঞতা ও শোকর-গোজারী প্রতিপালিত হওয়া সুকঠিন হইল।

শরীয়তের দুইটি অংশ আছে, বিশ্বাস এবং কার্য্য। বিশ্বাস সম্বন্ধিত বিষয়গুলি দীন ইছলামের মুলবস্তু এবং আমল বা কার্য্যকলাপ উহার শাখা-প্রশাখা-তুল্য। বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলে— সে উদ্ধার প্রাপ্তদলের অন্তর্ভুক্ত হইবে না এবং পরকালে 'আজাব' বা শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে না। কিন্তু আমল নষ্ট হইলে উদ্ধার প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কেননা তাহার বিষয়টি আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছার প্রতি ন্যস্ত ; তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন, অথবা পাপের পরিমাণ শাস্তিও দিতে পারেন। যাহারা বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং দীনের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ অস্বীকার করে— চিরস্থায়ী অগ্নিকুণ্ডে অবস্থান, তাহাদের জন্যই বিশিষ্ট। আমল পরিত্যাগকারীর যদিও আজাব হইবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নিকুণ্ডে অবস্থান, তাহার জন্য নহে। আকিদা-বিশ্বাস সম্ভূত বিষয়গুলি যখন দীন ইছলামের মূল ও আবশ্যকীয় বস্তু, তখন অগত্যা তাহার বর্ণনা করিতেছি। আমল বা কার্য্যসমূহ শাখা-প্রশাখা তুল্য হওয়া সত্ত্বেও যখন উহা বিস্তৃত, তখন উহা ফেকাহ্রে কেতাবের প্রতি ন্যস্ত করতঃ উৎসাহ প্রদানার্থে আল্লাহ্ চাহে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

প্রথম আকিদাঃ- (বিশ্বাস্য বিষয় সমূহ)ঃ- আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় জাত কর্ত্তৃক অস্তিত্ববান (স্বয়ম্ভু)। তাঁহার অস্তিত্ব তাঁহার নিজ হইতেই। তিনি যেমন আছেন, তেমনই ছিলেন এবং চিরকাল তদ্রূপই থাকিবেন। পূর্ব্ব-পরবর্ত্তী নাস্তি বা শূন্যের

তথায় কোনই পথ বা অধিকার নাই। অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবিতা তাঁহার পবিত্র দরবারে নিকৃষ্ট ভৃত্য মাত্র। নাস্তির বিচ্ছিন্নতা তাঁহার মহান দুয়ারের ইতর সম্মার্জক[১] স্বরূপ।

আল্লাহ্‌তায়ালা এক, তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই। উহা অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবিতা হিসাবেই হউক, অথবা 'মাবুদ' ও 'উপাসনার উপযোগী' হিসাবে হউক না কেন ! যেহেতু সমকক্ষ ঐ সময় আবশ্যক করে, যখন আল্লাহ্‌তায়ালা একাই যথেষ্ট না হন এবং তিনি স্বয়ং স্বাধীন না হন, যাহা ত্রুটির চিহ্ন ; পরন্তু ইহা ওয়াজেব হওন বা অবশ্যম্ভাব্য ও উপাস্য হওয়া নিবারণকারী। পক্ষান্তরে তিনি যদি যথেষ্ট ও স্বয়ং স্বাধীন হন, তাহা হইলে অন্য শরীক বা সমকক্ষ হওয়া অনর্থক হইয়া যায় ; ইহাও উহার (অপর শরীকের) ত্রুটির চিহ্ন যাহা অবশ্যম্ভাব্য ও উপাস্য হওয়া নিবারক। অতএব শরীক ও সমকক্ষ প্রমাণ করা, দুই শরীকের এক শরীকের ত্রুটি অনিবার্য্যকারী হইবে, যাহা শরীক হওয়া নিবারণকারী। সুতরাং শরীক প্রমাণ করাই প্রকৃত পক্ষে শরীক নিবারণ করা মাত্র ; যাহা অসম্ভব। অতএব আল্লাহ্‌তায়ালার শরীক হওয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয় আকিদাঃ- আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণতাগুণ সমূহ বর্ত্তমান আছে। উহা 'জীবনী শক্তি', 'এল্‌ম' বা 'জ্ঞান', 'ক্ষমতা', 'ইচ্ছা শক্তি', 'শ্রবণ শক্তি', 'দৃষ্টি শক্তি', 'বাক শক্তি', ও 'সৃষ্টি শক্তি'— এই আটটি গুণকে ছেফতে হাকিকী বা প্রকৃত গুণ বলা হইয়া থাকে এবং ইহারা 'কাদীম' বা অনাদি। ইহারা বাস্তব জগতে বর্ত্তমান আছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাক হইতে অতিরিক্ত অস্তিত্বধারী ; যেরূপ সত্যবাদী আলেমগণের নির্ধারিত অভিমত। এই সত্যবাদী ছুন্নত জামাতের আলেমগণ ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায় 'ছেফাত' বা গুণাবলীর অতিরিক্ত অস্তিত্ব-স্বীকার করে না। এ পর্য্যন্ত যে, এই উদ্ধার প্রাপ্ত দল বা ছুন্নত জামাতের পরবর্ত্তী ছুফীগণও বিরোধীদলের অনুরূপ-ছেফাত সমূহকে অবিকল জাত বলিয়া থাকেন। তাঁহারা যদিও ছেফাত বা গুণাবলী নিবারণ করা হইতে সরিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের বিধান ও কানুনানুযায়ী ও বাহ্যিক বর্ণনা হিসাবে— গুণাবলী নিবারণ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। বিরোধী দল পূর্ণতা গুণসমূহ নিবারণ করাকেই পূর্ণতা বলিয়া

টীকা-ঃ ১। সম্মার্জক= ঝাড়ুদার।

ধারণা করিয়া থাকেন। তাহারা স্বীয় জ্ঞানের প্রতি নির্ভর করিয়া কোরআনের আকট্যবাণী হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছেন। "আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।"

আল্লাহ্তায়ালার অন্যান্য ছেফাতসমূহ হয়তো তাহা 'এতেবারীআ' বা অনুমানকৃত হইবে, অথবা 'ছাল্বীয়া'— অর্থাৎ তাঁহা (আল্লাহ্) হইতে 'বিচ্ছিন্নকৃত গুণ' হইবে। 'অনুমানকৃত'— যেরূপ আল্লাহ্তায়ালার 'কাদিম' বা অনাদী ও অনুৎপন্ন হওয়া এবং অবশ্যম্ভাবিতা ও উপাস্য হওয়া গুণাবলী। বিচ্ছিন্নকৃত গুণ যথা— আল্লাহ্তায়ালা দেহধারী ও শরীরী নহেন এবং তিনি আশ্রয় সাপেক্ষ বা আশ্রয় নিরপেক্ষও নহেন ; স্থান বিশিষ্ট ও কালাবদ্ধও নহেন ; কাহারও মধ্যে প্রবিষ্ট বা কোন বস্তু তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট বা তিনি (বস্তুর) আধার নহেন, সীমাবদ্ধ বা সসীম নহেন, তিনি দিক শূন্য ও সম্বন্ধ রহিত। সমশ্রেণীভুক্তি ও আনুরূপ্য রহিত। বিপরীত ও শরীক বা সমকক্ষ হওয়া তাঁহার পবিত্র জাত হইতে বিচ্ছিন্ন ; পিতা, মাতা ও স্ত্রী ও সন্তানাদি হওয়া হইতে পবিত্র ও নির্ম্মল। যেহেতু উল্লিখিত বিষয়সমূহ নূতনত্বের নিদর্শন স্বরূপ এবং ত্রুটি অনিবার্য্যকারী।

যাবতীয় পূর্ণতা তাঁহার পবিত্র জাতে বর্ত্তমান আছে এবং যাবতীয় দোষ, ক্ষয়, ত্রুটি তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ— তাঁহার মধ্যে নাই। ফলকথা, সম্ভাব্য ও নূতনত্বের গুণসমূহ যাহা সরাসরি ত্রুটিপূর্ণ ও দোষনীয়, তাহা সমস্তই তাঁহার পবিত্র জাত হইতে বিদূরিত করিতে হইবে।

তৃতীয় আকিদাঃ- আল্লাহ্তায়ালা সমগ্র সমষ্টি ও সমূহ ব্যষ্টি অবগত এবং যাবতীয় গুপ্ত রহস্য জ্ঞাত। আকাশ ও ভূ-মণ্ডলের মধ্যে অতিক্ষুদ্র কণিকাতুল্য নিকৃষ্ট বস্তুও যদি থাকে তাহাও আল্লাহ্তায়ালার এল্ম বা জ্ঞান হইতে বহির্ভূত নহে। হাঁ যখন যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা তিনিই, তখন সমূহ বস্তুর জ্ঞানধারী তাঁহাকে হওয়া উচিত। যেহেতু স্রষ্টার জন্য স্বীয় সৃষ্টির জ্ঞান থাকা অনিবার্য্য। অস্বীকারকারী— হতভাগাগণ আল্লাহ্তায়ালাকে ব্যষ্টির বা আংশিক বস্তু সমূহের জ্ঞানধারী বলিয়া জানে না। তাহাদের অপূর্ণজ্ঞানে ইহাকেই তাহার পূর্ণতা বলিয়া ধারণা করে। যেরূপ উহারা পূর্ণ অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী পবিত্র জাত হইতে এক

বস্তু (আক্‌লে ফায়াল) ব্যতীত অধিক সৃষ্টি সংঘটিত বলিয়া স্বীকার করে না। আবার উক্ত বস্তুও তাঁহা হইতে অনিবার্য্য ও বাধ্যতামূলক সৃষ্টি ; ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট নহে। উহারা ইহাকেও পূর্ণতা বলিয়া অনুমান করে। ইহারা আশ্চর্য্য ধরণের মূর্খ যে, অজ্ঞতাকে পূর্ণতা ধারণা করে এবং বাধ্যতাকে ইচ্ছাময় হওয়া ও স্বাধীনতা হইতে শ্রেষ্ঠ জানে। ইহারা এতাধিক মূর্খ যে, অন্যান্য বস্তু সমূহকে আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত অন্যের প্রতি নির্ভরশীল বলিয়া ধারণা করে। তাহারা "আক্‌লে ফায়াল"- নামক বস্তু (যাহা প্রথম আকল্) নিজেদের ধারণায় আবিষ্কার করতঃ সৃষ্ট জগতে নিত্য নতুন কার্য্য সমূহ তাহার সহিত সম্বন্ধিত বলিয়া থাকে এবং আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌তায়ালাকে তাহারা বেকার বা কর্ম্মহীন বলিয়া জানে। এই সম্প্রদায় হইতে নির্বোধ অন্য কোন সম্প্রদায় যে পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এ ফকীরের বিশ্বাস হয় না। আশ্চর্য্যের কথা যে, মোছলমানগণের একদল এ অপবিত্র দলকে জ্ঞানী ও দর্শন-শাস্ত্রবিদ বলিয়া ধারণা করে, হাকীম বা সুকৌশলী বলিয়া জানে। বোধহয় তাহাদের এই মিথ্যা কৌশলগুলিকে তাহারা বাস্তব মনে করে। "হে— আমাদের প্রভু, তুমি আমাদিগকে হেদায়েত করার পর আমাদের অন্তঃকরণ বক্র করিও না, এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর; নিশ্চয় তুমি বিনিময় রহিত প্রচুর প্রদানকারী।"

চতুর্থ আকিদাঃ- আল্লাহ্‌তায়ালা অনাদি কাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত এক বাক্য কর্ত্তৃক বক্তা। যদি আদেশ হয়, তাহাও ঐ একবাক্য হইতে এবং যদি নিষেধ হয়, তাহাও উহা হইতে; আবার সংবাদ আদান-প্রদানও উক্ত এক বাক্য হইতে উদ্ভুত। তাওরাত, ইঞ্জিল কেতাবও উক্ত বাক্যের প্রতি নির্দ্দেশক ; জব্বুর, ফোরকান— অর্থাৎ কোরআন শরীফও উক্ত বাক্যের নিদর্শন স্বরূপ ; এইরূপ— যাবতীয় আসমানী কেতাব যাহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা উক্ত বাক্যেরই বিস্তৃতি স্বরূপ। অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত এতাধিক প্রশস্ত ও দীর্ঘ সময় হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট উহা এক মুহূর্ত্ত ; বরং, তথায় যেন মুহূর্ত্ত বলারও অবকাশ নাই ; যেহেতু ভাষার সংকীর্ণতা হেতু মুহূর্ত্ত— শব্দ

ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অতএব উক্ত মুহূর্তে যে বাক্য সংঘটিত হয়, তাহা একটি বাক্য মাত্র ; বরং একটি 'বর্ণ' তুল্য ; বরঞ্চ একটি বিন্দু মাত্র। বস্তুতঃ 'বিন্দু' শব্দটি বলা তথায় মুহূর্ত্ত বলার ন্যায় ভাষার সংকীর্ণতার কারণে হইয়া থাকে ; নতুবা বিন্দু বলারও তথায় অবকাশ নাই। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র 'জাত'-গুণাবলী'র প্রশস্ততা রকম-প্রকার বিহীনজগতের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা-যাহা এম্কান বা সম্ভাব্যের গুণ— তাহা হইতে অতি পবিত্র।

পঞ্চম আকিদাঃ- মোমেনগণ বেহেশ্তের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার দর্শন লাভ করিবেন। কিন্তু তাহা রকম-প্রকার বিহীন পদ্ধতি অনুযায়ী হইবে। কেননা প্রকার বিহীন বস্তুর সহিত যে দর্শন সম্বন্ধিত হয়, তাহাও প্রকার বিহীন হইয়া থাকে। বরং দর্শকও প্রকার বিহীনতার অংশ প্রাপ্ত হয় বলিয়াই সে প্রকার বিহীনকে দেখিতে সক্ষম হয়। বাদশাহের বাহন ব্যতীত তাহার দান বহিতে পারে না। ইদানীং অর্থাৎ ইহজগতে এই রহস্যটি আল্লাহ্তায়ালা বিশিষ্টের-বিশিষ্ট অলীগণের প্রতি সমাধান এবং প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এই গুপ্ত প্রশ্নটি এই বোজর্গগণের নিকট বাস্তব লব্ধ এবং অন্য সকলের জন্য অনুসরণকৃত বস্তু। ছুন্নত জামাতের আলেমগণ ব্যতীত কাফের, মুছলমান অন্য কোন সম্প্রদায়ই ইহা স্বীকার করেনা। তাহারা এই দর্শন অসম্ভব বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। বিরোধীগণের প্রমাণ— দৃশ্য বস্তুর সহিত অদৃশ্য বস্তুকে তুলনা করা, যাহার বিপর্য্যয় পরিষ্কার। সমুজ্জ্বল ছুন্নত অনুসরণের আলোক ব্যতীত-এইরূপ গুপ্ত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস লাভ সুকঠিন।

সৌভাগ্যের যোগ্য নহে— সকলের শির,
সহেনা সব গাধা, ভার ঈছার (আঃ) তল্পীর।

আশ্চর্য্যের কথা, যাহারা আল্লাহ্তায়ালার দর্শন বিশ্বাস করে না, তাহারা কি প্রকারে এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে ! যেহেতু অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে বঞ্চিত হওয়া ব্যতীত কিছুই নাই এবং ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহারা বেহেশ্তে থাকিবেন, অথচ দেখিবেন না ! কারণ শরীয়তের নির্দ্দেশে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে বেহেশ্তবাসী সকলেই আল্লাহ্তায়ালার দর্শন লাভ করিবে বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং ইহা শরীয়তের উক্তি নহে যে, বেহেশ্তবাসীদের মধ্যে কেহ দেখিবেন এবং কেহ

দেখিবে না। অতএব ইহাদের বিষয় ঐ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, যাহা ফেরাউনের প্রশ্নের উত্তরে হজরত মুছা (আঃ) বলিয়াছিলেন ; আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় কালাম পাকে যাহার বর্ণনা দিয়াছেন যে, 'ফেরাউন বলিল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী জমানার ব্যক্তিদিগের অবস্থা কি হইবে ? তদুত্তরে হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন যে, তাহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট এক কেতাবে লিপিবদ্ধ আছে, আমার প্রতিপালক কখনও ভ্রষ্ট হন না এবং বিস্মৃতও হন না ; তিনি তোমাদের জন্য ভূ-মণ্ডলকে দোলনা স্বরূপ করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য উহাদের মধ্যে পথ সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষণ করিয়াছেন (কোরআন)। জানা আবশ্যক যে, বেহেশ্ত এবং বেহেশ্ত ব্যতীত অন্য সকল বস্তুর সম্বন্ধ আল্লাহ্ তায়ালার সহিত সমতুল্য। যেহেতু সকলেই তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ, তিনি ইঁহাদের কাহারো মধ্যে প্রবিষ্ট বা স্থানাধিকারী নহেন। এইমাত্র যে, আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী নূরের বিকাশ গ্রহণ করার যোগ্যতা কাহারো নাই এবং কাহারো আছে। যেরূপ আকৃতির বিকাশ গ্রহণের যোগ্যতা দর্পণের মধ্যে আছে এবং প্রস্তর ও শিলা খণ্ডের মধ্যে নাই; অতএব আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে তুল্য সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সৃষ্ট বস্তুর পক্ষ হইতে ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

এ বিধান সদা তুমি রাখিও স্মরণ,
যথায় আছেন— সেই প্রভু-নিরঞ্জন।
ব্যষ্টি-সমষ্টি আর আধারাধিকরণ
তথায় কিছুই নাই, শুধু সেইজন।

ইহ-জগতে দর্শন সংঘটিত নহে, এই স্থান তাঁহার আবির্ভাবের যোগ্যতা রাখেনা। যাহারা ইহজগতে দর্শন স্বীকার করে, তাহারা মিথ্যুক ও মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারী। তাহারা অন্যবস্তুকে 'আল্লাহ্' বলিয়া জানে। ইহজগতে যদি এই সৌভাগ্য লাভ হইত, তাহা হইলে অন্য সকল অপেক্ষা হজরত মুছা (আঃ) ইহার অধিক হকদার ও যোগ্য হইতেন ; আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ) যদি এই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে— তাঁহার জন্য তাহা ইহজগতে সংঘটিত হয় নাই। তিনি বেহেশ্তে গমন করতঃ তথায় দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। বেহেশ্ত পরকালের বস্তু। তিনি

ইহজগতে অবস্থানকালীন— ইহজগত হইতে বহির্গত হইয়া পরকালের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন ও তথায় দর্শনলাভ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ আকিদাঃ- আল্লাহ্তায়ালা আছমান-জমীন সমূহের ও গিরি-পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, ফল-মুল, খনি, তৃণাদি সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি নক্ষত্ররাজি দ্বারা আকাশকে যেরূপ সুসজ্জিত করিয়াছেন, তদ্রূপ মানুষ সৃষ্টি করিয়া ভূমণ্ডল সুসজ্জিত করিয়াছেন, অবিভাজ্য বস্তু হউক বা সমষ্টিভূত বস্তু হউক-সবই তাঁহার সৃষ্টি কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে। ফলকথা— তিনি যাবতীয় বস্তুকে নাস্তির আবরণ হইতে অস্তিত্বে আনয়ন করিয়াছেন এবং নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন।

তিনি ব্যতীত কাহারও জন্য অনাদিত্য শোভনীয় নহে। অতএব অন্য কোন বস্তুই অনাদি নাই। তিনি ব্যতীত যাবতীয় বস্তু নূতন সৃষ্ট এবং তিনিই যে-অনাদি, ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের আলেমগণ একমত। যাহারা অন্য বস্তুকে অনাদি বলিয়া ধারণা করে, তাহাদিগকে পথ-ভ্রষ্ট, বরং কাফের বলিয়া সকলেই নির্দ্দেশ প্রদান করেন। হুজ্জাতুল ইছলাম এমাম গাজ্জালী (রহঃ) তদীয় "মোন্কেজ্ আনেজ্জালাল"— নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিশদ্ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং যাহারা আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্য বস্তুকে অনাদি বলিয়া জানে, তাহাদিগকে কাফের বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। আছমান এবং নক্ষত্র সমূহ ও ইহাদের অনুরূপ বস্তু সমূহকে যাহারা অনাদি বলিয়া জানে, কোরআন মজীদ তাহাদিগকে মিথ্যুক বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যেরূপ আল্লাহ্পাক বলিয়াছেন যে, "আল্লাহ্ তায়ালা ঐ মহান জাত-যিনি আসমান সমূহ ও জমিনকে এবং তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে— তাহাদিগকে ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছেন ; তৎপর তিনি আর্শ্বের প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন" (কোরআন)। কোরআন পাকে এই প্রকারের আয়াত অনেক আছে। যে ব্যক্তি স্বীয় অপূর্ণ জ্ঞান কর্ত্তৃক কোরআনের অকাট্য বাণীর বিরোধিতা করে— সে নিতান্ত নির্বোধ। "যাহার জন্য আল্লাহ্তায়ালা নূর বা আলোক সৃষ্টি করেন নাই, তাহার জন্য কোনই নূর বা আলোক নাই" (কোরআন)।

সপ্তম আকিদাঃ- বান্দাগণ যেরূপ আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্ট পদার্থ তদ্রূপ তাহাদের কার্য্যকলাপও তাঁহার সৃষ্ট বস্তু। যেহেতু সৃষ্টি কার্য্য আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্যের জন্য শোভনীয় নহে এবং সম্ভাব্য বস্তু হইতে সম্ভাব্য বস্তু উৎপন্ন হইতে

পারেনা। কেননা উহারা ক্ষমতার ত্রুটি ও এলমের স্বল্পতা ও অপূর্ণতার কলঙ্কে কলঙ্কিত, যাহা উৎপন্নকরণ ও সৃষ্টিকার্য্যের উপযোগী নহে। অবশ্য বান্দার ইচ্ছাকৃত কার্য্য যে— সকল বিষয় অধিকার রাখে, তাহা উহার 'অর্জ্জন'— যাহা তাহার ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি কর্তৃক সংঘটিত হয়। কার্য্যের সৃষ্টি আল্লাহ্তায়ালা হইতে এবং অর্জ্জন বান্দার পক্ষ হইতে হইয়া থাকে। অতএব বান্দার স্বেচ্ছাকৃত কার্য্যসমূহ তাহার অর্জ্জন ও আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি দ্বারা সংঘটিত। বান্দার কার্য্যের মধ্যে যদি উহার অর্জ্জন ও ইচ্ছার অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে তাহার কার্য্যসমূহ রায়শা[১] ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর হস্তকম্পন স্বরূপ হইত (যাহা তাহার অনিচ্ছাকৃত হয়); কিন্তু ইহা অনুভূতি ও দৃষ্টির বিপরীত। আমরা স্বতঃসিদ্ধভাবে ইহা জানি যে, রোগ হিসাবে কম্পন এক প্রকার এবং স্বেচ্ছায় কম্পন— অন্য প্রকার। তাহার কার্য্যের মধ্যে অর্জ্জনের অধিকার প্রমাণ করার জন্য এই পরিমাণ পার্থক্যই যথেষ্ট। আল্লাহ্তায়ালা পূর্ণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় 'সৃষ্টি'গুণকে বান্দার কার্য্যের মধ্যে তাহার ইচ্ছার বা সংকল্পের অধীন করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ বান্দার সংকল্প ও ইচ্ছার পর তাহার মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা উক্ত কার্য্য সৃষ্টি করেন। এইহেতু বান্দা প্রশংসিত ও নিন্দিত এবং ছওয়াব বা পারিতোষিক প্রাপ্ত ও আজাব বা শাস্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে। বান্দাকে আল্লাহ্তায়ালা এখ্তিয়ার বা ইচ্ছা এবং কছদ্ বা সংকল্প যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহার উভয় দিক আছে ; অর্থাৎ কার্য্যে পরিণত করিতে পারে অথবা পরিত্যাগও করিতে পারে। আবার কার্য্যে পরিণত করা বা না করার ভালমন্দ ও ফলাফল— পরিষ্কারভাবে পয়গাম্বর (আঃ)-গণের বাচনিক বর্ণনা কর্তৃক জ্ঞাত করিয়া দিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও বান্দা যদি একপক্ষ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার তিরস্কৃত অথবা প্রশংসিত হওয়া ব্যতীত উপায় নাই। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্তায়ালা বান্দাকে ঐ পরিমাণ ক্ষমতা ও এখ্তিয়ার দিয়াছেন— যাহাতে সে শরীয়তের আদেশ ও নিষেধের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। তাহাদিগকে পূর্ণ ক্ষমতা ও সমূহ এখ্তিয়ার প্রদানের আর কি আবশ্যক ? যাহা প্রদান দরকার তাহা দিয়াছেন। ইহা যে অস্বীকার করে সে স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে বিরোধিতাকারী ও

টীকা- ১। রায়শা=অনিচ্ছাকৃত হস্তকম্পন রোগ।

অন্তঃকরণের পীড়ায়-পীড়িত এবং সে ব্যক্তি শরীয়ত পালন করিতে অক্ষম ; (আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন) "মোশ্রেকদিগকে যে বিষয়ের দিকে আপনি আহ্বান করিতেছেন তাহা, তাহাদের— প্রতি কঠিন"। ইহা একটি বিশ্বাস শাস্ত্রের অতি সূক্ষ্ম বিষয়। যাহা আমি লিপিবদ্ধ করিলাম— তাহাই ইহার শেষ সিদ্ধান্ত ও বিশদ বর্ণনা। আল্লাহ্তায়ালা তৌফিক প্রদানকারী। সত্যবাদী আলেমগণ যাহা ফরমাইয়াছেন— তাহার প্রতি 'ঈমান' বা দৃঢ় বিশ্বাস রাখা আবশ্যক, তাহার বিরোধিতা করা অনুচিত।

সর্ব্বক্ষেত্রে সমীচীন নহে অভিযান,
বহুস্থলে অসি-ত্যাগ, সমর বিধান।

অষ্টম আকিদাঃ- পয়গাম্বর (আঃ)গণ জগতবাসীদের রহমত বা করুণা স্বরূপ ; আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাদিগকে বিশ্ব-বাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মাধ্যমে স্বীয় বান্দাগণকে— তদীয় পবিত্র দরবারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন এবং দারুছছালাম বা শান্তিগৃহ— বেহেশ্ত, যাহা তাঁহার পছন্দনীয় আবাস ভবন তদ্দিকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। নিতান্ত দুর্ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে উক্তরূপ দাতার আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে ও তাঁহার দস্তরখান হইতে উপকৃত না হইয়া বঞ্চিত থাকে। অতএব এই বোজর্গগণ আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে যে সকল সংবাদ আনিয়াছেন— তাহা সবই সত্য ও সঠিক ; ইহার প্রতি ঈমান আনা ও বিশ্বাস করা একান্ত জরুরী। জ্ঞান যদিও একটি প্রমাণ, কিন্তু তাহা অপূর্ণ প্রমাণ। পয়গাম্বর (আঃ) প্রেরণ দ্বারা প্রমাণ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে ; সুতরাং বান্দাদিগের ওজর আপত্তির আর কোনই অবকাশ নাই। সর্ব্বপ্রথম পয়গাম্বর হজরত আদম (আঃ) এবং সর্ব্বশেষ পয়গাম্বর নবীত্ব সমাপ্তকারী হজরত মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লাম ; পয়গাম্বর (আঃ)-গণের সকলের প্রতি ঈমান আনিতে হইবে এবং তাঁহাদের সকলকে 'মাছুম' বা পাপশূন্য ও সত্যবাদী বলিয়া জানিতে হইবে। ইঁহাদের একজন পয়গাম্বরের প্রতি ঈমান না আনিলে অবশিষ্ট সকলকেই অমান্য করা হইবে ; যেহেতু ইঁহাদের সকলের কলেমা এবং দীন বা ধর্ম্মের মূলভিত্তি এক। হজরত ঈছা (আঃ) যে, পুনরায় আছমান হইতে অবতরণ করিবেন, তখন তিনি শেষ

পয়গাম্বর (আঃ)-এর শরীয়তের অনুসরণকারী হইবেন। হজরত খাজা নক্‌শবন্দী কুদ্দেছাছের্‌রুহুর প্রধান ও পূর্ণাঙ্গ খলিফা— হজরত খাজা মোহাম্মাদ পারছা, যিনি সুদক্ষ আলেম ও হাদীছবিদ্‌ ছিলেন, তিনিও তদীয় "ফুছুলে ছেত্তা"— নামক কেতাবে বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত ঈছা (আঃ) অবতরণ করার পর তিনি ঈমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাজহাব অনুযায়ী আমল করিবেন ও তাঁহার হালালকে-হালাল ও হারামকে-হারাম বলিয়া নির্দ্দেশ দিবেন।

নবম আকিদাঃ- ফেরেশ্‌তাবৃন্দ আল্লাহ্‌তায়ালার সম্মানিত বান্দা ও তাঁহারা রছুল ও বাহক হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা আদিষ্ট বিষয় সমূহ পালন করিয়া থাকেন, পাপকার্য্য এবং আদেশ অমান্য করা— তাঁহাদের জন্য নিবারিত। তাঁহারা ভরণ-পোষণ ও স্বামী-স্ত্রী হইতে পবিত্র ও সন্তান-সন্ততি ও বংশ বৃদ্ধি হইতে পবিত্র ও নির্ম্মল। আছমানী কিতাব ও ছহিফাসমূহ তাঁহাদের মাধ্যমে অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের আমানত দ্বারা সুরক্ষিত ও নিরাপদ হইয়াছে। ইঁহাদের প্রতিও ঈমান আনা দীন-ইছলামের একটি জরুরী বিষয় ও ইঁহাদিগকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করা ওয়াজেব ও অপরিহার্য্য। সত্যবাদী আলেমগণের অধিকাংশের মতে মানবজাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, ফেরেশ্‌তাগণের বিশিষ্টগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু বিশিষ্ট মানবগণ নানা প্রকার পার্থিব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আল্লাহ্‌ তায়ালার দরবারে উপনীত হইয়া থাকেন এবং বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তাবৃন্দ নির্বিঘ্নে আল্লাহ্‌ তায়ালার নৈকট্যলাভ করেন। পবিত্র ফেরেশ্‌তাবৃন্দের কার্য্য যদিও 'তছ্‌বিহ' পাঠ ও প্রভুর পবিত্রতা-কীর্ত্তন, কিন্তু তৎসঙ্গে জেহাদ বা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান-কার্য্য সম্মিলিত করা পূর্ণ মানবগণের কার্য্য বটে। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন— 'স্বীয় জীবন ও ধন দ্বারা জেহাদকারীগণকে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালা এক প্রস্ত শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং সকলের জন্যই আল্লাহ্‌তায়ালা শুভেচ্ছার (বেহেশ্‌ত প্রদানের) প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন" (কোরআন)।

দশম আকিদাঃ- কবর বা সমাধির অবস্থা এবং রোজ-কেয়ামতের বিষয় ও পুনরুত্থান ও দোজখ-বেহেশ্‌ত, ইত্যাদির বিষয় সত্য-সংবাদদাতা হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) যাহা সংবাদ দিয়াছেন— তাহা সবই সত্য। পরকালের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস

আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের ন্যায় ইছলামের একান্ত আবশ্যকীয় কার্য্য। যে ব্যক্তি আখেরাত বা পরকাল অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি স্রষ্টাকে অস্বীকার করার ন্যায়-কাফের ; ইহা অকাট্য বাক্য। কবরের আজাব ও কবর সঙ্কুচিত হওয়া ইত্যাদিও সত্য। যে ইহা অস্বীকার করে, সে যদিও কাফের নহে— তথাপি সে বেদ্আতী ; যেহেতু সে মশহুর হাদীছ সমূহ অমান্যকারী। 'কবর' বা সমাধি ইহ-পরকালের মধ্যস্থ স্বরূপ বলিয়া তথাকার আজাব বা শাস্তি এক হিসাবে পার্থিব শাস্তির অনুরূপ ; যেহেতু ইহার অবসান আছে এবং অন্য হিসাবে পরকালের শাস্তির তুল্য ; যেহেতু উহা পরকালের শাস্তির পর্য্যায়ভুক্ত। ঐ সকল ব্যক্তিই এই আজাবের অধিক উপযোগী যাহারা প্রস্রাব হইতে পবিত্র থাকে না এবং যাহারা চোগলখোরী করিয়া থাকে।

একাদশ আকিদাঃ- সমাধির মধ্যে মুন্‌কার্-নকীর নামক ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের প্রশ্ন সত্য। ইহা কবরের মধ্যে একটি বৃহৎ পরীক্ষা, আল্লাহ্‌তায়ালা সে সময় যেন অটল রাখেন। রোজ-কেয়ামত বা বিচারের দিবস সত্য এবং অবশ্য আগমনশীল। সেই দিবস আসমান সমূহ্ খণ্ড-বিখণ্ড হইবে। তারকারাজী ভূ-পতিত হইবে এবং পর্ব্বত সমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। ইহা পবিত্র কোরআনের অকাট্যবাণী এবং যাবতীয় ইছলামী সম্প্রদায়ের একতাবদ্ধ মত ; ইহা অস্বীকার করিলে কাফের হইবে। যদিও তাহারা মনগড়া মুখবন্ধ সমূহ দ্বারা কুফর হইতে রক্ষার চেষ্টা করে এবং নির্ব্বোধগণকে পথ-ভ্রষ্ট করে। সে দিন (কেয়ামতের দিবস) সমাধি হইতে পুনরুত্থান এবং বিগলিত ও নিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহ পুনর্জ্জীবিত হওয়া সত্য। আমল বা কর্ম্মসমূহের হিসাব ও দাঁড়ি-পাল্লা নির্ম্মাণ ও আমলনামা সমূহ উড়িয়া যাওয়া ও দক্ষিণ-হস্তধারীর আমলনামা-দক্ষিণ হস্তে এবং বাম-হস্তধারীর আমলনামা বাম হস্তে উপনীত হওয়া সত্য। দোজখের পৃষ্ঠে 'পুলছেরাত' নামক সেতু স্থাপন করা ও বেহেশ্‌তবাসীগণ উহা অতিক্রম করিয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করা ও দোজখীগণ উহা হইতে দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়া সত্য। উক্ত কার্য্যসমূহ সম্ভবপর কার্য্য এবং সত্য সংবাদদাতা হজরত (ছঃ) ইহা সংঘটিত হইবার সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। অতএব অবিলম্বে— বিনাদ্বিধায় ইহা মানিয়া লওয়া উচিত। মনগড়া ভূমিকা সমূহ কর্ত্তৃক ইহা

রদ-রহিত করা উচিত নহে। 'রছুল (ছঃ) যাহা তোমাদিগকে প্রদান করেন, তাহা তোমরা গ্রহণ কর'— আল্লাহ্তায়ালার অকাট্যবাণী।

হাশরের দিবস আল্লাহ্তায়ালার আদেশে নেক্‌কারগণ বদ্কারগণের জন্য যে-শাফায়াত বা সুপারিশ করিবে— তাহাও সত্য। পয়গাম্বর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমার উম্মতগণের কবির-গোনাহগার দিগের জন্য, আমার শাফায়াত হইবে;" (তিরমিজী, আবূ দাউদ, ইব্নে মাজা)। কাফেরগণ হিসাবের পর দোজখে চিরস্থায়ী থাকিবে এবং তথায় আজাব ভোগ করিবে— ইহাও সত্য। ফাছেক বা পাপী-মোমেন স্বীয় অপকর্ম্মহেতু যদিও কিছুদিনের জন্য দোজখে প্রবিষ্ট হইবে, এবং তাহার পাপের পরিমাণ শাস্তি ভোগ করিবে, কিন্তু চিরকাল দোজখে (অগ্নিকুণ্ডে) অবস্থান, তাহাদের জন্য নহে। যাহার অন্তঃকরণে জর্‌রা বা কণা-পরিমাণ ঈমান আছে, সে দোজখে চিরস্থায়ী থাকিবে না। অবশেষে সে আল্লাহ্তায়ালার রহমত প্রাপ্ত হইবে এবং বেহেশ্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কুফর ও ঈমান অন্তিমকালের প্রতি নির্ভরশীল, বহুস্থলে ইহার (কুফর বা ঈমানের) কোন একটি লইয়া জীবন কাটায়, কিন্তু অন্তিমকালে বিপরীত হইয়া বিদায় লয়। "ইহা ব্যতীত নহে যে, অন্তিম কালের অবস্থাই ধর্ত্তব্য" (হাদীছ)। "হে আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে সু-পথ প্রদর্শনের পর পুনরায় পথভ্রষ্ট করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত বা অনুকম্পা প্রদান কর, নিশ্চিয় তুমি বিনিময় রহিত অত্যধিক প্রদানকারী।"

দ্বাদশ আকিদাঃ- ঈমানের অর্থ 'কল্‌ব' বা অন্তঃকরণের দৃঢ় বিশ্বাস, যাহা দীন-ইছলামের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এবং যাহা সঠিক ও প্রকাশ্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। রসনার দ্বারা স্বীকার উক্তিও উক্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেরূপ স্রষ্টা ও তাঁহার একত্বের প্রতি ঈমান আনা জরুরী। আছমানী কিতাব ও ছহিফাসমূহের সত্যতার প্রতি ঈমান আনা ও পয়গাম্বর (আঃ) ও ফেরেশ্তাবৃন্দের প্রতি বিশ্বাস করা, পরকালে দেহের পুনরুত্থান ও বেহেশ্ত বা দোজখের মধ্যে আজাব ও ছওয়াব চিরস্থায়ী হওয়া, আছমান সমূহের বিদরণ, নক্ষত্রপুঞ্জের নিপতন, মৃত্তিকা ও পর্ব্বতসমূহ ধুলিকণা তুল্য হওন ইত্যাদির প্রতি ঈমান আনাও অনিবার্য।

ত্রয়োদশ আকিদাঃ- এইরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ— ফরজ জানা এবং উহাদের রাকাতসমূহ নির্দিষ্ট করা ও মালের জাকাত প্রদান, রমজানের রোজা প্রতিপালন ও কা'বা শরীফের হজ্জ করণ, অবশ্য পাথেয় থাকা শর্ত্তে ফরজ; উক্ত সমুদয়ের প্রতি ঈমান আনা। আবার শরাব বা মদ্য পান ও প্রতিশোধের জন্য ব্যতীত কাহাকেও বধ করা হারাম বা নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও তাস্কর্য্য বা চুরি করা এবং জেনা করা ও এতীমের মাল ও সুদ ভক্ষণ করা ইত্যাদি— যাহা পরম্পরায় প্রকাশ্য ও সঠিকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে ? তাহার প্রতি ঈমান আনাও দীন-ইছলামের আবশ্যকীয় কার্য্য।

কোন মোমেন ব্যক্তি কবীরা গোনাহ্ হেতু ঈমানের গণ্ডী হইতে বহিস্কৃত হইয়া কাফের হইয়া যায় না। অবশ্য কবীরা গোনাহ্কে হালাল বা বিধেয় বলিয়া বিশ্বাস করিলে কুফর হয় এবং (হালাল না জানিয়া) কবীরা গোনাহ্ করিলে ফাছেক হইয়া যায়। সুতরাং নিজেকে সত্য মোমেন জানা আবশ্যক, অর্থাৎ সঠিকভাবে নিজের ঈমানের স্বীকারোক্তি দরকার। অব্যাহতি মূলক বাক্য— 'ইন্শাআল্লাহ্'-বাক্য ঈমানের সহিত সংযোগ করা নিষিদ্ধ ; যেহেতু উহা সন্দেহ মূলক বাক্য এবং ঈমান প্রমাণ করার সহিত দৃশ্যতঃ বিরোধভাব পোষণ করে। অব্যাহতি মূলক বাক্য যদিও শেষফলের প্রতি প্রবর্ত্তিত হয়, তথাপি উহা সন্দেহমূলক বাক্য হিসাবে বর্ত্তমান প্রমাণেও সন্দেহ শূন্য নহে। অতএব উহা পরিত্যাগ করাই যুক্তি সঙ্গত ও সাবধানতা।

চতুর্দ্দশ আকিদাঃ- খোলাফায়ে রাশেদীন বা খলিফা চতুষ্টয় তাঁহাদের খেলাফতের পর্য্যায় অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু ইহা সত্যবাদী আলেমগণের একতাবদ্ধ মত যে, পয়গম্বর (আঃ)-গণের পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ), তৎপর হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)। এ ফকীরের জ্ঞানে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ প্রশংসা পত্রের আধিক্যহেতু নহে ; বরং ঈমান এবং ধন-মাল ব্যয় করার মধ্যে পুরোগামী হওয়া ও দীন-ইছলামের সহায়তা ও প্রচারের জন্য স্বীয় জীবন ব্যয় করার মধ্যে অগ্রগামী হওয়া। কেননা পুরোগামী ব্যক্তি পরবর্ত্তীগণের শিক্ষক স্বরূপ এবং

পরবর্ত্তীগণ যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তীগণের সৌভাগ্যের দস্তরখান হইতেই পাইয়া থাকে। এই পূর্ণগুণত্রয়ের সমষ্টি হজরত ছিদ্দীক (রাঃ)-এর মধ্যে সংঘিভূত ছিল। সর্ব্বপ্রথমে ঈমান আনিয়া যদি কেহ স্বীয় জান মাল ব্যয় করিয়া থাকেন, তবে তাহা তিনি করিয়াছেন। এই সৌভাগ্য তিনি ব্যতীত এই উম্মতের মধ্যে অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। হজরত রছুলুল্লাহ্ (ছঃ) তাঁহার শেষ সময়ের অসুস্থতার মধ্যে ফরমাইয়াছিলেন যে, "কোহাফার পুত্র আবুবকর হইতে অন্য কেহ স্বীয় জীবন ও সম্পদ দ্বারা আমার প্রতি অধিক উপকার করে নাই। যদি আমি মানব জাতির কাহাকেও স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতাম, তবে নিশ্চয়ই আবুবকরকেই বন্ধু করিতাম। কিন্তু ইছলামী ভ্রাতৃত্বই শ্রেষ্ঠতর। তোমরা এই মস্জিদের বাতায়ন সমূহের মধ্যে (হজরত) আবুবকরের বাতায়ন ব্যতীত অন্য সবই বন্ধ করিয়া দাও।" (বোখারী, মুছলিম)। আরও তিনি ফরমাইয়াছেন যে, " আল্লাহ্তায়ালা আমাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তোমরা আমাকে মিথ্যুক বলিয়াছ। অথচ আবুবকর আমাকে সত্যবাদী বলিয়াছে এবং তিনি স্বীয় জান-মাল দ্বারা আমার সহানুভূতি করিয়াছে। তবে কি তোমরা আমার জন্য আমার সঙ্গীকে অব্যাহতি দিবে না ? (অর্থাৎ তাহাকে তোমরা কষ্ট দিও না ও তাঁহার অসম্মান করিও না)" (বোখারী)। আরও তিনি বলিয়াছেন যে, "আমার পরে কেহ যদি নবী হইত, তবে নিশ্চয় খাত্তাবের পুত্র ওমর হইত।" হজরত আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজ্হাহু বলিয়াছেন যে, "আবুবকর এবং ওমর উভয়ই এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ। যদি কেহ ইঁহাদের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে, তবে সে মিথ্যা অপবাদকারী, তাহাকে আমি ঐরূপ বেত্রাঘাত করিব, যেরূপ মিথ্যা অপবাদকারীর প্রতি করা হইয়া থাকে।" যে সকল কলহ-যুদ্ধ ছাহাবাগণের মধ্যে ঘটিয়াছে, তাহা সত্যভাবে হইয়াছে বলিয়া ভাবিতে হইবে। আকাঙ্ক্ষা কর্ত্তৃক, উচ্চতা ও মর্ত্তবা লাভার্থে বলিয়া ধারণা করা যাইবে না। যেহেতু এই সকল উদ্দেশ্য নফ্ছে আম্মারার অসৎ উদ্দেশ্য এবং উক্ত বোজর্গগণ মানবশ্রেষ্ঠ হজরত রছুল (ছঃ)-এর সংসর্গে নফ্ছের পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, হজরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যাহারা বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহারা সত্য নহে এবং হজরত আলী (রাঃ) সত্যের উপর ছিলেন।

অর্থাৎ তাঁহার বিরোধীদলগণ মিথ্যার উপর ছিল, অবশ্য তাহা 'ইজ্‌তেহাদ' বা গবেষণামূলক বুঝের ভুল ছিল, যাহার প্রতি নিন্দা ও দোষারোপের অবকাশ নাই, আবার ফাছেক বা ভ্রষ্ট বলার স্থান কোথায় ! কেননা ছাহাবাগণ সকলেই ইন্‌ছাফকারী এবং সকলের রেওয়ায়েত বা হাদীছ বর্ণনা গৃহীত। হজরত আলীর (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহুর) বিরোধীগণের ও তাঁহার দলভুক্তগণের বর্ণনাদি তুল্য-মূল্যবান। যুদ্ধ ও বিরোধীতার কারণে কাহারো মধ্যে কোনরূপ (মূল্যের) ব্যাঘাত ঘটে নাই। অতএব সকলকে সত্যবাদী বলিয়া জানিতে হইবে এবং তাঁহাদের সকলের সহিত বন্ধুত্ব ও ভালবাসা-হজরত (ছঃ)-এর বন্ধুত্ব ও প্রেম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। যেহেতু হজরত (ছঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার কারণেই তাঁহাদিগকে ভালবাসে।" (তিরমিজি শরীফ— আব্দুল্লাহ্ ইবনে মেগফল হইতে বর্ণিত)। অতএব তাঁহাদের সহিত শত্রুতা ও হিংসা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। কেননা তাঁহাদের সহিত শত্রুতা ও হিংসা পয়গাম্বর (ছঃ)-এর সহিত হিংসা করা হয়। এইহেতু তিনি ফরমাইয়াছেন, "যে তাঁহাদের সহিত হিংসা করিবে, সে আমার প্রতি হিংসার কারণেই হিংসা করিবে" (তিরমিজি)। সুতরাং তাঁহাদিগকে সম্মান করা হজরত রছুল (ছঃ) কে সম্মান করা। পক্ষান্তরে তাঁহাদিগকে সম্মান না করা হজরত (ছঃ) কেই সম্মান না করা। হজরত (ছঃ)-এর সংশ্রবের সম্মান হেতু তাঁহাদিগকে সম্মান করা কর্ত্তব্য। হজরত শায়েখ শিবলী (রাঃ) বলিয়াছেন— "যে ব্যক্তি হজরত (ছঃ)-এর ছাহাবাগণের সম্মান করিল না, সে ব্যক্তি রছুলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর প্রতি ঈমানদার নহে।"

(আকিদা সমূহ সমাপ্ত)

আকিদা-বিশ্বাস সংশোধন করার পর নেক আমল বা সৎকার্য্যসমূহ না করিয়া উপায় নাই। হজরত রছুলুল্লাহ্ (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "পাঁচ বস্তুর প্রতি ইছলামের ভিত্তি ; প্রথমতঃ এই সাক্ষ্য দিতে হইবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) তাঁহার প্রেরিত রছুল" ; অর্থাৎ ঈমান এবং বিশ্বাস বা

হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর প্রচার ও নির্দ্দেশ দ্বারা যাহা প্রমাণিত হইয়াছে— তাহার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করা। দ্বিতীয়তঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ পাঠ করা যাহা দীন-ইসলামের স্তম্ভ তুল্য। তৃতীয়তঃ মালের জাকাত প্রদান করা। চতুর্থতঃ রমজান মাসের রোজা প্রতিপালন করা। পঞ্চমতঃ কা'বা শরীফের হজ্জ্ব করা। আল্লাহ্ রছুলের প্রতি ঈমান লাভের পর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইবাদত 'নামাজ'। ইহাও ঈমানের তুল্য, স্বয়ং সুন্দর বা ব্যক্তিগতভাবে উৎকৃষ্ট। অন্যান্য ইবাদত ইহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহারা স্বয়ং সুন্দর নহে। অতি সাবধানতার সহিত শরার নির্দ্দেশানুযায়ী-পূর্ণ পবিত্রতার পর, বিনা অবহেলায়-নামাজ পাঠ করা কর্ত্তব্য। সাবধানতার সহিত 'কেরা-আত' এবং রুকু, ছেজ্‌দা, দণ্ডায়মান, উপবেশন ইত্যাদি রোকন বা আভ্যন্তরীণ কার্য্য সমূহও প্রতিপালন করা আবশ্যক ; যাহাতে পূর্ণরূপে নামাজ প্রতিপালিত হয়। রুকু, সেজ্‌দা, দণ্ডায়মান , উপবেশন ইত্যাদির মধ্যে শান্তি ও স্থিরতা বজায় রাখা কর্ত্তব্য। ইহাতে অবহেলা করা উচিত নহে। 'আউয়াল ওয়াক্তে' বা সময়ের প্রারম্ভে নামাজ পাঠ করা আবশ্যক। শৈথিল্য করিয়া ও বুঝিয়া না বুঝা হইয়া বিলম্ব করা উচিত নহে। যে দাস কর্ত্তার আদেশ মাত্র আদেশ প্রতিপালন করে, সেই উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় দাস বটে। আদেশ পালনে বিলম্ব করা ধৃষ্টতা ও বেয়াদবী মাত্র। পার্শী ভাষায় লিখিত ফেকাহের কেতাব-যাহা 'তর্‌গীবুছ্ ছালাত' ও 'তয়্ছিরুল্ আহ্‌কাম' ইত্যাদি, সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা উচিত এবং শরার মাছ্আলা সমূহ তাহা হইতে গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ আমল করা আবশ্যক। উক্ত পার্শী ফেকাহের কেতাবসমূহের তুলনায় গোলেস্তাঁ ইত্যাদি পুস্তক মূল্যহীন ; বরং অনর্থক। দীন-ইছলামের মধ্যে যাহা আবশ্যকীয় তাহাকেই জরুরী জানা দরকার। অন্যদিকে লক্ষ্য করা উচিত নহে। তাহাজ্জুদের নামাজ পাঠ করা এ পথের একটি অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য। চেষ্টা করিবেন যাহাতে বিনা কারণে পরিত্যাগ না হয়। প্রথমতঃ যদি ইহা কঠিন মনে হয় এবং উক্ত সময় নিদ্রা ভঙ্গ না হয়, তাহা হইলে কতিপয় ভৃত্যকে এ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিবেন, যেন তাহারা আপনাকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জাগরিত করে এবং ঘুমাইয়া থাকিতে না দেয়। কিছুদিন এইরূপ করিলে আল্লাহ্‌চাহে অভ্যাস হইয়া যাইবে, তখন আর চেষ্টা করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি শেষরাত্রে জাগিতে ইচ্ছা

করে, সে যেন প্রথম রাত্রে এশার নামাজের পর পরেই ঘুমাইয়া পড়ে ; অনর্থক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া জাগিয়া না থাকে। উক্ত সময়ে এস্তেগ্‌ফার, তওবা, অনুনয়-বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করা, কাঁদাকাটি করা, স্বীয় পাপাদি স্মরণ করা ও ত্রুটি দোষসমূহের চিন্তা করা এবং পরকালের আজাব বা শাস্তির ভয়ে ভীত হওয়া ও চিরস্থায়ী কষ্টের জন্য সশঙ্কিত হওয়া ইত্যাদি স্মরণের জন্য উক্ত সময়কে যথেষ্ট মনে করতঃ আল্লাহ্‌তায়লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার। একশতবার নিম্নলিখিত এস্তেগ্‌ফারের বাক্য মনোযোগের সহিত উচ্চারণ করিবেন।

"আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহাল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্‌
হাইয়্যুল্‌ কাইয়্যুম, ওয়া-আতুবো ইলায়্হে সোবহানাহু।"

অন্যান্য নামাজের পরেও উক্ত কলেমা একশতবার পাঠ করিবেন। পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সকল সময় এই কলেমা পাঠ-পরিত্যাগ করিবেন না। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, "যাহার আমলনামার মধ্যে এস্তেগ্‌ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা অধিকভাবে পাওয়া যায়, তাহার জন্যই সুসংবাদ"।

চাশ্‌তের বা দ্বিপ্রহরের সময়ের যদি নামাজ পাঠ করিতে পারেন তাহা অতি উত্তম ও সৌভাগ্য। চেষ্টা করিবেন যাহাতে কমপক্ষে চাশ্‌তের দুই রাকাত নামাজ পাঠ করিতে পারেন। তাহাজ্জুদ নামাজের অনুরূপ চাশ্‌তের নামাজও দ্বাদশ রাকাত। সময় ও অবস্থা বিশেষে যতদূর পাঠ করা যায় তাহাই যথেষ্ঠ। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর 'আয়াতুল্‌কুরছী' পাঠ করার চেষ্টা করিবেন। যেহেতু হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "যে-ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর, 'আয়াতুল কুরছী' পাঠ করে, বেহেশ্‌তে প্রবেশ করার জন্য মৃত্যু ব্যতীত তাহার অন্য কোনও প্রতিবন্ধক নাই।"

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর—

১। ছোব্‌হানাল্লাহ্‌ — তেত্রিশ বার;

২। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ — তেত্রিশ বার;

৩। আল্লাহু আকবার— তেত্রিশ বার;

তৎপর আর-একবার বলিতে হইবে—

৪। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহ্‌দাহু লা শরীকালাহু লাহুল্‌ মুলকু ওয়ালাহুল্‌

হামদু ; ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়য়ীন ক্বাদীর"। তাহা হইলে একশত সংখ্যা পূর্ণ হইবে।

প্রত্যহ দিনে এবং রাতে—

৫। "ছোব্হানল্লাহে ওয়াবিহাম্দিহী"— একশত বার বলিবেন। ইহার ছওয়াব প্রচুর।

তদ্রূপ প্রভাতে একবার বলিতে হইবে—

৬। "আল্লাহুম্মা মা আছ্বাহাবী মিন্ নি'মাতিন্ আওবিআহাদিম্ মিন্ খাল্কিকা, ফামিন্কা ওয়াহ্দাকা, লা-শারীকা লাকা, ফালাকাল্ হাম্দু ওয়া লাকাশ্ শুক্রো"।

সন্ধ্যায় বলিতে হইবে—

৭। "আল্লাহুম্মা মা-আছ্বাহা"— এর স্থলে, "আল্লাহুম্মা মা-আম্ছা ...." শেষ পর্য্যন্ত বলিতে হইবে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে— "যে ব্যক্তি উল্লিখিত দোয়াটি দিবসে পাঠ করিবে তাহার সে দিবসের শোকর-গোজারী পালিত হইবে এবং যে ব্যক্তি রাত্রে পাঠ করিবে, তাহার সে রাত্রের শোকর-গোজারী আদায় হইবে।" অজুর সহিত যে— ইহা পাঠ করিতে হইবে তাহা কোন জরুরী নহে ; বরং দিবসে ও রাত্রে সকল সময়— ইহা পাঠ করিবেন।

মালের জাকাত পরিশোধ করাও দীন-ইছলামের একটি আবশ্যকীয় কার্য্য। ইহা আল্লাহ্তায়লার অনুগ্রহ জানিয়া উৎসাহের সহিত-জাকাত বিতরণ কেন্দ্রে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। যখন বাস্তব নে'মত প্রদানকারী আল্লাহ্তায়ালা এবং তাঁহার প্রদত্ত অবদান সমূহ হইতে তিনি একচত্তারিংশৎ অংশ ফকীর মিছকীন বা কপর্দক ও সম্বলহীন ব্যক্তিদিগকে প্রদান করার আদেশ করিয়াছেন— যাহার বিনিময় তিনি তোমাদিগকে প্রচুর ছওয়াব বা পারিতোষিক ও সুন্দর প্রতিদান প্রদান করিবেন, তখন যদি এই ক্ষুদ্র অংশটুকুও প্রদান করা না হয়, অথবা ইহাতে বিলম্ব বা কার্পণ্য করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় ইহা অত্যন্ত বে-ইন্ছাফী বা অবিচার এবং অবাধ্যতা হইবে। অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত হওয়া এবং আছমানী হুকুম সমূহের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস না থাকাই শরীয়তের আদেশাদি পালন করিতে অবহেলা ও বিলম্ব করার

একমাত্র কারণ। শুধু "কলেমা শাহাদাত" পাঠ করাই যথেষ্ট নহে, মোনাফেকগণও উক্ত কলেমা পাঠ করিত। বরং আগ্রহ ও আনুগত্যের সহিত শরীয়তের আদেশাদি পালন করাই অন্তঃকরণের দৃঢ়-বিশ্বাসের চিহ্ন। অতএব জাকাতের নিয়াতে ফকীরদিগকে এক টাকা প্রদান করা, উক্ত নিয়াত ব্যতীত লক্ষ টাকা প্রদান করা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যেহেতু উহা ফরজ পালন করা এবং ইহা নফল কার্য্য। ফরজের তুলনায় নফল কার্য্যের কোনই মূল্য নাই। আফ্ছোছ ! প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত এক বিন্দু তুলনার তুল্যও যদি হইত। জনসাধারণকে ফরজ কার্য্য হইতে বিরত রাখিয়া নফলের মধ্যে লিপ্ত করতঃ জাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখা দুর্বৃত্ত শয়তানের প্রবঞ্চনা মাত্র।

পবিত্র মাহে রমজানের রোজা ইছলামের অনিবার্য্য ও অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য। সাবধানতার সহিত ইহা প্রতিপালন করা উচিত। সামান্য কারণে রোজা ভঙ্গ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পয়গাম্বর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "রোজা দোজখের অগ্নি হইতে রক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ।" জরুরী বিঘ্ন যথা— অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে যদি রোজা ভঙ্গ হয় তাহা হইলে উহার 'কাজা' অবিলম্বে পরিশোধ করা আবশ্যক। অবহেলা ও দীর্ঘসূত্রতা করা উচিত নহে। সে— যে দাস, স্বয়ং স্বাধীন নহে ; তাহার যে— মালিক বা কর্ত্তা আছে। মালিকের আদেশ-নিষেধ পালন না করিয়া তাহার জীবিকা নির্বাহের উপায় নাই ; তাহা হইলেই তাহার উদ্ধার প্রাপ্তি সম্ভব। যদি তদ্রূপ না করে, তবে সে অবাধ্য দাস, নানা প্রকারের কষ্টভোগ করাই তাহার যোগ্য শাস্তি।

ইছলামের পঞ্চম 'রোকন' বা স্তম্ভ— বায়তুল্ হারাম বা কা'বা শরীফের হজ্জ্ব করা। ইহার জন্য অনেক শর্ত্ত আছে, তাহা ফেকাহের পুস্তকাদিতে বর্ণিত আছে। উক্ত শর্ত্তসমূহ প্রাপ্ত হইলে হজ্জ্ব করাও একান্ত আবশ্যকীয় কার্য্য। পয়গাম্বর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, হজ্জ্ব পূর্ব্ববর্তী গোনাহ্ বা পাপাদি ধ্বংস করিয়া দেয়। শরীয়তের হালাল-হারামের বা বৈধ-অবৈধের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। পয়গাম্বর (ছঃ) যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিরত থাকা আবশ্যক। পরকালের শান্তি ও উদ্ধার পাইতে হইলে শরীয়তের সীমা রক্ষা করিয়া চলা উচিত। শশকের ন্যায়

কতদিন আর নিদ্রিত থাকিবেন এবং গফ্‌লতের (অমনোযোগিতার) তুলক আর কতকাল কর্ণে থাকিবে ! অবশেষে জাগ্রত হইতেই হইবে এবং কর্ণ হইতে অমনোযোগিতার তুলক বিদূরিত করিতেই হইবে। তখন লজ্জিত হওয়া ও আক্ষেপ করা ব্যতীত কোনই উপায় থাকিবে না। পরন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ হইতে হইবে। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। পরকালের জন্য বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। "যাহার মৃত্যু হইল, তাহার কেয়ামত হইয়া গেল" (হাদীছ)। যখন জাগ্রত করাইবেন, তখন আর কোন লাভ হইবে না ; তাহার পূর্ব্বেই সজাগ হওয়া উচিত। শরীয়তের আদেশ নিষেধানুযায়ী কার্য্য করুন এবং পরকালের বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন— "তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে ঐ অগ্নি হইতে রক্ষা কর, যাহার ইন্ধন মানুষ এবং প্রস্তর" (কোরআন)।

স্বীয় আকিদা-বিশ্বাস সংশোধন করা এবং সত্য শরীয়তের অনুরূপ নেক আমল করার পর অবশিষ্ট সময় আল্লাহের জেকেরে পূর্ণ ও সজ্জিত (ব্যয়) করা উচিত ; আল্লাহ্‌র স্মরণ-শূন্য থাকা উচিত নহে। বাহ্যিক হিসাবে যদিও খল্‌কুল্লাহ্‌র সহিত লিপ্ত থাকেন, কিন্তু অন্তর্জ্জগৎ যেন আল্লাহ্‌র সহিত থাকে ও আল্লাহ্‌পাকের স্মরণে যেন মুগ্ধ ও লজ্জত প্রাপ্ত হয়। এই সৌভাগ্য আমাদের খাজাগণের তরীকায় কামেল-মোকাম্মেল পীরের সংসর্গে আল্লাহ্‌র মর্জ্জি— প্রারম্ভকারী প্রথম পদক্ষেপেই লাভ করিয়া থাকে। হয়তো ইহার প্রতি আপনারও বিশ্বাস আছে এবং সামান্য হইলেও আপনারও হয়তো কিছু হস্তগত হইয়াছে। যাহা হস্তগত হইয়াছে তাহার মূল্য দিবেন এবং শোকর-গোজারী করিবেন ও আধিক্যের প্রত্যাশী হইয়া থাকিবেন। নক্‌শবন্দীয়া বোজর্গগণের তরীকায় যখন প্রারম্ভে শেষ বস্তু প্রবিষ্ট হয়, তখন এই তরীকার সামান্যও অধিক তুল্য ; যেহেতু প্রারম্ভেই শেষের সংবাদ লব্ধ হয়। অবশ্য প্রারম্ভকারীর উচিত যে, যতই অধিক হস্তগত হউক না কেন, সে যেন তাহাকে সামান্য মনে করে। কিন্তু শোকর-গোজারী করা হইতে যেন বিরত না থাকে। অর্থৎ যেন তাহারও শোকর-গোজারী করে এবং আরও অধিক কামনা করে। কল্‌বের

জেকের করার উদ্দেশ্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের আকর্ষণ অন্তর্হিত হওয়া। যাহাকে কল্‌বের ব্যাধি বলা হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এই আকর্ষণ চলিয়া যাইবে না, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত ঈমান লাভ হইবে না এবং শরীয়তের আদেশ-নিষেধাদি পালন করা সরল ও সহজ হইবে না।

জেকের করিতে থাক— যাবৎ জীবন ;
জেকেরে পবিত্র হবে— সকলের মন।

পানাহারে যেন নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তির লজ্জত উদ্দেশ্য না থাকে। বরং এবাদত করার সামর্থ্য ও শক্তি লাভই যেন উদ্দেশ্য হয়। প্রথমে যদি এইরূপ উদ্দেশ্য হস্তগত না হয়, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলেও করিতে হইবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কান্নাকাটি করিতে হইবে ; যেন প্রকৃতভাবে উক্ত হালত ও নিয়াত লাভ হয়। আবার বস্ত্র পরিধানে এবাদতের বা নামাজ পাঠের জন্য সজ্জিত হওয়ার নিয়াত বা উদ্দেশ্য করা। যেহেতু কোরআন মজিদে আসিয়াছে যে— "তোমরা প্রত্যেকবারের নামাজের সময় সুসজ্জিত হও।" সুসজ্জিত পোশাকাদী পরিধান করিয়া বিশ্ববাসীকে দেখান উদ্দেশ্য রাখা উচিত নহে ; যেহেতু উহা নিষিদ্ধ। প্রত্যেক কার্য্যকলাপ ও গতিবিধিতে যেন স্বীয় প্রভু আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে এবং সত্য শরীয়ত অনুযায়ী যেন সকল কার্য্য সংঘটিত হয়, ইহার জন্য যত্নবান থাকা উচিত। এই সময় দেহ ও অন্তঃকরণ উভয় যেন আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি মনোযোগী এবং আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণে লিপ্ত থাকে। যথা নিদ্রা ইহা সরাসরি অনুভূতি রাহিত্য বা শৈথিল্য। কিন্তু যদি এবাদত করিতে শৈথিল্য নিবারণার্থে নিদ্রিত হওয়া যায়— তখন এই উদ্দেশ্যে উহাও এবাদতের মধ্যে পরিগণিত হয় ; যে পর্য্যন্ত উক্ত ব্যক্তি নিদ্রিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত যেন সে এবাদতের মধ্যেই আছে ; যেহেতু ইহা সে এবাদতের উদ্দেশ্যে করিতেছে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, "আলেমগণের নিদ্রা— এবাদত"। আমি জানি যে, এ সময় ইহা আপনার দ্বারা সংঘটিত হওয়া কঠিন। যেহেতু বহু প্রতিবন্ধক আছে। অর্থাৎ রছম-আদত এবং পার্থিব মান-সম্মানের প্রতি আপনার লক্ষ্য আছে, যাহা উজ্জ্বল শরীয়তের বিপরীত। কেননা শরীয়ত উক্ত রছমাদি অপসারিত করার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছে এবং নফ্‌ছে আম্মারার স্পৃহা

হইতে যে— মান-সম্মান ও লজ্জার উদ্ভব হয়, তাহা নিবারণার্থে আসিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা যদি তৌফিক প্রদান করতঃ কল্বের জেকের করার প্রতি স্থায়িত্ব প্রদান করেন এবং (আপনি) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বিনা অবহেলায় যাবতীয় শর্ত্তসহ পাঠ করিতে থাকেন ও শরীয়তের হালাল-হারাম যথাসম্ভব পালন করিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, ইহার সৌন্দর্য্য আপনার নজরে প্রকাশ পাইবে এবং স্বভাবতঃ তদ্দিকে আগ্রহ জন্মিবে। এই উপদেশসমূহ লিখিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই উপদেশ অনুযায়ী আমল করিতে যদি সক্ষম না হন, কিন্তু স্বীয় ত্রুটি ও অক্ষমতা স্বীকার অবশ্য লাভ হইবে ; ইহাও একটি উচ্চ দৌলত।

যে লাভ করিল ইহা— পেল উচ্চ ধন,
না পাইয়া দুঃখ পেলে— তাহাও রতন।

আল্লাহ্ না করুন যদি লাভ না হয় এবং অপ্রাপ্তিহেতু দুঃখিতও না হয় এবং না করার জন্য লজ্জিতও না হয়, তাহা হইলে সে অবাধ্য ও নিরেট মূর্খ ; দাসত্বের গণ্ডী হইতে বহির্ভূত। "হে আমাদের পরওয়ারদিগার, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর ও আমাদের কার্য্যসকল সরল করিয়া দাও" (কোরআন)। সময়, অবস্থা ও স্থান যদিও কিছু লিখিবার সুযোগ দিতেছে না, তথাপি আপনার পূর্ণ আকাঙ্খা ও আগ্রহ দৃষ্টে কয়েক ছত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম এবং ইহা কামালুদ্দীন হোছায়েনের হস্তে অর্পণ করিলাম। আল্লাহ্পাক ইহার অনুরূপ আমল করার সুযোগ ও সুবিধা আপনাকে প্রদান করুন। আমিন ॥

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে তাহার প্রতি ছালাম।

১৮ মকতুব

ছাইয়্যেদ মীর মোহাম্মদ নো'মান এর নিকট লিখিতেছেন।

সকল সময় ও সর্ব্বাবস্থায় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালারই জন্য, উহা শান্তির সময়ই হউক অথবা কষ্টের সময়ই হউক। ছোলায়মানের সহিত উপঢৌকন সহ যে পত্র পাঠাইয়াছেন— তাহা পৌছিয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে উৎকৃষ্ট

পারিতোষিক প্রদান করুন। আপনি লিখিয়াছেন যে, "এই ছফরের উদ্দেশ্য কতিপয় দুরূহ কার্য্য— যাহা লাভ করা দুষ্কর ছিল, তাহা লব্ধ হওয়া।" আশাধারী হইয়া থাকিবেন— নিশ্চয় কষ্টের সহিত সারল্য আছে, নিশ্চয় কষ্টের সহিত আরও সরলতা আছে" (কোরআন)। হজরত ইব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয় এক কষ্ট— দুই সরলতা হইতে প্রবল হইবে না।" আমি নিজের ভীতিজনক অবস্থার কথা আর কি লিখিব এবং দোস্তগণকে কি আর তিক্ত করিব ! ইহা সত্ত্বেও শত-সহস্রবার শোকর-গোজারী যে, এইরূপ বিপদের মধ্যেও আল্লাহ্‌তায়ালা সুস্থ রাখিয়াছেন। "অতএব পবিত্র ঐ জাত পাক যিনি দুই বিপরীত বস্তু একত্রিত করিয়াছেন।" এক দিবস এ ফকীর কোরআন মজিদ পাঠ করিতেছিল, তখন এই আয়াত আসিল, "ইয়া রছুলুল্লাহ্ (দঃ) আপনি বলিয়া দিন যে, তোমাদের পিতাসকল ও পুত্রসকল ও ভ্রাতৃ বৃন্দ ও সহধর্মিনীগণ ও আত্মীয়-স্বজন এবং ঐ ধন-সম্পদ সমূহ, যাহা তোমরা অর্জ্জন করিতেছ ও ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য যাহা ক্ষতি হওয়ার আশংকা করিতেছ এবং ঐ গৃহসমূহ— যাহা তোমরা পছন্দ করিতেছ— এই সকল বস্তু যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ ও রছুল এবং তাঁহার পথে যুদ্ধ করা ও যত্নবান হওয়া হইতে অধিক প্রিয় হয়, তাহা হইলে কিছুদিন অপেক্ষা কর, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার আদেশ (কেয়ামত) লইয়া আসুক। আল্লাহ্‌তায়ালা ফাছেক বা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীগণকে হেদায়েত বা সরল পথ প্রদর্শন করেন না।" আয়াত পাঠ করার ফলে আমার অত্যন্ত ক্রন্দন আসিল এবং মনে অত্যধিক ভয় হইল, তখন আমি নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলাম, দেখিলাম যে, ইহাদের কোন একটিরও প্রতি আমার মনের আকর্ষণ নাই। যদি ইহারা সবই ধ্বংস হইয়া যায়, তথাপি শরার কোন নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় কাজ জায়েজ বা বিধেয় জানিব না এবং ইহাদের একটিও উক্ত কার্য্য হইতে পছন্দনীয় মনে করিব না।

অবশিষ্ট কথা এই যে, বন্ধুগণ যখন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাদের সংসর্গে আছেন তখন আমাদেরও উচিত যে, তাঁহাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখি এবং তাঁহাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি হুঁশিয়ার বা সাবধান থাকি। হাদীছে কুদ্‌ছী— "হে দাউদ যদি আমার কোন তালেব বা অন্বেষণকারী প্রাপ্ত হও, তখন তুমি তাহার খাদেম বা

ভৃত্য স্বরূপ হইয়া যাও"। ইহা মশহুর হাদীছ। ইতিপূর্বে বন্ধুগণের প্রতি যেরূপ তাওয়াজ্জোহ্ বা লক্ষ্য রাখিতেন, এখন হইতে আরও অধিকভাবে তাওয়াজ্জোহ্ রাখিবেন, অবহেলা ও বেপরওয়া থাকার অভ্যাস সমর্থন করিবেন না ; বরং পরিত্যাগ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ— আক্‌রাবিয়াত বা আল্লাহ্‌তায়ালার অধিক নৈকট্যের বিষয়ে যে মকতুব লিখা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি-না ? যদি বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভাল, কিন্তু যদি সন্দেহ থাকে তাহা হইলে সন্দেহ স্থলটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিবেন। অধিক আর কি লিখিব ! আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে আপনার শান্তি, সুস্থতা ও স্থায়িত্ব এবং দণ্ডায়মান থাকা অধিক সুযোগ-সুবিধা লাভ ও সুন্দররূপে সুস্থ থাকা কামনা করিতেছি। ওয়াচ্ছালাম ॥

১৯ মকতুব

ইহাও হজরত মীর মোহাম্মদ নো'মান-এর নিকট 'কাজার' প্রতি রাজী থাকার বিষয় লিখিতেছেন।

সুখে-দুঃখে, সুস্থতায় ও বিপদে সকল সময় আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য প্রশংসা, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক। হাকীম বা সুকৌশলীর কার্য হেকমত মসলেহাত বা কৌশল ও কল্যাণ ব্যতীত নহে ; হয়তো ইহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা বিশুদ্ধি ও কল্যাণের ইচ্ছা করিয়া থাকিবেন। "তোমরা হয়তো কোন বস্তুকে ঘৃণা করিতেছ, অথচ তাহা তোমাদের জন্য ভাল, এবং কোন বস্তুকে ভালবাসিতেছ, কিন্তু উহা তোমাদের জন্য মন্দ, আল্লাহ্‌তায়ালা সর্ব্ব বিষয় অবগত; কিন্তু তোমরা অবগত নহো" (কোরআন)। অতএব "তোমরা তাঁহার 'বালা' বা পরীক্ষার সময় ধৈর্য্য ধারণ কর এবং আল্লাহ্ তায়ালার 'কাজা' বা বিচারের প্রতি সন্তুষ্ট থাক ও তাঁহার এবাদতের প্রতি সুদৃঢ় থাক এবং পাপকার্য্যসমূহ হইতে বিরত থাক।" "আমরা সকলেই আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিব," (কোরআন)। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "তোমাদের প্রতি যে সকল বিপদ আগমন করে, তাহা তোমাদের হস্ত যাহা অর্জ্জন

করিয়াছে তাহারই কারণে এবং আল্লাহ্তায়ালা প্রচুর গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া থাকেন।" সুতরাং তোমরা আল্লাহ্তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর ও তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। তোমাদের দুই হস্ত যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তাহার জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট ক্ষমা ও সুস্থতা প্রার্থনা কর ; যেহেতু আল্লাহ্তায়লা ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা ভালবাসেন। তোমরা বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা কর; কেননা যাহার সহিত মোকাবিলা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সাধ্যাতীত, তাহা হইতে সরিয়া যাওয়া বা হিজরত করা পয়গাম্বর (আঃ) গণের ছুন্নত বা অভ্যাস ও নীতি। অবশ্য আমরা সদা বিপদের মধ্যেই সুস্থতার সহিত আছি। এই হেতু আল্লাহ্তায়লার শোকর-গোজারী ও কৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। আপনাদের প্রতি এবং যাহারা হেদায়েতের পথে গমন করে ও মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহাদের প্রতি ছালাম। মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি উচ্চ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২০ মকতুব

মাওলানা আমানুল্লাহ্ ছাহেবের নিকট লিখিতেছেন।

স্বীয় মনোবৃত্তি উচ্চ রাখা ও যাবতীয় নেয়মত স্বকীয় পীর হইত সমাগত জানার বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

ভ্রাতঃ শায়েখ আমানুল্লাহ্-এর পত্র উপনীত হইল। স্বীয় অবস্থা ও প্রেরণাদির বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ্য জানা গেল। আমি আপনার আরও উচ্চ মর্ত্তবা লাভের আশা করিয়াছিলাম। আল্লাহ্তায়ালা যাহা কিছু প্রদান করেন, আদব ও অনুগ্রহ ভাবিয়া তাহা গ্রহণ করা উচিত এবং কাঁদাকাটি ও বিনীতভাবে আধিক্য ও উচ্চ মাকাম প্রার্থনা করা দরকার। শরীয়তের আদেশাদী পালন করার প্রতি সু-দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আত্মীক অবস্থার সত্যতার চিহ্ন—— শরীয়তের প্রতি অটল থাকা। যে

স্বপ্নের কথা লিখিয়াছিলেন তাহার তাবীর বাস্তবতার নিকটবর্ত্তী। অবশিষ্ট কার্য্য আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ন্যস্ত। আপনি বহুদিন সংসর্গে ছিলেন বলিয়া আল্লাহ্র প্রশংসা যে, আপনার লক্ষ্য উচ্চ। শিশুদিগের মত আখ্রোট-মোনাক্কা পাইয়া ভুলিবেন না। "নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা উচ্চ-মনোবৃত্তিধারীগণকে ভালবাসেন।"

হাফেজ মাহ্দী আলীর বিষয় হজরত ঈছা (আঃ)-এর দীক্ষা প্রদানের কথা লিখিয়াছেন ; হাঁ, উক্ত হাফেজ আমাদের তরীকার সহিত প্রচুর সম্পর্ক রাখে। কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, দৌলত বা নেয়্মত বাহ্যতঃ যেখান হইতেই আসুক না কেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা নিজের পীরের প্রতি ন্যস্ত করিতে হয় (অর্থাৎ নিজের পীর হইতেই আসিতেছে বলিয়া জানিতে হইবে)। তবেই আত্মীক লক্ষ্য বিক্ষিপ্ত হইবে না এবং কার্য্যের নিয়ম ধারার ব্যাঘাত জন্মিবে না। সুতরাং যেখান হইতেই ফয়েজ আসুক, তাহা স্বীয় পীরের নিকট হইতেই সমাগত বলিয়া জানিতে হইবে, যেহেতু তিনি সর্ব্বসমষ্টিভূত। অতএব যেকোন আকৃতি হইতে তাহার দীক্ষা লাভ প্রকাশ হউক না কেন তাহা প্রকৃত পক্ষে স্বীয় পীর হইতেই হইয়া থাকে। ইহা তালেবগণের একটি পদস্খলনের স্থান ; জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য, যাহাতে পরম শত্রু— ইব্লীছ কোন সুযোগ না পায় ও বিশৃঙ্খলায় ফেলিতে না পারে। শুনিয়া থাকিবেন যে, "যে ব্যক্তি একস্থানে সে সর্ব্বস্থানে এবং যে সর্ব্বস্থানে, তাহার কোনও স্থান নাই। হাফেজকে আমার দোওয়া জানাইবেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

২১ মকতুব

হজরত ছাইয়্যেদ মীর মোহাম্মদ নো'মানের নিকট তাঁহার কতিপয় পত্রের উত্তরে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, প্রতিবিম্বজাত বস্তুসমূহ যদি স্বীয় তত্ত্বানুযায়ী বস্তু না হয়— বরং তাহার আসল বা মূলবস্তু কর্ত্তৃক দণ্ডায়মান থাকে, তাহা হইলে

'সে', 'তুমি', 'আমি' ইত্যাদি সর্ব্বনাম কর্ত্তৃক তাহার মূল বস্তুই ইঙ্গিতকৃত হইবে। তখন কতিপয় অপ্রীতিকর গুণাবলী যাহা উক্ত মূলবস্তুর উপযোগী নহে, তাহা উল্লিখিত সর্বনাম দ্বারা মূলবস্তুর প্রতি প্রবর্ত্তিত করা কিরূপে সত্য হইবে। যথা— আমি ভক্ষণকারী, আমি নিদ্রিত ইত্যাদি।

উত্তরঃ- জানিবেন যে, বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব যদিও মূলবস্তু কর্ত্তৃক দণ্ডায়মান, কিন্তু উহার প্রতিবিম্বজাত স্থায়িত্ব যদিও ধারণার স্তরে হউক না কেন, তথাপি উহা স্থায়ী থাকে এবং তাহার প্রতিবিম্বজাত হুকুম (নিয়ম) সমূহও সদা-সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। "তোমরা চিরতরে সৃষ্ট" (হাদীছ) ইহার সাক্ষী স্বরূপ। সুতরাং উক্ত অপ্রীতিকর গুণসমূহ সর্ব্বনামগুলির প্রতি, প্রতিবিম্ব হিসাবে প্রবর্তিত করা বিধেয়। 'অজুদ' বা অস্তিত্বের প্রত্যেক মর্ত্তবার হুকুম বা নিয়ম বিভিন্ন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মধ্যে অন্তর্হিত হয়, সে আল্লাহ্ নহে।

দ্বিতীয়তঃ আপনি 'হাদীছে কুদ্‌ছী' যাহা জাহেদ বা নির্লিপ্তগণের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উহার শব্দার্থ প্রকাশ্যই আছে ; আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ ও অবদান হইতে ইহা দূরবর্ত্তী নহে যে, কোন সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব প্রদান করতঃ উক্ত মর্ত্তবা ও উন্নতি দান করেন, যাহাতে অন্য সকলের প্রতিযোগিতা ও মনঃকষ্টের কারণ হয়। রোজ হাঁশরে উক্ত জাহেদগণের হিসাব না হওয়ার বিষয়ে আপনি ইতস্ততঃ করিতেছেন ; ইতস্ততঃ করার কোনই কারণ নাই। কেননা মানব-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর বহু উম্মত বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে গমন করিবে। যথা— হাদীছ শরীফে আছে যে, "সত্তর হাজার ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্য হইতে বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।" জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তাহারা কোন্ কোন্ ব্যক্তি— ইয়া রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) ? তদুত্তরে তিনি (দঃ) ফরমাইলেন যে, "যাহারা শরীরে দাগ দেয় না এবং মন্ত্রাদি পাঠ করে না এবং স্বীয় পালন কর্ত্তার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে।" এস্থলে একটি গূঢ়-রহস্য আছে, যাহা প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কেননা অনেকের জ্ঞানে ইহা সংকুলান হইবে না, যদি সাক্ষাতের সুযোগ হয়, তবে স্মরণ করিয়া দিবেন। মৌখিক কিছু বলা যাইবে। দ্বিতীয় খণ্ডের এক মকতুবে ইহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে,

পারিলে দেখিয়া লইবেন। মনে হয় উহা আপনি দেখিয়া থাকিবেন।

আরও আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে— আল্লাহ্তায়ালার এল্ম তাঁহার জাতের তত্ত্ব ও শেষ, পরিবেষ্টন করিতে সক্ষম কি-না ? যদি সক্ষম হয়, তবে পবিত্র জাতের অন্তঃ হওয়া অনিবার্য্য হয়।

উত্তরঃ- জানিবেন যে, এল্ম দুই প্রকারের ; এল্মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান এবং এল্মে হুজুরী বা আত্মজ্ঞান। এল্মে হুছুলীর দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধিত হওয়া অসম্ভব ; যেহেতু ইহাতে বেষ্টন ও অন্তঃ হওয়া অনিবার্য্য হয়। কিন্তু এল্মে হুজুরী বা তাঁহার আত্মজ্ঞান— তাঁহার তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধিত হওয়া জায়েজ বা বিধেয়। যেহেতু তাহা অন্তঃ হওয়া অনিবার্য্যকারী নহে।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২২ মকতুব

মোল্লা মকছুদ আলী তাব্রেজীর নিকট লিখিতেছেন যে, মোশ্রেকদিগের অশৌচি, তাহাদের অসৎ বিশ্বাসের জন্য ; ব্যক্তিগত হিসাবে নহে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। হে স্নেহাস্পদ ! বুঝিতে পারিলাম না আপনার তফ্ছীরে হোছায়নী পাঠানোর উদ্দেশ্য কি ! তফ্ছীরকারক উক্ত আয়াত শরীফের ব্যাখ্যা হানাফী ঈমামগণের মতের অনুরূপ করিয়াছেন এবং শেরেকের অপবিত্রতা হইতে তাহাদের অন্তঃকরণের মলিনতা এবং অসৎ বিশ্বাস অর্থ লইয়াছেন। তৎপর যাহা লিখিয়াছেন যে, ইহারা অপবিত্র বস্তু হইতে বিরত থাকে না ; ইহা কিন্তু ইদানীং অধিকাংশ মোছলমানের মধ্যেও আছে ; ইহার দ্বারা সাধারণ মোছলমান ও কাফেরগণের মধ্যে পার্থক্য করা যাইতে পারে না। যদি অপবিত্র বস্তু হইতে বিরত না থাকাই সে ব্যক্তির অপবিত্রতার কারণ হয়, তবে কার্য্য সংকটাপন্ন হইয়া পড়িবে; কিন্তু ইছলামের মধ্যে কোন প্রকারের সংকীর্ণতা নাই। হজরত ইব্নে আব্বাছ (রাজীঃ) হইতে যাহা বর্ণিত আছে অর্থাৎ মোশরেকগণ কুত্তার মত ব্যক্তিগত অপবিত্র, এইরূপ সাধারণ বর্ণনা অনেক

বুজর্গ হইতে বহু আছে। ইহার অন্যরূপ অর্থ ও বিশ্লেষণ করিতে হয়। তাহারা ব্যক্তিগত অশৌচ হইবে কিভাবে ? হজরত (ছঃ) যখন ইহুদীদের গৃহে আহার করিয়াছিলেন এবং মোশরেকের পাত্রে অজু করিয়াছিলেন। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)ও এক খৃষ্টান মহিলার কলসের পানি দ্বারা অজু করিয়াছিলেন।

যদি বলেন যে, "ইহা ব্যতীত নহে যে, মোশরেকগণ অপবিত্র"— আয়াতটি পরবর্ত্তী আয়াত হইতে পারে এবং উল্লিখিত কার্য্যসমূহ পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে ; তাহা হইলে উহারা মনছুখ[১] হইয়া গিয়াছে। উহার উত্তর এই যে, এস্থলে 'হইতে পারে'— কথাটি যথেষ্ট নহে। আয়াত পরবর্ত্তী হওয়ার অকাট্য প্রমাণ আবশ্যক। তবেই মনছুখ হওয়ার দাবী সত্য হইবে। কেননা প্রতিবাদকারীর জন্য দলিল বা প্রমাণ দরকার। যদিও মানিয়া লওয়া যায় যে— আয়াতটি পরবর্ত্তী ; তথাপি ইহার দ্বারা হারাম হওয়া প্রমাণিত হইবে না এবং অপবিত্রতার অর্থ তাহাদের অন্তঃকরণের অপবিত্রতা হইবে। কেননা বর্ণিত আছে যে— কোনও পয়গাম্বর এরূপ কোন কার্য্য করিবেন না— যাহা তাঁহার শরীয়তে কিংবা অন্য কোনও পয়গাম্বর (আঃ)-এর শরীয়তে হারামের পর্য্যায়ে উপনীত হয়, কিংবা অবশেষে হারাম হইয়া যায়। যদিও উহা সে সময় জায়েজ বা বিধেয় থাকে। যথা— মদীরা বা শরাব, যদিও পূর্ব্বে পান করা জায়েজ ছিল— পরে হারাম হইয়াছে, কিন্তু কোন পয়গাম্বর (আঃ) তাহা পান করেন নাই। অতএব মোশরেকগণ যদি না-পাক বলিয়া পরবর্ত্তীকালে প্রমাণিত হয় এবং কুত্তা (সারমেয়) ইত্যাদির মত ইহারা ব্যক্তিগত অশৌচ হয়, তাহা হইলে যিনি মহবুবে রাব্বুল আ'লামীন (ছঃ) দীনের সর্দ্দার তিনি কখনও তাহাদের পাত্র সমূহ স্পর্শ করিতেন না, তাহাদের খাদ্যাদি পানাহার করা তো পরের কথা। যাহা ব্যক্তিগত অশৌচ, তাহা সর্ব্বদাই অশৌচ বটে ; পূর্ব্বে বা পরে কখনও তাহা জায়েজ হইতে পারে না। অতএব যদি মোশরেকগণ ব্যক্তিগত রূপে অশৌচ হয়, তবে তাহারা পূর্ব্ব হইতে অশৌচ হইবে এবং হজরত (দঃ) তাহাদের সহিত পূর্ব্ব হইতেই ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু যখন ইহা নহে, তখন উহাও নহে। দ্বিতীয়তঃ দ্বীন ইছলামের মধ্যে বিঘ্ন ও সংকীর্ণতা নিবারিত। অতএব আপনি অবগত আছেন যে, ইহাদিগকে ব্যক্তিগত অশৌচ বলিয়া প্রমাণ করিলে মোছলমানদিগের

টীকা- ১। মনছুখ=ক্রিয়া রহিত, প্রক্ষিপ্ত।

প্রতি কতখানি সংকীর্ণতা ও বিঘ্ন অর্পিত হইবে, এবং ইহারা কত যে কষ্টে পড়িবে— তাহা বলাই বাহুল্য। হানাফী ঈমামগণের কৃতজ্ঞতা পালন করা উচিৎ ; তাঁহারা মুছলমানদিগকে কতখানি যে রেহাই দিয়াছেন এবং হারাম কার্য্য হইতে কতখানি উদ্ধার করিয়াছেন (তাহা চিন্তা করিয়া বুঝা উচিত)। ইহা নহে যে, তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করেন এবং তাহাদের সুন্দর গুণাবলীকে কলংকে পরিগণিত করেন (ইহা কি উচিত ?)। মোজতাহেদ বা মাছ্আলা উদ্ধারকারীগণের প্রতি দোষারোপ করার কোনও অবকাশ নাই। যেহেতু তাহাদের ভুলেরও এক প্রস্ত ছওয়াব আছে ; এবং উক্ত ভুলের অনুসরণকারীরাও উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে। যে সম্প্রদায় কাফেরগণের খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীকে হারাম বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাদের জন্য ইহা প্রচলন হিসাবেও অসম্ভব যে তাহারা ইহা হইতে সুরক্ষিত থাকেন ; বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে— যথায় এইরূপ বিপদ সর্ব্বাধিক। এই মাছ্আলা বা বিষয়টি যখন সাধারণভাবে ব্যাপ্ত, তখন সহজ পন্থার উপর ফতোয়া বা নির্দ্দেশ প্রদান করাই শ্রেয়ঃ। যদিও উহা স্বীয় মাজ্হাবের অনুকূল না হয় এবং তাহা যে কোন ঈমামের কথাই হউক না কেন। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন— "আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের জন্য সরলতা কামনা করেন এবং কঠোরতা কামনা করেন না।" আরও তিনি ফরমাইয়াছেন— "আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের প্রতি লঘুত্বের ইচ্ছা করেন এবং মানব দুর্ব্বলচিত্ত হিসাবে সৃষ্টি হইয়াছে" (কোরআন)। খল্কুল্লাহ্কে সংকীর্ণতায় নিক্ষিপ্ত করা এবং দুঃখ দেওয়া হারাম ও আল্লাহ্তায়লার সন্তুষ্টির বিপরীত। এইহেতু শাফী মাজহাবধারীগণ অনেক মাছ্আলার বিষয়ে যাহাতে ঈমাম শাফী সংকীর্ণতা করিয়াছেন— তাহাতে হানাফী মাজহাব অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করিয়া থাকেন ; যাহাতে খল্কুল্লাহ্র প্রতি উহা সহজ হয়। যথা ঈমাম— শাফীর মতে জাকাত এবং ছদ্কা-ফেত্রা ইত্যাদি জাকাতের সকল প্রকার স্থানে (বিভিন্ন খাত সমূহে) বন্টন করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহার এক কেছেম মোয়াল্লাফাতে কুলুব বা দুর্বল ঈমানধারী নও-মুছলীম, যাহারা এই জামানায় দুষ্প্রাপ্য। কাজেই শাফী আলেমগণ— হানাফী মাজহাব অনুযায়ী এই ফতোয়া দিয়াছেন যে, কোন এক প্রকার ব্যক্তিকে উক্ত জাকাত প্রদান করিলেই যথেষ্ট হইবে। উপরন্তু মোশরেকগণ যদি ব্যক্তিগত অশৌচ হয়, তবে ঈমান আনার পরেও উহারা পবিত্র হইবে না।

অতএব জানা যাইতেছে যে, বিশ্বাসের মলিনতার কারণেই তাহাদের অপবিত্রতা— যাহা অন্তর্হিত হওয়া সম্ভব এবং উহা অন্তর্জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যাহা বিশ্বাসের স্থান। অন্তঃকরণের অপবিত্রতা বাহ্যিক পবিত্রতার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, ইহা আবাল বৃদ্ধ সকলেই অবগত আছে। আরও উল্লিখিত সুন্দর ব্যবস্থাটি অর্থাৎ "ইহা ব্যতীত নহে যে, মোশরেকগণ অশৌচ"। এই আয়াত দ্বারা তাহাদের অবস্থার সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। নাছেখ-মনছুখ বা পূর্ব্বের হুকুম বাতিল করা ও বাতিল হওয়ার সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। কেননা রদ্ করিতে হইলে নবজাত-বাক্য অর্থ্যাৎ আদেশ বা নিষেধ ইত্যাদিমূলক বাক্য দরকার এবং বিবৃতিমূলক বাক্য বা সংবাদ প্রদান মূলক বাক্য নহে। সুতরাং মোশরেকগণ সর্ব্বদাই অপবিত্র থাকা উচিত। কিন্তু এই অপবিত্রতার অর্থ তাহাদের বিশ্বাসের অপবিত্রতা ; কাজেই দলিল-প্রমাণাদির মধ্যে কোনও দ্বৈধতা রহিল না এবং তাহাদিগকে স্পর্শ করা কখনও নিষিদ্ধ থাকিল না। সেদিন এ ফকীর যখন এই আয়াত পাঠ করিয়াছিল যে, "যাহারা কেতাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল"; তখন আপনি ইহার পৃষ্ঠে বলিয়াছিলেন— "এস্থলে খাদ্যের অর্থ গম ও চনক এবং মুশুরী"। আপনার বাক্যগুলি যদি ভাষাবিদ্ সাহিত্যিকগণ পছন্দ করেন— তবে কি আর আপত্তি আছে ! কিন্তু ইন্ছাফ করা উচিত ; এসব দীর্ঘ আলোচনা বা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, আপনি সর্ব্বসাধারণের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ তাহাদিগকে সাধারণভাবে অপবিত্র বলিয়া নির্দেশ দিবেন না এবং কাফেরদিগের সহিত মোছলমানগণের যখন মেলামেশা না করিয়া উপায় নাই, তখন তাহাদিগকে অর্থাৎ মেলামেশাকারী মোছলমানদিগকে অপবিত্র জানিবেন না এবং উক্ত মোছলমানগণের খাদ্যাদি হইতে ধারণাকৃত অপবিত্র হিসাবে সাধারণ মোছলমানগণকে বিরত রাখিবেন না। এইহেতু সর্ব্বসাধারণ হইতে বিরত থাকিয়া ইহাকে 'সাবধানতা' বলিয়া ধারণা করিবেন না। এস্থলে 'সাবধানতা' পরিত্যাগ করাই— সাবধানতা বটে। অধিক আর কি কষ্ট দিব।

সামান্য কহিনু— পাছে পাও মনোব্যথা ;
নতুবা অনেক ছিল কহিবার কথা।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২৩ মকতুব

খাজা ইব্রাহীম কোবাদীইয়ানীর নিকট লিখিতেছেন।

ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আল্লাহ্তায়ালা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের মাধ্যমে স্বীয় জাত-ছেফাতের এবং তাঁহার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বান্দাগণের কার্য্যসমূহের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য, যিনি আমাদিগকে নেয়ামত প্রদান করিয়াছেন এবং ইছলামের দিকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন ও আমাদিগকে মোহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ জগতবাসীগণের জন্য রহমত বা অনুকম্পা। আমরা জ্ঞান-বুদ্ধিহীনদিগকে আল্লাহ্তায়ালা ইঁহাদের মাধ্যমে স্বীয় জাত-ছেফাতের বা ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীর প্রতি নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং আমাদের ইতর বুদ্ধির পরিমাণ, তদীয় জাত-ছেফাতের পূর্ণতাসমূহের আভাষ দান করিয়াছেন ও তাঁহার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বস্তুসমূহ পার্থক্য করিয়া দিয়াছেন এবং ইহ-পরকালে আমাদের জন্য উপকারী ও অপকারী বিষয়সমূহ বিভিন্ন ও পৃথক করিয়া দিয়াছেন। যদি এই মহাজনগণের মধ্যস্থতা না হইত তাহা হইলে আমাদের মানবীয় হীন বুদ্ধি— সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অক্ষম হইত ও তাঁহার পূর্ণতাসমূহ অনুভব করিতে অপারগ হইত। পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ যাহারা নিজেকে উচ্চদরের জ্ঞানী বলিয়া ধারণা করিত, তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তা আছে বলিয়া স্বীকার করিত না এবং জ্ঞানের খর্ব্বতাহেতু বস্তুসমূহকে কাল-গতির প্রতি ন্যস্ত করিত। নমরূদ যে সমগ্র পৃথিবীর বাদশাহ্ ছিল— হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত আছমান-জমিনের স্রষ্টার অস্তিত্ব লইয়া তাহার বিবাদ সর্ব্বজন বিদিত মশহুর কথা। কোরআন পাকেও ইহার উল্লেখ আছে। ভাগ্যহীন ফের্আউন বলিয়াছিল যে, "আমি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য আছে বলিয়া জানিনা," (কোরআন)। আরও সে হজরত মুছা (আঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল যে, "যদি তুমি আমাকে ব্যতীত অন্য উপাস্য গ্রহণ কর, তবে নিশ্চয় আমি তোমাকে কারাবদ্ধ করিব।" আরও উক্ত দুর্ভাগ্যবান তদীয় উজির হামানকে বলিয়াছিল— "হে হামান, আমার জন্য একটি

অতি উচ্চ গৃহ-নির্মাণ করিয়া দাও, যাহাতে আমি আরোহণ করতঃ মুছা (আঃ)-এর উপাস্যের অনুসন্ধান লইতে পারি। নিশ্চয় আমি উহাকে মিথ্যুক বলিয়া অনুমান করিতেছি। ফলকথা, জ্ঞান এই সৌভাগ্য বা স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অক্ষম এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণের পথ প্রদর্শন ব্যতিরেকে উক্ত (তৌহিদ) সৌভাগ্য-গৃহে উপনীতির পথ অতীব দুষ্কর।

যুগে যুগে প্রচুরভাবে যখন আল্লাহ্তায়ালার প্রতি পয়গাম্বর (আঃ)-গণের আহ্বান পৃথিবীর বুকে মশহুর হইয়া পড়িল ও ইঁহাদের তৌহিদের কলেমা উচ্চ হইয়া গেল, তখন যে (নির্বোধ দার্শনিকগণ) স্রষ্টার অস্তিত্বের বিষয় ইতস্ততঃ করিত (উহারা) নিজদিগের ত্রুটি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল এবং সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইল ও বস্তুসমূহকে তাঁহার প্রতি ন্যস্ত করিল। ইহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের নূর হইতে গৃহীত বটে এবং এই সৌভাগ্য তাঁহাদেরই দস্তরখান হইতে লইয়া কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের প্রতি কেয়ামত পর্য্যন্ত, বরং অনন্তকাল পর্য্যন্ত দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক। যাবতীয় শ্রুতবাক্য যাহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের দীক্ষার মাধ্যমে আমাদের নিকট উপনীত হইয়াছে যথা— আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের পূর্ণতা গুণসমূহের অস্তিত্ব, পয়গাম্বর প্রেরণ ও ফেরেশ্তাবৃন্দের নিষ্পাপ হওয়া ও রোজ হাশরে পুনরুত্থান ও বেহেশ্ত দোজখের অস্তিত্ব ও তথাকার চিরস্থায়ী কষ্ট— আজাব ও সুখ-শান্তি এবং এইরূপ অন্যান্য যে সকল বিষয় শরীয়তে বর্ণিত হইয়াছে, আকল বা জ্ঞান— ইহা অনুভব করিতে অক্ষম। আকল বা জ্ঞান এই বোজর্গগণের নিকট হইতে শ্রবণ না করিয়া ইহা প্রমাণ করিতে অসমর্থ ও অপূর্ণ। জ্ঞানের পরিসর যেরূপ অনুভূতির পরিসর হইতে বহির্ভূত ও উচ্চ অর্থাৎ যাহা অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি না হয়— তাহা জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে ; তদ্রূপ নবীত্ব বা আল্লাহ্তায়ালার প্রেরিত সংবাদ-বাহকতার পরিসর জ্ঞানের পরিসর হইতে উচ্চ ও প্রশস্ত। যাহা জ্ঞান দ্বারা অনুভূত না হয়, তাহা নবীত্বের মাধ্যমে অনুভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্রষ্টার পরিচয়ের জন্য আকল বা জ্ঞানের পদ্ধতি ব্যতীত অন্য পদ্ধতি প্রমাণ না করে, সে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে নবীত্ব পদ্ধতি অস্বীকারকারী এবং স্বতঃসিদ্ধের বিরোধী। সুতরাং পয়গাম্বর (আঃ)-

গণের অস্তিত্ব ব্যতীত আমাদের কোন উপায় নাই। যাহাতে নেয়মত প্রদানকারীর শোকর-গোজারী বা কৃতজ্ঞতা যাহা জ্ঞানতঃ ওয়াজেব বা অনিবার্য্য তাহার প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন এবং নেয়মত প্রদানকারী মালিকের সম্মান— যাহা এল্ম (বিশ্বাস) ও আমলের (সৎকার্য্যের) সহিত সম্পর্ক রাখে, তাহা আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে অবগত হইয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেহেতু আল্লাহ্তায়ালার সম্মান— যদি তাঁহার নিকট হইতে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে উহা তাঁহার শোকর-গোজারীর উপযোগী হইবে না। কেননা মানবীয় শক্তি উহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম ; বরং অনেকস্থলে ইহারা অসম্মানকেই সম্মান বলিয়া ধারণা করে ও কৃতজ্ঞতা করিতে যাইয়া নিন্দায় উপনীত হয়। আল্লাহ্তায়ালার সম্মান তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করার উপায় নবীত্বের প্রতি নির্ভরশীল এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণের প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অলী-আল্লাহ্গণের এল্হাম বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তিও নবীত্বের নূর হইতে আহরিত এবং তাঁহাদের অনুসরণের— 'ফয়েজ-বরকত' হইতে উদ্ভূত। এই সকল বিষয়ে যদি 'জ্ঞান'— যথেষ্ট হইত, তবে গ্রীক দার্শনিকগণ— যাহারা জ্ঞানকে স্বীয় পথ-প্রদর্শক করিয়া লইয়াছে, তাহারা ভ্রষ্টতার বিশাল প্রান্তরে পতিত হইত না এবং অন্য সকল হইতে তাহারাই আল্লাহ্তায়ালার অধিক পরিচয় লাভ করিতে পারিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত-ছেফাতের বিষয়ে অন্য সকল হইতে ইহারাই অধিকতর অজ্ঞ। ইহারা আল্লাহ্তায়ালাকে বেকার বলিয়া ধারণা করে এবং একবস্তু (আক্লে ফায়াল) তাহাও বাধ্যতামূলক, স্বেচ্ছাকৃত নহে, তাহা ব্যতীত উহারা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কোন বস্তুকে সম্বন্ধিত ও ন্যস্ত করে না। তাহারা 'আক্লে ফায়াল' নামক বস্তু নিজের ধারণায় নির্ধারণ করতঃ আছমান-জমীনের স্রষ্টা হইতে বিমুখ হইয়া— দৈনন্দিন-কার্য্যের সৃষ্টি তাহার সহিত সম্বন্ধিত করিয়াছে এবং প্রকৃত কার্য্যের কর্তা আল্লাহ্তায়ালা হইতে কার্য্যের গুণ সৃষ্টি বিরত করতঃ উহাদিগকে নিজেদের নির্ম্মিত বস্তুর ক্রিয়া বলিয়া জানিতেছে। তাহাদের নিকট— নিকটবর্ত্তী কার্য্যের দ্বারা কর্ম্ম সংঘটিত হয় ; দূরবর্ত্তী কার্য্যের— কর্ম্মের প্রতি কোন ক্ষমতা আছে বলিয়া তাহারা জানে না এবং অজ্ঞতা বশতঃ তাহারা বস্তু সমূহকে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি নির্ভরশীল না জানাকেই আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণতা ধারণা করে ও বেকার থাকাকেই সম্মান বলিয়া ভাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালা নিজেকে

আছমান ও জমীনের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন এবং নিজেকে মাশরেক-মাগরেব-এর (পূর্ব্ব-পশ্চিমের) সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক বলিয়া প্রশংসিত করিয়াছেন। এই নির্ব্বোধগণ স্বীয় অমূলক জ্ঞানে— আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি কোনরূপ আবশ্যক ন্যস্ত করে না ও তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করে না। ইহারা বিপদে-আপদে আক্‌লে ফায়ালের দিকে মনোযোগী হয় ; এবং নিজের আবশ্যকসমূহ পূর্ণ হওয়া, তাহা হইতে কামনা করে ও কার্য্যসমূহ তাহার প্রতি ন্যস্ত করে। বরঞ্চ ইহাদের জ্ঞানে 'আক্‌লে ফায়াল' নামক বস্তুও উক্ত কার্য্যসমূহ বাধ্যতামূলক করিয়া থাকে, স্বেচ্ছাধীন নহে। অতএব তাহার নিকট স্বীয় আবশ্যক কামনা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। "নিশ্চয় কাফেরগণের কোনই মালিক নাই" (কোরআন)। 'আক্‌লে ফায়ালের' কি ক্ষমতা আছে যে, কার্য্যসমূহ সরবরাহ করিতে পারে এবং বিপদাপদ তাহার প্রতি ন্যস্ত করা হয়। তাহার অস্তিত্বের-প্রমাণের বিষয়ই অনেক মতদ্বৈধতা আছে, যেহেতু দার্শনিকগণের কতিপয় স্বর্ণ-মণ্ডিত মুখবন্ধ যাহা ইছলামের কানুনানুযায়ী— অপূর্ণ, তদ্দ্বারা উহারা উক্ত আক্‌লে ফায়ালের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া থাকে। সুতরাং অত্যন্ত নির্ব্বোধ ঐ ব্যক্তি— যে বস্তুসমূহকে স্বেচ্ছাধীন, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালার দিক হইতে ফিরাইয়া— এইরূপ অমূলক ধারণাকৃত বস্তুর প্রতি নির্ভরশীল করে ; বরং বস্তুসমূহের জন্যও ইহা লজ্জাজনক যে, দার্শনিকদিগের গঠিত এই অমূলক বস্তুর প্রতি তাহারা নির্ভরশীল হয়। এইরূপ অমূলক বস্তুর প্রতি নির্ভরশীল হইয়া অস্তিত্ব লাভ করতঃ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি নির্ভরশীলতা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকা হইতে বস্তুগণ অস্তিত্ববিহীন হওয়াকেই পছন্দ ও মনোনীত করিবেন। "ইহা অতি বৃহৎ বাক্য, যাহা তাহাদের মুখ হইতে বহির্গত হইতেছে। তাহারা মিথ্যা ব্যতীত আর কিছুই বলিতেছে না" (কোরআন)। দারুল্ হরব্ বা অমুছলিম রাজ্যের কাফেরগণ মুর্ত্তিপুজা করা সত্ত্বেও এই দার্শণীকগণ হইতে শ্রেয়ঃ। যেহেতু বিপদের সময় তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি মনোযোগী হয় এবং প্রতিমাদিগকে আল্লাহ্ তায়ালার নিকটে সুপারিশকারী বলিয়া ধারণা করে।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে— এই নির্ব্বোধগণকে অনেকেই হাকীম বা দার্শনিক বলিয়া জানে। অথচ ইহাদের অধিকাংশ বিষয়গুলি— বিশেষতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার বিষয়— যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, তাহাতে ইহারা মিথ্যুক। পরন্ত কোরআন-হাদীছের

বিপরীত। নিরেট মূর্খতা— যাহাদের ভাগ্যে, তাহাদিগকে কি প্রকারে— সাধারণভাবে হাকীম বা জ্ঞানী বলা যাইতে পারে। অবশ্য ব্যঙ্গস্থলে অথবা বিপরীত অর্থ লইয়া বলিলে বলা যাইতে পারে। যথা— অন্ধকে পদ্মলোচন বলা।

ইহাদের মধ্যে একদল পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণ ব্যতীত পয়গাম্বরগণের অনুসারী— ছূফীগণ, যাহারা সেইকালে ছিল— তাহাদের অনুসরণ করতঃ তদনুরূপ কঠোর ব্রত ইত্যাদি দ্বারা স্বীয় অন্তরের ছাফাই হাছিল করিয়া গর্বিত হইয়াছে। স্বপ্ন ও ধারণা এবং আনুমানিক বিকাশাদিকে— স্বীয় পথ প্রদর্শক করিয়া লইয়াছে। অতএব তাহারাও ভ্রষ্ট এবং অন্যকেও ভ্রষ্ট করিয়াছে। তাহারা জানে না যে— ইহা নফ্‌ছের নির্ম্মলতা বা ছাফাই, যাহা ভ্রষ্টত্বের দিকে লইয়া যায় ; কল্‌ব বা অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা নহে, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি পথ-প্রাপ্তির বাতায়নতুল্য। কল্‌বের ছাফাই— পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণের প্রতি নির্ভরশীল এবং নফ্‌ছের পবিত্রতা কল্‌বের নির্ম্মলতার প্রতি ও কল্‌বের হুকুমত বা কর্তৃত্ব নফ্‌ছের উপর প্রবর্তিত করার প্রতি নির্ভর করে। যদি নফ্‌ছ পরিস্কৃতি ও নির্ম্মলতা লাভ করে, এবং কল্‌ব— যাহা অনাদি নূরের আবির্ভাবস্থল— তাহা যদি তমসাচ্ছন্ন থাকে, তাহা ঐরূপ হইবে যেরূপ— কেহ শত্রুর আগমন পথ প্রদর্শন ও লুণ্ঠনের সুবিধার্থে, প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। অভিশপ্ত ইব্‌লীছই আমাদের পরম শত্রু।

ফলকথা, কঠোরব্রত পালনের পথ— চিন্তা, গবেষণা ও প্রমাণাদির পথতুল্য, উহা ঐ সময় নির্ভরযোগ্য হইবে, যখন উহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের সমর্থন লাভ করিবে, (যে সমর্থন) আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে ও তাঁহার সাহায্যে পয়গাম্বর (ছঃ) যাহা প্রচার করিয়া থাকেন। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের কার্য্যকলাপ— নিস্পাপ— ফেরেশ্‌তা অবতরণ হেতু পরম শত্রু শয়তানের মকর চালবাজী হইতে সুরক্ষিত। "নিশ্চয় আমার বান্দাগণের প্রতি তোমার কোনই কর্তৃত্ব নাই" (কোরআন)। ইঁহাদের বর্তমান অবস্থা জ্ঞাপক। অন্য কেহ এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই ও শয়তানের চক্র হইতেও মুক্ত হয় নাই। অবশ্য যাহারা ইঁহাদের দৃঢ় অনুসরণ করিয়াছেন ও ইঁহাদের পদে পদে গমন করিয়াছেন— তাহারা রেহাই পাইয়াছেন।

হে সা'দী— ছাফাই নাহি পাবে কোন জন,
মোস্তফা (ছঃ)'র পদে পদে— না করি গমন।

তাঁহার প্রতি ও তাঁহার বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি উচ্চ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

ছোব্হানাল্লাহ্ (আশ্চর্য্যের কথা যে), আফ্লাতুন— যিনি দার্শনিকগণের শীর্ষস্থানীয়, তিনি হজরত ঈছা (আঃ)-এর জমানা প্রাপ্ত হইয়াও অজ্ঞতা বশতঃ নিজেকে আবশ্যক রহিত ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিল না ও নবূয়তের বরকতের অংশ গ্রহণ করিল না। "আল্লাহ্তায়ালা যাহার জন্য নূর সৃষ্টি করেন নাই— তাহার ভাগ্যে নূর নাই" (কোরআন)। আল্লাহ্তায়ালা আরও ফরমাইয়াছেন যে, "নিশ্চয় নিশ্চয় আমার বাক্য— আমার বান্দা রছুলগণের জন্য পুরোগামী হইয়াছে ; নিশ্চয় তাঁহারাই সাহায্য-প্রাপ্ত এবং নিশ্চয় আমার দলই প্রবল" (কোরআন)।
আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দার্শনিকগণের অপূর্ণ-জ্ঞান যেন এক পার্শ্বে এবং নবীত্বের রীতি-নীতি যেন তাহার বিপরীত পার্শ্বে। ইহা পূর্বেও ছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। উহাদের কার্য্যকলাপ পয়গাম্বর (আঃ)-গণের কার্য্যকলাপের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা আল্লাহ্তায়লার প্রতি ঈমানও দোরস্ত বা বিশুদ্ধ করে নাই এবং পরকালের প্রতিও ঈমান দোরস্ত করে নাই। তাহারা বিশ্বজগতকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু সকল ধর্ম্মাবলম্বীগণের— একমত যে, বিশ্বজগত ও তাহার যাবতীয় অংশ সবই নূতন ও আদিযুক্ত। আছমান সমূহ বিদীর্ণ হওয়া, তারকারাজী নিক্ষিপ্ত হওয়া, পর্ব্বতসমূহ চুর্ণ-বিচুর্ণ হওয়া এবং সাগরসমূহ প্রবাহিত হওয়া, যাহা কেয়ামতের দিবস হইবে বলিয়া কথা আছে, তাহা— তাহারা অস্বীকার করিয়া থাকে, এবং দেহসমূহের পুনরুত্থান অমান্য করতঃ কোরআন শরীফের অকাট্য বাণী প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। ইহাদের পরবর্ত্তীগণ যদিও ইছলামের গণ্ডিভুক্ত হইয়াছে, তথাপি পূর্ব্বের ন্যায় দর্শনশাস্ত্রের নিয়মাবলীর প্রতি তাহারা অটল বিশ্বাস রাখে এবং আছমান ও তারকারাজী ইত্যাদিকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করে ও ইহারা ধ্বংস হইবে না বলিয়া নির্দেশ প্রদান করে। কোরআন পাকের অকাট্য বাণীকে অস্বীকার করাই— ইহাদের খাদ্য এবং দ্বীন-ইছলামের আবশ্যকীয় বিষয়কে অমান্য করাই ইহাদের আহার্য্য। ইহারা আশ্চর্য্য ধরণের ঈমানদার, আল্লাহ্-রছুলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে বটে, কিন্তু আল্লাহ্-রছুল যাহা ফরমাইয়াছেন— তাহা গ্রহণ করে না। ইহা হইতে অধিক বোকামী আর কি হইতে পারে ?

ফাল্‌ছাফাহ্ শব্দে ছাফাহ্ সংখ্যা অধিক,
'নির্ব্বোধ'— ইহার অর্থ জানিও সঠিক।

ইহারা শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণে এবং গবেষণা নির্ভুল করণার্থে, যে অস্ত্র (তর্ক শাস্ত্র) আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার শিক্ষা প্রদানের পিছনে সারাটি জীবন ব্যয় করিয়া থাকে এবং বহু সূক্ষ্ম চিন্তাও করিয়া থাকে। কিন্তু যখন অবশ্যম্ভাবী জাত-ছেফাতের কার্য্যকলাপের উচ্চ স্তরে উপনীত হয় ; তখন ইহারা স্বীয় হস্ত-পদ হারাইয়া ফেলে অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধি রহিত হইয়া পড়ে এবং তর্কশাস্ত্র হাতছাড়া হইয়া পাগল-প্রায় হইয়া যায় এবং ভ্রষ্টতা— প্রান্তরে আবর্ত্তন করিতে থাকে। ইহার উদাহরণ যথা— কোন ব্যক্তি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে থাকে, কিন্তু যখন যুদ্ধের সময় আসে— তখন জ্ঞান-বুদ্ধি রহিত হইয়া বেকার হইয়া পড়ে। জনসাধারণ দর্শন শাস্ত্রকে পূর্ণ ও সত্য এবং নির্ভুল মনে করে। কিন্তু ইহা যদি মানিয়া লওয়াও যায়, তবে উহা ঐ সকল বিদ্যার প্রতি সত্য হয়— যেথায় জ্ঞানের পূর্ণ অধিকার ও স্থায়ীত্ব আছে। কিন্তু ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত ; বরং অনর্থক। যেহেতু ইহা চিরস্থায়ী বস্তু— আখেরাতের সহিত কোনই সম্পর্ক রাখে না এবং পরকালের উদ্ধারও ইহার প্রতি নির্ভরশীল নহে। আমাদের আলোচ্য বিষয় ঐ বিদ্যা— যাহাকে অনুভব করিতে জ্ঞান— অক্ষম এবং যাহা নবীত্বের রীতি-নীতির সহিত সম্পর্কিত এবং যাহার প্রতি পরকালের উদ্ধার নির্ভরশীল। হুজ্জাতুল্ ইছলাম ইমাম গাজ্জালী তদীয় 'মুনকেজ্ আনেজ্ জালাল'— পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, দার্শনিকগণ চিকিৎসা শাস্ত্র ও নক্ষত্র গণনা বিদ্যা— পয়গাম্বর (আঃ)-গণের কেতাব হইতে অপহরণ বা চুরি করিয়া লইয়াছে এবং দ্রব্যগুণ যাহা— অনুভব করা হইতে জ্ঞান অক্ষম, তাহাও পয়গাম্বর (আঃ)-গণের প্রতি অবতারিত— ছহীফাসমূহ হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। চরিত্র সংশোধন বিদ্যা প্রত্যেক পয়গাম্বর (আঃ)-গণের উম্মতের আল্লাহ্ ওয়ালা ছুফীগণের পুস্তক হইতে— তাহাদের বাতুল বিদ্যা পরিচালনার্থে তস্করতা করিয়া লইয়াছে। ফলকথা, তাহাদের মূল্যবান এই তিনটি বিদ্যাই অপহৃত বস্তু। আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত, গুণাবলী ও কার্য্যকলাপের বিষয়— তাহারা যাহা ভুল করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার বিষয়— কোরআন পাকের অকাট্যবাণীর যাহা বিরোধিতা করিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন শুধু গণিত বিদ্যা ও তদনুরূপ বিষয়গুলি রহিল। ইহা উহাদের বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। যদি উহারা এই বিষয় পূর্ণ হয়, তবে তাহাতে কি আর উপচয় সাধিত হইবে ? এবং ইহার দ্বারা পরকালের কোন্‌টি— শাস্তি ও বিপদ অপসারিত হইবে। "আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় বান্দা হইতে বিমুখ থাকার চিহ্ন অনর্থক কার্য্যে তাহার লিপ্ত থাকা," (হাদীছ)। যাহা পরকালের কোনই কার্য্যে আসে না ; তাহাই অনর্থক কার্য্য বটে। তর্কশাস্ত্র যাহা একটি অবলম্বন স্বরূপ বিদ্যা এবং ভুল হইতে রক্ষাকারী তাহারা বলিয়া থাকে, তাহাও তাহাদের কার্য্যে লাগে না। উচ্চ মতলব উদ্ধার করিতে উহাদিগকে ভুল হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অতএব তাহা আর অন্যের কি কার্য্যে আসিবে এবং অন্যকে ভুল হইতে কিভাবে রক্ষা করিবে ! "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে হেদায়েত করার পর— পুনরায় আমাদের অন্তঃকরণ বক্র করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর। তুমি বিনিময়-রহিত প্রচুর প্রদানকারী।"

অনেক ব্যক্তি যাহারা দর্শন শাস্ত্র লইয়া ব্যস্ত থাকে এবং উহাদের আড়ম্বরে নিমজ্জিত হয়, তাহারা ইহাদিগকে হাকীম বা বুদ্ধিমান বলিয়া জানে এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণের সমকক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করে ; বরং অনুমিত হয় যে, তাহাদের বিদ্যা সমূহকে সত্য ধারণা করতঃ পয়গাম্বর (আঃ)-গণের শরীয়ত হইতে তাহাকেই অগ্রগণ্য জানে। আল্লাহ্‌তায়ালা এরূপ অসৎ-বিশ্বাস হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ইহাদিগকে হাকীম বা জ্ঞানী বলিয়া ধারণা করার জন্যই উহাদের বিদ্যাকে হেকমত বা দর্শন বলিয়া থাকে; এইহেতু তাহারা উক্তরূপ বিপদগ্রস্ত হয়। কেননা হেকমতের অর্থ প্রত্যেক বস্তুর যথাযথ জ্ঞান লাভ করা, যাহা বাস্তবের অনুরূপ। অতএব ইহাদের বিপরীত যে জ্ঞান-তাহা বাস্তবের অনুরূপ নহে, তাহা হইলে পয়গাম্বর (আঃ)-গণের জ্ঞান অবাস্তব হইবে ; ইহা হইতে আল্লাহ্‌পাক রক্ষা করুন। ফলকথা, এই দার্শনিকগণকে ও উহাদের শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিলে— পয়গাম্বর (আঃ)-গণ ও তাঁহাদের শাস্ত্র ও বিধানকে অস্বীকার করা অনিবার্য্য হইবে। যেহেতু এই উভয় বিদ্যা বিপরীত পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং একটিকে বিশ্বাস করা— অপরটির অস্বীকার অনিবার্য্য হয়। এখন যাহার ইচ্ছা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের ধর্ম্ম সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার দলভুক্ত হইয়া উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হউক

এবং যাহার ইচ্ছা দার্শনিক হউক ও শয়তানের দলভুক্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাউক। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "যাহার ইচ্ছা হয়— মো'মেন হউক এবং যাহার ইচ্ছা হয়, কাফের হউক। কিন্তু জালিমদিগের জন্য নিশ্চয় আমরা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি ; উহার তাবু তাহাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, যখন তাহারা পানির জন্য আকুলচিত্তে অনুনয় বিনয় করিবে, তখন বিগলিত তাম্র দ্বারা তাহাদের ক্রন্দন নিবারণ করা যাইবে, যাহা তাহাদের মুখ-মন্ডলকে ভর্জ্জিত করিয়া দিবে। উহা অতি নিকৃষ্ট, জঘন্য—পানীয় এবং তাহাদের আতিথ্যও অতীব মন্দ হইবে," (কোরআন)।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে, এবং মোস্তফা (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহার প্রতি ছালাম। মোস্তফা (দঃ) ও তাঁহার ভ্রাতা যাবতীয় পয়গাম্বর (আঃ)-গণ এবং ফেরেশ্তাবৃন্দের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৪ মকতুব

মোল্লা মোহাম্মদ মোরাদ কাশ্মী যিনি মীর মোহাম্মদ নো'মান ছাহেবের জনৈক খাদেম ছিলেন ; তাঁহার নিকট ছাহাবায়ে কেরামের বোজর্গী ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্তাবারাকা ওয়া তায়ালা ফরমাইয়াছেন— "মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আল্লাহ্র রছুল এবং তাঁহার সাহচর্য্যে যাঁহারা আছেন— তাঁহারা কাফেরগণের প্রতি অতি কঠিন। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে তাঁহারা অনুকম্পাশীল। (ইয়া রাছুলাল্লাহ্) আপনি তাঁহাদিগকে রুকু-ছেজ্দাহ্ করিতে দেখিতেছেন, তাঁহারা আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে তদীয় অনুগ্রহের প্রাচুর্য্য ও সন্তুষ্টি কামনা করিতেছেন। (অত্যধিক ছেজ্দা করা হেতু) তাঁহাদের মুখ-মণ্ডলে ছেজ্দার চিহ্ন আছে। তৌরাত, ইঞ্জিল কেতাবেও তাঁহাদের ঐরূপ উদাহরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা শস্যতুল্য ; প্রস্ফুটিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মস্তক উত্তোলন করে, তৎপর কাণ্ড-স্থুল হয়, তারপর স্বীয় কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয়, যদ্বারা কাফেরগণ ক্রোধান্বিত হয়। যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের সহিত ক্ষমা ও উচ্চ পারিতোষিক প্রদানের প্রতিজ্ঞা

করিয়াছেন।" এই আয়াত পাকে আল্লাহ্‌তায়ালা মানবশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর ছাহাবাগণ পরস্পর যে-পূর্ণ ভালবাসা ও অনুকম্পা রাখিতেন, তদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রশংসিত করিয়ছেন। 'রহীম'— শব্দটি রোহামা শব্দের একবচন, ইহা অনুকম্পার তাকিদ বা আধিক্যের শব্দ এবং ইহাকে আরবীতে ছেফাতে মোশাব্বাহ বলে, যাহার অর্থ— তাহাতে উক্ত গুণটি চিরস্থায়ী বর্ত্তমান থাকিবে। অতএব ছাহাবাগণের পরস্পরের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা চিরস্থায়ী। হজরত পয়গাম্বর (ছঃ) জীবিত অবস্থায় থাকিতে ও তাঁহার ওফাত শরীফের পরেও— এ দয়া ও অনুকম্পার প্রতিবন্ধক বস্তুসমূহ তাঁহাদের জন্য নিবারিত ও চিরতরে অপসারিত। সুতরাং কস্মিনকালেও তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার হিংসা-দ্বেষ ও শত্রুতার সম্ভাবনা নাই। যখন সমগ্র ছাহাবাগণ এই প্রকার পছন্দনীয় গুণে গুণান্বিত যাহা সাধারণ ও ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন "ওয়াল্‌লাজিনা"— অর্থাৎ 'যাহারা'— শব্দের দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে, তখন উক্ত ছাহাবাগণের বোজর্গ বা শীর্ষস্থানীয় যাঁহারা তাঁহাদের বিষয় কি আর বলা যাইবে ! নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে উল্লিখিত গুণসমূহ পূর্ণাঙ্গে ও অতি পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছে। এই কারণে হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে— "আমার উম্মতগণের মধ্যে আবুবকরই সকলের প্রতি অধিক অনুকম্পাশীল", এবং হজরত ফারুক (রাঃ)-এর বিষয় ফরমাইয়াছেন "আমার পরে যদি নবী হইত, তবে নিশ্চয় ওমরই নবী হইত"। অর্থাৎ নবী হওয়ার জন্য যে সকল পূর্ণতাগুণ আবশ্যক তাহা সবই হজরত ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু নবীত্ব-পদ যখন শেষ পয়গাম্বর (ছঃ)-এর নবুয়তের দ্বারা সমাপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি উক্ত পদ লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। সৃষ্ট জীবের প্রতি পূর্ণ অনুকম্পা ও অনুগ্রহ করা নবীত্বের একটি আনুসঙ্গিক অনিবার্য্য বিষয়। তদ্রূপ দয়া ও অনুকম্পার বিপরীত যে সকল অসৎগুণ, যথাঃ— হিংসা-দ্বেষ, শত্রুতা ইত্যাদি— যে সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ নবীর (ছঃ) সংসর্গে ছিলেন— তাঁহাদের প্রতি ইহা কিরূপে ধারণা করা যাইতে পারে ; যেহেতু তাঁহারা এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও এই সর্ব্বধর্ম্ম-বিনষ্টকারী ধর্ম্মের পুরোগামী। তাঁহাদের জমানা বা কালই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাল, তাঁহাদের পয়গাম্বর (ছঃ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর। অতএব যদি ইঁহারা উক্ত নিকৃষ্টগুণ সম্পন্ন হন, যাহা এই উম্মতের সর্ব্বনিকৃষ্ট ব্যক্তির মধ্যেও প্রাপ্ত হইলে তাহার লজ্জার কারণ হইবে, তবে ইঁহারা কিরূপে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ হইবেন এবং

এই উম্মত কি কারণে শ্রেষ্ঠ উম্মত হইবে ও সর্ব্বপ্রথম ঈমান আনা এবং জানমাল বা ধন-প্রাণ উৎসর্গ করার উৎকর্ষ কি আর থাকে ও জমানার শ্রেষ্ঠত্বেরই বা কি গুণ থাকে ; ও নরশ্রেষ্ঠ (ছঃ)-এর সংসর্গই বা কি উপকারে আসে ! যাহারা এই উম্মতের অলী আল্লাহ্গণের সংসর্গে থাকেন, তাহারাই যখন এই সকল অসৎ গুণ হইতে মুক্তি লাভ করেন, তখন যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রছুল (ছঃ)-এর সংসর্গে জীবন-যাপন করিলেন এবং দ্বীন-ইছলামের সাহায্যে স্বীয় জান-মাল উৎসর্গ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ অসৎ গুণসমূহ অবস্থানের সম্ভাবনা কিরূপে ধারণা করা যাইতে পারে ? অবশ্য যদি মানব-শ্রেষ্ঠ (ছঃ)-এর বুজুর্গী ও মহত্ব কাহারও দৃষ্টিগোচর না হয়— নাউযুবিল্লাহ্ (আল্লাহ্ রক্ষা করুন) তাহা হইলে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে এবং তাঁহার সংসর্গ তদীয় উম্মতের— অলীর সংস্যর্গ হইতে হীন ধারণা করিলে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। ইহা হইতে আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে রক্ষা করুন। অথচ ইহা নির্দ্ধারিত বাক্য যে, কোন অলী সেই উম্মতের সাহাবীর মর্ত্তবায় উপনীত হইতে পারে না ; তাহা হইলে তাহাদের নবীর মর্ত্তবায় কিরূপে পৌছিবে ? হজরত শেখ শিব্লী (আলায়হে রহমত) ফরমাইয়াছেন— "যে ব্যক্তি রছুল (ছঃ)-এর ছাহাবাগণের সম্মান করিল না, সে ব্যক্তি রছুল (ছঃ)-এর উপর ঈমান আনিলই না"। অনেকে ধারণা করে যে, পয়গাম্বর (ছঃ)-এর ছাহাবাগণ দুই দল ছিলেন, এক দল ছিলেন— হজরত আলী (রাজীঃ)-এর বিরোধী দল এবং অন্য দল হজরত আলী (রাঃ)-এর দলভুক্ত। এই উভয় দল পরস্পর হিংসা পোষণ করিতেন ও ইঁহাদের অনেকেই বিশেষ কারণ বশতঃ উক্ত হিংসা গুপ্ত রাখিতেন ও তাকিয়া করিতেন বা ভীত হইয়া সাবধানে চলিতেন। তাহারা আরও ধারণা করে যে— তাঁহাদের এই হিংসা-দ্বেষ প্রায় এক 'করণ' বা শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিতেছিল। অর্থাৎ যতদিন তাঁহারা জীবিত ছিল, ততদিন তাঁহাদের মধ্যে এই অসৎ গুণাবলী ছিল। এই ধারণায় হজরত আলী (রাঃ)-এর বিপক্ষ দলকে তাহারা মন্দ ও জঘন্য বলিয়া উল্লেখ করে ও তাঁহাদের প্রতি অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে। বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, এইরূপ হইলে এক পক্ষ নহে— বরং দুই পক্ষই দোষী সাব্যস্ত হয় এবং দোষণীয় গুণসমূহ উভয়ের মধ্যে থাকে। তাহা হইলে উম্মতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাঁহারা— তাঁহারা সর্ব্বনিকৃষ্ট হইয়া যায় ; বরং তাঁহারা যাবতীয় উম্মত হইতে নিকৃষ্ট হয় এবং উক্ত জমানার

উৎকর্ষও— অপকৃষ্টতায় পরিণত হয়। ইহা কি সুবিচার যে, হজরত আবুবকর ও ওমর ফারুক (রাজীঃ হুমা)কে এই ধারণায় মন্দ বলিয়া স্মরণ করা হয় এবং তাঁহাদের প্রতি অনুপযুক্ত বিষয়সমূহ আরোপ করা হয় ? অথচ হজরত ছিদ্দিক (রাজীঃ) পবিত্র কোরআনের অকাট্য বাণী অনুযায়ী— সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরহেজগার বা সৎ-সাধু। যথা— সকল মোফাচ্ছেরগণের একতাবদ্ধ মত ও ইব্‌নে আব্বাছ (রাজীঃ) এবং অন্য তফছীর কারকগণ সকলে বলিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত আয়াতটি হজরত ছিদ্দিক (রাজীঃ)-এর বিষয় অবতীর্ণ হইয়াছে— "এবং অচিরে ইহা হইতে বিরত রাখা হইবে ঐ ব্যক্তিকে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরহেজগার" ; (কোরআন)। এই "শ্রেষ্ঠ পরহেজগার" হইতে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)কে উদ্দেশ্য লইয়াছেন। অতএব আল্লাহ্ তায়ালা যে ব্যক্তিকে এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের "সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরহেজগার"— বলিয়াছেন, তাঁহাকে কাফের-ফাছেক পথভ্রষ্ট বলা যে কোন্ পর্য্যায় লইয়া যায়— তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। ঈমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাজী (রহঃ) এই আয়াত শরীফের দ্বারা হজরত ছিদ্দিক (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন— "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট অধিক পরহেজগার ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানী।" এই উম্মতের সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ঠ সম্মানী যিনি— শ্রেষ্ঠ পরহেজগার বা ধর্ম্মভীরু তিনি। পূর্ব্ববর্ত্তী আয়াত অনুযায়ী যখন হজরত ছিদ্দিক (রাজীঃ) এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ পরহেজগার, তখন তিনিই পরবর্ত্তী আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ সম্মানী বটে। এই উম্মতের পূর্ব্ববর্ত্তী ঈমামগণ যথা— হজরত ঈমাম শাফী (রাজীঃ), ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের একতাবদ্ধ মত প্রমাণ করিতেছেন যে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক ও ওমর ফারুক (রাজীঃ হুমা) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং হজরত আলী (রাজীঃ) স্বয়ং এই খলিফাদ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্বের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ঈমাম জাহাবী যিনি মোহাদ্দেছগণের শীর্ষস্থানীয় তিনি ফরমাইয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ণিত হজরত আলী (রাজীঃ)-এর বাক্যটি অশীতি ব্যক্তির অধিক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুর রাজ্জাক— যিনি শিয়া সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়, তিনি এই বর্ণনানুযায়ী উক্ত খলিফাদ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্বের নির্দ্দেশ দিয়াছেন ; তিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে, "আমি এইহেতু শায়েখায়েন বা প্রথম খলীফাদ্বয়কে শ্রেষ্ঠত্ব দিতেছি যে— তাঁহাদিগকে হজরত আলী (রাজীঃ) নিজ হইতে

শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, নতুবা আমি তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতাম না। অন্যথায় আমার ধ্বংসের জন্য এই পাপই যথেষ্ট যে, আমি হজরত আলী (রাজীঃ) কে ভালবাসি, অথচ তাঁহার বিরোধিতা করি।" সুতরাং যে ব্যক্তি হাদীছ-কোরআন এবং এজমা ও হজরত আলী (রাজীঃ)-এর স্বীকারোক্তি দ্বারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত, তাঁহাকে অপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধারণা করা কি প্রকারের ইনছাফ ও দ্বীনদারী (ধর্ম্মভীরুতা) এবং ইহাতে কি উৎকর্ষ থাকিতে পারে। কাহাকেও গালি দেওয়া যদি ভাল এবং ইবাদতে পরিগণিত হইত, তাহা হইলে কোরআন পাকের অকাট্য বাণী দ্বারা যে আবুজহল ও আবু লাহাব মলউন ও অভিশপ্ত— তাহাদিগকে গালি দেওয়া এই উম্মতের জন্য দৈনন্দিন অজিফাতুল্য হইত এবং ইহাতে অনেক ছওয়াব ও পূণ্যও লাভ হইত। অশ্লীল বাক্যের মধ্যে কি আর ভালাই থাকিতে পারে, যেহেতু তাহা জঘন্যতা ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ ; বিশেষতঃ যিনি উহার উপযোগী নহেন— তাঁহার প্রতি। অনুপযুক্ত-স্থলে কোন বস্তু প্রয়োগ করা অত্যাচার করা মাত্র। যেরূপ একবস্তু অন্য বস্তুর মধ্যে পার্থক্য আছে, তদ্রূপ স্থানের মধ্যেও ন্যূনাধিক্য আছে। আবার অত্যাচারের মধ্যেও পার্থক্য আছে।

হজরত ওসমান জিন্নুরাইন (রাজীঃ)-এর খেলাফত ছাহাবাগণের সর্ব্বসম্মতি ক্রমে হইয়াছে। তাহাতে ছাহাবায়ে কেরামের সে সময় আবাল বৃদ্ধ বনিতা— সকলেই একমত ছিলেন। এই কারণে আলেমবৃন্দ বলিয়াছেন যে, হজরত ওসমান জিন্নুরাইন (রাজীঃ)-এর খিলাফতে যেরূপ সকলে একতাবদ্ধ ছিল, অবশিষ্ট খলীফাত্রয়ের খিলাফতে তদ্রূপ ছিল না। কারণ তাঁহার খিলাফতের প্রারম্ভে কিছু মতভেদ ছিল বলিয়া সে জমানার সকলেই সাবধানতার সহিত একতাবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

জানা আবশ্যক যে, ছাহাবা কেরাম (রাজীঃ) সকলেই কোরআন হাদীছ প্রচারকারী এবং 'এজমা' বা একতাবদ্ধতা তাঁহাদের জামানায় সংঘটিত হইয়াছে ; সুতরাং যদি তাঁহাদের সকলেই বা কেহ কেহ দোষী হন এবং পথভ্রষ্ট বা ফাছেক বলিয়া অভিহিত হন ; তাহা হইলে সমস্ত দ্বীন-ইছলামের অথবা ইছলামের কিছু অংশের উপর হইতে বিশ্বাস উঠিয়া যায়। পরন্তু শ্রেষ্ঠ ও শেষ পয়গাম্বর (ছঃ)-এর আগমনের কোনই উপকারিতা থাকে না। কোরআন পাক হজরত ওসমান (রাজীঃ)

একত্রিত করিয়াছেন ; বরং হজরত ছিদ্দিক ও ওমর ফারুক (রাজীঃ হুমা)ই করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা যদি দোষী বা অবিচারী বলিয়া অভিহিত হন, তবে পবিত্র কোরআনের প্রতি কি করিয়া আর বিশ্বাস থাকে এবং দ্বীন ইছলামই বা কাহার দ্বারা দণ্ডায়মান থাকে ! ইহা যে কত দোষণীয় তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এইহেতু পয়গাম্বর (ছঃ)-এর ছাহাবাগণ সকলেই ইন্‌ছাফকারী এবং কোরআন ও হাদীছ যাহা কিছু তাঁহাদের মাধ্যমে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি সবই সত্য। হজরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালে বোজর্গ ছাহাবাগণের মধ্যে যে বিরোধ ও দ্বৈধতা ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের নফ্‌ছের আকাঙ্খা এবং সম্মান-কর্তৃত্বের লোভে ছিল না ; বরং গবেষণা ও বুঝের তারতম্যের জন্য হইয়াছিল। যদিও তাঁহাদের এক পক্ষ ভুল পথে ছিল ; ছুন্নত জামাতের আলেমগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে— উক্ত ঘটনায় হজরত আলী (রাজীঃ) সত্য পথে ছিলেন ও তাঁহার বিপক্ষ দল ভুল পথে ছিল। কিন্তু ইহা যখন ইজ্‌তেহাদ বা গবেষণার ভুল— তখন তাঁহারা দুর্নাম ও দোষারোপ হইতে পবিত্র। অবশ্য হজরত আলী (রাজীঃ) সত্যের উপর ছিলেন ও তাঁহার বিরোধীগণ ভুলের উপর ছিল ; যেরূপ ছুন্নত জামাতের আলেমগণের মত। বিরোধীগণকে দোষারোপ, অভিশপ্ত, বিতাড়িত ইত্যাদি বলা অতিরিক্ততা করা হইবে এবং ইহা অনর্থক। বরং ইহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক ; যেহেতু তাঁহারা হজরত (ছঃ)-এর ছাহাবা ছিলেন এবং কেহ কেহ বেহেশ্‌তের সুসংবাদ প্রাপ্ত ও কেহ কেহ বদ্‌রী (বদর যুদ্ধে শামিল) ছাহাবী ছিলেন, যাঁহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পরকালের আজাব হইতে পূর্ণরূপে মুক্ত। যেরূপ ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা বদ্‌রী ছাহাবীগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ফরমাইয়াছেন যে, "তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর ; নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম"। এবং তাঁহাদের অনেকেই বয়াতে রেজওয়ানে শামিল ছিলেন। যাঁহাদের জন্য হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "ইহারা কেহই দোজখী নহে"। ওলামাগণ বলিয়াছেন যে— কোরআন শরীফের বর্ণনা হইতে উদ্ধৃত হয় যে, হজরত (ছঃ)-এর ছাহাবাগণ সকলেই বেহেশ্‌তী। যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের পূর্ব্বে অর্থ ব্যয় ও যুদ্ধ করিয়াছে, সে ব্যক্তি অন্যদের সমতুল্য নহে : উহারা অতীব উচ্চ-দরজা বা পদ প্রাপ্ত— ঐ সকল ব্যক্তি হইতে যাহারা মক্কা

বিজয়ের পর অর্থ ব্যয় ও যুদ্ধ করিয়াছে"। অবশ্য সকলের জন্যই আল্লাহ্‌তায়ালা 'হুছনা' বা শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর বস্তু প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ; তোমরা কি আমল করিতেছ তাহা আল্লাহ্‌তায়ালা অবগত আছেন"। 'হুছনা'— শব্দের অর্থ বেহেশ্‌ত। অতএব যে সকল ছাহাবা মক্কা বিজয়ের পূর্ব্বে ও পরে অর্থ-ব্যয় ও যুদ্ধ করিয়াছেন, সকলের জন্য আল্লাহতায়ালা বেহেশ্‌ত প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আলেমগণ বলিয়াছেন যে— "অর্থ ব্যয় ও যুদ্ধ করা— এই দুইটি শর্ত নহে ; বরং ছাহাবাগণের বিশেষণ। অর্থাৎ হজরত (ছঃ)-এর ছাহাবাগণ সকলেই এই গুণে-গুণান্বিত। অতএব তাঁহারা সকলেই বেহেশ্‌তের ওয়াদাপ্রাপ্ত"। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত যে, যে বোজর্গগণ এইরূপ মর্ত্তবা বিশিষ্ট তাঁহাদিগকে অসৎ ও মন্দভাবে স্মরণ করা ও তাঁহাদের প্রতি অসৎ ধারণা পোষণ করা কি প্রকারের ইন্‌ছাফ ও দ্বীন-দারী ?

প্রশ্ন :— এক সম্প্রদায় বলিয়া থাকে যে, হজরত (ছঃ)-এর ছাহাবাগণের মধ্যে— তাঁহার ওফাত শরীফের পর পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধতা ছিল না ; বরং খেলাফত, সম্মান, কর্ত্তৃত্বের লোভে তাহারা সত্য পথ হইতে বিমুখ হইয়াছিল এবং হজরত আলী (রাজীঃ)-এর খেলাফত অপহরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহারা আরও ধারণা করে যে, উক্ত ছাহাবাগণ এমনভাবে ফিরিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা কুফর ও ভ্রষ্টতার সীমা পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছিল। তাহাদের ধারণায় এই প্রকারের ছাহাবীগণ বেহেশ্‌ত প্রাপ্তির ওয়াদা হইতে বঞ্চিত। কেননা সংসর্গের শ্রেষ্ঠত্ব ইছলামের শাখা-স্বরূপ ; অতএব যখন তাহাদের ইছলামের মধ্যে মতভেদ ঘটিল, তখন সংসর্গের আর কি উপকারীতা থাকিতে পারে ?

উত্তর :— মহান খলিফাত্রয়ের স্বর্গবাসী হওয়ার সু-সংবাদ ছহীহ্ মোতাওয়াতের হাদীছ বা প্রচুর বর্ণনাযুক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কুফর বা ভ্রষ্টতার ধারণা তাঁহাদের উপর হইতে নিবারিত। হজরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ও ওমর ফারুক (রাঃ) বদ্‌রী ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত— যাঁহারা ছহীহ্ হাদীছ দ্বারা বিনাশর্ত্তে সাধারণভাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত এবং ইঁহারা বায়আতে রেজওয়ানের সৌভাগ্য প্রাপ্ত ; যাঁহারা ছহীহ্ হাদীছ দ্বারা বেহশ্‌তবাসী বলিয়া প্রমাণিত। যেরূপ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। হজরত ওসমান (রাজীঃ)— বদ্‌র যুদ্ধে শামিল ছিলেন না। হজরত (ছঃ) তাঁহাকে মদীনা শরীফে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। যেহেতু হজরত (ছঃ)-এর কন্যা মাই

রোকেয়া তখন অসুস্থ ছিলেন। তাঁহার শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে রাখিতে হইয়াছিল এবং তিনি ফরমাইয়াছিলেন যে, "বদরী ছাহাবীগণ যে ফজীলত প্রাপ্ত হইবে তাহা তোমারও লাভ হইবে"। বায়আতে রেজওয়ানের মধ্যে তিনি উপস্থিত ছিলেন না ; হজরত (ছঃ) তাঁহাকে মক্কাবাসীদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার পক্ষ হইতে হজরত (ছঃ) নিজেই বয়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন— ইহা মশ্‌হুর হাদীছ। কোরআন মজিদের মধ্যেও এই বোজর্গগণের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ আছে। অতএব যে ব্যক্তি কোরআন-হাদীছ হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া অনর্থক হিংসামুলক অহঙ্কার করে, সে ব্যক্তি আলোচনার বহির্ভূত। হজরত শেখ সা'দী (রাজীঃ) ফরমাইয়াছেন—

কোরআন হাদীছ— দ্বারা প্রতিরোধ কর,
যদি নাহি পার, তবে মৌনব্রত ধর।

কি বিপদ ! যদি হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাজীঃ)-এর মধ্যে ভ্রষ্টতা ও কুফরের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে পয়গাম্বর (ছঃ)-এর এতাধিক ইন্‌ছাফকারী ছাহাবীগণ তাঁহাকে পয়গাম্বর (ছঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত করিতেন না। হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর খেলাফতকে অমান্য করিলে— সেই শ্রেষ্ঠ জমানার তেত্রিশ সহস্র ব্যক্তিকে অমান্য করা হইবে ; যাহার সামান্য জ্ঞান আছে— সে ব্যক্তি ইহা সঙ্গত মনে করিবে না। যেহেতু সে জমানার তেত্রিশ সহস্র ব্যক্তি যদি কোন অসৎ কার্য্যে একতাবদ্ধ হন এবং কোন পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে পয়গাম্বর (ছঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত করেন, তবে সে জমানার মধ্যে কি আর শ্রেষ্ঠত্ব থাকিতে পারে ? আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইন্‌ছাফ্ প্রদান করুন, যেন তাহারা দীনের বোজর্গগণের প্রতি দোষারোপ করা হইতে বিরত থাকে এবং পয়গাম্বর (ছঃ)-এর সংসর্গের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলে। হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন— "আমার ছাহাবাগণের বিষয় তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তাহাদিগকে আমার পর পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের অবলম্বন করিও না। যাহারা তাহাদিগকে ভালবাসিল, তাহারা আমার ভালবাসার জন্যই তাহাদিগকে ভালবাসিল এবং যাহারা তাহাদিগের সহিত শত্রুতা করিল, তাহারা— আমার সহিত শত্রুতার কারণেই শত্রুতা করিল"। ইহা হইতে আর অধিক কি লিখিব ! প্রকাশ্য স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর আর কি প্রকাশ করা যাইতে পারে ! হজরত ছিদ্দিক (রাজীঃ)-এর প্রশংসা পবিত্র কোরআনে পরিপূর্ণ আছে। একমাত্র ছুরা ওয়াল্‌লায়লের মধ্যেই তাঁহার

প্রশংসায় তিনটি আয়াত নাজিল হইয়াছে। অসংখ্য ছহীহ্ হাদীছ তাঁহার পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বে পরিপূর্ণ আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গাম্বর (আঃ)-গণের কেতাবসমূহেও তাঁহার গুণ ও ব্যবহার বর্ণিত আছে। বরঞ্চ যাবতীয় ছাহাবাগণের বিষয় উল্লেখ আছে। আল্লাহ্ তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "ছাহাবাগণের উদাহরণ— তওরাত ও ইঞ্জিল কেতাবেও বর্ণিত আছে"। এই রহমত প্রাপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উম্মতগণের শীর্ষের-শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তিনিই। অতএব যখন তাঁহাকে কাফের ও ভ্রষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করা হইবে— তখন আর অন্য সকলের বিষয় কি আপত্তি জ্ঞাপন করা যাইতে পারে ও কোন্ পথে আলোচনা করা যাইবে। হে আল্লাহ্ তুমি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্ত্তা ; তুমি অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয় অবগত। তোমার বান্দাগণ— যে সকল বিষয় মতভেদ করিতেছে, তুমিই তাহার সুবিচারকারী (কোরআন)।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে ও মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাঁহার প্রতি ছালাম। মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২৫ মকতুব

মোল্লা তাহেরের নিকট জেকের ও পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং নামাজের দ্বারা যে সকল উন্নতি লাভ হয়— তাহার বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। এ-পথে (আত্মীক পথে) প্রারম্ভকারী তালেবগণের জন্য জেকের না করিয়া উপায় নাই। যেহেতু জেকেরের পুনরাবৃত্তির প্রতি তাহার উন্নতি নির্ভরশীল। অবশ্য শর্ত্ত এই যে, উক্ত জেকের কামেল মোকাম্মেল পীর হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি জেকের এই শর্ত্ত সম্বলিত না হয়, তাহা হইলে হয়তো উহা আব্রার বা নেক্কারগণের দৈনন্দিন ব্রতের অন্তর্ভুক্ত হইবে— যাহার ফল ছওয়াব প্রাপ্তি ; নৈকট্য সাধন নহে, যাহা মোকার্রবগণের সহিত সম্বন্ধিত। আমি "হয়তো উহা আব্রারগণের দৈনন্দিন ব্রতের অন্তর্ভুক্ত হইবে"— এইজন্য বলিলাম যে, আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ হইলে অনেক স্থলে পীরের মধ্যস্থতা ব্যতীতও তালেবের উন্নতি

হইয়া থাকে এবং তাহার জেকের করা তাহাকে মোকার্‌রব বা নৈকট্যধারীগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেয়। বরং ইহা জায়েজ যে, জেকেরের পুনরাবৃত্তি ব্যতিরেকেও আল্লাহ্‌তায়ালা উহাকে নৈকট্যের স্তরসমূহ প্রদান করেন এবং স্বীয় অলী-আল্লাহ্‌গণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। উল্লিখিত শর্ত অধিকাংশ স্থল হিসাবে ও আল্লাহ্‌তায়ালার আত্মভাব ও হেকমত বা কৌশল অনুযায়ী বলা হইয়াছে। তৎপর যখন আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে যে সকল কার্য্য জেকেরের প্রতি নির্ভর করিত— তাহা সমাধা হইয়া যায় ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যতুল্য আকাঙ্ক্ষাসমূহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে এবং নফ্‌ছে আম্মারা— মোৎমায়েন্না হইয়া যায় ; তখন জেকেরের দ্বারা উন্নতি লাভ হয় না এবং জেকের দৈনিকের অজিফাতুল্য হইয়া যায়। তখন উন্নতির মর্ত্তবাসমূহ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি এবং দীর্ঘ-কেরআত সহ নামাজ পাঠের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বে যাহা জেকের দ্বারা লাভ হইত, এখন তাহা কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা বিশেষতঃ নামাজের মধ্যে যাহা পঠিত হয়, তদ্দারা লাভ হইয়া থাকে। ফলকথা, এখন জেকের কোরআন তেলাওয়াতের তুল্য হয়, যাহা পূর্ব্বে নেক্‌কারগণের অজিফাতুল্য ছিল ; এবং তেলাওয়াত— জেকেরের তুল্য হইয়া যায়। যাহা প্রারম্ভে ও মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় নৈকট্য প্রদানকারী ছিল। আশ্চর্য্যের কথা উক্ত জেকের যদি এখন কোরআন তেলাওয়াত হিসাবে পুনরাবৃত্তি করা যায়— অর্থাৎ উহাকে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র কালাম ও কোরআন পাকের আয়াতের নিয়মানুযায়ী 'আউজুবিল্লাহ্' সহ আরম্ভ করিয়া পাঠ করা যায়, তখন কোরআন তেলাওয়াত দ্বারা যেরূপ উন্নতি হয়— জেকেরের দ্বারাও তদ্রূপ হয়। কিন্তু যদি উল্লিখিত ভাবে জেকের আরম্ভ করা না হয়— তাহা হইলে উহা নেক্‌কারগণের আমলের অনুরূপ হয় মাত্র। প্রত্যেক আমলের স্থান এবং সময় ও মওছেম আছে। যদি উহা উক্ত মওছেমে করা হয় তাহা হইলে অতি সুন্দর ও লাবণ্যময় হয়। কিন্তু মওছেম মত না করিলে প্রায় সময় তাহা ত্রুটিপূর্ণ হয়, যদিও উহা নেক কার্য্য হউক না কেন ! নামাজে তাশাহ্‌হুদ বা আত্তাহিয়াতো পঠনকালে যদি কেহ ফাতেহা পাঠ করে, তাহা হইলে তাহা ভুল হইবে ; যদিও উহা উম্মুল কেতাব বা পবিত্র কোরআনের মাতৃতুল্য ; সুতরাং এ পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য পীরের একান্ত আবশ্যক এবং তাঁহার শিক্ষাই অতি মূল্যবান শিক্ষা। অন্যথায় মেহ্‌নত বরবাদ। জনৈক বোজর্গ বলিয়াছেন (অনুবাদ)ঃ—

যাবৎ থাকিবে তুমি— টেরক লোচন,
তাবৎ উপাস্য তব— পীর গুরুজন।
যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে তাহার প্রতি ছালাম।

২৬ মকতুব

হজরত মীর মোহাম্মদ নো'মানের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে— আল্লাহ্‌তায়ালা যেরূপ স্বয়ং অস্তিত্বধারী, তদ্রূপ তিনি স্বয়ং গুণ-অষ্টক সম্পন্ন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আল্লাহ্‌তায়ালা তদীয় অস্তিত্ব ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় পূর্ণতা যথা— 'জীবনী শক্তি১', 'জ্ঞান২', 'ক্ষমতা৩', 'শ্রবণ শক্তি৪', 'দর্শন শক্তি৫', 'ইচ্ছা শক্তি৬', 'বাক শক্তি৭' ও 'সৃষ্টি শক্তি৮'— সমূহের জন্য নিজেই যথেষ্ট। তাঁহার এই পূর্ণতাসমূহ লাভের জন্য তিনি অতিরিক্ত গুণসমূহের মুখাপেক্ষী নহেন। অবশ্য তাঁহার জাত হইতে অতিরিক্ত পূর্ণ গুণাবলীও তথায় বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তিনি যেরূপ স্বয়ং অস্তিত্বধারী, অস্তিত্বগুণ কর্ত্তৃক নহে ; তদ্রূপ তিনি স্বয়ং জীবিত, জীবনী শক্তি কর্ত্তৃক নহে যাহা তাঁহার গুণ এবং তিনি স্বয়ং জ্ঞানময়— এল্‌ম গুণ কর্ত্তৃক নহে। তিনি স্বয়ং দর্শনকারী, দৃষ্টিশক্তি দ্বারা নহে। তিনি স্বয়ং শ্রবণকারী— শ্রবন শক্তি কর্ত্তৃক নহে। তিনি স্বয়ং ক্ষমতাবান— ক্ষমতা শক্তি দ্বারা নহে। তিনি স্বয়ং ইচ্ছাময়— ইচ্ছা শক্তি কর্ত্তৃক নহে। তিনি স্বয়ং বক্তা— বাকশক্তি দ্বারা নহে। তিনি স্বয়ং স্রষ্টা— সৃষ্টিশক্তি কর্ত্তৃক নহে। অবশ্য নিখিল বিশ্বের অস্তিত্ব— তাঁহার সৃষ্টিগুণ ও অবশিষ্ট গুণসমূহ কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে— যেরূপ ইহার বিশদ বর্ণনা অচিরেই আসিতেছে। এই সৃষ্টিগুণ, ক্ষমতাগুণ হইতে পৃথক ; যেহেতু ক্ষমতার মধ্যে করা বা না করা উভয় দিক আছে, কিন্তু সৃষ্টিশক্তির মধ্যে করার দিকই নির্দ্দিষ্ট এবং ক্ষমতাশক্তি— ইচ্ছাশক্তির পুরোগামী ; কিন্তু সৃষ্টিশক্তি— ইচ্ছাশক্তির পরবর্ত্তী। এই সৃষ্টিশক্তি বান্দার— কার্য্যকালে ক্ষমতা প্রাপ্তির অনুরূপ। সত্যবাদী আলেমগণ— উহা বান্দার কার্য্যের সহিত সম্মিলিত বলিয়াছেন এবং ইহাকে ক্ষমতাগুণ হইতে তাহারা

পৃথক বলিয়া জানেন। ক্ষমতাগুণের মধ্যে কার্য্য করা বা না করা উভয় দিক সমান থাকে, ইচ্ছা শক্তি এক পক্ষকে প্রবল করে এবং অস্তিত্ব লাভ— এক পক্ষ প্রবল হওয়ার পর সৃষ্টি শক্তির সহিত সম্বন্ধিত হয়। যদি ক্ষমতাগুণ প্রমাণিত না হয়— যদ্বারা করা না করা উভয় দিক সত্য হয়— তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি করাই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এবং যদি সৃষ্টি শক্তি প্রমাণ করা না যায়, তাহা হইলে অস্তিত্ব কাহারও প্রতি নির্ভরশীল থাকে না। কারণ ক্ষমতাগুণ কর্তৃক অস্তিত্ব লাভ হয় এবং সৃষ্টিগুণ কর্তৃক অস্তিত্ব সংঘটিত হয়। অতএব তক্বীন বা সৃষ্টিগুণ প্রমাণ না করিয়া উপায় নাই। মাতুরীদি আলেমগণ ইহার প্রতি পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আশায়েরাগণ যখন বস্তু সমূহের সহিত ইহার[১] সম্বন্ধ অধিক প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন ইহাকে সম্বন্ধিত গুণসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা সত্যকে-সত্য (প্রমাণ) করেন এবং তিনিই পথ প্রদর্শন করেন।

সৃষ্টিকরণ, রেজেক প্রদান, জীবিত করণ ও মৃত্যুদান ইত্যাদি গুণসমূহকে অনাদিগুণ বলা হইতে ও বিনা আবশ্যকে অতিরিক্ত অনাদিবস্তু প্রমাণ করা হইতে উহাদিগকে তক্বীন বা সৃষ্টিগুণের প্রতি ন্যস্ত করাই ভাল। এখন প্রকট হইল যে, অস্তিত্ব প্রদান দ্বারা গুণাবলীর মাধ্যমে বস্তুসকল যে গুণসমূহ লাভ করিয়া থাকে, গুণাবলীর সাহায্য ব্যতীতই তাহা আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাতে লব্ধ ও বর্ত্তমান আছে।

আল্লাহ্তায়ালার জাত পাক কোন এক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যাবতীয়— পূর্ণতাগুণের সমষ্টি ; বরং তিনিই অবিকল উক্ত পূর্ণতাগুণ সমূহ। যেহেতু আল্লাহ্তায়ালার জাত পাকে ভাগ ও অংশ হওয়া নিবারিত। অতএব তিনি যেন সম্পূর্ণই জ্ঞানময় এবং সমূহই শ্রবণ শক্তি ও সমূহই দর্শন শক্তি। ইত্যাকার অবশিষ্ট শক্তি সমূহকেও জানিবে। ইহা সত্ত্বেও সত্যবাদী আলেমগণ— যে সপ্ত বা অষ্টগুণ সমূহের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন— তাহাও তাঁহার পবিত্র জাতে বর্ত্তমান আছে। এই পূর্ণতাগুণ সমূহ— যাহা অনাদি, তাহা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের পূর্ণতা সমূহের প্রতিবিম্ব এবং উক্ত পূর্ণতা সমূহের আবির্ভাবের স্থান ; বরং বলা যাইতে পারে যে, ইহারা উক্ত গুণ সমূহের আবরণ ও উক্ত গুপ্ত নূর— সমূহের যবনিকা স্বরূপ।

টীকাঃ— ১। সৃষ্টিগুণের।

প্রশ্ন ঃ- যাবতীয় কামালাত বা পূর্ণগুণ লাভ করিতে যখন— আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত স্বয়ং যথেষ্ট, তখন গুণাবলী প্রসারণের কি আবশ্যক ? এবং একাধিক অনাদি বস্তুর অস্তিত্ব কি কারণে প্রমাণ করা হয় ? দার্শনিক ও মোতাজেলীগণ এই কারণেই আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত প্রমাণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং একাধিক অনাদি বস্তু প্রমাণ করা হইতে বিরত হইয়া গুণাবলীর অস্তিত্ব নিবারণ করিয়াছেন।

উত্তর ঃ— আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত যদিও কামালাত লাভের জন্য যথেষ্ট, তথাপি বস্তু সমূহ সৃষ্টিকরণ ও নির্মাণার্থে অতিরিক্ত গুণসমূহ না হইলে নহে। কেননা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত— চরম-পবিত্র, নির্ম্মল ও উচ্চ এবং অত্যন্ত গৌরবান্বিত, ঐশ্বর্য্যশালী ও মহীয়ান ও বেপরওয়া (অপেক্ষা রহিত)। কাজেই বস্তুগণের সহিত তিনি পূর্ণ সম্পর্ক রহিত। "নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা জগতবাসীগণ হইতে বেপরওয়া" (কোরআন)। যুক্তি, রীতি ও স্বভাব অনুযায়ী— উপকার আদান-প্রদানার্থে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যতীত উপায় নাই। ছেফাত বা গুণাবলী তাঁহার পবিত্র জাত হইতে এক স্তর নিম্নে বলিয়া— উহা তাঁহার প্রতিচ্ছায়া তুল্য ; এইহেতু বস্তুগণের সহিত গুণাবলীর এক প্রকার সম্বন্ধও বর্ত্তমান আছে। যদি গুণাবলীর মধ্যস্থতা না হইত, তবে কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব লাভ করার ধারণা করা যাইত না ; যেহেতু আল্লাহ্তায়ালার তীক্ষ্ণ নূরের প্রখরতার সম্মুখে বস্তু সমূহ "নীস্ত নাবুদ্" বা বিলীন হওয়া ব্যতীত কোন উপায় ছিল না। যাহারা গুণাবলী প্রমাণ করে না ও বস্তু সমূহের অস্তিত্ব লাভ করা— আল্লাহ্তায়ালার নিছক পবিত্র জাতের প্রতি ন্যস্ত করে, তাহারা গভীর চিন্তাশীল নহে। প্রথম সৃষ্ট (আক্লে ফায়াল) বস্তুর কি ক্ষমতা যে ছেফাত সমূহের আবরণ ব্যতীত আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র নূরের প্রখরতার সম্মুখে বিগলিত, ক্ষরিত ও অস্তিত্ব-শূন্য না হয়।

প্রশ্নঃ— দার্শনিক ও মো'তাজেলী সম্প্রদায়— গুণাবলীর অস্তিত্ব যদিও বহির্জ্জগতে প্রমাণ করেন নাই, তথাপি এল্মের স্তরে উহার এ'তেবার বা ধারণা ও আনুমানিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন এবং এল্মের স্তরে— পবিত্র জাতের পূর্ণতাগুণসমূহ পৃথক পৃথক আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। অতএব বস্তুসমূহের সৃষ্টি, নিছক জাতের সহিত সম্বন্ধিত হইল না। যেহেতু এ'তেবার বা আনুমানিক বস্তু সমূহের মধ্যস্থতা সৃষ্টি হইল।

উত্তর ঃ— নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি বহির্জ্জগতে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বহির্জ্জগতে[১] অস্তিত্ব প্রাপ্ত। অতএব বহির্জ্জগতস্থিত হেজাব বা আবরণ ব্যতীত উপায় নাই ; তবেই সে-বস্তু সমূহের বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যস্থ হইতে সক্ষম হইবে এবং বস্তু-সমূহকে বাস্তব জগতে বিপর্য্যয় ও ধ্বংস হইতেও রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। এল্মস্থিত ধারণা ও অনুমান সমূহ বহির্জ্জগতস্থিত অস্তিত্ব সমূহের কোন কাজে আসিবে না এবং জ্ঞানজাত ব্যবধান বা এল্মস্থিত পর্দ্দা— বাস্তব অস্তিত্ব রক্ষা করিতে যথেষ্ট হইবে না। যে সকল ছূফী 'জগৎ-কে আল্লাহ্তায়ালার এল্মের মধ্যে ব্যতীত অন্যত্র অস্তিত্ববান বলিয়া জানে না, উক্ত এল্মস্থিত ধারণা সমূহ হয়তো— তাহাদের জন্য উপকারী হইতে পারে এবং উহা উক্ত এল্মস্থিত অস্তিত্ব সমূহের মধ্যস্থ হইতে পারে। কিন্তু জগৎ যে— বাস্তব স্থানে অস্তিত্ববান ; যদিও এই বাস্তব জগৎ উক্ত (আল্লাহ্তায়ালার) বাস্তব জগতের প্রতিবিম্ব এবং এই অস্তিত্ব উক্ত অস্তিত্বের ছায়া তুল্য। সুতরাং বাস্তব ব্যবধান ব্যতীত উপায় নাই ; যাহা জগতের বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যস্থ হইতে পারে। এইহেতু বাস্তব গুণাবলীর আবশ্যক, যাহারা বহির্জ্জগতে অস্তিত্ববান থাকে এবং বস্তুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করে ও পবিত্র জাতের পূর্ণতাসমূহ নিজেদের মাধ্যমে সৃষ্ট জগতের দর্পণে প্রকাশ করতঃ বিকাশ-পটে প্রস্ফুটিত করে। ছেফাতসমূহ যদিও আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের যবনিকা ও পর্দ্দা স্বরূপ ; তথাপি পবিত্র জাতের পূর্ণতাসমূহের বিকাশ প্রাপ্তি ইহাদের প্রতি নির্ভরশীল। ইহা ঐরূপ ব্যবধান যেরূপ চশ্মা বা উপনেত্রের ব্যবধান— যাহার মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি বর্ধিত হয়। এই আবির্ভাব ও বিকাশ প্রতিবিম্বজাত বিকাশ, কিন্তু উপায় কি ? আমাদের অস্তিত্বই যে— প্রতিচ্ছায়ার প্রতি নির্ভরশীল এবং আমাদের স্থায়িত্ব ব্যবধানের প্রতি ন্যস্ত। যাহা নিজস্ব— তাহা নিজ হইতে অপসারিত হয় না।

হাব্শীর কালিমা কভু যাবে না হে মন,
জন্মগত রঙ্গ— তার, নিজস্ব যখন।
আছে যাহা পরে— তার বর্ণনা কঠিন,
গোপন রাখাই তাহে— অতি সমীচীন।

বান্দা কখনও আল্লাহ্ হয় না ; কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহে তাঁহা হইতে পৃথকও

টীকাঃ— ১। চিন্তা ও ধারণার বাহিরে অস্তিত্ব প্রাপ্ত।

হয় না। "যে যাহাকে ভালবাসে— সে তাহার সঙ্গে" (হাদীছ)। যদিও সকল বস্তুর সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গতা আছে, কিন্তু এই সঙ্গতা যাহা মহব্বত বা প্রেম হইতে উদ্ভুত— তাহা অন্য বস্তু ; যে পর্য্যন্ত মহব্বত সৃষ্টি না করিবে, সে পর্য্যন্ত এই সঙ্গতার কিছুই বুঝিবে না। কিন্তু মহব্বতের মধ্যেও যখন তারতম্য আছে, তদনুযায়ী সঙ্গতার মধ্যেও তারতম্য হইয়া থাকে। এই সঙ্গতার দ্বারাই প্রতিবিম্বত্ব হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং ইহার মাধ্যমেই পূর্ণরূপে বিগলিত হওয়া বা পূর্ণ 'ফানাফিল্লাহ্' হাছিল হয় ; এই সঙ্গতার দ্বারাই (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের) দাসত্ব অপসারিত হয় এবং (আল্লাহ্‌র) বান্দা— (অন্যের দাসত্ব) মুক্ত (আল্লাহ্‌র) দাস হয়, যদিও সে বাস্তব দাস। এই সঙ্গতাই আমিত্ব অপসারিত করে ; বরং আমিত্ব নিবারণ করে এবং তাহাকে কামালিয়াত বা পূর্ণতায় উপনীত করে।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সাধারণ সঙ্গতা হিসাবে নিজেকে তাহাদের সহিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা— "এবং তিনি তোমাদের সহিত আছেন" (কোরআন)। পক্ষান্তরে বিশিষ্ট সঙ্গতার বিষয়ে হাদীছ শরীফে আসিয়াছে— "যে ব্যক্তি যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার সঙ্গে"— নির্দ্দেশানুযায়ী ভালবাসার কারণে তাহারা (প্রেমিক দাসগণ) আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে আছেন। অতএব এই দুই সঙ্গতার মধ্যে বহু প্রভেদ আছে। যেহেতু এই বিশিষ্ট সঙ্গতায় উভয় দিক হইতে সঙ্গতা বর্ত্তমান এবং সাধারণ সঙ্গতা শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার দিক হইতে হইয়া থাকে মাত্র ; অতএব উহাতে (সাধারণ সঙ্গতার মধ্যে) প্রাপ্তি সত্ত্বেও বঞ্চিত হওয়া অনিবার্য্য হয়। "আমি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি যে অতিরিক্ততা করিয়াছি, তাহার জন্য আক্ষেপ করিতেছি" (ছুরায়ে মায়েদা) ॥

নিখিল বিশ্ব যদিও আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া এবং উক্ত গুণাবলীর মাধ্যমে অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব প্রাপ্ত, তথাপি যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতকে ভালবাসে— সে ব্যক্তি উক্ত ভালবাসার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে আছে এবং তাহার মূলবস্তু ছেফাত সমূহ হইতে প্রকারবিহীন উন্নতি কর্ত্তৃক সে উর্দ্ধারোহণ করিয়া থাকে ও উক্ত মূলবস্তু অতিক্রম করিয়া মূলের-মূল বস্তুর সহিত সম্মিলিত হয়। অবশ্য উক্ত সম্মিলনও প্রকারবিহীন। যদি মূলবস্তু হইতে উন্নতি না হয়, তবে এ জগতে আসিয়া তাহার কি লাভ হইল এবং মহব্বতেরই বা কি আবশ্যক করে ?

স্বীয় মূলবস্তুর সহিত তাহার সদা-সর্ব্বদাই সম্মিলন আছে এবং প্রতিবিম্বজাত মিলন তাহার সর্ব্বাবস্থাই বর্ত্তমান। মূল কার্য্য এই যে, স্বীয় মূল বস্তুকে প্রতিবিম্বের ন্যায় সোপানতুল্য করতঃ প্রেম-ভালবাসার-পাখা কর্ত্তৃক ঊর্ধ্বারোহণ করে। এই ঊর্ধ্বারোহণ সকলের জ্ঞানে উপলব্ধি হয় না। নিজকে অতিক্রম করিয়া নিজ হইতে— ঊর্ধ্বে গমন করা জ্ঞানী ব্যক্তিগণের জ্ঞান ও চিন্তায় সঙ্কুলান হয় না। বরং ছূফীগণেরও সহস্রের মধ্যে বোধ হয় এক ব্যক্তি এই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে এবং এই রহস্য তাহার প্রতি বিকশিত হয়।

সহস্রাধিক রহস্য— আছে যে-হেথায়,
লোমাগ্র হতেও— সূক্ষ্ম জানিবে তাহায় ;
উপলব্ধি করা তাহে— অতীব দুষ্কর,
শির মুণ্ডন কর্লে[১] কি হয় কলন্দর !

প্রশ্ন ঃ— এই ছয়ের বা ভ্রমণ— আফাকী বা বহির্জ্জগতে ভ্রমণ অথবা আন্‌ফুছী বা অন্তর্জ্জগতে ভ্রমণ ?

উত্তর ঃ— ইহা আফাকীও নহে এবং আন্‌ফুছীও নহে। কেননা 'আফাক'— 'আন্‌ফোছ'-বলিতে ভিতর— বাহির বুঝায় এবং এই উল্লিখিত ব্যাপার "প্রবেশ করণ ও বহির্গমনের" বহির্ভূত। ইহা কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট— অসম্ভব ও নিষিদ্ধ। কিন্তু যখন উদ্দিষ্ট-বস্তু প্রবেশ ও বাহির হওয়া হইতে পবিত্র, তখন তাঁহার সহিত যে সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়— তাহাও প্রবেশ করণ ও বহির্গমন হইতে পবিত্র হইয়া থাকে। এই ছয়ের বা ভ্রমণের মধ্যে এতাধিক গোলযোগ ও সূক্ষ্মতা থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা এই ছয়ের করিয়া থাকেন এবং ইহার যথাযথ জ্ঞান রাখেন— তাঁহাদের নিকট দিল্লী-আগ্রার ভ্রমণতুল্য বিদিত ও পরিষ্কৃত এবং এক মঞ্জিল হইতে অন্য মঞ্জিল পৃথক পৃথক বলিয়া পরিচিত।

সতর্ক বাণী

নিখিল বিশ্ব যদিও আল্লাহ্‌তায়ালার ছেফাতসমূহের প্রতিচ্ছায়া এবং ছেফাতসমূহ— তদীয় পবিত্র জাতের প্রতিচ্ছায়া, কিন্তু এই প্রতিচ্ছায়া সমূহের মধ্যে

টীকাঃ- ১। কর্লে=করিলে (পদ্যের জন্য ব্যবহার করা হইল)।

বহু ক্রম ও স্তর আছে। ইহাদের প্রত্যেকটি উদ্দিষ্ট বস্তুর পর্দ্দা ও আবরণ-স্বরূপ। "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য আলো ও আঁধারের সত্তর হাজার পর্দ্দা আছে"— হাদীছটি শুনিয়া থাকিবেন। অতএব যে পর্য্যন্ত সমস্ত পর্দ্দা-বিদীর্ণ না হইবে, সে পর্য্যন্ত প্রতিবিম্বত্ব হইতে মুক্ত হইবে না। এস্থলে পর্দ্দা বিদরণের অর্থ-দৃশ্যতঃ বিদরণ (বাস্তবে নহে)। এই হাদীছের শেষে যে, পর্দ্দা বিদরণ হয় না বলিয়া উল্লেখ আছে— তাহার অর্থ বাস্তব হিসাবে পর্দ্দা-বিদীর্ণ হওয়া, যাহা নিষিদ্ধ ; এবং যাহা অনাদি গুণাবলী অপসারিত হওয়া অনিবার্য্য করে, যাহা অসম্ভব। কিন্তু যখন প্রকার বিহীন সঙ্গতা লাভ হয়— তখন উহাই যেন বাস্তব হিসাবে বিদীর্ণ হওয়ার তুল্য হয়। ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও যেন নাই।[১] যেহেতু তাহাদের সঙ্গতা বর্ত্তমান আছে, অতএব উক্ত ব্যবধানের আচ্ছাদন করার শক্তি নাই। "হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের জন্য নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, তুমি সর্ব্বশক্তিমান।"

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং ছাইয়্যেদুল মুরছালীন (ছঃ) ও তদীয় পবিত্র বংশধরগণের সকলের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২৭ মকতুব

মোল্লা আলী কাশ্মীরির নিকট লিখিতেছেন।

বান্দা বা দাসের উচিত যে, স্বীয় প্রভু ব্যতীত যেন তাহার অন্য কোনও উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খা না থাকে। অর্থাৎ প্রভুর ইচ্ছাই যেন— তাহার ইচ্ছা হয়। যদি এরূপ না হয়, তবে সে দাসত্বের গণ্ডীর বহির্ভূত হইয়া যাইবে ও বন্দেগীর বন্ধন হইতে পা বাহির করিয়া দিবে। যে দাস স্বীয় আকাঙ্খার বশীভূত ও বাসনা অভিলাষে উম্মত্ত, সে স্বীয় নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তির দাস বটে এবং সে শয়তান লয়ীনের উপাসনায় লিপ্ত। উল্লিখিত সৌভাগ্য বেলায়েতে খাচ্ছা[২] বা বিশিষ্ট বেলায়েত লাভের প্রতি ন্যস্ত। যাহা পূর্ণ 'ফানা'-'বাকা'-এর প্রতি নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ঃ— অনেক সময় কামেল বা পূর্ণ ব্যক্তিগণের মধ্যেও আকাঙ্খা পরিদৃষ্ট হয় ও তাঁহারাও উদ্দেশ্য লাভ হওয়ার আশা করিয়া থাকেন। পয়গাম্বর শিরোমণি—

টীকা ঃ- ১। অর্থাৎ ব্যবধান থাকিয়াও তাহার আড়াল ও প্রতিবন্ধক হইবার শক্তি নাই। যেরূপ উপনেত্র বা চশ্‌মা ইত্যাদি। ২। বেলায়েতে খাচ্চা-বেলায়েতে কোব্‌রা।

অলীকুল নৃপবর হজরত (ছঃ) শীতল— মিষ্ট খাদ্য পছন্দ করিতেন ; এবং স্বীয় উম্মতকে হেদায়েত করার লালসা ও পূর্ণ আকাঙ্খা রাখিতেন— যাহা কোরআন পাকেও বর্ণিত আছে। তাঁহাদের মধ্যে এই প্রকারের আকাঙ্খা বর্ত্তমান থাকার কারণ কি ?

উত্তর ঃ— কতিপয় আকাঙ্খার উদ্ভব সৃষ্টিগত স্বভাব হইতে হইয়া থাকে। যতদিন মানবের স্বভাব বর্ত্তমান থাকে, উক্ত আকাঙ্খা সমূহও ততদিন বর্ত্তমান থাকে। গ্রীষ্মকালে স্বভাবতঃই সকলে শীতল বস্তু কামনা করে ; এবং শীতকালে উষ্ণবস্তু আকাঙ্খা করে। এই প্রকারের আকাঙ্খা দাসত্বের প্রতিবন্ধক নহে, এবং ইহা স্বীয় নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তির আকৃষ্টতার কারণও নহে। কেননা স্বাভাবিক আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ শরীয়তের গণ্ডির বহির্ভূত ও নফ্‌ছে আম্মারার স্পৃহার বহির্গত। নফ্‌ছের আকাঙ্খা হয়তো মোবাহ্-বস্তু অতিরিক্ত গ্রহণ করা হইবে, অথবা সন্দিগ্ধ বস্তু কিংবা হারাম বস্তু গ্রহণ করা ; আবশ্যকীয় বস্তুর সহিত নফ্‌ছে আম্মারার কোনই সম্পর্ক নাই। কাজেই অন্যের আকৃষ্টতার উদ্ভব ও অসৎ কার্য্য অতিরিক্ত কার্য্য সমূহের মধ্যেই হইয়া থাকে— যদিও উহা মোবাহ্ বা বিধেয় হউক না কেন। কেননা মোবাহ্ বস্তুর অতিরিক্ততা হারামের প্রতিবেশী তুল্য। শয়তানের প্রবঞ্চনায় যদি তথা হইতে পদ উত্তোলন করে, তবে অনিচ্ছাকৃত হারামে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব আবশ্যকীয় মোবাহ্ বস্তু লইয়াই যথেষ্ট মনে করা উচিত। কেননা তথায় পদস্খলিত হইলে অতিরিক্ত মোবাহ্-বস্তুর মধ্যে যাইয়া পড়িবে। কিন্তু যদি অতিরিক্ত মোবাহ্-বস্তুর মধ্যে অবস্থান করে, তবে পদস্খলিত হইলে ও পা বাহিরে গেলে অনিবার্য্য হারামে যাইয়া পড়িবে। আবার অনেক আকাঙ্খা আছে— যাহা বাহির হইতে সমাগত ; অথচ উক্ত ব্যক্তি স্বয়ং স্পৃহা-শূন্য। উল্লিখিত বাহিরের আকাঙ্খা হয়তো রহমান বা দয়াল-প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত হয়, যাহা নেক, সৎ ও ভালোর আকাঙ্খা অন্তরে নিক্ষেপ করে। "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে প্রত্যেক মো'মেনের কল্‌বে সদুপদেশ নিক্ষেপকারী (ফেরেশ্‌তা) আছে"। অথবা উক্ত বাহিরের আকাঙ্খা শয়তান বা ইব্‌লিছের কুমন্ত্রণা হইবে, যাহা মন্দ ও শত্রুতা ইত্যাদি অন্তরে নিক্ষেপ করে। "প্রতিজ্ঞা করে এবং আশা প্রদান করে কিন্তু শয়তান প্রবঞ্চনা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রতিজ্ঞা করে না।" (কোরআন)। (এ ফকীর) দুর্গে অবস্থানকালীন, এক

দিবস ফজরের নামাজান্তে এ তরীকার রীতি অনুযায়ী আমি মৌনাবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট ছিলাম, তখন অনর্থক কতিপয় আকাঙ্খার ভীড় হইতে লাগিল এবং আমাকে বিস্বাদ করিয়া তুলিল ও খাতির-জমা বা তন্ময়তা ভঙ্গ করিল। কিছুক্ষণ পর আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে মন-নিবিষ্ট হইল ; তখন দেখিতে পাইলাম যে, উক্ত আকাঙ্খা সমূহ মেঘের মতো খণ্ড খণ্ড বাহির হইয়া যাইতেছে, এবং নিক্ষেপকারীর সহিত চলিয়া যাইতেছে ; ও গৃহ্‌শুন্য করিয়া গেল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এই আকাঙ্খা সমূহ বাহির হইতে আসিয়াছিল ; অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন নহে, যাহা দাসত্বের প্রতিবন্ধক। ফলকথা, নফ্‌ছে আম্মারা হইতে যে কোন ফাছাদ বা অপকর্ম্মের উদ্ভব হয়— তাহাই নিজস্ব ব্যাধি ও প্রাণ নাশক বিষতুল্য ও দাসত্বের মাকামের প্রতিবন্ধক। পক্ষান্তরে, যে সকল ফাছাদ বাহির হইতে সমাগত, যদিও উহা শয়তানের পক্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত হউক না কেন ; কিন্তু উহা বাহ্যিক ব্যাধি, যাহা সামান্য চিকিৎসা বা ব্যবস্থায় অন্তর্হিত হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন— "নিশ্চয় শয়তানের মকর ও প্রবঞ্চনা দুর্ব্বল"। আমাদের নফ্‌ছই— আমাদের জন্য বিপদ এবং আমাদের প্রাণের শত্রু ও আমাদের অসৎ সঙ্গী। বাহিরের শত্রু উহার সাহায্যেই আমাদের প্রতি প্রবল হয় ও উহার সহায়তায় আমাদিগকে স্থানচ্যুত করে। যাবতীয় বস্তু হইতে অধিক মূর্খ এবং নিজেই নিজের শত্রু— এই নফ্‌ছে আম্মারা। সে— সকল সময় নিজকে ধ্বংস করিতে প্রস্তুত এবং অনুকম্পাশীল প্রভুর নাফর্‌মানী ও অবাধ্যতাই তাহার আকাঙ্খা, যিনি তাহার মালিক ও নেয়্‌মত বা অনুগ্রহকারী। আবার শয়তান যে— তাহার প্রাণের শত্রু, তাহার তাবেদারী করাই উহার কামনা।

জানা আবশ্যক যে, নিজস্ব-ব্যাধি ও বাহ্যিক-ব্যাধি এবং নিজস্ব ফাছাদ বা বিপর্য্যয় ও বাহ্যিক-ফাছাদ-এর মধ্যে পার্থক্য করা অতিশয় কঠিন। এরূপ যেন না হয় যে, কোন অপূর্ণ ব্যক্তি নিজকে পূর্ণ ভাবিয়া নিজস্ব ব্যাধিকে বাহ্যিক-ব্যাধি ধারণা করে ; এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই ভয়ে উল্লিখিত রহস্য লিখিতে সাহস করি নাই এবং ইহা প্রকাশ করা ভাল মনে করিতে ছিলাম না। আমিও প্রায় সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত এই সন্দেহে ছিলাম এবং নিজস্ব— খারাবীকে বাহ্যিক— খারাবীর সহিত সম্মিলিত পাইতাম। ইদানীং আল্লাহ্‌তায়ালা হক-বাতেল বা সত্যাসত্য পৃথক করিয়া দিয়াছেন এবং নিজস্ব-ব্যাধি বাহ্যিক-ব্যাধি হইতে বিভিন্ন করিয়া দিয়াছেন। অতএব

আল্লাহ্তায়ালার জন্য ইহার কারণে, বরং যাবতীয় নেয়মতের কারণে প্রশংসা করিতেছি এবং তাঁহার অনুগ্রহ স্বীকার করিতেছি। এই রহস্য প্রকাশ করার একটি কারণ এই যে, কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি কোন কামেল ব্যক্তিকে এইরূপ বাহ্যিক আকাঙ্খাদির জন্য নাকেছ ভাবিয়া— তাহার ফয়েজ বরকত হইতে যেন মহরূম ও বঞ্চিত না থাকে। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের মধ্যে এই প্রকারের গুণ ও আকাঙ্খা লক্ষ্য করিয়া কাফেরগণ তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা বলিল যে— "কি ? মানুষ আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবে। অতএব তাহারা অস্বীকার করিল" (কোরআন)।

আপনি বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্তায়ালা আরেফ বা সাধকের আকাঙ্খা ও স্পৃহাসমূহ অপসারিত হওয়ার পর তাহাকে পুনরায় ইখ্তিয়ার বা ইচ্ছার অধিকারী করিয়া দেন" ;— ইহার বিশদ বর্ণনা আল্লাহ্ চাহে অন্যত্র করা যাইবে। এখন আর সময় সহায়তা করিল না।

যে ব্যক্তি সরল পথে গমন করে ও মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহার প্রতি ছালাম। মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি অতি উত্তম ও পূর্ণ দরূদ-ছালাম বর্ষিত হউক।

২৮ মকতুব

মোল্লা ছালেহ তুর্ক -এর নিকট মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি ছদ্কা বখ্শানোর বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। এক দিবস আমার মনে জাগিল যে, কতিপয় মৃত আত্মীয়গণের রূহের উপর কিছু ছদ্কা বখ্শাইয়া দেই। তখন আমার প্রতি প্রকাশ পাইল যে, উক্ত নিয়াত করা মাত্র সেই মৃত আত্মীয়গণের রূহ সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইল। যখন উক্ত ছদ্কা বখ্শাইয়া দিবার সময় হইল, তখন প্রথমে হজরত রছুল (ছঃ)-এর পবিত্র রূহের প্রতি নিয়াত করিলাম, যেরূপ আমার অভ্যাস ছিল। তৎপর উক্ত মৃত ব্যক্তির রূহের প্রতি নিয়াত করিয়া বখ্শাইয়া দিলাম। তখন উক্ত মাইয়াতের অসন্তুষ্টি ভাব ও

মনঃকষ্ট বুঝিতে পারিলাম। এই ঘটনা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। কিন্তু কি কারণে অসন্তুষ্ট হইল— তাহা বুঝিলাম না। অথচ এই ছদ্‌কার ফলে উক্ত মৃত ব্যক্তি প্রচুর ছওয়াব-বরকত যে প্রাপ্ত হইল, তাহাও আমি জানিতে পারিলাম ; কিন্তু তজ্জন্য তাহার মধ্যে কোনরূপ সন্তুষ্টি প্রকাশ পাইল না। এইরূপ অন্য একদিন কিছু নগদ টাকা— হজরত রছুল (ছঃ)-এর নজর করিলাম এবং তৎসঙ্গে তাঁহার অছিলায় অন্য সকল পয়গাম্বর (আঃ)-গণকে উক্ত নজরে শামিল করিলাম। ইহাতেও হজরত রছুল (ছঃ)-এর সন্তুষ্টি জানিতে পারিলাম না। এইভাবে অনেক সময় দরূদ পাঠ করিতাম এবং অন্যান্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণের রূহ পাকেও প্রেরণা করিতাম, তাহাতে হজরত (ছঃ)-এর সন্তুষ্টি বুঝিতাম না। অথচ আমি জানি যে, যদি কোন এক ব্যক্তির রূহের প্রতি ছদ্‌কা করা হয়, এবং অন্য সকল মুমিনগণকে তাহার সহিত শামিল করা হয়, তাহা হইলে সকলেই পূর্ণ ছওয়াব প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তির নিয়াত করা হইয়াছে— তাহার ছওয়াব হইতে কিছুই কম হয় না। "নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমাশীল" (কোরআন)। অতএব এইরূপ হইলে অসন্তুষ্টি হওয়ার কি আর কারণ হইতে পারে ! অনেক দিন পর্য্যন্ত মনে এই চিন্তা ছিল। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে অবশেষে প্রকাশ পাইল যে, অসন্তুষ্টি ও মনঃকষ্টের কারণ এই যে, উক্ত ছদ্‌কার মধ্যে কাহাকেও শামিল না করিয়া যদি কোন মৃত ব্যক্তির প্রতি বখ্‌শাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত মৃত ব্যক্তি নিজের পক্ষ হইতে হজরত (ছঃ)-এর খেদ্‌মত পাকে উহা উপঢৌকন স্বরূপ লইয়া যায় এবং তদ্দরুণ উক্ত মৃত ব্যক্তি অনেক ফয়েজ-বরকত লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যদি ছদ্‌কা প্রদানকারী নিজেই হজরত (ছঃ)-এর খেদ্‌মত পাকের নিয়ত করে— তবে উক্ত মৃত ব্যক্তির কি আর লাভ হইবে ? যদি অন্যকে ছদ্‌কার শামিল করা যায়, তাহা হইলে ছদ্‌কা কবুল হইবে মাত্র— উক্ত ছদ্‌কার ছওয়াব সে প্রাপ্ত হইবে এবং যদি অন্যকে শামিল করা না যায় ও ছদ্‌কা কবুল হয়, তখন উক্ত ছদ্‌কার ছওয়াবও প্রাপ্ত হইবে এবং হজরত (ছঃ)-এর খেদ্‌মত পাকে হাদিয়া করার ফয়েজ-বরকতও তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে।

এইরূপ যেকোন ব্যক্তিকে শরীক করা যায়, তাহার সহিত উক্ত প্রকারের সম্পর্ক হয়। অতএব শরীক করিলে একপ্রস্থ ছওয়াব প্রাপ্ত হয় এবং শরীক না

করিলে, সে— দুই প্রস্থ ছওয়াব পাইয়া থাকে। কেননা উক্ত মৃত ব্যক্তি নিজের পক্ষ হইতে উহা তাঁহাকে প্রদান করিয়া থাকে। ইহাও জানা গেল যে— কেহ যদি কোন বোজর্গের নিকট কোন উপঢৌকন লইয়া যায় এবং তাহাতে অন্য কাহাকেও শামিল না করে, যদিও উহা (অন্যকে শামিল করা) উক্ত বোজর্গের জন্যই হয়, কিন্তু উহা সরাসরি তাহাকে প্রদান করা ভাল অথবা অন্যকে শামিল করিয়া প্রদান করা ভাল ? অবশ্য ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কাহাকেও শরীক না করিয়া প্রদান করাই শ্রেয়ঃ। তখন উক্ত বোজর্গ নিজের পক্ষ হইতে স্বীয় ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিবেন। সুতরাং ইহাই ভাল। কিন্তু যদি উক্ত ব্যক্তি অতিরিক্ততা করিয়া অন্যকে শামিল করে, তাহা ঠিক হয় না।

হজরত (ছঃ)-এর বংশধর ও ছাহাবাগণ— তাঁহার পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় ; অতএব যদি হজরত (ছঃ)-এর তোফায়লে— উক্ত হাদীয়ার মধ্যে তাঁহাদিগকেও শামিল করা যায়, তাহা হজরত (ছঃ)-এর পছন্দনীয় হইবে। ইহা জানা কথা যে, যদি কোন মহৎ ব্যক্তির হাদীয়া বা উপঢৌকনে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তিগণকে শামীল করা হয়, তাহা হইলে— তাঁহার আদর ও সন্তুষ্টির বিপরীত হইবে। কিন্তু যদি তাঁহার দরবারের খাদেম, ভৃত্যগণকে— তাঁহারই জন্য শামিল করা হয়, তাহা হইলে তিনি তাহা পছন্দ করিবেন। কেননা খাদেমের সম্মানে তাঁহার সম্মান হয়। এখন জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তিকে একা কোন ছদ্‌কা বখ্‌শাইয়া দিলে, সে অধিক সন্তুষ্ট হয় ; অন্যকে শামিল করিলে— সন্তুষ্ট হয় না।

অবশ্য ইহা উচিত যে, যখন কেহ কোন মৃত ব্যক্তির প্রতি ছদ্‌কার নিয়াত করে, তখন প্রথমে উহার কিছু অংশ হজরত (ছঃ)-এর খেদ্‌মতপাকে নিয়াত করে, তৎপর উক্ত মৃত ব্যক্তির প্রতি ছদ্‌কা করে। কেননা হজরত (ছঃ)-এর হক বা দাবী সকলের দাবীর উর্ধ্বে ও অগ্রগণ্য এবং এইভাবে— করিলে তাঁহার তোফায়লে উক্ত ছদ্‌কা কবুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। এ ফকীর কোন কোন ছদ্‌কার— যাহা মৃত ব্যক্তিগণের নিয়াতে করা হয়, নিয়াতের গোলযোগ দেখা দিলে ইহা হইতে তাহার উত্তম কোন ব্যবস্থা প্রাপ্ত হয় না যে— উক্ত ছদ্‌কা হজরত (ছঃ)-এর প্রতি নির্দ্দিষ্ট করে ; এবং উক্ত মৃত ব্যক্তিকে তাঁহার তোফায়লে উহার মধ্যে শামিল করে। তখন আশা করা যায় যে, হজরত (ছঃ)-এর মাধ্যমে উহা কবুল হইবে। আলেমগণ বলিয়া

থাকেন যে, রেয়াকারী করিয়াও যদি হজরত (ছঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা যায়, তাহাও কবুল হয় এবং তাঁহার পবিত্র রূহে উক্ত দরূদ উপনীত হয়। যদিও দরূদ পাঠকারী উহার ছওয়াব প্রাপ্ত হয় না। কেননা আমল সমূহের ছওয়াব নিয়াত দুরস্ত করার প্রতি নির্ভরশীল এবং হজরত (ছঃ)-এর নিকট কবুল হওয়ার জন্য বাহ্না (ব্যপদেশ)ই যথেষ্ট, যেহেতু তিনি আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় ব্যক্তি।

"আপনার প্রতি আল্লাহ্তায়ালার ফজল বা অনুকম্পার প্রাচুর্য্য অত্যধিক", (কোরআন)—তাঁহার বিষয়েই নাজিল হইয়াছে। হজরত (ছঃ) ও তাঁহার বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দ পয়গাম্বর (আঃ)-গণ ও উচ্চ দরের ফেরেশ্তাবৃন্দের প্রতি কেয়ামত পর্য্যন্ত দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২৯ মকতুব

হজরত মীর মোহেব্বুল্লাহ্র নিকট লিখিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বুঝিতে না পারিয়া পবিত্র কোরআনের কতিপয় আয়াতের মধ্যে সন্দেহের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং ঐ সকল আয়াতের সমাধান করিতে অক্ষম হইয়াছিলাম। উক্ত সন্দেহ বিদূরিত করার ইহা হইতে উৎকৃষ্ট অন্য কোন ব্যবস্থা পাইলাম না যে, নিজে নিজকে বলিতাম— ইহা কোরআন পাকের আয়াত বলিয়া তুমি স্বীকার কর কি-না ? এবং ইহার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস রাখ কি-না ? যদি ঈমান না রাখ— তাহা হইলে তুমি কাফের, এবং আলোচনার বহির্ভূত। পক্ষান্তরে যদি বিশ্বাস রাখ, তবে তোমারই জ্ঞানের ত্রুটি। কোরআন পাকের শব্দ বা আয়াতের ত্রুটি নহে ; যেহেতু উহা আছমান জমিনের সৃষ্টিকর্তার বাক্য এবং তিনি তোমার জ্ঞান ও অনুভূতিরও স্রষ্টা। যখন আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে তাঁহার কালাম পাকের তত্ত্বের প্রতি ঈমান ছিল, তখন এইরূপ প্রতি-উত্তরের ফলে উক্ত সন্দেহ বিদূরিত ও বিলীন হইয়া গেল এবং ইতস্ততঃ হইতে মুক্তি লাভ করিলাম। ইদানীং আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে অবস্থার এরূপ উন্নতি হইয়াছে যে, কোরআন পাকের মধ্যে যে-স্থলে বুঝিতে না পারার জন্য উক্তরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়, সেই স্থলেই কোরআন পাকের প্রতি ঈমান বর্ধিত

হইবার কারণ হইয়া থাকে ও উহা কোরআন পাকের 'মো'জেজা'— বলিয়া মনে হয় এবং উহাকে পূর্ণ সাহিত্য-বিন্যাস বলিয়া ধারণা করি, মানব যাহা বুঝিতে অক্ষম। বুঝিতে না পারাহেতু এরূপ ঈমান হাছিল হয় যে, বুঝিতে পারিলে তদ্রূপ হয় না। কেননা বুঝিতে না পারিলে— অক্ষমতার দিকে পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু বুঝিতে পারিলে তাহা হয় না। "ছোব্‌হানাল্লাহ্" ! আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই বুঝিতে না পারা অনেককে ভ্রষ্টতার পথে লইয়া যায় এবং পবিত্র কোরআনের ও আল্লাহ্‌র বাক্যের প্রতি এন্‌কার ও অবিশ্বাসে উপনীত করে। পক্ষান্তরে এই বুঝিতে না পারা অনেকের— কোরআনের প্রতি ঈমানের পূর্ণতার কারণ হইয়া থাকে এবং তাহাকে হেদায়েত করে। "ইহার দ্বারা অনেকেই পথ প্রাপ্ত হয়, অনেকেই পথ-ভ্রষ্ট হয়" (কোরআন)।

হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্যসমূহকে সরল করিয়া দাও। ওয়াচ্ছালাম ॥

৩০ মকতুব

ছাইয়্যেদ মীর• মোহাম্মদ নো'মান (রাঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন। আত্মীক উন্নতির ও এবাদতের মর্ত্তবা সমূহে আরোহণের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য— যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং ছাইয়্যেদুল মোরছালীন (ছঃ)-এর প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

সকলের শেষে হ'ল মানব সৃজন,
তাই সে 'অপর' হয়ে র'ল অনুখন।
সে যদি এদেশ হ'তে ফিরে নাহি যায়,
তার তুল্য বঞ্চিত— কে আছে— কোথায় ?

আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে যখন, মানব স্বীয় মূলবস্তু সমূহের দিকে উন্নতি করে, যে মূল বস্তুর— সে প্রতিচ্ছায়াতুল্য, তখন উক্ত মূলবস্তু সমূহের প্রত্যেকটির মধ্যে প্রথমত উহার 'ফানা' (লয়-প্রাপ্তি) লাভ হয়, তৎপর তাহার সহিত 'বাকা' (স্থায়িত্ব) প্রাপ্ত হয়। এই 'ফানা' ও 'বাকা'র দ্বারা তাহার— 'আমি' বাক্য প্রয়োগস্থল উক্ত প্রতিবিম্ব হইতে অপসারিত হইয়া— যে মূলবস্তুর সহিত 'ফানা' ও 'বাকা' লাভ

হইয়াছে— তথায় উপনীত হয় এবং তাহার প্রতি প্রযোজ্য হয় এবং নিজেকেই উক্ত মূলবস্তু বলিয়া জানে। তৎপর আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে উক্ত মূলবস্তু হইতে যখন উন্নতি করে, তখন উহার ঊর্ধ্বে যে মূলবস্তু আছে এবং এই মূলবস্তু যাহার প্রতিবিম্ব— তাহার মধ্যে উহার 'ফানা'-'বাকা' হাছিল হয়। তখন 'আমি'— বলার স্থান প্রথম মূলবস্তু হইতে অপসারিত হইয়া দ্বিতীয় মূলবস্তুতে উপনীত হয়, ও নিজকে এই দ্বিতীয় মূলবস্তু বলিয়া প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দ্বিতীয় মূলবস্তুর সহিত তৃতীয় মূলবস্তুর সম্বন্ধ ; যদি উহা হইতে উন্নতি করে তখন 'আমি' বাক্যের প্রয়োগস্থল তৃতীয়-মূলবস্তু সাব্যস্ত হয়— দ্বিতীয় মূলবস্তু যাহার প্রতিচ্ছায়া। এইভাবে প্রত্যেক নিম্নের মূলবস্তু যাহা ঊর্ধ্বের মূলবস্তুর ছায়া-স্বরূপ তাহার সহিত সম্বন্ধিত হইতে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে উহা অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বের মূলবস্তুতে উপনীত হইলে 'আমি'— প্রয়োগের স্থান উক্ত মূলবস্তুই হইয়া থাকে ও নিজেকে ঐ মূলবস্তু বলিয়া জানে। এইভাবে যোগ্যতার তারতম্যানুযায়ী— আল্লাহ্‌তায়ালার যতদূর ইচ্ছা— সে উন্নতি করিতে থাকে। এই মূলবস্তু সমূহ এতাধিক প্রচুর ও উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও উহারা উক্ত সাধকের অংশতুল্য হইয়া যায় ও এক বিন্দুকে 'মহাসাগর' করিয়া দেয় এবং তৃণখণ্ডকে পর্ব্বততুল্য করে। এই মুলবস্তু সমূহ যখন তাহার অংশতুল্য হইয়া যায়, তখন উহাদের পূর্ণতা ও বরকত সমূহের পূর্ণ অংশ উক্ত সাধক প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার পূর্ণতার মধ্যে উক্ত পূর্ণতাসমূহ সমষ্টিভূত হয়। ইহা হইতে সাধারণ মানব ও কামেল বা পূর্ণতা প্রাপ্ত মানবের পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ পূর্ণমানব যেন মহাসাগর তুল্য এবং সর্ব্বসাধারণ যেন উক্ত সাগরের নিকৃষ্ট বিন্দুতুল্য। অতএব তাহারা তাঁহার কি পরিচয় প্রাপ্ত হইবে এবং তাঁহার পূর্ণতারই বা কি অনুমান করিতে পারিবে। জনৈক বোজর্গ সুন্দর কথা বলিয়াছেন যে, "হে আল্লাহ্ তুমি নিজের অলীগণকে কি করিয়াছে যে, যে ব্যক্তি ইঁহাদিগকে চিনিল সে তোমাকে পাইল এবং যে পর্য্যন্ত তোমাকে পাইবে না, সে পর্য্যন্ত তাহারা ইঁহাদিগকেও চিনিবে না"। পূর্ণ-মানব ও অপূর্ণ-মানবের মধ্যে আংশিক ন্যূনাধিক্য হিসাবে যেরূপ তারতম্য আছে, তদ্রূপ তাহাদের এবাদত বন্দেগী এবং নেকী ও পূণ্য সমূহের মধ্যেও তারতম্য আছে। যেরূপ কোন ব্যক্তির যদি একশত রসনা থাকে এবং প্রত্যেকটির দ্বারা সে আল্লাহ্‌তায়ালার জেকের বা স্মরণ

করিতে থাকে, তাহার সহিত যাহার মাত্র একটি রসনা আছে ও তদ্দ্বারা সে-জেকের করে, তাহার কি-আর তুলনা হইতে পারে ? ঈমান, মারেফত ইত্যাদি অপর পূর্ণগুণ সমূহকেও এইরূপ তুলনা করা উচিত।

"হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের জন্য নূর-পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি যাবতীয় বস্তুর প্রতি ক্ষমতাবান।" পূর্ব্বে ও পরে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং রছুল (ছঃ) ও তাঁহার বোজর্গ বংশধর ও সম্মানী ছাহাবাবৃন্দের প্রতি সদা-সর্ব্বদা অর্থাৎ কেয়ামত পর্য্যন্ত দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৩১ মকতুব

মোল্লা বদরুদ্দীনের নিকট আত্মীক জগত, উদাহরণিক জগত ও দৈহিক জগতের বর্ণনায় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনি লিখিয়াছেন যে, 'রূহ্' বা 'আত্মা'— দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভের পূর্ব্বে "আলমে মেছাল" বা উদাহরণিক জগতে ছিল এবং দেহ হইতে পৃথক হইবার পরেও তথায় গমন করিবে। অতএব কবরের আজাব উক্ত আলমে মেছালে হইবে। যেরূপ— কেহ স্বপ্নের মধ্যে কষ্ট পাইয়া থাকে, যাহা উক্ত আলমে মেছালে হয়। আরও লিখিয়াছেন যে, ইহার শাখা-প্রশাখা বহু আছে। আপনি যদি ইহা গ্রহণ করেন, তবে ইহার প্রতি বহু শাখা-প্রশাখা প্রবর্ত্তিত করা যাইবে।

জানিবেন যে, এইরূপ খেয়াল ও ধারণা সত্য হওয়া অতি বিরল। ইহা যেন আপনাকে অজানা পথে লইয়া না যায় অর্থাৎ বিপদগামী না করে। অতএব প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও ইহার ব্যাখ্যায় কয়েক কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। "আল্লাহ্ তায়ালা সরল পথ প্রদর্শনকারী"।

হে ভ্রাতঃ- 'মোম্‌কেন' বা সম্ভাব্য জগতকে (ছূফীগণ) তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। প্রথম— "আলমে আরওয়াহ" বা আত্মীক জগত ; দ্বিতীয়— "আলমে মেছাল" বা উদাহরণিক জগত ও তৃতীয়— "আলমে আদ্‌ছাদ" বা দৈহিক

জগত। আত্মীক জগত ও দৈহিক জগতের মধ্যে উদাহরণিক জগত মধ্যস্থতুল্য : ছূফীগণ আরও বলিয়াছেন যে, আলমে মেছাল বা উদাহরনিক জগত— অবশিষ্ট দুই জগতের অর্থ বা প্রতিপাদ্য বা বোধ্যবস্তু ও তত্বসমূহের দর্পণতুল্য। অর্থাৎ দৈহিক ও আত্মীক জগতের তত্ত্বসমূহ উক্ত উদাহরণিক জগতে সূক্ষ্ম আকৃতি হিসাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেহেতু তথায় প্রত্যেক প্রতিপাদ্য ও তত্ত্বের অনুরূপ বিভিন্ন প্রকার আকৃতি আছে। উক্ত উদাহরণিক জগত স্বভাবত আকৃতি বিশিষ্ট নহে। অন্য জগত হইতে আকৃতিসমূহ তথায় প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশ পায়। যেরূপ দর্পণ ; তাহাতে নিজস্ব কোন আকৃতি নাই, যে সকল আকৃতি তথায় দৃষ্ট হয়— তাহা বাহির হইতে সমাগত। যখন ইহা আপনি জানিতে পারিলেন, তখন জানিবেন যে, রূহ্ বা আত্মা দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভের পূর্ব্বে স্বীয় জগতে ছিল ; যাহা উক্ত আলমে মেছালের উর্দ্ধে। তৎপর দেহের সহিত সম্বন্ধ হইবার পর সে যখন অবতরণ করে, তখন ভালবাসার সম্বন্ধহেতু সে, দৈহিক জগতে অবতরণ করে। আলমে মেছালের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। দেহে আসার পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও নাই। এইমাত্র যে, কখনও আল্লাহ্তায়ালা সুযোগ সুবিধা প্রদান করিলে— সে নিজের কোন কোন অবস্থা উক্ত আলমে মেছালের দর্পণে পরিদর্শন করে এবং অবস্থার ভালমন্দ তথা হইতে জানিয়া লয়। যেরূপ স্বপ্ন— ইত্যাদির মধ্যে ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(সাধক) কখনও (পার্থিব) অনুভূতি শূন্য না হইয়াও ইহা বুঝিতে পারে। দেহ হইতে পৃথক হওয়ার পর আত্মাটি যদি উর্দ্ধজাত হয়, তবে তদ্দিকে মনোযোগী হয় বা উপরে উঠিয়া যায়, এবং যদি নিম্ন-প্রবৃত্তিধারী হয়, তবে নিম্নস্তরে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আলমে মেছালের সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক থাকে না। আলমে মেছাল বা উদাহরণিক জগতটি পরিদর্শনার্থে— অবস্থানার্থে নহে। অবস্থানের স্থান হয়তো— আলমে আরওয়াহ্ ; অথবা আলমে আদ্ছাদ। উদাহরণিক জগত এই দুই জগতের দর্পণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ; ইহা পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে। স্বপ্নে আলমে মেছালের মধ্যে যে-কষ্ট অনুভূত হয়, সে-কষ্ট স্বপ্ন দর্শক— যে শাস্তির উপযোগী হইয়াছে— তাহারই আকৃতি ও নিদর্শন মাত্র। সাবধানার্থে ইহা তাহার প্রতি প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কবরের আজাব কিন্তু এই প্রকারের নহে। উহা প্রকৃত শাস্তি ; দৃশ্যতঃ নহে। পরন্তু স্বপ্নে যে শাস্তি অনুভূত হয়, যদি তাহার কোন

সত্যতাও থাকিয়া থাকে, তথাপি উহা পার্থিব কষ্টের অনুরূপ, কিন্তু কবরের আজাব পরকালের আজাবের অনুরূপ। অতএব ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। আল্লাহ্ রক্ষা করুন, পরবর্ত্তী জগতের আজাবের সহিত পার্থিব শাস্তির কোনই তুলনা হইতে পারে না। দোজখের অগ্নিশিখার একটি সামান্য স্ফুলিঙ্গ যদি পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয় তবে সারাটি পৃথিবী পুড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কবরের আজাবকে স্বপ্নের কষ্টের মতো ধারণা করা আকৃতিক আজাব ও প্রকৃত আজাবের বিষয় না জানা হেতু হইয়া থাকে ; পার্থিব আজাবকে পারলৌকিক আজাবের পর্য্যায়ভুক্ত জানাই এই সন্দেহের কারণ বটে। কিন্তু ইহা পরিষ্কার বাতিল বা অমূলক।

প্রশ্ন ঃ— আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "আল্লাহ্তায়ালা প্রাণকে মৃত্যুর সময় অন্তর্হিত করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহার মৃত্যুকাল আসে নাই— তাহাকে নিদ্রার মধ্যে উক্তরূপ করিয়া থাকেন"। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্যুর সময়ে যেরূপ প্রাণ বিয়োগ হয়, নিদ্রার মধ্যেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। তাহা হইলে ইহার একটি আজাবকে— পার্থিব শাস্তি মনে করা ও অপরটিকে— পরকালের শাস্তি ধারণা করা কিভাবে সত্য হয় ?

উত্তর ঃ— নিদ্রার মধ্যে প্রাণ বিয়োগ হওয়া ঐরূপ, যেরূপ কোন ব্যক্তি স্বীয় আবাস ভবন হইতে শখের সহিত স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করে এবং তামাসা ও ক্রীড়ার জন্য বাহিরে যায়। যাহাতে তাহার মনে আনন্দ ও সন্তুষ্টি লাভ হয়। তৎপর সাগ্রহে ও সন্তুষ্টচিত্তে সে আবার স্বীয় গৃহে ফিরিয়া আসে। উহার ভ্রমণস্থল উক্ত আলমে মেছাল, যেথায় বিশ্বের নানা প্রকারের আশ্চর্য্যজনক বস্তু অবস্থিত। কিন্তু মৃত্যুর বিয়োগ তদ্রূপ নহে ; তথায় যেন স্বীয় আবাস ভবন ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহা চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। এইহেতু নিদ্রার বিয়োগে কোন প্রকারের কষ্ট-পরিশ্রম নাই। বরঞ্চ শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ হয়। কিন্তু মৃত্যুর বিয়োগে কষ্ট-কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে। অতএব নিদ্রিত ব্যক্তির আবাস-ভবন ইহ-জগতেই থাকে এবং তাহার সহিত যে ব্যবহার করা হয়, তাহা ইহ-জগতের তুল্যই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মৃত্যুর বিয়োগে-এই প্রিয় আবাস-ভবন ধ্বংস করার পর সে পরকালে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়া যায়। অতএব তাহার সহিত পরকালের তুল্যই ব্যবহার হইয়া থাকে। "যে মরিল তাহার কেয়ামত হইয়া গেল"— হাদীছটি শুনিয়া

থাকিবেন। সাবধান থাকিবেন যেন— ধারণাকৃত বিকাশ পাইয়া এবং উদাহরণিক জগতের আকৃতিসমূহ দেখিয়া ছুন্নত-জামাতের আলেমগণের নির্দ্ধারিত মতের বিপরীত কোনরূপ বিশ্বাস না হয়। স্বপ্ন-ইত্যাদি দ্বারা প্রবঞ্চিত হইবেন না। কেননা এই নাজাত-প্রাপ্ত দলের অনুসরণ ব্যতীত উদ্ধার সম্ভবপর নহে। মনের উৎফুল্লতা পরিহার করতঃ যদি পরকালের উদ্ধারের আশা রাখেন, তবে কায়মনোপ্রাণে এই বোজর্গগণের অনুসরণ করিবেন। সাবধান হউন ! বাহকের প্রতি বাক্য-পৌঁছানো ব্যতীত অন্য কোন দায়িত্ব নাই। আপনার বর্ণনার প্রশস্ততায় আমি সন্দেহ করিলাম যে, এইরূপ ধারণা আপনাকে উক্ত বোজর্গগণের অনুসরণ হইতে বহির্গত করতঃ স্বীয় আত্মীক বিকাশাদির অনুসরণ করাইবে। ইহা হইতে আমি আল্লাহ্‌তায়ালার আশ্রয় চাহিতেছি, এবং আমাদের নফ্‌ছের খারাবী ও কর্ম্মের অপকর্ষসমূহ হইতে রক্ষা চাহিতেছি। শয়তান আমাদের প্রবল শত্রু, সাবধান থাকিবেন যেন সরল পথ হইতে সংকীর্ণ গলির পিছনে ফেলিয়া না দেয়। বৎসর কালেরও কম হইল, আপনি দূরে আছেন। কি বিপদ ! ছুন্নতের ও আহ্‌লে ছুন্নত জামাতের অনুসরণ করার জন্য কত যে— সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইঁহাদের অনুসরণের মধ্যেই যে, উদ্ধার সীমাবদ্ধ তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সবই আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন ; এখন নিজের ধারণাকৃত বস্তুসমূহের অনুসরণ করিয়া তাহার বহু শাখা-প্রশাখা বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইদানীং সাক্ষাৎ হওয়া বিলম্ব মনে করিতেছি। সুতরাং এমনভাবে জীবন-যাপন করিবেন— যাহাতে পরকালের উদ্ধারের সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়।

হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্য সকল সরল করিয়া দাও। ওয়াচ্ছালাম ॥

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে তাহার প্রতি ছালাম।

৩২ মকতুব

মক্‌ছুদ আলীর নিকট লিখিতেছেন। মনের চিন্তাসমূহ ও আল্লাহ্‌তায়ালার মিলনের কারণ ইত্যাদির বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আপনি লিখিয়াছেন যে, কোন মুরীদ কোন এক পীরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, "মনে নানারূপ চিন্তার ভীড় হয় ; তাহার জন্য আমি অস্থির ও বিক্ষুব্ধ আছি"। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "তিনি সকল বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছেন"। যখন তাঁহার বেষ্টন সকল বস্তুর উপরে আছে, তখন উক্ত চিন্তাসমূহকেও তাঁহার মিলনের কারণ বলিয়া গণ্য করা উচিত ; বিরহের কারণ নহে। অতএব মোশাহাদাহ্ ও দর্শনের দ্বার সকল সময় উন্মুক্ত রাখা উচিত এবং 'গাফ্‌লত' বা অমনোযোগীতার গবাক্ষসমূহ আবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক"। তাঁহার এই বাক্য তাজাল্লীয়ে ছুরী বা আকৃতিক আবির্ভাব অনুযায়ী সত্য হয়— যাহা এ পথের মুখবন্ধ সমূহের একটি মুখবন্ধ। যেহেতু তদস্থলে যে-মিলন হয়, যদিও উহা প্রকৃত পক্ষে বিরহ, মিলন নহে ; কিন্তু উহা দৃশ্যতঃ মিলন হইয়া থাকে এবং যদি দর্শন লাভ হয়, যদিও উহা বাস্তবে-দূরত্ব, তথাপি বাহ্যিক আকৃতি হিসাবে হইয়া থাকে। এইরূপ আবির্ভাব এ পথের বোজর্গগণের নিকট ধর্ত্তব্য নহে। যেহেতু ইহার দ্বারা সাধকের অস্তিত্বের বিলীনতা বা ফানাফিল্লাহ্ হাছিল হয় না, এবং ইহাতে সত্যাসত্য সকলই সমতুল্য। ভারতের যোগী-ঋষি, সন্যাসী ও গ্রীসের দার্শনিকগণও এরূপ 'তাজাল্লী' বা আবির্ভাবের প্রতি হুঁশিয়ার আছেন এবং এ স্থলের এল্‌ম-মারেফত তাহারাও লাভ করিয়া থাকে। ফলকথা, সত্যবাদীগণ এই সৌভাগ্য— কল্‌বের নির্ম্মলতার মধ্য দিয়া লাভ করিয়া থাকে ; এবং বাতেল বা অসৎ-ব্যক্তিগণ নফ্‌ছের ছাফাই বা নির্ম্মলতার পথে ইহা লাভ করিয়া থাকে। কাজেই সত্যবাদীগণ পথ প্রাপ্ত হয় এবং ইহারা পথ-ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। অবশ্য উভয়ই বাহ্যিক আকৃতির আকৃষ্ট ও প্রকৃত তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত।

"আকৃতির উপাসক— গাফিল যে-জন,
তত্ত্বের সন্ধান তারা— পায় কি কখন ?
প্রিয়ার গোপন তত্ত্ব— অতি কান্তিময়,
তাহার সহিত তার— নাহি পরিচয়।"

অবশ্য সত্যবাদী যে, সে উক্ত আকৃতি হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির সম্ভাবনা রাখে।

কিন্তু যে সত্যবাদী নহে, সে আকৃতির মধ্যে নিমজ্জিত। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের ধর্ম্ম অবলম্বন ব্যতীত উক্ত আকৃতি হইতে উদ্ধার প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। পরন্তু আকৃতির আবির্ভাব এল্‌মের বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যখন অবস্থা ও প্রেরণা তাহার মধ্যে আবির্ভূত হয়, তখন উক্ত এল্‌ম সম্পূর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়া যায় এবং উক্ত আবির্ভাবের ওয়াহ্‌দাত এক দর্শনের বিকাশ হিসাবে কছ্‌রত বা একাধিক বস্তু পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু একাধিক বস্তু যে কোন প্রকারেই পরিলক্ষিত হউক না কেন, তাহাই কঠিন বিপদ। অতএব অন্তর্জগতে একাধিক বস্তু বা উহা পরিলক্ষিত হওয়ার কোন নাম-নিশানা বা চিহ্ন যেন না থাকে এবং প্রকৃত এক বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুই যেন পরিদর্শিত না হয়। তবেই 'ফানা'— যাহা এ পথের প্রথম পদক্ষেপ তাহা সংঘটিত হয়। কেননা 'ফানা'-এর অর্থ অন্তর্জগতে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যকে ভুলিয়া যাওয়া। সুতরাং একাধিক বস্তুর তথায় অবস্থানের কি আর অবকাশ থাকিতে পারে ? এবং একাধিক বস্তু দর্শনই-বা কিভাবে হইতে পারে ? দুশ্চিন্তাকে সম্মিলনের সরঞ্জাম ও দর্শনের দ্বারতুল্য যে বলিয়াছে, সে সম্মিলন ও দর্শনের অর্থ— আকৃতিক দর্শনও সম্মিলন ; যাহা প্রকৃতপক্ষে সম্মিলন নহে ; বরং বিচ্ছেদ ও দূরত্ব। এই বোজর্গগণের নিকট যে সম্মিলন মূল্যবান, তাহা 'বাকা-বিল্লাহ্‌'-এর মাকামে হাছিল হয়, যাহা 'ফানা' প্রাপ্তি ও যাবতীয় বস্তুকে বিস্মৃত হইবার পর লাভ হয়। দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হওয়া ও মনের "ওয়াছ্‌ওয়াছা" উক্ত সৌভাগ্য লাভ নিবারণকারী এবং উক্ত উচ্চ পদের প্রতিবন্ধক। ফানার মাকাম— যাহা মিলন লাভের দেউড়ী বা ফটকতুল্য, তথায় দুশ্চিন্তা এমনভাবে নিবারিত হয় যে, চেষ্টা করিয়া বস্তু সকল স্মরণ করাইয়া দিলেও যেন স্মরণ হয় না, যেহেতু সে আল্লাহ্‌ ব্যতীত সকল বস্তুকে ভুলিয়া গিয়াছে। আপনি লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যাবতীয় বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এইরূপ বাক্যের দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার বেষ্টনের কথা বর্ণিত হয় নাই। বোধ হয় ইহা অন্য কোন দেশবাসী আরবে প্রতিপালিত হইয়া— বলিয়াছে। যেহেতু আজ্‌মী ভাষায় 'আলা'— অর্থাৎ উপর শব্দের দ্বারা বেষ্টনের কথা বহু প্রচলিত আছে। কিন্তু আরবী শুদ্ধ ভাষায় 'আলা' স্থলে 'বা' ব্যবহার হয়। যেরূপ আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "ওয়া কানাল্লাহু বে কুল্লে শাইয়েন্‌ মুহীতান্‌"। অর্থাৎ— নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা সকল বস্তু বেষ্টন করিয়া আছেন। আরও বলিয়াছেন— "আলা ইন্নাহু

বেকুল্লে শায়য়েন মুহীত” অর্থাৎ— সাবধান, নিশ্চয় তিনি সর্ব্ববস্তুকে বেষ্টনকারী। আপনি উল্লিখিত বাক্যটি বাহ্যতঃ কোরআন পাকের আয়াত ধারণা করিয়া প্রমাণ স্বরূপ লিখিয়াছেন ; কিন্তু তদ্রূপ নহে। কোরআন পাকে অন্যভাবে বর্ণিত আছে, যাহা আমি লিখিলাম। আবার আপনি লিখিয়াছেন যে, ধারণা জাত ও অনুমিত একাধিক বস্তুসমূহ এরূপভাবে পরপর ভিড় করিতেছে যে, অধিকাংশ আলেম একাধিক অস্তিত্বের বিষয় ভুলে পতিত হইয়াছেন এবং সারবস্তু ছাড়িয়া তাহারা ত্বক বা ছাল লইয়া যথেষ্ট মনে করিয়াছে।

(উত্তর) ঃ- প্রচুর ও একাধিক হওয়া যদিও ধারণাকৃত, কিন্তু উহা আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষমতা ও সৃষ্টিদ্বারা যখন উৎপন্ন হয়, তখন উহা সুদৃঢ় ও মজবুত এবং ইহ-পরকালের যাবতীয় বিষয় তাহার প্রতি ন্যস্ত। বাহ্যিক গুণাগুণও তাহার উপর প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ধারণা ও চিন্তা যদি উঠিয়াও যায়, তথাপি— ইহা অপসারিত হইবার নহে। কেননা পরকালের চিরস্থায়ী আজাব বা ছওয়াব— যাহা সত্য-সংবাদদাতা হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, তাহা এই একাধিক্যের প্রতি নির্ভর করে। সুতরাং এই একাধিক্য উঠিয়া যাইবার নির্দ্দেশ প্রদান করিলে বেদ্বীন বা কাফেরগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে ইহা হইতে রক্ষা করুন। অতএব ছুফীয়ায়ে কেরাম এবং আলেমবৃন্দ উভয়েই এই একাধিক্য বর্ত্তমান থাকা ও স্থায়ী হওয়া স্বীকার করিয়া থাকেন এবং পরকালের চিরস্থায়ী কার্য্যকলাপ ইহার প্রতিই নির্ভরশীল বলিয়া জানেন। অবশ্য এই একাধিক্য ঊর্দ্ধারোহণের সময় যখন ছুফীগণের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন তাঁহারা ইহাকে অনুমিত বা ধারণাকৃত বলিয়া প্রাপ্ত হন। যদিও দৃশ্যতঃ অপসারিত হয় ; কিন্তু যখন বাস্তবে অপসারিত হয় না, তখন আলেমগণ ইহাকে মওজুদ বা অস্তিত্ববান বলিয়া জানেন। এখন উভয় দলের দ্বৈধতা কথার ব্যতিক্রমের প্রতি উপনীত হইল। বাস্তবে উভয়ের অর্থ বা উদ্দেশ্য এক। প্রত্যেকেই নিজের অনুভূতি অনুযায়ী নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ ছুফীগণ দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া দর্শনচ্যুত হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং উহাকে ধারণাকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। পক্ষান্তরে আলেমগণ উহার স্থায়ীত্ব ও বর্ত্তমান থাকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাস্তব বলিয়া হুকুম করিয়াছেন। প্রত্যেকেরই এক একটি লক্ষ্যস্থল আছে। আমি স্বীয় মকতুব— রেসালার মধ্যে ইহা বিশদ্ভাবে বর্ণনা

করিয়াছি এবং উভয়দলের দ্বন্দ্বকে কথান্তরের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছি। যদি আপনার সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে ঐসকল মকতুব দেখিয়া লইবেন। অবশ্য আলেমগণের দৃষ্টি সত্যের নিকটবর্ত্তী ; যেহেতু উহা বাস্তবের অনুরূপ এবং ছূফীগণের দৃষ্টি মত্ততা-সম্ভূত ও অবস্থার চাপে হইয়া থাকে। যথা— দিবসে তারকারাজী গুপ্ত থাকে ; কিন্তু বাস্তবে উহা বর্ত্তমান আছে এবং দৃষ্টির অগোচরে। সুতরাং তারকারাজীর— বর্ত্তমান আছে বলা, দেখিতে না পারার কারণে ; উহারা নাই-বলা হইতে সত্য। আলেমগণ একাধিক বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; তাহাদের উদ্দেশ্য শরীয়ত দণ্ডায়মান রাখা। যাহার ভিত্তি একাধিক্যের প্রতি স্থাপিত।

ছওয়াবের ওয়াদা এবং আজাবের ভীতি প্রদর্শন— যাহা শরীয়তকর্ত্তা করিয়াছেন, তাহা একাধিক বস্তু না হইলে সম্ভবপর নহে। ছূফীগণও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। অবশ্য তাহারা আড়ম্বর বা জোর করিয়া শরীয়তের সহিত ইহার একটি সামঞ্জস্য করেন। আলেমগণ যাহা বলেন— তাহাতে কোন আড়ম্বরের আবশ্যক করে না ও কোন হীলা— মক্কর আবশ্যক হয় না ; তাহার মধ্যে কোনরূপ মলিনতা ও ধুলা-বালি নাই ; (অর্থাৎ— পরিষ্কার কথা)। আলেমগণ স্বাধীন ও চিরস্থায়ী অস্তিত্ব প্রমাণ করেন না, যাহাতে সমালোচনা হইতে পারে এবং অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের সহিত সমকক্ষতা হয়। তাহারা একটি দুর্ব্বল অস্তিত্ব— যাহা অপরের নিকট হইতে গৃহীত বা ধারকৃত, তাহাই প্রমাণ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের ভুল কোথায় ? আলেমগণ— যাঁহারা দ্বীন-ইছলামের শীর্ষস্থানীয় ও মহীয়ান, তাঁহাদের ভুল ধরা— নিছক ভুল। আমরা পরবর্ত্তীগণ, দ্বীন-ইছলাম— উক্ত আলেমগণ হইতে গ্রহণ করিয়াছি এবং মাজহাব, মিল্লাত বা ধর্ম্ম ও নিয়মাবলী তাঁহাদের বরকতে পাইয়াছি। যদি তাঁহাদিগকে দোষী করা যায়, তাহা হইলে শরীয়তের উপর হইতে বিশ্বাস উঠিয়া যায়। এইহেতু পূর্ব্ববর্ত্তীগণের প্রতি দোষারোপকারীকে ভ্রষ্ট ও বেদাতী বলা হইয়া থাকে ; এবং তাঁহার গৃহীত দোষ-ত্রুটিকে দ্বীন-ইছ্‌লামের মধ্যে ভ্রষ্টকরণ ও সন্দেহে নিক্ষেপনের কারণ বলিয়া, তাহা বাতেল বা অমূলক বলিয়া হুকুম করা হয়। আপনি লিখিয়াছেন যে, তাহারা সারবস্তু পরিত্যাগ করিয়া ত্বক ও চর্ম্ম লইয়া যথেষ্ট মনে করিয়াছে। আপনি বোধ হয় আকৃতি সমূহকে সারবস্তু এবং পবিত্রতাকে ত্বক বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। কেননা

আলেমবৃন্দ পবিত্রতার প্রতি আহ্বান করিয়া থাকেন এবং আকৃতিক আবর্ভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির উদ্দিষ্টবস্তু বাহ্যিক আকৃতিসমূহ মাত্র। এখন বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, কাহারা সারবস্তু লইয়া আছে এবং কে ত্বক লইয়া, সারবস্তু হইতে বিরত আছে। "আমরা অথবা তোমরা কে সত্যের উপর আছে, অথবা প্রকাশ্য ভ্রষ্টতার উপর আছে" (কোরআন)।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে তোমার নিকট হইতে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্যসমূহ সরল করিয়া দাও। প্রারম্ভে এবং অবশেষে ছালাম।

৩৩ মক্তুব

মোল্লা শাম্‌ছ-এর নিকট লিখিতেছেন।

মোল্লা শাম্‌ছ নিশ্চিন্ত ও অটল থাকুন। আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, শায়খুল্ মাশায়েখ— শায়েখ শরফ্ উদ্দীন ইয়াহিয়া মুনিরী— তাঁহার রেছালা এর্‌শাদুছ্ ছালেকীন-এর মধ্যে লিখিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত কাফের না হইবে, সে পর্য্যন্ত মোছলমান হইবে না ; এবং যে পর্য্যন্ত স্বীয় ভ্রাতার মস্তক ছেদন করিবে না, সে পর্য্যন্ত মোছলমান হইবে না ; এবং যে পর্য্যন্ত স্বীয় মাতার সহিত সম্মিলিত হইবে না, সে-পর্য্যন্ত মোছলমান হইবে না" ; এই সকল কথার অর্থ কি ?

জানিবেন যে, এ স্থলে কুফ্‌রের অর্থ— তরীকত বা আধ্যাত্মিক পথের কুফ্‌র। যাহাকে "মর্ত্তবায়ে জমা" বা সঙ্গীভূতির স্থল বলা হইয়া থাকে ; এবং যাহা গুপ্ততার স্থান। এ স্থলে সাধক 'ইছলাম'-এর সৌন্দর্য্য ও 'কুফরের'— অপকৃষ্টতার মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে না। বরং ইছলামকে যেরূপ সে ভাল মনে করে, তদ্রূপ কুফরকেও ভাল মনে করিয়া থাকে। উভয়কে আল্লাহ্‌তায়ালার 'আল্‌হাদী'— অর্থাৎ হেদায়েতকারী নাম এবং 'আল্-মোজেল' বা ভ্রষ্টকারী নামের আবির্ভাবস্থল জানিয়া উভয় হইতে সে (আত্মীক) অংশ প্রাপ্ত হয় ও লজ্জত গ্রহণ করিতে থাকে। ইহা ঐ কুফর যাহার নির্দ্দেশ মন্‌ছুর-বিন-হাল্লাজ দিয়াছেন ; এবং তিনিও ইহার মধ্যে ছিলেন ও ইহাতেই তাঁহার ইন্‌তেকাল্ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

আল্লার-দ্বীনের প্রতি করিনু কুফ্‌র,
ইহা-যে অবশ্য ওয়াজিব— আমার উপর ;

মন্দ-কহে, এ কুফ্রে মুছলিম সবাই ;
আমার নিকট কিন্তু— কর্ত্তব্য ইহাই।

অমূলক বাক্যসমূহ, যথা— "আনাল-হক" (আমি আল্লাহ্), ছোব্হানী (আমি পবিত্র জাত) কিংবা আমার বস্ত্রের মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, ইত্যাদি। এই বাক্যসমূহ উক্ত 'জমা' মর্ত্তবার বৃক্ষেরই ফল-স্বরূপ। যাহার উৎপত্তি প্রকৃত মহ্বুব বা প্রিয় বস্তুর ভালবাসার প্রাবল্য হইতে হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রিয় বস্তু ব্যতীত অন্য সকল বস্তু, তাহার দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় ও প্রিয় ব্যতীত অন্য কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর না হয়। ইহা 'জহল' বা অজ্ঞতা এবং 'হায়রত' বা অস্থিরতার মাকাম। কিন্তু এই অজ্ঞতা ও অস্থিরতা প্রশংসনীয়। আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে যখন এই জমার মর্ত্তবা হইতে উন্নতি করে ও উপরে ছয়ের করে এবং এই অজ্ঞতার সহিত এলম বা জ্ঞান সম্মিলিত হয় ও এই অস্থিরতার সহিত পরিচয় প্রাপ্তি— সহগামী হয় এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও বিভিন্নতা লাভ হয় ও মত্ততা হইতে সংজ্ঞায় আগমন করে ; তখন প্রকৃত ইসলামের সৌভাগ্য প্রকাশ পায় ও প্রকৃত ঈমান সংঘটিত হয়। এই 'ইছলাম' ও 'ঈমান'— বিনষ্ট ও ধ্বংস হইতে সুরক্ষিত এবং কুফরের তৎপরতা হইতে নিশ্চিন্ত। দোওয়ায়ে মা'ছুরা বা প্রচলিত প্রার্থনার মধ্যে আছে— "হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট এমন ঈমান প্রার্থনা করিতেছি, যাহার পর কুফর নাই"। "ইহাই সেই ঈমান, যাহা ধ্বংস হইতে রক্ষিত"। "সাবধান ! নিশ্চয় আল্লাহ্র অলীগণের কোন ভয় নাই এবং তাঁহারা দুঃখিত হইবেন না" (কোরআন)। এইরূপ ঈমানধারীগণের অবস্থার বর্ণনা। কেননা বেলায়েত বা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য— ঈমান ব্যতীত হইতে পারে না। যদিও 'জমা'-এর মর্ত্তবায়ে বেলায়েত বা অলী নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; কিন্তু ক্ষতি ও ত্রুটি উক্ত মর্ত্তবার জন্য অনিবার্য্য। যেহেতু ঈমান এবং মারেফতের মধ্যেই পূর্ণতা হয়। কুফর এবং অজ্ঞতার মধ্যে নহে ; উহা যেকোন কুফর বা অজ্ঞতা হউক না কেন। সুতরাং উল্লিখিত শায়েখের বাক্য সত্য হইল, যথা— তিনি বলিয়াছেন, "যে-পর্য্যন্ত তরীকার কুফরের সহিত সম্মিলিত না হইবে, সে-পর্য্যন্ত প্রকৃত ইছলাম লাভ হইবে না"। আবার তিনি বলিয়াছেন যে, "স্বীয় ভ্রাতাকে যে-পর্য্যন্ত বধ্ করিবে না, সে-পর্য্যন্ত মোছলমান হইবে না"। এই ভ্রাতা হইতে তাহার হাম্জাদ বা সহজাত শয়তান অর্থ লইয়াছেন ;

যাহা সকল সময়ে তাহার সঙ্গে থাকে এবং সকল সময় তাহাকে বিনষ্টি ও মন্দের প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "কোন আদম সন্তান নাই,— যাহার সহিত একটি জ্বীন জাতি সঙ্গী নাই"। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, "ইয়া রাছুলুল্লাহ্ (ছঃ), কোন জ্বীন জাতি কি আপনার সঙ্গী আছে ?" তিনি (ছঃ) ফরমাইলেন যে, "হাঁ ; কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে উহার প্রতি প্রবল করিয়াছে ; অতএব তাহার অন্যায় হইতে আমি সুরক্ষিত"। হাদীছের 'আছ্লামু' শব্দটি প্রথম পুরুষ হিসাবে অর্থ করিলে— উল্লিখিত অর্থ হয় ; এবং তৃতীয় পুরুষ ও অতীত কাল হিসাবে অর্থ করিলে— "সে মোছলমান হইয়াছে অর্থ হইবে,"— এই দ্বিতীয় অর্থটি প্রচলিত, সর্ব্বজন বিদিত অর্থ। তৎপর উক্ত সঙ্গীকে বধ্ করার অর্থ— নিজে উহার অনুগত না হওয়া ও তাহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়া রাখা।

প্রশ্ন ঃ- মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সত্বেও উক্ত শয়তানের বাধ্য, অনুগত ও কবলিত হয় কেন ; এবং তাহার প্রবঞ্চনায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির বিপরীত কার্য্য করে কেন ?

উত্তর ঃ- শয়তান একটি বিপদ ও পরীক্ষা ; আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় বান্দাগণকে পরীক্ষা করণার্থে শয়তানকে প্রাবল্য প্রদান করিয়াছেন এবং উহাকে বান্দাগণের দৃষ্টি হইতে গোপন রাখিয়াছেন ও তাহার অবস্থা সমূহের প্রতি বান্দাগণের অবগতি প্রদান করেন নাই। কিন্তু বান্দাগণের অবস্থা— সে দেখিতে পায়, ও তাহাদের রগরেষার মধ্যে শোণিত ধারার মত প্রবাহিত হইতে পারে। এইরূপ বিপদ ও পরীক্ষার প্রবঞ্চনা ও ধোকাবাজী হইতে আল্লাহ্তায়ালার রক্ষায় ও হেফাজতে যে-রক্ষা পায়, সেই ভাগ্যবান। ইহা সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় পবিত্র কালামে শয়তানের প্রবঞ্চনাকে দুর্ব্বল বলিয়া স্মরণ করিয়াছেন ; এবং ভাগ্যবান ব্যক্তিদিগকে সাহস প্রদান করিয়াছেন। হাঁ, আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য হইলে এতাদৃশ প্রবল শয়তানও শৃগালীর ন্যায় হইয়া থাকে ; অন্যথায় ব্যাঘ্রতুল্য হয়।

ওহে প্রভু দাও মোরে— স্বীয় মনোবল,
দেখিবে সাহস মোর, কিরূপ অটল।

আপন শৃগালী বলি— ডাকিও আমায়—
দেখিবে বিক্রম মোর, মৃগেন্দ্রের[১] ন্যায়।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, শয়তান মানবের স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষার পথে প্রবেশ করে এবং তাহাকে সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহের প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করে। কাজেই নফ্‌ছে আম্মারা যাহা মানবের গৃহ-শত্রু, তাহার সাহায্যে সে— মানবের প্রতি প্রবল হয় ও তাহাকে নিজের বাধ্য করিয়া লয়। অবশ্য শয়তানের ধোকাবাজী তাহার ব্যক্তিগত হিসাবে দুর্ব্বল ; গৃহ-শত্রুর সাহায্যে সে— আপন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের— "নফ্‌ছে-আম্মারাই" আমাদের জন্য বিপদ ও আমাদের প্রাণের শত্রু। এই ইতর প্রাণী ব্যতীত জগতে কেহই নিজের শত্রু নহে। বাহিরের-শত্রু উহার সাহায্যেই নিজের কাজ সমাধা করিয়া থাকে। অতএব, প্রথমে স্বীয় 'নফ্‌ছ' বা প্রবৃত্তির মস্তক ছেদন করা উচিত ও তাহার আনুগত্য হইতে বাহির হওয়া দরকার ; এবং তাহাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা আবশ্যক। তাহা হইলে, এই জেহাদের আনুসঙ্গিক স্বীয় ভ্রাতার মস্তক ছেদন হইবে ; এবং সে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া যাইবে। মানবের নফ্‌ছই তাহার পথের প্রতিবন্ধক। উল্লিখিত ভ্রাতা আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত।

মম পরি আছে তব—
অনুকম্পা যবে,
সে দস্যুর তরে ভয়—
কেন আর তবে ?
পদে পদে— পাতে যদি
শত শত ফাঁদ,
সঙ্গী তুমি ; তাই সব—
হইবে বর্বাদ[২]।

কেননা সে সুদূর হইতে মন্দের দিকে আহ্বান করে ; এবং "ছেরাতুল্ মোস্তাকীম" বা সরল পথ হইতে— বক্র পথে লইয়া যায়। 'নফ্‌ছ'— বাধ্য হইবার পর, বাহিরের উক্ত শত্রু আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যে অতি সহজে বিদূরিত হয়। (আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন), "নিশ্চয় আমার বান্দাগণ— তাহাদের প্রতি তোমার (শয়তানের)

টীকা ঃ- ১। মৃগেন্দ্র=সিংহ। ২। বর্বাদ=বরবাদ।

কোনই প্রাবল্য বা অধিকার নাই"। ইহা ঐ বান্দাগণের জন্য সুসংবাদ, যাঁহারা নফ্ছের দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া প্রকৃত মাবুদ— আল্লাহ্তায়ালার এবাদতে লিপ্ত হইয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা তওফীক প্রদানকারী। আরও বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত স্বীয় মাতার সহিত সম্মিলিত না হইবে......... মোছলমান হইবে না"। সম্ভবতঃ মাতা হইতে তাহার আইয়ানে-ছাবেতা বা আল্লাহ্তায়ালার এল্‌মস্থিত বিশিষ্ট রূপ অর্থ লইয়াছেন, যাহার কারণে বহির্জগতে সাধকের অস্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ছূফীগণের পরিভাষায় উক্ত আইয়ানে-ছাবেতাকে— 'মা' বলিয়া প্রকাশ করা হয়। জনৈক বোজর্গ বলিয়াছেন—

তদ্বীয় পিতারে জন্ম— দিল মম মাতা,
বিশ্বাস হয় না ; ইহা আশ্চর্য্যের কথা[১]।

এই মাতা হইতে আইয়ানে-ছাবেতার অর্থ লইয়াছেন এবং মাতার পিতা অর্থ আল্লাহ্তায়ালার সেই পবিত্র 'নাম' ; আইয়ানে-ছাবেতা— যাহার ছায়া বা প্রতিবিম্ব। উক্ত এছ্‌ম যখন আইনে ছাবেতার মাধ্যমে বহির্জ্জগতে প্রকাশ পাইয়াছে, তখন উহাকে জন্ম দেওয়া বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ফলকথা, ইঁহারা 'মা' বলেন এবং আইয়ানে-ছাবেতা— অর্থ লইয়া থাকেন। এই আইনে ছাবেতাকে তাআইয়্যুনে অজুবী বা অবশ্যম্ভাবী ব্যক্তিত্বও বলা হয়। যেহেতু এই বোজর্গগণের নিকট তাআইয়্যুন বা ব্যক্তিত্ব পাঁচটি। উহাদিগকে "তানাজ্‌জোলাতে খাম্‌ছা" ও "হাজরাতে খাম্‌ছা"ও বলা হয়। তন্মধ্যে অবশ্যম্ভাবী স্তরে দুইটি তাআইয়্যুন এবং অবশিষ্ট তিনটি সম্ভাব্য স্তরে প্রমাণ করিয়া থাকেন। অবশ্যম্ভাবী স্তরে দুইটিকে 'ওয়াহ্‌দাত' ও 'ওয়াহেদিয়াত' বলা হয়। উভয়েই এল্‌মের মর্ত্তবায় অবস্থিত। এল্‌ম কর্ত্তৃক সংক্ষিপ্তি ও বিস্তৃতি হিসাবে পার্থক্য আছে মাত্র। অবশিষ্ট তিন তায়াইয়্যুন— যাহা সম্ভাব্য স্তরে অবস্থিত তাহা— "তায়াইয়্যুনে রূহী" ও "তায়াইয়্যুনে মেছালী" ও "তায়াইয়্যুনে জাছাদী"। আইনে ছাবেতা যখন ওয়াহেদিয়াতের স্তরে অবস্থিত ; তখন উক্ত তাআইয়্যুন অবশ্যম্ভাবী তাইয়্যুন বটে ; এবং যখন উক্ত সৃষ্ট ব্যক্তির—

টীকা ঃ- ১। ছোট কচি শিশু আমি—
আছিনু তখন ;
দুগ্ধ-মার কোলে মোর—
আছিল আসন।

তত্ত্ব, উক্ত আইনে-ছাবেতা— যাহা অবশ্যম্ভাবী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং এই ব্যক্তি উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ; তখন এই ব্যক্তি 'মা' বা জন্মদায়িনী, যেন অবশ্যম্ভাবী জগতের বস্তু ; যদ্বারা সে সম্ভাব্য বা সৃষ্ট জগতে প্রকাশ পাইয়াছে। মা-এর সহিত সম্মিলিত হওয়ার অর্থ এই যে, উক্ত ব্যক্তির সম্ভাব্য ব্যক্তিত্ব, তাহার ঐ অবশ্যম্ভাবী ব্যক্তিত্ব ; যাহা উহার তত্ত্ব— তাহার সহিত একত্রিত হয়।

মুম্‌কেনের গাত্র ধূলি ঝড়িবে যখন—
ওয়াজেব ব্যতীত কিছু রবেনা তখন।

অর্থাৎ তাহার সম্ভাব্য ব্যক্তিত্ব তাহার দৃষ্টি হইতে গোপন হইয়া যায় ; এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ব্যক্তিত্বের উপর তাহার— 'আনা' বা আমি-বাক্য প্রযোজ্য হয়। ইহা নহে যে, তাইয়্যুনে এম্‌কানী বাস্তবে তায়াইয়্যুনে ওয়াজুবীর সহিত একত্রিত হইয়া যায়। যেহেতু উহা অসম্ভব ও উহা বেদীনি বা অধর্ম্ম অনিবার্য্য করে। কেননা এস্থলে শুহুদ বা দর্শনের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ ; অর্থাৎ যদি ব্যক্তিত্ব অন্তর্হিত হওয়া হয়, তাহাও দর্শন হিসাবে বা দৃশ্যতঃ হয় ; অথবা যদি একত্রিত হওয়া হয়, তাহাও দৃশ্যতঃ হয়।

ইহা হয়না, উহা কিংবা ;
উহা হয়না— ইহা,
মুস্কিল আছান হইল—
বুঝি লও তাহা।

উক্ত ব্যক্তি যখন স্বীয় ব্যক্তিত্বকে অবশ্যম্ভাবী ব্যক্তিত্বের সহিত সম্মিলিত প্রাপ্ত হয়, তখন সে আশা করিতে পারে যে, সম্ভাব্য কালিমা হইতে সে মুক্তি লাভ করিবে এবং অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবায় ইছলামও আনুগত্যের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে।

জানা আবশ্যক যে, তানাজ্জুলাতে খাম্‌ছা বা "অবতরণীয়-স্তর পঞ্চক" যাহা বলা হয়, তাহা অস্তিত্বের মধ্যে নিছক ধারণাকৃত মাত্র। কাশ্‌ফ বা আত্মীক বিকাশ ও দর্শনের সহিত তাহার সম্বন্ধ রাখে মাত্র। ইহা নহে যে, উহারা বাস্তবে অবতরণ ও বিকৃতি ও পরিবর্ত্তন। "আল্লাহ্-পবিত্র, তাঁহার জাত, ছেফাত (গুণাবলী)ও এছ্‌মসমূহ সৃষ্টির পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয় না"। ছূফীগণ মত্ততা ও অবস্থার প্রাবল্য হেতু স্বীয় দর্শনের ক্রমানুযায়ী বহু কিছু বলিয়া থাকেন ; তাহা বাহ্যিকভাবে প্রযোজ্য নহে ; ভাব লইয়া অর্থ করিতে হয়। কেননা মত্তগণের কথা বাহ্যিক হিসাবে প্রয়োগ করা

অনুচিত। আল্লাহ্তায়ালা যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানধারী। আপনি যখন জনৈক বোজর্গের এই মর্ম্মান্তিক বাক্যগুলি নকল করিয়াছেন, তখন বাধ্য হইয়া ইহার সমাধানে কিছু লিখিতে হইল। নতুবা এ ফকীর এইরূপ বিপরীত অর্থবোধক বাক্যে মস্তক পরিচালিত করে না ; এবং ইহার গ্রহণ ও পরিত্যাগের বিষয়ে কিছু বলে না।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের গোনাহ্ ও কার্য্যের অতিরিক্ততা সমূহ মাফ কর এবং আমাদের পদ অটল ও সুদৃঢ় রাখ এবং কাফেরগণের প্রতি আমাদিগকে প্রাবল্য দাও। অগ্র ও পশ্চাতে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের জন্য এবং তাঁহার রছুল (ছঃ) ও তাঁহার বংশধর ও মহামান্য ছাহাবা কেরামগণের প্রতি কেয়ামত পর্য্যন্ত দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৩৪ মকতুব

মীর মোহাম্মদ আমীনের মাতার নিকট উপদেশ প্রদান করিয়া লিখিতেছেন।

যে উপদেশ করা হইবে— তাহা এই যে, প্রথমতঃ স্বীয় আকিদা-বিশ্বাস আহ্লে ছুন্নত জামা'তের আলেমগণের মতানুযায়ী দুরস্ত ও সংশোধন করিয়া লইতে হইবে ; যেহেতু তাঁহারা পরকালের উদ্ধার প্রাপ্ত সম্প্রদায়। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাদের যত্ন সফল করুন। বিশ্বাস দুরস্ত করার পর ফেকাহ্র নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমল করা কর্ত্তব্য। যাহা আদেশ করা হইয়াছে— তাহা পালন করিতেই হইবে যাহা নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা হইতে বিরত না থাকিয়া অব্যাহতি নাই। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বিনা অবহেলায়, উহার শর্ত্ত ও 'রোকন' বা আভ্যন্তরীন কার্য্যসমূহ ঠিকভাবে পালন করিয়া পাঠ করা উচিত ; এবং জাকাতের অধিকারী হইলে, জাকাত প্রদান না করিয়া নিস্তার নাই। হজরত এমাম আজম (রাঃ) মহিলাদের গহনারও জাকাত দিতে বলিয়াছেন। খেলাধুলায় সময় নষ্ট করা উচিত নহে ; এবং অনর্থক কার্য্যে মূল্যবান জীবন ব্যয় করা সমীচীন নহে। তাহা হইলে অর্থাৎ শরা-গর্হিত বা নিষিদ্ধ বিষয়ে ব্যয় হইলে যে-কিরূপ হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। গান-বাদ্যের প্রতি মনোযোগী হইবেন না ও উহার লজ্জতে মুগ্ধ হইবেন না ; উহা যে, শর্করা মণ্ডিত বিষতুল্য। পরের দুর্ণাম করা এবং চোগলখোরী বা কথা লাগানো হইতে বিরত থাকিবেন। এই দুই অপকর্ম্মের জন্য শরীয়তে অনেক ভীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। মিথ্যা বলা ও মিথ্যা

অপবাদ প্রদান হইতেও সরিয়া থাকা আবশ্যকীয় কার্য্য। এই উভয় কার্য্যকে প্রত্যেক ধর্ম্মেই হারাম বলা হয় ও ইহাদের জন্য অনেক শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। খল্‌কুল্লাহ্‌র দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা ও তাহাদের পাপ, ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করা— অত্যন্ত ভাল কার্য্য। ভৃত্য বা অধীনস্থদিগের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া-পরবশ থাকা উচিত, তাহাদের ভুল-ত্রুটি ধরা উচিত নহে। সামান্য কারণে তাহাদিগকে প্রহার করা বা গালি দেওয়া নিতান্ত ভুল। নিজের দোষ ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করা দরকার যে, প্রতি মুহূর্ত্তে আল্লাহ্‌তায়ালার সম্মুখে আমাদের কত যে— দোষ-ত্রুটি হইতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার জন্য আমাদিগকে যদি ধরাধরি করিতেন, তাহা হইলে আমাদের রেজেক বা আহার বন্ধ করিয়া দিতেন।

আকিদা দুরস্ত করা এবং ফেকাহ্‌র হুকুমাদি পালন করার পর, অবশিষ্ট সময় আল্লাহ্‌র জেকেরে লিপ্ত থাকা উচিত। আপনি যেভাবে জেকেরের পদ্ধতি শিক্ষা লইয়াছেন, তদ্রূপ কার্য্য করিতে থাকিবেন ; এবং যাহা কিছু ইহার প্রতিবন্ধক হয়, তাহাকে নিজের শত্রু ভাবিয়া তাহা হইতে সরিয়া থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

খোদার জেকের হ'তে ভাল হোক— যত,
মিষ্টান্ন হলেও করে, প্রাণ— প্রতিহত।

সাক্ষাতেও আপনাকে বলা হইয়াছে যে, শরীয়তের বিষয় যতদূর অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা যায়, ততই জেকেরের মধ্যে মনোনিবেশ অধিকভাবে হয়। কিন্তু যদি শরীয়তের বিষয় অবহেলা করা হয়, তাহা হইলে মনোযোগের লজ্জত ও আস্বাদ ধ্বংস হইয়া থাকে। অধিক আর কি লিখিব। আল্লাহ্‌তায়ালা সর্ব্বজ্ঞ।

৩৫ মকতুব

(যুবকদিগের জন্য এই মকতুব অত্যাবশ্যকীয়)

মির্জ্জা মনুচাহারের নিকট লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা ছুব্‌হানাহু— সৌভাগ্যবান্‌ বৎসকে খাতির-জমা রাখুন এবং অতীতের চিন্তা, দুঃখের সুন্দরভাবে ক্ষতিপূরণ করুন।

হে ভাগ্যবান বৎস ; যৌবনের প্রারম্ভ যেরূপ মনের আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহার সময়,

তদ্রূপ এল্‌ম ও আমল বা জ্ঞান অর্জ্জন ও পূণ্যকার্য্যের সময়। এই যৌবনের সময় কাম, ক্রোধ ইত্যাদি নফ্‌ছের রিপুসমূহের প্রাবল্য হেতু ও প্রতিবন্ধক থাকার কারণে অন্য সময় হইতে শরীয়তের প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ— চতুর্গুণ মূল্য হইয়া থাকে। কেননা যে প্রতিবন্ধক তাহাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলিতেছে, তাহাই উক্ত আমলকে যেন আকাশে তুলিতেছে। যে আমলের প্রতিবন্ধক নাই ও যাহাতে কষ্ট, পরিশ্রম নাই তাহা যেন মৃত্তিকায় নিক্ষিপ্ত বস্তু। এইহেতু মানব-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ— পয়গাম্বর (আঃ)-গণ, শ্রেষ্ঠ ফেরেশ্‌তাবৃন্দ হইতে উৎকৃষ্ট। কেননা মানবের এবাদত— প্রতিবন্ধক সম্ভূত ; এবং ফেরেশ্‌তাগণের এবাদত বাধা-বিঘ্ন রহিত। শত্রু মোকাবিলার ও প্রাবল্যের সময় সিপাহীগণ যদি সামান্য বীরত্ব দেখায়, তাহা— যখন শত্রু থাকে না, সে-সময় অনেক বীরত্ব দেখান হইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি জানেন যে, মনের আকাঙ্খা ও স্পৃহা আল্লাহ্‌তায়ালার দুশ্‌মন ও শত্রু-নফ্‌ছ ও শয়তানের পছন্দনীয় এবং শরীয়ত অনুযায়ী জ্ঞান-অর্জ্জন ও আমল করা আল্লাহ্-রহমানুর রাহীমের পছন্দনীয়, ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে যে, স্বীয় প্রভুর শত্রুকে সন্তুষ্ট রাখে এবং যিনি তাহার প্রভু ও প্রতিপালক এবং নেয়মত প্রদানকারী তাহাকে অসন্তুষ্ট করিয়া রাখে। আল্লাহ্‌তায়ালা তৌফিক (সুযোগ) প্রদানকারী।

৩৬ মকতুব

জনাব মীর মোহাম্মদ নো'মান ছাহেবের নিকট কবরের আজাবের বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আজাবে-কবর, যাহা ছহীহ্ হাদীছ এবং কোরআন পাকের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত ; তাহাতে এক সম্প্রদায় সন্দেহ পোষণ করে এবং উহা অসম্ভব বলিয়া জানে ও দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। তাহাদের সন্দেহের প্রধান কারণ দাফন বা সমাধিস্থ না করা মৃত-দেহের অনুভূতি— যাহা একভাবে ও এক প্রকারে থাকে এবং যাহা শাস্তি ও কষ্ট প্রদানের বিপরীত ; কেননা তাহার মধ্যে গতিবিধি ও চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা থাকা উচিত।

উত্তর ঃ- এই সমস্যার সমাধান এই যে, আলমে বরজখ্ বা মধ্যবর্ত্তী জগৎ—

যাহার স্থান সমাধি, তাহার জীবন পার্থিব জীবনের প্রকার সম্ভূত নহে ; যাহাতে ইচ্ছাকৃত গতিবিধি ও অনুভূতি থাকা অনিবার্য্য হয়। কেননা ইহ-জগতের শৃঙ্খলা ইহার (গতিবিধি ও অনুভূতির) প্রতি নির্ভরশীল। কিন্তু কবরের জীবনে গতিবিধির কোন আবশ্যক করে না ; বরং তথাকার জন্য ইহা নিষিদ্ধ। শুধু অনুভূতি তথাকার জন্য যথেষ্ট ; যদ্বারা কষ্ট ও শান্তি অনুভব করিতে পারে। অতএব কবরের জীবন পার্থিব জীবনের অর্ধেক এবং দেহের সহিত আত্মার সম্পর্কও পার্থিব সম্পর্কের অর্ধেক। সুতরাং ইহা সম্ভব যে, যে মৃতদেহ সমাধিস্থ হয় নাই, সে দেহেও মধ্যবর্ত্তী জগতের জীবন দ্বারা আজাব ও কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। অথচ তাহাতে কোন প্রকারের গতিবিধি না থাকে এবং তথাকার জীবন অনুযায়ী তাহার অস্থিরতা প্রকাশ না পায় ; এবং হজরত (ছঃ) কবরের আজাবের বিষয় যাহা ফরমাইয়াছেন— তাহাও যেন সত্য হয়। উপরন্তু আমি এই সন্দেহের কারণ নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিব ও বলিব যে, নবীত্বের— রীতি-নীতি, জ্ঞান ও চিন্তার— রীতি-নীতির বাহিরে। যে বিষয়গুলি অনুভব করিতে জ্ঞান অক্ষম, তাহা নবীত্বের নিয়ম দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। যদি জ্ঞানই যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালা পয়গাম্বর (আঃ)-গণকে কেন প্রেরণ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তীজগতের আজাব বা শাস্তি পয়গাম্বর প্রেরণের প্রতি নির্ভরশীল করা হইল কেন ? আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "আমরা কাহাকেও আজাব করি না, যে পর্য্যন্ত (তথায়) রছুল প্রেরণ না করি"। জ্ঞান যদিও প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি তাহা প্রমাণ হওয়ার বিষয়ে পূর্ণ নহে। পয়গাম্বর প্রেরণ করার পর— প্রমাণ পূর্ণ হইয়াছে ; এবং দায়ীত্বধারীদের আপত্তির মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "রছুল (আঃ)-গণ সু-সংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী। মানুষের উপর যেন রছুল (আঃ)-গণ আগমনের পর কোন কিছু বলিবার না থাকে এবং আল্লাহ্তায়ালা পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী"। অনেক বিষয়ে যখন জ্ঞানের ত্রুটি প্রমাণিত হইয়াছে, তখন সকল বিষয়কে জ্ঞানের তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা উচিত নহে। শরার বিষয় সমূহ জ্ঞানের অনুরূপ হওয়া অনিবার্য্য হইলে, জ্ঞানকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলিতে হয়, নবুয়তের রীতি-নীতিকে অস্বীকার করিতে হয়। ইহা হইতে আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে রক্ষা করুন।

অতএব প্রথমতঃ রছুল (ছঃ)-গণের প্রতি ঈমান আনিতে হইবে ও তাঁহার নবীত্বকে বিশ্বাস করিতে হইবে ; তবেই তাঁহার যাবতীয় আদেশাদিকে সত্য বলিয়া

মান্য করা হইবে ও তাহার মাধ্যমে যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের কালিমা, তমোরাশি হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে। মূলবস্তু জানিয়া লওয়া উচিত, তবেই তাহার মাধ্যমে তাহার শাখা-প্রশাখাগুলি বিনা চেষ্টায় ও সহজে জানা যাইবে। মূলবস্তু না জানিয়া শাখা-প্রশাখা জানিবার চেষ্টা করা অতীব দুষ্কর। এই বিশ্বাসে উপনীত হওয়া ও মনের শান্তি অর্জ্জন করার সহজ ও নিকটবর্ত্তী পন্থা— আল্লাহ্তায়ালার জেকের বা স্মরণ করা। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "সাবধান আল্লাহ্র জেকের দ্বারাই 'কল্ব'-সমূহ শান্তি লাভ করে। যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎ কার্য্য করিয়াছে, তাহাদের জন্য সুসংবাদ এবং তাহাদের শেষফল মঙ্গলময় ও সুন্দর হইবে"। চিন্তা-জ্ঞানের মাধ্যমে এই উচ্চ মতলবে উপনীত হওয়া সুদূর পরাহত।

কাষ্ঠক নির্ম্মিত যথা— প্রমাণের 'পদ',
কাষ্ঠক কঠিন বটে, চলিতে— বিপদ।

জানা আবশ্যক যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণকারীগণ তাঁহাদের নবীত্ব-প্রমাণ করা ও রছুল হওয়া বিশ্বাস করার পর দলিল বা প্রমাণ-প্রদানকারী হইয়া থাকেন। প্রমাণ-প্রদানকারীগণের অনুসরণ করাই— তাহার জন্য দলিল। যেরূপ কোন ব্যক্তি মূলবস্তু প্রমাণ করে ; তৎপর তাহার শাখা-প্রশাখাগুলি— উক্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অর্থাৎ মূলবস্তু প্রমাণিত হইলে, তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় বস্তুর প্রমাণ হইয়া যায়।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য যিনি আমাদিগকে ইহার (ঈমানের) প্রতি পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যদি পথ না দেখাইতেন, তাহা হইলে আমরা পথ পাইতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রছুল (আঃ)-গণ সত্য লইয়াই আগমন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে তাহার প্রতি ছালাম।

৩৭ মকতুব

মাওলানা মোহাম্মদ তাহের বদখ্শীর নিকট লিখিতেছেন।

সকল সময় ও সর্ব্বাবস্থায় আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের জন্যই সর্ব্ব-প্রকারের প্রশংসা। নানা প্রকারের বিক্ষিপ্ত সংবাদে মনঃক্ষুন্ন ও বিচলিত হইবেন না। যেহেতু সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর আল্লাহ্ জাল্লাশানুহ্ হইতে— যাহা কিছুই সৃষ্টি হয়, তাহা সবই

সুন্দর। যদিও উহা দৃশ্যতঃ ক্রোধ বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু বস্তুতঃ উহা সুন্দর ও অনুগ্রহ। এ কথা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিবেন না। ইহা মৌখিক কথা নহে ; বরঞ্চ ইহা সম্পূর্ণই বাস্তব এবং সারকথা ; এ সকল কথা বলা ও লিখার দ্বারা ঠিক হয় না। আল্লাহ্তায়ালা যদি ইহ-জগতে সাক্ষাৎ করান, তাহা হইলে ভাল ; অন্যথায় পরকাল নিকটবর্ত্তী। "যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার সঙ্গে"। হাদীছটি তাহাদের জন্য সুসংবাদ ও বিরহীদিগের জন্য শান্তনাপ্রদ। আপনি যে পত্র দরবেশ মোহাম্মদ আলী কাশ্মীরির দ্বারা পাঠাইয়াছেন— তাহা পাইয়াছি এবং যাহা লিখিয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম। সময় যতটুকু সংকুলান হইল, তদানুযায়ী উত্তর দিলাম।

সন্তান-সন্ততি ও বন্ধুগণ নিশ্চিন্ত থাকুন ও স্বীয় গৃহে অবস্থান করুন ; এবং আল্লাহ্তায়ালার কাজা বা নির্দ্ধারণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

৩৮ মকতুব

মোল্লা ইব্রাহীমের নিকট তাহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন। রিক্ত-হস্তগণের মর্ত্তবার বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

জানা আবশ্যক যে, হজরত (ছঃ)-এর হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, "এই উম্মত দ্বিসপ্ততি (৭২) দলে বিভক্ত হইবে" ; "তাহাদের একদল ব্যতীত সকলেই দোজখে[১] প্রবিষ্ট হইবে এবং অগ্নিকুণ্ডে তাহারা শাস্তির মধ্যে অবস্থান করিবে"। ইহার অর্থ নরকে চিরস্থায়ী অবস্থান করা ও অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করা— নহে। যেহেতু উহা ঈমানের বিপরীত ; এবং উহা কাফেরদিগের জন্য বিশিষ্ট। ফলকথা, যখন

টীকা ঃ- ১। ৭২ ফেরকার মধ্যে এক ফেরকা ব্যতীত=ইহা সংশয় পূর্ণ বাক্য— হয়ত নকল নবীশের নকলের মধ্যে— ব্যতিক্রম হইতে পারে। কেননা এই মুদ্রণ সে সময়ের মুদ্রণ নহে। কেননা মেশকাত শরীফের রেওয়ায়েতে পাওয়া যাইতেছে যে, হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন বনী ইছ্রাইলগণ ৭২ মতবাদে বিভক্ত হইয়াছিল— এবং আমার উম্মত ৭৩ মতবাদে বিভক্ত হইবে, একদল ব্যতীত সকলেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হইবে। ছাহাবাগণ বলিলেন— ইয়া রাছুলুল্লাহ্ তাহারা কোন দল— তদুত্তরে রাছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছিলেন— আমি এবং আমার ছাহাবাগণ যাহার (যে মতবাদের) উপর আছে"। পরন্তু আহ্মাদ ও আবু দাউদে হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে— ইঁহাদের ৭২ দল অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হইবে এবং একদল— বেহেস্তে প্রবেশ করিবে উঁহারাই জামায়াত বা ছুন্নাত্ জামায়াত্। এই সকল রেওয়ায়েত হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, হয়ত ইহা নকল নবীশের প্রমাদ বশতঃ হইয়া থাকিবে। ইহাও হইতে পারে যে— হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-এর নিকট ইহার পোষকতায় কোন ছহীহ্ রেওয়ায়েত ছিল যাহা আমরা অবগত নহি।

তাহাদের অসৎ-বিশ্বাস দোজখে প্রবেশ করার কারণ তখন নিশ্চয় সকলেই দোজখে প্রবেশ করিবে এবং স্বীয় অসৎ-বিশ্বাসের তারতম্যানুযায়ী শাস্তি ভোগ করিবে। কিন্তু ইহাদের একদল উদ্ধার পাইবে। যেহেতু তাহাদের বিশ্বাসই দোজখ হইতে উদ্ধার প্রদানকারী ও মুক্তিপ্রদ। এই মাত্র যে, ইহাদের কেহ যদি এরূপ অসৎ-আমল বা কার্য্য করে ; যাহা তওবা ও শাফায়াত দ্বারা মাফ না হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে পারে যে, উক্ত পাপ-অনুযায়ী দোজখের শাস্তি ভোগ করে বা দোজখে দাখিল হয়। কিন্তু অপর দলসমূহের সকলেই দোজখে প্রবেশ করিবে। অবশ্য চিরস্থায়ী থাকিবে না। আবার এই উদ্ধার-প্রাপ্ত দলের মধ্যেও কেহ কেহ অসৎ-কার্য্যের জন্য দোজখে দাখিল হইতে পারে। "তাঁহাদের সকলেই"— বাক্যটির মধ্যে যে, এ কথার ইঙ্গিত বর্ত্তমান আছে ; তাহা অবিদিত নহে। এই অবশিষ্ট বেদাতী দলসমূহ যখন— "আহ্‌লে-কেব্‌লা" অর্থাৎ— কা'বা মুখে নামাজ পাঠকারী, তখন ইহাদিগকে কাফের বলার দুঃসাহস করা উচিত নহে। কিন্তু যদি ইহারা দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়কে এন্‌কার করে, অথবা শরীয়তের প্রকাশ্য হুকুম সমূহ রদ্‌ বা বাতিল করে এবং দ্বীন-ইছলামের জরুরী বিষয়— যাহা জানা গিয়াছে, তাহা গ্রহণ না করে ; তাহা হইলে কাফের বলা যাইতে পারে। আলেমগণ বলিয়াছেন, যদি নব-নবতী প্রকার অর্থ লইলে সে— কাফের হয় এবং এক প্রকার অর্থে কাফের হয় না ; তখন ঐ এক প্রকার অর্থ লইতে হইবে এবং তাহাকে কাফের বলিয়া হুকুম প্রদান করা চলিবে না। আল্লাহ্‌তায়ালা সর্ব্বজ্ঞ এবং তাঁহার কলেমা অতিশয় সুদৃঢ়।

আরও জানা উচিত যে, উম্মতের ফকীরগণ, বিত্তশালী— ধনীগণের অর্ধদিবস পূর্ব্বে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবেন ; যাহার পরিমাণ পার্থিব পাঁচশত বৎসর। কেননা একদিন— আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট একসহস্র বৎসর। যথা— আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "এবং নিশ্চয় একটি দিবস, তোমার প্রভুর নিকট এক সহস্র বৎসর— যেভাবে তোমরা গণনা করিয়া থাক" ; — ইহার প্রমাণ স্বরূপ। অবশ্য সে সময়ের পরিমাণ আল্লাহ্‌তায়ালার এল্‌মের প্রতি ন্যস্ত থাকিবে। কেননা তখন দিবস, রাত্রি, মাস, বৎসর— যাহা আমরা বুঝি ; তাহা কিছুই বর্ত্তমান থাকিবে না। এ স্থলে রিক্ত বা ফকীরের অর্থ ছবুর বা ধৈর্য্য-ধারণকারী ; যাহারা ধৈর্য্যের সহিত দৃঢ়তা সহকারে শরীয়তের আদেশাদি পালন করে ও নিষেধাদি হইতে বিরত থাকে। অবশ্য ফকীরের মধ্যেও স্তরের ন্যূনাধিক্য আছে। ইহার সর্ব্বোচ্য মর্ত্তবা 'ফানা'-এর মাকামে

লাভ হইয়া থাকে ; যেথায় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল বস্তুর অন্তর্হিতি ও বিস্মৃতি ঘটে। যে ব্যক্তি ফকীরীর যাবতীয় মর্ত্তবা একত্রিত করিতে পারে, সে— ঐ ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ, যিনি উহার কতিপয় মর্ত্তবা লাভ করে। অতএব ফানাফিল্লাহ্ লাভ করার সহিত যদি বাহ্যিক ফকীরী বা রিক্ততা ও দরিদ্রতা থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই ঐ-ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ— যাহার শুধু ফানা লাভ হয়। কিন্তু বাহ্যিক ফকীরী নাই। বুঝিয়া লউন ॥

৩৯ মকতুব

মওলানা মোহাম্মদ ছাদেক কাশ্মীরির নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। এল্মুল একীন ছূফীগণের নিকট ঐ বিশ্বাসকে বলা হয়, যদ্বারা চিহ্ন হইতে চিহ্নকারীর প্রতি পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা যখন বাহ্যিক গবেষণাকারীগণের মধ্যেও পাওয়া যায়, তখন ছূফীগণের এল্মুল একীন বা জানিয়া বিশ্বাস ও গবেষণাকারীগণের এল্মুল একীনের মধ্যে পার্থক্য কি ? এবং ছূফীগণের উক্ত এল্মুল একীন— কাশ্ফ্ বা আত্মীক বিকাশের ও শুহুদ বা আত্মীক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয় কেন ? এবং আলেমগণের এল্মুল একীন চিন্তা-গবেষণার সংকীর্ণতা হইতে নিস্কৃতি লাভ করে না কেন ?

জানা আবশ্যক যে, এল্মুল একীনের মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই তাছির বা প্রতিফল দর্শন অনিবার্য্য। যদ্বারা কার্য্যের অদৃশ্য কর্ত্তার অনুসন্ধান লাভ হয়। ফলকথা কর্ত্তা ও কার্য্যের মধ্যে যে বন্ধন আছে এবং যদ্বারা কার্য্য হইতে কর্ত্তার বা কারণের প্রতি গমন সংঘটিত হয় ; ছূফীগণের এল্মুল একীনে উক্ত বন্ধন— আত্মিক দর্শন ও বিকাশের দ্বারা সংঘটিত হয় ; এবং আলেমগণ ও প্রমাণকারীগণ উহাতে চিন্তা, গবেষণা ও প্রমাণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। অতএব কার্য্য দৃষ্টে কর্ত্তার প্রতি লক্ষ্য করা প্রথম দলের জন্য সহজ-সাধ্য। বরং স্বতঃসিদ্ধ ; এবং দ্বিতীয় দলের জন্য উহা চিন্তা ও গবেষণাধীন। সুতরাং প্রথম দলের একীন বা বিশ্বাস— আত্মীক বিকাশ ও দর্শন সম্ভূত ; এবং দ্বিতীয় দলের বিশ্বাস— প্রমাণাদির সংকীর্ণতা হইতে নিস্কৃতি প্রাপ্ত নহে। ছূফীগণের এল্মুল একীনে বাহ্যিক হিসাবে 'প্রমাণ'-শব্দ ব্যবহৃত হয় ;

যাহা কার্য্য দৃষ্টে— কর্ত্তার দিকে লক্ষ্য করার অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃত পক্ষে উহা আত্মীক-বিকাশ ও দর্শন মাত্র। আলেমগণের এল্মুল্ একীন ইহার বিপরীত। উহা প্রকৃত পক্ষেই প্রমাণ সাপেক্ষ। এই পার্থক্য অতি সুক্ষ্ম বলিয়া অনেকেই ইহা বুঝিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া পড়ে। একদল বুঝিতে না-পারা হেতু ইহাদের প্রতি সমালোচনা করিয়া থাকে ; এবং যে বুজর্গগণ ছূফীগণের এল্মুল্ একীনকে— কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তার প্রমাণ করা বলিয়া থাকেন, তাহাদিগকে মন্দ বলে। ইহা তাহাদের প্রকৃত তত্ত্ব না জানার কারণে। আল্লাহ্তায়ালা সত্যকে বিজয়ী করেন। তিনিই পথ প্রদর্শক।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে, তাহার প্রতি ছালাম।

৪০ মকতুব

খাজা হোছামুদ্দীন আহ্মদের নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। এথাকার ফকীরগণের অবস্থা আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসার উপযোগী— অর্থাৎ ভাল। আপনাদের খায়ের আফিয়াত বা শান্তি ও সুস্থ্যতা আল্লাহ্তায়ালার নিকট কামনা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক যে— পত্র দিয়াছেন, তাহা পাইয়া ধন্য হইলাম। আপনি হরম্ শরীফ দ্বয়ের যে কোন এক স্থানে পরিবারবর্গ সহ বসবাস ও সমাধিস্থ্ হওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছেন। হে মান্যবর, বন্ধু-বান্ধবসহ সপরিবারে যাওয়া ভাল দেখিতেছি না ; বরং প্রায় নিষেধ বুঝিতেছি। আপনি একাই যাওয়া ভাল। আশা করি ভালভাবে পৌঁছিতে পারিবেন। অবশিষ্ট বিষয় আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ন্যস্ত।

দ্বিতীয়তঃ ছৈয়দ ছাহেবের বিষয় লিখিয়াছেন যে, চিকিৎসকগণ তাহার ক্ষতির নির্দ্দেশ দিয়াছে। হে স্নেহাস্পদ, আমি যতই গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলাম, সে-বিষয়ে কোনই ক্ষতি নজরে পড়িল না। এইমাত্র যে, তথায় একটি 'তমসা' অনুভূত হইতেছে, যাহা এই ক্ষতি ব্যতীত অন্য বস্তু। উক্ত তমসার কি-যে কারণ ? (তাহা আল্লাহ্ই জানেন)। ফলকথা, চিকিৎসকগণ যে-ক্ষতির কথা বলিয়াছেন, তাহার সম্ভাবনা অন্তর্হিত ; আল্লাহ্ সর্ব্বজ্ঞ। ওয়াচ্ছালাম ॥

৪১ মকতুব

জনৈক নেক্‌কার পূণ্যবতী মহিলার নিকট লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "হে নবী (ছঃ) যখন আপনার নিকট ঈমানদার মহিলাগণ এই সকল বিষয়ে বয়্‌আত বা শপথ গ্রহণ করিতে আগমন করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন বস্তুকে শরীক বা সমকক্ষ করিবে না এবং অপহরণ বা চুরি ও ব্যাভিচারী করিবে না ও স্বীয় সন্তানগণকে বধ করিবে না এবং তাহাদের হস্তপদের সম্মুখে মিথ্যা ছলনা আনয়ন করিবে না এবং কোন ধর্ম্মীয় সৎ-কার্য্যে আপনার আদেশ অমান্য করিবে না ; তখন আপনি তাহাদের বয়্‌আত বা শপথ গ্রহণ করিয়া লউন এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা ক্ষমাশীল, দয়াময়" (কোরআন)। মক্কা-বিজয়ের দিনে এই আয়াতটি নাজিল হইয়াছে। যখন হজরত (ছঃ) পুরুষগণের বয়্‌আত হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলেন, তখন মহিলাদের বয়্‌আত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে শুধু কথার দ্বারা বয়্‌আত করিলেন। তিনি বয়্‌আতকারী মহিলাগণের কখনও হস্ত স্পর্শ করেন নাই। পুরুষদের অপেক্ষায় মহিলাগণের মধ্যে অসৎ অভ্যাস অধিকতর থাকা হেতু তাহাদের বয়্‌আতের সময় অতিরিক্ত কতিপয় শর্ত্ত সংযোগ করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ পালনার্থে মহিলাদিগকে অসৎ-কার্য্য হইতে বিরত থাকার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রথম শর্ত্ত ঃ- আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত কোনও বস্তুকে শরীক বা সমকক্ষ করা উচিত নহে। উহা অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবী হিসাবে হউক অথবা এবাদত বা বন্দেগীর যোগ্যতা হিসাবে হউক। যে ব্যক্তির আমল রেয়াকারী বা লোকের নিকট সুনাম অর্জ্জন ও লোক দেখানো কার্য্যের সংমিশ্রণ হইতে পবিত্র না হইবে এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের নিকট হইতে কোন পারিতোষিক যথা— প্রশংসা ইত্যাদি লাভ করার উদ্দেশ্য হইতে শূন্য না হইবে ; সে ব্যক্তি শেরেকের গণ্ডী হইতে বহিষ্কৃত হইবে না এব সে নিছক একত্ববাদী নহে। হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আমার উম্মতগণের মধ্যে শেরেক বা সমকক্ষতা— অন্ধকার রজনীর মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর ক্ষুদ্র-পিপীলিকার পদ-চিহ্ন হইতে গুপ্ততর"।

জনৈক কবি বলিয়াছেন—

শেরেক ত্যাগের গৌরবে তাই—
করবি না তুই— আস্ফালন,
বলছি আমি, বয়ান ইহার—
চিন্তা কর— বন্ধুগণ !
আঁধার-নিশায়, কৃষ্ণ-শিলায়,
পিপীলিকাদির পদ্-নিশান্।
তাহার চেয়েও গুপ্ত অতি,
এই-শেরেকের মূল-বিধান্।

হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "তোমরা অতি-ক্ষুদ্র শেরেক হইতে রক্ষা পাও"। সকলে বলিলেন, "ইয়া রছুলুল্লাহ্, ক্ষুদ্র-শেরেক কাহাকে বলে ?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "রেয়াকারী"। শেরেক ও কুফরের রীতি-নীতি ও মৌসুম সমূহের সম্মান করাও শেরেকের সুদৃঢ় পদক্ষেপ। যে ব্যক্তি দুই ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে মুশরেকগনের অন্তর্ভুক্ত ; এবং ইছলাম ও কুফর উভয় ধর্ম্মের আদেশাদি প্রতিপালন করাও শেরেক বটে। কুফর হইতে বিমূখ হওয়া ইছলামের একটি শর্ত্ত ও শেরেক সম্মিলিত-বস্তু হইতে বিরত থাকা— তওহিদের জন্য শর্ত্ত। রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিমা ও বুতদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা— যেরূপ অজ্ঞ মুছলমানগণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহাও প্রকাশ্য শেরেক ও ভ্রষ্টতা। খণ্ডিত ও অখণ্ডিত প্রস্তর খণ্ডের নিকট স্বীয় হাজত বা আবশ্যক কামনা করা নিছক কুফর এবং আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। আল্লাহ্ তায়ালা কতিপয় ভ্রষ্ট-সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন— "যে তাহারা তাগুত বা বুতের নিকট বিচার লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে যে, তাহারা উহাকে যেন অস্বীকার করে এবং শয়তানের ইচ্ছা যে, তাহাদিগকে পথ-ভ্রষ্ট করিয়া (পথ হইতে) সুদূরে নিক্ষিপ্ত করে"। পূর্ণ অজ্ঞতা হেতু অধিকাংশ মহিলা নিষিদ্ধ বস্তু হইতে সাহায্য প্রার্থনা করে ; এবং এই নামধারী ব্যক্তি— রহিত নাম সমূহ হইতে স্বীয় বিপদ মুক্তি যাচ্না করে। তাহারা শেরেক ও মোশরেকগণের রীতি-নীতি ও প্রথা পালনে লিপ্ত আছে। বিশেষতঃ বসন্ত— ইত্যাদির প্রাদুর্ভাবের সময় ভাল-মন্দ সকলেই হিন্দী ভাষায় যাহা— শীতলাদেবী বলিয়া পরিচিত, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করা প্রচলিত আছে। মহিলাদের মধ্যে এই

শেরক-শূন্য মহিলা অতি বিরল। অবশ্য যাহাকে আল্লাহ্তায়ালা রক্ষা করেন, সেই রক্ষা পায়। বিধর্ম্মীগণের সম্মানিত দিবসগুলির সম্মান করা ও সেই সকল দিবসে তাহাদের প্রচলিত নিয়ম পালন করাও শেরেকের আনুষঙ্গিক ও ইহাতে কুফর অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যথা— বিধর্ম্মীগণের দেওয়ালী বা শ্যামা পুজার সময় অজ্ঞ-মোছলমানগণ বিশেষতঃ মহিলাগণ কাফেরদিগের নিয়ম পালন করিয়া থাকে, এবং ঈদের খুশীর অনুরূপ স্বীয় কন্যা, ভগ্নি, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের গৃহে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া থাকে ও ভাণ্ড-বাসনাদি বিধর্ম্মীগণের মত রঞ্জিত করে ও লোহিত রং-এর অন্ন তাহাতে পূর্ণ করিয়া গৃহে গৃহে প্রেরণ করে। তাহারা উক্ত মৌসুমকে অত্যধিক মূল্যবান মনে করে। এই সমস্তই শেরেক— এবং দীন-ইছলামকে কুফর বা অস্বীকার করা। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহ্তায়ালার প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব তাহারা মোশ্রেক"। যে পশুগুলি অলী-আল্লাহ্গণের নজর করে এবং তাঁহাদের সমাধির শীরে লইয়া গিয়া জবাহ্ করে— ফেকাহ্র বর্ণনায় ইহাদিগকেও শেরেকের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং এ বিষয়ে তাহারা তাকিদ করিয়াছেন। এই প্রকারের জবাহ্ করাকে— জেন্ জাতিদিগের জবাহ্ করার অনুরূপ বলিয়াছেন ; যাহা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও শেরেকের গণ্ডীভুক্ত ; ইহা হইতেও বিরত থাকা উচিত। যেহেতু উহাতে শেরেকের সংমিশ্রণ আছে। নজর করার বহু উপায় আছে। তথায় পশু লইয়া গিয়া জবাহ্ করিতে হইবে— এরূপ নজর করা কি আবশ্যক ? তাহাতে জ্বিনদিগের জবাহের শমিল হইয়া যায় ও জ্বিন-উপাসকদিগের অনুরূপ কার্য্য হয়। পীর ও বিবিগণের[১] নিয়াতে তাহারা যে রোজা রাখে এবং অধিকাংশ গঠিত নাম যাহা— তাহারা নিজ-জ্ঞানে বানাইয়া লইয়াছে এবং সেই নামের উপর নিজের রোজা সমূহ নিয়াত করে ; তাহাও উল্লিখিত প্রকার শেরেকের অন্তর্ভূক্ত। তাহারা উক্ত রোজা সমূহের প্রতিটির ইফ্তারের জন্য বিশেষ বিশেষ খানার আয়োজন করে এবং দিন নির্দ্ধারিত করে ও নিজেদের মক্ছুদ বা উদ্দেশ্যসমূহ হাছিল হওয়া— তাহার প্রতি নির্ভরশীল বলিয়া জানে এবং উক্ত রোজাসমূহের মাধ্যমে তাহাদের নিকট হইতে মক্ছুদসমূহ কামনা করে ও আবশ্যক পূর্ণ হওয়ার আশা রাখে ; বরং তদ্বারা আবশ্যক পূর্ণ হয় বলিয়া

টীকা ঃ- ১। বিবি ফাতেমা (রাঃ), বিবি মরিয়মগণের।

বিশ্বাস করে। ইহা ইবাদতের মধ্যে শরীক বা অংশীস্থাপন এবং অন্যের উপাসনার মাধ্যমে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট হইতে নিজেদের আবশ্যক প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। এই কার্য্যের অপকর্ষ ও জঘন্যতা ভালভাবে বুঝা উচিত ; অথচ হাদীছে কুদ্‌ছীতে আসিয়াছে যে, "রোজা আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং তাহার পারিতোষিক দান করিব"। অর্থাৎ— আমার জন্য সকলেই রোজা রাখে এবং রোজার মধ্যে আমার সহিত কাহারও সমকক্ষতা নাই। অবশ্য কোন এবাদতের মধ্যেই আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সমকক্ষতা বিধেয় নহে। কিন্তু রোজার উল্লেখ করার কারণ উহার গুরুত্ব প্রদান করা এবং ইহাতে অন্যের সহিত যে সমকক্ষতা নাই, তাহা বিশেষভাবে নিবারণ করা। এই কার্য্যের মন্দ হওয়া যখন প্রকাশ পায়, তখন মহিলাগণ তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য হিলা বা ছলনা করিয়া বলিয়া থাকে যে, আমরা এই রোজাগুলি আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য নিয়াত করিয়া রাখি এবং ইহার ছওয়াব পীরদিগের প্রতি বখ্‌শাইয়া দেই। তাহাদের একথা যদিও সত্য হয়, তাহা হইলে দিন নির্দ্দিষ্ট করার কি আবশ্যক ও বিশিষ্ট খানা প্রস্তুত করারই বা কি দরকার এবং কতিপয় বদ্-অভ্যাস এফতারের মধ্যে শামিল করার কি কারণ ? তাহারা অনেক স্থলে এফ্‌তারের সময় হারাম কার্য্যের ভাগী হয় এবং হারাম-বস্তু— যদ্দারা এফ্‌তার করে ও বিনা-আবশ্যকে লোকের কাছে ছওয়াল বা প্রার্থনা করে এবং উক্ত বস্তু দ্বারা এফ্‌তার করে। তাহারা মনে করে যে, এই হারাম-কার্য্য করিলে তাহাদের হাজত বা আবশ্যক পূর্ণ হইবে। ইহা নিছক ভ্রষ্টতা এবং ইহা শয়তান লইনের ধোকাবাজী মাত্র। আল্লাহ্ তায়ালা রক্ষা করুন।

মহিলাদিগের বয়্আত গ্রহণের দ্বিতীয় শর্ত্ত— অপহরণ বা চুরি নিষেধ করা। ইহা কবিরা গোনাহ্। ইহা যখন অধিকাংশ মহিলার মধ্যে আছে এবং ইহা ব্যতীত মহিলা খুব কম আছে ; তখন ইহা নিষেধ করা— তাহাদের বয়্আতের একটি শর্ত্ত হইয়াছে। নারী-জাতি স্বীয় স্বামীদের ধন-সম্পত্তির মধ্যে তাহাদের বিনা-অনুমতিতে— যে হস্তক্ষেপ করে ও নির্ভয়ে উহা ব্যয় করে, তাহারাও অপহরণকারীর অন্তর্ভুক্ত ও কবিরা গোনাহ্‌র ভাগী হইয়া যায়। সাধারণ মহিলাদিগের মধ্যে ইহা বর্ত্তমান আছে এবং এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা প্রায় তাহাদের সকলের মধ্যে আছে। অবশ্য আল্লাহ্‌তায়ালা যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন (সে ব্যতীত)। আক্ষেপের বিষয় যে, তাহারা ইহাকে অপকর্ম্ম বলিয়াও ধারণা করে না। অতএব ইহাকে হালাল বা বিধেয়

ধারণা করা হেতু তাহাদের প্রতি ভয় হয় ; বরং এই কারণে তাহাদের প্রতি কুফরের আশংকা অধিক। আল্লাহ্‌তায়ালা সুকৌশলী। তিনি মহিলাগণকে শেরেক হইতে বিরত থাকার কথা বলার পর-অপহরণ, চৌর্য্যবৃত্তি নিষেধ করিয়াছেন। যেহেতু এই বদ্-কার্য্য তাহাদের মধ্যে ব্যাপ্ত হওয়ার ফলে ইহাকে হালাল জানার জন্য কাফের হওয়ার আশংকা রহিয়াছে এবং ইহা অবশিষ্ট কবিরা গোনাহ্‌সমূহ হইতে তাহাদের জন্য অধিক নিকৃষ্ট। মহিলাগণ যখন পুনঃ পুনঃ স্বামীদের ধন-সম্পত্তি গ্রহণ করাহেতু বিশ্বাসঘাতকতার অভ্যাস সৃষ্টি করে এবং অন্যের সম্পদের হস্তক্ষেপ করার দোষও জঘন্যতা— তাহদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন স্বামী ব্যতীত অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ করাও তাহাদের পক্ষে সহজ হইয়া যায়, ফলে নির্ভয়ে তাহারা পরের ধন-সম্পত্তির মধ্যে হস্তক্ষেপ ও অপহরণ করে। ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। অতএব ইহা প্রমাণিত হইল যে, চৌর্য্যবৃত্তি নিষেধ করা মহিলাগণের জন্য একটি জরুরী ও অপরিহার্য্য বিষয়। শেরেকের পর— ইহার জঘন্যতা, তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

উপসংহার

এক দিবস আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ) স্বীয় ছাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমরা কি জান— সর্ব্বাধিক অপহরণকারী কোন ব্যক্তি ? অর্থাৎ সর্ব্বনিকৃষ্ট তস্কর কে ?" তাঁহারা বলিলেন যে, আমরা জানিনা— আপনি বলুন। তদুত্তরে হজরত (দঃ) ফরমাইলেন যে, তস্করগণের-তস্কর ঐ ব্যক্তি— যে নিজের নামাজের মধ্য হইতে চুরি করে এবং নামাজের রোকন বা আভ্যন্তরীণ কার্য্যসমূহ পূর্ণরূপে পালন না করে"। এইরূপ অপহরণ হইতেও বিরত থাকা জরুরী, যাহাতে নিকৃষ্টতম তস্কর হইতে না হয়। হুজুরীয়ে-দেল্ বা আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণ অন্তরে লইয়া নামাজের নিয়াত করা উচিত। যেহেতু নিয়াত বা উদ্দেশ্য ঠিক না হইলে সে-কার্য্য ঠিকমত পালিত হয় না। তৎপর কেরাত ঠিকভাবে পাঠ করা দরকার এবং রুকু-সেজ্‌দাহ শান্তভাবে পালন করিতে হইবে। আবার দণ্ডায়মান ও উপবেশনও শান্তি সহকারে করা আবশ্যক। অর্থাৎ রুকু করার পর ভালভাবে দণ্ডায়মান হইতে হয় এবং একবার তছ্‌বীহ্ পাঠের পরিমাণ সময় বিলম্ব করিতে হয় ; দুই-সেজ্‌দাহের মধ্যে ভালভাবে

উপবেশন করিতে হয়, তখনও এক তছ্বীহ্ পঠন-কাল বিলম্ব করা উচিত। তবেই দণ্ডায়মান ও উপবেশনের মধ্যে শান্তি সাধিত হইবে। যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে না, সে ব্যক্তি তস্করগণের গণ্ডীভুক্ত ও আজাবের উপযোগী হইবে।

মহিলাদিগের বয়্আত করার তৃতীয় শর্ত্ত— যাহা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে ; তাহা জ্বেনাকারী বা ব্যাভিচারী হইতে বিরত থাকা। মহিলাগণকে এ বিষয় বিশিষ্ট করিয়া বলার কারণ এই যে, অধিকাংশ স্থলেই ইহা মহিলাদিগের ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করে এবং তাহারাই নিজদিগকে পুরুষদিগের সম্মুখে হাজির করে। কাজেই তাহারা এ বিষয়ে অগ্রগামী ও তাহাদের ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি— এই কার্য্য সংঘটিত হওয়ার মূল কারণ। অতএব তাহাদিগকে তাকিদের সহিত ইহা নিষেধ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে পুরুষগণ তাহাদের অনুগামী বটে। এইহেতু আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় পবিত্র কালামে জ্বেনাকার পুরুষদিগের পূর্ব্বে জ্বেনাকার স্ত্রীদিগের কথা বলিয়াছেন। যথা— তিনি ফরমাইয়াছেন যে, "জ্বেনাকার মহিলা ও জ্বেনাকার পুরুষ ইহাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত বার করিয়া বেত্রাঘাত কর" (কোরআন)। এই অপকর্ম্মটি— ইহ-পরকাল ধ্বংস করিয়া থাকে ; এবং ইহা যাবতীয় ধর্ম্মে মন্দ ও ঘৃণিত বলিয়া বর্ণিত আছে। হজরত আবু হোজায়ফা (রাঃ)— পয়গাম্বর (ছঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "হে মানব সম্প্রদায় তোমরা জ্বেনাকারী হইতে বিরত থাক। যেহেতু উহার মধ্যে ছয়টি কু-অভ্যাস (প্রতিফল) আছে। তিনটি ইহ-জগতে এবং তিনটি পরকালে। ইহ-জগতের তিনটি এই যে, প্রথমতঃ- উক্ত ব্যক্তির উপর হইতে সৌন্দর্য্য ও নূর এবং ছাফাই উঠিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ- জ্বেনা— রিক্ত ও অভাবগ্রস্ত করে। তৃতীয়তঃ- তাহার আয়ু কমিয়া যায়। তাহার পরকালের যে, তিনটি অনিষ্ট হয়, তাহার প্রথমটি এই যে— সে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের ভাগী হয়। দ্বিতীয়তঃ- মন্দভাবে তাহার হিসাব হয়। তৃতীয়তঃ- অগ্নিকুণ্ডে তাহার শাস্তি হয়"।

জানিবেন যে, হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, চক্ষুর জ্বেনা— হারাম বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করা ; এবং হস্তদ্বয়ের জ্বেনা— হারাম বস্তুকে ধারণ করা ও পদ-দ্বয়ের জ্বেনা— উক্ত হারামের দিকে অগ্রসর হওয়া। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন— "ইয়া রছুলুল্লাহ্ (ছঃ) মোমেনদিগকে বলুন, যেন তাহারা স্বীয় দৃষ্টি নিম্নদিকে রাখে এবং তাহাদের

লজ্জাস্থান রক্ষা করিয়া চলে। ইহাই তাহাদের জন্য পবিত্রতর।" আরও আল্লাহ্ তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "মোমেন স্ত্রীদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন স্বীয় দৃষ্টি নীচু করে এবং লজ্জাস্থান সংবরণ করিয়া রাখে।" অর্থাৎ হারাম হইতে যেন রক্ষা হইয়া চলে।

জানা আবশ্যক যে, মন— চক্ষুর অনুগামী। যে— পর্য্যন্ত চক্ষু হারাম-বস্তু হইতে বিরত না হয়, সে-পর্য্যন্ত মনকে বাধ্য করা কঠিন। কেননা চক্ষু আকৃষ্ট হইলে— মন আকৃষ্ট না হইয়া পারে না ; এবং মন আকৃষ্ট হইলে— লজ্জাস্থান রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। অতএব চক্ষুকে রক্ষা করাই অত্যাবশ্যকীয়-কার্য্য ; তাহা হইলে লজ্জাস্থান রক্ষা হইবে, যেন ইহ-পরকালে ধ্বংসের পর্য্যায় উপনীত না হয়। কোরআন মজিদে— বেগানা পুরুষের সহিত নরম কথা বলা নিষেধ আসিয়াছে। ব্যভিচারী-মহিলাদিগের ন্যায় নরম কথা বলিলে ব্যভিচারী পুরুষগণ খারাপ ধারণা করিতে পারে ও তাহাদের মনে লোভ হইতে পারে। অবশ্য ভালকথা যাহাতে কোনরূপ সন্দেহ ও লোভের আভাস না থাকে তাহা বলা নিষেধ নহে। মহিলাগণ পুরুষদিগের সম্মুখে তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা-নিষেধ আসিয়াছে ; যাহাতে পুরুষগণের কোন আকাঙ্খার উদ্ভব না হয়। এইরূপ মাটিতে সজোরে পদাঘাত করা— নিষেধ আসিয়াছে ; যাহাতে তাহাদের পাঁয়ের খাড়ু ও গহনাদির শব্দ শুনা না যায়, ও তাহাদের গুপ্ত-সৌন্দর্য্য প্রকাশ না হয় ; তাহাতেও পুরুষের মন টলিতে পারে। ফলকথা, যেকোন গতিবিধি অন্যায়ের পথে লইয়া যায়— তাহাই মন্দ ও নিষেধ। অতএব সাবধান হওয়া উচিত, যাহাতে হারামের আনুষঙ্গিক উপক্রমনিকায় উপনীত হইতে না হয় এবং নিছক হারাম হইতে রক্ষা পায়। আল্লাহ্তায়ালা রক্ষাকারী। "আল্লাহ্ ব্যতীত আমার কোনই শক্তি নাই। তাঁহার প্রতি আমি নির্ভর করিলাম এবং তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম" (কোরআন)।

প্রকাশ থাকে যে, মহিলাদিগের জন্য অপরিচিত মহিলাকে— কামভাবসহ দর্শন ও স্পর্শের বিষয়ে— অপরিচিত পুরষগণের তুল্য। মহিলাদিগের জন্য ইহা বিধেয় নহে যে, স্বীয় স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য তাহারা শৃঙ্গার করে। সে অপর ব্যক্তি পুরষ হউক বা স্ত্রী হউক ; কামভাবের সহিত— পুরুষ-মাকুন্দা বা শুক্রবিহীন পুরুষের প্রতি দৃষ্টি যেরূপ হারাম ; তদ্রূপ তাহাদিগকে স্পর্শ করাও হারাম এবং

মহিলাদিগের জন্য কামভাবের সহিত অন্য মহিলার প্রতি দৃষ্টি ও স্পর্শ হারাম। এ সকল বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ইহা ইহ-পরকাল ধ্বংস হইবার রাজপথ তুল্য। স্ত্রী-পুরুষের নিকট গমন করা— বিভিন্ন জাতি হিসাবে কঠিন ও প্রতিবন্ধক সাপেক্ষ ; কিন্তু এক জাতি হওয়ার কারণে স্ত্রী-স্ত্রীলোকের নিকট গমন করা অতি সহজ। সুতরা বিশেষ সাবধানতার সহিত স্ত্রী-পুরষের প্রতি দৃষ্টি ও স্পর্শ হইতে ; স্ত্রী-স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি ও স্পর্শ— নিষেধ করা অপরিহার্য্য ও আবশ্যকীয় কার্য্য।

চতুর্থ শর্ত্ত ঃ- যাহা মহিলাদের বয়াতের মধ্যে বর্ণিত আছে, তাহা— স্বীয় সন্তানাদিকে বধ করা নিষেধ। সেকালের মহিলাগণ কন্যা-সন্তান প্রসব করিলে, তাহাদিগকে অভাবের ভয়ে— বধ করিত। এই অপকর্ম্মটি দ্বারা যেরূপ বিনা-কারণে জীবন নষ্ট করা হয়, তদ্রূপ কাৎ-এ-রাহেম বা আত্মীয়তা ছিন্ন করা হয় ; যাহা কবিরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত।

মহিলাগণের বয়াতের পঞ্চম শর্ত্ত ঃ- মিথ্যা অপবাদ— বন্ধ করা। ইহা মহিলাগণের মধ্যে অধিকভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া— বিশেষভাবে তাহাদের প্রতি, ইহা নিষেধ আসিয়াছে। ইহা যাবতীয় নিকৃষ্টগুণ হইতে নিকৃষ্ট এবং জঘন্যতম ব্যবহার। কেননা ইহা মিথ্যা-সম্ভূত এবং মিথ্যা যাবতীয় ধর্ম্মে— কদর্য্যকর্ম্ম ও হারাম এবং ইহাতে মোমেনকে কষ্ট প্রদান করা হয়। অর্থাৎ যাহার প্রতি উক্ত দোষারোপ করা হয়, সে কষ্ট পায় ; এবং মোমেনকে কষ্ট— দেওয়া হারাম। আবার ইহাতে ফাছাদ বা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। যাহা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র বাণী দ্বারা নিষিদ্ধ ও হারাম এবং অবৈধ।

ষষ্ঠ শর্ত্ত ঃ- পয়গাম্বর (ছঃ)-এর অবাধ্য হওয়া নিষেধ ; যে কোন কার্য্যে তিনি আদেশ করেন না কেন ! যাবতীয় আদেশ পালন ও নিষেধাদি হইতে বিরত থাকা এই শর্ত্তটির অন্তর্ভুক্ত। তাহা নামাজ, যাকাত, রোজা ও হজ্জ্ব যাহাই হউক না কেন ! যেহেতু ঈমান এবং আল্লাহ্র নিকট হইতে অনিবার্য্য— যাহা আসিয়াছে, তাহার পর এই রোকন চতুষ্ঠয়ের প্রতি ইছলামের ভিত্তি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ— বিনা অবহেলায় ও বিনা-দ্বিধায় সাবধানতার সহিত যত্ন সহকারে পাঠ করা উচিত ও যাকাত প্রদান-স্থলে স্বীয় মালের যাকাত— আগ্রহের সহিত, অনুগ্রহ ভাবিয়া আদায় করা দরকার

এবং রমজান মাসের রোজা— যাহা বৎসরের গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা বা ক্ষতিপুরণ, তাহা পালন করা অপরিহার্য্য। কা'বা-শরীফের হজ্জ— যাহার বিষয়ে হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "হজ্জ— পূর্ব্ববর্ত্তী গোনাহ্ সমূহকে ধ্বংস করিয়া দেয়" ; তাহাও পালন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইছলাম কয়েম হইবে। এইরূপ পরহেজগারী বা পাপ হইতে বিরত না থাকিয়া উপায় নাই। যেহেতু হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমাদের দীন-ইছলামের মূল-বস্তুই পরহেজগারী বা বিরতী।" অর্থাৎ দীন-ইছলামকে দণ্ডায়মান রাখার উপায়— পাপ হইতে বিরত থাকা। পরহেজগারীর অর্থ যাবতীয় হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তু, যাহা শরা গর্হিত— তাহা পরিত্যাগ করা। অতএব মাদকদ্রব্য— পান পরিত্যাগ করা উচিত ও মদিরার ন্যায় উহাকেও হারাম জানা এবং ঘৃনাকরা আবশ্যক ; গীত-সঙ্গীত ইত্যাদিও পরিত্যাগ করা দরকার ; যেহেতু উহা অনর্থক কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত— যাহা হারাম। বর্ণিত আছে যে, সঙ্গীত জ্বেনাকারীর মন্ত্র-স্বরূপ। অন্যের দুর্নাম করা এবং চোগলখুরী পরিত্যাগ করা আবশ্যক ; ইহা শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়। মোমেনদিগকে বিনা কারণে কষ্ট দেওয়া ও ভর্ৎসনা করা এব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা নিষেধ ; ইহা হইতেও সরিয়া থাকা দরকার। অমঙ্গলজনক চিহ্ন-সমূহের মূল্য প্রদান করা উচিত নহে। যেহেতু উহার কোনই তাছির বা ক্রিয়া নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। কোন এক ব্যক্তির রোগ, অন্য ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করা— অর্থাৎ কোন রুগীর-রোগ সুস্থ্য ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করে বলিয়া ধারণা করিবেন না। সত্য সংবাদদাতা হজরত (ছঃ) এই উভয় বিষয়ে বাধা প্রদান করিয়া ফরমাইয়াছেন যে, অশুভ পাখীর এবং রোগ স্বীয় বৃত্ত অতিক্রম করার কোন ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ অশুভ লক্ষণের মূল— প্রমাণ নাই এবং কাহারো রোগ অন্যের মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করে না। গনকদিগের কথার মূল্য দেওয়া উচিত নহে। ইহাদের নিকট গায়েবের বা অজানা বিষয়ের কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না ও ইহাদিগকে গায়েব জানে বলিয়া ধারণা করিবেন না ; শরীয়তে ইহা বিশেষভাবে নিষেধ আসিয়াছে। যাদু করা উচিত নহে, যেহেতু ইহা অকাট্য-হারাম এবং কুফরের অন্তর্ভুক্ত। যাদুগিরী হইতে কুফরের নিকটবর্ত্তী অন্য কোন কবিরা গোনাহ্ নাই। সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত— যাহাতে ইহার সামান্য-কিছুও কার্য্যে পরিণত না হয়। বর্নিত আছে যে, "মোছলমান যে-পর্য্যন্ত মোছলমান থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার

দ্বারা যাদু সংঘটিত হয় না এবং আল্লাহ্তায়ালা রক্ষা করুন, যখন তাহার ঈমান চলিয়া যায়— তখন তাহার দ্বারা যাদু ঘটিয়া থাকে"। অতএব যাদু এবং ঈমান দুই বিপরীত বস্তু ; যদি যাদু হয়, তবে ঈমান নাই। সুতরাং অত্যন্ত সাবধান থাকা আবশ্যক— যাহাতে ঈমানের কার্য্যকলাপে কোনরূপ ব্যতিক্রম না ঘটে এবং যাদুর পাশে ঈমান চলিয়া না যায়। ফলকথা, যাহা সত্য সংবাদদাতা হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন এবং যাহা আলেমগণ স্বীয় পুস্তকাদিতে লিখিয়াছেন, তাহা কায়মনো প্রাণে পালন করা উচিত। তাহার বিপরীত হইলে তাহাকে প্রাণনাশক বিষতুল্য ধারণা করা দরকার ; যাহা চিরস্থায়ী মৃত্যুর পর্য্যায়ে উপনীত করে এবং বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির মধ্যে গ্রেফতার করে।

যখন মহিলাগণ উল্লিখিত শর্ত্তসমূহ মানিয়া লইলেন, তখন হজরত (ছঃ) শুধু তদ্বীয়-বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে বয়াত বা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলেন, এবং আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-অনুযায়ী তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-অনুযায়ী হজরত (ছঃ) যে-ক্ষমা প্রার্থনা করেন— তাহা আল্লাহ্তায়ালার দরবারে কবুল হওয়ার পূর্ণ আশা করা যায় এবং ঐ সম্প্রদায়ের ক্ষমা-প্রাপ্তিরও ভরসা করা যায়। হজরত আবু ছুফিয়ানের সহ-ধর্ম্মীনি— হিন্দ্ এই বয়াতে শামীল ছিলেন ; বরং বয়াতকারী মহিলাগণের শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন। তাঁহার মাধ্যমে মহিলাগণ হজরত (ছঃ)-এর সহিত কথা-বার্ত্তা বলিতেন। অতএব তাহার বিষয়ও ক্ষমা-প্রাপ্তির বিশেষ আশা করা যায়। অন্য মহিলাগণ যাহারা এই শর্ত্তসমূহ মানিয়া লইবে এবং তদনুযায়ী আমল করিবে, প্রকারান্তরে তাহারাও এই বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইবে ও ইহার— ক্ষমার-বরকত প্রাপ্ত হইবে। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদিগকে আজাব করিয়া কি করিবেন (অর্থাৎ তাহাতে— তাঁহার কি লাভ) যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা কর এবং ঈমান আন। শরীয়তের আদেশাদি মানিয়া লওয়া ও তদনুযায়ী আমল করার অর্থই কৃতজ্ঞতা করা। আমল ও বিশ্বাসে শরীয়ত কর্ত্তার অনুসরণ করাই উদ্ধার পাইবার পথ। উস্তাদ ও পীর শরীয়তের প্রতি নির্দ্দেশ প্রদানের জন্যই গ্রহণ করিতে হয় এবং তাঁহাদের বরকতে শরীয়তের বিশ্বাস ও কার্য্যকলাপে সারল্য লাভ হয়। ইহা নহে যে— মুরীদগণ যাহা জানে তাহাই করিবে এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই ভক্ষণ করিবে এবং

পীরগণ তাহাদের রক্ষাকারী ঢাল-স্বরূপ হইবে ও আজাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। ইহা মনের নিছক— অমূলক আকাঙ্ক্ষা মাত্র। আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তাঁহার বিনা আদেশে কেহই সুপারিশ করিতে পারিবে না। যে-পর্য্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালার পছন্দনীয় ও মনোনীত ব্যক্তি না হইবে, সে -পর্য্যন্ত কেহই তাহার জন্য সুপারিশী করিবে না। পছন্দনীয় ব্যক্তি ঐ সময় হইবে, যে- সময় শরীয়তের চাহিদানুযায়ী আমল করিবে। তখন যদি মানুষ হিসাবে কাহারও কোনরূপ ভুল-ক্রুটি সংঘটিত হয়, তাহা সুপারিশ দ্বারা ক্ষতিপূরণ হইতে পারে।

প্রশ্ন ঃ- পাপী ব্যক্তিকে কিভাবে পছন্দনীয় ব্যক্তি বলা যাইতে পারে ?

উত্তরঃ- আল্লাহ্তায়ালা যখন কাহাকেও ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহার ক্ষমার জন্য কাহাকেও অছিলা বা মধ্যস্থ করিয়া থাকেন ; অতএব সে ব্যক্তি বাহ্যতঃ পাপী হইলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালার পছন্দনীয় ব্যক্তি।

আল্লাহ্তায়ালা তৌফিক প্রদানকারী। হে আমাদের প্রতিপালক— তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্যকলাপে সরলতা দান কর। ওয়াচ্ছালাম ॥

৪২ মকতুব

খাজা হাশেম কাশ্মীরির নিকট লিখিতেছেন।

হামদ্, ছালাত এবং দোওয়ার পর আপনার পবিত্র লিপিকা— যাহা মোল্লা ফাৎহুল্লাহ্র সহিত প্রেরণ করিয়াছেন— তাহা পাইলাম। খাঁটি মহব্বত ও আকাঙ্ক্ষার উষ্ণতা জ্ঞাপক ছিল বলিয়া আনন্দ প্রদান করিল। আপনার পত্র পাঠকালে তদ্অঞ্চলে আপনার প্রশস্ত নূর প্রচুরভাবে দৃষ্টিগোচর হইল ; ইহাতে বিশেষ আশাধারী হইলাম। এইহেতু আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পালন করিতেছি ; অধিক আর কি লিখিব ! হে স্নেহাস্পদ !! বুঝিলাম না— ছৈয়দ মীর মোহাম্মদ নোমান ছাহেবের পত্রাদি না লিখার কারণ কি ? যদি আমার পক্ষ হইতে অসন্তুষ্টি ধারণা করিয়া থাকেন, তাহা নহে ; এদিক হইতে মনের পূর্ণ পরিষ্কৃতি জানিবেন। এ ফকির যত্ন সহকারে উক্ত মীর ছাহেবকে হেফাজত করিয়া থাকে ;

যেন তালেবগণের কার্য্যে অবহেলা না ঘটে এবং তাহাদের পথে প্রতিবন্ধক না জন্মে ; কুক্কুটি (মুরগী) যেরূপ আপন ছানাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। প্রায় দুইমাস হইতে এ ফকির দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব পত্রের কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দিতে ইদানিং অক্ষম ; আল্লাহ্ চাহে সুস্থ হইলে উত্তর দিব। অন্যথায় বন্ধুগণের নিকট দোওয়া ও ফাতেহার আশা রাখি। আল্লাহ্তায়ালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আপনাদের প্রতি এবং যাবতীয় আল্লাহ্ওয়ালাদের প্রতি ছালাম। সন্তান ও সন্ততিগণের প্রতি স্নেহ ও দোওয়া রহিল।

৪৩ মকতুব

তদীয় ছাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ ছাইদ ও খাজা মোহাম্মদ মা'ছুম (রাঃ) দ্বয়ের নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। এতদঞ্চলের অবস্থা ও গতিবিধি আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসার উপযোগী অর্থাৎ— ভাল। আশ্চর্য্য ধরনের সংসর্গ চলিতেছে। ইহা সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ যে, দীন-ইসলামের মূলকার্য্য সমূহে কোন প্রকারের অবহেলা ও শৈথিল্য ঘটে নাই। একাকী খাছ-সময়গুলিতে ও বিশিষ্ট-খাছ মজলিশ সমূহে অবস্থানকালীন যেরূপ বর্ণনা করা হইত, এখন এই রণক্ষেত্রে তদ্রূপ বর্ণনাই চলিতেছে। যদি একটি মজলিশের বিষয়ে লিখি, তাহা হইলে এক বিরাট দফতর হইবে। বিশেষতঃ অদ্যকার রজনী, যাহা পবিত্র রমজান মাসের সপ্তদশ রজনী। অদ্য (বাদশাহের নিকট) যে সকল বর্ণনা হইল, অর্থাৎ— পয়গাম্বর (আঃ)-গণ প্রেরণের ও জ্ঞানের অপূর্ণতা এবং পরকালের আজাব-ছওয়াবের প্রতি ঈমান আনা ও আল্লাহতায়ালার দর্শন লাভ করা ও শেষ পয়গাম্বর (দঃ)-এর শেষ নবী হওয়া ও প্রত্যেক শতকের মোজাদ্দেদ হওয়া ও খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ)-গণের অনুসরণ করা ও তারাবীহের নামাজ ছুন্নত হওয়া ও দেহ পরিবর্ত্তন বাতিল হওয়া এবং জ্বীন জাতিদিগের অবস্থা ও তাহাদের আজাব-ছওয়াব, ইত্যাদির বিষয় বহু কিছু বর্ণিত হইল এবং তিনি (বাদ্শাহ্) মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিলেন। ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য

বিষয়, যথাঃ— কুতুব, আব্‌দাল, আওতাদ্‌গণের অবস্থা ও তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়েও বর্ণিত হইল। আল্লাহ্‌তয়ালার প্রশংসা যে, তিনি বহাল তবিয়তে ছিলেন। তাঁহার মনের কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় নাই। বোধ হয় এই ঘটনা ও সাক্ষাতের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা কোন গুপ্ত-রহস্য নিহিত রাখিয়াছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য, যিনি আমাদিগকে এদিকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন; তিনি পথ না দেখাইলে আমরা পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রছুল (আঃ)-গণ সত্য লইয়া আগমন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ- ছুরায়ে আন্‌কাবুত পর্য্যন্ত কোরআন পাক খতম করিয়াছি। প্রত্যহ রাত্রে ঐ মজলিশ হইতে ফিরিয়া তারাবীহ্‌ পাঠে মশ্‌গুল হই। এই বিশৃঙ্খলা— যাহা নিছক শান্তি, তাহার মধ্যেও কোরআন পাক হেফ্‌জ (মুখস্ত) করার উচ্চ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। অগ্র-পশ্চাতে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা।

৪৪ মকতুব

হজরত মীর মোহাম্মদ নো'মানের পুত্র মীর আব্দুর রহমানের নিকট পরকালের দর্শন-অস্বীকারকারীগণের সন্দেহ বিদূরিত করার বিষয় লিখিতেছেন।

বিছ্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আপনি আল্লাহ্‌তায়ালার দিদার বা দর্শন সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন ; বরং উহা নিবারণের যে প্রমাণ দিয়াছেন ; তাহা এই যে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করার জন্য পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার আবশ্যক; কিন্তু ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র অবশ্যম্ভাবী জাতের জন্য নির্দ্ধারিত। কেননা তাহাতে দিক-সম্ভূত ও সীমাবদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য হয়; যাহার দ্বারা বেষ্টন সীমাবদ্ধ ও শেষ হওয়ার পর্য্যায় উপনীত হয়; যাহা ত্রুটি সম্পন্ন এবং উপাস্য হওন নিবারক। আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা হইতে অতি উচ্চ।

ইহার উত্তর এই যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালা এই দুর্ব্বল অস্থায়ী জগতে চক্ষু অর্থাৎ স্নায়বিক দুই খণ্ড ডিম্বাকার বস্তু যাহা গতিবিধি শূন্য, তাহাকে আল্লাহ্‌ তায়ালা এমন শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, যদ্দ্বারা সে, তাহার সম্মুখে আসিলে সকল বস্তুকে অনুভব করে ও দেখিতে পারে। অতএব ইহা কেন হইতে পারিবে না যে,

আখেরাত বা পরবর্ত্তীকাল— যাহা অধিক শক্তিশালী ও চিরস্থায়ী, তথায় উক্ত চক্ষু-তারকাদ্বয়ের এমন শক্তি আল্লাহ্তায়ালা দিতে পারেন যে, সম্মুখবর্ত্তী না হইয়াও সে বস্তুসমূহকে অবলোকন করিতে পারে। উহা সমূহ-দিক সম্ভূত হউক, অথবা দিক-শূন্য হউক ; ইহা সুদূর পরাহত বা অসম্ভব হইবে কেন ? কেননা প্রকৃত কর্ত্তা যিনি, তাঁহার ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে আছে এবং গ্রহণকারী অর্থাৎ চক্ষু অনুভূতি ও দর্শন শক্তি গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে। ফলকথা, কোন স্থানে ও সময়ে বিশেষ যুক্তি ও কারণ বশতঃ সম্মুখীন হওয়া শর্ত্ত করিয়া থাকেন ; এবং দিক সম্ভূত হওয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। আবার অন্য কোন স্থলে ও কোন কালে উহা শর্ত্ত করেন না, এবং উহা ব্যতীতই দর্শন সংঘটিত হওয়া নির্দ্ধারিত করেন। অতএব যে দুই স্থলের মধ্যে কার্য্য-কলাপের পূর্ণ বৈপরীত্য ও বিশেষ প্রভেদ আছে, তাহাদের এক স্থলের রীতি অন্য স্থলে প্রয়োগ করা নিছক অবিচার মাত্র। ইহা শুধু বাহ্যিক ও দৃশ্য জগতের মধ্যে স্বীয় দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা এবং আছ্মান-জমিনের স্রষ্টার আলমে-মালাকুত বা ফেরেশ্তাবৃন্দের জগতের আশ্চর্য্য বিষয়সমূহ অস্বীকার করা মাত্র।

প্রশ্নঃ- আল্লাহ্তায়ালা যদি পরিলক্ষিত হন, তাহা হইলে চক্ষুর গণ্ডিভুক্ত ও অনুভূত হইবেন। ইহাতেও সীমাবদ্ধ ও অন্তঃ-সম্ভূত হওয়া অনিবার্য্য হয়। 'আল্লাহ্'— উহা হইতে বহু উচ্চ ও পবিত্র।

উত্তরঃ- তদুত্তরে বলিব যে, পরিলক্ষিত হইয়াও চক্ষুর সীমাবদ্ধ ও অনুভূত না হইতে পারে ; কারণ আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "তাঁহাকে চক্ষু সমূহ অনুভব করিতে অক্ষম, কিন্তু তিনি চক্ষুসমূহকে অনুভব করিতে সক্ষম এবং তিনি অনুগ্রহকারী, সর্ব্ব বিষয় অবগত" (কোরআন)। মোমেনগণ পরকালে আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখিবেন এবং অনুভূতির দ্বারা সঠিক জানিবেন যে, তাহারা আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখিতেছে ও দর্শন দ্বারা যে লজ্জত লাভ হয়— তাহাও পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবেন ; কিন্তু তাঁহারা পরিদৃষ্ট বস্তুর কিছুই অনুভব করিতে পারিবেন না এবং তাঁহার (আল্লাহ্তায়ালার) কিছুই হস্তগত হইবে না। শুধু দর্শনের অনুভূতি ও লজ্জত ব্যতীত তাঁহাদের ভাগ্যে অন্য কিছুই লাভ হইবে না।

আন্কা কারো ফান্দে শিকার—

হইবে না। ফাঁদ লও তুলি',

ফান্দে শুধু লব্ধ— অনিল ;

ফাঁদ লয়ে ভাই যাও চলি।

দর্শন লাভের মধ্যে যে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাহা পরিলক্ষিত বস্তু— সীমাবদ্ধ ও অনুভূত হওয়া। কিন্তু ইহা সে স্থলে নিবারিত ; তথায় শুধু দিক শূন্য দর্শন প্রমাণিত হয় মাত্র। দর্শকগণ যে লজ্জত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন— তাহাতে কোন ক্ষতি বা ত্রুটির আশংকা নাই ; বরং ইহা দর্শকগণের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ ও দয়া মাত্র। তিনি যেন স্বীয় পূর্ণতাগুণ সম্ভূত সৌন্দর্য্যসমূহ প্রেমদগ্ধ প্রেমিকগণের প্রতি প্রকাশ করেন ও তদীয় মিলন ও দর্শনের সুমিষ্ট বারিধারা কর্তৃক তাহাদিগকে আস্বাদ-প্রাপ্ত ও তৃপ্ত করিয়া থাকেন। অতএব, ইহাতে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের প্রতি কোন ত্রুটি প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই এবং দিক ও বেষ্টন ইত্যাদি সৃষ্টি হইবারও আশংকা নাই।

সে-দিকে তাঁর পূর্ণতা,

হবে না— লোকসান,

এ দিকে আমার ভাগ্যে যে,

হবে— সন্নিধান।

পরন্তু বলিব যে, দেখার জন্য যদি মোকাবিলা বা সম্মুখীন হওয়া শর্ত্ত হয়, তাহা হইলে দৃষ্ট বস্তুর জন্য উহা যেরূপ শর্ত্ত হইবে, দর্শকের জন্যও তদ্রূপ শর্ত্ত হইবে। কেননা মোকাবিলা বা সম্মুখীন উভয়-দিক হইতেই হইয়া থাকে ; অতএব, দর্শক ও দৃষ্টবস্তু উভয়েরই সম্মুখীন হওয়া দরকার, তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালা কোন বস্তুকে দেখিতে পান বলিয়া প্রমাণিত হয় না এবং দর্শনগুণ তাঁহার জন্য প্রমাণিত হয় না। কিন্তু ইহা পবিত্র কোরআনের অকাট্য বাণীর বিপরীত কথা। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "তোমরা যাহা কর, তাহা আল্লাহ্তায়ালা দেখিতেছেন এবং তিনি শ্রবণকারী ও দর্শনকারী ; এবং অচিরেই আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের কার্য্যাবলী দর্শন করিবেন"। অন্যথায় ইহা ত্রুটি ও ক্ষতি অনিবার্য্যকারী এবং আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণগুণ অপসারণকারী হয়।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ বলে যে, দর্শন আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতে তাঁহার এল্ম বা জ্ঞানকে বলা হয়, যদ্বারা তিনি বস্তুসমূহের অবগতি রাখেন, ইহা ব্যতীত অন্য বস্তু

নহে, যাহাতে দিক বা পক্ষ প্রমাণ হয়।

উত্তরঃ- ইহাতে সন্দেহ নাই যে, দর্শন শক্তি আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণতাগুণ সমূহের একটি গুণ। কোরআনের অকাট্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত যে, ইহা আল্লাহ্ তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের মধ্যে স্বাধীনভাবে বর্ত্তমান আছে। ইহাকে এল্মের অন্তর্ভুক্ত করা পবিত্র কোরআনের প্রকাশ্য বাণীর বিপরীত করা মাত্র। কিন্তু ইহাকে যদি এল্মের বা জ্ঞানের অংশ বলিয়া মানিয়া লওয়াও যায়, তথাপি সম্মুখীন হওয়ার শর্ত্ত উহার মধ্যে না থাকা অনিবার্য্য হয় না। তাহা হইলে এল্ম-গুণ যেন, দুই প্রকারের। এক প্রকারের মধ্যে জানিত-বস্তু সম্মুখীন হওয়া শর্ত্ত নহে ; এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে উহা শর্ত্ত ; ও উহা দর্শন নামে অভিহিত। সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে ইহাই এল্মের সর্ব্বোচ্চ স্তর ও ইহা কল্‌ব বা অন্তর্জ্জগতের শান্তির স্তর। কেননা জ্ঞান-সম্ভূত বস্তুসমূহ ধারণার বাধা-বিঘ্ন রহিত নহে। কিন্তু অনুভূতি, ধারণার বাধা-বিঘ্ন ও বিপর্য্যয় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। এইহেতু হজরত খলিল (আঃ) মৃত ব্যক্তি জীবিত হওয়ার পূর্ণ-বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও জীবিত করিয়া দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার মনের শান্তি লাভ হয়।

জানা আবশ্যক যে, দর্শন আল্লাহ্তায়ালার একটি পূর্ণতাগুণ। যদি ইহা তাঁহার পবিত্র জাতে বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে সৃষ্ট-বস্তু সমূহের মধ্যে উহা কোথা হইতে আসিত। কেননা সৃষ্ট-বস্তু সমূহের মধ্যে যে কোন পূর্ণতাগুণের বিকাশ আছে, তাহা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতস্থিত পূর্ণতার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ। আল্লাহ্-না করুন ; ইহা সম্ভব নহে যে, কোন পূর্ণতাগুণ সৃষ্ট-বস্তুর মধ্যে থাকে এবং উহা আল্ল াহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতে বর্ত্তমান না থাকে। কারণ সৃষ্ট বস্তু সমূহ— তাহাদের নিজস্ব হিসাবে মন্দ ও ক্ষয়ক্ষতি ও ক্রটিময়। ইহার মধ্যে যদি কোন পূর্ণতাগুণ থাকে, তাহা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র অবশ্যম্ভাবী জাত হইতে ধারকৃত ; যাহা সবই ভাল এবং পূর্ণতাগুণ বিশিষ্ট।

স্বীয় গৃহ-জাত নহে— এসব আমার,
তুমিই দিয়াছ সব ; আমিও তোমার।

মূল প্রশ্নের অপর একটি উত্তর এই যে— এইরূপ সমালোচনা আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের প্রতিও বর্ত্তিতে পারে। অর্থাৎ তাঁহারা দর্শন নিবারণের অনুরূপ—

আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব নিবারণ করিতে পারে। কাজেই এইরূপ সমালোচনা সত্য নহে, কারণ ইহা জ্ঞানতঃ অসম্ভব। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা এই যে, যদি আল্লাহ্‌তায়ালা অস্তিত্ব সম্পন্ন হন, তাহা হইলে নিশ্চয় এই জগতের কোন এক পার্শ্বে তিনি অবস্থিত হইবেন, হয়তো ঊর্দ্ধে, অথবা নিম্নে, কিংবা সম্মুখে, অথবা পশ্চাতে অথবা দক্ষিণ কিংবা বামে ; ইহাতে সীমাবদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য হয় ও ইহাতে ত্রুটিযুক্ত হওয়া প্রমাণিত হয় ; যাহা উপাস্য হওয়া নিবারণকারী।

প্রশ্নঃ- এইরূপ হইতে পারে যে, জগতের সকল দিকে বিদ্যমান থাকে এবং ইহাতে বেষ্টন ও সীমাবদ্ধ হওন অনিবার্য্য না হয়।

উত্তর ঃ- চতুষ্পার্শ্বে বিশ্বজগত বর্ত্তমান থাকিলে সীমাবদ্ধ ও বেষ্টন নিবারিত হয় না। কেননা ইহাতেও তিনি নিশ্চয় জগতের বাহিরে হইবেন এবং বাহিরে হইলেই বিভিন্ন হইবেন। দুইটি বস্তু হইলে— তাহারা বিপরীত ও বিভিন্ন হইবে ; ইহা দার্শনিকগণের নির্দ্ধারিত কানুন ও বাক্য। অতএব, ইহাতে সীমাবদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকে। প্রকাশ থাকে যে, এই প্রকার স্বর্ণ মণ্ডিত— অমূলক সন্দেহ হইতে নিষ্কৃতি, দৃশ্যকে— অদৃশ্য হইতে দৃঢ়তার সহিত পার্থক্য করার এবং অনুপস্থিতকে উপস্থিতের সহিত তুলনা না করার মধ্যে লাভ হইয়া থাকে।

কেননা ইহা হইতে পারে যে, কোন হুকুম বা নিয়ম উপস্থিত বস্তুর প্রতি সত্য হয়, কিন্তু তাহা অদৃশ্য বস্তুর প্রতি সত্য হয় না ; এবং উপস্থিত বস্তুর জন্য উহা পূর্ণতা, অনুপস্থিত বস্তুর জন্য উহা ক্ষতি। কারণ, স্থানের তারতম্য দ্বারা হুকুমের তারতম্য অনিবার্য্য হয় ; বিশেষতঃ যে দুই স্থানের মধ্যে অধিক দূরত্ব ও পার্থক্য থাকে। মৃত্তিকার সহিত পালনকর্ত্তাগণের-পালনকর্ত্তার কি আর তুলনা হইতে পারে ?

প্রভুদের-প্রভু যিনি— অতীব মহান,
হীন-মৃত্তিকা কি হয়, তাহার সমান ?

আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে ইন্‌ছাফ প্রদান করুন ; তাহারা যেন এইরূপ ধারণাকৃত সন্দেহ দ্বারা পবিত্র কোরআনের অকাট্যবাণী ও ছহি-হাদীছ সমূহ অমান্য না করে। অবতারিত হুকুম সমূহের প্রতি ঈমান আনা দরকার এবং ইহা কি প্রকারে হয়, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকারবিহীন জ্ঞানের প্রতি ন্যস্ত করা উচিত। ইহার প্রকার বুঝিতে না পারার ত্রুটি— নিজেদের প্রতি ন্যস্ত করা আবশ্যক। ইহা নহে যে,

নিজেদের অনুভূতিকে অগ্রগামী করিয়াই অবতারিত হুকুম সমূহ অস্বীকার করে ; এইরূপ করা সত্য নহে। কেননা অনেক বস্তু— যাহা বাস্তবে সত্য, তাহা আমাদের অপূর্ণজ্ঞানের অনুভূতি হইতে সুদূরে নিক্ষিপ্ত। যদি জ্ঞানই যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে দার্শনিকগণের শীর্ষস্থানীয় আবু আলী সীনার জ্ঞান সম্ভূত সকল বিষয় সত্য হইত এবং ভুল করিত না। কিন্তু তিনি "একবস্তু হইতে একবস্তু ব্যতীত উৎপন্ন হয় না"— বাক্যটির মধ্যে এমন ভুল করিয়াছেন যে, ইন্ছাফকারী ব্যক্তি সামান্য চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। ঈমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রাজীঃ)-এ স্থলে তাহার প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি চিন্তার ভুল-রক্ষা শাস্ত্র, শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান করার মধ্যে আজীবন কাটাইল, সেই ব্যক্তি যখন এই উচ্চ মতলবের বিষয় আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিল, তখন এমন কথা বলিল— যাহাতে শিশুগণের নিকট হাস্যস্পদ হইতে হয়।" ছুন্নত জামাতের আলেমগণ শরীয়তের যাবতীয় হুকুম প্রমাণ করিয়া থাকেন, তাহা জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি হউক বা না হউক ; উহার ভাব ও প্রকার অনুভব না হওয়ার জন্য উহাকে অস্বীকার করেন না। যথা— কবরের আজাব, মোন্কর-নকীরের প্রশ্ন, পুলছেরাত, মিজান বা আমলের তুলাদণ্ড, ইত্যাদির অপূর্ণ জ্ঞান— যাহা অনুভব করিতে অক্ষম। এই আলেমগণ কোরআন-হাদীছকে স্বীয় অগ্রগামী বলিয়া জানেন এবং জ্ঞানকে তাহারা অনুগামী করিয়া রাখেন। যদি উহা জ্ঞানে অনুভূত হইল, তাহা হইলে ভাল ; নতুবা শরীয়তের হুকুম সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং অনুভব না হওয়া নিজেদের জ্ঞানের ত্রুটি বলিয়া জানেন। অন্য সম্প্রদায়ের মত— যাহা জ্ঞানে স্বীকার করিল, তাহা গ্রহণ করে এবং স্বীকার না করিলে গ্রহণ করে না— ইঁহারা তদ্রূপ করেন না। উহারা বোধ হয় জানে না যে, আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির কতিপয় বিষয় অনুভব করিতে জ্ঞান অপূর্ণ বলিয়াই পয়গম্বর (আঃ)-গণ প্রেরিত হইয়াছেন। জ্ঞান যদিও দলিল বা প্রমাণ, কিন্তু পূর্ণ দলিল নহে। পয়গম্বর (আঃ)-গণ প্রেরণ দ্বারাই দলিল প্রমাণ পূর্ণ হইয়াছে। আল্লাহ্ তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত রছুল প্রেরণ না করি, সে পর্য্যন্ত আমরা কাহাকেও শাস্তি দেই না।"

ফলকথা, উপস্থিত ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য মোকাবিলা ও সম্মুখীন হওয়া শর্ত্ত হইতে পরে, কিন্তু অনুপস্থিত ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য উহা শর্ত্ত নহে। যেরূপ

অনুপস্থিত ব্যক্তি আছে, কিন্তু কোন দিকে অবস্থিত নহে। দৃষ্টবস্তু (আল্লাহ্তায়ালা) যেরূপ পরিদৃষ্ট না হওয়া কালীন দিকশূন্য, তদ্রূপ পরিদৃষ্ট হওয়ার পরেও তিনি দিক শূন্য। মোকাবিলা ও সম্মুখীন হওয়া তথা হইতে নিবারিত। ইহা কোন অসম্ভব নহে, প্রকার বিহীনের দর্শনও প্রকার বিহীন বটে। যেহেতু প্রকার সম্ভূত বস্তুর তথায় কোনও অবকাশ নাই। বাদশাহের বাহন ব্যতীত তাঁহার দান বহিতে পারে না। প্রকার বিহীন বস্তুর দর্শন— প্রকার সম্ভূত বস্তু সমূহের দর্শনের অনুরূপ ধারণা করা মোনাছিব বা অনুকূল বাক্য ও সুবিচার নহে। আল্লাহ্তায়ালা সত্যের সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী।

৪৫ মকতুব

মাওলানা ছুলতান ছেরহীন্দির নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য যিনি বিশ্বের পালন কর্ত্তা এবং তাঁহার রছুল মোহাম্মদ (দঃ) ও তদীয় বংশধরগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক। অতঃপর আপনারা জানিবেন যে, 'কল্‌ব' বা অন্তঃকরণ আল্লাহ্তায়ালার প্রতিবেশীতুল্য। কল্‌ব হইতে অন্য কোন বস্তু আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র দরবারের নিকটবর্ত্তী নাই। অতএব আপনারা উহাকে কষ্ট দেওয়া হইতে বিরত থাকুন। উহা যে কোন 'কল্‌ব'ই— হউক না কেন। কেননা প্রতিবেশী পাপী হইলেও— তাহার সাহায্য করা হইয়া থাকে। সাবধান, সাবধান ; আপনারা ইহা হইতে বিরত থাকুন। যেহেতু কুফর— যাহা স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালার কষ্টের কারণ, তাহার পর 'কল্‌ব' কে কষ্ট প্রদান তুল্য— অন্য কোনই পাপ নাই ; কেননা 'কল্‌ব' যাবতীয় বস্তু হইতে আল্লাহ্তায়ালার অধিক নিকটবর্ত্তী ও ঘনিষ্ট। সৃষ্টজীব সকলেই আল্লাহ্তায়ালার দাস ও ভৃত্য। যে কোন ব্যক্তির ভৃত্যকে প্রহার ও অপদস্থ করিলে— তাহার প্রভু কষ্ট পাইয়া থাকে। অতএব যিনি অসাধারণ কর্ত্তা— তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইতে পারে। কাজেই সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার নির্দ্ধারিত আদেশের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা চলিবে না এবং ইহা সৃষ্ট-জীবগণকে কষ্ট প্রদানের অন্তর্ভুক্ত নহে। বরঞ্চ ইহা তাঁহার আদেশ পালন মাত্র। যথা— জ্বেনাকার যদি কুমার বা অবিবাহিত হয়, তবে তাহাকে একশত

বেত্রাঘাত করা শরার হুকুম কিন্তু যদি একশত হইতে অধিক বেত্রাঘাত করে, তবে তাহা জুলুম বা অত্যাচার এবং সৃষ্ট জীবকে কষ্ট দেওয়ার শামিল হইবে। আপনি জানিবেন যে, কল্‌ব বা অন্তঃকরণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থ। যেরূপ মানব সংক্ষিপ্তি ও সমষ্টিভূতির কারণে বৃহত্তম জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; তদ্রূপ কল্‌ব বা অন্তঃকরণ মানব দেহে— যাহা আছে তাহার সমষ্টিভূতির জন্য এবং পূর্ণ অবিভাজ্যতা ও সংক্ষিপ্তি হেতু শ্রেষ্ঠ। যে বস্তু অধিক সংক্ষেপ ও অধিক সমষ্টিভূতি-সম্পন্ন, সে বস্তুই— আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র দরবারের অধিক নিকটবর্ত্তী। মানবদেহে যাহা কিছু আছে, তাহা— হয়তো আলমে খলক্ বা স্থূল জগতের হইবে, অথবা আলমে আমর বা সূক্ষ্ম জগতের হইবে, এবং কল্‌ব উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থ স্বরূপ।

ঊর্ধ্বারোহনের সময় মানবের লতিফা বা সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের প্রত্যেকটি স্বীয় মূল বস্তুর দিকে উত্থিত হইতে থাকে। যথা— সাধক প্রথমে পানির মূল-বস্তুর দিকে আরোহণ করে। তৎপর বায়ুর মূল-বস্তুর দিকে, তারপর অগ্নির মূল-বস্তুর দিকে। তৎপর প্রত্যেক লতিফার মূল বস্তুর দিকে উন্নতি করে। তৎপর তাহার 'এছমে জুজই' বা ব্যষ্টি অর্থাৎ আংশিক নাম গুণাবলী, যাহা তাহার রব বা পালনকর্ত্তা বা উৎপত্তি স্থান, তদ্দিকে আরোহণ করে, তৎপর উহাদের-কুল্লি বা সমষ্টির দিকে উন্নতি করে। তৎপর আল্লাহ্‌তায়ালার যতদূর ইচ্ছা উন্নতি করিতে থাকে। কিন্তু কল্‌ব ইহার বিপরীত, কেননা নিশ্চয় উহার কোন মূল বস্তু নাই, যাহার দিকে সে উন্নতি করিবে। বরং তাহার উন্নতি প্রথমেই আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের দিকে হইয়া থাকে এবং নিশ্চয় উহা নিছক-পবিত্র অদৃশ্য জাতের দ্বার স্বরূপ। কিন্তু উল্লিখিত বিস্তৃত ছয়ের বা ভ্রমণ ব্যতীত শুধু কল্‌বের পথে আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পর্য্যন্ত উপনীত হওয়া দুষ্কর ও সুকঠিন। বরং উক্ত বিস্তৃতি সমাপ্ত ও পূর্ণ করার পরেই সম্মিলন ঘটিয়া থাকে। ইহা কি দেখনা যে, কল্‌বের সমষ্টিভূতি ও প্রশস্ততা— উল্লিখিত মর্ত্তবা সমূহ বিস্তৃত ভাবে অতিক্রম করার পর লাভ হয়। এ স্থলে কল্‌বের অর্থ অবিভাজ্য, বরং অবিভাজ্যতর— সমষ্টিভূত কল্‌ব (যাহা মূল অর্থের উপর অবস্থিত) মাংসখণ্ড কল্‌ব নহে।

৪৬ মকতুব

হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ (রাজীঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন। উরুজ-নুজুল এর বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে। এই মকতুবের প্রতিলিপি অর্থ হিসাবে করা হইয়াছে, শব্দ হিসাবে নহে।

আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা করিতেছি এবং তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের ছর্দ্দার ও প্রভু এবং আমাদের পাপ সমূহের সুপারিশকারী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার বংশধর ও সহচরগণের প্রতি দরূদ প্রেরণ করিতেছি। আপনারা অবগত হউন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক আমার প্রতি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে, সৃষ্ট জগতের মধ্যে একটি 'বিন্দু' আছে, যাহা প্রতিচ্ছায়ার জগতের কেন্দ্র এবং উক্ত বিন্দু নিখিল বিশ্বের সংক্ষিপ্তি স্বরূপ ও বিশ্বজগত সবই উক্ত সংক্ষিপ্তির বিস্তৃতি মাত্র। উক্ত বিন্দুটি উজ্জ্বলতায়— ভাস্কর তুল্য, উহার নূর বা আলোকদ্বারা জগতের সকলে আলোকিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌পাক হইতে যে কেহ ফয়েজ প্রাপ্ত হউক না কেন, উক্ত বিন্দুর মাধ্যমেই পাইয়া থাকে। উক্ত বিন্দু আল্লাহ্‌তায়ালার অদৃশ্য নিছক জাতের বিন্দুর বরাবর সম্মুখে অবস্থিত এবং উক্ত বিন্দু অবতরণের মর্ত্তবায় অবস্থাপিত ও অবধারিত। অতএব এই নিম্নতর অবতরণীয় স্তরে যে পর্য্যন্ত অবতরণ করিবে না, সে পর্য্যন্ত— "গায়েবে হাবীয়াত" নামধারী নিছক জাতের মর্ত্তবায় উন্নতি করিতে পারিবে না। এই অবতরণ— আহ্বান কার্য্য ও পূর্ণতা প্রদানার্থে হইয়া থাকে। উক্ত বিন্দুর মর্ত্তবায়— যে অবতরণ সংঘটিত হয়, তাহাতে ধারণা হয় যে, বিশ্বজগতের দিকে যেন— তাহার মুখমণ্ডল ও আল্লাহ্ তায়ালার দিকে তাহার পৃষ্ঠদেশ। আমার প্রতি ইহাও প্রকাশ পাইল যে, বিশ্বজগতের দিকে তাহার এই লক্ষ্য ও আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে এই বিরতি ও বিয়োগ তাহার মৃত্যু পর্য্যন্তই থাকে। তৎপর যখন আল্লাহ্‌র সম্মিলনের সময় ঘনাইয়া আসে, তখন অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অতএব, ইহজগতে অবস্থানকালীন— উভয় দিকের মধ্যে বিরহ ও আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু সাক্ষাত ও সম্মিলন— মৃত্যুর পরই লব্ধ হইয়া থাকে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, "আব্‌রারগণ আমার সাক্ষাতের দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে। কিন্তু আমি নিশ্চয় উহাদের সাক্ষাতের কঠিন আকাঙ্ক্ষা

রাখি"। তাহার অর্থও আমার প্রতি প্রকাশ হইয়া গেল। পরন্তু জানিবেন যে, এই মর্ত্তবায় অবতরণ হওয়া সত্ত্বেও তাহার মধ্যে ও আল্লাহ্তায়ালার মধ্যে কোন যবনিকা, বা পর্দা থাকে না। অর্থাৎ যাবতীয় পর্দা অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাতের প্রতি তাহার লক্ষ্য হারাইয়া যায় এবং পূর্ণরূপে সৃষ্ট জগতের প্রতি লক্ষ্য হয়। ইহাই দাওয়াত বা আহ্বান কার্য্যের মাকাম বা স্তর। আবার কখনও প্রতিবিম্বের জগতের এই বিন্দু হইতে অবতরণ করিয়া 'আদম' বা নাস্তির বৃত্তের কেন্দ্রের বিন্দুতে উপনীত হয়, ইহা আল্লাহ্র প্রতি কুফর করার মাকাম ও পয়গম্বর (আঃ)-গণকে এবং আল্লাহ্ তায়ালার আয়াত সমূহ অস্বীকার করার স্তর। এই বিন্দু হইতে ঊর্দ্ধারোহণ করিয়া আসল বা মূল বস্তুর বৃত্তের কেন্দ্রে উপনীত হয়, যাহা পয়গম্বর (আঃ)-গণের মাকাম সমূহের বৃত্ত। উল্লিখিত মাকামটি, অর্থাৎ যে বিন্দুর বিষয় ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইল, তাহা অত্যন্ত তমসাচ্ছন্ন ও অন্ধকার বিন্দু। উক্ত বিন্দুকে নূরাণী ও আলোকিত করার উদ্দেশ্যে তথায় অবতরণ করা, একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ— বৃহত্তম কার্য্য। ইহার বিপরীত বিন্দুকে 'ইসলাম'-এর বিন্দু বলা হয়। এই তমসাচ্ছন্ন বিন্দুতে উপনীত হওয়ার পর উক্ত ইসলামের বিন্দুতে আরোহণ সংঘটিত হয়। উক্ত তমসাচ্ছন্ন বিন্দুটির প্রদীপ— পবিত্র কলেমা— "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই। ওয়াচ্ছালাম ॥

৪৭ মকতুব

দোওয়ার গূঢ়-রহস্যের ও আলেম ও নেক্কারগণের প্রশংসার বিষয়ে, সে সময়ের বাদশাহের নিকট লিখিতেছেন।

আশীর্ব্বাদক আহ্মদ, সেই উচ্চ দরবারে অবস্থানকারীগণ এবং খাদেম ভৃত্যগণের নিকট আরজ করিতেছে এবং নীচতা ও আনুগত্য প্রকাশ করিতেছে ; এবং তদীয় খাদেম ও ভৃত্যগণের সৌভাগ্যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে শান্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার শোকর-গোজারী করিতেছে। যখন দোওয়া কবুল হওয়ার আশা অনুভূত হয়, এবং ফকীর-দরবেশগণ যখন একত্রিত হয়, তখন আপনার বিজয়ী সৈন্যগণের বিজয় কামনা করিয়া থাকে।

যেহেতু— বিভিন্ন কার্য্যের তরে, বিভিন্ন সৃজন,
স্ব-স্ব কার্য্যে অনুরক্ত, বটে সর্ব্বজন।

আল্লাহ্তায়ালার কার্য্যকলাপের মধ্যে অনর্থক কার্য্য নিবারিত। সামরিক সৈন্যগণের কার্য্য বাদশাহের রাজ্য রক্ষায় সাহায্য করা, শরীয়ত প্রচার যাহার প্রতি নির্ভরশীল। "শরীয়ত বা ইসলাম তরবারির নীচে" প্রচলিত কথা। এই মহান কার্য্য (শরীয়ত প্রচার) আবার আশীর্ব্বাদক সৈন্য অর্থাৎ ফকীর দরবেশ ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের দোওয়ার প্রতি নির্ভরশীল। যেহেতু বিজয় দুই প্রকার। এক প্রকার বিজয়— আসবাব ও সাজ-সরঞ্জামের প্রতি নির্ভর করে ; ইহা বাহ্যিক বিজয় এবং ইহা সামরিক সৈন্যের প্রতি নির্ভরশীল। দ্বিতীয় প্রকারের জয়লাভ যাহা প্রকৃত বিজয় এবং যাহা সরঞ্জামকারী অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে সমাগত— "এবং বিজয় ও সাহায্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে ব্যতীত নহে" (কোরআন) ; আয়াতটি ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে, তাহা আশীর্ব্বাদক সৈন্যের সহিত সম্বন্ধীয়।

অতএব, আশীর্ব্বাদক সৈন্য জলীল-খার বা ভগ্নতা ও নগণ্যতার কারণে সামরিক সৈন্য হইতে পুরোগামী হইয়া থাকে এবং সরঞ্জাম হইতে সরঞ্জামকারীর প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করে।

ভগ্ন-মনা এ প্রান্তরে অগ্রগামী বটে ;
স্মরণ রাখিও ইহা, স্বীয় চিত্ত-পটে।

আবার 'দোওয়া' 'কাজা' বা ভাগ্যের বিড়ম্বনা নিবারণ করিয়া থাকে। যথা- সত্য সংবাদদাতা (দঃ) ফরমাইয়াছেন— "দোওয়া ব্যতীত ভাগ্যের বিপর্য্যয় অন্তর্হিত হয় না"। তরবারি ও যুদ্ধ কিন্তু এইরূপ ক্ষমতা রাখে না ; অর্থাৎ তাহারা ভাগ্যের বিড়ম্বনা রদ রহিত করিতে সক্ষম নহে। কাজেই আশীর্ব্বাদক সৈন্য দুর্ব্বলতা ও ভগ্নতার কারণে সামরিক শক্তি হইতে শক্তিশালী হইয়া থাকে। উপরন্তু আশীর্ব্বাদক সৈন্য সামরিক সৈন্যের প্রাণতুল্য এবং সামরিক সৈন্য উহার দেহতুল্য। সুতরাং সামরিক সৈন্যের জন্য আশীর্ব্বাদক সৈন্য ব্যতীত উপায় নাই, যেরূপ প্রাণ ব্যতীত শুধু দেহ দ্বারা সাহায্য হয় না। এইহেতু হাদীছ শরীফ বর্ণনাকারী— রাবীগণ ফরমাইয়াছেন যে, হজরত রছুলুল্লাহ্ (দঃ) মোহাজের ফকিরগণের অছিলায়— আল্লাহ্তায়ালার নিকট যুদ্ধের বিজয় প্রার্থনা করিতেন, অর্থাৎ সামরিক সৈন্য থাকা সত্ত্বেও হজরত রছুল (দঃ) (তাহাকে যথেষ্ট মনে না করিয়া) ফকির মোহাজেরগণের

মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট যুদ্ধের বিজয় কামনা করিতেন। অতএব, ফকিরগণ যদিও জলিল-খার-অপদস্থ, নগণ্য ও হীন— যেহেতু কথিত আছে যে, অভাবের অর্থ "দুই কালে কৃষ্ণ বদন হইয়া থাকা" তথাপি-ইহারাই দোওয়ার লস্কর বা আশীর্ব্বাদক সৈন্য ও অবশ্য ইহারা কোন একদিন কার্য্যে লাগিবেন এবং এইরূপ নগণ্য হওয়ার জন্যই আল্লাহ্‌পাকের নিকট গণ্য ও সকল সহকর্ম্মীগণ হইতে অগ্রগামী হইয়া থাকেন। সত্য সংবাদদাতা হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, আগামীকল্য অর্থাৎ রোজ হাশরে শহীদগণের রক্তের সহিত (খাঁটি) আলেমগণের লিখার কালি পরিমাপিত হইবে এবং উক্ত কালির ওজন অধিক হইবে। ছোবহানাল্লাহ্ (আশ্চর্য্যের বিষয় যে), তাহাদের এই কালি ও এই কলংকই তাহাদের ইজ্জত, সম্মান ও মুখজ্জ্বলতার কারণ হইয়াছে ; এবং নিম্নস্তর হইতে তাহাদের পদ উচ্চ স্তরে লইয়া গিয়াছে।

হাঁঃ— আবে হায়াত পানে বটে না হয় মরণ—
অন্ধকারে আছে তাহা কর অন্বেষণ।
পুষ্পমুখী বন্ধু মোরে ভৃত্য দাবীকরি—
মম কৃষ্ণ মুখ হ'ল, শেষে কার্য্যকরী ;

এ নগণ্য ফকির যদিও আশীর্ব্বাদক সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য নহে, তথাপি শুধু ফকির নাম থাকা হেতু দোওয়া কবুল হওয়ার আশা লইয়া ভবদীয় দৌলত রক্ষার্থে— দোওয়া করা হইতে নিজেকে বিরত রাখেনা এবং কায়মনোপ্রাণে সুস্থতা ও শান্তি রক্ষার্থে স্বীয় রসনাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তৃক সদা সর্ব্বদা সিক্ত রাখে।

হে আমাদের প্রভু— আমদের দোওয়া কবুল কর, নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী ও সর্ব্বজ্ঞ।

৪৮ মকতুব

মখদুমজাদা খাজা মোহাম্মদ ছাঈদের নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার আক্‌রাবীয়াত সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

বিছ্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি

ছালাম। আল্লাহ্‌তায়ালার আকরাবীয়াত বা অধিক নিকটবর্ত্তী হওয়ার ব্যাপারটি "এলমে হুজুরী" বা "আত্ম স্মরণ"-এর প্রতি নির্ভরশীল, যাহা মূল জানিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ রাখে ; উহার কোন প্রতিবিম্ব বা আকৃতির সহিত সম্বন্ধ রাখে না। উহা এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞানের মধ্যে হইয়া থাকে। এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে (জানিত) বস্তুর জ্ঞান নহে ; বরং (জানিত) বস্তুর কোন এক আকৃতির জ্ঞান মাত্র। উহা বাস্তবে উক্ত বস্তুর বিষয়ে অজ্ঞতা ও মূর্খতা মাত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বস্তুর বিষয় অজ্ঞতাকে উক্ত বস্তুর জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। বোধ হয়, তাহারা আকৃতি ও প্রতিচ্ছায়াকেই অবিকল মূল বস্তু বলিয়া ধারণা করিয়াছেন ও বস্তুর আকৃতির জ্ঞানকেই উক্ত বস্তুর জ্ঞান বলিয়া জানিয়া থাকেন ; কিন্তু উহা নিষিদ্ধ। পরন্তু ইহাতে "দাওয়ায়ে আইনিয়াত" বা সৃষ্ট পদার্থ ও আল্লাহ্ অবিকল এক বস্তু হওয়া হয়, যাহা শ্রুতব্য নহে। কেননা বস্তু এবং তাঁহার আকৃতি পরস্পর বিভিন্ন এবং যে-স্থলে দুই বস্তু প্রমাণিত হয়, সে স্থলে বৈপরীত্য বর্ত্তমান থাকে। "দুই বস্তু বিপরীত হয়" দার্শনিকগণের নির্দ্ধারিত বাক্য। কোন বস্তুর আকৃতির জ্ঞান অবিকল ঐ বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে ? কেননা আকৃতি বস্তুর বাহ্যিক কাঠামো গঠনের ছবি ও উদাহরণ মাত্র। যাহা দর্পণের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। বহু সূক্ষ্মতত্ত্ব ও রহস্য-যাহা বস্তুর মধ্যে আছে, আকৃতির মধ্যে তাহার কোনই নিদর্শন নাই।

প্রেয়সী-আলেখ্য যদি— আঁকে কারুজন—
কি করি ভঙ্গিমা তাঁর— করিবে অংকন।

আফছোছের বিষয় যে, বাহ্যিক বস্তুগুলিও যদি পূর্ণরূপে, নিছকভাবে আকৃতির মধ্যে প্রকাশ পাইত এবং অন্তর্জ্জগত স্থগিত থাকিত ; (তাহাও নাই)। যখন বাহ্যিক বস্তু আধার ও দর্পণের রঙ্গে-রঞ্জিত হইয়া আকৃতির মধ্যে প্রকাশ পায়, তখন ইহা সঠিক যে, বাহ্যিক বস্তু অবিকল নিছকভাবে নিজের মত থাকে না ; বরং অন্যরূপ ধারণ করে। সুতরাং 'আকৃতি' বস্তুর আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব হইতে যেরূপ বঞ্চিত, তদ্রূপ তাহার বাহ্যিক বিষয় হইতেও বঞ্চিত। অতএব, আকৃতির জ্ঞান— বস্তুর প্রকৃত তত্ত্বের যথাযথ জ্ঞান হইতে পারে না। ফলকথা, জানিত-বস্তু উহাকে বলে— যাহা স্মৃতিপটে অংকিত ও অবস্থিত থাকে। এ স্থলে স্মৃতিপটে যখন আকৃতি

বর্ত্তমান, তখন উহাই জানিত বস্তু এবং আকৃতি— বস্তুর সহিত যখন বৈপরীত্য রাখে, তখন আকৃতির জ্ঞান লাভ হইলে বস্তুর যথাযথ জ্ঞান লাভ হওয়া অনিবার্য্য হয় না।

পক্ষান্তরে এল্‌মে হুজুরি ঐ বস্তু— যাহার অনুভূতির মধ্যে মূল বস্তুই বর্ত্তমান থাকে। কোনও প্রতিবিম্ব বা আকৃতি তথায় প্রবেশ করে না। অতএব, এই এল্‌মে হুজুরীর মধ্যে জানিত বস্তুই বর্ত্তমান থাকে ; তাহার কোন আকৃতি নহে, সুতরাং এল্‌মে হুজুরীই শ্রেষ্ঠ। বরং ইহাই একমাত্র এল্‌ম বা জ্ঞান। ইহা ব্যতীত অন্য সকল— অর্থাৎ এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান— অজ্ঞানতা ও মূর্খতা মাত্র, যাহা নিজেকে এল্‌ম বা জ্ঞান বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা ঘোরতর মূর্খতা যে, নিজের অজ্ঞতাকে এল্‌ম বা জ্ঞান বলিয়া বিশ্বাস করে ; এবং সে-যে অজ্ঞ তাহাও সে অবগত নহে ; আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত ও গুণাবলীর প্রতি এই এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞানের কোনও পথ নাই এবং আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র অবশ্যম্ভাবী জাত এইরূপ এল্‌ম বা জ্ঞান কর্ত্তৃক বিদিত ও পরিচিত হন না। যেহেতু এই এল্‌ম বা জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে জানিত বস্তুর আকৃতির জ্ঞান প্রকৃত বস্তুর জ্ঞান নহে ; ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। পরন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র দরবারে আকৃতির কোনই পথ নাই, যাহাতে আকৃতির জ্ঞানকে তাহার মূল বস্তুর জ্ঞান বলা হয়, যদিও অনেকে বলিয়া থাকেন যে, "আল্লাহ্‌তায়ালার মেছেল বা অনুরূপ বস্তু নাই, কিন্তু মেছাল বা উদাহরণ আছে", যদি সেই উদাহরণিক আকৃতি প্রমাণ হয়, তবে তাহা চিত্তপটে যে আকৃতি আছে, যাহা এল্‌ম বা জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধিত, তাহা ব্যতীত অন্য বস্তু হইবে। এমনও হইতে পারে যে, আলমে মেছাল বা উদাহরণিক জগত যখন সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বাধিক প্রশস্ত, তখন আকৃতি তথায় বর্ত্তমান থাকিতে পারে : যাহা স্মৃতিপটে নাও থাকতে পারে। হাদীছে কুদ্‌ছিতে আসিয়াছে যে, "জমিন-আছমানের মধ্যে আমার সংকুলান হয় না ; কিন্তু মো'মেন বান্দার কল্‌ব বা অন্তঃকরণে আমার স্থান হয়"। তাহা ঐ মো'মেন বান্দার কল্‌বের সহিত বিশিষ্ট, যাহার কার্য্যকলাপ অন্য সকল মানব হইতে বিভিন্ন এবং যিনি 'ফানা'-'বাকা' লাভ করিয়াছেন ও যিনি প্রাপ্তি হইতে মুক্ত হইয়া 'হুজুর' বা 'উপস্থিতি' লাভ করিয়াছেন। অতএব, যদি তথায় সংকুলান হয়, তবে তাহা 'হুজুর' বা 'উপস্থিতি' হিসাবে হইয়া থাকে, প্রাপ্তি হিসাবে নহে।

কোন্ দর্পণে রূপ দেখাবে সে-জন,
সৃষ্টির মাঝারে নাই— এমন দর্পণ।

জানা আবশ্যক যে, এল্‌মে হুজুরীর মধ্যে এল্‌মধারী ব্যক্তি ও জানিত-বস্তু, উভয় এক হইয়া থাকে। অতএব, এল্‌মধারী হইতে এই এল্‌ম বা জ্ঞান অন্তর্হিত হওয়া বিধেয় নহে ; যেহেতু জানিত বস্তু সে নিজেই যাহা— তাহা হইতে পৃথক নহে। বরং সেস্থলে তিনি নিজেই এল্‌ম বা জ্ঞান এবং নিজেই অবিকল জানিত-বস্তু। সুতরাং এ স্থলে পৃথক হওয়ার কোনই অবকাশ নাই। আরও জানা উচিত যে, এল্‌মে হুজুরী বা আত্মস্মরণ বা জ্ঞানের মধ্যে যখন সে স্বয়ং জানিত-বস্তু ; তাহার আকৃতি নহে, তখন নিশ্চয় তাহার মধ্যে জানিত-বস্তু অবিকল বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয় এবং তাহার তত্ত্ব সমূহও অনুভূত হয় এবং জানা যায় ; কেননা বস্তুর তত্ত্বের অর্থ সে নিজেই। যখন তথায় যাবতীয় ধারণা রহিত হয় এবং বস্তু স্বয়ং বর্ত্তমান থাকে। যাহা তাহার ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক অনুভূত হয় ; তখন উহার তত্ত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান ইহার বিপরীত। তথায় বস্তু ধারণাকৃত বিষয়সমূহ ও বাহ্যিক আকৃতি ও উপমা ইত্যাদি উপলব্ধি হয় মাত্র, বস্তু স্বয়ং উপলব্ধ হয় না ; ইহা পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, তদ্স্থলে বস্তুর তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না এবং বস্তু তাহার তত্ত্বসহ উপলব্ধি হয় না।

ফলকথা, এল্‌মে হুছুলীর মধ্যে বস্তুর বিকাশ ও অনুভূতি উভয়ই লাভ হয়। কিন্তু এল্‌মে হুজুরীর মধ্যে বস্তুর বিকাশ হয়, অনুভূতি হয় না। অর্থাৎ জানিত-বস্তুর তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয় বটে, কিন্তু উপলব্ধি হয় না।

যদি কেহ বলে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের এল্‌মে হুজুরী প্রমাণিত হইলে— তাঁহার জাতের তত্ত্ব বিকাশ হওয়া অনিবার্য্য হইবে, এবং অবিকল জাত জানা যাইবে। কিন্তু ইহা আলেম সম্প্রদায়ের কানুনের বিপরীত। তদুত্তরে বলিব যে, আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের প্রতি এইরূপ এল্‌মে হুজুরীর সম্বন্ধ করা তদীয় পবিত্র জাতের প্রতি দর্শনের সম্বন্ধ করার তুল্য। অর্থাৎ তথায় বিকাশ লাভ হয়, কিন্তু অনুভূতি নিবারিত। তদ্রূপ এ স্থলেও বিকাশ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অনুভূতি নাই।

আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের সহিত যখন দর্শনের সম্বন্ধ হইতে পারে, তখন এল্‌ম বা জ্ঞানের সম্বন্ধ কেন হইবে না ? ইহাতো দর্শন হইতেও সূক্ষ্মতর। অনুভব হওয়াই দোষনীয় ও অসম্ভব— যাহাতে পরিবেষ্টন ও সীমাবদ্ধতা অনিবার্য্য হয়, বিকশিত হওয়া দোষনীয় নহে। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "চক্ষু তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না"— ইহা বলেন নাই যে, চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পারিবে না।

প্রশ্নঃ- যদি অনুভূত না হয়, তবে বিকাশ লাভ হইলে কি ফল হইবে ? উত্তরে বলিব যে, বিকাশ দ্বারা দর্শকের লজ্জত প্রাপ্ত হওয়াই উদ্দেশ্য, তাহাতো লাভ হইবে ; অনুভব হউক বা না-ই হউক।

প্রশ্নঃ- অনুভব না হইয়া শুধু বিকাশ হইলে কিভাবে লজ্জত পাইতে পারে ?

উত্তরঃ- বিকাশ হওয়ার জ্ঞানই লজ্জতের জন্য যথেষ্ট, অনুভব হউক বা না হউক। অথবা বলিব যে, তথায় অনুভূতিও হইবে, কিন্তু তাহা প্রকারবিহীন। "আল্লাহ্তায়ালা সর্ব্বজ্ঞ"। যে অনুভূতি প্রকার সম্ভূত এবং যদ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়া জানা যায়— তাহাই নিষিদ্ধ। "এল্‌ম দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করা যায় না" (কোরআন) আয়াতটি এল্‌মে হুছুলীর মোনাছেব বা অনুকূল। এল্‌মে হুজুরীর মধ্যে যদি অনুভূতি না থাকে, তবে এল্‌মে হুছুলীর মধ্যে উহা কোথা হইতে আসিবে ? প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে যাহা থাকে— তাহা মূল-বস্তু হইতেই গৃহীত হয়। এই মাত্র যে, মূল-বস্তুর মধ্যে অনুভূতিটি প্রকারবিহীন হইয়া থাকে এবং প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে উহা প্রকার সম্ভূত হয়।

৪৯ মকতুব

জনাব হজরত মীর মোহাম্মদ নো'মান (রাঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে এল্‌মে হুজুরীর বিষয় বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

জানা আবশ্যক যে, এল্‌মে হুছুলী বা অৰ্জ্জিত জ্ঞান বহির্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধিত এবং এল্‌মে হুজুরী বা আত্মস্মরণ বা আত্মজ্ঞান অন্তর্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখে। আল্লাহ্‌তায়ালার "আক্‌রাবিয়াত" বা অধিক নৈকট্যের কার্য্যকলাপ যখন পূর্ণ মারেফত প্রাপ্ত (পরিচয়-প্রাপ্ত) সাধকের প্রতি প্রকাশিত হয় ও সাধক উক্ত মাকামের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন তাহার এই অন্তর্জ্জগত— বহির্জ্জগত তুল্য হয় ও তাহার এই এল্‌মে হুজুরী— এল্‌মে হুছুলী হইয়া যায় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার আক্‌রাবিয়াত বা নিকটতর হওয়া তাহার অন্তর্জ্জগত তুল্য হয়। যে এল্‌মে হুজুরী পূর্ব্বে তাহার নফ্‌ছের সহিত সম্বন্ধিত ছিল, তাহা ইদানিং উক্ত আক্‌রাবিয়াত-এর সহিত সম্বন্ধ সৃষ্টি করে ; ইহার অর্থ ইহা নহে যে, সে সাধক নিজেকে অবিকল অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্‌ বলিয়া জানে এবং তাহার নফ্‌ছের সহিত যে এল্‌মের সম্বন্ধ ছিল, তাহা অবিকল অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের সহিত সমন্ধিত হয় ; আল্লাহ্‌ ইহা হইতে পাক। ইহা তৌহিদ বা একবাদের মাকাম বা নৈকট্যের মাকাম সমূহের সহিত সম্বন্ধিত। কেননা নৈকট্যের শেষ পর্য্যায় একত্রিত হওয়া। 'আক্‌রাবিয়াত' বা অধিকতর নিকটবর্ত্তী হওয়া অন্য বস্তু এবং তাহার কার্য্যকলাপও অন্য প্রকার। এক হওয়া বা সম্মিলিত হওয়ার স্তর অতিক্রম করিতে হইবে এবং দ্বিত্বের স্তরে আসিতে হইবে, তবেই অধিকতর নিকটবর্ত্তী হওয়া সংঘটিত হইবে। কোন নির্বোধ ব্যক্তি দ্বিত্ব শব্দ দ্বারা সন্দেহে উপনীত না হয়, এবং এক হইয়া যাওয়াকে ইহার ঊর্দ্ধে বলিয়া না জানে। কেননা যে 'দ্বিত্ব' এক হওয়ার নিম্ন স্তরে, তাহা চতুষ্পদ তুল্য সর্ব্ব-সাধারণের মাকাম এবং এই 'দ্বিত্ব' যাহা এক হওয়ার মাকাম হইতে সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ ; তাহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের মাকাম ; যেরূপ সংজ্ঞা যাহা— মত্ততার নিম্নস্তরে, তাহা সর্ব্বসাধারণের অবস্থা এবং মত্ত্বতার পর যে সংজ্ঞা লাভ হয়, তাহা বিশিষ্ট, বরং বিশিষ্টের-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মাকাম ; তদ্রূপ ইসলাম, যাহা তরীকার কুফরের পূর্ব্বে হইয়া থাকে ; তাহা সর্ব্বসাধারণের ইছলাম এবং তরীকার কুফরের পর যে ইসলাম লাভ হয়, তাহা বিশিষ্টের-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ইছলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সাধক যদিও নিজেকে অবশ্যম্ভাবী জাত বলিয়া জানে না, তথাপি যে এল্‌মে হুজুরী বা আত্মজ্ঞান সাধকের সহিত সম্বন্ধিত ছিল ; তাহা অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের সহিত

সম্বন্ধ সৃষ্টি করে এবং তাহার নিজের সহিত যে-এল্‌মে হুজুরী ছিল, তাহা এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান হইয়া যায়।

প্রেমের ভিতর এরূপ আজব ব্যাপার—
অনেক ঘটিয়া থাকে, কি কহিব আর !

আবদ্ধ-জ্ঞান এই সূক্ষ্মতা অনুভব করিতে পারে না। বরং তাহারা দুই বিপরীত বস্তু একত্রিত হয় বলিয়া ধারনা করে, জনৈক বোজর্গ আরেফ বলিয়াছেন যে, "আমি বিপরীত বস্তু সমূহের সঙ্গিভূতি দ্বারা আমার পালনকর্ত্তার পরিচয় লাভ করিয়াছি"।

হে আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে তোমার নিকট হইতে রহমত প্রদান কর ও আমাদের কার্য্য সকল সরল করিয়া দাও। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে তাহার প্রতি ছালাম।

৫০ মকতুব

কাজী নছরুল্লাহ-এর নিকট ওলামায়ে রাছেখীন এবং জাহেরী আলেমগণের দলীলাদির পার্থক্যের বিষয় লিখিতেছেন।

কার্য্য দৃষ্টে কর্ত্তার নির্দ্দেশ প্রাপ্তি এবং সৃষ্ট পদার্থ হইতে স্রষ্টার নিদর্শন লাভ করা জাহেরী আলেমগণ ও রাছেখীন বা সুদৃঢ় জ্ঞান লাভকারী আলেমবৃন্দ, যাঁহারা পয়গম্বর (আঃ)-গণের পূর্ণ ওয়ারিশ তাহাদের উভয় সম্প্রদায়ের কার্য্য। জাহেরী আলেমগণ সৃষ্ট পদার্থের এল্‌ম লাভ করতঃ তাহা হইতে স্রষ্ঠার জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন এবং চিহ্নের অস্তিত্বকে চিহ্নকারীর অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ করিয়া তদ্বারা চিহ্নকারী (আল্লাহ্‌পাক)-এর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস লাভ করেন। ওলামায়ে রাছেখীন বা দৃঢ়জ্ঞান সম্পন্ন আলেমগণ বেলায়েত বা নৈকট্যের পূর্ণতার মাকাম সমূহ অতিক্রম করিয়া দাওয়াত বা আহ্বান কার্য্যের মাকাম যাহা নিজস্ব হিসাবে পয়গম্বর (আঃ)-গণের বিশিষ্ট মাকাম— তথায় উপনীত হন। ইঁহারাও তাজাল্লিয়াত এবং মোশাহাদাত বা আবির্ভাব ও আত্মীক দর্শনাদি লাভ করার পর চিহ্ন দৃষ্টে—

চিহ্নকারীর প্রমাণ করিয়া থাকেন, তদ্দারা তাঁহাদেরও প্রকৃত চিহ্নকর্ত্তার প্রতি এক প্রকার ঈমান বা বিশ্বাস লাভ হয়। কেননা তাঁহারা অবশেষে ইহা জানিতে পারেন যে, যাহা কিছু পরিদৃষ্ট ও আবির্ভূত হয়, তাহা উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব সমূহের কোন এক প্রতিবিম্ব মাত্র ; যাহা 'নফী' বা নিবারণ করার যোগ্য এবং তাহা বিশ্বাস না করারই উপযোগী। ইহাও তাঁহারা সঠিকভাবে জানিয়াছেন যে, ইহ-জগতে দলিল-প্রমাণ ব্যতীত প্রকার বিহীন বস্তুর প্রতি ঈমান লাভ হইতে পারে না। অতএব, তাঁহারা প্রমাণের মুখাপেক্ষী হইয়া উদ্দিষ্ট বস্তুকে প্রতিবিম্বের ব্যবধান ব্যতীত কামনা করিয়া থাকেন। সুতরাং এই বোজর্গগণ যখন আল্লাহ্তায়ালার প্রতি দৃঢ় প্রেমাসক্ত এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল বস্তুকে তাঁহার প্রেমের বিনিময়ে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন, তখন "যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার সঙ্গে"— হাদীছানুযায়ী দলিল প্রমাণের পথে তাঁহারাও প্রকৃত উদ্দিষ্ট-বস্তু আল্লাহ্ পর্য্যন্ত উপনীত হন ; এবং আবির্ভাব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত পথ যাহা প্রতিচ্ছায়া-সম্ভূত— তাহা হইতে মুক্ত হইয়া মূলের-মূল বস্তুর সহিত মিলিত হন। যে মাকামে জাহেরী আলেমগণের এল্‌ম-জ্ঞান উপনীত হয়, সেই মাকামে ইঁহারা প্রেমের বড়শী বা আকর্ষণী কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া, স্বয়ং তথায় উপনীত হন ও প্রকার বিহীন মিলন লাভ করেন। মহব্বত বা প্রেম থাকা না থাকাই— ইহার পার্থক্য। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের প্রেম হইতে মুক্ত বা নিষ্কৃতি পাইয়াছে, সে ব্যক্তি মহবুব বা প্রিয় জনের সহিত সম্মিলিত হয়।

পক্ষান্তরে যে মহব্বত বা প্রেম লাভ করে নাই, সে যে উহার এল্‌ম বা জ্ঞানকেই যথেষ্ট মনে করে। বরং উল্লিখিত বোজর্গগণ— স্বয়ং যে স্থলে উপনীত হন, সে স্থলে ইহাদের এল্‌মও পৌছিতে পারে না। ইহাদের এল্‌ম যদি সত্য হয়, তবে উদ্দিষ্ট জনের সোপান পর্য্যন্তই যাইতে পারে এবং যে ব্যক্তি উদ্দিষ্ট বস্তু পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছে, সে ব্যক্তি উদ্দিষ্ট জনের সঙ্গেই আছে। 'মাইয়াত' বা মিলন কোনও সূক্ষ্ম বিষয় পরিত্যাগ করে না যে, মিলন লাভ কারীর ভাগ্যে তাহা সংঘটিত না হয়।

জনৈক বোজর্গ ফরমাইয়াছেন—

খোদার মিলন হয়-বান্দার সহিত,
দুগ্ধ চিনি মিশে যথা— জানা সমুচিত।

আল্লাহ্পাকের উদাহরণ অতি উচ্চ। আল্লাহ্তায়ালারই দাস হওয়া উচিত

এবং অন্যের দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্তায়ালা সুযোগ সুবিধা প্রদানকারী।

৫১ মকতুব

মোল্লা শের মোহাম্মদ লাহোরীর নিকট কল্বের স্বীকৃতি ও বিশ্বাসের পার্থক্যের বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

প্রশ্নঃ— বিশ্বাস শাস্ত্রবিদ সত্যবাদী আলেমগণের কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ঈমানের তত্ত্ব বিশ্বাস্য বস্তুর সহিত "কল্ব বা অন্তঃকরণের আকৃষ্টতা"— ইহার অর্থ কি ? আকৃষ্টতার অর্থ— বিশ্বাস্য বস্তুকে শুধু সত্য জানা ও মনে বিশ্বাস করা, অথবা ইহা ব্যতীত অন্য বস্তু ?

উত্তর ঃ- মনের আকৃষ্টতা মনের বিশ্বাস ব্যতীত অন্য বস্তু, ইহা যদিও সত্য-জানার বহির্ভূত নহে ; কিন্তু ইহা দৃঢ় বিশ্বাসের শাখা-প্রশাখা তুল্য (অর্থাৎ বিশ্বাসের পর তাহা মানিয়া লওয়া ও আনুগত্য স্বীকার করা— যাহাকে আত্ম-সমর্পণ বলা হয়) দেল বা অন্তঃকরণের বিশ্বাস লাভ হওয়ার পর, তাহার দুই অবস্থা হওয়া ব্যতীত উপায় নাই। হয়তো বিশ্বাস্য বস্তুর প্রতি তাহার আত্ম-সমর্পণ ও আনুগত্য ঘটিবে, অথবা তাহাকে অস্বীকার ও অমান্য করিবে। সমর্পণ ও আনুগত্যের চিহ্ন বিশ্বাস্য বস্তুর প্রতি অন্তঃকরণের সন্তুষ্টি লাভ হওয়া ও মনের প্রশস্ততা সংঘটিত হওয়া। পক্ষান্তরে অস্বীকার করার চিহ্ন তাহার প্রতি অন্তকরণের বিরক্তি ও ঘৃণা এবং বক্ষের সংকীর্ণতা। আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন— "যাহাকে আল্লাহ্পাক পথ প্রদর্শন করার ইচ্ছা করেন— ইছলামের জন্য তাহার বক্ষ উম্মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়া দেন এবং যাহাকে ভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, — তাহার বক্ষ সংকীর্ণ ও কঠিন করিয়া দেন— যেন সে অতি কষ্টে নভোমণ্ডলে আরোহণ করিতেছে। এইভাবে, আল্লাহ্পাক— যাহারা বিশ্বাস করে না-তাহাদের প্রতি অপবিত্র বস্তু সমূহ (নিক্ষেপ) করেন।" সত্য জানা ও বিশ্বাস লাভ হওয়ার পর বিশ্বাস্য বস্তু সমূহের প্রতি অন্তঃকরণের সমর্পণ ও আনুগত্য লাভ হওয়া, আল্লাহ্পাকের নিছক দান ও অনন্ত অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

এই হেতু বলা হইয়া থাকে যে, "ঈমান আল্লাহ্তায়ালার নিছক অবদান।" পক্ষান্তরে বিশ্বাস লাভ হওয়ার পর অবাধ্যতা ও অস্বীকার করা নফ্ছ্ বা প্রবৃত্তির নিকৃষ্টগুণ সমূহের দৃঢ়তা ও অভ্যস্ত হওয়া হইতে উদ্ভূত হয়। যেহেতু সে স্বীয় আত্মসম্মান ও উচ্চতা এবং কর্তৃত্ব ইত্যাদির অভ্যস্ত ও অন্যের অনুসরণ না করা ও অনুগত না হওয়া— তাহার খাছ্লত বা স্বভাব। সে আকাঙ্ক্ষা করে যে, সকলে তাহাকে সমর্থন করে ও তাহার অনুগত হয় এবং সে কাহারো অনুগত না থাকে ও কাহারো নিকট আত্মসমর্পণ না করে। "আল্লাহ্পাক তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই ; বরং তাহারাই নিজেরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে" (কোরআন)। আল্লাহ্তায়ালা এক সম্প্রদায়কে স্বীয় অনুগ্রহে উল্লিখিত জন্মগত ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া সরলপথ প্রদর্শক পয়গম্বর (আঃ)-গণের বাধ্য, অনুগত ও অনুসরণকারী করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বেহেশ্ত যাহা— আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির স্থান, তাহা প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, অপর এক সম্প্রদায়কে তাহাদের স্বভাবের প্রতি নিষ্কৃতি দিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদিগকে স্বীয় স্বভাব-অনুযায়ী চলার বাধা প্রদান করেন নাই এবং বাধ্যতামূলক তাহাদের জন্মগত ব্যাধি দূর করার চেষ্টা করেন নাই ও এই সৌভাগ্যের দিকে তাহাদিগকে টানিয়া আনেন নাই। কিন্তু সরল পথ প্রদর্শন ও বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও বাধ্য-অবাধ্যগণকে রছুল প্রেরণ করিয়া এবং কেতাব অবতীর্ণ করিয়া সু-সংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন ও প্রকাশ্যভাবে সংবাদ দিয়াছেন এবং উভয় দলের প্রতি দলিল প্রমাণ আরোপিত করতঃ পথ-প্রদর্শন কার্য্য পূর্ণ করিয়াছেন।

৫২ মকতুব

মোহাম্মদ হাশেম কাশ্মীর নিকট কল্বের ফানা এবং এল্মে হুছুলী ও হুজুরী অন্তর্হিত হওয়ার বিষয় লিখিতেছেন।

ফানা-এর অর্থ আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অপর বস্তু সমূহকে ভুলিয়া যাওয়া। অপর বস্তুসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার বহির্জ্জগতস্থিত বস্তু সমূহ, দ্বিতীয় প্রকার অন্তর্জ্জগতস্থিত বিষয়। বাহ্যিক বস্তু সমূহকে ভুলিয়া যাওয়ার অর্থ বাহ্যিক

জগতের সহিত তাহার এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান যাহা ছিল, তাহা অন্তর্হিত হওয়া এবং আত্মীক বিষয় সমূহ ভুলিয়া যাওয়ার অর্থ— তাহার নফ্‌ছ বা নিজের সহিত যে এল্‌মে হুজুরী বা আত্মজ্ঞান আছে, তাহা অপসারিত হওয়া। কেননা এল্‌মে হুছুলী— বহির্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং এল্‌মে হুজুরী অন্তর্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধিত। বস্তু সমূহের এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান সমূলে অন্তর্হিত হওয়া— যদিও কঠিন ব্যাপার এবং উহা অলী-আল্লাহ্‌গণের ভাগ্যে সংঘটিত হয় মাত্র ; কিন্তু এল্‌মে হুজুরী বা আত্মস্মরণ সমূলে তিরোহিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন বিষয় এবং উহা অলী-আল্লাহ্‌গণের মধ্যে যিনি পূর্ণ হইতে পূর্ণতর— তাঁহার অংশ। অধিকাংশ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা সংঘটিত হওয়া, বরং ধারণা করাকেও অসম্ভব বলিয়া ভাবিয়া থাকেন ও অনুভূত বস্তু অনুভবকারীর স্মৃতিপটে না থাকা— তাহারা বাতুলতা ধারণা করেন ; কেননা প্রত্যেক বস্তু স্বয়ং তাহার নিকট উপস্থিত থাকা, তাহাদের (জ্ঞানীদের) নিকট অনিবার্য্য। সুতরাং এক মুহূর্ত্তের জন্যেও এল্‌মে হুজুরী বা আত্মস্মরণ— বিস্মৃত হওয়া তাঁহাদের নিকট সঙ্গত ও বিধেয় নহে ; তাহা হইলে ইহা সমূলে অন্তর্হিত হওয়া— যাহাতে উহা কখনও প্রত্যাবর্ত্তন না করে, তাহা কিভাবে হইতে পারে ? প্রথম প্রকারের বিস্মৃতি যাহা— এল্‌মে হুছুলীর মধ্যে হয়, তাহা কল্‌বের ফানা প্রাপ্তির সহিত সম্বন্ধ রাখে ; এবং দ্বিতীয় প্রকারের বিস্মৃতি— যাহা এল্‌মে হুজুরীর সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা নফ্‌ছের ফানার প্রতি নির্ভরশীল এবং ইহাই অতি পূর্ণ ও কামেল ; এবং এই স্থলেই প্রকৃত ফানা লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী ফানা ইহার আকৃতি ও প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ। কেননা এল্‌মে হুছুলী বস্তুতঃ এল্‌মে হুজুরীর প্রতিচ্ছায়া। অতএব, উহার ফানাও এই ফানার প্রতিবিম্ব। এই (দ্বিতীয়) ফানার দ্বারা নফ্‌ছ ইৎমিনান্ বা শান্তির মাকাম লাভ করে, এবং আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। তৎপর যখন বাকা বা স্থায়ীত্ব প্রাপ্ত হয় এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আসে, তখন অন্যকে পূর্ণতা প্রদান ও পথ-প্রদর্শন কার্য্য-তাহার প্রতি ন্যস্ত হয়, ও সে বিভিন্ন ভূত-মণ্ডলীর সহিত অর্থাৎ মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়ু, সলিল, ভূত-চতুষ্টয়— যাহা দেহের বিশিষ্ট অংশ-মণ্ডলী এবং ইহাদের প্রত্যেকটি— বিভিন্ন কার্য্যের স্পৃহা সম্পন্ন, তাহাদের সহিত যুদ্ধে রত হয়। কিন্তু দেহের অন্য কোনও লতিফার এই সৌভাগ্য লাভ হয় না। এই নফ্‌ছই ইব্‌লিসের আমিত্ব— যাহা অগ্নি হইতে উদ্ভূত, তাহা স্বীয় নেতৃত্ব কর্ত্তৃক দোরস্ত ও

সংশোধন করে ; এবং কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অবশিষ্ট নিন্দনীয় রিপু সমূহ— যাহা চতুষ্পদ জন্তুসমূহের সমতুল্য রিপু, তাহা এই নফ্ছের সুষ্ঠু পরিচালন ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সাম্যতা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ পবিত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে লতিফা সর্ব্বাধিক-নিকৃষ্ট ছিল, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লতিফা হইয়া যায়। হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হয়, ইছলামের মধ্যেও সেই শ্রেষ্ঠ হয়, কিন্তু সে যখন জ্ঞান লাভ করে।

-ঃ হুঁশিয়ারী ঃ-

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তুকে কল্‌ব ভুলিয়া যাওয়ার চিহ্ন, সেই বস্তুগুলির চিন্তা কল্‌বে প্রবেশ না করা। এমন কি স্বেচ্ছায় স্মরণ করাইলেও যেন স্মরণ না হয়। বরং কল্‌ব যেন উহা গ্রহণই না করে। আবার নফ্ছের এল্‌মে হুজুরী অন্তর্হিত হওয়ার চিহ্ন উক্ত এল্‌মধারী সাধক স্বয়ং যেন পূর্ণরূপে নিবারিত হয়, যেন তাহারই কোন ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন না থাকে ; তবেই তাহার এল্‌ম বা জ্ঞান ও মায়ালুম বা জানিত বস্তু উভয় অন্তর্হিত হইবে। কেননা তাহার জ্ঞান ও জানিত বস্তু, তথায় যখন স্বয়ং সে নিজেই, তখন সে অপসারিত না হইলে, তাহার উক্ত জ্ঞান ও জানিত বস্তু অপসারিত হইবে না। তাহার প্রথম 'ফানা' বহির্জ্জগতের 'ফানা', এবং দ্বিতীয় 'ফানা' অন্তর্জ্জগতের 'ফানা' ও ইহাই প্রকৃত 'ফানা'।

৫৩ মকতুব

মখদুমজাদা বা ছাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন। ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্ব দৃশ্যতঃ ও বস্তুতঃ অন্তর্হিত হওয়ার বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন— "মানবের উপর যুগ সমূহের মধ্য হইতে এমন এক সময় আসিয়াছিল কি ? যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না" (কোরআন)।

হাঁ— হে আমার প্রভু নিশ্চয় মানবের (তাহার নিজের) উপর যুগ সমূহ হইতে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন সে (লেখক স্বয়ং) কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না ; তাহার ব্যক্তিত্বও ছিল না এবং চিহ্নও ছিল না ; দৃশ্যতঃও ছিল না এবং অস্তিত্ব হিসাবেও ছিল না। তৎপর (হে আল্লাহ্) তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার জীবনী শক্তি দ্বারা সে জীবিত হইবে এবং তোমার স্থায়ীত্ব দ্বারা— সে স্থিতি লাভ করিবে ; এবং তোমার চরিত্রে-চরিত্রবান হইবে। বরং তোমার অনুগ্রহে 'ফানা' বা লয় প্রাপ্তির মধ্যেই সে তোমার সহিত 'বাকা' বা স্থায়ীত্ব লাভ করিয়াছে এবং উক্ত স্থায়ীত্বের মধ্যেও তোমাতে ফানী বা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু এই ফানা-বাকা পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও অনিবার্য্য এবং অনিরোধনীয় এবং ইহাদের একটির অবস্থান দ্বারা অপরটি পূর্ণতা লাভ করে। ইহার উদাহরণ যেরূপ— একটি মানব দেহ, লবণাকরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে ক্রমে ক্রমে উহা লবণের রঙ্গে-রঞ্জিত হইতে থাকে, অবশেষে তাহা সম্পূর্ণই লবণে পরিণত হইয়া যায়, এবং তাহার ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। তখন তাহাকে বধ অথবা কর্ত্তন করা বিধেয় হয় এবং তাহা ভক্ষণ ও ক্রয় বিক্রয় সবই হালাল হয়। কিন্তু যদি তাহার ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহার এ সকল কিছুই হালাল হইবে না। জনৈক ফার্সী কবি চমৎকার কথা বলিয়াছেন (অনুবাদ) —

সরমা নিক্ষিপ্ত হ'লে লবণ আকরে—
ক্রমে ক্রমে নুন হয়— কিছুদিন পরে।
বিধাতার লবণাক্ত প্রেমের সাগর—
নুন হ'তে গুণ তার নহে ন্যূনতর।

যদি কেহ বলে যে, আপনি স্বীয় পত্রাদি ও পুস্তক সমূহে লিখিয়াছেন যে, সাধকের ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন দৃশ্যতঃ অন্তর্হিত হইয়া যায়, বাস্তবে নহে। কেননা তাহাতে কাফের ও বেদীন হওয়া অনিবার্য্য হয় ও বান্দার এবং আল্লাহ্তায়ালার মধ্যে যে— দ্বিত্ব-ভাব আছে, তাহা উঠিয়া যায়। তাহা হইলে এ স্থলে অস্তিত্বের ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন অপসারিত হওয়ার অর্থ কি ?

তদুত্তরে বলিব যে, কোন বস্তু অন্য বস্তুর রঙ্গে এমনভাবে রঞ্জিত হওয়া যাহাতে সে নিজের স্বভাব হইতে বহিষ্কৃত হইয়া উহার স্বভাবে রঞ্জিত হওয়াতে

তাহাদের দ্বিত্ব উঠিয়া যাওয়া অনিবার্য্য হয় না, যাহাতে কুফর ও অধর্ম্ম হইতে পারে। কেননা লবণাকরে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি— লবণের সহিত এক হইয়া যায় না এবং তাহাদের দ্বিত্ব তিরোহিত হয় না। এই মাত্র হয় যে— লবণের সংশ্রবে ও প্রাবল্যে তাহার স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী ফানী বা বিলুপ্ত হয় এবং লবণের সহিত ও তাহার স্বভাবের সহিত উহার বাকা বা স্থায়িত্ব লাভ হয় ; কিন্তু উহাদের মধ্যে দ্বিত্বভাব বর্ত্তমানই থাকে। ফলকথা, এই দ্বিত্ব প্রতিচ্ছায়াও মূল-বস্তুর দ্বিত্বের অনুরূপ ; ইহার স্থায়িত্ব নাই। কিন্তু যে দ্বিত্ব— অপসারিত হইয়া যায়, সাধারণের চক্ষে তাহার একরূপ স্থায়িত্ব আছে। অতএব, তখন পর্য্যন্তও দ্বিত্ব বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং কুফর বা অধর্ম্ম হওয়ার কোন কারণ নাই। আমি স্বীয় পুস্তকাদিতে অস্তিত্ব অপসারিত হওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া— যাহা লিখিয়াছি, তাহা সবই সাধারণের জ্ঞানের ত্রুটির কারণে লিখিয়াছি ; কেননা তাহারা ইহার দ্বারা দ্বিত্ব উঠিয়া যাওয়া ধারণা করিয়া— কুফর-বেদীনের মধ্যে পতিত হইতে পারে। "আল্লাহ্‌তায়ালা— অত্যাচারীগণ যাহা বলে, তাহা হইতে অতি উচ্চ" (কোরআন)।

উক্ত মানবদেহ ভাবগত লবণে পরিণত হওয়ার পর, তাহার যে আকৃতি অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রকৃতপক্ষে উক্ত লবণেরই আকৃতি, যে লবণ কর্ত্তৃক উক্ত মানব দেহ রঞ্জিত হইয়াছে। উহা এখন উক্ত মানবের আকৃতি নহে ; এই মাত্র যে, উক্ত ভাবগত লবণ মানব দেহের আকৃতির অনুরূপ বলিয়া পরিমাপিত হয় ও উহাকে মানবের আকৃতি বলা হয়। ইহা নহে যে, মানব দেহের অবশিষ্ট কিছু চিহ্ন তাহার মধ্যে বর্তমান আছে।

ঃ হুঁশিয়ারী ঃ

লবণের উল্লিখিত নিদর্শন যাহা মানবাকৃতির অনুরূপ তাহা অন্তর্হিত হওয়া সম্ভব ; বরং হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়টি তদ্রূপ নহে। আল্লাহ্ তায়ালার উদাহরণ বা মেছাল অতি উচ্চ। তিনি কোন বস্তুর সহিত একত্রিত হন না এবং কোনও বস্তু তাঁহার সহিত একত্রিত হয় না। তিনি দ্রব্যের সহিত সম্মিলিত বা পৃথক হন না এবং বস্তু সমূহও তদ্রূপ তাঁহার সহিত মিলিত বা পৃথক হয় না। আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র, তাঁহার জাত পাক ও গুণাবলী এবং পবিত্র নাম সমূহ সৃষ্টির

নূতনত্ব হেতু পরিবর্ত্তিত হয় না। অতএব তিনি পূর্ব্বে যেরূপ পবিত্র ও নির্ম্মল ছিলেন ; এখনও তদ্রূপ আছেন। আল্লাহ্তায়ালা বিশ্বের নিকটবর্ত্তী এবং বিশ্বের সঙ্গে আছেন ; কিন্তু উক্ত নৈকট্য ও সঙ্গতার প্রকৃতি ও রকম প্রকার অজানা। শরীর শরীরের নিকটবর্ত্তী যেরূপ, অথবা শরীর আশ্রয় সাপেক্ষ দ্রব্য— যথা— রং, ইত্যাদির নিকটবর্ত্তী যেরূপ, তদ্রূপ নহে। ফলকথা, সম্ভাব্য গুণসমূহ ও নূতনত্বের কলংকাদি তাঁহার পবিত্র জাত হইতে বিচ্ছিন্ন। অলী-আল্লাহ্গণের ঊর্দ্ধারোহণ বান্দাকে তাঁহার জাতের নৈকট্যের আধিক্য প্রদান করে না এবং অন্তর্জ্জগতের সাফাই বা নির্ম্মলতা অর্জ্জনকারীগণের উপনীতি বা উপনয়ন আল্লাহ্তায়ালার সহিত তাহাদিগকে মিলিত করিয়া দেয় না। 'ফানা'-'বাকা' বা লয় ও স্থায়ী হওয়া, আরেফ বা পরিচয় প্রাপ্ত সাধকগণের আত্মীক অবস্থা মাত্র ; জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহাদিগকে যেরূপ ধারণা করে, তদ্রূপ নহে। সাধকের ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন অপসারিত হওয়ার এক বিশিষ্ট অর্থ আছে। আল্লাহ্তায়ালা যাহাকে উহা প্রদান করেন, তাহারা ব্যতীত— অর্থাৎ ভুক্তভোগীগণ ব্যতীত, উহা অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা পরে বর্ণিত হইতেছে। অতএব, সৎ-বিশ্বাসের সহিত এই সম্প্রদায়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা পালন করিবে। তুমি তাহাদের কথার বাহ্যিক ও আভিধানিক অর্থ লইও না, তাহাতে তুমি ভুলে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং অন্যকেও বিপথগামী করিবে। আল্লাহ্তায়ালা সুবিধা সুযোগ প্রদানকারী এবং তিনিই সত্যের পথ প্রদর্শক।

অতএব যদি কেহ বলে যে, আপনি মানবের ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন অপসারিত হওয়া বিধেয় ও সম্ভবপর বলিয়াছেন, তাহা হইলে শেষ নবী (দঃ)-এর বিষয় পবিত্র কোরআনে যাহা বর্ণিত আছে, যে— "আপনি বলিয়া দিন, ইহা ব্যতীত নহে যে, আমি তোমাদের অনুরূপ মানুষ, কিন্তু আমার নিকট 'অহী' বা ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয়;" তাহার উত্তর কি দিবেন ? এবং হাদীছ শরীফেও আসিয়াছে যে— ইহা ব্যতীত নহে যে, আমি তোমাদের মত মানুষ। আমি ঐরূপ রাগান্বিত হই যেরূপ মানুষ রাগান্বিত হয়।" ইহা যে— মনুষ্যত্বের চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকিলে হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিব যে, ইহা তদ্রূপ নহে। ইহা দ্বারা চিহ্ন অবশিষ্ট থাকা বুঝায় না, এই মাত্র যে ইনসানে কামেল বা পূর্ণ মানবকে 'ফানা'— 'বাকা' লাভের পর যখন, সৃষ্ট জীবগণকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করার জন্য বিশ্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দিবার

ইচ্ছা করেন, তখন মানবীয় গুণাবলী ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য সমূহ যাহা— তাহা হইতে অপসারিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার সহিত বিভূষিত করিয়া দেওয়া হয় ; অবশ্য তাহা উহাদের প্রত্যেকটির তীক্ষ্ণতা ও প্রখরতা নিবারিত করার পর— করা হয়। যাহাতে উক্ত ব্যক্তির সহিত সর্ব্বসাধারণের সকল সময় সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে এবং তদ্দ্বারা উপকার আদান-প্রদানের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত থাকে। উক্ত গুণাবলী অন্তর্হিত হওয়ার পর উহাকে সাধকের প্রতি পুনরায় অর্পণ করার দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, দায়িত্ব সম্পন্ন আহ্বায়িত ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ইহার দ্বারা পরীক্ষা হইয়া থাকে। যাহাতে পবিত্র- অপবিত্র বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীগণের পার্থক্য সাধিত হয় এবং উক্ত গুণাবলী প্রত্যাবর্তন কর্ত্তৃক সাধকের কার্য্যকলাপ সন্দিগ্ধ ও প্রকৃত অবস্থা গুপ্ত হইয়া গায়েব বা অদৃশ্য ঈমান লাভ হয়। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "আমি যদি তাহাকে অর্থাৎ পয়গাম্বর (আঃ)-কে ফেরেস্তা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানুষরূপে করিতাম এবং তাহাদিগকে মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করাইতাম। কিংবা মানুষের প্রতি তাহারা (সর্ব্বসাধারণ) যেরূপ সন্দেহ করে, তাহাদের প্রতিও তদ্রূপ সন্দেহ করিত" (কোরআন)।

যদি কেহ বলে যে, কামেল বা পূর্ণ মানবের ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন অন্তর্হিত হওয়ার অর্থ কি হয় ? কেননা তাহার বাহ্যিক অবস্থা যে সর্ব্বদাই মানবীয় গুণাবলীর উপর বর্ত্তমান থাকে ; সে পানাহার করে এবং বিশ্রাম করে ও নিদ্রিত হয়। যথা— আল্লাহ্ তায়ালা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের বিষয় বলিয়াছেন যে, "আমরা তাহাদিগকে এমন দেহ সৃষ্টি করি নাই, যাহারা পানাহার করে না"; তদুত্তরে বলিব যে, 'ফানা-'বাকা' বা লয় প্রাপ্তি ও স্থায়ী হওয়া অন্তর্জ্জগতের কার্য্য ও অবস্থা ; বাহ্যিক দেহের সহিত উহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। অতএব, বাহ্যিক দেহ সদা-সর্ব্বদাই স্বীয় স্বভাবের প্রতি বর্ত্তমান থাকে, এবং অন্তর্জ্জগত উন্মুক্ত হয় ও পুনরায় বিভূষিত হয়। যদি কেহ বলে যে, অন্তঃকরণে যে বিভিন্ন লতিফা বা সূক্ষ্ম-বস্তুসমূহ আছে, তাহাদের সকলই 'ফানা'-'বাকা' লাভ করে, অথবা কোন কোনটি লাভ করে ? যাহারা লাভ করে, তাহারা কোন্টি ? তদুত্তরে বলিব যে, অন্তর্জ্জগতে লতিফায়ে নফ্ছই উহা লাভ করিয়া থাকে। যাহা প্রকৃত পক্ষে মানবের তত্ত্ব এবং 'আনা' বা আমি বাক্যের দ্বারা— যাহার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। ইহাই প্রথম অবস্থায় 'আম্মারা' বা অসৎ-কার্য্যের

অত্যধিক আদেশকারী এবং শেষ অবস্থায় "মোৎমায়েন্না" বা শান্তশিষ্ট হইয়া যায় ; প্রারম্ভে আল্লাহ্তায়ালার সহিত শত্রুতার জন্য দণ্ডায়মান হয়, এবং শেষে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ও আল্লাহ্ও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সে সর্ব্ব-নিকৃষ্ট এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার অপকৃষ্টতা ইবলিছের অপকৃষ্টতা হইতেও বৃহত্তর ; পক্ষান্তরে তাহার শ্রেষ্ঠত্বও তসবীহ্-তাহলীল পাঠকারী (ফেরেশ্তা) গণের শ্রেষ্ঠত্ব হইতেও অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

ঃ হুঁশিয়ারী ঃ

ফানা বা লয় প্রাপ্তি এবং অজুদ বা অস্তিত্ব অন্তর্হিত হওয়া বাকাবিল্লাহ-এর অর্থ সম্ভাব্য-বস্তুর সম্ভাব্যতা সমূলে অপসারিত হওয়া নহে। এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ে অবশ্যম্ভাবিতা লাভ করা নহে। কেননা ইহা জ্ঞানতঃ অসম্ভব ও এরূপ বলা কুফর ; বরং উহা সম্ভাব্যতা বর্ত্তমান থাকা অবস্থায় উন্মুক্ত হওয়া ও বিভূষিত হওয়া মাত্র। উহা দার্শনিকগণের প্রমাণকৃত ভূত-চতুষ্টয়ের অবস্থান ও বিনষ্টি হিসাবে উন্মুক্ত ও পরিধান করণের অনুরূপ (ভূত-চতুষ্টয়— অগ্নি, জল, বায়ু ও মৃত্তিকা, ইহাদের একটির অবস্থান ও অন্যটির ধ্বংস হওয়ার অনুরূপ)।[১] অবশ্য তাহারা (অবস্থান ও ধ্বংস) উভয় অবস্থায় "হাইউলা" বা মূলবস্তু নামক এক পদার্থ বর্ত্তমান থাকে বলিয়া দাবী করেন, এবং আকৃতি বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়, (অবশ্য হাইউলা বা মূলবস্তু পরিবর্ত্তিত হয় না, ইহা তাহাদের অভিমত) কিন্তু আমরা হাইউলা প্রমাণ করি না ; বরং আমরা বলি যে, ফানা-বাকা সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে ধ্বংস করা ও পুনরায় অস্তিত্ব প্রদান করাকে বলা হয়। হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, আছমান সমূহের রাজ্যে ঐ ব্যক্তি প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে না, যে দুইবার জন্ম গ্রহণ করে নাই। ইহা বোধ হয় দ্বিতীয় জন্মদ্বারা, দ্বিতীয়বার সৃষ্ট হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত ; তাহারা বাকাবিল্লাহ বা আল্লাহ্র সহিত স্থায়ী হওয়া ভাবার্থে এবং অসৎ গুণ সমূহ অন্তর্হিত হওয়া ও প্রশংসনীয় সৎ চরিত্র লাভের কারণে বলিয়া থাকেন। উক্ত গুণসমূহ যেন পবিত্র অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবার গুণ সমূহের অনুরূপ। আমি অন্যত্রও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি যে, সৃষ্ট–পদার্থের জাত বা মূল বস্তু আদম বা নাস্তি ;

টীকা ঃ- ১। যথা- জল, বাষ্পে পরিণত হয়।

উহা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অতএব, তাহা অন্তর্হিত হওয়ার কোনই অর্থ হয় না। কেননা সম্ভাব্য বা সৃষ্ট বস্তু, সকল অবস্থাতেই সম্ভাব্য থাকে। ফানার অবস্থায় হউক বা বাকার অবস্থায় হউক ; সে যেরূপ নাস্তির অবস্থায় ছিল, তদ্রূপই থাকে। পক্ষান্তরে, অবশ্যম্ভাবী জাত পাক সর্ব্বদাই অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার সহিত কোন বস্তু সম্মিলিতও হয় না এবং পৃথকও হয় না। জনৈক ফার্সী কবি কি সুন্দর কথা বলিয়াছেন (অনুবাদ)।

সম্ভাব্যের মূলগত অংগার বদন—
দুই কালে দীপ্ত নাহি হয়-কদাচন।

প্রকাশ থাকে যে, সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সম্ভাব্যতা স্থায়ী হওয়ার অর্থ, সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে চিহ্ন স্থায়ী থাকা নহে ; এবং তাহার অস্তিত্ব কোনো স্তরে বর্ত্তমান থাকা নহে ; যেহেতু উহা পূর্ণ ফানা হওয়া নিবারণকারী। যে ব্যক্তি আমানত বা গচ্ছিত বস্তু সমূহ— তাহার মালিককে ফিরাইয়া দেওয়ার পর এবং তাহার মধ্যে যে সকল অস্তিত্ব ও তাহার আনুষঙ্গিক পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া ছিল, তাহাও উহার মূল বস্তুকে ফিরাইয়া দেওয়ার পর উক্ত সম্ভাব্য বস্তু নিছক ও পূর্ণ নাস্তির সহিত সম্মিলিত হয়। সে এমনভাবে সম্মিলিত হয় যে, তাহার কোন সম্বন্ধ বা কাহারো সহিত সম্পর্ক বা নাম ও ধরণ বা রীতি-নীতি কিছুই পাওয়া যায় না। কেননা নাস্তির সহিত সম্বন্ধ স্থূল ভাবে হইলেও, তাহার কিঞ্চিৎ অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

৫৪ মকতুব

খান জাহানের নিকট শরিয়ত পালন ও বিরোধীগণের সহিত মোকাবিলার বিষয় লিখিতেছেন।

হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) ও তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের তোফায়েলে আপনাকে আল্লাহতায়ালা স্বীয় মর্জ্জি অনুযায়ী চলিবার সুযোগ প্রদান করতঃ শান্তি ও ইজ্জত-সম্মানের সহিত বর্ত্তমান রাখুন। হজরত নবীয়ে করিম (দঃ) ও তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

সৌভাগ্যের বল আছে মাঠে— অগণন ;
আসে না খেলিতে কেন? অশ্বারোহীগণ।

পার্থিব অস্থায়ী লজ্জত ও নেয়্মাত সমূহ ঐ সময় সুখপ্রদ ও পরিপক্ক হইবে, যখন উহার সহিত উজ্জ্বল শরীয়ত অনুযায়ী আমল করা যাইবে ; এবং উহা পরকালের বিষয়ের সহিত একত্রিত হইবে। অন্যথায় উহা যেন শর্করা মণ্ডিত বিষতুল্য ; তদ্বারা নির্বোধ ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করা হয়, যদি সেই অসাধারণ হাকিম বা সুকৌশলীর (আল্লাহ্তায়ালার) অমৃত দ্বারা উহার চিকিৎসা করা না হয়, এবং উহার মাধুর্য্যের ক্ষতিপূরণ— শরীয়তের আদেশ নিষেধাদির তিক্ততা কর্তৃক করা না হয়, তবে সে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। ফলকথা, অত্যন্ত সরল ও সহজ পথ শরীয়ত অনুযায়ী সামান্য কষ্ট ও পরিশ্রম করিলে চিরস্থায়ী রাজ্য হস্তগত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সামান্য অমনোযোগী হইলে ও অবহেলা করিলে উক্ত চিরস্থায়ী দৌলত হস্তচ্যুত হইয়া যায়। দূরবর্ত্তী জ্ঞান বা দূরদর্শিতা কার্য্যকরী করা উচিত এবং শিশুদের মত আখরোট মোনাক্কার সহিত উহার বিনিময় করা উচিত নহে। আপনি দেশের যে সেবা করিতেছেন, তাহা যদি শরীয়ত পালন করার সহিত সম্মিলিত করেন, তবে তাহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের কার্য্য করা হইবে এবং শরীয়তকে উজ্জ্বল ও প্রচার করা হইবে। আমরা ফকীরগণ বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও আপনাদের মত বীর শাহবাজের আশেপাশেও যাইতে পারিব না।

সৌভাগ্য প্রান্তরে আছে সুযোগ বর্ত্তুল—
খেলিতে আসে না কেন, অশ্বারোহী কুল।

হে আল্লাহ্— তুমি যাহা ভালবাস ও পছন্দ কর, আমাদিগকে তাহারই সুযোগ-সুবিধা প্রদান কর।

অবশিষ্ট কথা, দোওয়া-পত্রবাহকদ্বয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি খাজা মোহাম্মদ ছাঈদ ও খাজা মোহাম্মদ আশরাফ বিশিষ্ট বন্ধু ব্যক্তি, আপনি যথাসাধ্য ইঁহাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এ ফকীরের কৃতজ্ঞতার কারণ হইবে। আপনার কার্য্য ও অবস্থা অতি উচ্চ।

৫৫ মকতুব

মমরেজ খান আফগানের নিকট ফকীরি হইতে ঐশ্বর্য্যের দিকে আসার বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

ভ্রাতাঃ মিয়া মমরেজ খান ; অভাব অভিযোগের সংকীর্ণতা ও কষ্ট হইতে পলাইয়া ধনাঢ্য ব্যক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। এবং তাহাদের অবদান ও লজ্জত সমূহে নিমজ্জিত হইয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। অর্থাৎ— আমরা আল্লাহ্র এবং তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন করিব। আপনি ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, যদি আপনি ইহকালে বহু উন্নতি করেন, তবে হয়তো ইহজগতে ধনীদের সংসর্গে থাকিয়া সহস্রপতি হইতে পারিবেন ; মানসিংহ পঞ্চসহস্রপতি, কিংবা সপ্তসহস্রপতি ছিল ; আপনিতো ইহা হইতে অধিক হইতে পারিবেন না ! ধরিয়া লউন, আপনি যদি মানসিংহের মতও পদপ্রাপ্ত হন, তবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, আপনি কি কাজ করিলেন ও কি মর্য্যাদা লাভ করিলেন ! অভাবের মধ্যেও তো পিষ্টকাদি-অন্ন পাইতেন। এখন হয়তো ঘৃত-পক্ক অন্ন পাইতেছেন ; তখনো দিন অতিবাহিত হইত, এখনও হইতেছে। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, কি জিনিষ আপনি হাত ছাড়া করিলেন এবং যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন এইভাবে ক্রমশঃ হাত শূন্য হইতে থাকিবেন (পরকালের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতে থাকিবেন)। "যে ব্যক্তি স্বীয় অনিষ্টে সন্তুষ্ট, সে অনুগ্রহের পাত্র নহে।" আপনি যখন লিপ্ত হইয়াই গিয়াছেন, তখন চেষ্টা করিবেন— যেন শরীয়তের প্রতি দৃঢ়তা পরিত্যক্ত না হয় এবং আভ্যন্তরীণ কার্য্যে মনোনিবেশ করার মধ্যেও যেন ত্রুটি না ঘটে। অবশ্য ইহা পার্থিব কার্য্যের সহিত একত্রিত হওয়া সুকঠিন ; যেহেতু উহারা উভয়ে বিপরীত বস্তু। এই মাত্র যে, আপনি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ও যে খেদ্মতের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহার মধ্যে যদি নিজের নিয়াত বা উদ্দেশ্য সৎ হয়, তবে উহা জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ) ও সৎকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে। কিন্তু নিয়াত দোরস্ত করা সুকঠিন। উপস্থিত যে সেবা করিতে হইতেছে তাহা মোটের উপর ভালই। পরে হয়তো এমন কার্য্যের আদেশ হইতে পারে, যাহা বিপদ তুল্য হয়। ফলকথা, ইহা কঠিন কার্য্য ; হুঁশিয়ার থাকিবেন। সাবধান হওয়া উচিত। ওয়াচ্ছালাম ॥

৫৬ মকতুব

স্বীয় পীরজাদা খাজা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এবং খাজা হোছামুদ্দিন আহ্মদের পুত্র খাজা জামালুদ্দিন হোসাইনের নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। নয়নের শান্তিদ্বয় ও কর্ণের সন্তুষ্টি খাজা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও খাজা জামালুদ্দিন হোসাইন— বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শান্তির সহিত সুসজ্জিত থাকুন। আপনারা আশ্চর্য্য ধরনের অমনোযোগী হইয়াছেন এবং মোটেই অনুগ্রহ করিতেছেন না। নিকটে থাকা সত্ত্বেও ছেরহেন্দে পদার্পণ করিতেছেন না এবং এই গরীব পথিকের কোনই খোঁজ-খবর লইয়া বন্ধুত্বের দায়িত্ব পালন করিতেছেন না। খাজা মোহাম্মদ আফজালের কথা আর কি বলিব ! তিনি আমাদের বন্ধুত্ব হইতে বহুদূরে সরিয়া থাকিতে চান ; বরঞ্চ আমাদের বন্ধুত্ব হইতে তিনি উদাসীন। আবার মীর মনছুর বেগের কথা কি বলিব ! তিনি সকল সময় সংসর্গে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন ; কিন্তু কার্য্যে পরিণত করেন না। ধর্ম্মবীর আলেমগণ বলিয়া থাকেন যে, "যে ব্যক্তি স্বীয় অনিষ্টে সন্তুষ্ট, সে অনুগ্রহের পাত্র নহে।" সেনা বাহিনী যদিও তমসাচ্ছন্ন সাগর তুল্য, তথাপি উহা আবেহায়াতের অধিকারী। যদিও অতি বিরল, তথাপি এ স্থলে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে এমন এক রত্ন হস্তগত হয়, যাহার অনুরূপ অন্যস্থলে সামান্য কিছু পাইলেও যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। যে কোন সৈনিক যে কোন পদ ও মূল্য লাভ করিয়া থাকে, তাহা শত্রুর প্রাবল্যের সময়ই লাভ করিয়া থাকে। অবশ্য নির্জ্জনতার মধ্যেই শান্তি ; কিন্তু বীরত্ব ও শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য সমর প্রাঙ্গণেই সংঘটিত হয়। নির্জ্জন বাস ও গৃহকোণে অবস্থান, পর্দ্দানশীন বা অন্তঃপুর বাসিনী ও অক্ষম, দুর্ব্বল ব্যক্তি (মহিলা) দিগের জন্যই উপযোগী। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, "শক্তিশালী ঈমানদার ব্যক্তি দুর্ব্বল ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ"। ক্ষমবান বীর পুরুষগণের কার্য্য বৃহত্তম রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করা। "আপনি বলিয়া দিন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় গন্তব্য পথে পরিচালিত হয় ; অতএব তোমাদের প্রভু অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক সরল পথ প্রাপ্ত" (কোরআন)। কার্য্যালয় বন্ধ থাকার সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন আমি সেনাবাহিনীতে আসার মনস্থ

করিলাম, তখন মোহাম্মদ ছাইদকে আবশ্যক বশতঃ বাসভবনে রাখিয়া আসিয়াছিলাম বটে ; কিন্তু তাহার বিদায়ের পর— যে এল্‌ম ও মারেফত প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহাতে আমি শরমেন্দা হইলাম এবং তাহাকে অনুপস্থিত রাখা উচিত মনে করিলাম না ও সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইলাম। এই ফয়েজ বরকত পাইবার আশায় ছোট-বড় সকলেই আসিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা যেন 'মালামাতিয়া' ও 'কলন্দরিয়া' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য উক্ত সম্প্রদায়দ্বয় হইতে আমরা পৃথক এবং আমাদের কার্য্যকলাপ তাহাদের কার্য্য হইতে ভিন্ন।

নূতন এল্‌ম বা জ্ঞানের কথা কিছু শ্রবণ করুন ; ইহা এক মকতুব বা পত্রের শিরোনামা। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "মানবের উপর এমন একটি কাল অতিবাহিত হইয়াছে কি— যে সময় সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না ?" (কোরআন)।

হাঁ, হে আল্লাহ্‌ নিশ্চয় (এই) মানবের প্রতি এমন এক কাল আসিয়াছিল, সে সময় সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না ; ব্যক্তিত্ব হিসাবেও ছিল না ; এবং নিদর্শন বা চিহ্ন হিসাবেও ছিল না। বাহ্যিক দৃষ্টি হিসাবেও ছিল না এবং অস্তিত্ব হিসাবেও ছিল না, ইত্যাদি। আপনি আমার পত্রাদিও দেখিয়া থাকিবেন যে, আমি অস্তিত্ব অপসারিত হওয়াকে অধর্ম হিসাবে গণ্য করিয়াছি। এ স্থলে এইভাবে লিখিলাম, এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে ইহার প্রতিকারও করা হইয়াছে।

অনুমান কর দেখি বাগিচা আমার,
বসন্তে কিরূপ শোভা হইবে ইহার।

এই সৌভাগ্য সমূহ, এই ঘটনাবলীর বরকতে হইয়াছে। যদি ইহা না হইত, তবে এই সৌভাগ্যসমূহ লাভ হইত না।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদের পাপরাশি ক্ষমা কর। তুমিই সর্ব্বশক্তিমান। মওলানা মোহাম্মদ মোরাদ তথায় যাইতেছিলেন বলিয়া— দুই এক কথা লিখিয়া দিলাম। শেষফল মঙ্গলময় হউক।

৫৭ মকতুব

মওলানা হামিদ আহ্মদী নিকট লিখিতেছেন। সৃষ্ট জগতের নূতনত্ব এবং আক্লে ফাআলের রদ বা বাতুলতার বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য, যিনি বিশ্বের প্রতিপালক এবং ছাইয়েদুল মোরছালীন (দঃ)-এর প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় জাত কর্ত্তৃক স্বয়ং অস্তিত্ববান। তাঁহার অস্তিত্ব তাঁহার নিজ হইতেই। তিনি যেরূপ আছেন, সেইরূপই চিরদিন ছিলেন এবং তদ্রূপই থাকিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী নাস্তির সেই পবিত্র দরবারে কোনও অবকাশ বা পথ নাই। যেহেতু অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবিতা তদীয় দরবারের নগণ্য ভৃত্য এবং তথা হইতে নাস্তি অপসারিত করা, তাঁহার মহিয়ান প্রাসাদের নিকৃষ্ট সম্মার্জক মাত্র। আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত যাহা কিছু আছে, অর্থাৎ বিশ্ব জগত নামে যাহা অভিহিত, তাহা ভূত-চতুষ্টয় হউক, কিংবা আকাশ সমূহ হউক বা আকল-জ্ঞান সমূহই হউক, অথবা প্রাণী সমূহ হউক, কিংবা অভিভাজ্য বস্তু সমূহই হউক, বা সমষ্টিভূত দ্রব্যাদিই হউক, সবই আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি দ্বারা অস্তিত্ব প্রাপ্ত বা নাস্তি হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। জাত বা ব্যক্তিত্ব এবং জমানা বা কাল হিসাবে তিনিই একমাত্র অনাদি। অবশিষ্ট সবই ব্যক্তিত্ব ও কাল হিসাবে আদি সম্পন্ন, বা নবোৎপন্ন। যথা—পৃথিবীকে দুই দিবসে ও আকাশ ও নক্ষত্র সমূহকে আল্লাহ্তায়ালা পৃথিবীর সৃষ্টির পর দুই দিবসে নাস্তি হইতে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "দুই দিনে তিনি জমিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" আরও ফরমাইয়াছেন যে, "আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে দুই দিবসে সাত আছমানে বিভক্ত করিলেন"— এ কথার প্রমাণ স্বরূপ। অতি নির্ব্বোধ, বরং পবিত্র কোরআনের অকাট্য বাণী অমান্যকারী ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ ব্যতীত কতিপয় অন্য বস্তুকে অনাদি বলিবার সাহস করে এবং আকাশ ও তারকারাজীকেও অনাদিত্বের নির্দ্দেশ প্রদান করে। অবিভাজ্য ভূত সমূহকে এবং আকল বা জ্ঞান ও নফ্স বা প্রাণ সমূহকেও অনাদি বলিয়া ধারণা করে। ইছলাম ধর্ম্মাবলম্বীগণ সকলেই এই মতে একতাবদ্ধ হইয়াছেন যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল বস্তু নবোৎপন্ন।" তাহারা সকলেই একতাবদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন যে, "আল্লাহ্

ব্যতীত যাবতীয় বস্তু ইতিপূর্ব্বের আদম বা নাস্তির পর অস্তিত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। যেরূপ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী তদীয় 'মোন্‌কেজ্‌ আনেজ্জালাল' কিতাবে এই বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং যে সম্প্রদায় বিশ্বজগতের কোন কোন অংশকে অনাদি বলে, তাহাদিগেকে তিনি সেই হেতু 'কাফের' বলিয়াছেন। অতএব, সৃষ্ট বস্তু সমূহের কোনও বস্তুকে অনাদি বলিলে— ইছলাম ধর্ম্ম হইতে বাহির হইয়া যাইবে এবং ফিলোসফি ও দার্শনিক দলের অন্তর্ভূক্ত হইবে। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য বস্তু সমূহ যেরূপ পূর্ব্বে অস্তিত্ব রহিত ছিল, তদ্রূপ তাহারা পরেও অস্তিত্ব শূন্য হইতে পারে।

"আকাশ হইতে তারকারাজী নিক্ষিপ্ত হইবে, আকাশ সমূহ খণ্ড-বিখণ্ড হইবে, ভূ-মণ্ডল ও পর্ব্বত সমূহও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবে ; তৎপর সমস্তই ধ্বংসে পরিণত হইবে।" ইহা কোরআনের অকাট্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত এবং ইছলাম ধর্ম্মানুসারী যাবতীয় দলের একতাবদ্ধ মত। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় পবিত্র কালামে ফরমাইয়াছেন, "তৎপর যখন প্রথমবার শিঙ্গায় একটি ফুঁক দেওয়া যাইবে এবং ভূ-মণ্ডল ও পর্ব্বত সমূহকে উত্থিত করতঃ একবারেই চুরমার করিয়া ফেলা হইবে, সেই দিবসেই— সেই বিশিষ্ট ঘটনা অর্থাৎ কিয়ামত ঘটিবে ও আকাশ বিদীর্ণ হইবে ও উহা অসার হইয়া পড়িবে।" আরও ফরমাইয়াছেন যে, "যখন সূর্য্য আলোকশূন্য হইবে এবং নক্ষত্ররাজী কলুষিত হইবে ও পর্ব্বত সমূহ পরিচালিত করা হইবে।" আরও ফরমাইয়াছেন, "যখন আছমান বিদীর্ণ হইবে ও তারকা সমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া ঝরিয়া পড়িবে।" আরও বলিয়াছেন, "যখন আকাশ ফাটিয়া যাইবে।" আরও তিনি বলিয়াছেন, "তাঁহার পবিত্র বদন ব্যতীত সকল বস্তু ধ্বংস হইবে। কর্তৃত্ব তাঁহারই এবং তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।" এই প্রকারের আয়াত কোরআন পাকে বহু আছে। ইহাদের ধ্বংস হওয়া যে অস্বীকার করে, সে হয়তো অজ্ঞ নতুবা পবিত্র কোরআনের প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই এবং দার্শনিকগণের মিথ্যা মূখবন্ধ দ্বারা সে প্রতারিত হইয়াছে। ফলকথা, সৃষ্ট বস্তু সমূহ পূর্ব্বে যেরূপ অস্তিত্ব শূন্য ছিল তদ্রূপ পরবর্ত্তী সময়ও তাহারা যে ধ্বংস হইতে পারে, ইহা প্রমাণ করা দ্বীন-ইছলামের একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এবং ইহার প্রতি ঈমান আনা ও বিশ্বাস করা অনিবার্য্য।

আলেমগণের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সাতটি বস্তু অর্থাৎ আরশ কুরছি, লওহ মাহফুজ এবং তথাকার কলম ও বেহেস্ত -দোজখ এবং রূহ বা আত্মা ধ্বংস হইবে না; বরং অক্ষত থাকিবে। ইহার অর্থ ইহা নহে যে, ইহারা ধ্বংস হইবার উপযোগী নহে ; বা অন্তর্হিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না ; তাহা কখনই হইতে পারে না। বরং সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছাময় আল্লাহ্তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করিবেন, অস্তিত্ব প্রদানের পরও ধ্বংস করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করিবেন কোন বিশেষ কারণবশতঃ স্থায়ী রাখিবেন। আল্লাহতায়ালা যাহা ইচ্ছা করেন— তাহাই করেন এবং যেরূপ পছন্দ করেন, তদ্রূপ আদেশ করেন। উল্লিখিত বর্ণনাদি দ্বারা প্রকাশ পাইল যে, বিশ্বজগত ও তাহার যাবতীয় অংশ সবই অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্তায়ালার প্রতি নির্ভরশীল এবং ইহার অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্বের জন্য তাঁহারই মুখাপেক্ষী। কেননা স্থায়িত্বের অর্থ উক্ত অস্তিত্বধারী নফছ্ বা ব্যক্তিকে দ্বিতীয়, তৃতীয়কালে বা যতদিন আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা, ততদিন বর্ত্তমান রাখা। উক্ত অস্তিত্ব ব্যতীত তাহার প্রতি 'বাকা' বা স্থায়িত্ব নামে কোন বস্তু অতিরিক্ত অর্পিত হওয়া নহে।

অতএব উক্ত অস্তিত্ব এবং উহা বর্ত্তমান থাকা উভয়েই আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছার প্রতি ন্যস্ত। 'আক্লে ফাআল' নামক বস্তুর কি যোগ্যতা বা ক্ষমতা যে— এই সকল কার্য্য সমাধা করিবে এবং সৃষ্ট জীবগণের বিপদ-আপদ তাহার প্রতি ন্যস্ত হইবে। উক্ত আকলে ফাআলের অস্তিত্বের প্রতি লক্ষাধিক সমালোচনা আছে। যেহেতু উহা প্রমাণিত হওয়া দার্শনিকগণের কতিপয় স্বর্ণ-মণ্ডিত মুখবন্ধের প্রতি নির্ভর করে ; যাহা ইছলামিক কানুনানুযায়ী অপূর্ণ ও সংশোধনযোগ্য এবং অশুভ। বস্তু সমূহকে সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছাময় আল্লাহ্তায়ালার দিক হইতে ফিরাইয়া এইরূপ অমূলক আকলে ফাআল— নামক ধারণাকৃত বস্তুর প্রতি যে ব্যক্তি ন্যস্ত করে, সে নিরেট মূর্খ। বরং বস্তু সমূহের প্রতি ন্যস্ত ও নির্ভরশীল হয়। মনে হয় যে, বস্তু সমূহ ধ্বংস হওয়া স্বীকার করিবে, তথাপি উল্লিখিত কৃত্রিম অমূলক দার্শনিকগণের 'আকলে ফাআল' নামক বস্তুর প্রতি নির্ভর করতঃ বর্তমান থাকিয়া— সর্ব্বশক্তিমান ইচ্চাময়ের প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়া, স্বীকার করিবে না। 'ইহা অতি বৃহৎ বাক্য যাহা তাহাদের 'আনন' হইতে বহির্গত হইতেছে ; তাহারা মিথ্যা ব্যতীত অন্য কিছুই বলিতেছে না" (কোরআন)।

৫৮ মকতুব

খাজা ছালাহ্উদ্দীন আহ্রারীর নিকট লিখিতেছেন।

"আল্লাহ্তায়ালাই ছিলেন এবং তাঁহার সহিত কোন বস্তুই ছিল না" (হাদীছ)। আল্লাহ্তায়ালা যখন স্বীয় গুপ্ত পূর্ণতা সমূহ প্রকাশ করার ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার এছ্‌ম বা নাম সমূহের প্রত্যেক এছ্‌ম এক একটি আবির্ভাবস্থল কামনা করিল ; যাহাতে তাহারা নিজ নিজ পূর্ণতাগুণ সমূহ প্রকাশ করিতে পারে।

অজুদ বা অস্তিত্ব এবং তাহার আনুষঙ্গিক বস্তু সমূহের আবির্ভাবের স্থল হওয়ার যোগ্যতা আদম বা নাস্তি ব্যতীত অন্য কাহারও নাই। যেহেতু কোন বস্তুর আবির্ভাবস্থল ও দর্পণ হইতে হইলে, তাহার বিপরীত হইতে হইবে এবং অজুদ বা অস্তিত্বের বিপরীত-আদম বা নাস্তি। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা নাস্তি বা শূন্য জগতে তাঁহার এছ্‌ম সমূহের প্রত্যেকটি এছ্‌মের এক একটি আবির্ভাবস্থল নির্দ্দিষ্ট করিলেন, তাহাদিগকে অনুভূতি ও ধারণার স্তরে যে— যে সময় এবং যে যে প্রকারে ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্টি করিতে থাকিলেন। অতএব, তিনি বস্তু সমূহকে যখন ইচ্ছা এবং যেরূপ ইচ্ছা করিলেন, সৃজন করিলেন ও তাহার সহিত চিরস্থায়ী কার্য্যকালাপের সম্বন্ধ নির্ভরশীল করিয়া দিলেন।

জানা আবশ্যক যে, বহির্জগতস্থিত আদম বা নাস্তির বিপরীত, উক্ত বহির্জগতস্থিত অস্তিত্ব। অনুভূতি ও ধারণার স্তরের অস্তিত্ব নহে। ইহা (ধারণার স্তরের অস্তিত্ব) উহার (বহির্জগতের অস্তিত্ব) সহিত কোন প্রকার বৈপরীত্য রাখে না এবং বিশ্বজগতের অবস্থান ও অস্তিত্ব ধারণার স্তরে অবস্থিত বহির্জগতে নহে ; যাহাতে উহার বিপরীত হইতে পারে। অতএব, ইহা যুক্তি সঙ্গত যে নাস্তি বা শূন্য অনুভূতি ও ধারণার স্তরে স্থিতি লাভ করে এবং আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি ক্রিয়া দ্বারা সে তথায় দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয় ও উক্ত স্তরের প্রতিবিম্ব অনুযায়ী এবং ছায়া হিসাবে জীবিত, জ্ঞানী, শক্তিশালী, ইচ্ছাকারী, দর্শক, শ্রবণকারী ও বাক্যধারী হয়। কিন্তু বহির্জ্জগত বা বাস্তব জগতে তাহার কোনই নিদর্শন বা চিহ্ন না থাকে এবং তথায় শুধু আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত ও তাঁহার অবশ্যম্ভাবী গুণাবলী ব্যতীত অন্য কোন বস্তু বর্ত্তমান ও অস্তিত্বধারী না থাকে। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে,

আল্লাহ্তায়ালা পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন, এখনও তদ্রূপই আছেন।

ইহার উদাহরণ ঃ- ঘুর্ণমান বিন্দু ও ধারণাস্থিত বৃত্তের তুল্য। তথায় বিন্দুটি আছে মাত্র, বৃত্তটি বাস্তব অস্তিত্ব শূন্য, বহির্জ্জগতে উহার কোনই চিহ্ন নাই। তথাপি উহা অনুভূতি ও ধারণার স্তরে বর্ত্তমান আছে এবং প্রতিচ্ছায়া হিসাবে উহা তথায় চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে। হজরত শায়েখ মুহিউদ্দীন এব্নে আরাবী তাঁহার অনুগামীগণ বিশ্বজগত সৃষ্টির বিষয় যে সকল মুখবন্ধ লিখিয়াছেন এবং যে তানাজ্জুলাত বা অবতরণীয় স্তর সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন ও তায়ায়্যুনাতে এল্মী ও খারেজী বা জ্ঞান সম্ভূত ও বাস্তব জগতের ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, আবার যে হকিকত এবং আইয়ানে ছাবেতা বা আল্লাহ্তায়ালার এল্মস্থিত ব্যক্তিত্ব সমূহ অবশ্যম্ভাবী জাতের এল্মের স্তরে প্রমাণ করিয়াছেন ও তাহার প্রতিবিম্ব সমূহ-বহির্জ্জগত— যাহা বাহ্যিক অস্তিত্বধারী, তথায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন ও উহার কার্য্য-কলাপকে বহির্জ্জগত বা বাস্তব নাম দিয়াছেন। পূর্বোল্লিখিত বর্ণনাদির দ্বারা এই সকল মুখবন্ধের আবশ্যকতা অপসারিত হইয়া গেল ; যে সুবিচারক ব্যক্তি তাহাদের বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তাহাদের পরিভাষা অবগত হইয়াছেন, তাহার প্রতি ইহা অবিদিত নহে।

এই সকল বর্ণনা দ্বারা সঠিক জানা গেল যে, বহির্জ্জগত বা বাস্তব জগতে আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই অস্তিত্ব বর্ত্তমান নাই। উহা ব্যক্তিত্ব সমূহই হউক বা তাহার কার্য্যকলাপই হউক না কেন ! বরং ইহারা অনুভূতি ও ধারণার স্তরে বর্ত্তমান আছে। ইহা কোন অসম্ভব নহে ; কেননা ইহা এরূপ ধারণাকৃত অস্তিত্ব নহে যে, ধারণার সাহায্যেই ইহা বর্ত্তমান আছে এবং ধারণা অপসারিত হইলে ইহারাও অপসারিত হইবে। বরং ইহা আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমতা বলে ও সৃষ্টি কৌশলে-ধারণার স্তরে সৃষ্টি হইয়াছে এবং তথায় স্থায়ী ও বর্ত্তমান আছে ও দৃঢ়তা ও কাঠিন্য লাভ করিয়াছে। "আল্লাহ্তায়ালার কার্য্য নৈপুণ্য যে তিনি প্রত্যেক বস্তুকে দৃঢ়তা প্রদান করিয়াছেন" (কোরআন)।

এই বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ পাইল যে, সৃষ্ট-বস্তু সমূহের তত্ত্ব— নাস্তি সমূহ, যাহা আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের এল্ম বা জ্ঞান স্তরে পার্থক্য ও ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করিয়াছে এবং আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমতা ও কার্য্য নৈপুণ্য বলে দ্বিতীয়বার

অনুভূতি ও ধারণার স্তরে বহাল হইয়াছে। আবার ইহাদের কোন কোনটি আল্লাহ্ তায়ালার এছ্‌ম সমূহের দর্পণতুল্য হইয়াছে ও তথায় প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছায়া প্রাপ্তি কর্তৃক জীবিত, জ্ঞানধারী, ক্ষমতাবান, ইচ্ছাকারী, দর্শনকারী ও শ্রবণকারী এবং বাক্যধারী হইয়াছে। হজরত মুহিউদ্দীন এব্‌নে আরাবী ও তাঁহার অনুগামীগণের গবেষণায়— সৃষ্ট বস্তু সমূহের তত্ত্ব, আল্লাহ্‌তায়ালার এল্‌মস্থিত নাম সমূহের আকৃতি সমূহ যাহা তানাজ্জুলাতে খাম্‌ছা বা পবিত্র অস্তিত্বের অবতরনীয় স্তর-পঞ্চকের এক স্তর। ফলকথা, এ ফকিরের জ্ঞানে সৃষ্ট বস্তু সমূহের তত্ত্ব— আদম বা নাস্তি সমূহ এবং হজরত শায়েখের মতে অবতরণীয় অস্তিত্ব সমূহ। হজরত শায়েখ বহির্জ্জগত বা বাস্তব জগতে সৃষ্ট বস্তু সমূহের শুধু দৃশ্য (মূলবস্তু নহে) প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, একাধিক বস্তু এলমস্থিত আকৃতি সমূহ যাহা সৃষ্ট-বস্তু সমূহের তত্ত্ব এবং যাহাদিগকে "আইয়ানে ছাবেতা বা এল্‌মগুণে বর্ত্তমান ব্যক্তিত্ব বলিয়াছেন, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের বাহ্যিক দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহির্জ্জগতে দৃশ্যমান হইয়াছে ; কেননা বহির্জ্জগতে তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও অস্তিত্ব নাই। অতএব পরিলক্ষিত হইতেছে যে, বহির্জ্জগত বা বাস্তব জগতে যেন তাহারা আছে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাস্তব জগতে 'আল্লাহ্‌র' পবিত্র এক জাত ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তিনি আরও বলেন যে, উক্ত এল্‌মস্থিত আকৃতি সমূহের কোন কোনটির কোন কোন সময় আল্লাহ্‌তায়ালার বাহ্যিক অস্তিত্ব যাহা উক্ত আকৃতি সমূহের দর্পণতুল্য, তাহার সহিত প্রকার বিহীন সম্বন্ধের সৃষ্টি হয় ; যাহাতে উহারা বহির্জ্জগতে দৃশ্যমান হইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে, এই প্রকার বিহীন সম্বন্ধের কেহই অবগতি লাভ করে নাই ; এমন কি পয়গম্বর (আঃ)-গণও এই রহস্য অবগত নহেন। উল্লিখিত প্রকার-বিহীন সম্বন্ধ লাভ হওয়ার পর উক্ত আকৃতি সমূহ বহির্জ্জগতে প্রকাশ পাওয়াকেই তিনি সৃষ্টি ও উৎপন্ন করা বলিয়া থাকেন। পূর্ব্ব বর্ণিত বর্ণনার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালা এ ফকীরকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা এই যে, বস্তু সমূহের বহির্জ্জগতে যেরূপ কোন অস্তিত্ব নাই, তদ্রূপ তাহার দৃশ্য ও বিকাশও নাই। বহির্জ্জগত বা বাস্তব জগত পূর্ব্ববৎ অবিকৃত আছে, তথায় অন্য বস্তুর অস্তিত্বও নাই, দৃশ্যও নাই। তাহাদের যদি অস্তিত্ব বা বিকাশ থাকে, তবে তাহা

ধারণার স্তরেই আছে এবং যদি তাহাদের অস্তিত্ব থাকে, তাহাও আল্লাহ্তায়ালার কার্য্য ক্ষমতায় উক্ত ধারণার স্তরে আছে। ফলকথা, উহাদের দৃশ্য ও অস্তিত্ব একই স্তরে বর্ত্তমান। ইহা নহে যে, উহাদের দৃশ্য এক স্তরে এবং বিদ্যমানতা ও স্থিতি অন্য স্তরে। ইহার উদাহরণ— ঘূর্ণমান বিন্দুর দ্বারা যে বৃত্তটি সৃষ্টি হয়, তাহার বিদ্যমানতা যেরূপ ধারণার স্তরে তদ্রূপ উহার দৃশ্যও সেই স্তরে। কেননা উহা ধারণার স্তরেই অংকিত হয় মাত্র, বাস্তব স্তরে নহে। তদ্রূপ উহার দৃশ্যও সেই স্তরে, বাস্তব স্তরে উহার কোনই নিদর্শন নাই, যে পরিদৃষ্ট হয়। ফলে তাহারা ধারণার দৃশ্যকে বাস্তব দৃশ্য বলিয়া অনুমান করে। যেরূপ কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দৃষ্ট আকৃতি সমূহকে জাগ্রত অবস্থায় অন্তরচক্ষে অবলোকন করিয়া ধারণা করে যে, উহাদিগকে বাহ্যিক জগতে বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতেছে। অনেক সময় এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে এবং এক স্তরকে অন্যস্তর বলিয়া অনুমান করা হয় ও একটির রীতিনীতি অপরটির প্রতি প্রয়োগ করে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় উল্লিখিত অনুমিত বৃত্তটি, যাহা ধারণায় অংকিত হইয়াছে ; তাহা ধারণার চক্ষে যে স্তরে অংকিত হইয়াছে, সেই স্তরেই দেখিতেছে ; এবং অনুমান করিতেছে যে, উহাকে মস্তকের চক্ষু দ্বারা বহির্জ্জগতে দেখিতেছে ; বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। কেননা বহির্জ্জগত যেখানে উক্ত 'ঘূর্ণায়মান' বিন্দুটি আছে, তথায় বৃত্তের কোনই অস্তিত্ব ও নিদর্শন নাই যে— পরিলক্ষিত হইবে। কোন ব্যক্তির আকৃতি যাহা দর্পণে দৃষ্ট হয়, তাহাও এই প্রকারের। অর্থাৎ বাস্তব জগতে উক্ত আকৃতির অস্তিত্ব বা দৃশ্য কিছুই নাই। বরং উহার অস্তিত্ব ও দৃশ্য শুধু চিন্তা ও ধারণার মধ্যে অবস্থিত। আল্লাহ্পাক সর্ব্বজ্ঞ ; হজরত শায়েখ (রাঃ) যে স্তরকে বহির্জ্জগত ও বাস্তব জগত বলিয়া ধারণা করিয়াছেন এবং বস্তু সমূহ প্রতিবিম্ব হিসাবে তথায় পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা বাস্তব জগত নহে। বরং অনুমান ও ধারণার স্তর, যাহা আল্লাহ্তায়ালার কারিগরি ও ক্ষমতা দ্বারা স্থায়িত্ব লাভ করিয়া বাস্তব বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; কিন্তু বাস্তব জগত উহার বাহিরে, তাহা আমাদের দর্শন ও অনুভূতির ঊর্ধ্বে। যাহা কিছু পরিলক্ষিত হয় এবং অনুভূত হয় ও আমাদের জ্ঞান ও ধারণায় উপলব্ধি হয় ; তাহা সবই ধারনার

অন্তর্ভুক্ত ; প্রকৃত অস্তিত্বধারী জাত পাক আমাদের জ্ঞানের বাহিরের বাহিরে। তথায় দর্পণবৎ হওয়ার অবকাশ কোথায় ? এবং কোন্ আকৃতি এরূপ আছে যে, সেই পবিত্র দরবারে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে ? দর্পণ ও আকৃতি ইত্যাদি প্রতিবিম্বের স্তরে হয় মাত্র, যাহা ধারণার বৃত্তের সহিত সম্বন্ধ রাখে।

"হে আমাদের প্রতিপালক তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর, এবং আমাদের কার্য্য সকল সহজ করিয়া দাও" (কোরআন)।

৫৯ মকতুব

হজরত খাজা সরফুদ্দীন হোসাইনের নিকট দৈনিকের যাবতীয় কার্য্য আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ন্যস্ত করার ও তাহার মধ্যে আস্বাদ পাওয়ার বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে মোস্তফা (দঃ)-এর শরীয়তের প্রতি কায়েম রাখুন এবং পূর্ণরূপে তাঁহার নিজের সহিত আকৃষ্ট করিয়া লউন। হে বৎস, অতিভদ্র ! দৈনিকের নূতন কার্য্য সমূহ যখন অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাধীন ও তাঁহার কার্য্য দ্বারা সংঘটিত, তখন নিজের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত করতঃ উক্ত কার্য্য সমূহকে তাঁহার নিজের ইচ্ছার অনুকূল করিয়া লওয়া উচিৎ ও তাহাতে লজ্জত প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। যদি আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে এইরূপ সম্বন্ধের সৃষ্টি করা আবশ্যক, অন্যথায় দাসত্বের গণ্ডি হইতে বাহিরে পদক্ষেপ করা ও স্বীয় প্রভুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইবে। হাদীছে কুদ্ছিতে আসিয়াছে, "যে ব্যক্তি আমার কাজা ও নির্দ্ধারণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে না এবং আমার বালা-বিপদের প্রতি সবুর বা ধৈর্য ধারণ করিবেনা, সে আমা ব্যতীত অন্য প্রভুর অন্বেষণ করুক এবং আমার আকাশের নিম্নদেশ হইতে বাহির হইয়া যাউক।" হাঁ, জনসাধারণ ও ফকির মিছকীন ও অধীনস্থ ব্যক্তিগণ আপনার সাহায্যে ও সহায়তায় সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল আছেন। অবশ্য আপনারও যখন একজন প্রভু (আল্লাহ্) আছেন, তখন তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। অবশ্য আপনার সুনাম বর্ত্তমান আছে। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে ইহ-পরকালে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন। ওয়াচ্ছালাম ॥

৬০ মকতুব

তদীয় পীরজাদা খাজা মোহাম্মদ আবদুল্লাহর নিকট, মানবের নাস্তি ও তাহাতে আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের এছম-ছেফাত সমূহ প্রতিবিম্বের আবির্ভাব ইত্যাদির বর্ণনায় লিখিতেছেন।

তিনি সত্য এবং প্রকাশ্য। তিনি পবিত্র, তাঁহার জাত ও গুণাবলী ও নাম সমূহ সৃষ্টির নূতনত্ব হেতু পরিবর্ত্তিত হয় না। যেহেতু সৃষ্টির নূতনত্ব হেতু যে কোন পরিবর্ত্তন হউক না কেন, তাহা আদম বা নাস্তির স্তরে হইয়া থাকে। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র অজুদ বা অস্তিত্বে কোন প্রকারের অবতরণ বা পরিবর্ত্তন ঘটেনা ; উক্ত পরিবর্ত্তন বহির্জ্জগতে হউক বা তাহার এল্মের মধ্যে হউক না কেন। ইহার বিশদ বর্ণনা এই যে, আল্লাহ্তায়ালা যখন তদীয় জাত, ছেফাত ও এছম সমূহের পূর্ণতাবলী প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন ও বস্তু সমূহের দর্পণে উহার বিকাশ কামনা করিলেন, তখন আদম বা নাস্তির স্তরে প্রত্যেকটি পূর্ণতা গুণের বিপরীত যে আদম বা নাস্তি ছিল এবং যাহা উহার সম্মুখীন ছিল ও সম্বন্ধ দ্বারা অবশিষ্ট নাস্তি হইতে পৃথক, তাহাকে উক্ত পূর্ণতার দর্পন স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ও নিরূপিত করিলেন। কেননা দর্পণ বস্তুর সম্মুখীন হয়, তবেই তাহাতে বস্তুর বিকাশ হয়।[১]

বিপরীত বস্তু দ্বারা বস্তুগণ সবে
বিশদ বিকাশ পায়, এ বিশাল ভবে।

উক্ত নাস্তি সমূহ যাহা আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণতা গুণসমূহের দর্পণতুল্য হইবার যোগ্যতা রাখে, যখন তিনি ইচ্ছা করিলেন, তখন অনুভূতি ও ধারণার স্তরে তাহাদিগকে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব প্রদান করতঃ তাহার মধ্যে উক্ত পূর্ণতা সমূহ প্রতিবিম্বিত করিলেন এবং এই প্রতিবিম্ব কর্ত্তৃক উক্ত নাস্তি সমূহকে উল্লিখিত ধারণার স্তরে জীবিত, জ্ঞানধারী, শক্তিশালী, ইচ্ছাকারী, শ্রবণ ও দর্শনকারী এবং বাক্যধারী করিলেন। অবশ্য আমার অনুভব হইল যে, উক্ত নাস্তি বা শূন্যের মধ্যে অন্য কিছু সম্মিলিত না করিয়া আল্লাহ্তায়ালা তাহাতে স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিলেন এবং তাহাকে মোলায়েম বা কোমল করিয়া লইলেন ; তৎপর তাহাতে স্বীয় পূর্ণতা

টীকা ঃ ১। যথা— ক্ষমতা-গুণের বিপরীত ক্ষমতা-শূন্য হওয়া ও জীবন গুণের বিপরীত জীবন-শূন্য হওয়া ইত্যাদি ; ইহারা এই সম্বন্ধ দ্বারা অন্য সকল শূন্য হইতে পৃথক হইয়াছে।

সমূহের বিকাশ প্রদান করিলেন, যেরূপ প্রথমে শিক্থক বা মোমকে নরম করিয়া লওয়া হয়, তৎপর উহার দ্বারা ছবি ও আকৃতি বানানো হয়।

জানা আবশ্যক যে, এ স্থলে আদম বা নাস্তির অর্থ বহির্জ্জগতের বা বাস্তব জগতের নাস্তি, যাহা বাস্তব জগতের অস্তিত্বের বিপরীত। অতএব ইহাকে সৃষ্টি করা যাহা ধারণার স্তরে সংঘঠিত হয়, তাহা নিবারিত নহে এবং ধারণার স্তরে বর্ত্তমান থাকার সহিত উহার (বাস্তব জগতের নাস্তির) কোন দ্বন্দ্ব[1] নাই। পরন্তু বলিব যে অস্তিত্বই নাস্তির নিবারণকারী, যাহা উহার বিপরীত। কিন্তু নাস্তি অস্তিত্ব হইয়া যায় না। অবশ্য নাস্তি যদি অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা কোন অসম্ভব নহে। যেরূপ অস্তিত্বের বিষয় বলা হয় যে, ইহা দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞান গম্য[2] বস্তু, যাহা বাস্তব জগতে অস্তিত্ব শূন্য। এই বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে, বস্তু সমূহের প্রকৃত তত্ত্ব নাস্তি ; যাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের স্তরের গুণ সমূহ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ও তথায় আল্লাহ্‌ তায়ালার সৃষ্টি দ্বারা ধারণাকৃত দৃঢ়তা ও স্থিতি লাভ করিয়াছে ও উক্ত অনুভূতি ও ধারণার স্তরে চিরস্থায়ী হইয়াছে। উক্ত শূন্য সমূহ যেন বস্তু সমূহের জাত বা ব্যক্তিত্ব এবং তাহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত পূর্ণতা সমূহ উহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুল্য।

উল্লিখিত মুখবন্ধ সমূহ জানার পর মূল উদ্দেশ্যের বিষয়, যাহা খাছ বেলায়েত (বেলায়েতে কোব্‌রা) বা বিশিষ্ট নৈকট্যের সহিত সম্বন্ধ রাখে, তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি— মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন ; জানিবেন যে, মানবের প্রকৃত তত্ত্ব ও ব্যক্তিত্ব নাস্তি বা শূন্য— যাহা জ্ঞানধারী নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তির তত্ত্ব। প্রারম্ভে এই নফ্‌ছকে "নফ্‌ছে-আম্মারা" বা অসৎ প্রবৃত্তি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি 'আমি' শব্দ দ্বারা উহারই প্রতি ইঙ্গিত করিয়া থাকে। অতএব মানবের জাত বা ব্যক্তিত্ব উক্ত নফ্‌ছে আম্মারা বা অসৎ প্রবৃত্তি ; তাহার অসৎ 'লতিফা' বা সূক্ষ্ম বস্তু সমূহ— উক্ত নফ্‌ছের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। যখন নাস্তি মোটের উপর নিছক মন্দ এবং উৎকর্ষের গন্ধ বা সংমিশ্রণ

টীকাঃ ১। কেননা উক্ত আদম বা নাস্তির আধার বাস্তব জগত এবং এই অস্তিত্ব যাহা সৃষ্টি দ্বারা সংঘটিত, তাহার আধার অহ্‌ম বা ধারণার স্তর। অতএব উল্লিখিত দুইটি দুই স্তরে বর্ত্তমান থাকাহেতু কোন দ্বন্দ্ব নাই।
২। ইহাকে দার্শনিকগণ মা'কুলাতে ছলিয়া বলে। অর্থাৎ ইহার আধার বাস্তব জগতে নাই। কেবলমাত্র জ্ঞান ও ধারণায় ইহা উপলব্ধি হইয়া থাকে।

রহিত ; তখন নফ্‌ছে আম্মারাও নিছক মন্দ ও উৎকর্ষ রহিত। তাহার অপকৃষ্টতা ও অজ্ঞতার জন্যই তাহার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণতা সমূহের প্রতিবিম্ব— যাহা প্রতিচ্ছায়া হিসাবে তাহ্যতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে সে নিজের বলিয়া জানে এবং উহারা যে, স্বীয় মূলবস্তুর উপর দণ্ডায়মান তাহাকেও সে নিজের প্রতি দন্ডায়মান বলিয়া ধারণা করে। সে উক্ত পূর্ণতাসমূহ প্রাপ্ত হইয়া নিজকে পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে এবং এইহেতু সে নিজকে সর্ব্বপ্রধান ও ছরদার বলিয়া দাবী করে। পরন্তু সে আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত তাহার নিজের পূর্ণতা সমূহের সমতা করে। কার্য্যের শক্তি ও সুযোগ সে নিজ হইতে ধারণা করে এবং নিজেকে ক্ষমতা প্রয়োগকারী বলিয়া জানে। সে চায় যে— সকলে তাহার বাধ্যানুগত হয় এবং সে যেন কাহারও অনুগত না হয়। সে সকল বস্তু হইতে নিজেকে অধিক ভালবাসে, অন্য সকল বস্তুকে নিজের জন্যই সে ভালবাসে ; তাহাদের জন্য নহে। এই সকল বাতুল ধারণার কারণে স্বীয় প্রভুর সহিত তাহার ব্যক্তিগত শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং তাঁহার অবতারিত আদেশাদিকে সে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করে না ও স্বীয় আকাঙ্খার অনুগমন করে। বরং সে আকাঙ্ক্ষা সমূহের যেন উপাসনা করে। হাদীছে কুদ্‌ছীতে আসিয়াছে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, "তোমার নফ্‌ছের সহিত তুমি শত্রুতা কর ; কেননা সে আমার সহিত শত্রুতা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

আল্লাহতায়ালা পূর্ণ অনুকম্পা ও অনুগ্রহ বশতঃ পয়গাম্বর (আঃ)-গণকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত। যেন তাঁহারা জগতবাসীকে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান করেন এবং এই শত্রুর (নফছের) কারখানা বা কার্য্যকলাপ ধ্বংস ও বিনষ্ট করেন এবং উহাকে স্বীয় স্রষ্টা প্রভুর প্রতি পথ প্রদর্শন করেন ও তাহাকে— তাহার এই মূঢ়তা ও অপবিত্রতা হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করেন ও তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহাকে অবগত করাইয়া দেন। যে ব্যক্তি আজন্ম ভাগ্যবান ছিল, সে ব্যক্তি ইহাঁদের আহ্বান গ্রহণ করিল এবং স্বীয় অজ্ঞতা ও অপবিত্রতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আল্লাহতায়ালার অবতারিত আদেশ নিষেধাদির বাধ্য ও অনুগত হইল।

জানা আবশ্যক যে, নফছের পবিত্রতা অর্জ্জনের পথ দুই প্রকার। এক প্রকার— যাহা কঠোর ব্রত পালন ইত্যাদির সহিত সম্বন্ধ রাখে। ইহা 'এনাবত' বা

আল্লাহ্তায়ালার দিকে মনোযোগী হওয়ার পথ ; ইহা মুরিদ বা ইচ্ছাকারীগণের সহিত বিশিষ্টতা রাখে। দ্বিতীয় পথ— আকর্ষণ ও প্রেম-ভালবাসার পথ যাহা 'এজতেবা' অর্থাৎ নির্ব্বাচনের পথ ; ইহা মোরাদ বা ইচ্ছাকৃত ও মনোনীতগণের সহিত সম্বন্ধ রাখে।

এই দুই পথের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। প্রথম পথ— যেন কোন উদ্দিষ্ট বস্তুর দিকে স্বেচ্ছায় গমন করা এবং দ্বিতীয় পথ— যেন উক্ত দিকে লইয়া যাওয়া। গমন করা ও লইয়া যাওয়ার মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। সৌভাগ্যক্রমে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে আল্লাহতায়ালার 'এজতেবা' বা নির্বাচনের পথে লইয়া যাওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন তাহাকে স্বীয় ভালবাসা ও প্রেম প্রদান করতঃ তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষিত করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে যদি ভাগ্যবান ব্যক্তি হয়, তবে উহাকে 'ফানা' পর্য্যন্ত উপনীত করেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের দর্শন ও জ্ঞান হইতে মুক্ত করেন এবং বহির্জ্জগত ও অন্তর্জ্জগত অতিক্রম করাইয়া দেন। বহির্জ্জগতকে ভুলিয়া যাওয়া— কল্‌ব বা অন্তর্জ্জগতের 'ফানার' প্রতি নির্ভরশীল এবং অন্তর্জ্জগতের ফানা— নফছে আম্মারার ফানার প্রতি নির্ভর করে। প্রথমটিতে অর্থাৎ বহির্জ্জগতের বিস্মৃতির মধ্যে-এলমে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান অন্তর্হিত হয়; দ্বিতীয়টিতে এলমে হুজুরী, বা আত্মজ্ঞান অপসারিত হয়। স্বীয় 'নফছ' বা ব্যক্তিত্বের হুজুরী বা জ্ঞান অপসারিত না হইলে, এলমে হুজুরী বা আত্মজ্ঞান— অপসারিত হয় না। কেননা, যে পর্য্যন্ত উপস্থিত ব্যক্তি (নফ্‌ছ) বর্ত্তমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহার এল্‌ম বা আত্মজ্ঞানও বর্তমান থাকিবে। যেহেতু এলমে হুজুরীর অর্থ উপস্থিত ব্যক্তি অর্থাৎ সে নিজেই ; তাহা হইতে অতিরিক্ত অন্যকোন বস্তু নহে। নফ্‌ছের ফানা বা লয় প্রাপ্তির মধ্যে যে-দৃশ্যটি অন্তর্হিত হওয়া বলা হয়, তাহার অর্থ উক্ত নফ্‌ছের অস্তিত্বই অন্তর্হিত হওয়া। কলবের ফানার মধ্যে দৃশ্যতঃ-অন্তর্হিতী— ইহার বিপরীত। অর্থাৎ তথায় কলব—স্বয়ং অন্তর্হিত হয় না। কেননা তথাকার দর্শক ও উপস্থিত বস্তু অর্থাৎ কলব হইতে "দর্শন" অতিরিক্ত বস্তু। ইহাদের একটি ফানা বা লয় প্রাপ্ত হইলে, অপরটির লয় প্রাপ্তি অনিবার্য্য হয় না। চিন্তা করিয়া দেখুন এই সূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রতি অনেকেই পথ প্রাপ্ত হয় নাই। আল্লাহ্তায়ালা সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী।

-ঃ সতর্কীকরণ ঃ-

কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি ইহা ধারণা না করে যে, তৌহিদ বা একবাদ-মতাবলম্বীগণের ও বাকা বিল্লাহর মাকামে নফ্ছ অপসারিত হওয়া— হাছিল হইয়া থাকে। কেননা তথায় আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং উপস্থিত থাকেন, সাধকের নফছ নহে ; যেহেতু উহা পূর্বেই ফানা প্রাপ্ত হইয়াছে। তদুত্তরে বলিব যে, তথায় সাধকের নফ্ছ উপস্থিত আছে, তাহাকে সে প্রকৃত বস্তু হিসাবে জানিতেছে ; আল্লাহ্তায়ালার উপস্থিতি তথায় নাই। কেননা তিনি এই ব্যক্তিত্ব ও এইরূপ উপস্থিতি হইতে পবিত্র ও উচ্চ। এইরূপ স্থলেই বলা হইয়া থাকে—

নিদ্রা ঘোরে কোন ব্যক্তি দেখিল স্বপন,
একটি মশক হ'ল উষ্ট্রের মতন।

এই স্থলে উপস্থিত ব্যক্তির জ্ঞান অপসারিত হয়। (অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিকে যে জানা যাইতেছে— এই জ্ঞানটি চলিয়া যায়)। যাহা এল্মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি স্বয়ং অন্তর্হিত হয় না। তাহা হইলে এল্মে হুজুরী অন্তর্হিত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। নফ্ছ বা উপস্থিত ব্যক্তি অন্তর্হিত হওয়ার অর্থ— তাহার ব্যক্তিত্ব বা চিহ্ন অন্তর্হিত হওয়া ; তাহার এল্ম বা জ্ঞান অন্তর্হিত হওয়া নহে। ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য 'নূর' পূর্ণ করিয়া দাও। তুমি সর্ব্বশক্তিমান। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে, তাহার প্রতি ছালাম।

৬১ মকতুব

হজরত মখদুমজাদা খাজা মোহাম্মদ ছাইদ (রাঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন।

যখন সাধকের কার্য্যকলাপ আল্লাহ্তায়ালার নিছক জাতের সহিত সম্বন্ধিত হয় এবং যাবতীয় সম্বন্ধ ও অনুমান বিদূরিত হয়, তখন ঊর্ধ্বারোহণ দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায় এবং বিনা সম্পর্কে উক্ত মাকাম হইতে বহিষ্কৃত হওয়া কঠিন হয়। তখন "প্রথম লক্ষ্য তোমার হিতার্থে" হাদীছ অনুযায়ী প্রথম লক্ষ্য— যখন সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব

স্থলের সহিত সমন্বিত হয়, তখন এই মাকামে— তাহার সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তড়িৎ গতিতে উর্দ্ধে লইয়া যায় ও ভাবগত বস্তু যাহা প্রকৃত তত্ত্বের সেতু-তুল্য, তাহা তথায় উপনীত করে ; কিন্তু তখন দ্বিতীয় লক্ষ্যকে সম্বরণ করা অনিবার্য্য হয়। কেননা "দ্বিতীয় লক্ষ্যটি তোমার ক্ষতির জন্য" (হাদীছ) ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব, ইহা অনিষ্টকর এবং প্রাণ-নাশক বিষতুল্য ;ইহার দ্বারা সাহায্যের আশা আর কি হইতে পারে ! আল্লাহ্‌তায়ালা 'হারাম' বস্তুর মধ্যে রোগ মুক্তি রাখেন নাই (হাদীছ)। আমি অনুভব করিতেছি যে, অপক্কতাহেতু অজ্ঞতা বশতঃ যদি দ্বিতীয় লক্ষ্য হয় তবে তাহা শূন্য হইয়া যায় এবং উহা যাবতীয় প্রস্তরখণ্ড ইত্যাদির মত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবারের লক্ষ্য— যাহা সৌন্দর্য্যের আবির্ভাবস্থলের সহিত সম্বন্ধ করে এবং তাহাকে উপকারী বলিয়া ভাবে ও প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হইবার ব্যবস্থা মনে করে, তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার কৌশলমূলক শৈথিল্য-প্রাপ্ত পাপিষ্ঠগণের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তাহারা দোষনীয় ব্যক্তি ; অবশেষে ধ্বংসে পরিণত হয়। তাহারা যে তত্ত্বে উপনীত হয়, তাহা ভাবগত জগতের অন্তর্ভুক্ত। "আপনি মুমিনগণকে বলিয়া দিন তাহারা যেন স্বীয় চক্ষু সমূহকে অবনত করে" (কোরআন)। আয়াতটিই এই সম্প্রদায়ের রদ করার জন্য যথেষ্ট।

কখনও আবার উল্লিখিত উন্নতির ব্যাঘাতের সময় প্রতিবেশীর তমোরাশি দ্বারা উপকার সাধিত হয় এবং তাহাদের উপর কুফর ও ফাছেকী সাহায্যকারী হয়। সে সময় তাহাদের তমোরাশি যত অধিক হয়, সাহায্য ততই অধিক হইয়া থাকে। ইহার অর্থ ইহা নহে, যেরূপ অনেকে বলিয়া থাকে যে, ফয়েজ বা ঐশিক-বর্ষণ যে সকল ব্যক্তি তমোরাশির মধ্যে নিমজ্জিত আছে, তাহাদের আযোগ্যতাহেতু উহা তাহাদের প্রতি পতিত হয় না। বরং যাহারা চৈতন্যধারী ব্যক্তি তাহাদের পার্শ্বে আছে, তাহাদের প্রতি যাইয়া পড়ে। উক্ত চৈতন্যধারী ব্যক্তিগণ যেন অন্যের ফয়েজ দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়া থাকে ; কিন্তু বাস্তবে ইহা নহে। কেননা, উক্ত সাধকের উচ্চ মর্ত্তবাহেতু ইহা বলা যাইতে পারে যে, উক্ত ফয়েজ সমূহ যেন— তাহার আশে পাশেও উপনীত হয় না ; তাহারা আর তাহার উন্নতির সাহায্য কি করিবে ; (এবং উন্নতিই বা কি করাইবে) ! ইহাদের কার্য্যকলাপ অতি উচ্চ, সকল প্রকার আমল

এবং ফয়েজ তথায় উপকারী হয় না। পরন্তু এ স্থলে একটি অতি সূক্ষ্ম রহস্য আছে, যাহা শুধু তাহারাই অবগত আছেন। এই মাত্র ব্যক্ত করিব যে, নূর বা আলোকের পূর্ণ আবির্ভাবের জন্য অন্ধকার আবশ্যক ; "বিপরীত-বস্তু দ্বারা বস্তু সমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে"— ইহা শুনিয়া থাকিবেন। যখন তমসাময় কার্য্য করা নিষেধ ; তখন পূর্ণ অনুকম্পা হেতু পড়শীর তমসারাশিকেই (এ বিষয়ের জন্য) গণ্য করিয়া থাকেন এবং যাহা 'নূর' সমূহের 'নূর', সেই নূর প্রকাশ করার জন্য ইহা উপকারী হইয়া থাকে।

যদি কেহ বলে যে, এবাদত বন্দেগী সমূহ বিশেষতঃ ফরজ এবাদত সমূহ উক্ত (বাধা প্রাপ্ত) স্থলে উপকারী হয় না কেন ও উন্নতির সাহায্য করে না কেন ? তদুত্তরে বলিব যে, কে বলিল উপকারী হয় না এবং উন্নতির সাহায্যকারী নহে। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ পূর্ণরূপে উপকারী হইত, তদ্রূপ হয় না অর্থাৎ পূর্ব্ব বর্ণিত বিষয় সমূহের তুল্য উপকারী হয় না। আল্লাহ্তায়ালা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ।

হে আল্লাহ্ তুমি অতি পবিত্র, যাহা শিখাইয়াছ তাহা ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান নাই। নিশ্চয় তুমি জ্ঞানময় ও সুকৌশলী। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে, তাহার প্রতি ছালাম।

৬২ মকতুব

হজরত মখদুমজাদা খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ)-এর নিকট মানুষের হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্বের বিষয় লিখিতেছেন।

মানুষের হকীকত বা তত্ত্ব এবং জাত বা ব্যক্তিত্ব নফ্‌ছে নাতেকা (জ্ঞানধারী প্রবৃত্তি) 'আমি' শব্দ দ্বারা যাহার দিকে ইঙ্গিত করা যায় ; আবার উক্ত নফ্‌ছে নাতেকার তত্ত্ব আদম বা নাস্তি যাহা অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের গুণ সমূহের প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে অস্তিত্ববান ধারণা করিতেছে এবং স্বাধীনভাবে নিজেকে জীবিত, জ্ঞানধারী ও ক্ষমতাবান বলিয়া জানিতেছে। অর্থাৎ উক্ত পূর্ণগুণ সমূহ যথা— জীবনী শক্তি, জ্ঞান ইত্যাদিকে সে নিজের বলিয়া অনুমান করে ও উহারা তাহার মধ্যে

বর্ত্তমান আছে বলিয়া জানে। সে (নফ্ছ) এই ধারণায় নিজেকে পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করে ; এবং তাহার নিজস্ব ক্রটি-বিচ্যুতি যাহা নিছক অপকর্ষ ও যাহা আদম বা নাস্তি হইতে উদ্ভূত, এবং যাহা নিছক বিনষ্টী তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছে। যখন তাহ্যর প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অনুকম্পা দৃষ্টি হয় এবং তাহাকে এই নিরেট অজ্ঞতা ও গণ্ডমুর্খতা এবং মিথ্যা বিশ্বাস হইতে মুক্ত করে, তখন সে জানিতে পারে যে, তাহার এই পূর্ণতাসমূহ অন্যস্থান হইতে সমাগত এবং এই পূর্ণতা গুণসমূহ তাহার নহে এবং তাহার সহিত অবস্থিত ও দণ্ডায়মানও নহে। সে আরও জানিতে পারে যে, তাহার তত্ত্ব বা ব্যক্তিত্ব নাস্তি বা শূন্য যাহা নিছক অপকর্ষ ও খাঁটি– ক্রটি। আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে যখন তাহার এইরূপ দর্শন প্রবল হয় এবং পূর্ণতাগুণ সমূহ তাহার মালিককে সম্পূর্ণরূপে প্রদান করে, অর্থাৎ আমানত (গচ্ছিত সম্পদ) পূর্ণরূপে তাহার মালিককে প্রদান করে বা ফিরাইয়া দেয়, তখন সে নিজেকে নিছক নাস্তি বলিয়া প্রাপ্ত হয় এবং উৎকর্ষের গন্ধও নিজের মধ্যে প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার কোন নাম নিশানা থাকে না এবং তাহার ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের চিহ্নও পাওয়া যায় না। কেননা নাস্তি বা শূন্য নিছক অস্তিত্ব রহিত ; কোন স্তরেই তাহার স্থিতি নাই। যদি কোন মর্ত্তবায় তাহার স্থায়ীত্ব ধরিয়া লওয়া যায়, তবে পূর্ণতা গুণসমূহ তাহা হইতে সম্পূর্ণ অপসারিত হইত না। কেননা স্থায়ীত্বই একটি পূর্ণতা ; বরং মূল পূর্ণতা। উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা ইহা অনিবার্য্য হইতেছে যে, এই ফানা যাহা পূর্ণ ফানা ; তাহা লাভ করার জন্য ফানা প্রাপ্ত ব্যক্তির অস্তিত্ব অপসারিত হওয়ার কোনই আবশ্যক করে না। কারণ তাহার কোন অস্তিত্ব ছিল না যে, তাহা অপসারিত হওয়ার ধারণা করা যাইতে পারে। বরং উহা যে শুধু নাস্তি বা শূন্য ছিল এবং নিজেকে অস্তিত্ববান বলিয়া ধারণা করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। যখন তাহার এই ধারণা অপসারিত হয়, এবং উহা তাহার দৃষ্টি হইতে চলিয়া যায়, তখন সে নিছক নাস্তি হিসাবে থাকে— যাহা ধ্বংস-প্রাপ্ত ও অস্তিত্ব বিহীন। অতএব, দৃষ্টি হইতে অপসারিত হওয়া ব্যতীত ফানা হওয়ার উপায় নাই— এবং বাস্তব হিসাবে অপসারিত হওয়া, কোনই আবশ্যক করে না। আল্লাহ্তায়ালা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন।

৬৩ মকতুব

মীর মনছুরের নিকট আল্লাহ্তায়ালার বেষ্টন ও নৈকট্য ইত্যাদির বিষয় লিখিতেছেন।

নৈকট্য, সঙ্গ, বেষ্টন, প্রবেশ করণ, মিলন, সম্মিলন, একত্ব ও একত্রিতি ইত্যাদি সম্বন্ধ আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতে 'মোতাশাবেহাত' বা অবোধগম্য অর্থ জ্ঞাপক শব্দ ও বাহ্যিক শরীয়ত বিরোধী অর্থবোধক বাক্য সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে নৈকট্য ও সঙ্গতা এবং যে মিলন ও একত্রিতি আমাদের জ্ঞানে উপলব্ধি হয় এবং আমাদের বোধগম্য হয়, আল্লাহতায়ালা তদ্দারা অনুভূত ও উপলব্ধ হওয়া হইতে পবিত্র। অবশ্য অবশেষে এই মাত্র জানা যায় যে, এই নৈকট্য ইত্যাদি ঐ প্রকারের নৈকট্য যাহা দর্পণ ও তাহার মধ্যের ধারণাকৃত আকৃতির সহিত হয়, যাহা বাস্তব বস্তুর সহিত ধারণাকৃত বস্তুর নৈকট্য ও সম্মিলনের পর্য্যায়ভুক্ত (অর্থাৎ অন্যরূপ)। আল্লাহ্তায়ালা যখন বাস্তব অস্তিত্বধারী এবং বিশ্বজগত অনুভূতি ও ধারণার স্তরে সৃষ্ট ; তখন ইহাদের মধ্যের নৈকট্য ও মিলন, বাস্তব-বস্তুর এবং ধারণাকৃত-বস্তুর নৈকট্য ও মিলনের পর্য্যায়ভুক্ত বা অনুরূপ হইবে। এইরূপ নৈকট্য ও সম্মিলন হওয়া আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের প্রতি কোনরূপ বিঘ্ন ও বাধা সৃষ্টি করে না। দর্পণে কোন নিকৃষ্ট বস্তুর (যথা— মলমূত্র) প্রতিচ্ছায়া পতিত হইলে, তাহার সহিত দর্পণের নৈকট্য, বেষ্টন ইত্যাদি সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাহাতে দর্পণের কোন ক্ষতি হয় না, ও উহার মধ্যে কোনও অপকর্ষ প্রবেশ করে না। কেননা দর্পণটি যে স্তরে আছে, উক্ত নিকৃষ্ট ধারণা সম্ভূত বস্তুগুলির তথায় কোন নাম-নিশানা নাই, যাহাতে উহাদের গুণাবলী দর্পণে প্রবিষ্ট ও কার্যকরী হয়।

ফলকথা, আল্লাহ্তায়ালা যখন বিশ্বজগতকে অনুভূতি ও ধারণার স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি ইচ্ছা করেন যে, উক্ত স্তরকে বর্ত্তমান ও কায়েম এবং স্থায়ী রাখেন ; তখন যে রীতি ও নিয়ম প্রণালী অস্তিত্বের প্রতি প্রচলিত আছে, তাহা ধারণাকৃত সৃষ্টির প্রতি পরিচালিত করেন ও ইহার ক্রিয়া সমূহ-ইহার প্রতি প্রবর্ত্তিত করেন। এই হেতু উহার নৈকট্য ও বেষ্টন ইত্যাদি প্রায় বাস্তব বস্তুর নৈকট্য ও

বেষ্টনের অনুরূপ করতঃ সত্য নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহা দেখা যায় যে, কোন মনোরম সুন্দর আকৃতি যেরূপ বাস্তব জগতে দেখিলে তাহার প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি লাভ হয়, তদ্রূপ উহার প্রতিচ্ছায়া দর্পণে দেখিলেও তাহাতে লজ্জৎ ও আকৃষ্টতা সৃষ্টি হয়; অবশ্য তথায় ধারণাকৃত হিসাবে উহা বর্ত্তমান এবং প্রথম ছবিটি অস্তিত্ব সম্পন্ন ও দ্বিতীয়টি ধারণাকৃত মাত্র। তথাপি ক্রিয়া-লাভ হিসাবে উভয় সমতুল্য। আল্লাহ্তায়ালা অনুগ্রহপূর্ব্বক যখন ধারণাকৃত বস্তু, বাস্তব বস্তুর সহিত কার্য্য ও তাছির অনুযায়ী তুল্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন ; তখন ধারণাকৃত অবাঞ্ছিত বস্তুর মধ্যেও অনেক আশার সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রকৃত অস্তিত্ববান বস্তুর নৈকট্য ও মিলনের সৌভাগ্যে ও মাধ্যমে বহু সুসংবাদ লাভ করিয়াছে।

সুখীদের তরে সুখ— অতি সুখকর ;
প্রেমিক-ভিখারী তরে-সবি দুঃখকর।

ইহা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন— ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ্তায়ালা অতি উচ্চ ও মহা প্রাচুর্য্যময়।

জানা আবশ্যক যে, পূর্ব বর্ণিত অর্থ ব্যতীত নৈকট্য ও মিলনের যে কোন অর্থ লওয়া যাউক না কেন, তাহা অনুরূপ বস্তু ও শরীরী বস্তু ব্যতীত হইবে না। এই মাত্র হইতে পারে যে, আমরা তাহার প্রতি ঈমান আনি ও বিশ্বাস করি, কিন্তু উহা কি প্রকারের-সে বিষয়ের প্রতি লিপ্ত না হই ; বরং তাহা আল্লাহ্তায়ালার এলমের প্রতি সমর্পণ ও ন্যস্ত করি। উল্লিখিত শব্দগুলির[১] যখন এক প্রকারের বর্ণনা দেওয়া হইল, তখন ইহাদিগকে 'মোতাশাবেহ' বা অবোধগম্য শব্দের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া— 'মোজমাল' বা 'মোশ্কেল' অর্থাৎ যাহা বর্ণনা দ্বারা বোধগম্য হয়, তাহার পর্য্যায়ভুক্ত করারও অবকাশ আছে। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্তায়ালাই অবগত।

৬৪ মকতুব

হজরত মখদুম-জাদা খাজা মোহাম্মদ ছাঈদ ও খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ)-হুমার নিকট লিখিতেছেন। পূর্ণ ফানার বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

টীকাঃ- নৈকট্য, সঙ্গতা, বেষ্টন, মিলন ও অনুপ্রবেশ ইত্যাদি শব্দ।

পূর্ণ ফানা ঐ সময় সংঘটিত হয়, যখন ফানা প্রাপ্ত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন উভয়েই অন্তর্হিত হয় এবং তাহার নাম-নিশানাও যেন না থাকে।

প্রশ্ন ঃ— সৃষ্ট বস্তুসমূহের তত্ত্ব যখন নাস্তি বা শূন্য সমূহ, যাহা সম্বন্ধ দ্বারা পার্থক্য[১] লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের নাম-গুণাবলী সমূহের আবির্ভাবস্থল হইয়াছে ; যেরূপ অন্যান্য মকতুবে বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছি ; ইহার দ্বারা একথা অনিবার্য্য হয় যে, এই প্রকার 'ফানা' লাভ হইলে সৃষ্ট বস্তুর তত্ত্ব যে আদম বা শূন্য, তাহার কোন চিহ্ন ও নিদর্শন সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে অবশিষ্ট না থাকে এবং তাহার মধ্যে নিছক অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই না থাকে। কেননা দুই বিপরীত বস্তুর একটি অন্তর্হিত হইলে অন্যটি লাভ হওয়া অনিবার্য্য হয়। যাহাতে দুই বিপরীত বস্তু অপসারিত হওয়া অনিবার্য্য না হয়।

অজুদ বা অস্তিত্ব ছুফীগণের মতে অবিকল আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত অথবা তাহার কোন বিশিষ্ট গুণ। ইহার যে কোনটিই হউক— তাহাতে হকিকত বা তত্ত্বের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হয় ; এবং তাহাতে বেদ্বীন ও ভ্রষ্টতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

উত্তরঃ- আদম বা নাস্তির বিপরীত ঐ অজুদ বা অস্তিত্ব নহে, যাহা অবিকল অবশ্যম্ভাবী জাত অথবা তাহার কোন বিশিষ্ট ছেফাত বা গুণ ; বরং নাস্তির বিপরীত অস্তিত্ব আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের প্রতিচ্ছায়া সমূহের কোন এক প্রতিচ্ছায়া এবং উহার প্রতিবিম্ব সমূহের কোন এক প্রতিবিম্ব। ফলকথা, যে অস্তিত্বের বিপরীত নাস্তি আছে, তাহার মধ্যে সম্ভাব্যের সম্ভাবনা আছে এবং নাস্তি অপসারিত করার আবশ্যকতা তাহার মধ্যে আছে। আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের ছেফাত বা গুণসমূহ যদিও সম্ভাব্য বৃত্তের বহির্ভূত, কিন্তু যখন তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের মুখাপেক্ষী এবং তাহাদের প্রত্যেকটির বিপরীত নাস্তি বা শূন্য বর্ত্তমান আছে, তখন তাহারা সম্ভাব্য সংমিশ্রণের বহির্ভূত নহে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের মুখাপেক্ষী হওয়া সদা-সর্ব্বদাই তাঁহাদের জন্য অপরিহার্য্য। যদিও উহারা অনাদি এবং অবশ্যম্ভাবী জাত হইতে পৃথক নহে— তথাপি শুধু মুখাপেক্ষী হওয়াই

টীকাঃ- ১। যে নাস্তি সমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার যে গুণের বিপরীত তাহাকে সেই নামে অভিহিত করিলে শূন্য সমূহের পার্থক্য সাধন হয়। যথা— দর্শন গুণের বিপরীত দৃষ্টি শক্তি শূন্য হওয়া, অর্থাৎ অন্ধতা ; শ্রবন শক্তির বিপরীত শ্রবন শক্তি শূন্য হওয়া, অর্থাৎ বধিরতা এবং এল্‌ম বা জ্ঞান শূন্য হওয়া অর্থাৎ মূঢ়তা।

তাহাদের সম্ভাব্য হওয়ার প্রমাণ, অবশ্য যদি এই মুখাপেক্ষী হওয়া আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি হইলে তাহা ত্রুটিপূর্ণ এবং পূর্ণ সম্ভাব্য সম্ভূত ও সৃষ্ট পদার্থের গণ্ডিভুক্ত। অবশ্য যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী না হয়, তবে সে সম্ভাব্যের গন্ধযুক্ত, যদিও উহা সম্ভাব্য বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত নহে। যেরূপ আল্লাহ্পাকের "ছেফাত" সমূহ ; ইহাদের পূর্ণতা তাঁহার পবিত্র জাতের পূর্ণতা হইতে ন্যূনতর। অতএব, পূর্ণ ও সাধারণ অবশ্যম্ভাব্যতা আল্লাহ্পাকের পবিত্র জাতের জন্যই প্রমাণিত হইল ; যিনি ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা হইতেও পবিত্র ও উচ্চ। তাঁহার ছেফাত বা গুণাবলী যদিও অবশ্যম্ভাবী বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত তথাপি যখন তাহারা পবিত্র জাতের মুখাপেক্ষী, তখন তাহাদের অবশ্যম্ভাব্যতা আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবিতা হইতে ন্যূনতর। এইরূপ তাহাদের অস্তিত্ব আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব হইতে নিম্নস্তরে। কেননা তাহাদের অস্তিত্বের বিপরীত নাস্তি বা শূন্য বর্ত্তমান আছে। যথা— এল্ম বা জ্ঞান শূন্য হওয়া ও ক্ষমতা শূন্য হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ্পাকের পবিত্র জাতের বিপরীত কোনও শূন্য বা নাস্তি নাই ও তাহার বিপরীত হওয়ার ধারণাও করা যাইতে পারে না। কেননা যদি তাহার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের বিপরীত কোন নাস্তি থাকিত, তবে তিনি তাহা অপসারিত করার মুখাপেক্ষী হইতেন এবং মুখাপেক্ষী হওয়াই ত্রুটির চিহ্ন ; যাহা সম্ভাব্য বস্তুর অবস্থার উপযোগী। আল্লাহ্পাক ইহা হইতে অতি উচ্চ ও বৃহৎ ও মহান।

প্রকাশ থাকে যে— আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের গুণাবলীর প্রতি এমকান বা সম্ভাব্য শব্দ প্রয়োগ করা হইতে বিরত থাকা উচিৎ, যেহেতু ইহা অবিনবত্ব বা নূতনত্ব জ্ঞাপক, এবং আল্লাহ্পাকের ছেফাত সমূহ সবই অনাদি। যদিও অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের গুণাবলী স্বয়ং অবশ্যম্ভাবী নহেন, কিন্তু আল্লাহ্পাকের অবশ্যম্ভাবী জাতের প্রতি লক্ষ্য থাকা হেতু তাহারাও অবশ্যম্ভাবী, কেননা তাহারা পবিত্র জাত হইতে পৃথক নহেন। এ কথার মূল অর্থ যদিও সম্ভাব্যের দিকে লইয়া যায় তথাপি উহা নূতনত্বের সম্ভাবনা শূন্য। আল্লাহ্পাকের অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের বিপরীত। কোন শূন্য বা নাস্তি নাই, ইহা কাশ্ফ, শুহুদ বা আত্মীক বিকাশ ও দর্শন কর্ত্তৃক উপলব্ধ। যদিও দৃশ্যতঃ ইহা দলীল কর্ত্তৃক প্রমাণকৃত, কিন্তু ইহা স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর প্রতি সাবধান করিয়া দেওয়ার তুল্য— প্রমাণ।

আসল বিষয়ের দিকে যাই এবং প্রশ্নের উত্তরে বলিব যে, ফানা দ্বারা সৃষ্ট বস্তু হইতে আদম বা শূন্য অপসারিত হইলে তাহার মধ্যে অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোন বস্তু বর্ত্তমান থাকে না। বরং অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকা ব্যতীত তাহার ভাগ্যে অন্য কিছু ঘটে না। যেহেতু আদম বা নাস্তি স্বয়ং তাহার চিহ্নাদি সহ উক্ত সাধক হইতে নিবারিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য তাহার এই অস্তিত্ব ও বর্ত্তমানতা ঐ অস্তিত্ব— যাহা সৃষ্ট বস্তুগণের জন্য ধারণা ও অনুভূতির স্তরে প্রমাণিত হয়, এবং তাহার প্রতি নিয়ম কানুনাদি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ; সাধকের নাস্তি অন্তর্হিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তায়ালার অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবার পূর্ণতা সমূহের দর্পণতুল্য হয় এবং যে নাস্তি অপসারিত হইয়াছে, তাহা যেরূপ সৃষ্ট বস্তুর ব্যক্তিত্ব ও তত্ত্ব ছিল, এখন ইহা (উক্ত পূর্ণতাসমূহের আবির্ভাব) সৃষ্ট বস্তুর তত্ত্ব স্বরূপ হইয়া যায়। নাস্তি নিবারিত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার এই অস্তিত্ব ও বর্ত্তমানতা উক্ত নাস্তির গুণতুল্য ছিল ; যাহা ধারণার স্তরে বর্ত্তমান ছিল। ইদানিং ধারণার স্তরের উক্ত অস্তিত্ব ও বর্ত্তমানতা তাহার নাস্তি অপসারিত হওয়ার পর উক্ত নাস্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়া সৃষ্ট বস্তুর 'জাত' বা ব্যক্তিত্ব ও মূল হইয়া যায় ; এবং গুণাবলী সমূহকে সে নিজের সহিত সম্বন্ধিত করে ও নাস্তির কার্য্য-কলাপ তাহার দ্বারা দণ্ডায়মান থাকে। তাহার এই কারখানা যাহা শূন্য বা নাস্তির স্থলাভিষিক্তরূপে হইয়াছে ; তাহা ঐ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে যে পর্য্যন্ত উক্ত অস্তিত্বের বিপরীত বস্তু কায়েম থাকিবে এবং সৃষ্টির অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিবে। তৎপর যখন তাহার কার্য্যকলাপ উক্ত অস্তিত্বের বিপরীত বস্তুর ঊর্দ্ধে যাইবে এবং অস্তিত্বের মোকাবেলা করার মত কিছু থাকিবে না ; বরঞ্চ নাস্তির ক্ষমতা থাকিবে না যে— তাহার মোকাবিলা করে এবং তথায় সম্ভাব্যের কোনই অবকাশ থাকিবে না ; তখন তাহার কার্য্যকলাপ অন্য প্রকারে হইয়া থাকে এবং তাহার সঙ্গী-সাথী অন্য হয়। 'আও আদনা' বা অধিক নিকটবর্ত্তী হওয়ার রহস্য এ স্থলে অন্বেষণ করা উচিত। কেননা যে স্থলে সম্ভাব্য ও নাস্তির সংমিশ্রণ ও গতিবিধি আছে ; যদিও তাহা বিপরীত হিসাবে হউক না কেন ; তথাপি উহা কাবা–কাওছায়েন বা দো-ধনুর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যখন সম্ভাব্য ও নাস্তি উভয়ে সমূলে প্রস্থান করে এবং বিদায় হইয়া যায়, তখন 'আও-আদনা' বা অধিক নিকটবর্ত্তী হওয়ার পূর্ণতা সমূহ সম্মুখে আসে।

ইহার অর্থ ইহা নহে যে, তখন সম্ভাব্য বস্তু অবশ্যম্ভাবী জাত হইয়া যায় ; ইহা হইতে আল্লাহ্‌তায়ালা অতি উচ্চ। বরং সে অর্থাৎ উক্ত সম্ভাব্য বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালার নিছক জাতের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া যায় এবং পূর্ব্বে সে পবিত্র জাতের কোন এক প্রতিবিম্বের সহিত যে দণ্ডায়মান ছিল, তাহা অপসারিত হইয়া যায়।

যে জন বিলীন হয়— খোদার ভিতর,
তিনি কিন্তু খোদা নহে, ওহে বন্ধু বর !

এই সাধক আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের সহিত দণ্ডায়মান হওয়া ঐরূপ, আল্লাহ্‌তায়ালার ছেফাত বা গুণাবলী তাঁহার পবিত্র জাতের সহিত দণ্ডায়মান হওয়া যেরূপ ; বরং উক্ত সাধক এমন স্তরে দণ্ডায়মান যে, তথায় গুণাবলীর কোনই নিদর্শন নাই। যদিও ছেফাত সমুহ আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত হইতে পৃথক নহে। অবশ্য ছেফাত সমূহ অনাদি কাল হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের সহিত দণ্ডায়মান এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। কিন্তু উক্ত সাধক অনাদি নহে। নূতনত্বের কলংকে কলংকিত। ছেফাত সমূহের বিপরীত বস্তু আছে তাহা— শূন্য সমূহ। যথা— এল্‌ম শূন্য হওয়া, কুদরত বা ক্ষমতা শূন্যতা ইত্যাদি এবং এই সাধকের অবস্থা নাস্তির বৈপরীত্য হইতে ঊর্ধ্বে গমন করিয়াছে ; ইহার বিশদ বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে— সাধকের অবস্থা যখন শূন্যের বৈপরীত্য হইতে ঊর্ধ্বে গমন করে, তখন যে— সে অবশ্যম্ভাবী হয়, এবং সৃষ্ট বস্তু অবশ্যম্ভাবী হইয়া যায়, কিন্তু ইহাতো অসম্ভব। তদুত্তরে বলিব যে, অবশ্যম্ভাবী তখনই হইবে, যখন বাস্তব জগতে তাহার অস্তিত্বের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু অনুভূতি ও ধারণার স্তর ব্যতীত সম্ভাব্য বস্তুর যে অন্য কোথাও অস্তিত্ব নাই। অতএব, কোথা হইতে তাহার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব লাভ করার ধারণা করা যাইবে ? উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের সহিত তাঁহার ছেফাতসমূহ দণ্ডায়মান থাকার ও আরেফের দণ্ডায়মান থাকার পার্থক্য প্রকাশ পাইয়া গেল। অর্থাৎ ছেফাত সমূহ বাস্তব অস্তিত্বধারী হিসাবে দণ্ডায়মান আছে এবং উক্ত সাধক ধারণাকৃত অস্তিত্ব হিসাবে দণ্ডায়মান হয়। অবশ্য সাধকও তথায় বর্ত্তমানতা ও দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া থাকে এবং নিয়মাবলীর উৎপত্তিস্থান হয়।

জানা আবশ্যক যে, সাধকের 'আমি'—বলা ঐ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, যে পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে আদম বা নাস্তি বর্ত্তমান থাকে ; যাহা উহার হকিকত বা তত্ত্ব। কিন্তু

যখন তাহার আদম বা নাস্তি অন্তর্হিত হয়, তখন তাহার 'আমি'— শব্দের লক্ষ্যস্থল থাকে না যে, তাহার প্রতি উহা প্রযোজ্য হয়। 'আদম' অপসারিত হওয়ার পর যদিও তাহার স্থায়ীত্বের ব্যাপার দীর্ঘতর হয় এবং অস্তিত্বই সম্ভাব্য বস্তুর (সাধকের) জাত বা ব্যক্তিত্ব হয়, তথাপি 'আমি' বাক্যের প্রয়োগস্থল তথায় থাকে না। 'আমি' বাক্যটি বোধ হয় নাস্তি তত্ত্বের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা অস্তিত্ব তত্ত্বের সহিত যেন বিরোধ ভাবাপন্ন। হাঁ— সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আদম বা নাস্তিই বৃহত্তম অংশ, নাস্তি দ্বারা সম্ভাব্য বস্তু সম্ভাব্য হইয়াছে ; এবং সম্ভাব্য বস্তুর কারখানা নাস্তির দ্বারাই পরিব্যাপ্ত ও প্রসারিত হইয়াছে। সম্ভাব্য বস্তুর মধ্যে যে মুখাপেক্ষীতা আছে তাহা উক্ত আদম হইতে সমাগত। এবং ইহার সহিত নূতনত্ব যে অঞ্চলাকৃষ্ট। তাহাও উক্ত নাস্তির জন্য। উহার মধ্যে যে একাধিক্যতা আছে তাহাও উক্ত শূন্যের কারণে এবং উহার পার্থক্যও এই শূন্যের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। সম্ভাব্য বস্তুর জন্য অস্তিত্ব— ধারকৃত, যদিও উহার দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্ব আছে, তথাপি উহা চিন্তা ও ধারণা সম্ভূত।

জানিবেন যে, ছেফাত বা গুণাবলী আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের সহিত দণ্ডায়মান, আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রজাত সম্পূর্ণ তাহাদের প্রত্যেকটির রঙ্গে-রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহা নহে যে, তাঁহার পবিত্র জাতের কোন বস্তু— কোন গুণে-গুণান্বিত ও অপর কোন বস্তু অন্য গুণে গুণান্বিত। কেননা তাঁহার পবিত্র জাতে অংশ বা খণ্ড হওয়া নাই, বরং তিনি প্রকৃত অবিভাজ্য বস্তু। তথায় যে কোন বিষয়ের প্রমাণ করা যাউক না কেন, তাহা সম্পূর্ণ ও সমষ্টি হিসাবে হইয়া থাকে, যথা— কথিত আছে যে, আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত সম্পূর্ণই এল্ম বা জ্ঞান এবং সম্পূর্ণই ইচ্ছাশক্তি এবং সম্পূর্ণই ক্ষমতাগুণ। আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের সহিত সাধক যখন তাঁহার নাম-গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তাহাও এই প্রকারে হইয়া থাকে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ উক্ত সাধকের রঙে রঞ্জিত হিসাবে প্রকাশ পায়। ইহা অপর দর্পণ সমূহের বিপরীত। তাহার ব্যক্তিত্ব দ্বারা স্বীয় দর্পণ তুল্য হওয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। যে বুঝিল— সেই বুঝিল।

প্রলয় করিল 'সাদী', তব মধু-বাণী,
তব যুগে অনুচিত— কোকিলের ধ্বনি।

এই প্রকারের বিকাশ, যাহাতে সম্পূর্ণ দর্পণটি আকৃতির রঙে রঞ্জিত হইয়া যায় ; যদি সাধক পূর্ণ ফানা লাভের পর উক্ত বিকাশের সহিত বাকা বা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা তাহার "তায়াইয়্যুন" বা ব্যক্তিত্ব সমূহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ ব্যক্তিত্বে হইয়া থাকে। যেহেতু ইহা তাহার খোদা প্রদত্ত "অজুদ" বা দেহ যাহা দ্বিতীয় জন্ম বা পূনর্জন্ম দ্বারা সে লাভ করিয়াছে। তাহার এই তায়াইয়্যুন বা ব্যক্তিত্ব যদিও নবজাত ও সম্ভাব্য বস্তু তথাপি ইহা যখন— "মর্ত্তবায়ে জমা বা একত্রিতির স্তর হইতে উৎপন্ন, তখন ইহা অন্যান্য ব্যক্তিত্ব যাহা এই স্তর হইতে উদ্ভুত নহে— তাহা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে, যেরূপ— কোরআন শরীফের বর্ণ ও শব্দ সমূহের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য বর্ণ ও শব্দ সমূহ হইতে। যদিও উভয়ে নূতনত্বের ও সম্ভাব্যের কলংকে কলংকিত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি এই ব্যক্তিত্বকে অন্য সকল ব্যক্তিত্বের সহিত সমতুল্য মনে করে, সে নিতান্ত নির্বোধ। যথা— কোরআন পাকের অক্ষর ও বাক্য সমূহকে অন্যান্য অক্ষর ও বাক্য সমূহের সমতুল্য জানে। ইহা হইতে এইরূপ সাধকের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করিয়া লইবে এবং অন্য সকল হইতে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব— অন্য বাক্য সমূহ হইতে আল্লাহ্তায়ালার বাক্যের শ্রেষ্ঠত্বের তুল্য জানিবে।

কাহিনীর মত যেবা পড়িবে ইহায়
তাহার নিকট ইহা কাহিনীর প্রায়।
মূলধন বলি যেবা করিবে বরণ—
বীর-বর তিনি বটে-অমূল্য রতন।

অহমিকার ব্যবধানে অবস্থিত অস্বীকারকারীগণ মোহাম্মদ (দঃ)-কে মানুষ বলিত। অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের মত তাঁহাকেও ভাবিত। অতএব, তাহারা তাঁহাকে অমান্য করিয়াছিল।

পক্ষান্তরে ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে "রছুল" বা আল্লাহ্র প্রেরিত এবং জগৎবাসীর জন্য রহমত বা অনুকম্পা স্বরূপ জানিয়াছিলেন এবং যাবতীয় মানব জাতি হইতে তাঁহাকে পৃথক হিসাবে অবলোকন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহারা ঈমান আনিয়া বা তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া সৌভাগ্যবান হইয়াছিলেন এবং পরকালে উদ্ধার প্রাপ্তগণের দলভুক্ত হইয়াছেন।

সতর্কবাণী

কতিপয় সূক্ষ্ম বিষয়— যাহা আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত ও গুণাবলীর সহিত সম্বন্ধিত, তাহা উদ্ধারার্থে ভাষার সংকীর্ণতা হেতু কতিপয় সন্দিগ্ধ শব্দ যাহা সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলী জ্ঞাপক ও যাহা ত্রুটি সম্পন্ন, তাহা ব্যবহার করা হইয়াছে ; উহাদের বাহ্যিক অর্থ পরিহার করিতে হইবে ; এবং আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতকে যাবতীয় ত্রুটিময় গুণ ও কলংকপূর্ণ নিদর্শন হইতে পবিত্র ও উচ্চ জানিতে হইবে। কতিপয় শব্দ যাহা শরীয়তে ব্যবহার হয় নাই, কেবলমাত্র অলী-আল্লাহ্গণ তাহা ভাবগত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ; যথা— দর্পণতুল্য হওয়া ইত্যাদি, ইহার জন্যও আমি ভীত ও সশঙ্কিত আছি। হে আল্লাহ্ ! আমরা যদি ভুলিয়া যাই বা ত্রুটিপূর্ণ কাজ করি, তাহাতে তুমি ধর পাকড় করিও না।

যদি কেহ বলে যে, তাজাল্লী এবং জিল্লী জুহুর বা আবির্ভাব ও প্রতিচ্ছায়ার বিকাশ ইত্যাদি কথা, যাহা আপনি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আবির্ভাব স্থলে আল্লাহ্পাকের অজুদ বা অস্তিত্বের অবতরণ অনিবার্য্য হয়। যেরূপ অন্যান্য মাশায়েখগণও বলিয়াছেন— অথচ আপনি "অজুদ" বা অস্তিত্বের অবতরণ অস্বীকার করেন— ইহার কারণ কি ?

তদুত্তরে বলিব যে, অবতরণ ঐ সময় অনিবার্য্য হয় যখন আবির্ভাব স্থলে স্বয়ং আবির্ভূত বস্তু প্রকাশ পায়। যেরূপ অন্য মাশায়েখগণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু যদি অবিকল বস্তুর প্রকাশ না বলি, তবে অবতরণ অনিবার্য্য হইবে কেন ? এই ফকিরের নিকট আবির্ভাব স্থলে অবিকল আবির্ভূত বস্তু বিকশিত নহে, আল্লাহ্পাক তৌফিক প্রদানকারী।

৬৫ মকতুব

মাওলানা ছেফের আহমদ রূমীর নিকট লিখিতেছেন। পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত সাধকের জাত বা অস্তিত্ব— 'বাকা' বা স্থায়ীত্ব লাভের পর আল্লাহ্পাক তাহাকে যখন

পূর্ণগুণ ও চরিত্র সমূহ অর্পণ করেন, তখন তাহার প্রত্যেকটি গুণ তাহার সম্পূর্ণ জাত বা তাহার অস্তিত্বরূপে বহিষ্কৃত হয়। ইহা নহে যে, তাহার অস্তিত্ব বা দেহের কোন অংশ কোন এক গুণধারী এবং অপর অংশ অপর গুণ বিশিষ্ট। অর্থাৎ তাহার জাত বা দেহ যেন— সম্পূর্ণই এল্‌ম বা জ্ঞান, এবং সম্পূর্ণই দর্শন শক্তি ও সম্পূর্ণই শ্রবন শক্তি ইত্যাদি। যেরূপ তত্ত্ববিদ সূফীগণ আল্লাহ্‌পাকের অবশ্যম্ভাবী জাতের বিষয় বলিয়াছেন যে, তাঁহার জাত সম্পূর্ণই জ্ঞান, সম্পূর্ণই ক্ষমতা, সম্পূর্ণই শ্রবণ শক্তি ও সম্পূর্ণই দর্শন শক্তি ইত্যাদি। এই কারণে মুমিনগণ বেহেশ্‌তের মধ্যে আল্লাহ্ পাককে— দিকশূন্য হিসাবে অবলোকন করিবেন। কেননা তাহারা সম্পূর্ণই নয়ন সদৃশ হইবেন ; এবং সম্পূর্ণ নয়নতুল্য হইলে দিক সম্ভূত হওয়ার অবকাশ কোথায় ! কথিত আছে যে, সাধারণ মুমিনগণ বহু কষ্ট পরিশ্রমের পর আখেরাতে যাহা লাভ করিবেন, বিশিষ্ট মুমিন, অলী-আল্লাহ্‌গণ তাহা ইহ-জগতেই লাভ করিয়া থাকেন। উহাদের বিলম্বে প্রাপ্ত বস্তু ইঁহাদের নগদ বা উপস্থিত লব্ধ। অতএব, ইঁহাদের বিলম্বে লব্ধ বস্তু যে— কত উচ্চ ও মহান হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

অনুমান কর দেখি— বাগিচা আমার,
বসন্তে হইবে ইথে— কিরূপ বাহার।

"ইহা আল্লাহ্‌পাকের অনুকম্পা, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন— ইহা প্রদান করেন, তিনি উচ্চ অনুকম্পাশীল" (কোরআন)।

এইরূপ উক্ত সাধকের প্রত্যেক লতিফা-তখন তাহার সমষ্টিরূপে পরিস্ফুটিত হয় এবং সাধক সম্পূর্ণই যেন লতিফায়ে রূহ হইয়া যায় ও সম্পূর্ণই লতিফায়ে— কল্‌ব হয় এবং তাহার যাবতীয় লতিফা— অর্থাৎ জ্ঞানী— নফ্‌ছ ও ছের, খফি, আখ্‌ফা ইত্যাদিও এইরূপ হইয়া থাকে। আবার তাহার সমস্ত অংশ এবং উন্‌ছর বা ভূত চতুষ্টয়েও সমষ্টিভূতি ও সাকল্য রূপ সৃষ্টি করে ; অর্থাৎ সাধক যেন নিজেকে সম্পূর্ণই 'খাক' বা মৃত্তিকা এবং 'আব' বা অপবারি বলিয়া প্রাপ্ত হয়। যখন লতিফায়ে কল্‌ব যাহা "হকিকতে জামেয়া" বা সমষ্টিভূত-তত্ত্ব, তাহা উহার সমগ্রেরও সমষ্টির রঙে-রঞ্জিত হয় এবং কল্‌ব নামক মাংস খণ্ডের সহিত তাহার যে— সম্বন্ধ ছিল তাহা

অন্তর্হিত হয়, তখন উক্ত মাংস খণ্ড শূন্য হইয়া থাকে ও প্রাণ শূন্য— দেহ তুল্য হয়। মনে হয় এই গমনাগমন ও যাওয়া-আসা বা ফানা-বাকা দ্বারা তাহার মধ্যে ইহার ধুলি কণাও প্রবেশ করে নাই। সে যেন পূর্ব্ববৎ নিছক বা সংমিশ্রণ রহিত আছে। যথা— কোন একটি পাতিলে পরিপক্ক খানার মধ্যে এমন একটি দানা (যথা— একটি তণ্ডুল) অবিকৃতভাবে আছে যে, অগ্নির তাপও যেন তাহাকে স্পর্শ করে নাই এবং পানির আদ্রতাও যেন তাহাতে প্রবেশ করে নাই। ফলকথা, উল্লিখিত সম্পর্ক অপসারিত হইয়া শূন্য হওয়ার পর কল্‌ব বা অন্তঃকরণ অন্যান্য অংশের রঙ্গে-রঞ্জিত হইয়া যায় ও অন্যান্য অংশের তুল্য সমগ্রের রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ তাহারা যেরূপ সমষ্টীভূত হইয়াছে— ইহাও তদ্রূপ সমষ্টীভূত হয়।

৬৬ মকতুব

মোহাম্মদ মুকীম কুছুরীর প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

ভ্রাতঃ ! মোহাম্মদ মুকীম— জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "মাজাজ বা ভাবগত বস্তু হকিকত বা প্রকৃত বস্তুর সেতু তুল্য"। ইহা কি অর্থে ?

জানিবেন যে, "মাজাজ" হকিকতের প্রতিচ্ছায়া তুল্য এবং প্রতিচ্ছায়া হইতে মূল বস্তু পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ বর্ত্তমান আছে। হয়তো এই অর্থেই বলিয়াছেন যে— "যে নিজেকে চিনিল, সে— তাহার রব বা প্রভুকে চিনিল" ; কেননা প্রতিচ্ছায়ার পরিচয় মূল বস্তুর পরিচয়কে অনিবার্য্য করে। যেহেতু প্রতিচ্ছায়া স্বীয় মূল বস্তুর আকৃতিরূপে বর্ত্তমান। সুতরাং উহা মূল বস্তু বিকাশের কারণ বটে। কেননা বস্তুর আকৃতি— উহাকে বলে-যদ্দারা উক্ত বস্তুর বিকাশ লাভ হয়। কিন্তু জানিবেন যে, ভাবগত বস্তু প্রকৃত বস্তুর সেতু তুল্য ঐ সময় হইবে, যখন ভাবগত বস্তুর সহিত আকৃষ্টি না হয়। বরং দ্বিতীয়বারের দৃষ্টি যেন তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত না হয়। প্রথমবারের দৃষ্টিটিই হকিকত বা প্রকৃত-বস্তু (আল্লাহ্‌পাক)— এর সেতু ; তাই সত্য সংবাদদাতা (দঃ) বলিয়াছেন যে— "প্রথম দৃষ্টিটি তোমার হিতার্থে।" বোধ হয়

হিতার্থে শব্দটি দ্বারা এই দৌলত লাভের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। আল্লাহ্ না করুন, যদি ভাবগত বস্তুর সহিত আকৃষ্টি জন্মে— এবং দ্বিতীয়বারের দৃষ্টির দিকে লইয়া যায় ; তখন উক্ত ভাবগত বস্তু মূল বস্তুতে উপনীতির প্রতিবন্ধক বা প্রাচীরতুল্য হয়। সেতু তুল্য হওয়ার আর অবকাশ কোথায় ? বরং সে তখন একটি প্রতিমা হইয়া দাঁড়ায় ও স্বীয় অর্চনা কামনা করে ; সে একটি পেত্নী তুল্য হইয়া প্রকৃত বস্তু আল্লাহ্পাক হইতে ফিরাইয়া দেয়। এই হেতু সত্য-সংবাদদাতা (সঃ) ইহাকে অনিষ্টকারী জানিয়া বলিয়াছেন যে, "দ্বিতীয়বারের দৃষ্টি তোমার ক্ষতির জন্য"। অতএব, ইহা হইতে অপকারী আর কোন বস্তু হইতে পারে ? ইহা আল্লাহ্পাক হইতে বিরত রাখে এবং বাতুল বস্তুর সহিত আকৃষ্ট করে।

জানা আবশ্যক যে, প্রথম দৃষ্টিটি ঐ সময় উপকারী হয়— যখন উহা স্বেচ্ছাকৃত না হয়। কিন্তু যদি স্বেচ্ছাকৃত হয়— তবে উহা দ্বিতীয়বারের দৃষ্টির মত (অপকারী) হইয়া থাকে। "আপনি মোমেনগণকে বলিয়া দিন— তাহারা যেন স্বীয় চক্ষু সমূহকে নম্র করে" (কোরআন)। আয়াতটি ইহার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। নির্ব্বোধ ও অপূর্ণ ছূফীগণ এ কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ভুল বশতঃ সুন্দর আকৃতি সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে ও তাহার ভাব-ভঙ্গির মধ্যে নিমজ্জিত হয় এবং আগ্রহের সহিত উহাকে প্রকৃত বস্তুতে উপনীত হওয়ার মধ্যস্থ ও সোপান স্বরূপ ধারণা করে। ইহা কখনই নহে ; উহা যে— নিজেই উদ্দিষ্ট বস্তুর পথের প্রতিবন্ধক এবং কঠিন ব্যবধান। উহা একটি বাতুল বস্তু— তাহদের চক্ষে প্রকৃত বস্তু তুল্য হইয়া তাহাকে প্রতারিত করিতেছে। তাহাদের একদল উক্ত আকৃতি সমূহের রূপ-লাবণ্যকে আল্লাহ্ তায়ালার সৌন্দর্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে এবং ইহার সহিত আকৃষ্ট হওয়া অবিকল আল্লাহ্পাকের আকৃষ্টি বলিয়া জানিতেছে ও তাহার দর্শন আল্লাহ্তায়ালার দর্শন বলিয়া ধারণা করিতেছে। তাহাদের কেহ কেহ বলিয়াছে—

তদীয় সৌন্দর্য্যময় নূরানী বদন—
ইহকালে ব্যক্ত, প্রভু অবাধে যখন,

এই দরশন আজ করি নিবারণ—
আগামীতে প্রতিজ্ঞা, যে— কিসের কারণ।

তাহারা যাহা বলিতেছে— তাহা হইতে আল্লাহ্পাক অতি উচ্চ ও মহান। এই হীন দৃষ্টিধারীগণ আল্লাহ্পাককে কি ভাবিয়া থাকে ? এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য রূপ লাবণ্যকে কি ধারণা করে ? তাহারা কি ইহা শুনে নাই যে— ঘটনাক্রমে যদি বেহেশ্তের হুরীগণের একটি কেশখণ্ড দুনিয়াতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার চাকচিক্য ও আলোকে পৃথিবীর বুকে কখনও রাত্রি হইবে না এবং কখনও তমসাবৃত হইবে না। অথচ হুরীগণ আল্লাহ্তায়ালারই একটি সৃষ্ট পদার্থ মাত্র। আল্লাহ্তায়ালার একটি মাত্র তাজাল্লী বা আবির্ভাব দ্বারা তূর পর্ব্বত যে— খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছিল এবং মুছা কলিমুল্লাহ (আঃ) অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হইয়াছিলেন, অবশ্য তিনি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট উচ্চ মর্ত্তবা ও সম্মানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। এ ঘটনাও পবিত্র কোরআনের অকাট্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত। অথচ এই নির্ব্বোধগণ সদা-সর্ব্বদা আল্লাহ্ পাককে বিনা ব্যবধানে দর্শন করে এবং পরকালের দর্শনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হয়। "নিশ্চয় ইহারা স্বকীয় ধারণায় গর্বিত ও অবাধ্যতার চরমে উঠিয়াছে" (কোরআন)। আহ্লে সুন্নত জামাতের আলেমগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া বিরোধীদলের প্রতি পরস্পর— বর্ণিত অতি মূল্যবান প্রমাণাদি দ্বারা পরকালে দর্শন প্রমাণ করিয়াছেন। কেননা আহ্লে সুন্নত সম্প্রদায় ব্যতীত ধর্ম্মাবলম্বী ও বিধর্ম্মী কোন সম্প্রদায়ের কেহই— আল্লাহ্পাকের দর্শন স্বীকার করেন নাই। বরং তাহারা উহাকে জ্ঞানতঃ অসম্ভব বলিয়া ধারণা করে। অবশ্য আহ্লে সুন্নতের আলেমগণও উহাকে "প্রকার বিহীন ভাবে হইবে"— বলিয়া থাকেন এবং পরকালের জন্যই বিশিষ্ট বলেন। অথচ এই অপক্ক সূফীগণ এই-নশ্বর জগতে উক্ত বৃহত্তম দৌলত লাভ হওয়া— ধারণা করতঃ স্বীয় খাব-খেয়াল বা স্বপ্নে মাতিয়া রহিয়াছে।

হে আমাদের প্রতিপালক তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্য সকল সহজ করিয়া দাও। যে ব্যক্তি সরল পথে গমন করে ও

মোস্তফা (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাঁহার প্রতি ছালাম। মোস্তফা (দঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বা ঐশী কৃপা ও অশেষ শান্তি বর্ষিত হউক।

৬৭ মকতুব

মীর মন্‌ছুরের নিকট সৃষ্ট পদার্থের তত্ত্ব সমূহের বর্ণনায় লিখিতেছেন।

সৃষ্টির এই বিরাট প্রান্তর— যাহা চক্ষু ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পরিদৃষ্ট হয় এবং যাহা প্রশস্ত ও প্রসারিত এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থ অনুমিত হয় ; হজরত শায়েখ মুহিউদ্দিন ইব্‌নে আরাবী ও তাঁহার অনুগামীগণের নিকট ইহা— "হজরতে অজূদ" বা মহান (আল্লাহ্ তায়ালার) অস্তিত্ব, যেহেতু তিনি ব্যতীত 'খারেজ' বা বাস্তব জগতে অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই এবং উক্ত অজুদ বা অস্তিত্বই হক তায়ালার পবিত্র জাত। ইহাকে বাহ্যিক অস্তিত্ব বলা হয়। উহারা আল্লাহ্‌পাকের এল্‌মস্থিত একাধিক আকৃতি সমূহ— যাহাকে আভ্যন্তরীণ অস্তিত্ব বলা হয় ও যাহা আইয়ানে ছাবেতা বা সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বাবলী নামে অভিহিত ; তাহার প্রতিবিম্বে রঞ্জিত ও ভূষিত হইয়া— যে অস্তিত্ব (বাস্তবে) এক ও অবিভাজ্য, ধারণায় তাহাই একাধিক ও প্রশস্ত এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বলিয়া অনুমিত হয়। তাহারা আরও বলেন যে, সর্ব্বসাধারণের জন্যই হউক বা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্যই হউক সকলের জন্যই এই পৃষ্ঠায়— সৃষ্ট বস্তুর পোশাকে ও বিভিন্ন আকৃতিতে, আল্লাহ্‌পাকই পরিদর্শিত হয়। সর্ব্ব সাধারণ ইহাকে বিশ্বজগত বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু বিশ্বজগত আল্লাহ্‌পাকের এল্‌ম গৃহ হইতে কখনই বহিষ্কৃত হয় নাই ও বহির্জ্জগতের অস্তিত্বের গন্ধও প্রাপ্ত হয় নাই ; বরং ইহা আল্লাহ্‌পাকের এল্‌মস্থিত আকৃতি সমূহের প্রতিবিম্ব, যাহা তাঁহার পবিত্র অজুদ বা অস্তিত্বের দর্পণে প্রকাশ পাইয়া বহির্জ্জগত বা বাস্তব হিসাবে একটি দৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং সর্ব্ব সাধারণকে বাস্তব অজুদের অস্তিত্বের ধারণায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। হজরত জামি (আঃ রহঃ) বলিয়াছেন ঃ— (অনুবাদ)

বিশ্ব জগে দেখিলাম, করি অন্বেষণ,
প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তার, পাঠ্যের মতন।
আল্লাহের পূত জাত, গুণাবলী-শান ;
ইহা বিনে নাহি ইথে, কাহারো নিশান।

এই ফকিরের প্রতি যাহা বিকশিত হইয়াছে ও যাহা আমার বিশ্বাস তাহা এই যে, এই বিরাট প্রান্তর— ধারণা ও অনুমানের প্রান্তর এবং এই প্রান্তরে যে সকল আকৃতি ও ছবি আছে— তাহা সম্ভাব্য ও সৃষ্ট বস্তু সমূহের আকৃতি, যাহা আল্লাহ্ তায়ালার কারিগরী ও সৃষ্টি দ্বারা ধারণার স্তরে এক প্রকার স্থায়ীত্ব লাভ করিয়াছে ও সুদৃঢ় হইয়াছে। এই প্রান্তরে যাহা কিছু পরিদর্শিত ও অনুভূত হইতেছে, তাহা সবই সৃষ্ট ও সম্ভাব্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। যদিও সাধকগণের অনেকেই উহাকে অবশ্যম্ভাবী বস্তু বলিয়া ধারণা করে ও উহা তাহাদের প্রতি প্রকৃত বস্তু হিসাবে প্রকাশ পায় ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা বিশ্ব-জগতের অংশ মাত্র। আল্লাহ্পাক উহার পরে, আরও পরে, তিনি আমাদের দর্শন ও জ্ঞান হইতে পৃথক ও আমাকে আত্মীক বিকাশাদী হইতে পবিত্র ও উচ্চ।

সৃষ্টি— তাঁর রূপ, কি-সে করিবে নিধ্যান[১] ;
কোন্ দরপনে তাঁর— হবে সংকুলান।

ফলকথা, এই অনুমিত প্রান্তরটি ঐ বহির্জ্জগতস্থিত বাস্তব প্রান্তরের প্রতিচ্ছবি ; যাহা অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের উপযোগী মর্ত্তবা বা স্তর। যেরূপ এই স্তরের অস্তিত্ব উল্লিখিত ঐ স্তরের অস্তিত্বের প্রতিচ্ছায়া, এই ধারণার স্তরকে যদি বহির্জ্জগত বা বাস্তব স্তরের প্রতিচ্ছায়া হিসাবে বহির্জ্জগত ও বাস্তব বলা যায়, তাহারও সম্ভাবনা আছে। যেরূপ প্রতিবিম্ব জাত ও অস্তিত্ব অনুযায়ী ইহাদিগকেও অস্তিত্ববান বলা হয়। এই ধারণাজাত— প্রান্তর, বাস্তব প্রান্তরের মত বাস্তব ; এবং সত্য নিয়মাবলী সম্ভূত ও চিরস্থায়ী ব্যাপার— ইহার প্রতিই নির্ভরশীল। যথা— সত্য সংবাদদাতা (সঃ) ইহার প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

টীকাঃ -১। নিধ্যান = দর্শন।

এখন চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, উল্লিখিত দুই প্রকারের আত্মীক বিকাশের মধ্যে আল্লাহ্‌পাকের পবিত্রতা হিসাবে তাঁহার জাত পাকের জন্য কোনটি অধিক উপযোগী, শ্রেষ্ঠ ও মোনাছিব ও সঙ্গত ও অনুকূল এবং সাধকের প্রথম ও মধ্য অবস্থার জন্যই বা কোন্‌টি উপযোগী। আবার সাধকের শেষ অবস্থার জন্যই বা কোন্‌টি উত্তম। বহুদিন পর্য্যন্ত আমি প্রথম বিকাশটির প্রতি বিশ্বাস রাখিতাম ও আশ্চর্য্য ধরণের অবস্থা এবং অলৌকিক ঘটনাবলী তথায় পরিদর্শন করিতাম ও উক্ত মাকামের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতাম। অবশেষে আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহে জানিতে পারিলাম যে, যাহা কিছু দেখা গিয়াছে ও জানা গিয়াছে— সে সকল আল্লাহ্‌পাক ব্যতীত অন্য বস্তু এবং তাহা নফী বা নিবারণ করা অনিবার্য্য। অনেক কিছু চেষ্টার পর আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহে নিবারণ কার্য্য, নিবারিত হওয়ায়— পরিণত হইল, এবং যে অমূলক বস্তু— নিজকে আল্লাহ্‌ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল— তাহা দর্শন ও জ্ঞান হইতে প্রস্থান করিল ও অদৃশ্যের-অদৃশ্য বস্তুর সহিত আমার আকৃষ্টি লাভ হইল। ধারণাকৃত বস্তু সকল অস্তিত্বধারী বস্তুসমূহ হইতে পৃথক হইয়া গেল, ও অনাদি-বস্তু—নবজাত-বস্তু হইতে বিভিন্ন হইল। যাহা দ্বিতীয় বিকাশের সারমর্ম্ম।

বিশ্বের প্রান্তরে কত করেছি ভ্রমণ,
তীক্ষ্ণ জ্ঞানে, তরস্বান[১] তীরের মতন।
দেখিনু আপাদ মস্তক হইয়া নয়ন
তাহাতে কিছুই নাই অস্তিত্ব-রতন।
আছে শুধু বর্ত্তমান এ প্রান্তর ভরে,
খোদার গুণের ছায়া— ধারণার পরে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য, যিনি আমাদিগকে এই পথে হেদায়েত করিয়াছেন, তিনি পথ প্রদান না করিলে আমরা কখনও পথ প্রাপ্ত হইতাম না ; নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রছুল (আঃ)-গণ সত্য লইয়া আগমন করিয়াছেন।

ওয়াচ্ছালাম ॥

টীকাঃঃ- ১। তরস্বান= বেগবান।

৬৮ মকতুব

ফকীর মোহাম্মদ হাশেম কাশ্‌মীর নিকট লিখিতেছেন।

অহম বা ধারণার স্তরে যে বিশ্ব জগতের বিকাশ ও অস্তিত্ব, ইহাতে তাহার বর্ণনা হইবে।

সৃষ্ট জগতকে ধারণাকৃত বলি, কিন্তু ইহার অর্থ ইহা নহে যে, বিশ্বজগত ধারণা কর্তৃক সৃষ্ট ও গঠিত। ইহা চিন্তা দ্বারা কি প্রকারে নির্ম্মিত হইতে পারে ? কেননা ধারণা ও চিন্তাও যে সৃষ্ট জগতের অন্তর্ভুক্ত। বরং এই অর্থে ধারণার জগত বলা যাইতে পারে যে, আল্লাহ্‌পাক জগতকে ধারণার স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদিও সে (সৃষ্টির) সময় ধারণারও অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌পাকের এল্‌ম বা জ্ঞানে তাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল। ধারণার স্তরের অর্থ— অস্তিত্ব শূন্য বিকাশ ; যেরূপ ঘূর্ণয়মান বিন্দু দ্বারা একটি বৃত্তের অস্তিত্ব— ধারণার মধ্যে সৃষ্টি হয় বা অনুমিত হয়, যাহা দর্শনযোগ্য কিন্তু অস্তিত্ব রহিত। অসাধারণ সুকৌশলী আল্লাহ্ পাক জগতকে এই ধারণার স্তরে সৃষ্টি করিয়া উহার মধ্যে যে শুধুমাত্র বিকাশ ছিল— তাহাকে দৃঢ়তা ও অস্তিত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং ইহাতে যে ভুল ছিল— তাহাকে নির্ভুল ও অসত্যকে সত্য করতঃ বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন। "ইহাদের পাপরাশি আল্লাহ্ তায়ালা পুণ্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন" (কোরআন)। ধারণার স্তর একটি আশ্চর্য্যজনক স্তর ; অস্তিত্বের সহিত ইহার কোনই দ্বন্দ্ব ও বিবাদ নাই। ইহা দিক সমূহের কোন দিক প্রমাণ করে না এবং উহার জন্য কোন সীমানা বা অন্তের সৃষ্টি হয় না। যথা— ধারণাকৃত বৃত্তের সহিত অস্তিত্বধারী ঘূর্ণায়মান বিন্দুটির কোনরূপ দ্বন্দ্ব নাই এবং উহার সহিত ইহার কোন দিকের প্রমাণ নাই ও উক্ত বৃত্তের সৃষ্টি হওয়ায় এই বিন্দুটির অন্তেরও সৃষ্টি হয় নাই। ইহা বলা যাইবে না যে, উক্ত বিন্দুটি বৃত্তের দক্ষিণে অথবা বামে অবস্থিত ; কিংবা সম্মুখে অথবা পশ্চাতে উদ্‌যুক্ত, অথবা ঊর্দ্ধে কিংবা নিম্নে অধ্যবসিত ও সংকল্পিত। বৃত্তটির সহিত ঐ বস্তুর সকল দিক বা পার্শ্ব হওয়া প্রমাণিত হইতে পারে যাহারা উক্ত বৃত্তের স্তরে অবস্থিত। কিন্তু যে বস্তুমণ্ডলী অন্য স্তরে অবস্থান করে, তাহার সহিত ইহার কোনরূপ দিক বর্ত্তমান

থাকার অবকাশ নাই এবং উক্ত বৃত্তের নূতনত্বে বিন্দুটির জন্য কোন সীমানা বা অন্তের সৃষ্টি হয় নাই। উহা পূর্ববৎ অবিকৃত অবস্থায় আছে। আল্লাহ্পাকের উদাহরণ অতি উচ্চ। বর্ণিত বর্ণনা ও উদাহরণ কর্তৃক স্রষ্টার সহিত সৃষ্ট জগতের অবস্থা বা সম্বন্ধ উপলব্ধি করা উচিত। অর্থাৎ এই জগৎ সৃষ্টির ফলে আল্লাহ্তায়ালার সীমানা বা অন্ত হাছেল বা লব্ধ হয় নাই এবং কোনরূপ দিকেরও সৃষ্টি হয় নাই। এই সকল সম্বন্ধ তথায় কিভাবে ধারণা করা যাইতে পারে ? যেহেতু সেই উচ্চ মর্ত্তবায় ইহাদের কোনই নাম নিশানা নাই। কতিপয় হতভাগা— ইতর-দৃষ্টি হেতু (যথা— শিয়া ইত্যাদি) আল্লাহ্তায়ালার সহিত বিশ্বের এইরূপ সম্বন্ধ ও দিক প্রমাণ করে এবং অবশ্যম্ভাবী জাতের দর্শন নিবারণ করিয়া থাকে ; বরঞ্চ উহাকে অসম্ভব বলিয়া ধারণা করে। তাহারা নিজেদের চরম মূঢ়তা ও অমূলক প্রবন্ধ সমূহকে কোরআন-হাদীছ হইতে অগ্রগণ্য জানে, তাহারা ধারণা করে যে, আল্লাহ্পাক যদি পরিদৃষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় দর্শকের কোন এক পার্শ্বে অবস্থিত হইবেন এবং ইহা সীমা ও অন্ত হওয়া অনিবার্য্য করে।

পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্পাকের সহিত বিশ্বজগতের এই সম্বন্ধ সমূহের একটিও বর্ত্তমান নাই, তাহারা প্রমাণ করুক বা না করুক। তথায় দর্শন হইবে কিন্তু দিক থাকিবে না। ইহার বিশদ বর্ণনা অচিরে করা যাইতেছে। তাহারা ইহা জানেনা যে, এইরূপ অসম্ভব হওয়া— প্রতিবন্ধক, জগতের অস্তিত্বের বিষয়েই বর্ত্তমান আছে। কেননা তখন আল্লাহ্পাক জগতের কোন এক পার্শ্বে হওয়া বা জগতের বাহিরে হওয়া অনিবার্য্য হয় ; যাহা অন্ত বা সীমা জ্ঞাপক। যদি জগতের সকল দিকে বলা যায়, তবে শেষ ও সীমাকে কি বলা হইবে ? যাহা তাহারও পরে হওয়া— অনিবার্য্য করে। পরন্তু সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণেই দিকের বিড়ম্বনা সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাও অনিবার্য্য। ছূফীগণের বাক্য গ্রহণ করিলে এই সংকীর্ণতা হইতে নিস্কৃতি লাভ হইতে পারে। অর্থাৎ বিশ্ব জগতকে ধারণা-সম্ভূত বলিলে দিক, সীমা ইত্যাদি হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং ধারণাজাত বলা কোনই নিষেধ নহে। কেননা উহা অস্তিত্বধারী বস্তুর মত সত্য নিয়ম-পদ্ধতি সম্পন্ন ও চিরস্থায়ী কারবার এবং স্থায়ী শান্তি ও অশান্তি তাহার সহিত সম্বন্ধিত। নির্বোধ দার্শনিকগণ যাহাকে

ধারণাকৃত বলে, তাহা অন্য বস্তু ; তাহা অর্থাৎ উক্ত ধারণাকৃত বস্তু— চিন্তা, ধারণা দ্বারা সৃষ্ট। অতএব, ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে।

আসল বিষয়ের দিকে যাই এবং বলি— যে, ঘুর্ণায়মান বিন্দু হইতে যে ধারণাকৃত বৃত্তটি সৃষ্টি হয়, উক্ত বৃত্ত ও বিন্দুটির মধ্যে কোনও দিক বর্ত্তমান নাই, বরং বিন্দুটি বৃত্তটির দিকের বহির্ভূত। ঘটনাক্রমে যদি সম্পূর্ণ বিন্দুটি— নয়ন সদৃশ্য হয়, তবে সে উক্ত বিন্দুটিকে দিকের বহির্ভূত দেখিবে ; যেহেতু উহাদের মধ্যে দিক নিবারিত। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেও যদি দর্শনকারী স্বয়ং আপাদমস্তক একটি নয়ন তুল্য হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্পাককে যে দিক রহিত হিসাবে দেখিবে— ইহা কোনই অসম্ভব নহে। বেহেশ্তের মধ্যে মো'মেনগণ আপাদমস্তক সম্পূর্ণ নয়নতুল্য হইয়া দর্শন করিবে ও কোনও দিক প্রমাণিত হইবে না। অলী-আল্লাহ্গণ আল্লাহ্র চরিত্রে-চরিত্রবান হওয়া হেতু ইহ-জগতেই এই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন এবং তাহারা আপাদমস্তক সম্পূর্ণই নয়ন সদৃশ্য হন ; যদিও এ স্থলে দর্শন হয় না, যেহেতু উহা পরকালের জন্য বিশিষ্ট ; কিন্তু দর্শনের অনুরূপ বা দর্শনতুল্য হইয়া থাকে। আমি যাহা বলিলাম যে, "আল্লাহ্র চরিত্রে-চরিত্রবান হওয়া হেতু"— ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্পাকের অবশ্যম্ভাবী জাতের বিষয়ে ছূফীগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার জাত সম্পূর্ণই চক্ষু ও সম্পূর্ণই কর্ণ ও সম্পূর্ণই এল্ম বা জ্ঞান ; অতএব যাহারা— তাঁহার চরিত্রে-চরিত্রবান হয়, তাঁহারা উক্তরূপ চরিত্রেরও অবশ্য অংশ পাইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেকটি গুণ এই মাকামে তাহাদের সম্পূর্ণ অবয়ব রূপে প্রকাশ পায়। যথা— তাহারা আপাদমস্তক সম্পূর্ণই নয়নতুল্য হন ইত্যাদি। অবশিষ্ট মো'মেনগণ (অলীগণ ব্যতীত) পরকালে ঐরূপ সম্বন্ধ প্রদত্ত হইবেন ও আল্লাহ্ চাহে দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিবেন। এমতাবস্থায় কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন ও সন্দেহের অবকাশ নাই। আল্লাহ্পাক প্রকৃত অবস্থা অবগত।

৬৯ মকতুব

কাজী মুছা গুহীনের নিকট লিখিতেছেন।

হাম্‌দ, ছালাত ও দোয়ার পর— এথাকার ফকীরগণের অবস্থা আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসার উপযোগী অর্থাৎ মঙ্গলময়। আপনি যে পত্র দরবেশ রহম আলীর দ্বারা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। শান্তির সহিত কায়েম থাকুন। উপদেশ চাহিয়াছেন ; হে মান্যবর ভ্রাতঃ দীনদারী করাই একমাত্র উপদেশ এবং ছৈয়্যেদুল মোরছালীন (দঃ)-এর অনুসরণ করা। ফলকথা, অনুসরণের অনেক কেছেম বা পদ্ধতি আছে, উহার এক কেছেম— শরীয়ত প্রতিপালন করা, অবশিষ্ট কেছেমের বিস্তৃত বর্ণনা কতিপয় বন্ধুগণের পত্রে— এ ফকীর লিখিয়াছে, আল্লাহ্ চাহে আমি তাহাদিগকে বলিব যে, তাহারা যেন আপনার নিকট উহার নকল বা প্রতিলিপি পাঠাইয়া দেয়। মূলতঃ এই তরীকার উপকারীতা আদান-প্রদান সংসর্গের প্রতি নির্ভরশীল। বলা ও লিখা যথেষ্ঠ করে না। হজরত খাজা নক্‌শাবন্দ (কোঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আমাদের তরীকা ছোহবত বা সংসর্গে অবস্থান করা"। পয়গাম্বর (দঃ)-এর ছাহাবাগণ তাঁহার সংসর্গের সৌভাগ্যে যাবতীয় উম্মতের অলী-আল্লাহ্‌গণ হইতে এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, কোন অলী— কোন ছাহাবার মর্ত্তবায় উপনীত হইতে পারে না। যদিও তিনি ওয়ায়েছ-করনীতুল্য হউন না কেন। বন্ধুগণের নিকট হইতে ঈমান, ছালামতির দোয়া কামনা করিতেছি। হে আমাদের প্রতিপালক তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্য সমূহ সরল করিয়া দাও।

রহম আলী স্বীয় পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইয়াছে[১] এবং সততার দিকে আসিয়াছে ; আল্লাহ্‌পাক স্থায়িত্ব প্রদান করুন। ওয়াচ্ছালাম ॥

৭০ মকতুব

কাজী মুছার পুত্র মাওলানা এছহাকের নিকট সৎ-সংসর্গের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। রহম আলী দরবেশের মাধ্যমে যে পত্র পাঠাইয়াছেন তাহা পৌছিয়াছে।

টীকা ঃ- পৃষ্ঠা উল্টাইয়াছে— অর্থাৎ তাহার আত্মিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে।

তাহাতে জওক-শওক বা লজ্জ্বত প্রাপ্তি ও আকাঙ্খার ইঙ্গিত ছিল, বলিয়া আনন্দ দান করিল।

আপনি পৃথক কাগজে যে ঘটনার কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সবিশেষ সুখী হইলাম। এ সকল ঘটনা সুসংবাদ মাত্র, চেষ্টা করা উচিত যাহাতে এই যোগ্যতা কার্য্যে পরিণত হয় এবং কর্ণ হইতে ক্রোড়ে আগমন করে। ইদানিং উহার ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব। অবসর বা জীবনকালকে যথেষ্ট মনে করা উচিত দীর্ঘ-সূত্রতা ও বিলম্ব করা উচিত নহে। হজরত খাজা আহ্‌রার (কোঃ ছেঃ) ফরমাইয়াছেন যে, আমরা কতিপয় দরবেশ একত্রে ছিলাম, তখন জুমার দিন দোওয়া কবুল হওয়ার বিষয় আলোচনা হইতেছিল, যে কাহারও ভাগ্যে যদি উহা লাভ হয়, তখন আল্লাহ পাকের নিকট কি প্রার্থনা করা উচিত ? প্রত্যেকেই কিছু কিছু বলিল, যখন আমার পালা আসিল, তখন আমি বলিলাম যে, খাতের-জমা বা নিশ্চিন্ত মনধারীগণের অর্থাৎ অলী-আল্লাহ্‌গণের সংসর্গ লাভ প্রার্থনা করা উচিত। যেহেতু ইহার মাধ্যমে যাবতীয় সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। কতিপয় মকতুবের প্রতিলিপি পত্র বাহকের দ্বারা পাঠান হইল। আল্লাহ্‌পাক যেন উহার দ্বারা উপকৃত করেন।

দ্বিতীয়তঃ- ভ্রাতঃ শায়েখ করিমুদ্দীন কয়েকদিন হইল আসিয়াছেন, বোধ হয় তিনি স্বকীয় অবস্থা আপনার নিকট লিখিয়াছেন। বন্ধুগণ হইতে তিনি দোয়ার আশা রাখেন। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য "নুর" পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা করো। তুমি সর্ব্বশক্তিমান। যে ব্যক্তি সরল পথে চলে ও মোস্তফা (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহার প্রতি ছালাম। মোস্তফা (দঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৭১ মকতুব

জনাব পীরজাদা খাজা মোহাম্মদ আবদুল্লাহর নিকট ধারণাকৃত বস্তু অর্থাৎ বিশ্বজগতের তত্ত্ব ও প্রকৃত অস্তিত্বধারী জগত— স্রষ্টার তত্ত্বের বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্পাকের মেছাল বা উদাহরণ অতি-উচ্চ। ঘূর্ণায়মান বিন্দু যদ্দারা ধারণার মধ্যে বৃত্তের সৃষ্টি হয়, তাহা (বিন্দু) যেরূপ বাস্তব জগতে মজুদ বা অস্তিত্ববান (বিদ্যমান), তদ্রূপ ধারণার মধ্যেও মজুদ বা বিদ্যমান আছে ; কিন্তু বাস্তব জগতে বৃত্তের ব্যবধান রহিত আছে ও ধারণার মধ্যে বৃত্তের আড়ালে আছে। বাস্তব জগতে এবং ধারণার মধ্যে বিদ্যমান থাকার অর্থ ইহা নহে যে, উভয় স্থলে উহার অস্তিত্ব পৃথক আছে, এরূপ কখনও হইতে পারে না। বরং উভয় স্থলে অর্থাৎ বাস্তবে ও ধারণায় একটিই মাত্র অস্তিত্বধারী। এই মাত্র যে, তথায় ব্যবধান রহিত ও মুক্ত এবং এ স্থলে ব্যবধান যুক্ত। এই ধারণাকৃত বৃত্তটি যাহা চিন্তার মধ্যে বিকশিত হয়, ইহা অস্তিত্ব শূন্য দৃশ্য। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অনুভূতির ভুলের দ্বারা ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি উহাকে বাস্তব স্তরে 'মজুদ' করা হয় ও স্থায়িত্ব প্রদান করিয়া উহাকে অস্তিত্বধারী দৃশ্য করা হয়, তখন উহা ইন্দ্রিয়ের ভুল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ও বাস্তবে পরিণত হইবে, এবং সত্য নিয়মাবলী তাহার প্রতি বর্ত্তিবে। অতএব এই ধারণাকৃত বৃত্তটির ধারণার জগতে একটি তত্ত্ব ও একটি আকৃতি আছে। উল্লিখিত ঘূর্ণায়মান বিন্দু উহার তত্ত্ব যদ্দারা উহা দণ্ডায়মান আছে এবং উক্ত বৃত্তটিই উহার আকৃতি, যাহা স্থায়িত্ব ও বিদ্যমানতা লাভ করিয়াছে। এই আকৃতিটি যদিও অবিকল উক্ত তত্ত্ব নহে, যেহেতু উহার গুণ ও নিয়মাবলী পৃথক ; কিন্তু উহা স্বীয় তত্ত্ব হইতে দূরে ও পৃথক নহে। ইহা তাহারই তত্ত্বটি, যেন এইরূপ অনুমিত হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পরোক্ষে প্রিয়ার গুপ্ত রহস্য কহন
কত না যে— সুখকর, অমিয় বচন।

হজরত শায়েখ মুহীউদ্দীন এব্‌নে আরাবী এই মাকামে বলিয়াছেন যে, "যদি তুমি চাও ইহাকে হক্ক বা আল্লাহ্ বলিতে পার এবং যদি চাও ইহাকে 'খলক' বা সৃষ্ট পদার্থ বলিতে পার অথবা যদি চাও তবে বলিতে পার যে, ইহা এক প্রকারে হক্ক অন্যভাবে 'খলক' অথবা বলিতে পার যে, এ বিষয় আমি অস্থির আছি ; যেহেতু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য করা যাইতেছে না"। অবশ্য ইহা জানা আবশ্যক যে, আকৃতি ও মূল বস্তুর মধ্যে এই পার্থক্য যদিও ধারণার মধ্যে হইয়া থাকে, তথাপি আকৃতি যখন ধারণার স্তরে আল্লাহ্পাকের সৃষ্টি দ্বারা বিদ্যমান, ও বিকাশ এবং স্থায়িত্ব প্রাপ্ত,

তখন উহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে এবং বাস্তব বস্তুর মধ্যে যেরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ পার্থক্য লাভ করিয়াছে। বরং প্রতিবিম্বজাত— বাস্তব অস্তিত্বধারী বস্তু হইয়াছে। কেননা আকৃতির (বৃত্তটির) অস্তিত্ব যখন প্রকৃত বস্তুর (বিন্দুটির) ছায়া তখন দৃশ্যের স্তরও অস্তিত্ব লাভের পর, বাস্তব স্তরে প্রতিচ্ছবি তুল্য হইয়াছে। অতএব, প্রকৃত তত্ত্ব ও আকৃতির মধ্যে পার্থক্য যখন স্বাভাবিক, বরং বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, তখন একটিকে অন্যটি বলা নিষিদ্ধ এবং ইহাদের একটি অবিকল অপরটি নহে। যাহারা "উভয় এক" বলিয়া থাকে, তাহারা ধারণাকৃত পার্থক্য হইতে অধিক আর কিছুই বুঝিতে পারে নাই এবং জ্ঞানতঃ পার্থক্য করা ব্যতীত অন্য কিছুই জানে নাই।

ছোব্‌হানাল্লাহ (আশ্চর্য্যের বিষয় যে) আল্লাহ্‌পাকের সৃষ্টি দ্বারা ধারণার স্তরে যাহা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বাস্তবে পরিণত ও বহির্জ্জগত তুল্য হইয়াছে ও এল্‌ম বা গুণ ও বাস্তব জগত যাহা সর্ব্বজন বিদিত তাহার বাহিরে গিয়াছে ; অর্থাৎ তাহা অতিক্রম করিয়াছে। যখন এই স্তরটি বহির্জ্জগত ও বাস্তব স্বরূপ হইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে ধারণার স্তরটি পৃথক হইয়া গিয়াছে ও ঘূর্ণায়মান বিন্দুটি বাস্তব অস্তিত্বধারী এবং বৃত্তটি যাহা উহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ধারণা জাত বলিয়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ পরিচিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে আকৃতি প্রকৃত তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন এবং সে যাহা কিছু রাখে তাহা তত্ত্ব হইতে প্রাপ্ত, তত্ত্ব হইতে সে পৃথক নহে ; (আল্লাহ্‌পাক) তাহাকে বল পূর্ব্বক তত্ত্ব হইতে পৃথক করিয়া ধারণা হইতে বাস্তবে আনয়ন করিয়াছেন এবং ধারণার দ্বারা যাহা পৃথক হইত, তাহা বাস্তব হিসাবে করিয়াছেন। "ইহা আল্লাহ্‌পাকের কার্য্য নৈপুণ্য— যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুকে দৃঢ়তা ও স্থিতি প্রদান করিয়াছেন" (কোরআন)। বাক্যটিকে এই স্থলে লক্ষ্য করা উচিত যে— নিছক অস্তিত্ব শূন্যকে তিনি স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা বাস্তব বস্তু করিয়াছেন ও তাহাকে জ্ঞানী, দর্শনকারী, ক্ষমবান, ইচ্ছাকারী ইত্যাদি করিয়াছেন।

জনৈক বোজর্গ বলিযাছেন যে ঃ—

তিনি যবে কর্ণ, চক্ষু, হস্ত, পদ-দল ;
বিস্মিত হইনু দেখি বিভু মন্ত্র বল।

এ স্থলে মন্ত্র-তন্ত্রের অবকাশ কোথায় ? কেননা যাদুগীরি ঐ সময় প্রমাণিত হইবে, যখন অবাস্তবকে বাস্তব বলিয়া দেখাইবে। এ স্থলে তো আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় ক্ষমতা কর্তৃক অবাস্তবকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন এবং তথায় যে অমূলক মিথ্যা নিয়মাবলী ছিল, তাহা সত্যে পরিণত করিয়াছেন। শায়েখ বলিয়াছেন যে, পার্থক্য করিতে না পারিয়া অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। অথচ বান্দা বা সৃষ্ট দাস ও তাহার প্রভুর মধ্যে পঞ্চদশ সহস্র বৎসরের পথ যাহা আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন যে, "ফেরেশ্তাগণ ও রূহ বা আত্মা এক দিবসে তাঁহার নিকট গমন করে যাহার পরিমাণ পঞ্চদশ সহস্র বৎসর"। এই আয়াত ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। শায়খ নিজেও পথের এই— দূরত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তিনি অস্থিরতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি-এই দূরত্ব দ্বারা আল্লাহ্ পাককে দূরবর্ত্তী মনে না করে, এবং নিজেকে তাঁহা হইতে সুদূরে নিক্ষিপ্ত না করে ; যেহেতু তিনি— পবিত্র জাত নিকটবর্ত্তী, বরং বান্দার নফ্ছ বা অস্তিত্ব হইতেও তাহার অধিক নিকটবর্ত্তী। অপিচ এই দূরত্ব অনুভূতি ও পরিচয় হিসাবে দূরত্ব ; স্থান ও প্রান্তর অনুসারে দূরত্ব নহে। বৃত্তের শেষ বিন্দুটি প্রথম বিন্দুর সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী বটে ; কিন্তু উহার পৃষ্ঠদেশ যখন প্রথম বিন্দুটির দিকে ও মুখ বা দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন সে নিকটবর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও প্রথম বিন্দু হইতে দূরবর্ত্তী হইয়াছে এবং সমস্ত বিন্দু অতিক্রম করার প্রতি (নৈকট্য) নির্ভরশীল করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাহার পর সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ওহে তুমি তীরধনু করিয়া নির্ম্মাণ,
নিকটে-শিকার, দূরে করেছ নিশান।
যে দূরে মারিবে তীর, দূরবর্ত্তী হবে,
এরূপ শিকার হ'তে সে বঞ্চিত রবে।

হাঁ, দূরবর্ত্তী হওয়ার কষ্ট ভোগ না করিলে নৈকট্যের মূল্য জানিবে না। আল্লাহ্পাক যাহা করেন, তাহাই মঙ্গল। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে, তাহার প্রতি ছালাম।

৭২ মকতুব

খাজা হোছামুদ্দীন আহ্‌মদের নিকট লিখিতেছেন। মিলাদের বিষয়ের প্রশ্নোত্তরে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনার পত্র যাহা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এ ফকিরের নামে লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সরফরাজ হইলাম। আল্লাহ্‌পাকের প্রশংসা ও অনুগ্রহ যে, আপনি সুস্থতার সহিত বর্ত্তমান আছেন, এবং দোস্তগণের খবরগিরী করা হইতে নিশ্চিন্ত নহেন। এখানকার ফকীরগণের অবস্থা ও কার্য্যকলাপ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসার উপযোগী। ইহারা বিপদের মধ্যেও নিরাপদে আছেন এবং অনুমিত অশান্তির মধ্যেও শান্তিলাভ করিতেছেন। যে পরিবারবর্গ সন্তানাদি ও বন্ধুগণ সঙ্গে আছেন, তাহারাও নিশ্চিন্তে কাল যাপন করিতেছেন। তাহাদের আত্মীক অবস্থা উন্নতির পথে। সৈন্য শিবির তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট খান্‌কাহ্। সৈন্যদের উপস্থিত বিপর্য্যয়ের মধ্যে যেন তাহারা শান্তিলাভ করেন এবং তথাকার বিভিন্ন অবস্থা— যাহা উক্ত স্থানের জন্য অনিবার্য্য তাহার মধ্যেও ইহারা এক উদ্দিষ্ট-বস্তুর আকৃষ্ট। কাহারও সহিত ইহাদের কোন কারবার বা আদান-প্রদান নাই এবং কাহারও প্রতি ইহারা ভার নহেন। ইহা সত্বেও ইহারা স্বীয় ইচ্ছা-হইতে বিছিন্ন এবং কারাবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্যে-গ্রেফ্‌তার ও বন্দী। ইহা আশ্চর্য্য ধরণের কারাগার যে, ইহারা ইহা হইতে মুক্ত হওয়ার এক 'যব' মূল্যও প্রদান করেন না এবং রেহাই পাওয়ার জন্য এক কপর্দ্দক বা সামান্যও চেষ্টা করেন না। ইহার জন্য, বরং যাবতীয় নে'য়মতের জন্য আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। হে মান্যবর— স্নেহাস্পদগণের নিকট পত্র লিখার কারণ কতিপয় নে'মত যাহা বাসস্থানে লাভ হওয়ার আশা ছিল, তাহা না পাওয়ার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করা। তাহাদের শিবিরে ও সংসর্গে থাকা আপনার পরামর্শের প্রতি নির্ভর করে, যেহেতু আপনি শিবিরবাসীদের আচার ব্যবহার ভালভাবে অবগত এবং এস্থলের ভাল মন্দ আপনি অধিকভাবে জ্ঞাত আছেন।

আপনি লিখিয়াছেন যে, যদি আমি লিখি "ইহারা নিরাপদে থাকিবে— তবে তাহারা আসিবে"। গায়েবের খবর আল্লাহ্পাকই জানেন। কিন্তু দুশ্চিন্তাযুক্ত ও বিচলিত ব্যক্তিদের সহিত অবস্থান ও অধিক মেলামেশা করিয়াও এ পর্য্যন্ত বন্ধুগণ তাহাদের— কাহারও মধ্যে দুঃশ্চিন্তার বিপদ প্রবেশ করে নাই— এবং উদ্দিষ্ট বস্তু হইতে বিরত রাখিতে পারে নাই।

মৌলুদ পাঠের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শুধু সুমিষ্ট স্বরে কোরআন পাঠ এবং গজল, না'ত ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করাতে কি আর আপত্তি আছে ! কোরআন পাকের অক্ষর সমূহ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা নিষিদ্ধ এবং গানের সুর প্রদান করিয়া গলায় ঘুরাইয়া পাঠ করা এবং তালি বাজানো— যাহা পদ্যেও জায়েজ নাই, তাহা নিষেধ। যদি এরূপভাবে পাঠ করেন যে, কোরআন পাকের মধ্যে পরিবর্ত্তন না হয় এবং কছিদা, গজল পাঠের সময় উল্লিখিত শর্ত্ত সমূহ— অর্থাং গানের অনুরূপ করিয়া পাঠ করা না হয়, উপরন্তু উহা যদি সদুদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে আর কি বিঘ্ন ! হে মান্যবর, এ ফকীরের মনে জাগিতেছে যে, এই পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না করিলে নির্ব্বোধগণ বিরত হইবে না ; যদি সামান্য কিছু জায়েজ করা যায়, তবে তাহারা উহাকে অধিক করিয়া লইবে। ইহার সামান্যই আধিক্যের দিকে লইয়া যাইবে। প্রচলিত কথা। ওয়াচ্ছালাম ॥

৭৩ মকতুব

হজরত মখ্দুম জাদা খাজা মোহাম্মদ ছাইদের নিকট ছেফাতে হায়াতের রহস্যের বিষয় লিখিতেছেন।

হজরত শায়েখ মুহিউদ্দীন কোদ্দেছাছেররুহু ও তাঁহার অনুগামীগণ যে, "তানাজ্জুলাতে খাম্ছা" বা অবতরণীয় পঞ্চস্তর লিখিয়াছেন ; তাহার প্রথম তায়াইয়ুন বা ব্যক্তিত্ব— আল্লাহ্পাকের এল্মের সংক্ষিপ্ত অর্থ লইয়াছেন, এবং তাহাকে হকীকতে মোহাম্মদী (ছঃ) বলিয়াছেন। এই তায়াইয়ুনের বিকাশকে তাজাল্লীয়ে জাত, বা আল্লাহ্পাকের জাতের আবির্ভাব বলিয়া জানিয়াছেন। এই

তায়াইয়ুন বা স্তরের— উর্দ্ধস্তরকে লা-তায়াইয়ুন বা অন্তবিহীন স্তর বলিয়া জানেন ; যাহা জাতে বাহাত বা নিছক জাতের স্তর ও যাবতীয় সম্বন্ধ এবং ধারণা রহিত একক জাতের মর্ত্তবা।

প্রকাশ থাকে যে, শান-উল্ এল্‌ম বা এল্‌মের স্তরের উর্দ্ধে শান-উল্ হায়াত বা জীবনী-শক্তির স্তর। এল্‌ম গুণ উহার অধীন এবং উহা যাবতীয় গুণের মূল স্বরূপ। তাহা এল্‌মই হউক— বা এল্‌ম ব্যতীত অন্য যেকোন গুণই-হউক, কিংবা এল্‌মে হুছুলী হউক বা এল্‌মে হুজুরীই হউক না কেন ! এই শান-উল হায়াত বা জীবনী শক্তি একটি মহান শান বা গুণ। অন্যান্য গুণাবলী— ইহার নিকট ঐরূপ, মহাসাগরের তুলনায় খাল-প্রণালী যেরূপ। আশ্চর্য্যের কথা যে, এরূপ বোজর্গ ব্যক্তি শায়েখ— এই বিরাট রাজ্য ভ্রমণ করেন নাই ; এবং এই উদ্যান সমূহের এল্‌ম মারেফতের পুষ্প সমূহ চয়ন করেন নাই। যদিও এই শান-উল হায়াত আল্লাহ্ পাকের পবিত্র জাতের অধিক নিকটবর্ত্তী এবং অজ্ঞানা ও অনুভূত না হওয়াই ইহার অধিক উপযোগী ; কিন্তু ইহার মধ্যে যখন অবতরণের ও প্রতিচ্ছায়ার মিশ্রণ আছে ; তখন ন্যুনাধিক্য ইহা এল্‌ম ও মারেফতের বা অবগতি ও পরিচয়ের ধারণার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ পরিচয় ও অবগত হওয়ার ধারণা করা যাইতে পারে। আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহে এই মহান গুণের মধ্যে যখন এ ফকির ছয়ের বা ভ্রমণ করিয়াছিল, তখন উক্ত মাকামের বহুদূরে— নিম্নস্তরে দেখিয়াছিল যে, শায়েখের তথায় ক্ষুদ্রাবাস আছে এবং তিনি তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। হয়তো অবশেষে তিনি এই মাকামের কিছু অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। ঐ সকল প্রকার-বিহীন স্তরের দূরত্ব— দুই ভাবে বলা যাইতে পারে ; প্রথমতঃ— ভাষার সংকীর্ণতার জন্য, দ্বিতীয়তঃ— আলমে মেছালের আকৃতিতে উক্ত প্রকারবিহীন-দূরত্ব তথায় ব্যবধানের দূরত্বের মত পরিদর্শিত হয়। "হে প্রভু, তুমি পবিত্র ; তুমি আমাদিগকে যাহা শিখাইয়াছ— তাহা ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই জানিনা, নিশ্চয়ই তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও সুকৌশলী"(কোরআন)।

যে ব্যক্তি সরল পথে চলে, তাহার প্রতি ছালাম।

উৎকৃষ্ট পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত বর্ণনাদি দ্বারা একথা অনিবার্য্য হয় যে, হায়াত বা জীবনী শক্তির স্তর যাহা এল্‌ম স্তরের উর্দ্ধে, তথায় এল্‌ম বা জ্ঞান বর্ত্তমান নাই, উহা হুছুলী বা হুজুরী যে কোন এল্‌মই হউক না কেন ; এবং যখন হায়াত বা জীবনের স্তরে এল্‌ম গুণ নাই, তখন আল্লাহ্ পাকের পবিত্র জাতের স্তরে উহা কিরূপে বর্ত্তমান থাকিবে ? যেহেতু জাত উহার উর্দ্ধেরও উর্দ্ধে। অতএব, যখন জাতের স্তরে এল্‌ম বর্ত্তমান না থাকে, তখন উহার বিপরীত বস্তু (অজ্ঞতা) বর্ত্তমান থাকিবে ; আল্লাহ্ পাক— ইহা হইতে অতি উচ্চ ও পবিত্র। এই সমস্যার-সমাধান একটি সূক্ষ্ম মারেফতের প্রতি নির্ভরশীল। অলী-আল্লাহ্‌গণের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই ইহা আলোচনা করিয়াছেন।

জানা আবশ্যক যে, অবশ্যম্ভাবী জাতের এল্‌ম যেরূপ তাহার বাস্তবগুণ অষ্টকের একটি গুণ, যাহা পবিত্র জাত হইতে অতিরিক্ত ; যেমন সত্যবাদী আলেমগণ বলিয়াছেন, তদ্রূপ— উহা আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাতের শান— (ছেফত সমূহের উর্দ্ধস্তর) ও এতেবার— (শানের উর্দ্ধস্তর) সমূহ— যাহা জাত হইতে অতিরিক্ত নহে— তাহার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম প্রকারের ছেফাত, যখন আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাত হইতে অতিরিক্ত ; তখন যে সকল বস্তুর সহিত— উক্ত ছেফাত সমূহের সম্বন্ধ আছে, যে সকল বস্তু পবিত্র জাতের অপর ; উহারা সৃষ্ট-জগতেই হউক, অথবা আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের অতিরিক্ত গুণাবলীই হউক না কেন ? কেননা যাহা প্রতিবিম্বের কলঙ্কে-কলঙ্কিত এবং অতিরিক্ত নামে পরিচিত— তাহা আল্লাহ্ তায়ালার জাতের পবিত্রতার মর্ত্তবার উপযোগী নহে এবং তাঁহার পবিত্র দরবারের সহিত সম্বন্ধের সৃষ্টি করিতে পারে না ; উহা এল্‌মে হুছুলী হউক বা এল্‌মে হুজুরীই হউক না কেন ? যদি উহা এল্‌মে হুজুরী (আত্ম-জ্ঞান) হয়, তবে তাহা আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাতের কোন এক প্রতিবিম্বের সহিত সম্বন্ধিত। যদিও উহা এল্‌ম (ও জ্ঞান) ও আলেম (জ্ঞানী) এবং মালূম (জ্ঞাত-বস্তু)-কে একত্রিত করিয়াছে। কিন্তু উক্ত একত্রিতির— মর্ত্তবা বা স্তরও-সেই পবিত্র মর্ত্তবার একটি প্রতিচ্ছায়া। অবিকল

উক্ত মূল বস্তু নহে। অবশ্য এক সম্প্রদায় উহাকে অবিকল মূল-বস্তু বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় কেছেম— যাহাকে শুয়ুনে জাতিয়া বলা হয় (পবিত্র জাতের অবস্থা নিচয়) এবং তাহা পবিত্র-জাত হইতে অতিরিক্ত নহে, কেবলমাত্র জাত পাকের সহিত তাহা সম্বন্ধিত ; ইহা পবিত্র-জাত ব্যতীত অন্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন হইতে অতি উচ্চ। ফলকথা, যে এল্‌ম-জাত হইতে অতিরিক্ত, তাহা জাত ব্যতীত অন্যের সহিত সম্বন্ধিত মাত্র ; এবং যে এল্‌ম জাত হইতে অতিরিক্ত নহে ও যাহা ধারণাকৃত ; সে এল্‌মের সম্বন্ধ শুধুমাত্র জাতের সহিত, আবার যে এল্‌ম উক্ত মর্ত্তবা হইতে নিবারিত— তাহা উল্লিখিত অতিরিক্ত এল্‌ম ; যেহেতু উহা উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার উপযোগী নহে। উহা উল্লিখিত শানে এল্‌ম (যাহা পবিত্র জাতের জ্ঞানরূপ অবস্থা) যাহা অতিরিক্ত নহে— তাহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ। সুতরাং এই অতিরিক্ত এল্‌ম বা জ্ঞান নিবারিত হইলে, তথায় উহার বিপরীত অর্থাৎ যাহা অজ্ঞতা, তাহা অনিবার্য্য হয় না। এই এল্‌ম— যাহা একটি পূর্ণতা গুণ— উক্ত পবিত্র স্তরে তাহার যখন অবকাশ নাই, তখন উহার বিপরীত বস্তু (অজ্ঞতা) যাহা সরাসরি ক্ষয় ও ত্রুটি, তথায় তাহার কিভাবে স্থান হইতে পারে ? মূল কথা এই— উভয় প্রতিদ্বন্দী আল্লাহ্‌ পাকের পূত দরবার হইতে তিরোহিত এবং ইহা (এই তিরোধান) কোনক্রমেই অসম্ভব নহে। জনৈক সাধক বলিয়াছেন যে, "আমি দুই বিপরীত বস্তুর একত্রিতি কর্ত্তৃক স্বীয় প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করিয়াছি"। মনে হয় যেন— উক্ত পবিত্র মাকামের সম্মান অতীব মহান বলিয়া এই প্রতিদ্বন্দী দ্বয়ের কোনটিই— তথায় উপনীত হয় না। কারণ উক্ত দরবার হইতে যখন যাবতীয় সম্বন্ধ ও অনুমান অপসারিত ; তখন জ্ঞান ও অজ্ঞতার সম্বন্ধও— তথা হইতে অন্তর্হিত। যেহেতু ইহারাও এক প্রকারের সম্বন্ধ। সম্ভাব্য বা সৃষ্টি বস্তুই— ঐ বস্তু— যাহার সম্বন্ধ ও অনুমান ব্যতীত-উপায় নাই এবং প্রতিদ্বন্দীদ্বয়ের একত্রিতি ও প্রতিদ্বন্দী অন্তর্হিতি উহার মধ্যে হয় না। যিনি সম্বন্ধ ও অনুমানের সৃষ্টিকর্তা, তিনি উক্ত সম্বন্ধ ও ধারণা সমূহ হইতে পবিত্র। অদৃশ্য (আল্লাহ্‌)-কে দৃশ্য (সৃষ্টবস্তু)-এর সহিত তুলনা করা

প্রতিষিদ্ধ। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, কোন একটি বিশিষ্ট-এল্‌ম বা জ্ঞান নিবারিত হইলে— সাধারণভাবে এল্‌ম শূন্য হওয়া অনিবার্য হয় না। শুধুমাত্র উক্ত বিশিষ্ট এল্‌ম— যাহা প্রতিবিম্বের আভাযুক্ত, তাহা নিবারিত হওয়াই অনিবার্য্য হয়। ইহাতেও কোন অসম্ভব বিষয়ের সৃষ্টি অনিবার্য্য হয় না এবং উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী অপসারিত হয় না। বুঝিয়া দেখুন।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌পাকের শুয়ূনে জাতিয়া (আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র ব্যক্তিত্বের নিজস্ব অবস্থা) যে এল্‌ম, তাহার সহিত— যে-এলম ছেফাতে জায়েদা বা অতিরিক্ত গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত ; তাহার কোনই— সম্পর্ক নাই। যদিও এই অতিরিক্ত এল্‌মের মূল উক্ত শানে এল্‌ম। কেননা অতিরিক্ত ছেফাতসমূহ পবিত্র জাতের 'শান' বা অবস্থা সমূহের প্রতিচ্ছায়া ; তথায় শুধুমাত্র বিকাশ আর বিকাশ এবং অবিকল হুজুর-এর মধ্যেই হুছুল (অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের মধ্যেই অর্জ্জিত জ্ঞান। উক্ত এল্‌ম বা জ্ঞান এতাধিক উচ্চ যে, অজ্ঞতা তাহার পার্শ্বেও স্থান পায় না ; এবং বিপরীত বস্তু হিসাবেও দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয় না। কিন্তু ছেফাতে এল্‌ম— যাহা অতিরিক্ত গুণ, তাহা ইহার বিপরীত, অর্থাৎ অজ্ঞতা উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দণ্ডায়মান। যদিও উহা সংঘটিত হওয়া বিধেয় নহে ; বরং পাপ। কেবলমাত্র উহার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই— উহার নিম্নস্তরে অবতরণের কারণ বটে এবং আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র দরবারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন হইতে উহাকে বিরত রাখিয়াছে। কেননা যে কোন পূর্ণতাই হউক না কেন ; যাহার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে— সেই পবিত্র দরবারে তাহার কোনই অবকাশ নাই। আবার ক্ষমতা বা শক্তি যাহা উক্ত পবিত্র মর্ত্তবায় প্রমাণ করা হয়, তাহা ঐ ক্ষমতা যাহার বিপরীত অক্ষমতা নাই। কিন্তু ক্ষমতাগুণ— ইহার বিপরীত ; কারণ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার সম্ভাবনা আছে ; যদিও সংঘটিত নহে। এইভাবে অবশ্যম্ভাবী পবিত্র জাতের যাবতীয় শান ও ছেফাতকে জানা আবশ্যক। যখন শানুল্‌ এল্‌মের সহিত ছেফাতুল্‌ এল্‌মের কোন সম্বন্ধ নাই, তখন সৃষ্ট পদার্থের এল্‌ম সমূহের সহিত সেই— উচ্চ মর্ত্তবার শানের কি আর সম্বন্ধ হইতে পারে এবং উহা ইহার সহিত কি আর সম্পর্ক রাখিতে পারে

ও উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার সহিত ইহার সংযোগ কিভাবে অনুমিত হয় ? এইমাত্র যে দাসের প্রতি অনুকম্পা সৃষ্টি করতঃ অনুগ্রহ করিয়া সৃষ্ট বস্তুদের অপূর্ণ বিকাশকে তাঁহার বিকাশ দ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়া দেন এবং উহার পূর্ণ 'ফানা' হওয়ার পর তাঁহার নিকট হইতে পূর্ণ 'বাকা' বা স্থায়ীত্ব প্রদান করেন। তখন হয়তো উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার সহিত প্রকারবিহীন সম্বন্ধের সৃষ্টি হয় এবং সে এমন স্থানে উপনীত হয় যে, তথায় মূলবস্তুও (উপনীত হইতে) অক্ষম, এবং মূলবস্তুর সোপান দ্বারা মূলের-মূল পর্য্যন্ত উপনীত হয়। ইহা একটি বৈশিষ্ট্য যাহা শুধু মানবজাতিকেই— অনুগ্রহ স্বরূপ অর্পণ করা হইয়াছে ও তাহাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারা মূল বস্তু হইতে অগ্রসর হয় এবং মূলের-মূল বস্তুকেও অতিক্রম করিয়া যায়, তৎপর এমন স্থানে উপনীত হয় যে, তথায় মূল বস্তুও প্রতিবিম্বের ন্যায় পথে পড়িয়া থাকে। ইহা আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহ। যাহাকে ইচ্ছা করেন, তিনি ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা অতিরিক্ত ও উচ্চ অনুকম্পাশীল।

৭৪ মকতুব

হজরত মাখদুমজাদা খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ)-এর নিকট ফুছুছুল্ হেকাম পুস্তকের লেখক অর্থাৎ শায়েখ এব্‌নে আরাবীর বাক্যের ব্যাখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, ঘটনাক্রমে ইহা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। শায়খ এব্‌নে আরাবী (কোঃ) বলিয়াছেন, "এবং পবিত্র জাতের তাজাল্লী বা আবির্ভাব— তাজাল্লী প্রাপ্ত ব্যক্তির আকৃতি ব্যতীত অন্য প্রকারে হয় না। অতএব তাজাল্লী প্রাপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের দর্পণের স্বীয় ছুরত বা আকৃতি ব্যতীত অন্য কিছু অবলোকন করে নাই। সে আল্লাহ্‌পাককে দর্শন করে নাই এবং দর্শন করা সম্ভবপরও নহে"। আল্লাহ্‌পাকের দর্পণের অর্থ তাঁহার পবিত্র জাতের 'শান' বা (অবস্থা) অতিরিক্ত এছেম ছেফাত বা নাম-গুণাবলী— যাহার প্রতিবিম্ব এবং যাহা

আবির্ভাব-প্রাপ্ত ব্যক্তির উৎপত্তিস্থান। কেননা প্রত্যেক (জাত হইতে) অতিরিক্ত এছ্‌ম— যাহা সৃষ্ট বস্তু সমূহের উৎপত্তিস্থান গুলির কোন এক উৎপত্তিস্থান ; পবিত্র জাতের মর্ত্তবায় তাহার একটি মূলবস্তু বর্ত্তমান আছে ; উক্ত মূল বস্তুকেই শান বলা হয় ; যাহা পবিত্র জাতের মধ্যে শুধু ধারণাকৃত মাত্র। বহুস্থলে আমি ইহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। উক্ত দর্পণের অর্থ আল্লাহ্‌পাকের শর্ত্তবিহীন সরাসরি অসীম পবিত্র জাত নহে। কেননা সীমাবদ্ধ বস্তুর দর্পণ সীমাহীন হইতে পারে না। অতএব দর্পণটি যখন তাহার মধ্যের আকৃতিটির ন্যায় সীমাবদ্ধ এবং উক্ত আকৃতিটিরও যখন মূলের-মূল আছে, তখন দর্পণটি আবির্ভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির নজরে— তাহার মধ্যের আকৃতিটির ন্যায় পরিদৃষ্ট হয় ; তাহাতে কোনরূপ ন্যূনাধিক্য হয় না। কেননা উক্ত শানের আবির্ভাব ও বিকাশ যে স্তরে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে— সে স্তরে তাজাল্লী প্রাপ্ত ব্যক্তির আকৃতি ব্যতীত অন্য প্রকারে হয় না। এইমাত্র যে উক্ত শান সৃষ্ট জগত হইতে মুখাপেক্ষী রহিত ও জগতের সহিত সম্পর্কবিহীন হওয়ার কারণে— উক্ত আকৃতি হিসাবে প্রকাশ হওয়ার জন্য প্রতিবিম্বজাত এছেম— যাহা আবির্ভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির উৎপত্তিস্থান, তাহার মধ্যস্থতা শর্ত্ত ; এবং এই পবিত্র দর্পণ অন্য সকল দর্পণের বিপরীত ; কেননা অন্য সকল দর্পণে যে আকৃতির বিকাশ হয়, তাহা উহার কোন এক কোণে হইয়া থাকে ; সম্পূর্ণ দর্পণ ব্যক্তিগণের আকৃতি হিসাবে প্রকাশ পায় না— যেহেতু উহাদের মধ্যে বৈপরীত্য ও বৈষম্য আছে। কিন্তু এই পবিত্র (শানের) দর্পণ উহার বিপরীত ; কেননা উক্ত আকৃতি উহার মধ্যে প্রবিষ্ট বা কোন এক কোণে অবস্থিত নহে ; কেননা তথায় অধিকরণ ও আধার হওয়া— যদিও উহা অনুভূতি অনুযায়ী হউক না কেন— নিবারিত ; পরন্তু উক্ত পবিত্র মর্ত্তবায় অংশ ও বিভাগ নাই, যদিও উহা ধারণায় হউক না কেন ! বরং উক্ত পবিত্র দর্পণ সম্পূর্ণ আবির্ভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির আকৃতিরূপে প্রকাশ পায় ; তখন উহা দর্পণও হয় এবং আকৃতিও হয়। কাজেই আবির্ভাব প্রাপ্ত ব্যক্তি হক্ক' বা আল্লাহ্ পাকের দর্পণে, অর্থাৎ তাঁহার শানের মধ্যেও যাহা আবির্ভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির আকৃতিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মধ্যে স্বীয় আকৃতি ব্যতীত— অন্য কিছু অবলোকন করে নাই। সে (ব্যক্তি) আল্লাহ্‌পাক— যিনি শর্ত্তবিহীন বা অনন্ত ; তাহাকেও দেখে নাই এবং বিশিষ্ট 'শান'—

যাহা অতি পবিত্র ও নির্মল— তাহাকেও দর্শন করে নাই ও দর্শন করা সম্ভবপরও নহে।

ইহা শায়েখ ইব্‌নে আরাবীর— পবিত্রতা মর্ত্তবার দর্শনের সম্ভাব্যতা নিবারণ এবং সৃষ্ট পদাথের সূক্ষ্ম— সমষ্টিভূতির মধ্যে মেছাল ও উদাহরণ হিসাবে দর্শন প্রমাণ— করার অভিমত। কিন্তু তাঁহার এই অভিমত— যথা বিদিত আহ্‌লে ছুন্নত জামাতের আলেমগণের একতাবদ্ধ মতের বিপরীত ; আল্লাহ্‌পাক— তাঁহাদের যত্ন সফল করুন। তাঁহাদের মত এই যে, ইহ-জগতে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন জায়েজ বা সংগত ও বিধেয়, কিন্তু 'ওয়াকে' বা সংঘটিত নহে ; পক্ষান্তরে— পরকালে তাঁহার দর্শন প্রকারবিহীন ও সঠিক হিসাবে সংঘটিত ও সত্যে পরিণত হইবে। মেছাল বা উদাহরণ হিসাবে নহে।

দেখিবে মো'মেন তাঁরে প্রকারবিহীন,
দৃষ্টান্ত ও অনুভূতি— হইবে বিলীন।
(বদ্‌উল আমালী)

কেননা উদাহরণ দর্শন করা— প্রকার সম্ভূত বস্তুকে দর্শন করা মাত্র, উহা আল্লাহ্‌ তায়ালার দর্শন নহে ; বরং সৃষ্ট পদার্থের দর্শন— যাহা আল্লাহ্‌পাক উদাহরণ হিসাবে সৃষ্টি ও প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌পাক আনুরূপ্য, উদাহরণ, চিন্তা-ধারণা ইত্যাদির বহির্ভূত এবং উক্ত উদাহরণ ইত্যাদি সবই আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট বস্তু। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কতিপয় মহিয়ান 'আরেফ' ব্যক্তিগণ সৃষ্ট-বস্তু লইয়া পবিত্র জাত হইতে এবং নবজাত বস্তু লইয়া— অনাদী বস্তু হইতে শান্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা উদাহরণকে যথেষ্ট জানিয়া আকৃতির আরাধনা করিয়াছেন। আমার মনে হয় যে, তাঁহারা তৌহিদ বা একবাদ এবং এত্তেহাদ বা সম্মিলন ও সৃষ্ট জগতকে 'আল্লাহ্‌পাক'— বলার প্রতিবাদের ব্যাধির কারণে— তাঁহাদের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে এবং সৃষ্ট-জগতের কোন কোন বস্তুর দর্শন, আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন বলিয়া ধারণা করিয়াছে। যেহেতু তাহাদের নিকট-উভয়ের মধ্যে একত্বের সম্বন্ধ আছে ; এই কারণেই-কেহ কেহ ফারছী পদ্যে বলিয়াছেন—

(অনুবাদ)

ব্যক্ত আছে পর্দাবিহীন
আজকে তোমার রূপ যখন,
কালকে— দেখার প্রতিশ্রুতি—
প্রাপ্তে যে হই— ক্ষুন্ন মন।

কিন্তু শায়েখ ইব্‌নে আরাবী জগদ্বাসীর মধ্যে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ; যিনি মহান উদাহরণ হিসাবে— সমষ্টিভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে উল্লিখিত-শ্রেষ্ঠত্বের (দর্শনের) জন্য বিশিষ্ট করিয়াছেন। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যে তাঁহার কোন উপচয় লাভ হয় না। কেননা হজরত ইব্‌নে আরাবী হাদীছ-কোরআনের পূর্ণ জ্ঞান রাখিতেন এবং আলেমগণের কথা সম্যকভাবে অবগত ছিলেন ও "সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র দর্শন এবং সকলের দর্শন" সাধারণভাবে, আল্লাহ্‌র দর্শন— বলা বাক্যটির জঘন্যতার প্রতি তিনি হুঁশিয়ার ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি ও তার আধিক্যের জন্য ও তাঁহার একবাদ অবস্থার প্রাবল্যের কারণে— তিনি অনুরূপ বা একবাদ বলার সংকীর্ণতা হইতে পূর্ণ ভাবে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই এবং পবিত্রতার পূর্ণতাসমূহ এককভাবে হাসিল করার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। বরং তিনি ধারণা করিয়াছেন যে, যাহারা নিছক পবিত্রতার সমর্থনকারী, তাহারা অপূর্ণ ও ক্রটিযুক্ত এবং আল্লাহ্ তায়ালাকে সীমাবদ্ধকারী— অনুরূপ বাদীদের তুল্য। অতএব তিনি নিছক তান্‌জিহ্ বা দ্বৈতবাদ হইতে সরিয়া পড়িলেন এবং দৃঢ় সংকল্প হইলেন যে, তশ্‌বিহ্ ও তন্‌জিহ্ বা একবাদ ও দ্বৈতবাদ একত্রিত করা ও ইহাদের পরস্পরকে অবিকল এক বলার মধ্যেই পূর্ণতা যাহাতে সীমাবদ্ধ হওয়া ও আবদ্ধতাসমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে, শায়েখের নিকট তশ্‌বিহ্ বা অনুরূপ বস্তু বা সৃষ্ট পদার্থ বাস্তব-জগতে অস্তিত্ব শূন্য। তাঁহার নিকট নিছক তন্‌জিহ্ (আল্লাহ্ তায়ালার নিছক পবিত্রজাত) বাস্তব জগতে অস্তিত্বধারী। অতএব, বাস্তব অস্তিত্ব ও বাস্তব নাস্তির তুলনায়— ইহাদের একটি অপরটিকে সীমাবদ্ধ বা আবদ্ধকারী হইতে পারে না। কেননা নিশ্চয় নাস্তি অস্তিত্বকে বেষ্টন করিতে সক্ষম হয় না, আবার ইহার বিপরীতও হয় না। পরন্তু অস্তিত্ব-নাস্তির সহিত সাধারণভাবে বা শর্ত্ত রহিত ভাবে অবস্থিত এবং নাস্তি ও অস্তিত্বের সহিত, শর্ত্তবিহীনভাবে আছে। ইহাদের কোন একটি-অপরটির আবদ্ধকারী নহে। কারণ

নাস্তি যদি অস্তিত্বকে বেষ্টন করে তাহাতে ইহা হওয়া উচিৎ যে, অস্তিত্ব ও নাস্তি একত্রিত হওয়ার মধ্যেই পূর্ণতা এবং ইহাদের একটি অবিকল অপরটি ; কিন্তু ইহা প্রকাশ্য অমূলক-বাক্য। সুতরাং নিছক তন্‌জিহ্ বা পবিত্র বলার মধ্যে আল্লাহ্‌পাককে সীমাবদ্ধ করা হইবে না, এবং উভয়কে একত্রিত করাও— পূর্ণতা নহে। বরং ইহা ক্ষতির কারণ এবং পূর্ণকে— অপূর্ণের সহিত সংযোগকরণ মাত্র। ইহা জানা আছে যে, অপূর্ণ ও পূর্ণ একত্রিত হইলে— তাহা অপূর্ণের অন্তর্ভুক্ত। এখন অবশিষ্ট রহিল যে, শায়খের নিকট যে সকল জানিত আকৃতি, যাহা "আইয়ানে ছাবেতা" নামে অভিহিত, তাহা আল্লাহ্‌পাকের এল্‌মের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। ইহাতেও বহির্জ্জগতের অস্তিত্বধারী বস্তুকে— সীমাবদ্ধ করা অনিবার্য্য করে না, যাহাতে উভয়কে এক-বস্তু বলা বা পরস্পর অবিকল এক বলা যায়। অবশ্য বহির্জ্জগতের বাস্তব অস্তিত্বধারীর অনুরূপ, অন্য বাস্তব-অস্তিত্বধারীকে বেষ্টন করিতে পারে। কিন্তু এল্‌মস্থিত অস্তিত্বধারী-বস্তু বহির্জ্জগতস্থিত বাস্তব অস্তিত্বধারীর জন্য ঝামেলা হয় না ; যেহেতু উভয়ের স্তর বিভিন্ন। ইহা দেখনা,আল্লাহ্‌তায়ালার শরীক বা সমকক্ষ নিবারণার্থে এল্‌মের মধ্যে বা জ্ঞানের স্তরে উহার ধারণা বা প্রমাণ করা, তাঁহার (আল্লাহ্‌পাকের) বাস্তব স্তরের অস্তিত্বের মধ্যে কোন বিঘ্ন জন্মায় না এবং তাঁহাকে মোটেই সীমাবদ্ধ ও বেষ্টন করে না, যাহাতে উহা অপসারিত করারও প্রতি অবাস্তবে চেষ্টা করিতে হয়। যথা— ইহাদের একটি— অবিকল অপরটি, ইত্যাদি বলা, ইহা স্মরণীয়।

শায়েখ তাজাল্লীয়ে জাতি ইত্যাদির বিষয় যাহা বলিয়াছেন, এখন আমরা তদ্দিকে মনোযোগী হই এবং বলি যে, শায়খ এই তাজাল্লী বা আবির্ভাবের পর, যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, এই তাজাল্লী বা আবির্ভাব— যাবতীয় তাজাল্লীর শেষ এবং উন্নতিসমূহের চরম। ইহার পর নিছক— আদম বা নাস্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। অতএব (হে-সাধক), তুমি আর অধিক উন্নতি করার আকাঙ্ক্ষা করিও না ও ইহার পরবর্ত্তী স্তরে উপনীত হইবার জন্য তোমার নফ্‌ছকে কষ্টে ফেলিও না। যেহেতু এই তাজাল্লীয়ে জাতি হইতে উচ্চতর আর কোন মাকাম— বাস্তব স্তর নাই।

৭৫ মকতুব

এ ফকীর[১] অর্থাৎ মোহাম্মদ হাশেম কাস্‌মীর নিকট— তাজাল্লীয়ে আফ্‌আল, তাজাল্লীয়ে ছেফাত ও তাজাল্লীয়ে জাতের বর্ণনায় লিখিতেছেন।

ভ্রাতঃ ! খাজা মোহাম্মদ হাশেম কাস্‌মী জানিবেন যে, তাজাল্লীয়ে আফ্‌আল-এর অর্থ ছালেক বা সাধকের প্রতি আল্লাহ্‌পাকের কার্য্যকলাপের এরূপ বিকাশ হয়, যাহাতে সাধক বান্দাগণের কার্য্যকলাপকে উক্ত কার্য্যের প্রতিচ্ছায়া হিসাবে অবলোকন করে এবং আল্লাহ্‌পাকের এই কার্য্যকে উক্ত কার্য্যসমূহের মূল বলিয়া প্রাপ্ত হয় ও উক্ত কার্য্যসমূহ ঐ এক কার্য্যের দ্বারা দণ্ডায়মান বলিয়া জানে ; এই তাজাল্লীর পূর্ণতা এই যে, উক্ত প্রতিচ্ছায়া সমূহ যেন তাহার (সাধকের) দৃষ্টি হইতে পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় মূলবস্তুর সহিত সম্মিলিত হইয়া যায় এবং সে যেন এই কার্য্য সমূহের কর্ত্তাকে গতিবিধি-শূন্য "অচল, জড় পদার্থ তুল্য— " প্রাপ্ত হয়। তৌহিদ বা একবাদ মতাবলম্বীগণ বস্তু সমূহকে যে, অবিকল আল্লাহ্ বলিয়া প্রমাণ করে এবং 'সবই-ঐ' বলে, তাহা এই স্তরেই বলিয়া থাকে ; ও বান্দাগণের একাধিক কার্য্য সমূহকে এক কর্ত্তা অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের কার্য্য বলিয়া জানে। কিন্তু তথায় কার্য্য সমূহের যে সম্বন্ধ তাহাদের বিভিন্ন কর্ত্তা সমূহের সহিত ছিল, তাহা গুপ্ত হইয়া যায় এবং এক কর্ত্তা (আল্লাহ্‌পাকের) সহিত নূতন সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। ইহা নহে যে, মূলকার্য্য সমূহ লুপ্ত হইয়া যায় ও তাহা স্বীয় আছল বা মূল বস্তুর সহিত— সম্মিলিত হয়। ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে যদিও অনেকের প্রতি ইহা গুপ্ত আছে।

'তাজাল্লীয়ে ছেফাত'— অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের গুণাবলীর প্রতিবিম্বের অর্থ, সাধকের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর বিকাশ প্রাপ্তি, যাহাতে সে, (সাধক) বান্দাগণের গুণাবলীকে আল্লাহ্‌পাকের অবশ্যম্ভাবী গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া বলিয়া জানে এবং উক্ত গুণাবলী তাহাদের মূলবস্তু সমূহের সহিত অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের ছেফাতের সহিত দণ্ডায়মান বলিয়া প্রাপ্ত হয়। যথা— সৃষ্ট পদার্থের এল্‌ম বা জ্ঞান, আল্লাহ্ পাকের অবশ্যম্ভাবী এল্‌মের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া প্রাপ্ত হয় এবং উহা তাহার সহিত দণ্ডায়মান বলিয়া জানে। এইরূপ ক্ষমতাগুণকেও আল্লাহ্-পাকের ক্ষমতাগুণের ছায়া

টীকাঃ- ১। ইনি মকতুবাত শরীফ একত্রিত ও কেতাব আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। সেইহেতু এ ফকীর লিখিয়াছেন।

ও উহা তাঁহার সহিত দণ্ডায়মান বলিয়া ধারণা করে। এই তাজাল্লী বা আবির্ভাবের পূর্ণতা এই যে— এই প্রতিবিম্বজাত গুণসমূহ সাধকের দৃষ্টি হইতে যেন পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় এবং উহার মূলবস্তু সমূহের সহিত সম্মিলিত হয়। তৎপর সে নিজেকে— যাহা উক্ত গুণে-গুণান্বিত ছিল, তাহাকে যেন জড় পদার্থের ন্যায় জীবন শূন্য, মৃত ও এল্‌ম বা জ্ঞান রহিত বলিয়া প্রাপ্ত হয় এবং অস্তিত্বের ও অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক পূর্ণতা সমূহের যেন কোন চিহ্ন নিজের মধ্যে প্রাপ্ত না হয়। তথায় যেন কোন জেকের (স্মরণ) ও তায়াজ্জোহ (লক্ষ্য) এবং হুজুর (উপস্থিতি) ও শুহুদ (আত্মীক দর্শন) কিছুই বর্ত্তমান না থাকে। স্বীয় মূলবস্তুর সহিত— সম্মিলিত হওয়ার পর যদি তাহার লক্ষ্য হয়, তবে তাহা তাহার নিজের প্রতিই-নিজের লক্ষ্য হয়, এবং যদি হুজুর বা আবির্ভাব হয়, তাহাও নিজের প্রতি নিজের আবির্ভাব হয়। সাধক যদি এস্থলে কিছু লাভ করে, তাহা প্রকৃত ফানা বা লয় প্রাপ্তি ও শূন্যতা লাভ করিয়া থাকে। স্বীয় জ্ঞানে সে, যে সকল পূর্ণতা সমূহকে নিজের প্রতি সম্বন্ধিত করিতেছিল তাহা নিবারিত হওয়া ও আমানত ও গচ্ছিত ধন যাহা মিথ্যা বা অমূলক হিসাবে নিজের বলিয়া অনুমান করিতেছিল, তাহা তাহার মালিককে সম্প্রদান করা সংঘটিত হয় ; পরন্তু এ স্থলে সাধকের 'আনা' বা আমি বলার স্থান এরূপভাবে বিলীন হইয়া যায় যে, যদি উহাকে 'বাকা-বিল্লাহ্' প্রদান করা যায়, তখনও নিশ্চয় তাহার আমি বলার স্থান থাকে না এবং সে নিজেকে আমি বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারে না। যদিও সে নিজেকে স্বীয় মূলবস্তু হিসাবে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উক্ত মূলবস্তুর প্রতি তাহার 'আমি' বলা সংঘটিত হয় না ও নিজেকে স্বীয় মূলবস্তু বলিতে পারে না ; কেননা তাহার আমিত্ব তাহা হইতে অপসারিত হইয়া গিয়াছে ও নিজস্ব হওয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। এই সৌভাগ্যে উপনীত না হওয়ার কারণেই— 'আনাল হক্' বা আমি আল্লাহ্ ও আমি পবিত্র জাত ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে। অবশ্য যে বোজর্গগণ হইতে এইরূপ বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এবং তাঁহাদের শেষ উন্নতি এই সকল বাক্যের বহু উর্দ্ধে হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। এই ফানার সৌভাগ্য যাহা প্রকৃত 'নাস্তি' যদিও ইহা তাজাল্লীয়ে ছেফাত বা গুণাবলীর আবির্ভাবের শেষ স্তর, কিন্তু ইহা তাজাল্লীয়ে জাতি বা পবিত্র জাতের আবির্ভাবের বিকাশ কর্ত্তৃক লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত

পবিত্র জাতের তাজাল্লী প্রাপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত এই ফানার সৌভাগ্য— লাভ হইবে না। বরং ছেফাতের তাজাল্লীও সমাপ্ত হইবে না। "যে পর্য্যন্ত তুমি পাইবে না, সে পর্য্যন্ত মুক্ত হইবে না'। (প্রচলিত কথা) "সাধকের অবশিষ্ট— যাহা জড় পদার্থের মত তাহার নজরে পড়িত, তাজাল্লীয়ে জাতি দ্বারা তাহাও অপসারিত হইয়া যায়। উহা ঐ আদম বা নাস্তি, যাহা সকল সৃষ্ট বস্তুর মূল এবং যাহার মধ্যে আল্লাহ্পাকের অবশ্যম্ভাবী জাতের পূর্ণ গুণাবলীর প্রতিবিম্ব দ্বারা পার্থক্য ও ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল ও ইহার দর্পণবৎ হইয়া অন্য সকল নাস্তি হইতে পৃথক হইয়াছিল। যখন উক্ত প্রতিবিম্ব সমূহ স্বীয় মূলবস্তুর সহিত মিলিত হয়, অর্থাৎ যদ্দারা পার্থক্য লাভ করিয়াছিল তাহা উক্ত নাস্তির মধ্যে বর্ত্তমান না থাকে, তখন এই বিশিষ্ট নাস্তি— সাধারণ নাস্তির সহিত মিলিত হইয়া যায়। সে সময় উক্ত সাধকের কোন নাম নিশানা বা চিহ্ন নিদর্শনও থাকে না। "কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না এবং কিছুই ছাড়িবে না" (কোরআন)।

অস্তিত্ব ও তাহার আনুষঙ্গিক বস্তু সমূহ— যেরূপ তাহা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, নাস্তিও তদ্রূপ উহা হইতে পৃথক হইয়া স্বীয় মূলবস্তুর সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে।

জানা আবশ্যক যে, গুণাবলীর প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া এই 'আদম' বা নাস্তি অন্যান্য আদম হইতে যে পার্থক্য লাভ করিয়াছিল, তাহা ধারণা হিসাবে ছিল। বস্তুতঃ তাহার মধ্যে কোনই প্রতিবিম্ব বর্ত্তমান ছিল না। যেরূপ অন্যান্য দর্পণ সমূহ ; তাহার মধ্যে— আকৃতি সমূহের প্রতি বিকাশ— ধারণা অনুযায়ী হইয়া থাকে। যখন ধারণা অনুযায়ী তাহার মধ্যে প্রতিবিম্ব সমূহ লাভ হয়, তখন তদ্দারা যে পার্থক্য হয় তাহাও ধারণা অনুযায়ী হয়। অতএব সৃষ্ট পদার্থ সমূহের অস্তিত্ব যেরূপ ধারণা সম্ভূত, তাহার নাস্তিও তদ্রূপ ধারণা সম্ভূত। ধারণার বৃত্তের বাহিরে তাহাকে— কোনই পদক্ষেপ প্রদান করা হয় নাই। যেহেতু অস্তিত্ব স্বীয় পূর্ণ বিশুদ্ধতার সহিত মুক্তভাবে আছে এবং নাস্তিও তদ্রূপ বিশুদ্ধভাবে মুক্ত আছে। অস্তিত্বের কোনও অবতরণ ঘটে নাই— এবং নাস্তিরও কোন উন্নতি হয় নাই। "আল্লাহ্পাকের পূর্ণ সৃষ্টি ক্ষমতা যে, তিনি ধারণার স্তরে— অস্তিত্ব ও নাস্তি দ্বারা একটি জগত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে পূর্ণ-দৃঢ়তা প্রদান করিয়াছেন ও চিরস্থায়ী ব্যাপার এবং স্থায়ী আজাব ও

হওয়াব তাহার সহিত সম্বন্ধিত করিয়া দিয়াছেন। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি দুরূহ নহে"।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই দৌলত অর্থাৎ ফানা প্রাপ্তি তাজাল্লীয়ে জাতির কিরণ কর্ত্তৃক লাভ হইয়া থাকে। তাহার অর্থ— এই ফানার সৌভাগ্য লাভ হওয়ার পর মূল তাজাল্লীয়ে জাতি লাভ হয়। "যে পর্য্যন্ত মুক্ত হইবে না, সে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইবে না"। তাজাল্লীর কিরণ ও মূল তাজাল্লীর মধ্যে ঐরূপ পার্থক্য জানিবে, যেরূপ প্রভাতের আলো ও সূর্য্য উদয় হওয়ার মধ্যে পার্থক্য। প্রভাত হওয়ার সময় সূর্য্যের কিরণের আবির্ভাব হয় এবং সূর্য্য উদয়ের পর স্বয়ং সূর্য্য আবির্ভূত হয়। অনেক স্থলে অনেককে কিরণের আবির্ভাবের পর— মূলবস্তুর আবির্ভাব প্রদান করেন না এবং কতিপয় বাহ্যিক কারণ হেতু— উক্ত উচ্চ মর্ত্তবায় উপনীত করেন না। তাহারা যেন— প্রভাতের আলো প্রাপ্ত হন, কিন্তু আকাশের গোলযোগ বা ধুলি-বালি ইত্যাদির কারণে সূর্য্য উদয়ের প্রতি পথ প্রাপ্ত হন না। পরন্তু প্রভাতের কিরণ দর্শনের জন্য দৃষ্টি শক্তি— শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক করে না। কিন্তু সূর্য্য দর্শন করার জন্যই— দৃষ্টিশক্তি পূর্ণরূপে শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক করে ও তীক্ষ্ম দৃষ্টির কামনা করে। বেচারা চর্ম্মচটিকা (চামচিকা) প্রভাতের কিরণ অবলোকন করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু সূর্য্যকে দেখিতে সে অক্ষম। সূর্য্য দেখিবার জন্য তাহার অন্য চক্ষু আবশ্যক। তাজাল্লীয়ে জাতের 'পরতাও' বা কিরণ দর্শন করার যোগ্যতা অনেকের আছে, কিন্তু মূল তাজাল্লী দর্শনের যোগ্যতা নাই। যেরূপ চামচিকা সূর্য্যের কিরণ দেখার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু মূল সূর্য্যের চাকচিক্য দেখার ক্ষমতা রাখে না।

একটি গুপ্ত কথা বলিতেছি, হয়তো কাহারও উপকারে আসিবে। তাজাল্লীয়ে ছেফাত সমাপ্তি এবং ফানায়ে ছেফাত ও জাত হাছিল হওয়ার পর, সাধকের একটি তাজাল্লীর উদ্ভব হয়, মনে হয় উহা তাজাল্লীয়ে জাতের বারান্দাতুল্য এবং উহা তাজাল্লীয়ে জাত এবং তাজাল্লীয়ে ছেফাতের মধ্যস্থ স্বরূপ। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌পাক ইহা অতিক্রম করাইয়া অগ্রসর করান, তাজাল্লীয়ে জাত হইতে স্বীয় যোগ্যতানুযায়ী সে অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই মধ্যস্থ তাজাল্লী এ-ফকীরের ধারণায় শায়েখ মুহিউদ্দীন এব্‌নে আরাবী (কোঃ ছেঃ) যে তাজাল্লীয়ে জাতের কথা বলিয়াছেন, তাহার আসল বা মূল উক্ত তাজাল্লীর বিষয় তিনি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে— "পবিত্র জাতের তাজাল্লী বা আবির্ভাব তাজাল্লী প্রাপ্ত ব্যক্তির

আকৃতি ব্যতীত অন্য প্রকারে সংঘটিত হয় না। অতএব তাজাল্লী প্রাপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের দর্পণে স্বীয় আকৃতি ব্যতীত অন্য কিছুই অবলোকন করে না। সে আল্লাহ্পাককে অবলোকন করে নাই এবং অবলোকন করাও সম্ভবপর নহে"। শায়েখ এই তাজাল্লীকে— যাবতীয় তাজাল্লীর শেষ-স্তর বলিয়াছেন এবং ইহার উর্দ্ধে অন্য কোন মাকাম আছে বলিয়া তিনি জানেন না। যথা— তিনি বলিয়াছেন যে, "এই তাজাল্লীর পর নিছক 'আদম' বা নাস্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। অতএব, তুমি আর আকাঙ্খা করিও না এবং এই তাজাল্লীয়ে জাতির স্তর হইতে উন্নতি করার প্রতি যত্নবান হইও না"। আশ্চর্য্যের বিষয় যে প্রকৃত উদ্দিষ্ট বস্তু-লাভ হওয়া এই তাজাল্লীর পর হইয়া থাকে, অথচ শায়েখ উহা হইতে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন ও আয়াত শরীফে— "এবং আল্লাহ্পাক তোমাদিগকে স্বীয় নফ্ছের ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন", বাক্য দ্বারা ধমক দিতেছেন ও ভয় দেখাইতেছেন। কিন্তু আমরা মতিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগণ যদি তাঁহার জন্য আকাঙ্খী না হই— এবং কষ্ট না করি তাহা হইলে কি আর করিলাম ! মূল্যবান রত্ন ফেলিয়া যেন ভগ্ন খোলক লইয়া শান্ত হইলাম। ফলকথা, প্রত্যেক স্তরের অংশ উক্ত স্তরের অনুরূপ হইয়া থাকে। প্রকার-বিহীন স্তরের অংশ প্রকারবিহীন হয়, কেননা প্রকার সম্ভূত বস্তুর প্রকারবিহীনের দিকে পথ নাই।

সুতরাং উক্ত মর্ত্তবায় যে মারেফত বা পরিচয় সম্বন্ধিত হয় তাহা প্রকার সম্ভূত বস্তুর সম্বন্ধিত মারেফতের অনুরূপ নহে। এই মারেফতের তথায় কোনই স্থান নাই। এইহেতু বলা হইয়া থাকে যে, "আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের এল্ম বা জ্ঞান অজ্ঞতা'। অর্থাৎ উহা ঐ প্রকারের এল্ম নহে— যাহা সৃষ্ট পদার্থের এল্মের সহিত সম্বন্ধিত। কেননা উহা (সৃষ্ট বস্তুর এল্ম) প্রকার সম্ভূত বাক্য এবং তথায় কোনরূপ প্রকার নাই। আল্লাহ্তায়ালার জাত পাকের বিষয় যে, চিন্তা করা নিষেধ করিয়া থাকেন তাহার কারণ এই যে, আল্লাহ্পাক চিন্তা ও ধারণার বহির্ভূত। তাঁহাকে তাঁহার মাধ্যমে লাভ করা যাইতে পারে ; চিন্তা ধারণা দ্বারা নহে। হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদিগকে তোমার নিকট— হইতে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্য সকল— সরল করিয়া দাও। শায়েখ (কোঃ ছেঃ)-এর একথা বলা উচিৎ ছিল যে, এই তাজাল্লীর পর নিছক অস্তিত্ব ও খাঁটি নূর ব্যতীত অন্য কিছুই

নাই। তিনি বাহ্যতঃ উক্ত তাজাল্লীর পর যে 'নাস্তি' বলিয়াছেন— তাহা এইহেতু বলিয়াছেন যে, সৃষ্ট জগত ছেফাত বা গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া এবং গুণাবলী হইতে উর্দ্ধারোহন করা স্বীয় নাস্তি বা শূন্যতার জন্য চেষ্টা করা মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে ; কেননা সাধক ছেফাত সমূহ যাহা— তাহার মূলবস্তু তাহা হইতে যদি উন্নতি না করে এবং পবিত্র জাতের 'শান', 'এতেবারের' ঊর্দ্ধে গমন না করে তবে সে আর কি কাজ করিল ? এবং পৃথিবীতে কি জন্য আসিল ? প্রত্যেক স্তরে তাহার যে 'ফানা' 'বাকা' লাভ হইয়াছে, তদ্বারা সে নিজের মূলবস্তু হইতে উর্দ্ধারোহণ করিতে নির্ভীক হইয়াছে এবং মূলবস্তুতে তাহার বাকা— লাভ হইয়া তাহা অতিক্রম করিয়াছে এবং মূলের-মূল বস্তুতে পৌছিয়াছে।

দগ্ধ করে— অগ্নি, যে বা স্পর্শ করে তারে
স্বয়ং যিনি অগ্নি, তাকে কে জ্বালাতে পারে !

শায়েখ (কোঃ ছেঃ) যদি এই প্রতিবিম্বের মূলে উপনীত হইতেন, তবে ইহা হইতে উন্নতি করিতে ভীত হইতেন না এবং অন্যকেও ভীতি প্রদর্শন করিতেন না কিন্তু তাঁহার প্রতি সৎ বিশ্বাস পোষণ করিয়া মনে করিতেছি যে, তিনি আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে এই মাকাম হইতে উন্নতি করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। বোজর্গের হালত বা আত্মীক অবস্থা তাঁহার বাক্যের পরিমাপ দণ্ডের দ্বারা পরিমাপ করা উচিত নহে। হয়তো ইহা তিনি প্রারম্ভে বা মধ্য অবস্থায় বলিয়া থাকিবেন এবং উহা হইতে তিনি বহু উন্নতি করিয়াছেন। "যাহার দুই দিবস সমতুল্য থাকে সে ক্ষতিগ্রস্ত" (হাদীছ)। আল্লাহ্পাক তৌফিক প্রদানকারী। তাজাল্লীয়ে জাতীর বিষয় আমি আর কি লিখিব এবং কি-ই বা লিখিতে পারি ! যেহেতু ইহা অনুভূতি সম্ভূত বস্তু ; যে লাভ করিল, সে-ই বুঝিল এবং যে লাভ করিবে না, সে বুঝিতে পারিবে না।

ভাঙ্গিল কলম যবে আসিল হেথায়,
(এ বিষয় অধিক লিখা বিশেষ অন্যায়)।

এইমাত্র ব্যক্ত করা যাইতে পারে যে, যে সাধকের ফানার কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইল এই তাজাল্লী— তাহার জন্য স্থায়ী হইয়া থাকে। অন্য সকল ব্যক্তির জন্য যাহা তড়িৎবৎ হয়, তাহা উহার জন্য স্থায়ীরূপে হয় বরং তড়িৎবৎ তাজাল্লী-তাজাল্লীয়ে জাতী নহে ; যদিও তাহাকে তাজাল্লীয়ে জাত বলা হয়। তাহা আল্লাহ্পাকের শান

সমূহের কোন এক শানের তাজাল্লী এবং উহা নিমিষে গুপ্ত হইয়া থাকে। যে-স্থলে তাজাল্লীয়ে জাত— শান, এতেবার লক্ষ্য না করিয়া হয়, তাহা স্থায়ী হওয়া অনিবার্য্য; গুপ্ত হওয়ার অনুমান করা তথায় চলে না। তাজাল্লী পরিবর্ত্তিত হওয়া ছেফাত এবং শূয়ূনাতের আভা প্রদান করে।

আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত-ই ঐ বস্তু, যাহা পরিবর্ত্তন হইতে পবিত্র ও উচ্চ। গুপ্ত হওয়ার তথায় কোনই অবকাশ নাই। ইহা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন। তিনি অতি উচ্চ অনুগ্রহশীল। ওয়াচ্ছালাম ॥

নবম অধ্যায় (হেচ্চা)

৭৬ মকতুব

হজরত মখদুম-জাদা খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাজী)-এর নিকট শানুল্ এল্মের উচ্চতার বিষয় লিখিতেছেন।

শানুল্ এল্ম বা এল্ম গুণের মূল যদিও শানুল্ হায়াতের অনুগামী, তথাপি আল্লাহ্পাকের পবিত্র জাতের মর্ত্তবায় ছেফাত এবং শান সমূহের অনুমান অপসরণের পর এল্মগুণের এমন এক শান ও অবস্থা এবং অবকাশ আছে, যাহা হায়াত গুণের নাই। অবশিষ্ট ছেফাত ও শান সমূহের তথায় আর কি— অধিকার হইতে পারে ? ইহা এমন একটি উচ্চ মর্ত্তবা যাহা যাবতীয় সম্বন্ধ হইতে পবিত্র। তথায় নিজেকে নূর বলা ব্যতীত অন্য কিছুই বলা সঙ্গত মনে করে না। আমি ধারণা করি যে, এলমের তথায় অবকাশ আছে। কিন্তু যে এল্মকে হুছুলী বা হুজুরী বলা হয়, উহা তাহা নহে। যেহেতু উক্ত দুই প্রকারের এল্ম স্বয়ং হায়াত গুণের অনুগত। উল্লিখিত এল্ম (যাহা সেই উচ্চ মর্ত্তবায় স্থান পায়) আল্লাহ্পাকের পবিত্র জাতের ন্যায় রকম-প্রকারবিহীন। তাহা যেন সবই প্রকারবিহীন অনুভূতি, যাহা 'আলেম' বা জ্ঞানধারী এবং 'মালুম' বা জানিত বস্তু হিসাবে নহে। এই মর্ত্তবার উর্দ্ধে, অপর একটি মর্ত্তবা আছে। যেথায় অন্যান্য শান সমূহের মত এল্মেরও অবকাশ নাই। তথায় যেন সবই 'নূর' যাহা পূর্ব্ব লিখিত প্রকারবিহীন সংজ্ঞা ও চৈতন্যের মূল। যখন উক্ত পবিত্র নূরের প্রতিচ্ছায়া রকম প্রকারবিহীন, তখন তাহার মূল যাহা নিছক নূর, তাহার

প্রকারবিহীনতার কথা আর কি বলিব এবং কি-ই বা বলা যাইতে পারে! 'অবশ্যম্ভাবী ও সম্ভাব্য যাবতীয় পূর্ণতা উক্ত নূরের প্রতিচ্ছায়া ও তদ্বারা দণ্ডায়মান। অস্তিত্বও (উক্ত) নূর দ্বারা 'অস্তিত্ব' হইয়াছে, এবং নিদর্শন ও ক্রিয়া সমূহের উৎপত্তিস্থান হইয়াছে। প্রথম মর্ত্তবা, যখন উক্ত নিছক নূর হইতে অতি সামান্য নিম্নে অবস্থিত বা অবতরণের গন্ধ রাখে এবং সংজ্ঞা ও নূর একত্রিতকারী, তখন সত্য সংবাদদাতা (দঃ) ইহাকে 'সৃষ্টবস্তু' বলিয়াছেন ; অর্থাৎ কখনও উহাকে 'আকল' বা জ্ঞান বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন ; আবার কখনও নূর বলিয়া স্মরণ করিয়াছেন। যথা— তিনি ফরমাইয়াছেন, "প্রথম বস্তু যাহা আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা— 'আক্ল' বা জ্ঞান"। আবার ফরমাইয়াছেন— "প্রথম বস্তু আল্লাহপাক যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমার 'নূর'।" এই উভয়েই এক ! অর্থাৎ উহাই 'নূর' ও উহাই— 'আক্ল' বা জ্ঞান। হজরত (দঃ) যখন এই নূরকে নিজের সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন এবং 'আমার নূর' বলিয়াছেন, তখন এই মর্ত্তবাকে হকীকতে মোহাম্মদী বা মোহাম্মদ (ছঃ)-এর তত্ত্ব ও প্রথম তায়াইয়্যুন বা ব্যক্তিত্ব বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা ঐ হকীকত বা প্রথম তায়াইয়্যুন নহে, যাহা ছূফীগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাঁহাদের উক্ত তায়াইয়্যুন যদি এই তায়াইয়্যুনের প্রতিবিম্ব সমূহের কোন এক প্রতিবিম্ব হইত, তাহাও যথেষ্ট হইত। যেরূপ এই আকল বা জ্ঞানের অর্থ ঐ আকল নহে— যাহাকে দার্শনিকগণ আল্লাহ্পাকের অবশ্যম্ভাবী জাত হইতে প্রথম সংঘটিত হওয়া অনিবার্য্য বলিয়াছেন, এবং উহাকে (ঐ-আক্লে ফায়ালকে) একাধিক বস্তু বা সৃষ্ট পদার্থ সমূহের উৎপত্তিস্থান বা স্রষ্টা বলিয়া থাকেন।

জানা আবশ্যক যে, যে-স্থলে তায়াইয়্যুন বা ব্যক্তিত্ব আছে, সে-স্থলে সম্ভাব্যের গন্ধ ও নাস্তির সংমিশ্রণ আছে, যদ্বারা অস্তিত্বের ব্যক্তিত্ব ও পার্থক্য ঘটিয়াছে। "বিপরীত বস্তু দ্বারা বস্তুসমূহ প্রকাশিত হয়"। আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের ছেফাত-সমূহ যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যদিও তাহারা অনাদি— তথাপি স্বয়ং বা স্বাধীনভাবে অবশ্যম্ভাবী নহে। বরং তাহারা অবশ্যম্ভাবী জাতের দ্বারা অবশ্যম্ভাবী। যাহাকে 'ওয়াজেব বেল গায়ের'— অন্যের সাহায্যে অবশ্যম্ভাবী বলা হয়। ইহাও যেন এক প্রকার সম্ভাব্য। যদিও অনাদি গুণাবলীকে সম্ভাব্য বলা হইতে বিরত থাকা অনিবার্য্য ; কেননা তাহাতে নূতনত্বের ধারণা আসিতে পারে এবং যদিও

উক্ত মর্ত্তবা অবশ্যম্ভাবী বাক্য প্রয়োগ করার যোগ্য, যেহেতু উহা অবশ্যম্ভাবী জাত হইতে সমাগত ; তথাপি প্রকৃতপক্ষে তথায় সম্ভাব্যের অবকাশ আছে। যেহেতু তাহাদের অবশ্যম্ভাবী হওয়া নিজস্ব নহে ; অন্যের সাহায্যে। অবশ্য অপর বলা উচিত নহে এবং পরিভাষার বিপরীত অপর শব্দের অর্থ লইয়া থাকেন, কিন্তু দুইবস্তু বিভিন্নতা কামনা করে। দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, দুইবস্তু পরস্পর বিপরীত। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, শায়েখ মুহিউদ্দিন এব্নে আরাবী দুই- তায়াইয়্যুনকে অবশ্যম্ভাবী এবং তিন- তায়াইয়্যুন সম্ভাব্য বলিয়াছেন। বস্তুতঃ যাবতীয় তায়াইয়্যুন প্রতিচ্ছায়া হওয়ার কলঙ্কে- কলঙ্কিত এবং সম্ভাব্যের গন্ধযুক্ত। অবশ্য এক সম্ভাব্য অন্য সম্ভাব্য হইতে অনেক পার্থক্য রাখে। একটি অনাদি, অপরটি আদি সম্ভুত। কিন্তু সবই— দায়রায়ে এমকান বা সম্ভাব্যের বৃত্তের বহির্ভূত নহে এবং নাস্তির গন্ধযুক্ত।

দ্বিতীয় মর্ত্তবা যাহা নিছক 'নূর' এবং যাহাকে "লা তায়াইয়্যুন" বা সীমাহীন বলা হয়, তাহাকে অন্য সকলের মত নিছক জাত, বা শুধু এক জাত বলিয়া ধারণা করিও না। কেননা, উহাও আল্লাহ্পাকের পবিত্র-জাতের নিছক নূরাণী বা আলোকময় পর্দ্দা সমূহের একটি পর্দ্দা। "নিশ্চয় আল্লাহ্পাকের জন্য— আলোক ও আঁধারের সত্তর হাজার পর্দ্দা আছে" (হাদীছ)। যদিও উহাদের মধ্যে তায়াইয়্যুন বা নির্দ্ধারণ নাই ; কিন্তু উহা প্রকৃত উদ্দিষ্ট-বস্তুর ব্যবধান বটে ; অবশ্য উহা শেষ স্তরের ব্যবধান। আল্লাহ্পাক উহারও পরের-পরে। এই নিছক 'নূর'— তায়াইয়্যুনের বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া, ইহা 'আদম বা নাস্তির তমোরাশি হইতে পবিত্র ও উচ্চ। আল্লাহ্পাকের উদাহরণ অতি-উচ্চ। ইহার মেছাল বা উদাহরণ— যেরূপ সূর্য্যের কিরণ ; যাহা সূর্য্যের গোলকের পর্দ্দা স্বরূপ ; কিন্তু উহা উক্ত গোলক হইতেই বিচ্ছুরিত হইয়া উহার পর্দ্দা স্বরূপ হইয়াছে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "নূরই তাঁহার পর্দ্দা"। এই উচ্চ মর্ত্তবা, জাতী-তাজাল্লী সমূহের ঊর্দ্ধে। গুণাবলী ও কার্য্যকলাপের তাজাল্লী সমূহের বিষয় কি আর বলিব ! কেননা তায়াইয়্যুনের (সীমিতির) আভাষ ব্যতীত তাজাল্লীর ধারণা করা যায় না, এবং এই মাকাম যাবতীয় তায়াইয়্যুনের (নির্দ্ধারণের) ঊর্দ্ধে। কিন্তু উক্ত জাতী তাজাল্লীর উৎপত্তিস্থান সেই নিছক নূর এবং তাহারই সাহায্যে তাজাল্লী সংঘটিত হয়। উহা যদি না হইত, তাহা

হইলে কখনও তাজাল্লী সংঘটিত হইত না। পবিত্র কাবার হাকীকত বা তত্ত্ব— আমি ধারণা করিতেছি যে, এই পবিত্র 'নূর', যাহা যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর ছেজ্‌দা প্রাপ্তির স্থান ও তায়াইয়্যুন বা ব্যক্তিত্ব সমূহের মূল। এই 'নূর' যখন জাতী তাজাল্লী বা আবির্ভাব সমূহের আশ্রয় স্থান, তখন— "অন্য বস্তু সমূহের ছেজ্‌দা প্রাপ্তির স্থান" বলিয়া কি আর প্রশংসিত হইবে ! আল্লাহ্‌পাকের পূর্ণ অনুগ্রহে সহস্রের মধ্য হইতে যদি কোন এক সাধককে এই দৌলত (নূর) প্রদান করিয়া সৌভাগ্যবান করেন এবং এইস্থলে ফানা বাকা প্রদান করেন, তখন হয়তো এই নূরের সহিত বাকা বা স্থায়ীত্ব লাভ করিয়া ঊর্দ্ধের মাকাম বা তাহারও ঊর্দ্ধের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইবে এবং নূরের মাধ্যমে উক্ত নূর অতিক্রম করতঃ নূরের মূলবস্তুতে উপনীত হইবে। "ইহা আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহ ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন ইহা তাহাকে প্রদান করেন। আল্লাহ্‌প্যাক অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল" (কোরআন)। উল্লিখিত মারেফত সমূহ যেরূপ চিন্তা ধারণার বহির্ভূত, তদ্রূপ আত্মীক বিকাশ ও আত্মীক দর্শনেরও বহির্ভূত। আত্মীক-বিকাশ ও দর্শনধারী ব্যক্তিগণ উল্লিখিত জানিত— বস্তুসমূহ অনুভব করিতে (জাহেরী) এল্‌ম বা বিদ্যা ও জ্ঞানধারী ব্যক্তিগণের তুল্য। নবুয়তের বা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের বিবেকের নূর আবশ্যক, যাহাতে পয়গম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণ করিয়া এই তত্ত্ব সমূহ অনুভব করার প্রতি পথপ্রাপ্ত হয় ও ইহার অবগতির প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করে।

জানা আবশ্যক যে অন্যান্য নূরের ন্যায় ইহাও সম্ভাব্যের সংমিশ্রণ ও সম্ভাব্য হওয়া— হইতে পবিত্র এবং ইহা আশ্রয় নিরপেক্ষ ও আশ্রয় সাপেক্ষ গণের— গণ্ডিভুক্ত হওয়া হইতেও পবিত্র। ইহা এমন একটি মর্ত্তবা (স্তর) যথায়— 'নূর' বা আলোক বলা ব্যতীত— অন্য কিছুই বলা চলে না, যদিও অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব (বলা) হউক না কেন ! যেহেতু অবশ্যম্ভাব্য উহার নিম্নস্তরে অবস্থিত।

হুঁশিয়ারী

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে যেন কেহ কেহ ইহা ধারণা না করে যে, এই সাধকের জন্য আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাত হইতে যাবতীয় পর্দ্দা বিদীর্ণ হয় ও উঠিয়া যায়। যেহেতু যাবতীয় পর্দ্দার শেষ পর্দ্দা এই নূরকে বলা হয় এবং ইহা (উঠিয়া যাওয়া)

অসম্ভব। যেরূপ হাদীছে বর্ণিত আছে, "নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাকের জন্য আলোক ও আঁধারের সত্তর হাজার পর্দ্দা আছে, যদি তাহা মুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র বদনের তীক্ষ্ম নূর (জ্যোতি) তাঁহার দৃষ্টির শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত সৃষ্ট বস্তু সমূহকে ভস্মিভূত করিয়া দিবে"। যেহেতু এ-স্থলে ব্যবধান দ্বারাই অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব লাভ হয় ও ইহারা পরস্পর পরস্পরের জন্য সরঞ্জাম বা উপকরণ ও ব্যবস্থা স্বরূপ। পর্দ্দা অপসারিত ও বিদীর্ণ হওয়া নহে, ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য বর্ত্তমান আছে।

হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্য সমূহ সরল করিয়া দাও। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে, তাহার প্রতি ছালাম।

৭৭ মকতুব

হজরত মখদুম-জাদা খাজা মোহাম্মদ সাঈদ (রাঃ)-এর নিকট, 'হকীকতে কাবার' রহস্যের বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য যিনি এই পথে আমাদিগকে হেদায়েত করিয়াছেন। যদি তিনি হেদায়েত (পথ-প্রদর্শন) না করিতেন তাহা হইলে আমরা কখনও পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রছুল (আঃ)-গণ সত্য লইয়া আগমন করিয়াছেন।

এই উচ্চ মর্ত্তবার নিছক 'নূর' যাহাকে এ ফকীর 'হকীকতে কাবা' বা পবিত্র কাবার তত্ত্ব বলিয়া প্রাপ্ত হইয়াছে এবং লিখিয়াছে, তাহার পর একটি অতি উচ্চ মর্ত্তবা আছে, যাহা পবিত্র কোরআন মজিদের হকীকত বা তত্ত্ব। মহান 'কাবা' পবিত্র কোরআনের আদেশে জগতবাসীগণের কেব্‌লা হইয়াছে এবং সকলের ছেজ্‌দা প্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। পবিত্র কোরআন যেন অগ্রগামী— এমামতুল্য এবং তাহার অনুসরণকারী মোক্তাদীগণের পুরোগামী— মহান 'কাবা'। এই পবিত্র মর্ত্তবা আল্লাহ্‌তায়ালার মহান জাতের প্রকারবিহীন প্রশস্ততার উৎপত্তিস্থানের প্রারম্ভ এবং উচ্চ মহান স্তরের রকম প্রকারবিহীনতার পার্থক্যের উৎপত্তিস্থানের প্রারম্ভ। উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার প্রশস্ততার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ হিসাবে নহে। কেননা তাহা ক্রটি ও সম্ভাব্যের চিহ্ন। উহা এমন— যে ব্যক্তি আস্বাদ প্রাপ্ত হয় নাই, সে বুঝিবে না।

পদ্য

সে পাখীর আমি তোরে কি দিব নিশান !
আনকার[১] সহিত আছে তার বাসস্থান।
নামেতে আনকারে কিন্তু জানে সর্ব্বজন
মম পাখীর নামটিও অতীব গোপন।

উক্ত মর্ত্তবায় যে বস্তুই ধারণা করা হউক না কেন, "যদিও তাহা অসম্ভবের ধারণা" এবং যতই দূরে অগ্রসর হওয়া যাউক না কেন ! "যদিও মোটেই অগ্রসর হওয়া যায় না", তথাপি নিশ্চয় (এইরূপ চেষ্টা করিলেও) তথায় কোন বিষয়ের সৃষ্টি হইবে না— যদ্বারা উক্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্য সাধিত হয় ও যাহা অন্য অনুমিত বস্তু বা ধরিয়া লওয়া বস্তুর মধ্যে লব্ধ না হয়। ইহা সত্ত্বেও উক্ত ধারণাকৃত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিস্কারভাবে বর্ত্তমান থাকিবে এবং উহাদের প্রত্যেকটির নিয়ম পৃথক পৃথক থাকিবে। আল্লাহ্পাক পবিত্রজাত, তাঁহার পরিচয় হইতে অক্ষম হওয়া ব্যতীত তাঁহার দিকে স্বীয় বান্দাগণকে অন্য কোন পথ প্রদান করেন নাই। পরিচয় লাভ হইতে অক্ষম হওয়া উচ্চ দরের অলী-আল্লাহ্গণের অংশ। "পরিচয় শূন্যতা" পৃথক ব্যাপার এবং পরিচয় হইতে অক্ষম হওয়া পৃথক ব্যাপার। যথা উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার পার্থক্য না হওয়ার নির্দ্দেশ প্রদান কার্য্য এবং প্রত্যেক জাতী পূর্ণতাকে পরস্পর অবিকল বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া, যেরূপ ছুফীগণ বলিয়া থাকেন যে— 'এল্ম' বা জ্ঞান অবিকল কুদরাত বা ক্ষমতা এবং কুদ্রাত বা ক্ষমতা অবিকল 'এরাদা' বা ইচ্ছা শক্তি। এ-স্থলে স্থানের পার্থক্য না করা হিসাবে— 'পরিচয় শূন্যতা' এবং স্থানের পার্থক্য করিয়া, পার্থক্যের তত্ত্ব (অর্থাৎ কিভাবে পার্থক্য হইল)— অনুভব না করা হিসাবে— তথাকার পার্থক্যের পরিচয়ের অক্ষম হওয়া। সুতরাং পরিচয় অপ্রাপ্তিকে— অজ্ঞতা বলা হয় এবং পরিচয় হইতে অক্ষম হওয়াকে 'এল্ম' বা জ্ঞান ও অবগতি বলা হয়। বরং অক্ষমতার মধ্যে দুই প্রকারের জ্ঞানলাভ হয়, এক প্রকার উক্ত বস্তুর জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ পূর্ণ উচ্চতা ও মহত্ব হেতু উক্ত বস্তুর তত্ত্ব অনুভব না হওয়ার জ্ঞান। পরন্তু এ স্থানে যদি তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান ইহার শামিল করি, তবে তাহারও অবকাশ আছে ; তাহা স্বীয় অক্ষমতা ও ত্রুটিময় হওয়ার জ্ঞান, যাহা তাহার ভৃত্যও দাসত্বের

টীকাঃ- ১। আকাশ-কুসুম।

মাকামের পোষকতাকারী। পক্ষান্তরে পরিচয় লাভ না হওয়া যাহাকে অজ্ঞতা বলা হয়, তাহা বহুস্থলে নিরেট মূর্খতায় পরিণত হয় এবং সে স্বীয় অজ্ঞতাকে অজ্ঞতা বলিয়া অনুমান করিতে পারে না, বরং উহাকে জ্ঞান বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু পরিচয় হইতে অক্ষম হওয়ার মধ্যে এই ব্যাধি হইতে পূর্ণরূপে মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভ হয়। বরং তথায় ইহার অবকাশই নাই। যেহেতু সে, স্বকীয় অক্ষমতা স্বীকারকারী। যদি পরিচয় অপ্রাপ্তি ও অক্ষমতা একই বস্তু হইত, তাহা হইলে মূর্খগণ সকলেই পরিচয় প্রাপ্ত সাধক হইত এবং তাহাদের অজ্ঞতাই পূর্ণতার কারণ হইত। বরং যে অধিক মূর্খ হইত, সে অধিক পরিচয় লাভকারী হইত। যেহেতু পরিচিত বস্তুকে অনুভব না করাই— তথাকার পরিচয় লাভ। পক্ষান্তরে, অক্ষমতার মধ্যে এই মুখবন্ধটি সত্য হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরিচয় হইতে অধিক অক্ষম, সেই ব্যক্তি মারেফত সমূহের অধিক পরিচয় লাভকারী। "পরিচয় হইতে অক্ষম হওয়া"— কথাটি বাস্তবে প্রশংসা ; যাহা দৃশ্যতঃ দুর্নামের অনুরূপ, কিন্তু "পরিচয় অপ্রাপ্তি", বাক্যটি নিছক দুর্নাম, যাহাতে সুনামের গন্ধও নাই। হে আল্লাহ্— তোমার পরিচয় হইতে পূর্ণরূপে অক্ষম করিয়া, আমার এল্‌ম বা জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া দাও। হে পবিত্র জাত ! যে পার্থক্যের প্রতি আমি পথ প্রাপ্ত হইয়াছি, যদি হজরত শায়েখ মুহিউদ্দীন আরাবী (কোঃ ছেঃ) উক্ত পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় পরিচয়ের অক্ষমতাকে তিনি অজ্ঞতা বলিয়া স্মরণ করিতেন না এবং উহাকে 'জহ্‌ল' বা অজ্ঞতার ও জ্ঞান শূন্যতার মধ্যে পরিগণিত করিতেন না। যথা— তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের মধ্যে কেহ— জানিয়াছে এবং কেহ— জানিতে পারে নাই"। আরও বলিয়াছেন "অনুভব করা হইতে অক্ষম হওয়াই প্রকৃতপক্ষে অনুভব করা"। তৎপর তিনি প্রথম দলের এল্‌মসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন ও তজ্জন্য গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উহাকে তাঁহার নিজের সহিত বিশিষ্ট বলিয়া জানিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে— "খাতেমুল আম্বিয়া (হজরত মোহাম্মদ ছঃ)ও এই এল্‌ম সমূহ খাতেমুল আউলিয়া (শায়েখ মুহিউদ্দিন আরাবী) হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন"। তিনিই-খাতেমুল বেলায়েতেল মোহাম্মদ অর্থাৎ তিনি নিজেকে মোহাম্মদ (দঃ)-এর নৈকট্য সমূহের সমাপ্তকারী বলিয়াছেন। এই হেতু তিনি সর্ব্ব সাধারণের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছেন। তাঁহার 'ফুছুছ' নামক পুস্তকের ব্যাখ্যাকারীগণ তাঁহার এই

বাক্যের সামঞ্জস্য দেখানোর জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন। এ ফকীরের নিকট প্রকৃতপক্ষে শায়েখের কথিত এল্‌মসমূহ উল্লিখিত অক্ষমতা হইতে বহুগুণে নিম্নতর। বরং ঐ অক্ষমতার সহিত ইহার কোনই তুলনা হয় না ; যেহেতু উহা প্রতিবিম্ব জাত এবং অক্ষমতা তথায় মূলবস্তু। ছোব্‌হানাল্লাহ্‌, আশ্চর্যের কথা ! উল্লিখিত বাক্যের বক্তা হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-কে বলা হইয়া থাকে এবং এই অক্ষমতার আবির্ভাবস্থলও ছিলেন— তিনিই। যিনি আরেফ সম্রাট ও পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শীর্ষ স্থানীয় ও ছিদ্দীকগণের ছর্দ্দার। এল্‌মের কি শক্তি যে উক্ত অক্ষমতা হইতে অগ্রগামী হয় ! কোন্‌ শক্তিশালী বস্তু উক্ত অক্ষম ব্যক্তিকে পশ্চাৎ পদ করিতে পারে। অবশ্য হজরত শায়েখ মুহিউদ্দীন (রাঃ) যখন ছিদ্দিকে আকবরের প্রভুর (নবী করিম ছঃ)-এর বিষয় উল্লিখিত উক্তি করিতে পারেন, তখন ছিদ্দীক (রাঃ)-এর বিষয় এরূপ বলা তাঁহার জন্য কোনও বিস্ময়কর নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ শরীয়ত গর্হিত বাক্য বলা সত্ত্বেও উক্ত শায়েখকে আল্লাহ্‌পাকের মকবুল এবং অলী-আল্লাহ্‌ গণের অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাইতেছি। দয়ালু-দাতার পক্ষে কোন কিছুই— অসম্ভব নহে। হাঁ-কখনও দোওয়া বা বাঞ্ছা করিলে মনঃক্ষুন্ন হয় ; আবার কখনও বা দুর্নামেও সন্তুষ্ট হয়। যাহারা উক্ত শায়েখকে অমান্য করে, তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং যাহারা তাঁহার বাক্যসমূহ সহ তাঁহাকে গ্রহণ করে, তাহারাও ক্ষতিগ্রস্থ ; অতএব তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার অবৈধ বাক্যসমূহ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহাকে গ্রহন করা না করার বিষয় ইহাই মধ্যবর্ত্তী পথ। ইহাই আমি এখ্‌তিয়ার করিয়াছি। প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্‌তায়ালাই অবগত।

এখন মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইয়া বলিব— উক্ত পবিত্র মর্ত্তবা যাহাকে কোরআন মজিদের হকীকত বলিয়াছেন, সে স্থলে 'নূর' শব্দ প্রয়োগ করারও অবকাশ নাই। অবশিষ্ট জাতী পূর্ণতা সমূহের ন্যায় 'নূর'ও যেন পথে রহিয়া যায়। তথায় 'বোছ্‌য়াতে বেচুন' বা প্রকারবিহীন প্রশস্ততা এবং প্রকারবিহীন পার্থক্য বলা ব্যতীত অন্য কিছুরই অবকাশ নাই। আল্লাহ্‌পাকের ফরমান যে, "তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌ তায়ালার পূত দরবার হইতে 'নূর' আসিয়াছে"। এই নূরের অর্থ যদি কোরআন বলা যায়, তাহা হইলে উহা অবতীর্ণ ও অবতরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে। কিন্তু 'নিশ্চয় আসিয়াছে'— বাক্যটি এইরূপ অর্থ লওয়ার পোষকতাকারী বটে।

উল্লিখিত মর্ত্তবার ঊর্দ্ধে অপর একটি স্তর আছে, তাহা অতি উচ্চ। উহাকে 'হকীকতে ছালাত' বা নামাজের প্রকৃত তত্ত্ব বলা হয়। উহার আকৃতি বাহ্যিক জগতে শেষ মর্ত্তবায় উপনীত— নামাজ পাঠকারীগণের সহিত বর্ত্তমান বা দণ্ডায়মান আছে। শবে মেরাজের ঘটনায় যাহা বর্ণিত আছে, "হে মোহাম্মদ (ছঃ) থামুন, আল্লাহ্পাক নামাজ পড়িতেছেন"; তাহা হয়তো উল্লিখিত হকীকতে ছালাতের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। হাঁ, যে বন্দেগী— এবাদত অমিশ্র ও পবিত্র মর্ত্তবার উপযোগী, তাহা অবশ্যম্ভাবী ও অনাদি মর্ত্তবার দ্বারা সংঘটিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতএব, আল্লাহ্তায়ালার উপযোগী এবাদত অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবার দ্বারাই হইয়া থাকে ; অন্যের দ্বারা নহে। সুতরাং তিনিই যেন এবাদতকারী ও তিনিই যেন এবাদত—গ্রহণকারী বা তিনিই উপাসক ও তিনিই উপাস্য। এই পবিত্র মর্ত্তবায় প্রকারবিহীন প্রশস্ততার পূর্ণতা ও অচিন্তনীয় পার্থক্য বর্ত্তমান। সুতরাং পবিত্র কা'বার হকীকত ইহারই অংশ স্বরূপ এবং কোরআনপাকের হকীকতও তদ্রূপ উহারই খণ্ড। যেহেতু নামাজ এবাদতের মর্ত্তবার ঐ কামালাত সমূহের সমষ্টি— যাহা মূলের মূলবস্তুর সহিত বর্ত্তমান, ইহারই জন্য— 'মাবুদিয়াতে ছের্‌ফ' বা নিছক উপাস্য— হওয়া সাব্যস্ত হয়। হকীকতে ছালাত বা নামাজের তত্ত্ব যাহা যাবতীয় এবাদতের সমষ্টি, এই স্তরেই ; ও তাহা— সেই পবিত্র মর্ত্তবার জন্য এবাদত করা হয়— যাহা ইহার ঊর্দ্ধে, এবং যাহার নিছক উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা বর্ত্তমান আছে, ও যাহা সকলের মূল ও আশ্রয় স্থান। তথায় প্রশস্ততাও অক্ষম হয় এবং পার্থক্যও পথে থাকিয়া যায় ; যদিও উক্ত প্রশস্ততা ও পার্থক্য প্রকারবিহীন হউক না কেন !

পূর্ণতা প্রাপ্ত পয়গম্বর (দঃ) ও মহামান্য অলী-আল্লাহ্গণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ণ, তাঁহাদের পদ-উন্নতির শেষ— 'হকীকতে ছালাত'-এর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত ; যাহা এবাদতকারীগণের এবাদতের শেষ মর্ত্তবা। উক্ত মাকামের ঊর্দ্ধে 'মাবুদিয়াতে ছের্‌ফ' বা নিছক উপাস্যের মাকাম। এই দৌলতের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার সহিত কোনভাবে কাহারও কোনক্রমেই শেরকত বা সমকক্ষতা নাই যে— ঊর্দ্ধে পদক্ষেপ করে। যে-স্থলে বন্দেগী ও দাসত্বের সংমিশ্রণ আছে, সে-স্থলে 'দৃষ্টির' ন্যায় পদক্ষেপেরও অবকাশ আছে ; কিন্তু যখন নিছক উপাস্যের মর্ত্তবার সহিত কারবার ও কার্য্য সংঘটিত হয়, তখন পদক্ষেপ সম্ভবপর হয় না এবং ভ্রমণ সমাপ্ত হইয়া

যায়। আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ ও শোকর-গোজারী যে, উল্লিখিত মাকামে 'দৃষ্টিকে' বাধা প্রদান করা হয় নাই। বরং সাধকের যোগ্যতানুযায়ী উহা (দৃষ্টির) অবকাশ প্রদান করা হইয়াছে।

ইহা যদি নাহি হত, প্রভুর দয়ায়,
কি-বিপদ হত যে, তা কহা নাহি যায় !

"হে মোহাম্মদ (ছঃ)— থামুন", শবে মে'রাজে যে আদেশ হইয়াছিল— বোধ হয় উক্ত স্তরে পদক্ষেপ যে অসম্ভব তদ্দিকেই ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ হে মোহাম্মদ (ছঃ) — ক্ষান্ত হউন ; আর অধিক পদক্ষেপ করিবেন না এবং অগ্রসর হইবেন না। যেহেতু নামাজের স্তরের উপরের মর্ত্তবা, যাহা অবশ্যম্ভাবী জাত হইতে সংঘটিত, তাহা আল্লাহ্তায়ালার জাতের নিছক একত্ব ও পবিত্রতার মর্ত্তবা ; তথায় পদক্ষেপের কোনই সম্ভাবনা ও স্থান নাই। পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর প্রকৃত তত্ত্ব এই স্থলেই— সংঘটিত হয়। এবং বাতুল উপাস্য সমূহের উপাসনা এই স্থলেই নিবারিত হয়। প্রকৃত মাবুদ যিনি ব্যতীত অন্য কেহই এবাদতের উপযোগী নাই, তাঁহার (অস্তিত্বের) প্রমাণ এই স্থলেই হাছিল হয়। আবার আবেদ ও মাবুদ বা উপাসক ও উপাস্য হওয়ার মধ্যে পূর্ণ পার্থক্য এই স্থলেই প্রকাশ পায় এবং উপাস্য হইতে উপাসক যথারীতি বিভিন্ন হইয়া যায়। এ স্থলে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, মোন্তাহী বা সমাপ্তকারীগণের অবস্থার অনুরূপ— "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহের অর্থ— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য নাই", যেরূপ শরীয়তে অর্থ নির্দ্ধারিত ও গৃহীত হইয়াছে ; "অস্তিত্বধারী কোনবস্তু নাই, অন্য কাহারও অস্তিত্ব নাই অথবা আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মকছুদ বা উদ্দেশ্য নাই", ইত্যাদি অর্থ লওয়া প্রারম্ভে ও মধ্যাবস্থায় হইয়া থাকে, অবশ্য 'অস্তিত্বধারী নাই' বা অস্তিত্বই নাই— অর্থ গ্রহণ হইতে, উদ্দেশ্য নাই— অর্থের মাকাম উচ্চতর, যাহা উপাস্য নাই— অর্থের বাতায়ন স্বরূপ।

জানা আবশ্যক যে, উক্ত স্তরে দৃষ্টির উন্নতি ও নয়নের তীক্ষ্ণতা নামাজের প্রতি নির্ভরশীল, (অর্থাৎ নামাজ কর্ত্তৃক হইয়া থাকে)— যাহা শেষ স্তরে উপনীত ব্যক্তিগণের কার্য্য। অন্য সকল এবাদত যেন, নামাজ পূর্ণ করার সহায়তাকারী মাত্র এবং উহার ক্ষতিপূরণকারী। এইহেতু হয়তো নামাজকে ঈমানের মত— 'স্বয়ং সুন্দর' বলা হইয়া থাকে। অন্য সকল এবাদত স্বয়ং সুন্দর নহে।

৭৮ মকতুব

তদীয় মহান ছাহেবজাদাদ্বয় হজরত খাজা মোহাম্মদ ছাঈদ ও খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ)-হুমার নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও রছুলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর প্রতি ছালাম বর্ষিত হউক।

প্রিয় বৎসগণ! যদিও তোমরা আমার সাক্ষাৎ ও চির সংসর্গের আশাধারী, আমিও তদ্রূপ আশাধারী কিন্তু কি করা যায়, সকল আশা যে পূর্ণ হইবার নহে।

যথা, প্রতিকূল বহে সাগরে পবন
তরণী চহে না তাহা; ধ্বংসের কারণ।

সৈন্যদলে এইভাবে অনিচ্ছাকৃত আবদ্ধ জীবন যাপন যথেষ্ট জানিতেছি। ইহার এক মূহুর্ত্ত— অন্যত্র বহুকাল অবস্থান হইতে উৎকৃষ্ট দেখিতেছি। এই স্থানে (আত্মীক উন্নতি) যাহা প্রাপ্ত হইতেছি, অন্যত্র বোধ হয় তাহার কোনও চিহ্ন বা নিদর্শন লাভ হইবে না। এ স্থানের 'এল্ম'-মারেফত এবং আত্মীক অবস্থা ও মাকাম লাভ অন্য সকল হইতে পৃথক। সম্রাট কর্ত্তৃক যে উৎপীড়ন হইতেছে তাহা স্বীয় প্রভু আল্লাহ্ তায়ালার পূর্ণ অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির বাতায়ন ও পথ স্বরূপ জানিতেছি। স্বীয় সৌভাগ্য— এই আবদ্ধতার মধ্যে দেখিতেছি। বিশেষতঃ উপস্থিত— সংগ্রামের মধ্যে আশ্চর্য্য অবস্থা চলিতেছে ও এই দুশ্চিন্তার মধ্যে দুস্প্রাপ্য ভাব-ভঙ্গিমার আবির্ভাব পাইতেছি। অবশ্য— প্রত্যহ তরু তাজা দৌলত ও বিস্ময়কর— সৌভাগ্য লাভ হইতেছে বটে; কিন্তু সন্তান-সন্ততিগণের অনুপস্থিতি হেতু মনঃক্ষুন্ন ও অস্থির আছি। মনে হয়, তোমাদের আকাঙ্ক্ষা হইতেও আমার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। ইহা চলিত কথা যে— পিতা পুত্রগণের জন্য যেরূপ ব্যস্ত, পুত্রগণ পিতার জন্য তদ্রূপ ব্যস্ত ও অস্থির নহে। একথা কিন্তু মূলবস্তু ও শাখা হিসাবে বিপরীত হইয়া পড়ে। যেহেতু মূলবস্তুর কোনই আবশ্যক নাই এবং শাখা সর্ব্বদাই মূলবস্তুর মুখাপেক্ষী, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই উল্লিখত রূপ ঘটনা হইয়া আসিতেছে। মূলবস্তুর আকাঙ্ক্ষাই প্রবল— প্রমাণিত হইয়াছে।

গৃহের সবই— গৃহ-স্বামীর অধিকৃত ; অতএব যদি দিল্লী হয় তাহা আপনার প্রতিবাসী তুল্য এবং যদি আগ্রা হয় তাহাও আল্লাহ্‌র রহমে নিকটবর্ত্তী।

গৃহে আছে— যাহা কিছু সাজ সরঞ্জাম,
গৃহ-স্বামীর অধিকৃত তাহা যে তামাম।
ওয়াচ্ছালাম ॥

৭৯ মকতুব

তদীয় ছাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ)-এর নিকট, সাধকের আল্লাহ্ প্রদত্ত দেহের প্রকারবিহীনতা এবং তাজাল্লীয়ে জাতীর নির্দ্ধারণ ও পরকালের দর্শন বা দিদার ইত্যাদির বিষয় লিখিতেছেন।

সাধকের কার্য্যকলাপ যখন 'শান' ও 'ছেফাত' সমূহের উর্দ্ধে যায় ও আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাতের অজুহ ও এ'তেবার বা প্রকার ও নির্দ্ধারণ সমূহের উপরে নীত হয় এবং যে মাকামকে হকীকতে ছালাত বলা হয় তাহা অতিক্রম করে, তখন লক্ষ্য ও লক্ষ্যকারী ব্যক্তি লক্ষ্যকৃত বস্তুর ন্যায় প্রকারবিহীন হইয়া থাকে। কেননা প্রকারবিহীন বস্তুর দিকে প্রকারসম্ভুত বস্তুর কোন পথ নাই। সাধকের 'জাত' বা ব্যক্তিত্বকে উল্লিখিত লক্ষ্যকারী বলা হয়, অবশ্য যাবতীয় প্রকারের নির্দ্ধারণ তাহা হইতে অপসারিত হইবার পর। বস্তুর 'তত্ত্ব' ঐ নিছক জাত বা ব্যক্তিত্বকে বলা হইয়া থাকে যাহা স্বয়ং তদীয় পরিচিত ও আকাঙ্ক্ষিত 'জাত ও তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্যকারী, বাহ্যিক নির্দ্ধারিত ও অনুমিত ও পরিচিত উদ্দিষ্ট বস্তুসমূহ কর্ত্তৃক নহে। 'বস্তুর তত্ত্ব-এর অর্থ তাহার নিছক 'জাত বা ব্যক্তিত্ব' এইহেতু বলিলাম, যেহেতু বস্তুর তত্ত্ব উহাকে বলে যাহা তাহার যাবতীয় আনুসঙ্গিক ও নির্দ্ধারণ সমূহের বহির্ভূত এবং বস্তুর জাত বা ব্যক্তিত্বও তদ্রূপ বাহ্যিক নির্দ্ধারণ সমূহ হইতে মুক্ত। কারণ বাহ্যিক নির্দ্ধারণ সমূহ যাহা কিছু উহার প্রতি অনুমান করা যাউকনা কেন, বস্তুর তত্ত্ব উহাদের বাহিরে ও পরে। 'জাত' বা স্বীয় ব্যক্তিত্বের স্তরে কোনও অন্য বস্তুর প্রমাণের অবকাশ নাই। তথায় যাহা কিছু প্রমাণ করা যাউক না কেন তাহা বাহ্যিক নির্দ্ধারণ ব্যতীত নহে ! পবিত্র 'জাত' তাহার পরের ও পরে। নিবারণ ও অপসারণ

ব্যতীত— তথায় অন্য কোনরূপ ধারণা অসম্ভব। তথায় যদি পার্থক্য জ্ঞানলাভ হয়, তাহাও অপসারণ ও বিচ্ছিন্নকরণ দ্বারা লাভ হয় এবং যদি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-করণ হয়, তাহাও বিচ্ছিন্ন-করণ দ্বারাই— হইয়া থাকে। যে বস্তুর মধ্যে কাহারও প্রমাণের অবকাশ নাই— এবং অপসারণ ব্যতীত যাহার বর্ণনা হয় না, তাহা প্রকারবিহীনতার অংশধারী ও অজ্ঞাত ধারার বস্তু। 'জাত'-এর স্তরের লক্ষ্য যাহা প্রমাণ করা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্যকারীরই স্বীয় জাত। পবিত্র জাতের কোন ধারণা ও অনুমান নহে। যেহেতু তথায় (বাহ্যিক) যাবতীয় নির্দ্ধারণ নিবারিত এবং এক 'জাত' ব্যতীত— তথায় অন্য কিছুরই অবস্থিতি নাই। অতএব, উক্ত 'লক্ষ্য' যাহা স্বয়ং জাত, তাহাও প্রকারবিহীন। সুতরাং ইহা সত্য হইল যে, 'লক্ষ্য'— লক্ষ্যকারী ও লক্ষ্যকৃত বস্তুর ন্যায় প্রকারবিহীন। অবশ্য উভয় প্রকারবিহীনতার মধ্যে বহু পার্থক্য বর্ত্তমান আছে।

প্রতিপালকের সাথে-হীন মৃত্তিকার ;
এ-ভবে তুলনা কার হয় কি-বা আর ?

এইহেতু লক্ষ্য ও লক্ষ্যকারীর মধ্যে প্রকারবিহীনতার অংশ প্রমাণ করা হইয়াছে ; যেহেতু লক্ষ্যকৃত বস্তুই শুধুমাত্র প্রকৃত প্রকারবিহীন। এ স্থলে সৃষ্ট-বস্তু সমূহের ব্যক্তিত্ব ও তত্ত্ব যখন প্রকারবিহীন এবং উহার কিছুই প্রমাণিত হয় না, তখন (স্রষ্টার) অবশ্যম্ভাবী 'জাত' যাহা চরম সূক্ষ্ম ও পবিত্র ও নির্ম্মল তাহা কিরূপে অনুভূত হইতে পারে ? এবং তাহার কি-আর হস্তগত হইবে ?

জঠরের শিশু নহে নিজেই সজ্ঞান
সে-কি আর নিতে পারে, পরের সন্ধান।

দয়ার সাগর আল্লাহ্‌পাক পূর্ণ অনুকম্পাবশতঃ সৃষ্ট বস্তু সমূহ যাহা সরাসরি প্রকার-সম্ভূত তাহার মধ্যে প্রকৃত প্রকারবিহীনতার কিঞ্চিত আভাষ প্রদান করিয়াছেন, যেন উহারা প্রকৃত প্রকারবিহীন জাত-এর অনুভূতি লাভ করতঃ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে সক্ষম হয়।

মহাজনের— পেয়ালার পেয় সুধা হতে,
মৃত্তিকারও ভাগ্যে কিছু অবশ্যই জোটে।

যাহারা 'জাত'-এর তত্ত্ব অবগতি অসম্ভব বলিয়াছেন, তাহারা প্রচলিত— পরিচয় বা অবগতির কথা বলিয়াছেন, যাহা রকম প্রকার সম্ভূত জগতের বস্তু ;

কেননা প্রকারবিহীনের সহিত উহার সম্বন্ধ-অসম্ভব। কিন্তু যাহা প্রকারবিহীন জগতের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রকারবিহীনের সংস্পর্শ হেতু প্রকারবিহীনের সহিত সম্মিলিত হয় ও উক্ত উচ্চ সৌভাগ্যের পূর্ণ অংশ লাভ করে, তাহা অসম্ভব হইবে কেন ? ইহা একটি দুষ্প্রাপ্য বিস্ময়কর পরিচিতি বা মারেফত এবং অতি সূক্ষ্ম বিষয় যাহা আত্মিক বিকাশধারী ও পরিচয় প্রাপ্ত অলী-আল্লাহ্গণের কেহ অদ্যাবধি ব্যক্ত করেন নাই। বর্ণিত নিছক 'জাত' বা ব্যক্তিত্ব যাহার মধ্যে প্রকারবিহীনতার অংশ আছে ও যাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল, তাহা পূর্ণ মারেফত লাভকারী আরেফের সহিত বিশিষ্ট, যিনি আল্লাহ্তায়ালার নিছক 'জাত' পর্য্যন্ত উপনীত হইয়া তথায় 'ফানা' 'বাকা'-এর উচ্চ মর্ত্তবা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার এই সৌভাগ্য আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের সহিত— 'বাকা' প্রাপ্তির নিদর্শন ও ক্রিয়া বটে। তিনি (উক্ত সাধক) ব্যতীত অন্য সকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে জাতের (ব্যক্তিত্বের) কোনই নিদর্শন নাই। বরং তাহাদের জাত বা ব্যক্তিত্ব বলিতে কিছুই নাই যে, ছেফত সমূহ তৎপ্রতি নির্ভরশীল হইবে। উহাদের (সর্ব্বসাধারণের) সম্পূর্ণ অস্তিত্ব এছেম ও ছেফাত সমূহের প্রতিবিম্ব এবং শান— এ'তেবারের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। (অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব শূন্য— অবয়ব মাত্র) উহারা (প্রতিচ্ছায়া সমূহ) স্বীয় মূল-বস্তু এছেম ছেফাত দ্বারাই দণ্ডায়মান। অন্য কোন বস্তু যাহাকে 'জাত' বলা হয়, তদ্বারা দণ্ডায়মান নহে। মানবের লতিফা সপ্তক যাহা যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে অধিক সমষ্টিভূতি-গুণ সম্পন্ন, উহা লতিফায়ে খফি হউক বা আখ্ফা হউক, আল্লাহ্তায়ালার ছেফাত বা গুণাবলীর চিহ্ন ও ক্রিয়া এবং উহার দৈহিক ও আত্মীক অঙ্গসমূহ আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের নাম-গুণাবলী ও তাহার এ'তেবার বা নির্দ্ধারণ সমূহের প্রতিচ্ছায়া। তাঁহার (আল্লাহ্র) পবিত্র জাতের কোন কিছুই উহার মধ্যে লুক্কায়িত নাই এবং পবিত্র জাতের সহিত উহাদের ও জাতের সহিত উহাদিগকে দণ্ডায়মান হওয়া প্রদত্ত হয় নাই।

প্রশ্ন ঃ— আল্লাহ্তায়ালার এছেম ছেফাত সমূহ যখন স্বয়ং দণ্ডায়মান (অবস্থিত) নহে ; বরং আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের প্রতি নির্ভরশীল, তখন অন্যবস্তু উহাদের প্রতি কিরূপে দন্ডায়মান বা নির্ভরশীল হইতে পারে ?

উত্তর ঃ— তদুত্তরে বলিব যে, অন্যবস্তু ইহাদের প্রতি ঐ সময় নির্ভরশীল হইবে না— যখন উহারা (সৃষ্ট-বস্তুগণ) প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পন্ন হইবে। কিন্তু যখন উহারা ধারণাকৃত অস্তিত্ববান ও আনুমানিক স্থিতিশীল, তখন উহাদের (নাম-

গুণাবলীর) প্রতি নির্ভরশীল হইবে না কেন ? যেহেতু উহারা এছেম ছেফাত হইতে অধিক দুর্ব্বল।

আমি যাহা বলিয়াছি এবং লিখিয়াছি যে, সৃষ্ট বস্তুর 'জাত' (তত্ত্ব) নাস্তি ; ইহা ঐরূপ বাক্য, যদি কেহ বলে যে— সৃষ্ট বস্তুর কোনই জাত বা তত্ত্ব নাই। অর্থাৎ তাহার তত্ত্ব নাস্তি এবং উহার কোনই— তত্ত্ব নাই ; এই উভয় এক অর্থবোধক বাক্য। অবশ্য দার্শনিকগণ উহার মধ্যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রমাণ করিবে ; কিন্তু তাহার কোনই ফল হইবে না, অবশেষে তাহাদের উদ্দেশ্য ও শেষ ফলের অর্থ একই হইবে। নাস্তি যখন নিজের জন্যই (ধর্ত্তব্য) নহে, তখন অন্যের জন্য আর কি কাজে আসিবে ! সে নিজেকেই বহন করিতে অক্ষম, অন্যাকে কিভাবে বহন করিবে ? ইহার বিশ্লেষণ এই যে, আল্লাহ্তায়ালার এছেম ছেফাত সমূহের প্রতিচ্ছায়া যখন নাস্তির দর্পণে বিকাশলাভ করিয়াছে, দৃশ্যতঃ উহা (উক্ত প্রতিচ্ছায়া) উক্ত দর্পণে দণ্ডায়মান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইহেতু উহাই উক্ত প্রতিচ্ছায়ার জাত বা তত্ত্ব বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত প্রতিচ্ছায়া সমূহ স্বীয় মূলবস্তুর প্রতিই নির্ভরশীল ; উক্ত দর্পণের সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই এবং ধারণায় উপলব্ধি হওয়া ব্যতীত নাস্তির দর্পণ হইতে উহাদের কোন কিছুই লব্ধ নহে। উক্ত (নাস্তির দর্পণের সারবস্তু ও 'জাত' বা তত্ত্ব হওয়ার এ-স্থলে অবকাশ কোথায় ? 'নাস্তি' আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু-হওয়ারই যোগ্যতা রাখে না ; অতএব সে আবার কিভাবে আশ্রয় নিরপেক্ষ— সার বস্তু হইবে ? উল্লিখিত পূর্ণ মারেফত বা পরিচয় লাভকারী সাধক যিনি— আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাতের মর্ত্তবায় উপনীত ও তথায় 'বাকা' বা স্থায়িত্ব লাভকারী এবং যিনি 'আন্‌কা' বা আকাশ কুসুম তুল্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ 'ফানা' 'বাকা' লাভ করার পর তিনি এরূপ একটি 'জাত' বা ব্যক্তিত্ব প্রদত্ত হন যে, আল্লাহ্ তায়ালার নাম গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া সমূহ যাহা উহার মূল তাহা উক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সহিত নির্ভরশীল হয়[১]। যেরূপ উক্ত প্রতিচ্ছায়া সমূহের মূল— নাম-গুণাবলী— আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাতের সহিত দণ্ডায়মান, তদ্রূপ উক্ত সাধককে

টীকাঃ- ১। ইহার তাৎপর্য এই যে ইহা সর্ব্বজন বিদিত হাদীছ ও বাস্তব ব্যাপার "যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার সঙ্গে"। এই সঙ্গতার অনেক স্তর ও ক্রম আছে যাহা এস্থলে বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নহে। সাধক পবিত্র 'জাতের' প্রেমে যথাক্রমে নিমজ্জিত হইতে থাকে এবং অবশেষে সে 'জাতের' সহিত বাস্তব অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়— প্রেম মহব্বত যতই নিছক ও পূর্ণ হইবে অভিন্নত্বও

আল্লাহ্তায়ালার জাতের প্রতিচ্ছায়া যাহা প্রদান করা হইয়াছে— উক্ত গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া তাহার রশ্মির প্রতি নির্ভরশীল হয়। অতএব এই প্রকারের সাধক মূলবস্তু বা আশ্রয় নিরপেক্ষ বস্তু ও আশ্রয় সাপেক্ষ— উভয় বস্তুর সমষ্টি। অবশিষ্ট অন্য সকল সৃষ্ট পদার্থ শুধু আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুর সমষ্টি ; তাহাদের মধ্যে সার বস্তুর লেশমাত্রও নাই। ফুতুহাতে মক্কিয়ার লেখক শায়েখ মুহিউদ্দীন ইব্নুল আরাবী (রাঃ) কি সুন্দর কথাই— না বলিয়াছেন যে, নিখিল বিশ্ব— 'আইনে ওয়াহেদের' (আল্লাহ্তায়ালার এক জাতের) মধ্যে সমষ্টিভূত আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুসমূহ অর্থাৎ সমষ্টিভূত আরজ বা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুসমূহ, যাহা আল্লাহ্তায়ালার এক জাতের প্রতি নিরর্ভশীল। কিন্তু শায়েখ মুহিউদ্দীন (রাঃ) এস্থলে দুইটি সূক্ষ্ম বিষয় পরিহার করিয়াছেন। প্রথমটি এই যে, পূর্ণ পরিচয় লাভকারী আরেফকে তিনি এই বিধান বা নিয়ম হইতে বহিষ্কৃত করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ— আল্লাহ্তায়ালার এক জাতের প্রতি উক্ত প্রতিচ্ছায়া সমূহকে (সৃষ্ট জগতকে) নির্ভরশীল বলিয়াছেন ; কিন্তু বাস্তবে উহারা স্বীয় মূলবস্তু অর্থাৎ তাঁহার নাম গুণাবলীর প্রতি নির্ভরশীল, আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের প্রতি নহে। যদিও উক্ত নাম গুণাবলী আল্লাহ্তায়ালার 'জাত' কর্তৃক দণ্ডায়মান। যখন আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র 'জাত' স্বয়ং নিখিল বিশ্ব হইতে পূর্ণ বেপরওয়া বা অপেক্ষা রহিত, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিরূপে তাঁহার সেই উচ্চ মর্ত্তবার প্রতি নির্ভরশীল হইতে পারে। বরং তাহার কি-ই-বা যোগ্যতা যে, আল্লাহ্তায়ালার মহান জাতের সহিত দণ্ডায়মান হওয়ার লালসাধারী হয়।

ততই পূর্ণ হইবে এবং চরম পর্য্যায়ে এবম্বিধ অভিন্নত্বে উপনীত হয় যে, তাহার 'আমি'— বাক্যের ইঙ্গিতস্থল— সেই নিছক অবশ্যম্ভাবী 'জাত' ব্যতীত অন্য কিছুই থাকে না। যেহেতু প্রতিচ্ছায়াতুল্য সম্ভাব্য যাহা 'আমি' বাক্যের আধার তুল্য ছিল— তাহা পূর্ণরূপে নাস্তিগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া অস্তিত্ব বিহীন হয় এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি চিরস্থায়ী 'জাত' বা ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। যদিও বান্দা— প্রভু বা আল্লাহ্ হইয়া যায় না, কিন্তু এমনভাবে অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়, যাহা ধারণাতীত এবং যাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব। যথা— মহামান্য বুজুর্গগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন— শর্করা পানি মিশ্রিত হইয়া অভিন্নত্ব লাভ করে বটে ; কিন্তু অগ্নিতাপে পানি বিলীন হইলে শর্করার অস্তিত্ব পুনরায় প্রকাশ পায়। কিন্তু আঙ্গুর বা খেজুরের রস ছেরকায় পরিণত হইলে— তাহা কস্মিনকালেও পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে না। সুতরাং পূর্ণ 'ফানা', 'বাকা' লাভকারী সাধক আল্লাহ্র 'জাত' পাকের সান্নিধ্যে এবম্বিধ অভিন্নত্ব লাভ করে যে, তাহার এছেম ছেফাত সমূহের প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছায়া সমূহ উক্ত সাধকের হকীকত বা তত্ত্ব, যাহা উহার আল্লাহ্ প্রদত্ত্ব ব্যক্তিত্বের সহিত দন্ডায়মান বা স্থায়ী থাকে।

ক্রিড়াশীল সবে, কিন্তু খর্ব্ব হস্ত মোরা,
প্রভু— তুমি গরীয়ান, উচ্চ বৃক্ষ প্যরা।

অবশ্য উক্ত সাধকের কার্য্যকলাপ জগতের কার্য্যকলাপ হইতে বিভিন্ন, উহার নিয়মধারা জগতের নিয়মধারা হইতে পৃথক ; তিনি আল্লাহ্তায়ালার জাতী বা স্বার্থ শূন্য— প্রেম-ভালবাসা লাভ কর্ত্তৃক স্বীয় মূলবস্ত অতিক্রম করতঃ মূলের-মূলবস্তুর সম্মিলন লাভ করিয়াছেন। যেহেতু "যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই সঙ্গে" (হাদীছ)। এবং নিজেকে— উক্ত মূলের-মূলবস্তুর মধ্যে ফানী বা নিমজ্জিত ও বিলীন করিয়াছেন। দয়ার সাগর আল্লাহ্পাক— উপকারের পরিবর্ত্তে উপকার নয় কি। (কোরআন) আয়াত অনুযায়ী উক্ত সাধকের 'ফানা' বা 'লয়' প্রাপ্তির বিনিময়ে তাহাকে— 'বাকা' বা স্থায়ীত্ব প্রদান করতঃ তিনি যে বস্তুর মধ্যে যে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাকেই— বাকা বা স্থায়ীত্ব প্রদান করিয়া স্বীয় 'জাত' এবং এছেম ছেফাত সমূহের আবির্ভাবস্থল করতঃ সমষ্টিভূত দর্পণবৎ করিয়াছেন। অতএব, এই সাধকের সমষ্টিভূতির সম্মুখে— নিখিল বিশ্বের সকল বস্তু, মহাসাগরের তুলনা বিন্দুতুল্যও নহে। কেননা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের সমীপে এছেম, ছেফাত সমূহের কোনই মূল্য ও গুরুত্ব নাই। আফছোছ, সাগরের সহিত তুলনায়, বিন্দুর তুল্যও যদি হইত, অবশ্য বিন্দুরও তথায় কিছু মূল্য আছে ; কিন্তু বলা যাইতে পারে যেন উহাদের তাহাও নাই। ইহা হইতে অন্যের তুলনায় উক্ত সাধকের জ্ঞান, পরিচয়, অনুভূতি, উপলব্ধি ইত্যাদির অনুমান করা উচিত এবং এস্থলে তাঁহার মর্য্যাদা ও উচ্চতার ক্রম জানা আবশ্যক। "আল্লাহ্পাক স্বীয় রহমতের জন্য যাহাকে ইচ্ছা বিশিষ্ট করিয়া লন, তিনি অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল"। এইরূপ ভাগ্যবান ব্যক্তিকে আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় জাতের সহিত 'বাকা' বা স্থায়ীত্ব প্রদান করেন এবং ইহাকে এমন একটি জাত (ব্যক্তিত্ব) প্রদান করেন, যাহার প্রতি উহার জ্ঞান, শক্তি, ইত্যাদি গুণাবলী নির্ভরশীল হইয়া থাকে। যেরূপ ইতিপূর্ব্বে উক্ত গুণাবলী অন্য সকল সৃষ্ট পদার্থের ন্যায় স্বীয় মূলবস্তুর প্রতি নির্ভরশীল ছিল। উক্ত সাধক পূর্ণ 'বাকা' বা স্থায়ীত্ব লাভ করে বটে ; কিন্তু সে 'আমি' বাক্য দ্বারা ইতিপূর্ব্বে যেরূপ নিজের প্রতি ইঙ্গিত করিত এবং ('ফানা' কর্ত্তৃক) যাহা অপসারিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসে না, অর্থাৎ সে 'বাকা'-এর কোন মর্ত্তবায় বা স্তরসমূহে নিজের

প্রতি 'আমি' বাক্য দ্বারা ইঙ্গিত করিতে সক্ষম হয় না। যেহেতু পূর্ণ 'ফানা' কর্তৃক পূর্ণ 'বাকা' সংঘঠিত হয়, এবং পূর্ণ 'ফানা' প্রাপ্ত হইলে নিজের প্রতি আমি বাক্য প্রয়োগের স্থান থাকে না, অতএব বাকা লাভের পর তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে না। "যাহা চলিয়া যায়, তাহা ফিরিয়া আসে না"— প্রচলিত বাক্য। পক্ষান্তরে যাহা ফিরিয়া আসে, তাহা অপসারিত হয় নাই ; বরং পরাজিত ও গুপ্ত রহিয়াছিল ; উহা কোন বাহ্যিক কারণবশতঃ পুনরায় প্রবল হইয়াছে। যেহেতু "পরাজিত কখনও প্রবল হইতে পারে"।

জানা আবশ্যক যে, উক্তরূপ সাধক যিনি আল্লাহ্পাক হইতে জাত বা ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া 'বাকা' লাভ করিয়াছেন এবং পবিত্র জাতের গুণাবলী তাহার দেহের সহিত দণ্ডায়মান হইয়াছে, আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের উচ্চ মর্ত্তবার অংশ প্রাপ্তি এবং সৌভাগ্য লাভ তাহার জাত বা ব্যক্তিত্বের সহিত বিশিষ্ট। এইরূপ পূর্ণ 'ফানা' 'বাকা' ব্যতীত, অন্য সকল 'ফানা'-'বাকা' দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার এছেম ছেফাতের অংশ প্রাপ্ত হয় মাত্র, তাঁহার পবিত্র জাতের অংশ প্রাপ্ত হয় না। যদিও এছ্‌ম, ছেফাত সমূহ আল্লাহ্তায়ালার 'জাত' হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না, তথাপি— জাতের অংশ লাভ করা ও ছেফাতের অংশ লাভ করা, এক কথা নহে। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র 'জাত' হইতে ছেফাত সমূহ বিচ্ছিন্ন হয় না— বাক্য দ্বারা অনেকে ধারণা করিয়া থাকে যে, উভয়ের অংশ প্রাপ্তি একই কথা ; কিন্তু তাহা নহে ; যেহেতু ইহাদের প্রত্যেকের চিহ্ন ও এল্‌ম মারেফত বিভিন্ন ; যাহা উক্ত উচ্চ দৌলত লাভকারীগণের প্রতি অবিদিত নাই। প্রকাশ থাকে যে, 'তাজাল্লীয়ে জাতি' বা আল্লাহ্তায়ালার জাতের আবির্ভাব উক্ত সাধকের জন্যই বিশিষ্ট নহে। তাহারা ব্যতীত অপর ব্যক্তিগণও উহা লাভ করিতে পারে ; কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার স্বয়ং জাতের অংশ লাভ করা সকলের পক্ষে সংঘটিত হয় না। কেননা তাজাল্লী বা আবির্ভাবের মধ্যে এক প্রকারের জিল্লিয়াত বা প্রতিবিম্বন থাকে, যেহেতু উহা দ্বিতীয় স্তরে বস্তুর বিকাশ। পক্ষান্তরে বর্ণিত নিছক জাতের অংশ প্রাপ্তি প্রতিবিম্বের সংমিশ্রণ সহ্য করে না ; বরং উহা তাজাল্লী বা আবির্ভাব হইতেও গুপ্ত। আল্লাহ্তায়ালার 'জাতের' আবির্ভাব, যাহা কোন এক ছেফাতের সহিত সংঘটিত হয়। তাহাও দ্বিতীয় স্তরের আবির্ভাব বটে। নিছক জাতের আবির্ভাব নহে। বরং উহা জাতের কোন এক এ'তেবার বা নির্দ্ধারণের আবির্ভাব

মাত্র। যেহেতু জাতের মধ্যে যাবতীয় নির্দ্ধারণের সমষ্টিভূতি বর্ত্তমান আছে এবং 'জাত' ঐ সমস্ত হইতে পবিত্র ; অতএব, কোন এক এ'তেবারের বা নির্দ্ধারণের আবির্ভাব প্রকৃত জাতের আবির্ভাব নহে।

প্রশ্ন ঃ— শায়েখ মুহিউদ্দীন এব্‌নে আরাবী (কুঃ ছেঃ) এবং তাঁহার সহচরগণ প্রথম তায়াইয়্যুন বা অবতরণকে সে জাতের আবির্ভাব বলিয়াছেন, এবং উহা তায়াইয়্যুনে এল্‌মে জোমালী বা এল্‌ম-এর (জ্ঞানের) সংক্ষিপ্ত আকার (ব্যক্তিত্ব), যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের এ'তেবার বা নির্দ্ধারণ সমূহের কোন একটি নির্দ্ধারণ, যদিও উহাতে সমষ্টিভূতি আছে ; ইহার কারণ কি ?

উত্তর ঃ- আমার বিশ্বাস যে, এল্‌মের সংক্ষিপ্ত বিকাশ যাহাকে প্রথম তায়াইয়্যুন বলা হইয়াছে, উহা জাতের আবির্ভাব নহে ; বরং উহা আল্লাহ্‌তায়ালার 'শান' সমূহের কোন এক 'শান' হইতে গৃহীত। জাতের তাজাল্লী বা আবির্ভাবের মধ্যে যাবতীয় 'শান' ও 'এ'তেবার' সমষ্টিভূত আছে। বরং উহা যাবতীয় শান, এ'তেবারের উর্দ্ধে। এল্‌মের এ'তেবার বা নির্দ্ধারণ জাতের অন্য এ'তেবার সমূহের ন্যায় আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র— বে-পরওয়ায়ীর অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করিতে খর্ব্ব বা অক্ষম।

যদি কেহ বলে দ্বিতীয় স্তরে আবির্ভাব 'এলম'-এর প্রতিই সীমাবদ্ধ, যেহেতু বহির্জগতে শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার জাতই আছে মাত্র ; অতএব দ্বিতীয় স্তরে আবির্ভাব— কেবলমাত্র এল্‌মের মধ্যেই হইতে পারে, কেননা হয়তো এল্‌মের মধ্যে আবির্ভাব হইবে, অথবা খারেজ বা বাহিরে হইবে। তৃতীয় কোন স্থান জানিত নাই— যে তথায় আবির্ভাব প্রমাণিত হয়।

তদুত্তরে বলিব যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌পাক যখন শানে এল্‌ম যাহা জাতের একটি নির্দ্ধারণ, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছেন, তখন তিনি ইহাতেও সক্ষম যে, তিনি এমনভাবে প্রকাশ হন যাহাতে এল্‌মের বিকাশের নির্দ্ধারণ উক্ত পূর্ণ সমষ্টিভূত আবির্ভাবের আংশিক আবির্ভাব হয় ; বরং এমনভাবে প্রকাশ পাইতে পারেন যে, এল্‌মেরও যাবতীয় নির্দ্ধারণের তথায় কোনই অবকাশ না থাকে এবং উক্ত সমষ্টিভূত বিকাশের স্তর, বাহিরের মর্ত্তবার এল্‌মের মর্ত্তবারও পরে হয়। অর্থাৎ যাহা বহির্জ্জগতের প্রতিচ্ছায়া সরূপ হয় এবং এল্‌মের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ না থাকে। জাতের আবির্ভাবকে এল্‌মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, মহাসাগরকে কলসের

মধ্যে প্রবেশ করানো স্বরূপ ; বরং মরীচিকার মধ্যে পানির অন্বেষণ তুল্য। জনৈক কবি বলিয়াছেন ঃ—

মাংসের কা'বাব চাহ মুদির দোকানে,
অসম্ভব অন্বেষণ ; পাবে না জীবনে।

হাঁ— এলমের নির্দ্ধারণ, জাতের অন্য সকল নির্দ্ধারণ হইতে অবশ্য সমষ্টিভূত। উহার মধ্যে জাতের পূর্ণতা সমূহের সমষ্টি যাহা আছে, তাহা অন্য কোনও এ'তেবার বা নির্দ্ধারণের মধ্যে নাই। এই হিসাবে ও ভাবার্থে যদি এলমের আবির্ভাবকে জাতের আবির্ভাব বলা যায় এবং উহাকে জাতের তাজাল্লী বলিয়া উল্লেখ করা যায়। তবে তাহার অবকাশ আছে। যদিও ইহা উক্ত শায়েখের উল্লিখিত বাক্য হইতে দূরবর্ত্তী (অর্থাৎ অনুমিত হয় না) এবং তাহাদের অনুভূতির বহির্ভূত। যাহারা তাঁহাদের বাক্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি ইহা অবিদিত নহে।

প্রশ্ন ঃ— শায়েখ মুহিউদ্দীন এব্নে আরাবী (কুঃ ছেঃ) পরকালে আল্লাহর দর্শনকে, লতিফায়ে জামেয়ায়ে মেছালীয়া বা উদাহরণ সম্ভূত— সূক্ষ্ম-সমষ্টিভূতির আকারে হইবে বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, এ বিষয় আপনার অভিমত কি ?

উত্তরঃ— উক্ত সমষ্টিভূত আকারের দর্শন আল্লাহ্পাকের দর্শন নহে ; বরং তাঁহার পূর্ণতা গুণের বিকাশ সমূহের কোন এক গুণের বিকাশের দর্শন মাত্র ; যাহা আলমে মেছাল বা উদাহরণের জগতে বিদ্যমান আছে।

পদ্য

দেখিবে মো'মেন তাঁরে প্রকারবিহীন,
অনুভূতি— উপমাদি হইবে বিলীন।

কোনও আকৃতি সম্ভূত দর্শনকে আল্লাহ্তায়ালার দর্শন বলিয়া প্রমাণ করা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার দর্শন নিবারণ করা মাত্র এবং আলমে মেছাল বা উদাহরণের জগতে যে আকৃতি লাভ হয়, তাহা যদিও সমষ্টিভূত আকৃতি, তথাপি উহা উক্ত জগতের উপযোগী মাত্র। আলমে মেছাল যদিও প্রশস্ততা সম্পন্ন, তথাপি উহা আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্ট জগত সমূহের অন্তর্ভুক্ত ; উহাতে যে সমষ্টীভূত আকৃতি আছে— তাহার কি যোগ্যতা যে, অবশ্যম্ভাবী জাতের যাবতীয় পূর্ণতার সমষ্টি হইতে পারে ও উক্ত সকল পূর্ণতা গুণের অধিকারী হইয়া উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার দর্পণতুল্য হয় এবং

তাহার দর্শন আল্লাহ্তায়ালার দর্শন বলিয়া গণ্য হয়। আল্লাহ্তায়ালার এল্‌ম গুণ যাহা তাঁহার অনাদি ও অবশ্যম্ভাবী গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত ও যাবতীয় জাতিগুণ হইতে অধিক সমষ্টিভূতি সম্ভূত, তাহারও যখন যোগ্যতা নাই যে, আল্লাহ্তায়ালার জাতের যাবতীয় ছেফাত ও এ'তেবারের সমষ্টি হয়, যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইল, তখন আলমে মেছাল— যাহা সম্ভাব্য ও সৃষ্টবস্তু তাহার কি যোগ্যতা ও ক্ষমতা যে উহার কোন একটি আকৃতি আল্লাহ্তায়ালার অনাদি অবশ্যম্ভাবী যাবতীয় পূর্ণতার সমষ্টি হয়। যদি উহাকে সমষ্টি বলিয়া অনুমান করিয়া ও ধরিয়াও লওয়া যায়, তথাপি উহা উল্লিখিত পবিত্র স্তরের একটি প্রতিচ্ছায়া হইবে মাত্র এবং ছায়ার দর্শন প্রকৃতপক্ষে মূলবস্তুর দর্শন নহে। সত্য সংবাদদাতা হজরত নবীয়ে করিম (ছঃ) পরকালে দর্শনকে পূর্ণিমার চন্দ্র দর্শনের সহিত উপমা দিয়াছেন— যেন তাহাতে গুপ্ত বলিয়া কিছুই না থাকে। পক্ষান্তরে প্রতিচ্ছায়া অবলোকন— পানির পাত্রে চন্দ্র দর্শনতুল্য, যাহা উচ্চ মনোবৃত্তিধারীগণের মনঃপূত নহে। এইমাত্র বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার বিকাশ এল্‌মের বৃত্তের বাহিরে হাছিল হইতে পারে এবং বাহিরের মর্ত্তবার প্রতিচ্ছায়ায় উহার স্থায়িত্ব হইতে পারে। যেরূপ পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত সমষ্টিভূত বিকাশের এল্‌ম-গৃহে উল্লিখিত সমষ্টিভূত প্রতিচ্ছায়া সংঘটিত হয়, যাহাকে তায়াইয়্যুনে আউয়াল বা প্রথম অবতরণ বলা হয় ; আবার আলমে মেছালের মধ্যে উক্ত সমষ্টিভূত প্রতিচ্ছায়ার অপর একটি সমষ্টিভূত প্রতিচ্ছায়া হয় যাহা এল্‌ম বৃত্তের সমষ্টিগত পূর্ণ প্রতিচ্ছায়ার দর্পণ তুল্য হয়। আলমে মেছালের এই সমষ্টিভূত প্রতিচ্ছায়া লতিফা বা সূক্ষ্ম বস্তুর আকারে তথায় প্রকাশ পায় এবং মানবের আকৃতিরূপে তথায় অবস্থান করে, যাহা যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে অধিক সমষ্টিভূতি সম্পন্ন। "নিশ্চয় আল্লাহ্পাক আদম (আঃ)-কে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন" (হাদীছ)— বোধ হয় এই হিসাবেই ফরমাইয়াছেন। কিন্তু যে দর্পণ আবির্ভাব ও আকৃতি সমূহের বহির্ভূত এবং প্রকারবিহীন জগতের অন্তর্ভুক্ত তাহাই আল্লাহ্তায়ালার দর্শন বটে। অতএব, পরকালে দর্শন হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে ; কিন্তু কি প্রকারে, কত, কেমন ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে না। পরকালের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের সহিত ইহকালের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের কোনই সম্পর্ক নাই। সুতরাং ইহাদের কাহারও নিয়ম কাহারও প্রতি প্রযোজ্য নহে— যে একটিকে অন্যটির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তথাকার নয়ন চক্ষু ভিন্ন এবং জ্ঞান

অনুভূতিও ভিন্ন। তথায় সবই অক্ষয় ও চিরস্থায়ী এবং ইহজগতে সবই অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। তথায় সবই পবিত্র ও সূক্ষ্ম— এবং ইহকালের সবই— অপবিত্র ও স্থূল। শায়েখ (কুঃ ছেঃ) এল্‌ম বৃত্তের বাহিরে আল্লাহ্‌তায়ালার আবির্ভাব প্রমাণ করেন নাই এবং আবির্ভাব স্থলের দর্শন ব্যতীত অন্য কোনরূপ শুহুদ, মোশাহাদা ও দর্শন জায়েজ রাখেন নাই।

পদ্য

ওহে প্রভু, তাহাদের বাসনা যেমন,
আমাদের অভিলাষ নহেকো তেমন।

কি করা যাইবে, এ প্রান্তরে শুধুমাত্র শায়েখ (কোঃ ছেঃ) আছেন ; তাঁহার সহিত আমার কখনও যে সমর, কখনও বা সন্ধি। তিনিই আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচয় লাভ ইত্যাদি আলোচনার ভিত্তি স্থাপন করতঃ উহার ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে করিয়াছেন। তৌহিদ বা একবাদ ইত্যাদির বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা তিনিই দিয়াছেন এবং দ্বিত্বতা ও একাধিক্যের কথা তিনিই বলিয়াছেন। অযুদ বা অস্তিত্বকে পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌পাকের প্রতি সমর্পণ করতঃ সৃষ্ট জগতকে ধারণাকৃত ও চিন্তায় অবস্থিত বলিয়া, তিনিই— প্রমাণ করিয়াছেন এবং তিনিই— 'অযুদের' অস্তিত্বের অবতরণীয় স্তর সমূহ আবিস্কার করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রত্যেকটি মর্ত্তবার (স্তরের) হুকুম বা নিয়ম পৃথক পৃথক প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি সৃষ্ট জগতকে অবিকল আল্লাহ্ বলিয়া ধারণা করতঃ 'হামাউস্ত' (সবই ঐ) বলিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র মর্ত্তবাকে সৃষ্ট জগতের বাহিরের বাহিরে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে (আল্লাহ্‌কে) সকলের দর্শন ও জ্ঞান হইতে পবিত্র ও নির্মল বলিয়া জানিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মাশায়েখ গণের মধ্যে যদি কেহ উক্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তাহারা শুধু ইশাঁরা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন মাত্র। বিস্তারিত আলোচনা কিছুই করেন নাই এবং তাঁহার পরবর্তীগণ অধিকাংশই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন ও তাঁহার পরিভাষা ও সংকেত অনুযায়ী কথা বলিযাছেন। আমি পশ্চাৎবর্ত্তী ব্যক্তি তাঁহারই বরকত হইতে ফয়েজ গ্রহণ করতঃ তদীয় এল্‌ম-মারেফত সমূহের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছি। আল্লাহ্‌পাক আমাদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট প্রতিদান প্রদান করুন।

ফলকথা, মানব জাতী যখন মনুষ্য হিসাবে ভালমন্দ ও ভুল-শুদ্ধ সংমিশ্রিত এবং একই ব্যক্তিদ্বারা কখনও ভুল কখনও সত্য সংঘটিত হইতে পারে, তখন বৃহত্তম সত্যবাদী দলের কার্য্যের অনুরূপ হওয়াই স্বকীয় কার্য্যের সত্যতার প্রমাণ বলিয়া জানা উচিত এবং উহার প্রতিকূল হওয়াই ভুলের দলিল ধারণা করা আবশ্যক। বক্তা যে কেহই হউক এবং বাক্য যাহাই হউক না কেন ! সত্য সংবাদদাতা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমরা বৃহত্তম দলের অনুসরণ কর"। ইহাও নির্দ্ধারিত আছে যে, "বহুচিন্তা ও গবেষনার সংমিশ্রণে বিষয়ের পূর্ণতা সাধিত হয়"। যদিও ছিব্ওয়ায়হে নহো বা আরবী ব্যাকরণের ভিত্তি স্থাপনকারী, তথাপি পরবর্ত্তীগণের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও গবেষণার সংমিশ্রণে উহার যেরূপ পূর্ণতা নির্ম্মলতা ঘটিয়াছে ও তাহাতে যে, সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্য বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, উহা অপর একটি রূপ ধারণ করিয়াছে ও পৃথক নিয়ম লাভ করিয়াছে। হে আল্লাহ্ তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে অনুকম্পা প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্য সমূহ সরল করিয়া দাও। ওয়াচ্ছালাম ॥

৮০ মকতুব

ইহাও হজরত খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন। যাবতীয় সৃষ্টবস্তু আরেফের আল্লাহ্ প্রদত্ত দেহের প্রতি নির্ভরশীল ইত্যাদির বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য যিনি আমাদিগকে এই সৎ-পথের প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি হেদায়েত না করিলে আমরা কখনও পথ-প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আল্লাহ্র রছুল (আঃ)-গণ সত্য লইয়া আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

প্রত্যেকটি প্রতিবিম্বের জন্য স্বীয় মূলবস্তুর দিকে রাজপথ তুল্য পথ আছে, যাহাতে কোন প্রকার বিঘ্ন ও কণ্টক ও ব্যবধান নাই। যদি ব্যবধান থাকে, তবে তাহা নিজের দিকে লক্ষ্য ও মূলবস্তু হইতে বৈমুখ্যই বিঘ্ন ও কণ্টক মাত্র। প্রতিবিম্ব মূলবস্তুর গচ্ছিত ধন রক্ষাকারী ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেহেতু যাহা কিছু তাহাতে

আছে, যথা— সৌন্দর্য্য, পূর্ণতা, অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক বস্তুসমূহ, তাহা মূলবস্তু হইতেই লব্ধ। কিন্তু আদম বা নাস্তি, যাহা তাহাতে আছে, তাহা মূলবস্তুর মধ্যে নহে, মাধ্যমেও নহে এবং উহা নিছক অস্তিত্ববিহীন ; বরং শুধু ধারণাকৃত মাত্র। উক্ত প্রতিবিম্ব পূর্ণ অজ্ঞতাবশতঃ স্বীয় মূলবস্তুকে ভুলিয়া তাহার গচ্ছিত বস্তু (গুণ) সমূহকে স্বকীয় বস্তু (গুণ) বলিয়া অনুমান করতঃ আমানতের খেয়ানত বা গচ্ছিত ধনের অপচয় করিয়াছে। সে, নাস্তি হইতে উদ্ভূত জন্মগত মন্দ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে সুন্দর ও পূর্ণ বলিয়া জানিতেছে। সে নিজের প্রতি লক্ষ্যকারী ও মূলবস্তু হইতে বিমুখ হওয়া সত্ত্বেও মূলবস্তুর সহিত তাহার ভালবাসা ও স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, ইহা সে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হউক বা না-হউক। বরং তাহার নিজের সহিত যে-মহব্বত ও আকর্ষণ আছে, উহাই প্রকৃতপক্ষে তাহার মূলবস্তুর সহিত সম্বন্ধিত। কেননা যে সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতা হেতু সে নিজেকে ভালবাসে, তাহা তাহার মূলবস্তু হইতেই সমাগত ; উহা তাহার নিজ হইতে নহে। যেহেতু— নাস্তি ও অপকৃষ্টতা ব্যতীত তাহার নিজস্ব কিছুই নাই যে, তাহাকে সে ভালবাসিবে। ইহা বহুবার বলা হইয়াছে। আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে যখন তাহার এই আত্ম-দর্শন ব্যাধি তিরোহিত হয় এবং তাহার জটিল অজ্ঞতা যাহা ছিল, তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং উক্ত গচ্ছিত গুণ সমূহ তাহার মালিকের বলিয়া জানে ও তাহার নিজের প্রতি যে-লক্ষ্য ছিল তাহা হইতে বৈমুখ্য ঘটে ও মূল বস্তুর দিকে যে-বৈমুখ্য ছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া তদ্দিকে লক্ষ্য হয় ; তখন সৌভাগ্যের সূত্র তাহার হস্তগত হয় এবং তখন সে, স্বীয় মূলবস্তুর সমীপে উপনীত হইবার আশা করিতে পারে। ফলকথা, নিখিল বিশ্ব যখন আল্লাহ্তায়ালার এছেম ছেফাত সমূহের প্রতিবিম্ব, তখন উক্ত এছেম ছেফাত সমূহই উহাদের মূল। এই প্রতিবিম্ব সমূহ 'আরজ' বা আশ্রয় সাপেক্ষ ; ইহারা স্বীয় মূল বা এছেম ছেফাত সমূহের সহিত দণ্ডায়মান। এই প্রতিবিম্ব সমূহের মধ্যে 'জাওহার' বা আশ্রয় নিরপেক্ষ— মূলবস্তু নাই যে, তাহাদের সহিত দণ্ডায়মান থাকিবে। 'নজ্জাম' নামক— জনৈক মোতাজেলী— "মিথ্যুকও কদাচিত সত্য বলে"— প্রবাদবাক্য অনুযায়ী এই তত্ত্বের অবগতি লাভ করিয়া বলিয়াছে যে, "নিখিল বিশ্ব সম্পূর্ণ 'আরজ' বা অন্যের প্রতি নির্ভরশীল ইহার মধ্যে 'জওহার' বা মূল বলিতে কিছুই নাই— যৎ প্রতি ইহা নির্ভরশীল হইতে পারে"।

কিন্তু সে আবার ভুল করিয়া বলিয়াছে যে, "এই আশ্রয় সাপেক্ষ সমূহ স্বয়ং দণ্ডায়মান" ইহাদের মূলবস্তু হইতে সে অজ্ঞ, যাহাতে তাহার প্রতি নির্ভরশীল ও তাহাদের দ্বারা দণ্ডায়মান বলিয়া জানে। ছূফীগণের মধ্যে শায়েখ মুহিউদ্দীন এব্‌নে আরাবী (রাঃ) জগতকে সমষ্টিভূত-'আরজ' এবং উহারা আল্লাহ্‌তায়ালার জাত কর্ত্তৃক দণ্ডায়মান আছে— বলিয়াছেন। উহাদের মূলবস্তু যে-এছেম ছেফাত সমূহ তাহাদের দ্বারা দণ্ডায়মান, বলেন নাই। আমি বুঝি না যে, আল্লাহ্‌তায়ালার যে— 'জাত' যাবতীয় প্রকারের নির্দ্ধারণ ইত্যাদি হইতে মুক্ত, তাহার সহিত দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ কি ? বিশিষ্ট বিশেষণ ব্যতীত তথায় দণ্ডায়মান হওয়ার কোনই অর্থ হয় না, কিন্তু তথায় বিশেষণের কোনই অবকাশ নাই ; অতএব, দণ্ডায়মান হওয়াও নাই। উপরন্তু দণ্ডায়মান হওয়া কার্য্যটি নিবারিত— নির্দ্ধারণের অন্তর্ভুক্ত ; অতএব, উক্ত পবিত্র মর্ত্তবায় উহা প্রমাণ করার কোন অর্থ হয় না। জগতবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি যখন আল্লাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম ছেফাত সমূহের প্রতিবিম্ব, তখন নিশ্চয় ইহাদের সম্মিলন তাহাদের মূলের সহিত হইবে এবং তাহাই আল্লাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম ছেফাত সমূহ। তৎপর যদি উহাদের মূলের-মূল পর্য্যন্ত উপনীত হয়, তবে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র নিছক জাত পর্য্যন্ত উপনীত হইবে এবং তাহা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবে না। যেহেতু উহার (নিছক জাতের) 'মূল' হওয়ারও অবকাশ নাই। এছ্‌ম, ছেফাত, শান ও এ'তেবারাদি যাবতীয় বস্তু হইতে তথায় স্বাভাবিক ও ব্যক্তিগত বেপরওয়ায়ী ও অপেক্ষা রাহিত্তি-মাত্র। অতএব, উক্ত পবিত্র জাতের মর্ত্তবা হইতে নিখিল বিশ্বের ভাগ্যে বঞ্চিত হওয়া ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। সম্মিলন ও একত্রিতির তথায় কোনই অবকাশ নাই। অবশ্য আল্লাহ্‌তায়ালার প্রচলিত আত্মভাব যে, তিনি পূর্ণ অনুকম্পা, অনুগ্রহবশতঃ দীর্ঘদিন পর পর জনৈক সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে পূর্ণ 'ফানা' লাভের পর পূর্ণ 'বাকা' প্রদান করতঃ তাঁহাকে স্বীয় পবিত্র জাতের নিদর্শন প্রদান করেন ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মূলবস্তু— অর্থাৎ এছ্‌ম ছেফাত সমূহের সহিত তিনি যেরূপ দণ্ডায়মান ছিলেন। ইদানীং তিনি উক্ত নিদর্শনের সহিত তদ্রূপ দণ্ডায়মান থাকেন এবং পূর্ব্ববর্তী 'আরজ' (আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু) সমূহের সমষ্টি যাহা তাঁহার মধ্যে ছিল ও তৎসঙ্গে তাহার এই আল্লাহ্‌-প্রদত্ত জাত (একত্রে) তাঁহার হকীকত বা তত্ত্ব হইয়া থাকে। তখন তাঁহার দৈহিক-মানবতার পূর্ণতা সাধিত হয় ও আল্লাহ্‌তায়ালার

নেয়ামত তাঁহার ভাগ্যে পূর্ণ হইয়া যায়। এস্থলে একটি কথা বলি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন ; তাহা এই যে, শুধুমাত্র এই বিশিষ্ট আরেফ ব্যক্তি তাঁহার জাতে মাওহুব বা আল্লাহ্-প্রদত্ত 'জাত' বা দেহের সহিত দণ্ডায়মান নহে, বরং নিখিল বিশ্বের সকল ব্যক্তি— যাহারা 'আরজ' বা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু সমূহের সমষ্টি, তাহারা ইতিপূর্ব্বে যেরূপ আল্লাহ্তায়ালার এছেম ছেফাত দ্বারা দণ্ডায়মান ছিল ; উপস্থিত উক্ত— সাধকের আল্লাহ্-প্রদত্ত ঐ জাতের সহিত দণ্ডায়মানকৃত হয় এবং তাঁহার একটি দেহ দ্বারা সকলকেই বিদ্যমান রাখা হয়।

বিশিষ্ট করেন, প্রভু— এক খলিফারে
সাধারণ সৃষ্টিদের উপকার তরে।

"মানব-জাতি আল্লাহ্তায়ালার প্রতিনিধি" ; আল্লাহ্র বাণী— "আমি ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিনিধি প্রস্তুত করিব" (কোরআন)— ইহার রহস্য এ স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এবং "নিশ্চয় আল্লাহ্পাক আদম (আঃ)-কে স্বকীয় আকারে সৃষ্টি করিয়াছেন" হাদীছটির তত্ত্বও এ স্থানেই প্রকাশ পায়। আমি যাহা বলিলাম যে— আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের নিদর্শন উক্ত সাধক প্রাপ্ত হয়, উহা ভাষার সংকীর্ণতা হেতু বলা হইয়াছে। নতুবা নিদর্শনের তথায় অবকাশ কোথায় ? এবং কোন্ বস্তুই বা তদীয় আকারে বহিষ্কৃত হয় ; বরং আকৃতিরই বা তথায় স্থান কোথায় !

জানা আবশ্যক যে, উক্ত প্রকারের সাধক বোজর্গ ব্যক্তি এক যুগে একাধিক হয় না, অবশ্য ইঁহারা বহুদিন পর পর প্রকাশ পাইয়া থাকেন ; অতএব একই সময় একাধিক হওয়ার কোন উপায় নাই। ইঁহাদের আবির্ভাবের (দীর্ঘ) কাল যদি নির্দ্ধারিত করিয়া বলি, তাহা হইলে হয়তো তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিবে না। হে আল্লাহ্— তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের সকল কার্য্য সরল করিয়া দাও।

জানা আবশ্যক যে, যে সাধককে— যে-জাত দ্বারা 'বাকা' প্রদান করেন, তাঁহার উক্ত জাতে মওহুব বা (আল্লাহ্) প্রদত্ত 'জাত' প্রকারবিহীন হইয়া থাকে এবং যাবতীয় আনুষঙ্গিক প্রকার যুক্ত বস্তুও নির্দ্ধারণের বহির্ভূত হয়। যেহেতু প্রকার-সম্ভূত বস্তু অনুমান ও নির্দ্ধারণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত প্রকারবিহীন হইবে না, সে পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণআদি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। কিন্তু যে 'জাত' (ব্যক্তিত্ব)

প্রকারবিহীনতার অংশধারী, আল্লাহ্তায়ালার প্রকৃত প্রকারবিহীন জাতের দিকে তাহার রাজপথ তুল্য— পথ আছে। প্রকার ও নির্দ্ধারণ সমূহের প্রতিবিম্বের যেরূপ তাহার মূলবস্তু প্রকার ও নির্দ্ধারণ সমূহের দিকে পথ আছে, তদ্রূপ উক্ত প্রদত্ত নিছক জাতের প্রতিবিম্বের ও আল্লাহ্তায়ালার প্রকারবিহীন নিছক জাতের প্রতি প্রশস্ত পথ আছে ; উক্ত সাধকের এই প্রদত্ত জাত— তাহার হকীকত বা তত্ত্ব বটে। কেননা তত্ত্ব উহাকে বলা হয়, যাহা যাবতীয় বাহ্যিক বস্তু বা প্রকার ও নির্দ্ধারণ সমূহের বহির্ভূত। অতএব, তাহার এই 'জাত' বা ব্যক্তিত্ব যাবতীয় নির্দ্ধারণের বহির্ভূত। সুতরাং জগতের অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে হকীকত বা তত্ত্ব বলিতে কিছুই নাই— উহাদের অস্তিত্ব সবই বাহ্যিক বস্তু ও নির্দ্ধারণ মাত্র। তাহাদের মধ্যে জাত বলিতে কিছুই নাই যে, তাহাকে 'তত্ত্ব বলা যাইবে, শুধুমাত্র এ'তেবার বা ধারণা। অতএব, তাহাদের মধ্যে যখন তত্ত্ব নাই— তখন তাহারা মূলবস্তুর তত্ত্ব কিভাবে লাভ করিতে পারিবে ! তত্ত্ব তত্ত্বের দিকে পথ প্রাপ্ত হয়, বাহ্যিক বস্তুর সহিত তত্ত্বের কি সম্পর্ক হইতে পারে ? এক তত্ত্ব অপর তত্ত্বের সম্মুখীন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বাহ্যিক বস্তুর লক্ষ্য তত্ত্বের বিপরীত। অতএব, সে কিভাবে তত্ত্বে উপনীত হইবে। সে যতই অগ্রসর হইবে ততই দূরবর্ত্তী হইতে থাকিবে।

পদ্য

ওহে বেদুইন, তুমি যাবে না কা'বায়—
যে পথে চলেছ, তাহা তুরস্কেতে যায়।

"এক-তত্ত্ব অপর তত্ত্বের সম্মুখবর্ত্তী"— বাক্যটিও ভাষার সংকীর্ণতা হেতু বলা হইয়াছে ; নতুবা সেই মহান (আল্লাহ্তায়ালার) দরবারে সম্মুখীন হওয়ার কি উপায় আছে। কিন্তু যখন মেছাল বা উদাহরণিক— আকারে এই প্রকারবিহীনতার অভিধেয় উহার সম্মুখীনরূপে প্রকাশ পায়। তখন ভাবার্থে উহা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। হে আল্লাহ্— যদি আমরা ভুল বা অজ্ঞতা বশতঃ পাপ করি, তাহা তুমি ধরিও না।

শুনো ঃ— জগদ্বাসী, ব্যক্তিগণ যাহারা বাহ্যিক ও আশ্রয়ধারী বস্তুর সমষ্টি— তাহারা যখন উক্ত সাধকের প্রদত্ত জাতের সহিত দণ্ডায়মান হয়, যেরূপ বর্ণিত হইল ; তখন উক্ত আরেফের জাতের মধ্যস্থতায় তাহারা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার অংশ

হাছিল করে। কেননা উক্ত আরেফের জাত-ই ইহাদের 'জাত' বা তত্ত্ব। যেন উহারা তাঁহাদের জাতের মাধ্যমে প্রকারবিহীন জাতের সহিত প্রকারবিহীন সম্বন্ধ স্থাপন করে। ইহা সত্ত্বেও উক্ত আরেফের মাধ্যমেই আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের সহিত ইহারা সম্বন্ধ রাখে, যেহেতু উক্ত প্রকারবিহীন জাত— প্রকৃতপক্ষে উক্ত আরেফেরই জাত বা ব্যক্তিত্ব। একটি আশ্চর্য্য জনক কথা বলি শুনো— "যে ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাতের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং উক্ত পবিত্র মর্ত্তবায় প্রকারবিহীন ভাবে উপনীত হয়, সে ব্যক্তি নিজস্ব ও স্বাধীনভাবে উক্ত পবিত্র মর্ত্তবা হইতে ফয়েজ ও বরকত গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্য কোনও মধ্যস্থতা থাকে না। উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার নিম্নস্তরে মধ্যস্থতা বর্ত্তমান থাকে। উক্ত মর্ত্তবায় উপনীত ব্যক্তিগণ স্বীয় যোগ্যতানুযায়ী নিজস্ব হিসাবে অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

আল্লাহ্-ছোব্হানাহু যাবতীয় বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানধারী। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে, তাহার প্রতি ছালাম।

৮১ মকতুব

খাজা জামালুদ্দীন হুসাইনের স্বপ্নের তাবীর সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও দরূদ ও দোয়ার পর, জানিবেন যে— আপনার পত্র পৌছিয়াছে। উহাতে জাহেরী— বাতেনী সুস্থ্যতার উল্লেখ ছিল বলিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনি যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহার ফলাফলের জন্য লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন যে, "আমি অজু করার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম— হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যেন প্রাণ বাহির হইয়া গেল, যখন একটু চৈতন্য লাভ করিলাম— তখন দেখিলাম যে, সূর্য্যের মত চমক্দার একটি 'নূর' বা আলো ; যাহা অতি সূক্ষ্মতাহেতু আমাকে অচেতন করিয়াছিল— যেরূপ কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রিয়জনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহাতে বিলীন হয়, যেন তাহার নাম-নিশানা পর্য্যন্ত না থাকে"।

হে বৎস— জানিবেন যে, মানবদেহ সাতটি-লতিফা বা সূক্ষ্ম বস্তুর সংমিশ্রণে গঠিত ; ইহা সর্ব্বজন বিদিত বাক্য। এই লতিফাগুলির প্রত্যেকটির কার্য্যকলাপ, অবস্থা-ব্যবস্থা বিভিন্ন। এ-পর্য্যন্ত আপনার অবস্থা লতিফায়ে কল্বের সহিত

সম্পর্কিত ও উহার রঙে-রঞ্জিত ছিল ; ইদানিং এই শক্তিশালী আত্মীক বর্ষণ যাহা আপনাকে সংজ্ঞাহীন করিয়াছিল, তাহা লতিফায়ে রূহের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে এবং উহাকে (রূহ্‌কে) স্বীয় আয়ত্বে আনিয়াছে। "নিশ্চয় নৃপতিবৃন্দ যখন দেশ জয় করে তখন বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে ও উহার সম্মানিত ব্যক্তিগণকে অপদস্থ করিয়া থাকে" (কোরআন)। রূহ্ বা আত্মা, জ্ঞান ও অনুভূতির উৎপত্তিস্থান, উহা যখন কোন আত্মীক বর্ষণের অধীনস্ত হয়, তখন সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকে। অতএব, উপস্থিত— লতিফায়ে রূহের সহিত আপনার কার্য্যকলাপ চলিতেছে। অদ্যকার হালকার মধ্যে আপনার উক্ত নেছ্বত বা সম্বন্ধ পূর্ণ হওয়ার জন্য কিছু আত্মীক সাহায্য করা হইয়াছে এবং উহার তা'ছীরও প্রকাশ পাইয়াছে। জানিলাম যে, উক্ত সম্বন্ধ প্রশস্ততা লাভ করিয়াছে এবং সর্ব্বত্র অনুপ্রবেশের জন্য উদ্যত হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা উহাকে পূর্ণ করুন।

দ্বিতীয় স্বপ্ন লিখিয়াছেন যে, আপনি পারবীন (অশ্বিনী নক্ষত্র) ও বানাতুন্নাশ (সপ্তর্ষি মণ্ডল)কে স্বীয় গৃহে-একত্র পাইয়াছিলেন, ইহার তাবীরও পূর্ব্বরূপ জানিবেন। অর্থাৎ রূহ্ এবং কল্‌বের সম্বন্ধ পর পর সাক্ষাত— পাইয়াছেন, যাহা উক্ত দুই প্রকারের নক্ষত্র হিসাবে দেখা দিয়াছে। পারবীন (অশ্বিনী) নক্ষত্র দ্বারা অন্য সকল নক্ষত্রের এন্তেজাম বা ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ হয়। অতএব, উহা কল্‌বের অনুরূপ বস্তু এবং বানাতুন্নাশ-এর মধ্যে যখন নক্ষত্রগুলি ছড়ানো আছে, তখন উহা রূহের অনুরূপ। আপনার দ্বিতীয় স্বপ্নটি— যদি প্রথম স্বপ্নের পর দেখা দিয়া থাকে, তবে উহা সত্য। যেন দুই প্রকারের সম্বন্ধই— আপনার হাছিল হইয়াছে, এবং যদি পূর্ব্বে দেখা দিয়া থাকে, তাহাও ঠিক ; কেননা অনেক সময় কোন সম্বন্ধ লাভ হয়, কিন্তু তাহা প্রকাশ হয় না, কেবল উহা লাভ হইয়াছে— তাহাই স্বপ্নে দেখাইয়াছেন এবং কিছুদিন পর দ্বিতীয় স্বপ্ন দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

আল্লাহ্‌পাক সত্য বিষয়ের জ্ঞানধারী। হে আল্লাহ্— তুমি পবিত্র। তুমি আমাদিগকে যাহা শিখাইয়াছ, তাহা ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই জানি না।

ওয়াচ্ছালাম ॥

৮২ মকতুব

ইহাও তদীয় ছাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ ছাইদ ও হজরত খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ)-হুমার নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

হে বৎসদ্বয়— বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শান্তির সহিত থাকুন। এই কষ্টকর ছফরে (পর্যটনে) আপনাদের বিরহই— অধিক কষ্টদায়ক— বলিয়া অনুভব করিতেছি। প্রায় সময় আপনাদিগকে ভুলিয়া থাকি না। প্রকৃত নে'মত প্রদানকারী আল্লাহ্পাকের নে'মতের যতই প্রাচুর্য্য হয় দূরবর্ত্তী বন্ধুগণের স্মরণ ততই অধিক হইয়া থাকে। দৈনন্দিনের অবস্থা লিপিবদ্ধ হইতেছে এবং উহা পরিষ্কার করিয়া লিখা হইতেছে। কিন্তু এরূপ কে আছে যে, উহা অনুভব করে ও উহার অংশ লাভ করে। খাজা মোহাম্মদ হাশেমকে যথেষ্ট জানিতেছি, যেহেতু তিনি কথার ভাব বুঝিতে পারেন এবং লজ্জত প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনিও এই আজমীরের কষ্টকর ছফরে, সঠিক ওজর (আপত্তি) বশতঃ পশ্চাৎপদ হইয়াছেন, মাত্র কয়েক ব্যক্তি সঙ্গী আছেন। আল্লাহ্পাকই— আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই— শ্রেষ্ঠ ওয়াকিল (কার্য্য সমাধাকারী)। এ ছফরে সঙ্গীগণও অল্প এবং খাদ্য-খোরাকও অল্প এবং আবদানা ও সম্বলও অতি সামান্য। আল্লাহ্পাক কি স্বীয় দাসের জন্য যথেষ্ট নহেন ? হাঁ— যথেষ্ট বটে ; আপনাদের বিরহে অত্যন্ত কষ্টে ছিলাম ; একদিন তাহাজ্জুদের নামাজের পর দেখিলাম যে, আপনারা দুই ভ্রাতা এই সঙ্গীগণের জনৈক বন্ধুর সহিত বাদশাহের উকিলের নিকট চাকুরীর উদ্দেশ্যে গিয়াছেন, বাদশাহ উক্ত উকিলের প্রতি উহার ভার প্রদান করিয়া বলিলেন যে, আপনি যাহাকে উপযুক্ত মনে করেন তাহাকে গ্রহণ করিতে পারেন এবং যাহাকে গ্রহণ করিবেন তাহার হিলিয়া (চেহারার বর্ণনা) কোন এক পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া উহার এক পার্শ্বে লিখিবেন যে উহাকে চাকুরী প্রদান করা হউক ; তৎপর উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্য হইতে আপনারা ভ্রাতাদ্বয়ের হিলিয়া লিপিবদ্ধ করতঃ চাকুরীর জন্য মনোনীত করা হইল, এবং উক্ত তৃতীয় ব্যক্তির হিলিয়ানামা ও চাকুরীর ব্যবস্থা কছুিই করা হইল না। আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে,

উক্ত ব্যক্তির হিলিয়া কেন লিপিবদ্ধ করা হইল না ? তদুত্তরে আপনারা বলিলেন যে, হিলিয়া লেখার সময় উক্ত উকিল নিজের মুখ তাহার মুখমণ্ডলের নিকট— লইয়া গিয়া তাহাকে ভালভাবে দেখিতে লাগিল যে, উহার মুখমণ্ডলে কালিমা আছে অথবা এই প্রকারের কিছু বলিল এবং লিখিল না। অতএব, আল্লাহ্তায়ালার শোকর-গোজারী যে, আপনারা ভ্রাতাদ্বয়ের দিক হইতে আমি নিশ্চিত আছি, যেহেতু আপনারা দরবারে গৃহীত হইয়াছেন। অবশ্য উক্ত তৃতীয় ব্যক্তির জন্য দুঃখিত আছি। যেহেতু তিনি মনোনীত হন নাই। আফ্ছোছ যদি তাহাকেও গ্রহণ করা হইত, তবে ভাল হইত। শেষফল মঙ্গলময় হউক।

৮৩ মকতুব

তদীয় ছাহেবজাদা-গণের নিকট সৈন্যদলের অবস্থানের বরকতের বিষয় লিখিতেছেন। যাহা স্বেচ্ছাকৃত নহে।

প্রিয় বৎসগণ— নিশ্চিন্ত থাকুন। সকলেই আমাদের কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করতঃ উদ্ধারের চেষ্টায় আছে। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া ও বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে যে কত সৌন্দর্য্য আছে— তাহা তাহারা জানিতেছে না। আল্লাহ্তায়ালা যদি কাহাকেও অনিচ্ছাকৃতভাবে ইচ্ছা শূন্য করেন এবং স্বীয় ইচ্ছায় তাহার জীবন-যাপন করান, তাহা অতুলনীয় নে'মত বটে। যেহেতু তাহার ইচ্ছাকৃত কার্য্যসমূহ হইতে তাহার অনিচ্ছায় তাহাকে বাহির করিয়াছেন ও নিজের (আল্লাহ্র) ইচ্ছানুযায়ী তাহার জীবন-যাপন করিতেছেন এবং তাহার ইচ্ছাকৃত কার্য্যসমূহ তাহার অনিচ্ছার অধীন করতঃ তাহার ইচ্ছার বৃত্ত হইতে তাহাকে বাহির করিয়াছেন। যেন বিধৌতকারীর সম্মুখে মৃতদেহ বৎ করিয়া দিয়াছেন। কারারুদ্ধ থাকাকালীন যখন স্বীয় নিষ্কাম ও বঞ্চিত হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিতাম, তখন আশ্চর্য্য প্রকারের বাতেনী লজ্জত প্রাপ্ত হইতাম। অবশ্য মুক্ত ব্যক্তিগণ বিপদ-গ্রস্তদের লজ্জত কি আর বুঝিবে এবং তাহাদের কষ্টের সৌন্দর্য্যই বা কি অনুভব করিবে। শিশুগণ মিষ্টতার মধ্যেই আস্বাদ পায়। কিন্তু যাহারা তিক্তের মধ্যে আস্বাদ প্রাপ্ত হন, তাহারা মিষ্টতার এক রতিও মুল্য দেন না।

অনল ভক্ষণকারী— পাখীদের মত,
চণক তণ্ডুল তার নহে মনঃপুত।
যে সৎপথে চলে, তাহার প্রতি ছালাম।

৮৪ মকতুব

হাফেজ আব্দুল গফুরের নিকট এই তরীকার আদবের বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

এ পথের পথিকদিগের উচিৎ যে, প্রথমতঃ সত্যবাদী আলেমগণের মতের অনুরূপ স্বীয় আকিদা বিশ্বাস বা অভিমত সংশোধন করে। তৎপর ফেকাহের আদেশ নিষেধাদি জানিয়া লয় ও তদনুযায়ী আমল করে। ইহার পর সকল সময় আল্লাহ্র জেকেরে লিপ্ত থাকে। কিন্তু শর্ত্ত এই যে, উক্ত জেকের কামেল মোকাম্মেল পীর হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা নাকেছ বা অপূর্ণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূর্ণ ব্যক্তি সৃষ্টি হয় না। সমস্ত সময় ব্যাপিয়া এইভাবে জেকের করিবে। যেন ফরজ ও ছুন্নতে মোয়াক্কাদা পালন করার পর অন্য কোন কার্য্যে লিপ্ত না হয়। এ-পর্য্যন্ত যে, কোরআন তেলাওয়াত এবং নফল এবাদত সমূহও বন্ধ রাখে। অজুর সহিত হউক বা বিনা অজুতে হউক জেকের করিবে— দণ্ডায়মান, উপবেশন ও শয়ন অবস্থায়ও তাহাতে মশগুল থাকিবে এবং আগমন-প্রস্থান ও আহার-নিদ্রা ইত্যাদির সময়েও জেকের শূন্য থাকিবে না।

জেকের করিতে থাক— যাবৎ-জীবন,
হৃদয় পবিত্র করে— খোদার স্মরণ।

সর্ব্বদা জেকেরে এরূপ লিপ্ত থাকা উচিৎ— যে, জেকেরকৃত বস্তু (আল্লাহ্) ব্যতীত অন্য সকল বস্তু তাহার বক্ষ প্রান্তর হইতে অন্তর্হিত হয়, যেন তাহাদের কোনই চিহ্ন বর্ত্তমান না থাকে এবং চিন্তা ধারণার পথেও যেন— কখনও উহা প্রত্যাবর্ত্তন না করে। স্বেচ্ছায় যদি চিন্তা করে তাহাতেও যেন মনে স্থান না পায় ; কেননা সে অন্য সকল বস্তুকে যে চিরতরের জন্য বিস্মৃত হইয়াছে। তাহার এই ভুলা

ও বিস্মৃতিই তাহার আকাঙ্খিত ও বাঞ্ছিত বস্তু লাভের সুসংবাদ দাতা ও কাম্য বস্তু প্রাপ্তির নির্দ্দেশক বটে। মকছুদ হাছিল হওয়ার কথা ও বাস্তব উদ্দিষ্ট বস্তু লাভের বিষয় আর কি লিখিব ! তাহা যে— আরও পরে, তাহারও পরে।

পদ্য

কি উপায়ে পাব আমি প্রিয়ার মিলন,
গিরি, গুহা, খাদ আছে, পথে অগণন।

প্রিয় ভ্রাতঃ— যখন এই গৃহীত 'ছবক' (আত্মীক পাঠ) পূর্ণ করিবেন, তখন দ্বিতীয় 'ছবক' হইবেন ; আল্লাহ্পাক তৌফিক প্রদানকারী। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে তাহার প্রতি ছালাম ॥

৮৫ মকতুব

হজরতের বরকত সম্পন্ন ছাহেবজাদা-দ্বয়, হজরত খাজা মোহাম্মদ ছাইদ এবং হজরত খাজা মোহাম্মদ মা'ছুম (রাঃ)-হুমার নিকট সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

এ দিকের অবস্থা আল্লাহ্তায়ালার শোকর-গুজারীর উপযোগী, আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আপনাদের সুস্থতা ও আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছার প্রতি দৃঢ়তা প্রার্থনা করি। আমি যদি আজমীরে পৌঁছি এবং পথের কষ্ট ও প্রখর উত্তাপ হইতে মুক্তি পাই— তবে ইনশা-আল্লাহ্ আপনাদিগকে জানাইব ও ডাকিয়া লইব। নিশ্চিন্ত থাকুন এবং আল্লাহ্তায়ালার মর্জি লাভের প্রতি স্বীয় মনোবল নিয়োজিত করুন। আল্লাহ্ না করুন যদি স্বচ্ছলতায় উপনীত হইয়া নফ্ছের আকাঙ্খা— পূর্ণ হয় ও পরিবার বর্গের আকৃষ্টতা জন্মে এবং অত্যাবশ্যকীয় (পারলৌকিক) কার্য্যে বাধা সৃষ্টি হয়, তাহাতে বঞ্চিত ও লজ্জিত হওয়া ব্যতীত কিছুই লাভ হইবে না। এই দরবেশদিগের সংসর্গের সৌভাগ্যকে যথেষ্ট মনে করিবেন ও অতি আবশ্যকীয় কার্য্যে (পরকালের কার্য্যে) লিপ্ত থাকিবেন। সাবধান হওয়া উচিৎ। যে নূতন মারেফতসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাই একটির পর আর একটি আপনাদের 'ছবক' বা আত্মীক পাঠ জানিবেন। উহাকে অবহেলিত মনে করিবেন না। বরং মনোযোগের সহিত উহা পাঠ

করিতে থাকিবেন। আশাকরি উহার গুপ্ত ধন-ভাণ্ডারের বাতায়ন উন্মুক্ত হইয়া সৌভাগ্যের মূলধন লাভ হইবে। আপনাদের বিষয় সু-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি ; তাহা এক পত্রে লিখিয়া খাজা মোহাম্মদ হাশেম কাশ্মীকে আপনাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছি ; আশাকরি আল্লাহ্পাক স্বীয় অনুগ্রহে আপনাদিগকে কবুল করিবেন এবং পরিত্যাগ করিবেন না। তথাপি ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিবেন, খেলাধুলায় লিপ্ত হইবেন না, আমার সংসর্গ হইতে দূরে থাকার কুফল যেন না হয় ; এইহেতু আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সর্ব্বদা কাঁদা-কাটি করিতে থাকিবেন। আবশ্যক মত হক্দারগণের সহিত মেলা-মেশা করিতে থাকিবেন। নারী জাতির প্রতি সু-উপদেশ দ্বারা কালাতিপাত করিবেন ; ও আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধাদি জ্ঞাপন করাইতে অবহেলা করিবেন না ; বাটীস্থ সকলকে নামাজ, সৎ-কার্য্য ও শরীয়ত প্রতিপালনের জন্য উৎসাহিত করিতে থাকিবেন। যেহেতু আপনারা স্বীয় অধীনস্থদিগের জন্য জিজ্ঞাসিত হইবেন। আল্লাহ্পাক আপনাদিগকে যখন এল্ম প্রদান করিয়াছেন, তখন তদনুযায়ী আমল করারও শক্তি (তৌফিক) প্রদান করুন এবং তৎপ্রতি দৃঢ় রাখুন। আমিন ॥

৮৬ মকতুব

দরবেশ হাবীব খাদেমের নিকট কারামতের বা অলৌকিক ঘটনাদীর ন্যূনাধিক্যের বিষয় লিখিতেছেন।

অনাবশ্যকীয় মোবাহ-বস্তুসমূহ অধিকভাবে ব্যবহার করিলে কারামত বা অস্বাভাবিক ঘটনা তাহার দ্বারা কম ঘটিয়া থাকে ; বিশেষতঃ মোবাহ্-বস্তুসমূহ যদি অত্যধিক ব্যবহার কর যায়, যাহাতে 'মোস্তাবেহ্' বা সন্দিগ্ধ বস্তুর সীমায় উপনীত করে ও তথা হইতে— আল্লাহ্ না করুন হারামের নিকটে লইয়া যায়, তখন কারামত আর কোথায় থাকে ও অলৌকিক কার্য্যই বা কিভাবে হইতে পারে ! পক্ষান্তরে মোবাহ্ বস্ত্র সমূহের ব্যবহার যতই অল্প হইবে এবং একান্ত আবশ্যকের অতিরিক্ত গৃহীত না হইবে, ততই কাশ্ফ কারামত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক থাকিবে ও উহার পথ প্রশস্ত হইবে। অলৌকিক কার্য্যের প্রকাশ 'নবী' হওয়ার শর্ত্ত, অলী হওয়ার জন্য

শর্ত্ত নহে। যেহেতু নবীত্ব প্রকাশ করা নবীর প্রতি ওয়াজেব, অলীত্বের প্রকাশ ওয়াজেব নহে ; বরং উহা গুপ্ত রাখাই শ্রেয়ঃ। কেননা নবীত্বে সৃষ্ট-জীবকে আহ্বান কার্য্য করা আবশ্যক এবং এ-স্থলে (অলীত্বে) শুধু আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য সাধন আবশ্যক। অতএব, আহ্বানের জন্য প্রচার অনিবার্য্য ও নৈকট্যের জন্য গুপ্ত রাখাই সমীচীন। কোন অলীর অধিক কারামত প্রকাশ পাওয়া, যাহাদের তদ্রূপ প্রকাশ পায় না তাহা হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক নহে। বরং ইহাও হইতে পারে যে, যে—অলীর মোটেই কারামত নাই, যাঁহাদের কারামত আছে তাঁহাদের চেয়ে তিনিই শ্রেষ্ঠ হন। যেরূপ শায়েখ শিহাবুদ্দীন ছহ্রওয়ার্দ্দী (রাঃ) স্বীয় আওয়ারেফ নামক পুস্তকে ইহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। পয়গম্বর (ছঃ)-গণের জন্য কারামত শর্ত্ত হওয়া সত্ত্বেও উহার ন্যূনাধিক্য তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যূনাধিক্যের পরিচায়ক নহে ; অতএব, যে অলীর জন্য উহা শর্ত্ত নহে উহা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক কিভাবে হইতে পারে ? বোধ হয় অলৌকিক ঘটনাদি প্রকাশ হওয়ার উদ্দেশ্যে পয়গম্বর (আঃ)-গণ কঠোর ব্রত পালন ও মোবাহ্ বস্তুসমূহ অল্প ব্যবহার করিয়াছিলেন। যেহেতু উহা নবীত্বের শর্ত্ত ও তাঁহাদের প্রতি ওয়াজেব ছিল। অবশ্য উহা তাঁহাদের নৈকট্য লাভের জন্য (উপকারী) ছিল না ; কেননা পয়গম্বর (আঃ)-গণ সকলেই নির্ব্বাচিত ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালা মহব্বতের বড়শী দ্বারা তাঁহাদিগকে আকর্ষিত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বিনা পরিশ্রমে আল্লাহ্তায়ালার সান্নিধ্যের স্তরসমূহ লাভ করিয়াছেন। এনাবত বা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্তায়ালার দিকে গমন পথে রেয়াজত বা কঠোর পরিশ্রমের আবশ্যক হইয়া থাকে ; ইহাকে মুরীদ বা ইচ্ছকারীর পথ বলা হয়। কিন্তু এজতেবা বা নির্ব্বাচন যাহা মোরাদ-ইচ্ছাকৃত ব্যক্তির পথ, তাহাতে উহা আবশ্যক করে না। মুরীদগণ কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া স্বীয় আত্মীক পদ দ্বারা পথ অতিক্রম করেন। পক্ষান্তরে মোরাদগণ সাদরে নীত ও সমুত্থিত হন, ও অক্লেশে তাঁহারা আল্লাহ্র সান্নিধ্যের স্তরসমূহে নীত হন।

জানা আবশ্যক যে, 'এনাবত' ও স্বেচ্ছায় গমনের পথে কঠোর ব্রত পালন আবশ্যক হয়, কিন্তু এজতেবা বা নির্ব্বাচনের পথে উহা শর্ত্ত নহে। অবশ্য উপকারী বটে। যেরূপ কোন ব্যক্তিকে যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তৎসঙ্গে সে নিজেও যদি অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, তবে অতি সত্তর উদ্দিষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইয়া

থাকে এবং বহু উর্দ্ধে উপনীত হয় ; কিন্তু যদি নিজে চেষ্টা না করে, সে উহা হইতে বহু পিছনে থাকিয়া যায়। অবশ্য কখনও শুধু আকর্ষণ শক্তিশালী হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী সম্মিলিত চেষ্টা হইতে কার্য্য অধিকতর হইতে পারে। নির্ব্বাচনের পথে শুধু সান্নিধ্যের জন্য যেরূপ কষ্ট, শ্রম— শর্ত্ত নহে, তদ্রূপ পূর্ণ সান্নিধ্য লাভের জন্যও শর্ত্ত নহে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে উপকারী হইতে পারে। এজতেবার পক্ষাবলম্বীগণের জন্য— মোবাহ বস্তুর অল্প ব্যবহার ইত্যাদি কঠোর ব্রত পালনের উল্লিখিত উপকারীতা ব্যতীত অন্য ভাবেও অনেক উপকার লাভ হইয়া থাকে, যথা— সর্ব্বদা বৃহত্তম সংগ্রামে লিপ্ত থাকা অর্থাৎ— নফ্ছের সহিত যুদ্ধ করা ও স্বীয় অন্তঃকরণকে পার্থিব মলিনতা হইতে পাক-পবিত্র রাখা, ইত্যাদি। অবশ্য একান্ত আবশ্যকীয় মোবাহ্ বস্তুগুলি দুনিয়া বা পার্থিব বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু যাহা আবশ্যকের অতিরিক্ত তাহাই দুনিয়ার বা পার্থিব বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বটে। কঠোর ব্রত পালন ও মোবাহ বস্তু অল্প গ্রহণ করার মধ্যে আরও একটি উপকারীতা আছে, তাহা পরকালের হিসাবের সরলতা এবং মর্ত্তবা সমূহের উন্নতি হওয়া। যেহেতু ইহ-জগতে যে পরিমাণ কষ্ট, শ্রম হইবে, পরকালে তাহার দ্বিগুণ, চর্তুগুণ শান্তিলাভ হইবে। অতএব, পয়গম্বর (আঃ)-গণের কঠোর ব্রত পালনের উল্লিখিত কারণ ব্যতীত অন্য কারণও প্রকাশ পাইল।

প্রকাশ থাকে যে, এজ্তেবার পথে কঠোর ব্রত পালন ও মোবাহ্ বস্তুর কম ব্যবহার যদিও আল্লাহ্র সান্নিধ্যের শর্ত্ত নহে, তথাপি মোটের উপর ইহা প্রশংসিত ও ভাল ; বরং উল্লিখিত উপকারাদি দৃষ্টে ইহা জরুরী ও অনিবার্য্য। হে আল্লাহ্ তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর, এবং আমাদের সকল কার্য্য সহজ করিয়া দাও। যে-ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে, তাহার প্রতি ছালাম।

৮৭ মকতুব

মওলানা ছালেহ কোলাবীর নিকট লিখিতেছেন। মুরীদ (স্বেচ্ছায় গমনকারী) এবং মোরাদ (আল্লাহ্র-ইচ্ছায় গমনকারী)-এর রহস্যের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য এবং তদীয় নির্ব্বাচিত বান্দাদিগের প্রতি ছালাম। আমি আল্লাহ্‌তায়ালার মুরীদ বা অন্বেষণকারী এবং মোরাদ বা মনোনীত। আমার ছেলছেলা বা আত্মীক সম্বন্ধ বিনা মধ্যস্থতায় আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সম্মিলিত, আমার হস্ত আল্লাহ্‌তায়ালার হস্তের স্থলাভিষিক্ত। হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর সহিত বহুদিক দিয়া আমার আত্মীক সম্বন্ধ আছে। নক্‌শবন্দি তরীকায় একবিংশতি এবং কাদেরীয়া তরীকায় পঞ্চবিংশতি ও চিশ্‌তিয়া তরীকায় সপ্তবিংশতি মধ্যস্থ সম্বন্ধ আছে। আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত আমার সরাসরি যে আত্মীক সম্বন্ধ আছে, তাহাতে মধ্যস্থতার অবকাশ নাই। ইহা ইতিপূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, আমিও হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর মুরীদ এবং অন্যভাবে তাঁহার অনুগামী। এই দৌলতের 'দস্তরখানে' যদি আমি তাঁহার অনুবর্ত্তী, তথাপি আমি অনিমন্ত্রিত নহি। যদিও আমি তাঁহার অধীনস্থ, কিন্তু মূলবস্তু হইতে বঞ্চিত নহি। যদিও আমি 'উম্মত', তথাপি তাঁহার দৌলতের শরীক ; কিন্তু ঐরূপ শরীক নহি— যাহাতে সমকক্ষতার দাবী করা যাইতে পারে, যেহেতু উহা কোফরে পরিণত হয়। বরং মালিকের সহিত খাদেম বা ভৃত্য হিসাবে শরীক। অর্থাৎ— বিনা আহ্বানে আমি তাঁহার দৌলতের দস্তরখানে হাজির হই নাই ও তাঁহার অনিচ্ছায় উহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই। যদিও আমি ওয়ায়েছী (অলী-আল্লাহ্‌গণের আত্মীক সাহায্যে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভকারী), তথাপি আমার মুরব্বী হাজির-নাজির— উপস্থিত ও বর্ত্তমান আছেন। যদিও নক্‌শবন্দি তরীকায় খাজা আব্দুল বাকী (রাঃ) আমার পীর, তথাপি আল্লাহুল্ বাকী আমার লালন-পালনের জিম্মাদার। আমি আল্লাহ্‌তায়ালার অনুকম্পার সাহায্যে উন্নতি করতঃ এজতেবা বা নির্ব্বাচনের পথে গমন করিয়াছি। আমার ছেলছেলা বা আত্মীক সম্বন্ধ 'রহমানী' (অনুকম্পনীয়), যেহেতু আমি আব্দুর রহমান (রহমানের দাস) ; আমার রব বা প্রতিপালক রহমান ও আমার মুরব্বী বা অভিভাবক আরহামুর রাহেমীন। আমার তরীকা 'ছোব্‌হানী' বা পবিত্র তরীকা। পবিত্রতার পথে চলিয়াছি। আল্লাহ্‌তায়ালার নাম ও গুণাবলী হইতে পবিত্র জাত ব্যতীত অন্য কিছুই কামনা করি নাই। এই 'ছোব্‌হানী' বা পবিত্রতা বোস্তামীগণ যে ছোব্‌হানী বলিয়া থাকেন তাহা নহে ; উহার সহিত— ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। যেহেতু উহা তাহাদের স্বীয় 'নফ্‌ছ' বা প্রবৃত্তির বৃত্ত অতিক্রম করে নাই, এবং ইহা

নফ্‌ছ এবং বহির্জ্জগতের বৃত্তের বহির্ভূত। তাহাদের উহা 'তশবীহ' বা একবাদ যাহা 'তন্‌জীহ' বা দ্বিত্ববাদের পোষাক পরিধান করিয়াছে। কিন্তু আমার এই 'তন্‌জীহ' বা দ্বিত্ববাদে একবাদের ধুলিকণাও প্রবিষ্ট হয় নাই। তাহাদের উহা মত্ততার নির্ঝর হইতে ঝরিত হইয়াছে। এবং ইহা নিছক সংজ্ঞার হ্রদ হইতে বাহির হইয়াছে। আরহামুর রাহেমীন আল্লাহ্‌পাক আমার প্রতিপালনের জন্য আছ্‌বাব্ বা সরঞ্জামকে আনুসঙ্গিক নির্ভরশীল বস্তু করিয়াছেন মাত্র। প্রকৃত কার্য্য কারক তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পূর্ণ অনুগ্রহ-হেতু ও লজ্জাবোধে ইহা অনুমোদন করেন নাই যে, অপর কেহ আমার রক্ষণাবেক্ষণ করে, অথবা আমি অপর ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করি। সুতরাং আমি স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা প্রতিপালিত ও তাঁহার অসংখ্য অনুগ্রহ কর্ত্তৃক মনোনীত।

"অসাধ্য কিছুই নহে মহানের তরে"।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য যিনি বোজর্গী ও অনুগ্রহ সম্পন্ন এবং তাঁহার রছুল (দঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সম্মান ইহ-পরকাল পর্য্যন্ত বর্ষিত হউক।

৮৮ মকতুব

তদীয় ছাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ ছাইদ (রাঃ)-এর নিকট খোল্লাত (বন্ধুত্বের)-এর মাকামের বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌পাক যখন স্বীয় বান্দাকে খোল্লাত-এর মর্ত্তবা প্রদান করেন, যাহা হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিজস্ব বিশিষ্ট মর্ত্তবা, এবং হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বেলায়েত তাঁহাকে প্রদান করেন, তখন উক্ত বান্দাকে স্বীয় বন্ধু ও সহ-উপবেশনকারী স্বরূপ করিয়া লন ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করেন, যাহা উক্ত খোল্লাত বা সৌহার্দ্য ও স্নেহ মমতার মাকামের আনুষঙ্গিক ও অনিবার্য্য। তৎপর যখন উক্ত সম্বন্ধ লাভ হয়, যাহার জন্য সৌহার্দ্য অনিবার্য্য তখন বন্ধুর কার্য্যকলাপের দোষত্রুটি— তাঁহার দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হয় ও তাহার কার্য্যকলাপের প্রতি ঘৃণাভাব থাকে না। যেহেতু তাহার কার্য্যের-ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হইলে তাহার প্রতি ঘৃণাভাব আসিবে, এবং তাহার প্রতি কোনরূপ মনের আকর্ষণ ও মায়া-মমতা থাকিবে না ;

ইহা খোল্লাত বা বন্ধুত্বের মাকামের বিপরীত ও নিবারক। কেননা সরাসরি উলফৎ বা স্নেহ ও মায়া-মমতাকেই খোল্লাত বলা হইয়া থাকে।

প্রশ্ন ঃ— বন্ধুর কার্য্যকলাপের ত্রুটি দৃষ্টি-গোচর না হওয়া ভাবগত ভাবে হইতে পারে। যেহেতু— তথায় স্নেহ-মমতার প্রাবল্য হেতু বন্ধুর কার্য্যকলাপের ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহার দৃষ্টি হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্বের স্তরে ইহা বিধেয় নহে ; যেহেতু তথায় প্রত্যেক বস্তু যথাযথভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তথায় ত্রুটিকে-ত্রুটি মনে না করা এবং বন্ধুত্ব সম্বন্ধের অধীন হইয়া থাকা উচিত নহে।

উত্তর ঃ— প্রত্যেক দোষণীয় বস্তুর অবশ্য একটি উৎকৃষ্ট দিক আছে। অতএব, তাহার উক্ত উৎকৃষ্ট দিকে লক্ষ্য করতঃ উহাকে ভাল বলা যাইতে পারে [১]।

জানা আবশ্যক যে, উক্ত মন্দ বস্তুর মধ্যে যদিও পূর্ণ উৎকর্ষ নাই, তথাপি যখন তাহার উৎকর্ষের পক্ষটি— মালিকের দৃষ্টিগোচর ও মনঃপুত হইয়াছে ; তখন "আল্লাহ্‌র দলই— প্রবল" (কোরআন), এই বিধান অনুযায়ী উক্ত উৎকর্ষই তাহার সমস্ত মন্দের উপর প্রবল হইয়া তাহাদিগকে স্বীয় রঙে— রঞ্জিত করতঃ সুন্দর করিয়া লইয়াছে। "উহারাই ঐ দল, যাহাদের পাপ সমূহকে আল্লাহ্‌তায়ালা পুণ্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন" (কোরআন)। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানিবেন যে, 'খোল্লাত' ও মহব্বতের মধ্যে 'আম' (সাধারণ হওয়া) ও 'খাছ' (বিশিষ্ট হওয়া) সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। 'খোল্লাত' (বন্ধুত্ব) 'আম' এবং 'মহব্বত' (প্রেম) উহারই পূর্ণতা বা পূর্ণাঙ্গ বিশেষ। যেহেতু বন্ধুত্বের আতিশয্যই— প্রেম। উহাতে আকৃষ্টতা প্রকাশ পায় এবং অস্থিরতা ও অশান্তির সৃষ্টি হয় ; কিন্তু 'খোল্লাত' বা বন্ধত্বের মধ্যে মনের শান্তি ও পূর্ণ আরাম লাভ হইয়া থাকে। মহব্বত বা প্রেমে আকর্ষণের সৃষ্টি হয় বলিয়া খোল্লাত হইতে পৃথক হইয়া অন্যরূপ ধারণ করতঃ ভিন্ন প্রকারে পরিণত হইয়াছে। 'মহব্বত' যে গুণের জন্য 'খোল্লাত'-এর যাবতীয় প্রকার

টীকাঃ— ১। হয় হোক মন্দ যত সৃষ্টি বিধাতার ;
অবশ্য তাহাতে আছে কিছু উপকার।
কৃষ্ণ রজনীর মত হাবসীর বদন ;
অবশ্য দশন তার মুক্তার মতন।

হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে— তাহা দুঃখ ও চিন্তা। নতুবা নিছক খোল্লাতের মধ্যে শুধু আরামেই-আরাম। এবং শান্তিই-শান্তি ও আনন্দেই-আনন্দ। বোধ হয় এই জন্যই— হজরত খলিল (আঃ)-কে আল্লাহ্‌পাক কষ্টের স্থান ইহজগত এবং পরজগতে— উভয় স্থানে তাঁহার আমলের প্রতিফল প্রদান করিয়াছেন। তাই আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন— "এবং তাঁহাকে (খলিল আঃ-কে) তাঁহার পারিতোষিক দুনিয়াতে প্রদান করিয়াছি এবং পরকালেও তিনি নিশ্চয় সৎব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, মহব্বত যখন দুঃখ-চিন্তার হেতু, তখন যে ব্যক্তির মধ্যে মহব্বত অধিক থাকিবে তাহার দুঃখ-চিন্তা অধিকতর হইবে। এইহেতু বলা হইয়াছে— "হজরত রছুলুল্লাহ্ (ছঃ) সদা দুঃখিত ও সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত থাকিতেন" (হাদীছ)। আবার তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমার তুল্য কোন নবীই ব্যথিত হয় নাই"। কেননা মানব জাতির মধ্যে তিনিই পূর্ণ মহব্বত— সম্পন্ন ছিলেন। অবশ্য তিনি 'মহবুব' বা প্রিয় ব্যক্তিও ছিলেন। কিন্তু 'মহব্বত' বা প্রেম থাকা হেতু প্রেমিকদিগের মত তিনিও আকৃষ্ট ও মোহিত ছিলেন।

হাদীছে কুদ্‌ছিতে আসিয়াছে, "সাবধান ! আবরারগণ আমার সাক্ষাতের জন্য দীর্ঘ আশাধারী কিন্তু আমি তাহাদের জন্য কঠিন আকাঙ্ক্ষী"।

এ সম্পর্কে একটি প্রকাশ্য প্রশ্ন বিদ্যমান আছে, তাহা এই যে, যে বস্তু অলব্ধ, তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। এ স্থলে আল্লাহ্‌পাক হইতে কোন বস্তুই অলব্ধ নহে। অতএব, আকাঙ্খা বা কঠিন আকাঙ্ক্ষা হওয়ার অর্থ কি ? তদুত্তরে বলিব যে, পূর্ণ প্রেম-ভালবাসার চাহিদা দ্বিত্বভাব বিদূরিত হওয়া এবং প্রেমিক ও প্রিয় বস্তু এক হইয়া যাওয়া। কিন্তু ইহা যখন সংঘটিত হইবার নহে, তখন নিশ্চয় আকাঙ্খা বর্তমান থাকিবে। মূলতঃ এক হওয়ার আশা মহবুব বা প্রিয়গণের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। কেননা প্রেমিক বহুস্থলে প্রিয়ার মিলনকেই যথেষ্ট মনে করিয়া থাকে। সুতরাং প্রিয়জনের আকাঙ্খাই অধিকতর কঠিন এবং সদা চিন্তিত হওয়া তাঁহারই স্বভাব।

যদি কেহ বলে আল্লাহতায়ালা সর্ব্বশক্তিমান, সবই করিতে পারেন, তিনি যাহা কামনা করেন, তাহাই-তাঁহার জন্য সহজ। অতএব কোন বস্তুই তাঁহার অলব্ধ নহে যে, আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়। ইহার উত্তর এই যে, কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করা এবং উহা সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করা, এক কথা নহে।

আল্লাহ্তায়ালার কামনা তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত হয় না। কিন্তু কোনস্থলে আশা থাকে, অথচ তাহা সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা থাকে না ও উহার অস্তিত্ব চায় না।

পদ্য

বিস্ময়জনক বহু গোপন ব্যাপার
প্রেমের ভিতর থাকে গুপ্ত অনিবার।

অনেক সময় প্রেমের মধ্যে শুধু বিরহ ব্যথা থাকে, কিন্তু মিলন থাকে না। বরং তাহারা উহা চহে না এবং প্রিয়জন হইতে সরিয়া থাকে। ইহা প্রেমের পাগলামী, বরং সৌন্দর্য্য। যে আস্বাদ প্রাপ্ত হয় নাই সে অনুভব করিতে অক্ষম। এখন আসল বিষয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিব যে, খোল্লাত-এর মাকাম অতি উচ্চ ও প্রচুর বরকত-যুক্ত মাকাম। ইহলোকে পরস্পরের মধ্যে যে সৌহার্দ্য, মায়া, বন্ধুত্ব, শান্তি ও তৃপ্তি আছে, তাহার সবই উক্ত খোল্লাতের মাকামের প্রতিবিম্ব হইতে সমাগত। পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী ইত্যাদির মধ্যে যে স্নেহ-মমতা আছে, তাহা উক্ত খোল্লাতের মাকামের অনুবর্ত্তী। এইরূপ সুশ্রী ও সুন্দর বস্তুসমূহের মধ্যে যে লজ্জত বর্ত্তমান আছে তাহাও উক্ত মাকাম হইতে উদ্ভূত। মহব্বত বা প্রেম ভিন্নবস্তু এবং উহার উৎপত্তিস্থানও বিভিন্ন। যদি খোল্লাত (বন্ধুত্ব) ও স্নেহ-মমতা ইহজগতে না থাকিত, তবে কোন বস্তুরই সংমিশ্রণ ঘটিত না এবং অণু-পরমাণুর সমষ্টিভূতি বিশেষতঃ যে সকল বস্তু বিরুদ্ধভাবাপন্ন, তাহারা কখনই সম্মিলিত হইত না। বরং কোন অস্তিত্বের স্বীয় মূলবস্তুর সহিত সম্মিলন সংঘটিত হইত না এবং অবশ্যম্ভাবী জাতের অধীনে কোনও জগতের সৃষ্টি হইত না। কেননা 'হোব্ব' বা প্রেম সৃষ্টির শৃঙ্খল আলোড়িত করিয়াছে ও সৃষ্টির কারণ হইয়াছে (হাদীছে কুদ্ছী)। "তৎপর আমার পরিচিত হইবার ইচ্ছা (প্রেম) হইল ; অতঃপর জগত সৃষ্টি করিলাম"। হোব্ব বা প্রেম খোল্লাতের পূর্ণতা, ইহা পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, যদি খোল্লাত না হইত তাহা হইলে কোন বস্তুই অস্তিত্ব লাভ করিত না ও কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সহিত একত্রিত হইয়া শান্তিলাভ করিত না। জগতের অস্তিত্ব ও শৃঙ্খলা এই খোল্লাতের প্রতি নির্ভরশীল, খোল্লাত না হইলে জগতের অস্তিত্বের ন্যায় উহার শৃঙ্খলাও নষ্ট হইয়া যাইত। অতএব, স্রষ্টা ও সৃষ্টবস্তু উভয়ের জন্য খোল্লাতই— সৃষ্টির মূল। যেহেতু উহাই সৃষ্টবস্তু সমূহকে অস্তিত্ব

গ্রহণের জন্য উৎসুক করতঃ সৃষ্টির কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছে ; বরঞ্চ খোল্লাতের সৌভাগ্যেই নাস্তি ও স্বীয় নির্জ্জন গৃহে শান্তি লাভ করতঃ স্বীয় নাস্তির সহযোগিতা করিয়াছে এবং তাহার বিপরীত বস্তুর (অস্তিত্বের) বন্ধুত্ব লাভ করিয়া উহার পূর্ণতা গুণ সমূহের দর্পণ তুল্য হইয়া সৃষ্টবস্তু সমূহের অস্তিত্ব প্রাপ্তির মধ্যস্থ হইয়াছে। সুতরাং খোল্লাত যাবতীয় বস্তু হইতে অতীব বরকত যুক্ত ও প্রাচুর্য্যময় এবং ইহার বরকতের মধ্যে অস্তিত্বধারী ও অস্তিত্বশূন্য সকল বস্তুই শামিল আছে।

যখন খোল্লাতের মাকামের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ ও উহার সাধারণ বরকতাদীর বিষয় অবগত হইলেন এবং ইহাও জ্ঞাত হইলেন যে, খোল্লাতের মাকাম মূলতঃ হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত বিশিষ্ট ও উহার বেলায়েতকে বেলায়েতে ইব্রাহিমী বলা হয়, তখন ইহাও জানা আবশ্যক যে, ইদানিং উক্ত মারেফতের বরকত সমূহের মাধ্যমে এ-ফকীরের প্রতি প্রকাশ পাইল যে, আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র 'জাত'-এর প্রথম তায়াইয়্যুন অজুদ বা অস্তিত্ব এবং উক্ত প্রথম তায়াইয়্যুনে অজুদী হজরত খলীল (আঃ)-এর রব্ বা প্রতিপালক।

আমাদের নবী (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণ এবং যাবতীয় নবীগণের প্রতি দরূদ, সম্মান, বরকত ও ছালাম বর্ষিত হউক। এইহেতু হজরত ইব্রাহীম (আঃ) সকলের এমাম হইয়াছেন— "আমি আপনাকে সকল লোকের এমাম করিয়াছি" (কোরআন)। আবার ছাইয়্যেদুল বাশার (ছঃ) তাঁহার অনুসরণের প্রতি আদিষ্ট হইয়াছেন— "আপনি বাতুল ধর্ম্ম সমূহ পরিত্যাগ করিয়া ইব্রাহীম (আঃ)-এর সত্য ধর্ম্মের একনিষ্ঠ অনুসরণ করুন" (কোরআন)। হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পর যে সকল পয়গম্বর প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার অনুসরণের প্রতি আদিষ্ট হইয়াছেন। উল্লিখিত তায়াইয়্যুন ব্যতীত অবশিষ্ট যে তায়াইয়্যুন সমূহ আছে, তাহা সবই এই তায়াইয়্যুনে অজুদীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট ; তাহা এল্‌মের সংক্ষিপ্ত তায়াইয়্যুনই হউক বা বিস্তৃত তায়াইয়্যুনই হউক— উহার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। হয়তো এই কারণেই— আমাদের পয়গম্বর (ছঃ) হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পিতারূপে স্মরণ করিয়াছেন ও অবশিষ্ট সকল পয়গম্বরকে ভ্রাতা বলিয়াছেন ; বরং তাহাদিগকে পুত্র বলারও অবকাশ আছে ; কেননা তাঁহাদের তায়াইয়্যুন— আমাদের পয়গম্বর (ছঃ)-এর তায়াইয়্যুনের অধীন, যাহাকে এল্‌মের সংক্ষিপ্ত তায়াইয়্যুন বলা হয়। মাছুরা (দরূদের মধ্যে বর্ণিত আছে—

কামাছাল্লায়তা আলা ইব্রাহীমা) অর্থাৎ "ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি যেরূপ দরূদ প্রেরণ করিয়াছ"— ইহার অর্থ এই হইতে পারে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পর্য্যন্ত উপনীত হইতে হইলে প্রথম তায়াইয়্যুনে অজুদীর মধ্যস্থতা ও বেলায়েতে ইব্রাহীমির কামালাত সমূহের পূর্ণতা ব্যতীত তাহা সংঘটিত হয় না। কেননা উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার প্রথম আবরণ তিনিই এবং তিনিই অতীব গুপ্ত বস্তুর দর্পণতুল্য হইয়া উক্ত গুপ্তের— গুপ্তবস্তুকে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব, তাঁহার মধ্যস্থতা ব্যতীত কাহারও উপায় নাই। শেষ পয়গম্বর (ছঃ) তাঁহার অনুসরণের প্রতি আদিষ্ট হইয়াছেন, যেন তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার বেলায়েত পর্য্যন্ত উপনীত হন, ও তথা হইতে আল্লাহ্ তায়ালার জাত পর্য্যন্ত সানন্দে ভ্রমণ করেন।

প্রশ্ন ঃ— উল্লিখিত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত শেষ পয়গম্বর (ছঃ) হইতে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) উৎকৃষ্ট ; অথচ মোছলমানগণের একতাবদ্ধ মত যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাও বুঝা যায় যে, তাজাল্লীয়ে জাতী (আল্লাহ্‌তায়ালার স্বয়ং জাতের আবির্ভাব) নিজস্ব হিসাবে হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অংশ এবং অন্য সকলে তাঁহার অনুসরণের মাধ্যমে পাইয়াছেন। কিন্তু ছূফীয়ায়ে কেরামের একটি মত এই যে, উক্ত তাজাল্লীয়ে জাতী নিজস্ব হিসাবে হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর সহিত বিশিষ্ট ও অন্য সকলে তাঁহার অনুসরণের মাধ্যমে পাইয়া থাকেন।

উত্তর ঃ— ইহার উত্তর এই যে, জাতের তাজাল্লীর ন্যায় আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পর্যন্ত উপনীত হওয়াও দুই প্রকার। এক প্রকার— দর্শন হিসাবে ও দ্বিতীয় প্রকার— পদ ভ্রমণ বা পদচারী হিসাবে। অর্থাৎ জাত পর্য্যন্ত সাধকের দৃষ্টি উপনীত হওয়া ; অথবা দর্শক স্বয়ং উপনীত হওয়া। দৃষ্টি উপনীতি হিসাবে হজরত খলীল (আঃ) মূল ; এইহেতু প্রথম তায়াইয়্যুন যাহা তাঁহার 'রব' বা পালনকর্ত্তা, তাহা অন্য সকল তায়াইয়্যুন হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার জাত-পাকের অধিক নিকটবর্ত্তী ; যাহা বর্ণিত হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত উক্ত প্রথম তায়াইয়্যুনে উপনীত হইবে না, সে পর্য্যন্ত উহার পরে পরিদৃষ্ট হইবে না। পক্ষান্তরে স্বয়ং উপনীত হওয়া, নিজস্ব হিসাবে হাবীবে রাব্বুল আলামীন হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর জন্য বিশিষ্ট ; কেননা তিনি মাহবুবে রাব্বুল আ'লামীন বা আল্লাহ্‌পাকের প্রিয়তম দাস। মহবুব বা প্রিয়

ব্যক্তিগণকে এমন স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, যথায় 'খলীল' বা বন্ধুগণ যাইতে অক্ষম ; অবশ্য তাঁহাদের মধ্যস্থতায় নীত হইতে পারেন। কিন্তু তাহার জন্য ঐ প্রকারের বন্ধু হওয়া আবশ্যক যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি প্রিয় ব্যক্তিগণের শীর্ষস্থানীয়— যিনি তাঁহার মাকাম পর্য্যন্ত উপনীত হন এবং অক্ষম হইয়া যেন পথে রহিয়া না যান। ফলকথা, তাজাল্লীয়ে জাতী এক প্রকারে হজরত খলীল (আঃ)-এর নিজস্ব, এবং অন্য সকল তাঁহার 'তাবে' বা অনুগামী। আবার অন্য প্রকারে উক্ত তাজাল্লী, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর নিজস্ব ও অন্য সকলে তাঁহার অনুগামী। অতএব, নৈকট্যের মর্ত্তবায় দ্বিতীয় প্রকারের তাজাল্লী (অর্থাৎ স্বয়ং উপনীত হওয়া) অধিক শক্তিশালী ও কার্য্যকরী, সুতরাং উক্ত তাজাল্লীয়ে জাতী হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর সহিত অধিক সম্বন্ধযুক্ত ও তাঁহার সহিত বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে এবং তিনি হজরত খলীল (আঃ) ও অন্যান্য সকল পয়গম্বর হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। অপিচ উক্ত বোজর্গদ্বয় সকল পয়গম্বরগণের মধ্যে পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভকারী। অবশ্য ইঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি (হজরত মোহাম্মদ ছঃ) অপর ব্যক্তি (হজরত ইব্রাহীম আঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ। উক্ত বোজর্গদ্বয় ও অবশিষ্ট পয়গাম্বরগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম এবং বারাকাত বর্ষিত হউক।

হজরত মুছা (আঃ) মোহেব্ব বা প্রেমিকগণের শীর্ষস্থানীয়। আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ) যেরূপ মহবুব বা প্রিয়সীগণের শীর্ষস্থানীয় তদ্রূপ হজরত মুছা (আঃ) মোহেব্ব বা প্রেমিকগণের ছরদার। অতএব, "যে ব্যক্তি যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার সঙ্গে"— এই হাদীছ অনুযায়ী তিনি আল্লাহ্তায়ালার সহিত যে সঙ্গতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অন্য কাহারও জন্য সংঘটিত হয় নাই, তথায় তাঁহার উক্ত মহব্বতের মাধ্যমে যে মর্ত্তবা লাভ হইয়াছে, তাহা অন্য কাহারও হয় নাই। অবশ্য ইহা আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব ; কিন্তু আংশিক হইলেও পূর্ণ-শ্রেষ্ঠত্বের যেন মোকাবেলাকারী। যেহেতু পয়গাম্বর (আঃ)-গণের এক বিরাট দল এই মাকামে তাঁহার তাবে বা অনুগামী। ইহা সত্বেও পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব যাহা, তাহা খলিল (আঃ) এবং হাবীব মোহাম্মদ (ছঃ)-এর অংশ— যদিও উভয়ের প্রত্যেকেই এক, এক বিষয়ে অপরের অনুগামী ; অর্থাৎ দর্শন দ্বারা উপনীতি হিসাবে হজরত খলীল (আঃ) মূল স্বরূপ এবং হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) তাঁহার অনুগামী। আবার ভ্রমণ দ্বারা উপনীতি হিসাবে হজরত হাবীব

(ছঃ) মূল ও খলীল (আঃ) তাঁহার অনুগামী। হজরত কলিম (মুছা আঃ)-এর বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব আমার প্রতি এত অধিক প্রকাশ পাইয়াছে যে, মনে করিতেছি উহা পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করিব— ইনশাআল্লাহ্তায়ালা।

জানা আবশ্যক যে, যে সকল পয়গম্বর (আঃ) অন্য নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন, উক্ত নবী (ছঃ) তাঁহাদের ও আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের মধ্যে ব্যবধান নহে ; বরং ইঁহারা আল্লাহ্তায়ালার জাত পাক হইতে স্বয়ং অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অবশ্য তাঁহাদের উক্ত মর্ত্তবায় উপনীত হওয়া, উক্ত নবীর অনুসরণ কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে নবী (আঃ)-এর উম্মতগণ যাহারা উক্ত নবী (আঃ)-এর মাধ্যমে পবিত্র জাত পর্য্যন্ত উপনীত হয়, তাঁহাদের ও পবিত্র জাতের মধ্যে উক্ত নবী (ছঃ)-এর ব্যবধান বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু উম্মতের মধ্যে এমনও ব্যক্তি আছেন, যিনি স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালার জাত হইতে অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নবী (আঃ)-এর ব্যবধান হওয়া তথা হইতে তিরোহিত ; অবশ্য আনুগত্য বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ইঁহারা অল্প সংখ্যক, বরঞ্চ অতি অল্প।

প্রশ্ন ঃ— এমতাবস্থায় উক্ত উম্মত ও অবশিষ্ট— পয়গম্বর (আঃ)-গণের মধ্যে পার্থক্য কি ? যেহেতু উভয়ের জন্য মধ্যস্থতা নাই, কিন্তু অনুগামী হওয়া বর্ত্তমান আছে।

উত্তরঃ— যে ব্যক্তি উম্মত, সে শরীয়ত অনুযায়ী অনুগামী ; অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত সে নবীর শরীয়তের অনুসরণ করিবে না, সে পর্য্যন্ত (উদ্দেশ্যে) উপনীত হইবে না এবং পয়গম্বর (আঃ)-গণের অনুগমনের অর্থ— অগ্রগামী পয়গম্বর (ছঃ) উক্ত দরজায় প্রথমত স্বয়ং উপনীত হন ; এবং উহা অন্য সকল ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয় অবস্থায় ও আশ্রয় সাপেক্ষ হিসাবে হয়। কেননা আহ্বানের উদ্দেশ্য 'প্রিয় ব্যক্তি'— অন্য সকলে তাঁহার তোফায়েলে ও মধ্যস্থতায় আহুত হইয়া থাকেন। কিন্তু সকলেই এক দস্তরখান ও এক মজলিশে উপবেশনকারী। অবশ্য তারতম্যানুযায়ী তাঁহারা লজ্জত প্রাপ্ত হন ও আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। উম্মতগণ পয়গাম্বর (আঃ)-গণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারী। অবশ্য তাঁহাদের মধ্য হইতে হয়তো কোন এক ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে বৈশিষ্ট্য লাভ করতঃ তাঁহাদের সহিত একত্রে উপবেশনকারী হইয়া থাকেন ; ইহা পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে।

মহান-গণের তরে সকল ব্যাপার
সু-কঠিন নহে ; ইহা হুকুম খোদার।

ইহা সত্বেও উম্মত-উম্মতই থাকে, এবং পয়গাম্বর পয়গাম্বরই থাকেন। উম্মত যতই মস্তক উত্তোলন ও উন্নতি করুক না কেন, তাহার সৌভাগ্য যে তাহার মস্তক কোন এক পয়গম্বর (আঃ)-এর পদতলে উপনীত হয় ! আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "এবং নিশ্চয় আমাদের বাক্য আমাদের বান্দা-রছুলগণের জন্য পুরোগামী হইয়াছে। নিশ্চয় তাঁহারা সাহায্যপ্রাপ্ত এবং নিশ্চয় আমাদের দলই প্রবল হইবে"।

প্রশ্নঃ— আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ) হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত বা ধর্ম্মের অনুসরণ করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন ইহার অর্থ কি ? এবং তাঁহার শরীয়ত স্বয়ং স্বাধীন হওয়া সত্বেও তিনি অন্যের অসুসরণ করার জন্য আদিষ্ট হইলেন কেন ? তাঁহার প্রতি ও যাবতীয় পয়গাম্বর (আঃ)-গণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

উত্তরঃ— শরীয়ত স্বাধীন হওয়া অনুসরণের সহিত কোন দ্বন্দ্ব রাখেনা। আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ) মূল হইতে (আল্লাহ্‌পাক হইতে) শরীয়ত গ্রহন করিয়াছেন, কিন্তু কোন এক উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার জন্য তিনি হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসরণের প্রতি আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কেননা উক্ত কার্য্য তাঁহার অনুসরণীয় ব্যক্তির জন্য বিশিষ্ট, যাহার অনুসরণের জন্য আদেশ হইয়াছে, উক্ত বিষয়টি লাভ হওয়া তাঁহার অনুসরণের প্রতি নির্ভরশীল। যথা— কোন ব্যক্তি যদি কোন ফরজ কার্য্য পালন করে, উপরন্তু সে হজরত (ছঃ)-এর অনুসরণের নিয়াত করে এবং মুখেও বলে যে, এই ফরজ কার্য্যটি আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ) করিয়াছিলেন ; অতএব, আমরাও ইহা পালন করিতেছি, 'এমতাবস্থায় আশা করা যায় যে, উক্ত কার্য্যের ছওয়াব ব্যতীত তাঁহার অনুসরণের ছওয়াব, সে পৃথকভাবে পাইবে। পরন্তু উক্ত নবী (দঃ)-এর সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সংঘটিত হইবে ও তাঁহার বরকত ইত্যাদিও সে প্রাপ্ত হইবে।

এ স্থলে চিন্তার বিষয় এই যে, মিল্লাত বা ধর্ম্মের অনুসরণ করার অর্থ হয়তো ধর্ম্মের সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা। যদি পূর্ণরূপে অনুসরণ করা অর্থ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্তী ধর্ম্মের অনেক হুকুম বাতিল হইয়া গিয়াছে; অতএব, তাহার পূর্ণ অনুসরণ

কিভাবে হইতে পারে। যদি আংশিক হিসাবে অনুসরণ হয় তাহাও নিঃসন্দেহ— নহে। আলেমগণ ইহার বিশদ— ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তথায় দেখিয়া লইবেন। কেননা ইহা জাহেরী— আলেমগণের কার্য্য ; সূফীগণের কার্য্যের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ছোবহানাল্লাহ্ আমা হইতে যে সকল মারেফত প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এরূপ অবিদিত ও কদাচ সংঘটিত যে, এইহেতু সমকক্ষগণ আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে এবং আপন জনগণও বিরোধিতা করিয়া দোষী হইবে। উক্ত মারেফত সমূহ হাছিল হওয়ার বিষয় আমার কোনই এখতিয়ার নাই এবং তাহা প্রকাশ করার মধ্যেও আমার অধিকার নাই। আমাকে অবগত করান হইয়াছে যে, প্রথম তায়াইয়্যুন-তায়াইয়্যুনে অজুদী এবং ইহা হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর রব্ ও উৎপত্তিস্থান।

এই সহস্র বৎসরের মধ্যে কেহ কি শুনিয়াছিল যে, প্রথম তায়াইয়্যুন তায়াইয়্যুনে অজুদী এবং তাহা হজরত খলীল (আঃ)-এর 'রব্' বা প্রতিপালক ? পূর্ব্ববর্ত্তী ছূফীগণের মধ্যে এরূপ বাক্য প্রচলিত ছিল না ; তায়াইয়্যুন (ব্যক্তিত্ব) তানাজ্জুল (অবতরণ) ইত্যাদি শব্দের তখন কোনই প্রচলন ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তী গণের মধ্যে এইরূপ ভাষা প্রচলিত হইয়াছে এবং প্রথম তায়াইয়্যুনকে তাহারা তায়াইয়্যুনে এল্‌মী জোমালী (এল্‌মের সংক্ষিপ্ত নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং তাহা শেষ পয়গম্বর (ছঃ)-এর 'রব্' বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ইদানিং যদি কাহারও দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, তাহার মস্তকে কিছু আছে কি-না এবং সে কিভাবে তিরষ্কৃত ও নিন্দিত হইতে পারে। বোধ হয় তাহারা ধারণা করে যে, আমি হাবীব (দঃ) অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ) হইতে খলীল (আঃ)-কে শ্রেঠত্ব প্রদান করিতেছি এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-কে হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অংশ তুল্য করিতেছি। যেহেতু তাহারা যাবতীয় তায়াইয়্যুনকে প্রথম তায়াইয়্যুনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে। যদিও আমি ইতিপূর্ব্বে এই সন্দেহ দূর করণার্থে পরিষ্কারভাবে উত্তর দিয়াছি। কিন্তু আমার জানা নাই-যে উহাকে তাহারা যথেষ্ট মনে করিয়াছেন কি-না এবং উহাতে তাহারা শান্তি পাইয়াছেন কি-না ? কি করা যায়, মূঢ়তা ও পক্ষপাতিত্বের কোন চিকিৎসা নাই ! এইমাত্র যে

সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌পাক যদি স্বীয় ক্ষমতা বলে তাহাদের অন্তঃকরণ ফিরাইয়া দেয় ও সত্য কথা গ্রহণ ও শ্রবণ করার শক্তি তাহাদিগকে অর্পণ করেন।

হজরত খলীল (আঃ)-এর বোজর্গী ও উচ্চতা আল্লাহ্‌পাকের 'অনুসরণ কর' আদেশ যাহা স্বীয় হাবীব (ছঃ)-এর প্রতি করিয়াছেন, তদ্দারা উপলব্ধি করা উচিত যে, অনুসরণীয় ব্যক্তি ও অনুসারীর মধ্যে সম্বন্ধ কি ? কিন্তু মাহ্‌বুবিয়াত বা প্রিয়ত্ব যাহা শেষ পয়গম্বর (ছঃ)-এর অংশ বা ভাগ, তাহা নৈকট্যের যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব হইতে উচ্চ ও প্রবল। ইহা তাঁহাকে অন্য সকল হইতে পুরোগামী করিয়াছে। নৈকট্যের শত সহস্র মর্ত্তবা প্রিয়ত্বের এক মর্ত্তবার সহিত তুলনা হয় না। প্রেমিক প্রিয় ব্যক্তিকে নিজ হইতে অধিকভাবে স্নেহ ও আকাঙ্খা করে। অতএব, অন্য সকলের কি শক্তি যে, তাঁহার সহিত সমকক্ষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে !

প্রশ্নঃ— আপনি স্বীয় পুস্তকাদিতে লিখিয়াছেন যে, হজরত খলীল (আঃ)-এর 'রব্' শানুল্ এল্‌ম যথা— উহা হজরত হাবীব (দঃ)-এর 'রব্'। এইমাত্র পার্থক্য যে, তথায় বিস্তৃতি এবং এ স্থলে সংক্ষিপ্তি।

উত্তরঃ— আমার এই মারেফত বা পরিচয় খলীল (আঃ)-এর বেলায়েতের তত্ত্বে উপনীত হইবার পূর্ব্বে ছিল ; কিন্তু যখন আমি এই বেলায়েতের তত্ত্বে উপনীত হইলাম, তখন প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাইল। পূর্ব্ববর্ত্তী মারেফত যেন এই হকীকতের প্রতিচ্ছায়ার সহিত সম্বন্ধিত ছিল। আল্লাহ্‌পাক সত্য অবগতকারী। এই মারেফত সমূহ দ্বারা প্রকাশ পাইল যে, অজুদ বা অস্তিত্ব অবিকল 'জাত' নহে বরং পবিত্র 'জাতের' তায়াইয়্যুন সমূহের একটি পুরোগামী তায়াইয়্যুন। যাহারা অজুদকে অবিকল জাত বলিয়া থাকে, তাহারা তায়াইয়্যুন বা সীমাবদ্ধ বস্তুকে লা-তায়াইয়্যুন বা অসীম ভাবিয়া থাকে এবং যাহা অপর বা 'জাত' নহে তাহাকে— পবিত্র 'জাত' বলা বিশ্বাস করে। 'অপর' শব্দ লইয়া বিবাদ করা অর্থহীন ; যেহেতু উহা ভাষার সংকীর্ণতাহেতু বলা হইয়া থাকে।

প্রশ্নঃ— প্রথম তায়াইয়্যুনে অজুদী যাহা আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্য সকলে প্রথম তায়াইয়্যুন, যে তায়াইয়্যুনে এল্‌মী জুমালী পাইয়াছে— ইহার মধ্যে সম্বন্ধ কি ? এবং এই উভয়ের মধ্যে অন্য কোন তায়াইয়্যুন আছে কি-না ?

উত্তরঃ— তায়াইয়্যুনে অজুদী তায়াইয়্যুনে এল্‌মীর উর্দ্ধে, তাহারা তায়াইয়্যুনে এল্‌মীর উপরে যে পবিত্র জাতের মর্ত্তবা এবং লা-তায়াইয়্যুন বলিয়া থাকেন, তাহা এই তায়াইয়্যুনে অজুদী, যাহাকে তাহারা অবিকল 'জাত' বলিয়া পাইয়াছেন এবং 'অজুদ' বা অস্তিত্বকে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র 'জাত' ধারণা করিয়াছেন— কিন্তু এই উভয় তায়াইয়্যুনের মধ্যস্থলে 'শানুল হায়াত' (জীবনী শক্তি-গুণের মূল) বর্ত্তমান আছে, যাহা যাবতীয় শান হইতে অগ্রগামী। তৎপর 'শানুল এল্‌ম' সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত হিসাবে আছে, যাহা শানুল হায়াতের 'তাবে' বা অনুসারী। অবশ্য এই মধ্যবর্ত্তী তায়াইয়্যুনের কোন আবির্ভাবস্থল দৃষ্টিগোচর হয় না এবং উহা (শানুল হায়াত) পবিত্র জাতের সহিত অপর সকল হইতে অধিক সম্বন্ধ রাখে এবং জাতী বা ব্যক্তিগত বে-পরওয়ায়ী বা অপেক্ষা শূন্যতা তাহার মধ্যে অত্যধিকভাবে বিরাজমান। এইমাত্র উপলব্ধি হয় যে, উহার ফয়েজ বরকত বা আত্মীক বর্ষণ— রূহানী বা আত্মাজাত ব্যক্তিগণের প্রতি অধিকভাবে বর্ষিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌পাকই প্রকৃত তত্ত্ব— অবগত। তুমি পবিত্র জাত ; "তুমি যাহা আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছ, তাহা ব্যতীত— আমরা অন্য কিছুই অবগত নহি। নিশ্চিয় তুমি জ্ঞানময়— সু-কৌশলী" (কোরআন)।

সতর্কতা

ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে যে, 'নজর' বা দর্শন হিসাবে উপনীত হওয়া হজরত খলীল (আঃ)-এর নিজস্ব এবং 'কদম' বা পদক্ষেপ হিসাবে উপনীত হওয়া হজরত হাবীব (আঃ)-এর নিজস্ব অংশ। ইহা এই অর্থে নহে যে, তথায় দর্শন ও অবলোকনের অবকাশ আছে এবং পদক্ষেপেরও স্থান আছে। তথায় এক লোমাগ্র প্রবেশ করার অবকাশ নাই ; পদক্ষেপের কথা আর কি বলা যাইবে ! বরং তথায় উপনীত হওয়া প্রকারবিহীন ভাবে হইয়া থাকে। এইমাত্র যে, উহা যদি উদাহরণিক আকৃতিতে পরিদর্শিত হয়, তবে দর্শন দ্বারা উপনীত হওয়ার অনুরূপ ছবি দৃষ্ট হইলে দর্শন দ্বারা উপনীতি এবং যদি পদক্ষেপে উপনীত হওয়ার মত ছবি হয়, তবে

তাহাকে পদক্ষেপে উপনীত বলা হইবে। অন্যথায় দর্শন ও পদক্ষেপ উভয়েই-সেই পবিত্র 'জাতে' উপনীত হওয়া হইতে হয়রাণ ও ক্লান্ত। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে, তাহার প্রতি ছালাম।

৮৯ মকতুব

কাজী ইসমাইল ফরিদাবাদীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে শায়েখ রোজ-বাহান বকলী ও তৌহিদে অজুদীর কথা বর্ণিত হইবে।

শায়েখ, অলী রোজ-বাহান বকলী (কোঃ ছেঃ) ছুফীগণের ভুলের বর্ণনায় লিখিতেছেন ; "দ্বিতীয় ভুল এই যে, তাহারা হামাউস্ত বা সবই ঐ বলে এবং তাহারা এই বিভিন্ন আংশিক নূতন বস্তু সমূহকে আল্লাহপাকের এক'জাত' বলিয়া ধারণা করে। তাহারা পরস্পর ইঙ্গিত বলে যে, 'আমরাও সেই'। অর্থাৎ আল্লাহ। অতএব উক্ত কাফেরদিগের শত সহস্র খোদা আছে। অথচ বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্তায়ালা এই নবোৎপন্ন সকল প্রকারের একত্রিতি ও বিভিন্নতা হইতে পবিত্র এবং তিনি এক। অংশ হওয়ার তথায় কোনই পথ নাই। প্রবেশ করণ তথায় নিবারিত ; তিনি কখনও পরিবর্ত্তনশীল নহেন। তাহারা এই বাক্য দ্বারা কাফের ; তাহারা নিজেকেও জানে না এবং আল্লাহ্কেও জানে না। তাহাদের কেহ যদি আল্লাহ হইত তাহা হইলে কিভাবে 'ফানা' বা ধ্বংস হইত। এক সম্প্রদায় 'রূহ' বা আত্মার বিষয় ভুল করিয়াছে। এবং ইহারা দেহের বিষয়ই ভুল করিয়া থাকে। আল্লাহপাক ইহাদিগকে ধ্বংস করুক"। শায়েখের বাক্য সমাপ্ত।

প্রকাশ থাকে যে, 'হামাউস্ত' বাক্যটি যদিও পূর্ব্ববর্ত্তী ছুফীগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না ; কিন্তু 'আনাল হক', 'ছোবহানী' বা আমি খোদা এবং আমি সেই পবিত্র জাত ও আমার পরিধেয় বস্ত্রের ভিতরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, ইত্যাদি বাক্য বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল— যাহার শেষ মর্ম্ম এক।

ডুবিল পানিতে এবে মস্তক যাহার—
দশ, বিশ বাঁও মাপি কি লাভ তাহার !

ইহা প্রচলিত সুন্দর কথা পরবর্ত্তী ছূফীগণের মধ্যে একবাদ প্রচুর ভাবে প্রচলিত আছে। তাঁহারা অবাধে হামাউস্ত বলে এবং উক্ত বাক্যের প্রতি তাহারা হঠকারী করিয়া থাকে বা অবিমৃশ্যতা করে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কিছু— অল্প সংখ্যক সেই— হামাউস্ত বা তদনুরূপ বাক্যে ইতস্ততঃ করিয়াছেন। বরং তাহারা প্রকাশ্যভাবে উহা সমর্থন করেন না। এ ফকীর তাহাদের এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হইতে হামাউস্ত এর অর্থ যাহা বুঝিয়াছে তাহা এই যে— 'এই নূতন বিভিন্ন আংশিক আবির্ভাব সমূহ আল্লাহ্‌পাকের সেই— পবিত্র এক জাতের আবির্ভাব। যেরূপ জায়েদ নামক কোন এক ব্যক্তির আকৃতি যদি বিভিন্ন দর্পণে পরিদৃষ্ট হয়— অর্থাৎ উক্তস্থান সমূহে প্রকাশ পায় ; তখন উহাদিগকে হামা উস্ত বা সবই ঐ বলা হয়। অর্থাৎ এই আকৃতি সমূহ যাহা বিভিন্ন দর্পণে অবস্থান করিতেছে, তাহা উক্ত এক জায়েদ ব্যক্তিরই বিকাশ মাত্র। এ স্থলে অংশ হওয়া বা একত্রিত হওয়া এবং প্রবেশ করণ ও রঞ্জিত হওয়া কোথায় ? এই আকৃতি সমূহ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও জায়েদ স্বীয় অবিকৃত মূল অবস্থাতেই বর্ত্তমান আছে। এই আকৃতি সমূহ তাহার কিছুই বর্দ্ধিত বা হ্রাস ও খর্ব্ব করে নাই। যথায় জায়েদ নামক ব্যক্তির জাত— বা ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান আছে ; তথায় এই আকৃতি সমূহের কোনও নাম নিশানা নাই— যাহাতে উহার সহিত অংশ হওয়া ও সম্মিলন ও প্রবেশকরণ ইত্যাদির কোন এক সম্বন্ধের সৃষ্টি হইতে পারে। "যেরূপ ছিলেন, তদ্রূপই আছেন"— বাক্যটির রহস্য এ স্থলেই অন্বেষণ করা উচিত। যেহেতু যে মর্ত্তবায় আল্লাহ্‌পাক বর্ত্তমান, বিকাশ প্রাপ্তির পূর্ব্বে বিশ্ব-জগতের যেরূপ তথায় কোন অবকাশ ছিল না— বিকাশ প্রাপ্তির পরেও তদ্রূপ তাহার (জগতের) কোনই অবকাশ নাই। সুতরাং "যেরূপ ছিলেন তদ্রূপই আছেন"— বাক্যটি সত্য হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক বোজর্গ ছূফীগণ এই একবাদ সম্ভূত বাক্য দ্বারা প্রবেশ করণ ও একত্রিত হওন অর্থ বুঝিয়া থাকেন এবং ইহার বক্তাদিগকে কাফের বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করেন এবং অনেকে ইহার— এরূপভাবে অর্থ করেন ও ইহা বলার কারণ প্রদর্শন করেন, যাহা বক্তার উদ্দেশ্যের সহিত কোনই সম্পর্ক রাখেনা। 'আওয়ারেফ' নামক পুস্তকের লেখক (শায়েখ শিহাবুদ্দীন ছোহ্‌রাওয়ার্দী রাঃ) বলিয়াছেন যে, 'মনছুর' (রাঃ)-এর বাক্য 'আনাল হক' (আমি খোদা) এবং

বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ)-এর বাক্য— 'ছোবহানী' (আমি পবিত্র জাত) বিবৃতি ও বিবরণস্বরূপ ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের কথার বর্ণনা। যদি তাহা না হয় এবং প্রবিষ্ট বা একত্রিত হওনের সামান্য কিছু আভাষও ইহার মধ্যে থাকে, তবে এই বাক্যের বক্তা সমূহকে আমরা রদ্ বা পরিত্যাগ করিব ; যেরূপ আমরা খ্রিষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদিগকে রদ্ করিয়া থাকি— যেহেতু তাহারা প্রবিষ্ট ও একত্রিত হওয়া বিশ্বাস করে।

উল্লিখিত বিশ্লেষণ ও বর্ণনাদি দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা গেল যে, এই অমূলক বাক্য সমূহের মধ্যে কোন প্রকারের প্রবেশ ও একত্রিত হওন নাই। যদি উহা উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা বিকাশ অনুযায়ী হয়, বাস্তব হিসাবে নহে— যেরূপ উক্ত ছূফীগণ প্রবেশ করা ও একত্রিত হওয়া বুঝিয়াছেন। অবশ্য পূর্ব্ববর্তী ছূফীগণের মধ্যে এই একবাদ বিষয়টির অধিক প্রচলন ছিল না। তাহাদের মধ্যে যাহারা অবস্থার চাপে পরাজিত হইত, তাহাদের নিকট হইতে একবাদ সম্ভূত বাক্য হয়তো প্রকাশ পাইত। কিন্তু তাহারা মত্ততার প্রাবল্য হেতু ইহার রহস্যে উপনীত হইতে পারিত না ; এবং বাহ্যতঃ প্রবেশ করণ ও একত্রিত হওনের আভাষ হইতে এই বাক্যকে ফিরাইতে পারে না। যখন শায়েখ বোজর্গ মুহিউদ্দীন ইব্‌নে আরাবী (কোঃ ছেঃ)-এর পালা ও পর্য্যায় আসিল, তখন তিনি স্বীয় পূর্ণ মারেফত ও দক্ষতা হেতু এই সূক্ষ্ম বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা করিলেন এবং ব্যাকরণের ন্যায় ইহার মধ্যে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ করিলেন। তথাপি ইহাদের এক সম্প্রদায় তাঁহার মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন বলিয়া দোষারোপ ও তিরস্কার করিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়টির অধিকাংশস্থলে উক্ত শায়েখের কথাই সত্য হইয়াছে ও তাঁহার প্রতি দোষারোপকারীগণ সত্য নহে। এই বিষয়টির বিশদ বর্ণনা দ্বারা শায়েখের বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রাচুর্য্য উপলব্ধি করা উচিত। ইহা নহে যে, তাঁহাকে রদ বা রহিত ও দোষী করা হয়। এই বিষয়টি যতই চলিতে থাকিবে পরবর্ত্তীগণের চিন্তাধারা সংযোগে ততই— পরিষ্কার ও প্রকাশ্য হইতে থাকিবে এবং প্রবিষ্ট ও একত্রিত হওয়ার সন্দেহ হইতে নিষ্কৃতি ও বহির্গত হইবে। 'নহো' বা আরবী ব্যাকরণ পরবর্ত্তীগণের চিন্তাধারার সংযোগে ইদানিং যেরূপে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হইয়াছে, ছিব্‌ওয়ায়হে ও

আখ্‌ফাসের সময় নিশ্চয় তদ্রূপ পরিষ্কার ও সুবোধ্য ছিল না। কেননা বিভিন্ন মতের সমাবেশ দ্বারা কার্য্যের পূর্ণতা সাধিত হয়। হজরত ইমাম আজম (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) ছয়মাস পর্য্যন্ত কোরআন পাকের সৃষ্টি লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক করিয়াছেন ও পরস্পরকে রদ্ রহিত করিয়াছিলেন। ছয়মাস পর নিস্পত্তি ও মীমাংসা হইল যে, কেহ যদি পবিত্র কোরআনকে সৃষ্ট পদার্থ বলে, তাহা হইলে সে কাফের হইবে। এই বিষয়টি— তখন ততো পরিষ্কার ছিল না— বলিয়া এতোদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে বিতর্ক চলিয়াছিল। কিন্তু ইদানিং চিন্তাধারার সম্প্রসারণে এরূপ পরিষ্কার হইয়াছে— যাহাতে বলিতে পারি যে, বিতর্কিত বিষয় যদি কোরআন-পাকের বর্ণও শব্দ সমূহ হয়, যাহা আল্লাহপাকের নিজস্ব কথার প্রতি নির্দ্দেশ প্রদানকারী তাহা হইলে উহা নতুন ও সৃষ্টবস্তু এবং বিতর্কিত বিষয় যদি অর্থের প্রতি নির্দ্দেশক বস্তু বা অর্থ হয় তবে উহা অনাদি ও উহা সৃষ্টবস্তু নহে। বিভিন্ন মতামতের সংযোগের বরকতে ইহা এরূপ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

মূল বিষয়ের কথা বলি যে, এই হামাউস্ত বাক্যের অপর একটি অর্থ আছে, যাহা প্রবেশ করা ও একত্রিত হওয়া হইতে দূরে রাখে; তাহা এই যে, সকল বস্তু নিস্ত বা অস্তিত্ব রহিত এবং একমাত্র আল্লাহ্‌পাকই অস্তিত্বধারী। ইহা নহে যে, অন্য সকল বস্তুও আছে এবং তাহারা আল্লাহতায়ালার সহিত সম্মিলিত। একথা কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তিও বলিতে পারে না, অলী - বোজর্গগণ ইহা কিভাবে বলিতে পারেন ! প্রেমের প্রাবল্যহেতু যখন, প্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকল বস্তু এই বোজর্গগণের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেহই— ইহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন ইহারা 'হামাউস্ত' বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ এই সকল যাহা বর্ত্তমান ও অস্তিত্বধারী বলিয়া অনুমিত হইতেছে, ইহারা সবই— ধারণাকৃত ও অনুমিত ; বাস্তব অস্তিত্বধারী শুধুমাত্র— তিনিই। এইরূপ অর্থ লইলেও অংশ হওয়া, এক হওয়া এবং প্রবেশকরণ ও পরিবর্ত্তনের সন্দেহ থাকে না। এতদসত্ত্বেও এ ফকীর এইরূপ বাক্য পছন্দ করে না। যদিও এইরূপ বাক্য উল্লিখিত উদ্দেশ্য হইতে পবিত্র, তথাপি ইহা আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র মর্ত্তবার উপযোগী বাক্য নহে। ইহাদের কি যোগ্যতা যে, তাঁহার (আল্লাহ্‌র) আবির্ভাবস্থল হইতে পারে ?

কোন দর্পণে রূপ দেখাবে সেজন ?

এই বস্তু সমূহের কি ক্ষমতা যে, আল্লাহ্পাকের আবির্ভাব হিসাবে তাঁহার পবিত্র জাতের প্রতি বিধেয় হয়। যদি তাহারা আবির্ভাবস্থল হয় তবে, (তাহাও নহে বরং) তাঁহার পূর্ণ গুণ সমূহের প্রতিবিম্ব-সমূহের কোন এক প্রতিবিম্বের আবির্ভাবস্থল মাত্র এবং উক্ত প্রতিবিম্ব যাহারা তাঁহার আবির্ভাবস্থল তাহার মধ্যে এবং আল্লাহ্ পাকের পবিত্র জাতের মধ্যে আরও কত শত সহস্র প্রতিবিম্ব যে বর্ত্তমান আছে, তাহা আল্লাহ্পাকই জানেন। "নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালার জন্য আলোক ও আঁধারের সপ্ততি সহস্র পর্দ্দা আছে", বাক্যটি শুনিয়া থাকিবেন। অতএব, নির্ভিক ভাবে আল্লাহ্পাকের পূর্ণতার প্রতিবিম্ব সমূহের কোন এক প্রতিবিম্বের আবির্ভাবস্থলকে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের প্রতি বিধেয় করা অর্থাৎ তাহাকে 'আল্লাহ্' বলা চরম অসম্মানজনক বাক্য ও অত্যন্ত দুঃসাহসিকতা বটে। কিন্তু ইহা যখন মত্ততার প্রাবল্যহেতু হয়, তখন তত নিন্দনীয় নহে।

দ্বিতীয় প্রকারের উত্তর হিসাবে, স্বীয় পরিদর্শিত বস্তুকে অবিকল আল্লাহ্ বলিয়া জানা এবং তদনুসারে উহাকে তাঁহার প্রতি বিধেয় করাও অসম্মানসুচক বাক্য ; বরং বাস্তবের বিপরীত। যেহেতু— উক্ত পরিলক্ষিত বস্তু তাঁহার পূর্ণতা সমূহের প্রতিচ্ছায়া সমূহের কোন এক প্রতিচ্ছায়া এবং তিনি পবিত্র জাত উহার পরে, আরও পরে, তাহারও পরের পরে। উপরন্তু যাহা কিছু পরিদর্শিত হয়, তাহা 'নফী' বা নিবারণের উপযোগী। অতএব, তাহা আল্লাহ্তায়ালা নহে। হজরত খাজা নক্শাবন্দ (কোঃ ছেঃ) বলিয়াছেন যে, "যাহা কিছু পরিদর্শিত হয় ও শ্রুত হয় এবং জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা সবই আল্লাহ্পাকের অপর 'লা' কলেমার তত্ত্ব কর্ত্তৃক উহাদিগকে নিবারণ করা উচিত"। এ বিষয় এ-নগণ্যের যাহা পছন্দনীয় এবং যাহা আল্লাহ্পাকের পবিত্র দরবারের ও পবিত্রতার উপযোগী তাহা 'হামা আজুস্ত' বাক্য অর্থাৎ সবই উহা হইতে। ইহা ঐ অর্থে, নহে যেরূপ বাহ্যিক আলেমগণ অর্থ লইয়াছেন। তাহারা বলেন যে, "যাবতীয় বস্তুর সংঘটন ও সৃষ্টি তাঁহা হইতে"। অবশ্য ইহাও সত্য ; কিন্তু এ স্থলে আরও এক অর্থ বা সম্বন্ধ আছে, যাহার প্রতি উক্ত আলেমগণ পথ প্রাপ্ত হন নাই এবং ছূফীগণ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা মূলবস্তু ও প্রতিচ্ছায়া হওয়ার

সম্বন্ধ। ইহার অর্থ এই যে, যদিও সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব আছে কিন্তু তাহা অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের অস্তিত্ব হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহার অস্তিত্বের কিরণতুল্য। এইরূপ সৃষ্ট পদার্থের 'হায়াত' বা জীবন তাঁহার জীবনী-শক্তি গুণ হইতে উদ্ভূত, ও উক্ত পবিত্র শক্তির উহা আলোকতুল্য। তদ্রূপ 'এল্‌ম' 'জ্ঞান' 'ক্ষমতা' ইচ্ছা ইত্যাদি গুণ সমূহও অনুমেয়। অতএব, ছূফীগণের মতে বিশ্ব-জগত আল্লাহ্‌পাক হইতে সংঘটিত এবং তাঁহার পূর্ণতা গুণ সমূহের প্রতিচ্ছায়া ও উক্ত পূর্ণতাগুণ সমূহ হইতে উৎপন্ন। যেরূপ সৃষ্ট পদার্থকে যে 'অস্তিত্ব' প্রদান করিয়াছেন, তাহা স্বয়ং স্বাধীন কোন বস্তু নহে যে, স্বাধীনভাবে থাকিবে ও স্বাধীনতা লাভ করিবে। বরং উক্ত অস্তিত্ব আল্লাহ্‌পাকের অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের প্রতিবিম্বের কিরণ মাত্র। এইরূপ জীবনী শক্তি ও জ্ঞান ইত্যাদি যাহা সৃষ্ট পদার্থকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহারা এরূপ বস্তু নহে যে স্বাধীনভাবে আল্লাহ্‌পাক হইতে স্থায়ীত্ব লাভ করিয়াছে। বরং আল্লাহ্‌পাক হইতে সংঘটিত ও সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ইহারা তাঁহার পূর্ণতা সমূহের প্রতিবিম্ব এবং উহাদের আকৃতি ও উদাহরণ তুল্য। এই মূলবস্তু ও প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ, যাহা ছূফীগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা উক্ত ছূফীগণকে 'আলা ইল্লিয়ীন' বা চরম উন্নত স্থানে উপনীত করিয়াছে এবং 'ফানা' বাকায় লইয়া গিয়া বিশিষ্ট নৈকট্য প্রদান করিয়াছে। জাহেরী আলেমগণের যখন এই দৃষ্টি লাভ হয় নাই, তখন তাহারা 'ফানা' 'বাকা'র' অংশ প্রাপ্ত হয় নাই এবং বিশিষ্ট বেলায়েতের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে নাই। ছূফীগণ যখন স্বীয় পূর্ণতা সমূহকে সেই অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের পূর্ণতা সমূহের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং স্বীয় অস্তিত্ব ও তাহার আনুষঙ্গিক বস্তু সমূহকে উক্ত গুণাবলীর প্রতিবিম্ব বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তখন তাঁহারা নিজদিগকে উক্ত পূর্ণতা সমূহের আমানতদার বা রক্ষাকারী ব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না, এবং উহাদের দর্পণতুল্য হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া প্রাপ্ত হন না। ইঁহারা যখন— "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, আমানত বা গচ্ছিত বস্তু তাহার মালিককে ফিরাইয়া দাও" (কোরআন) আদেশানুযায়ী এই আমানত তাহার মালিককে ফিরাইয়া দেয় ; অর্থাৎ এই পূর্ণতা সমূহকে সে প্রফুল্ল অন্তরে তদীয় মূলবস্তুর প্রতি পূর্ণরূপে সমর্পণ করে, তখন সে নিজেকে অস্তিত্ববিহীন ও মৃত বলিয়া জানে অর্থাৎ অস্তিত্ব ও জীবনী শক্তি,

যখন তাহার মূলবস্তুর নিকট চলিয়া যায় এবং সে শূন্য ও মৃতবৎ হইয়া থাকে, তখন তাহার ফানা বা লয় প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। মাওলানা রুমী (আঃ রঃ) বলিয়াছেন ঃ—

প্রথম হইতে তাঁরে জানিলে যখন—
করিলে তাঁহারি দিকে ইঙ্গিত তখন।
"কার প্রতিচ্ছায়া তুমি পাইলে সন্ধান",
জীবনে মরণে তুমি পাবে পরিত্রাণ।

এই ফানার পর যদি তাহাকে 'বাকা' বা স্থায়ীত্ব প্রদান করেন, তখন পুনরায় দ্বিতীয়বারের মত অস্তিত্ব ও তাহার আনুষঙ্গিক পূর্ণ গুণসমূহ তাহাকে প্রদান এবং দ্বিতীয় জন্ম দ্বারা তাহাকে জীবিত করিয়া থাকেন। "যে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করে নাই— সে কখনও আকাশের রাজ্যে (পারলৌকিক রাজ্যে) প্রবেশ করিতে পারিবে না"।

সুখীদের তরে সুখ ; অতি সুখকর।
ভিখারির তরে যেন সব দুঃখকর।

হে আল্লাহ্— ভাষার সংকীর্ণতা হেতু যে সকল শব্দ শরীয়তে উল্লেখ নাই— তাহা ব্যবহার করিয়াছি ; যথা— প্রতিচ্ছায়া ইত্যাদি এবং বলিয়াছি যে, সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের প্রতিচ্ছায়া এবং ইহাদের গুণাবলী তাঁহার পূর্ণ গুণাবলীর প্রতিবিম্ব ইত্যাদি ; এই সকল বাক্য ব্যবহার হেতু আমি অত্যন্ত ভীত ও শংকিত। কিন্তু যখন অলী-আল্লাহ্‌গণ এইরূপ বাক্য ব্যবহারে অগ্রগামী হইয়াছেন, তখন তোমার ক্ষমার আশা রাখি। হে প্রভু— আমাদের ভুল ভ্রান্তি ধরিও না।

জানা আবশ্যক যে, উল্লিখিত বর্ণনাদি দ্বারা প্রকাশ পাইল যে, ছুফীগণ যাহারা 'হামাউস্ত' বলিয়া থাকেন, তাহারা জগতকে আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত এক বলিয়া জানেন না এবং প্রবেশ করা ইত্যাদিও প্রমাণ করেন না। তাহারা যে 'উদ্দেশ্য' হিসাবে বলেন, তাহা আবির্ভাবের স্থল ও প্রতিচ্ছায়া হিসাবে বলিয়া থাকেন ; অস্তিত্ব ও বাস্তব হিসাবে নহে। যদিও তাঁহাদের বাক্য দ্বারা অস্তিত্বের সম্মিলন ও এক হওয়া অনুমিত হয় ; কিন্তু কখনও তাহা নহে। এইরূপ তাঁহাদের অভিলাষ হইতে পারে না, যেহেতু উহা কুফর ও ভ্রষ্টতা মাত্র। যখন ইহা বিকাশ হিসাবে একটি— অপরটির

প্রতি 'উদ্দেশ্য' করা হয়, অস্তিত্ব হিসাবে নহে ; তখন 'হামাউস্তের' অর্থ হামা আজুস্ত হয়, অর্থাৎ সবই ঐ এর অর্থ সবই ঐ হইতে। কেননা বস্তুর প্রতিবিম্ব উক্ত বস্তু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, তাহারা যতই অবস্থার চাপে হামাউস্ত বলুক না কেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কথার অর্থ হামা আজুস্ত ; কাজেই তাঁহাদের কথার প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারে না এবং তাঁহাদিগকে কাফের বা ভ্রষ্ট বলাও চলিবে না।

জানা আবশ্যক যে, কোন বস্তুর প্রতিবিম্বের অর্থ উক্ত বস্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরে প্রকাশ পাওয়া। যেরূপ জায়েদ নামক ব্যক্তির আকৃতি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইলে তাহাকে জায়েদের জেল্ বা প্রতিচ্ছবি এবং দ্বিতীয় স্তরে তাহার আবির্ভাব বলা হয়। কিন্তু জায়েদ স্বীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজের মূল স্তরেই বর্ত্তমান আছে। কেবলমাত্র প্রতিচ্ছায়া কর্ত্তৃক নিজেকে দর্পণে প্রকাশ করিয়াছে। ইহা নহে যে, তাহার গুণাবলীর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে— ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আমাদের নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি সর্ব্ব শক্তিমান। যে ব্যক্তি সরল পথে গমন করে, তাহার প্রতি ছালাম।

৯০ মকতুব

ফকীর হাশেম কাশ্মীর নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ছূফীগণের মধ্যে কতিপয় সত্যান্বেষী ছূফী অন্তরের চক্ষু দ্বারা ইহ-জগতে আল্লাহ্পাকের দর্শন প্রমাণ করিয়াছেন। যথা— শায়েখ আরেফ (কোঃ ছেঃ) তদীয় পুস্তক 'আওয়ারেফ'-এর মধ্যে লিখিয়াছেন যে, "আল্লাহ্পাকের দর্শনের স্থান কল্‌ব বা অন্তঃকরণের চক্ষু"। এবং শায়েখ আবু এছহাক কোলাবাদী (কোঃ ছেঃ) যিনি এই ছূফীগণের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং শীর্ষস্থানীয়, তিনি স্বীয় তায়ার্রোফ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "এবং সকলেই ঐক্যমত

হইয়াছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্পাক ইহ-জগতে চক্ষু বা অন্তঃকরণ দ্বারা পরিদৃষ্ট হন না। কেবলমাত্র দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা হইয়া থাকেন"। এই দুই প্রকারের বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য কি এবং আপনার নিজস্ব মত কি— ও এইরূপ মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ইহাকে একতাবদ্ধ মত কিভাবে বলা যাইতে পারে ?

আল্লাহ্পাক আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানিবেন যে, এ বিষয় ফকীরের পছন্দনীয় মত 'তায়ার্রোফ' পুস্তকের কথা। আমি জানি যে, ইহ-জগতে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ ব্যতীত অন্তঃকরণের লব্ধ আর কিছুই নাই। তাহাকে দর্শন বা আত্মীক দর্শন যাহাই বলুন না কেন ! যখন অন্তঃকরণ দর্শন করিতে অক্ষম, তখন চক্ষুর কি ক্ষমতা যে, দেখিতে পারে ! যেহেতু সে এ বিষয় ইহ-জগতে বেকার ও অক্ষম। ফলকথা, এক্বীন বা দৃঢ় বিশ্বাস যাহা কল্‌ব লাভ করিয়া থাকে— তাহা আলমে মেছালের মধ্যে দর্শন হিসাবে প্রকাশ পায় এবং বিশ্বস্ত বস্তু অর্থাৎ আল্লাহ্ পরিদর্শিত বস্তু হিসাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে। কেননা আলমে মেছালে বা উদাহরণিক জগতে— প্রত্যেকটি অর্থ বা প্রতিপাদ্যের এক একটি বাহ্যিক জগতের অনুরূপ আকৃতি আছে। বাহ্যিক জগতে যখন দর্শন দ্বারা পূর্ণ বিশ্বাস লাভ হয়, তখন উহা আলমে মেছালে দর্পণের আকৃতিতে প্রকাশ পায় এবং যখন বিশ্বাস দর্শনরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহার আনুষঙ্গিক বিশ্বস্ত বস্তু (আল্লাহ্) তথায় পরিদর্শিত বস্তুর আকৃতিতে প্রকাশ পায়। সাধক যখন উহাকে আলমে মেছাল বা উদাহরণিক জগতের দর্পণে পরিদর্শন করে এবং উক্ত দর্পণের মধ্যস্থতা হইতে অর্থাৎ দর্পণের অবস্থান হইতে সে 'গাফেল' বা অজ্ঞাত থাকে, তখন উক্ত আকৃতিকে সে প্রকৃত বস্তু বলিয়া জানে এবং ধারণা করে যে, তাহার প্রকৃত দর্শন লাভ হইয়াছে ও পরিদৃষ্ট বস্তু প্রকাশ পাইয়াছে। সে ইহা অবগত নহে যে— উহা তাহার বিশ্বাসের ও বিশ্বস্ত বস্তুর আকৃতি (যাহা আলমে মেছালের দর্শনে প্রতিফলিত হয় তাহা) দর্শন। ইহা ছূফীগণের একটি ভ্রান্তির এবং আকৃতির প্রকৃত বস্তুর অনুরূপ হওয়ার সন্দেহস্থল। যখন এই দর্শন প্রবল হয় এবং অন্তঃকরণ হইতে বহির্দেশে পরিচালিত হয়, তখন সাধককে সন্দেহে নিক্ষিপ্ত করে যেন বাহ্যিক চক্ষু দ্বারাই তাহার দর্শন লাভ হইয়াছে ও উদ্দিষ্ট বস্তু কর্ণ হইতে ক্রোড়ে সমাগত। তাহারা জানে না যে, ইহা মূলবস্তু অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেকের মধ্যেই

যখন ধারণা সম্ভূত ও সন্দিগ্ধ ছিল, তখন ইহ-জগতের চক্ষু যাহা উহার শাখা স্বরূপ তাহার আর কি ক্ষমতা ! অতএব, সে আর কোথা হইতে দর্শন হাছিল করিতে পারিবে ! ছূফীগণের মধ্যে বৃহৎ একটি দল কল্‌ব বা অন্তঃকরণ দ্বারা দর্শন করা যায় বলিয়া ধারণা করিয়াছেন এবং উহা সংঘটিত হয়, বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। চক্ষু দ্বারা দর্শন করা এই ছূফী দলের হয়তো কোন অপূর্ণ ব্যক্তিই— ধারণা করিয়া থাকে। কেননা উহা ছুন্নত জামাতের আলেমগণের একতাবদ্ধ মতের বিপরীত। আল্লাহ্‌পাক এই আলেম সম্প্রদায়ের যত্ন সফল করুন।

প্রশ্ন ঃ— আলমে মেছালে যখন বিশ্বাস্য বস্তুর (আল্লাহ্‌তায়ালার) আকৃতি আছে, তখন আল্লাহ্‌পাকেরও তথায় আকৃতি হওয়া অনিবার্য্য হয়।

উত্তর ঃ— আলেমগণ ইহা জায়েজ রাখিয়াছে যে, আল্লাহ্‌পাকের যদিও অনুরূপ বস্তু নাই, তথাপি মেছাল বা উদাহরণ আছে এবং ইহাও জয়েজ আছে যে, আলমে মেছাল বা উদাহরণের জগতে তিনি কোন আকৃতিতে প্রকাশ হন। যেরূপ 'ফুছুছ' নামক পুস্তকের প্রণেতা পরকালের দর্শনকে উদাহরণিক সূক্ষ্ম সমষ্টিভূত আকৃতিতে হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার বিশদ বর্ণনা এই যে, উদাহরণিক দর্পণে উক্ত বিশ্বস্ত বস্তুর আকৃতি আল্লাহ্‌পাকের আকৃতি নহে। বরং বিশ্বাস লাভকারী ব্যক্তির আত্মীক বিকাশের আকৃতি, যাহার সহিত তাহার বিশ্বাস সম্বন্ধিত (অর্থাৎ উহা তাহার বিশ্বাসের আকৃতি) এবং উক্ত বিকাশ প্রাপ্ত বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের কতিপয় বাহ্যিক আনুষঙ্গিক নির্দ্ধারিত বিষয় মাত্র ; তাহার জাত নহে। এইহেতু জাতের সহিত যখন সাধকের কারবার হয়, তখন এই প্রকারের সন্দেহের সৃষ্টি হয় না। দর্শন ও পরিদৃষ্ট ইত্যাদির ধারণাও আসে না। কেননা উদাহরণিক জগতে পবিত্র জাতের কোন আকৃতি নাই যে, তাহা পরিদৃষ্ট বস্তুর আকৃতিতে প্রকাশ পায় এবং তাহার বিশ্বাসকে দর্শনের আকৃতি হিসাবে অবগত করায় অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, আলমে মেছালের মধ্যে প্রতিপাদ্য— বা অর্থ সমূহের আকৃতি আছে। তথায় জাত বা ব্যক্তিত্বের আকৃতি নাই— এবং বিশ্ব-জগত সম্পূর্ণ যখন আল্লাহ্‌পাকের এছম-ছেফাত সমূহের আবির্ভাবস্থল ও ইহা জাত শূন্য, যাহা ইতিপূর্ব্বে বহু স্থলে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তখন ইহা সম্পূর্ণ অর্থ বা

প্রাতিপাদ্য বিভাগ মাত্র ; অতএব, আলমে মেছালে ইহাদের আকৃতি বর্ত্তমান আছে। অবশ্যম্ভাবী পূর্ণতা সমূহের মধ্যে যে স্থলে ছেফাত এবং শান (গুণাবলী ও তাহার মূলবস্তু) আছে, যাহা পবিত্র জাতের সহিত দণ্ডায়মান এবং প্রতিপাদ্যের অন্তর্ভুক্ত, আলমে মেছালে যদি উহার আকৃতি থাকে— যদিও উহা অপূর্ণ, তথাপি তাহার অবকাশ আছে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের কখনও কোনও মর্ত্তবায় আকৃতি হইতে পারে না। কেননা আকৃতি হইলে সীমাবদ্ধ ও বেষ্টিত হওয়া অনিবার্য্য হয়। অতএব, ইহা কোন অবস্থাতেই সঙ্গত নহে। যেহেতু মর্ত্তবা সমূহ সবই আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টবস্তু, তাহদের কি ক্ষমতা আছে যে, স্বীয় স্রষ্টাকে বেষ্টিত ও সীমাবদ্ধ করে ! যাহারা জ্যত-পাকের উদাহরণ হওয়া জায়েজ রাখিয়াছেন, তাহারা উহার আনুষঙ্গিক ধর্ত্তব্য বিষয় অর্থাৎ দূরবর্ত্তী প্রতিচ্ছায়া ইত্যাদি হিসাবে জায়েজ রাখিয়াছেন ; নিছক অবিকল জাত হিসাবে নহে। অবশ্য তাঁহার জাত পাকের আনুষঙ্গিক ধর্ত্তব্য বিষয়েও উদাহরণ হওয়া এ ফকীরের প্রতি অত্যন্ত কঠিন ও অসঙ্গত। কিন্তু যদি কোন দূরবর্ত্তী প্রতিচ্ছায়ার জন্য হয়, তাহা হইলে জায়েজ বা বৈধ হইতে পারে।

উল্লিখিত বর্ণনাদি হইতে প্রকাশ পাইল যে, আলমে মেছাল বা উদাহরণের জগতে অর্থ ও গুণাবলীর আকৃতির ছবি আছে ; পবিত্র জতের নহে। সুতরাং 'ফুছুছ' পুস্তক প্রণেতা— "পরকালে উদাহরণিক আকৃতিতে আল্লাহ্তায়ালার দর্শন হইবে বলিয়াছেন", যাহা বর্ণিত হইয়াছে ; তাহা আল্লাহ্পাকের দর্শন নহে, এবং তাহার আকৃতির দর্শনও নহে। যেহেতু তাঁহার কোন আকৃতি নাই যে, তাহার সহিত দর্শনের সম্বন্ধ সৃষ্টি হইতে পারে। আলমে মেছালে যদি কোন আকৃতি থাকে, তবে তাহা অতি দূরবর্ত্তী প্রতিচ্ছায়া সমূহের কোন এক প্রতিচ্ছায়ার আকৃতি। অতএব, তাহার দর্শন আল্লাহ্পাকের দর্শন কিভাবে হইতে পারে !

শায়েখ ইব্নে আরাবী (কোঃ ছেঃ) মোতাজেলী ও দার্শনিকগণ হইতে কোন অংশে কম করেন নাই। তিনি আল্লাহ্পাকের দর্শন এমনভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যাহাতে উহা নিবারণ হওয়া অনিবার্য্য হয়। প্রকাশ্য নিবারণ হইতে ইহা আরও অধিকতর নিবারণ বটে। কেননা "ইঙ্গিত ইশারা দ্বারা প্রকাশ করা প্রকাশ্যে প্রকাশ

করা হইতে অধিক শক্তিশালী" প্রচলিত বাক্য। এইমাত্র পার্থক্য যে, দার্শনিকগণের অগ্রগামী ও অনুসৃত বস্তু তাহাদের বেড়ীযুক্ত পদতুল্য জ্ঞান এবং শায়েখের অনুসৃত বস্তু তাঁহার আত্মীক বিকাশ যাহা— সত্য হইতে দূরবর্তী। মনে হয় বিপক্ষ দলের অপূর্ণ প্রমাণাদি শায়েখের মস্তকে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার আত্মীক বিকাশকে সত্য পথ হইতে ফিরাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদের গন্তব্য পথে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু শায়েখ যখন ছুন্নত জামাত মতাবলম্বী ছিলেন, তখন বাহ্যিকভাবে উহা প্রমাণ করিয়া যথেষ্ট মনে করিয়াছেন এবং উহাকেই তিনি দর্শন বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। হে আমাদের প্রভু-আমাদের ভুল, ভ্রান্তি তুমি ধরিও না। এই সূক্ষ্ম বিষয়টির সমাধান ও বিশদ বর্ণনা যাহা 'আওয়ারেফ' নামক পুস্তকের বহু স্থলে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও লিপিবদ্ধ হইল। আপনি একতাবদ্ধ মতের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ইহার অর্থ এই যে, হয়তো সে পর্য্যন্ত কোন গ্রহণযোগ্য বিপরীত মত প্রকাশ পায় নাই। অথবা সে সময়ের মাশায়েখগণের একতাবদ্ধ মত অর্থ লইয়া থাকিবেন। আল্লাহ্তায়ালা প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন।

৯১ মকতুব

মওলানা তাহের বদৃখশীর নিকট তাহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

হাম্দ ছ্বলাত ও দোয়ার পর, আপনি যে পত্র শায়েখ শজাওয়ালের দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পৌঁছিয়াছে। আল্লাহ্পাকের শোকর গোজারী যে, আপনি সুস্থতা ও শান্তির সহিত আছেন। আপনি যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে যাহা মনে আসিল— লিখিলাম। মনোযোগ দিবেন।

প্রথম প্রশ্ন ঃ— মারেফত বা আল্লাহ্ পরিচয় ও প্রকৃত ঈমানের মধ্যে পার্থক্য কি ?

ইহার উত্তর এই যে, মারেফত অন্য বস্তু এবং ঈমান অন্য বস্তু। মারেফতের অর্থ পরিচয় লাভ করা এবং ঈমানের অর্থ আকৃষ্ট হওয়া। হয়তো পরিচয় লাভ হইতে পারে, কিন্তু আকর্ষণ না-ও থাকিতে পারে। ইহুদ, নাছারাগণ আমাদের পয়গাম্বর (দঃ)-এর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহারা জানিত যে, ইনি-ই পয়গম্বর। যথা—

আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "তাহারা পয়গম্বর (দঃ) সম্বন্ধে ঐরূপ অবহিত যেরূপ স্বীয় সন্তানগণ সম্বন্ধে অবহিত" (কোরআন)। কিন্তু তাহারা হিংসাবশতঃ আকৃষ্ট হয় নাই বলিয়া তাহাদের ঈমান লাভ হয় নাই। ঈমানের অনুরূপ মারেফত বা পরিচয়েরও দুইটি ভাগ আছে। অর্থাৎ বাহ্যিক মারেফত, উহা বাহ্যিক ঈমানের অনুরূপ এবং প্রকৃত মারেফত তাহা প্রকৃত ঈমানের তুল্য। আল্লাহ্পাক পূর্ণ অনুগ্রহবশতঃ শরীয়তের মধ্যে পরকালের উদ্ধারের জন্য যাহা যথেষ্ট করিয়াছেন বা মূল্য দিয়াছেন উহাকে বাহ্যিক ঈমান বলে। উহা 'নফ্ছে আম্মারার' অবাধ্যতা ও অস্বীকার সত্ত্বেও কল্বের আকৃষ্টতা। বাহ্যিক মারেফত বা পরিচয় লাভ উক্ত লতিফা (কল্ব)-এর প্রতি নির্ভরশীল, যদিও নফ্ছে আম্মারা অজ্ঞ থাকে ও পরিচয় প্রাপ্ত না হয়। প্রকৃত মারেফতের অর্থ উক্ত নফ্ছে আম্মারার জন্মগত অজ্ঞতা অপসারিত হইয়া পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া এবং প্রকত ঈমান— পরিচয় লাভের পর উহার আকৃষ্ট হওয়াকে এবং উহার স্বভাবজাত কু-প্রবৃত্তি মোৎমায়েন্না বা প্রশান্ত হওয়াকে বলা হয়।

যদি কেহ বলে যে, শরীয়তের মধ্যে ঈমান হওয়ার জন্য কল্বের বিশ্বাসকে মূল্য দেওয়া হইয়াছে। এই আকৃষ্টতা— উক্ত বিশ্বাসকে বলা হয় ; অথবা উহা ভিন্ন অন্য বস্তুকে বলা হয় ? যদি উহা অন্য বস্তু হয়, তাহা হইলে ঈমানের মধ্যে— তিন বস্তু প্রধান হয়। মুখে উচ্চারণ করা, বিশ্বাস করা ও আকৃষ্টতা। কিন্তু উহা আলেমগণের নির্দ্ধারণের বিপরীত। তাঁহাদের— কেহ কেহ আমলকে ঈমানের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন ; তাহা চতুর্থ অংশ হইয়া যায়।

উত্তর বলিব যে, আকৃষ্ট হওয়াই বিশ্বাস করা। কেননা বিশ্বাস, যাহা একটি হুকুম বা বিষয় তাহার অর্থ অনুগত হওয়া এবং উহাকেই আকৃষ্টতা বলা হয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, আহলে কেতাব বা ইহুদ-নাছারাগণ আমাদের পয়গাম্বর (দঃ) কে যখন নবী হিসাবে জানিত, তখন নিশ্চয় তাঁহাকে নবী বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। অতএব, তাহাদের আকৃষ্টতা ও আনুগত্য ছিল। কেননা নবী বলিয়া নির্দ্দেশ করাই আকৃষ্টতা ; তাহা হইলে উহাদের ভাগ্যেও ঈমান হয় না কেন এবং তাহারা কুফর হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে না কেন ?

তদুত্তরে বলিব যে, তাহারা নবী হিসাবে জানিত ; কিন্তু পক্ষপাতিত্ব ও হিংসা বশতঃ তাহাদের অন্তঃকরণে আকৃষ্টতা ছিল না, যাহাতে তাঁহাকে নবী বলিয়া নির্দেশ দেয়। তাহারা পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল ও নবী বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রতি তাহাদের আনুগত্য ছিল না যদ্বারা তাহাদের বিশ্বাস লাভ হয় এবং তাহাদিগকে ঈমানে উপনীত করতঃ কুফর হইতে বহিষ্কৃত করে। একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য শুনুন এবং স্বীয় অনুভূতি দ্বারা অনুভব করুন। "হিংসা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্র নবী ইহা করিয়াছেন"— বাক্যটি বলিতে পারে। কিন্তু যে পর্যন্ত আকৃষ্টতা সৃষ্টি হইবে না— সে পর্য্যন্ত "নিশ্চয় তিনি আল্লাহর নবী" বলিতে পারিবে না। কেননা বাক্যটিতে 'নবী' হিসাবে তাঁহাকে ধারণা করা ও প্রকাশ্য পরিচয়ের প্রতি ন্যস্ত করা হয়। দ্বিতীয় বাক্যে সত্য জ্ঞান ও বিশ্বাস আছে ; যাহা আকৃষ্টতা হইতে উদ্ভূত। পরন্তু আনুগত্য না হইলে বিশ্বাস কিভাবে হইতে পারে ?

আবার প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য নবীত্ব প্রমাণ করা নহে ; কেবলমাত্র তাহার কার্য্য প্রমাণ করা হয় এবং দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য তাহার নবীত্ব প্রমাণ করা ; যে স্থলে হিংসা-দ্বেষের কোনও অবকাশ নাই। অন্যথায় আনুগত্য কিভাবে হইতে পারে। যদি আনুগত্য ও বিশ্বাস ব্যতীত নবী বলিয়া নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও ধারণার অন্তর্ভুক্ত ও বাহ্যিক বিশ্বাস মাত্র (প্রকৃত বিশ্বাস নহে)। যে পর্য্যন্ত আনুগত্যের সৃষ্টি হইবে না, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত বিশ্বাস এবং ঈমান লাভ হইবে না। এই বিষয়টি 'এল্‌মে কালাম' বা বিশ্বাস শাস্ত্রের প্রধান বিষয় এবং অতি সূক্ষ্ম মছআলা। আলেমগণের নরপুঙ্গবগণ[১] ইহার সমাধানে অক্ষম হইয়াছেন। তাহাদের কেহ কেহ অক্ষমতা বশতঃ ঈমানের মধ্যে তৃতীয় রোকন (স্তম্ভ) বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং আকৃষ্টতাকে বিশ্বাস হইতে অতিরিক্ত বলিয়াছেন। অপর একদল বিশ্বাসকে অবিকল 'আকৃষ্টতা' বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহারা যথাযথরূপে সমাধান করিতে সক্ষম হন নাই। সংক্ষেপ ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ্পাকের শোকর গোজারী যে, আমাদিগকে ইহার প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি পথ প্রদর্শন না করিলে আমরা কখনোও পথ প্রাপ্ত হইতাম না।

টীকাঃ- ১। নরপুঙ্গবগণ— অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও প্রধান ব্যক্তিগণ।

শুনুন ঃ— মোরাক্কাবে এজাফী (সম্বন্ধিত পদ) ও মোরাক্কাবে তাওছীফি (বিশেষ্য পদ) যথা— 'আল্লাহ্র নবী' এবং 'এই নবী' যদিও ইহা এই নির্দ্দেশের শামিল "নিশ্চয় ইনি নবী" এবং ইহা তাঁহাকে নবী হিসাবে পরিচয় পাওয়ার অন্ত র্ভুক্ত ; কিন্তু বিশ্বাস লাভ যে, "নিশ্চয় ইনি নবী" ইহা আকৃষ্টতার প্রতি নির্ভরশীল, যদ্বারা ঈমান প্রমাণিত হইয়া থাকে। যথা— জায়েদের গোলাম এই কার্য্য করিয়াছে এবং সৎব্যক্তি এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছে— এই উভয় বাক্য আকৃষ্টতা ব্যতীতই সংঘটিত ও সত্য হয় এবং উভয়ের মধ্যে গোলাম ও সৎ ব্যক্তি হিসাবে পরিচয় লাভের প্রমাণ হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে আকৃষ্টতা নাই, যাহাতে গোলামত্ব ও সৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস লাভ হয়।

যদি কেহ বলে যে আপনি— কল্বের আকৃষ্টতার পর নফ্ছের আকৃষ্টতা সংঘটিত হয়, বলিয়াছেন এবং নফ্ছের আকৃষ্টতাকে প্রকৃত ঈমান বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কিন্তু দার্শনিকগণ সাধারণ বিশ্বাসের জন্য নফ্ছের আকৃষ্টতাকে গণ্য করিয়াছেন ; কল্বের আকৃষ্টির বিষয় তাহারা কোনই আলোচনা করেন নাই।

তদুত্তরে বলিব যে, দার্শনিকগণ নফ্ছের অর্থ কখনো রূহ ও কখনও কল্ব লইয়া থাকেন। ফলকথা, দার্শনিকগণের সূক্ষ্ম গবেষণা ও আলোচনার স্থলসমূহ অন্যত্র যাহা অধিকাংশই— বেকার। এ বিষয়ে তাহারা বেকার ও তাহারা সর্ব্ব সাধারণের পর্য্যায়ভুক্ত। এ স্থলের সূক্ষ্ম আলোচনা ছূফীগণের পর্য্যায়ে আসিয়াছে। ইহারা প্রত্যেক লতিফার গুণে— গুণান্বিত হইয়া থাকেন এবং প্রত্যেক লতিফার মধ্যে ছয়ের-ছূলুক বা আত্মীক ভ্রমণ করিয়া উহা অতিক্রম করতঃ ঊর্দ্ধারোহণ করেন। ইহারা নফ্ছকে কল্ব হইতে পৃথক করিয়া থাকেন এবং রূহ্কে ছের হইতে প্রভেদ করেন ও খফীকে আখ্ফা হইতে পৃথক করেন। দার্শনিকগণ জানি না যে, এই লতিফা সমূহের শুধু নাম ব্যতীত অন্য কিছুই অবগত আছেন কি-না ; তাহারা নফ্ছে আম্মারাকে একটি বিরাট বস্তু বলিয়া ধারণা করে এবং উহাকে মূলবস্তু সমূহের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া গণ্য করে। তাহারা কল্ব ও রূহের নামও উচ্চারণ করেন নাই এবং ছের, খফী, আখ্ফার কোনই নির্দ্দেশ প্রদান করেন নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের জনৈক ফেরেশ্তা আছে ; তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার উপযোগী পরিবেশে লইয়া যান।

দ্বিতীয়তঃ বলিব যে, দার্শনিকগণ প্রচলিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নফ্‌ছের আকৃষ্টতা— যাহা তাহারা সহজে বুঝিতে পারে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় শরীয়তের হুকুম সমূহ বিশ্বাস করা নফ্‌ছে আম্মারা স্বভাবতঃই যাহাকে অস্বীকার করিয়া থাকে। আকৃষ্টতা তো দূরের কথা ; সে এরূপভাবে অস্বীকার করে যে, অস্বীকারকারীকে হুকুমকর্তার সহিত শত্রুতা সূত্রে আবদ্ধ করে। "আমাদের নফ্‌ছের অপকর্ষ ও আমলের পাপ সমূহ হইতে আমরা আল্লাহ্‌পাকের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি"। হাদীছে কুদছীতে আসিয়াছে, "তুমি তোমার নফ্‌ছের সহিত শত্রুতা কর ; যেহেতু সে আমার সহিত শত্রুতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে"। আল্লাহ্‌পাক আর্‌হামার রাহেমীন, তিনি পূর্ণ অনুকম্পাহেতু প্রারম্ভে নফ্‌ছের আকৃষ্টতাকে নির্দ্দিষ্ট করেন নাই এবং শুধু কল্‌বের আকৃষ্টতার প্রতিই পরকালের উদ্ধার নির্ভরশীল করিয়াছেন। আল্লাহ্‌পাকের নিছক অনুগ্রহে পরবর্ত্তী সময় যদি নফ্‌ছের আকৃষ্টতা লাভ হয়, তাহা "নূরন আলা নূর"— অতি উজ্জ্বল ও "ছুরুরুন আলা ছুরুর" বা অত্যন্ত সুখকর এবং বেলায়েত বা নৈকট্যের-স্তর সমূহে উপনীতি ও প্রকৃত ঈমান লাভ।

আপনি লিখিয়াছেন যে, "এ ফকীরের জ্ঞানের অনুরূপ যেন উত্তর দেওয়া হয়, যাহাতে আমি বুঝিতে পারি"। কি করা যাইবে— বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম ও জটিল ; অতএব, সূক্ষ্মতা ব্যতীত উহার সমাধান করাও কঠিন। বরঞ্চ উহার সমাধানই সূক্ষ্মতা কামনা করে। বর্ণনার কি আর পাপ ! পূর্ব্বে ইহা চিন্তা করা উচিত ছিল এবং এইরূপ কঠিন বিষয়ের প্রশ্ন করাই উচিৎ ছিল না। "তোমরা আমাকে দোষারোপ করিও না বরং তোমরা নিজদিগকে তিরস্কার কর" (কোরআন)।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, জাহেদ বা নির্লিপ্ত ও এবাদতকারীগণ প্রকৃত ঈমান প্রাপ্ত কি-না ?

উত্তরঃ— তাহারা যদি মোকাররাবীন বা নৈকট্যলাভকারীগণের স্তরে উপনীত হইয়া থাকেন এবং তাহাদের নফ্‌ছে মোৎমায়েন্না হইয়া থাকে, তবে প্রকৃত ঈমানে উপনীত হইবেন।

তৃতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, সংক্ষিপ্ত মারেফত বা পরিচয় লাভকারী ; যাহা প্রকৃত কুফরের উৎপত্তিস্থল, তাহাদিগকে আরেফ কিভাবে বলা যাইতে পারে ?

উত্তরঃ— আপনার বর্ণনার অর্থ ভাল বুঝা গেল না ; আপনি নিজেই— জটিল বাক্য লিখেন এবং অন্যকে নিষেধ করেন।

আপনার উদ্দেশ্য যদি এই হইয়া থাকে যে, তরীকার কাফেরকে কিভাবে আরেফ বা পরিচয় লাভকারী বলা যাইতে পারে ! ইহার উত্তর এই যে, তরীকার কাফেরও আল্লাহ্পাককে এক বলিয়া চিনিয়াছে ও তাঁহার অপরবস্তু অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকলকে অস্তিত্ববিহীন বলিয়া জানিয়াছে। এই হিসাবে সে আরেফ বা পরিচয় লাভকারী। অবশ্য তিনি পূর্ণ আরেফ নহেন। অর্থাৎ যিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যের অবগতি লাভ করিয়াছেন— তদ্রূপ নহেন। যখন পার্থক্যে উপনীত হইবে, তখন পূর্ণ আরেফ হইয়া যাইবে এবং প্রকৃত ঈমান লাভ করিতে পারিবে।

ওয়াচ্ছালাম ॥

৯২ মকতুব

ফকীর হাশেম কাশ্মীর নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে— কোন কোন আরেফ বলিয়া থাকেন— "আমরা আল্লাহ্তায়ালার বাক্য শ্রবণ করি অথবা আমাদের সহিত তাঁহার কথাবার্তা হয়"। যেরূপ হজরত ইমাম জাফর ছাদেক (রাজীঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, "আমি পবিত্র কোরআনের আয়াতের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকি— অবশেষে আমি তাহার বক্তা হইতে উহা শ্রবণ করি"। আবার শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর 'রেছালায়ে গওছিয়া' কেতাবের মধ্যেও এই প্রকারের আভাষ আছে ; ইহার অর্থ কি ? এবং আপনার নিকট ইহার সমাধান কি ?

আল্লাহ্পাক আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুক। জানিবেন যে, আল্লাহ্ পাকের বাক্য তদীয় জাত ও অবশিষ্ট ছেফাত সমূহের মত রকম-প্রকারবিহীন, প্রকারবিহীন বাক্য শ্রবণ করাও— প্রকারবিহীন হইয়া থাকে। কেননা প্রকারসম্ভূত বস্তুর প্রকারবিহীনের দিকে পথ নাই। অতএব, উক্ত শ্রবণ ইন্দ্রিয়, যাহা সরাসরি

প্রকারসম্ভূত, তদ্বারা শ্রবণ নহে। তথায় যদি কোন দাস তাহা শ্রবণ করে, তাহা রূহ বা আত্মার গ্রহণ দ্বারা হইয়া থাকে। যেহেতু আত্মার মধ্যে প্রকারবিহীনতার অংশ আছে এবং উহার বর্ণ ও শব্দের মাধ্যমে শ্রবণ নহে। এইরূপ যদি কোন বান্দা কথা বলে তাহাও রূহ্ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং বর্ণ ও শব্দ রহিত হিসাবে হইয়া থাকে। এইরূপ বাক্য প্রকারবিহীনতার অংশধারী। অতএব, উহা প্রকারবিহীনের নিকট শ্রুত হয়। পরন্তু ইহাও বলিব যে, শব্দজাত বাক্য যাহা বান্দা হইতে সংঘটিত হয়, তাহাও আল্লাহ্পাক শ্রবণ করেন বটে— কিন্তু প্রকারবিহীন এবং অক্ষর ও শব্দ এবং পূর্ব্বাপর রহিত হিসাবে শ্রবণ করেন। কেননা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কোনরূপ কাল অতিবাহিত হয় না, যাহাতে পূর্ব্বাপর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তথায় যদি বান্দা কিছু শ্রবণ করে, তখন সে যেন সম্পূর্ণ শ্রবণ শক্তি হয়। (অর্থাৎ তাহার আপাদ মস্তক কর্ণ তুল্য হয়) এবং যদি কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেও যেন সে— সম্পূর্ণ বক্তা হয়। সে সম্পূর্ণ অর্থাৎ আপাদ মস্তক যেন কর্ণতুল্য ও রসনা তুল্য হয়। প্রতিজ্ঞার দিবস, যখন সকলেই পিপিলিকাবৎ বহিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন আল্লাহ্পাকের— "আমি কি তোমাদের প্রভু নহি" বাক্য তাহারা বিনা মধ্যস্থতায় সম্পূর্ণ আপাদ-মস্তক দ্বারা শ্রবণ করিয়াছিল এবং তাহার উত্তরে 'হাঁ' বলিয়াছিল ; তখন তাহাদের স্বীয় আপাদ-মস্তক কর্ণ এবং রসনা তুল্য হইয়াছিল। কারণ কর্ণ ও রসনা যদি তখন পৃথক হইত, তাহা হইলে প্রকারবিহীন শ্রবণ কখনও সংঘটিত হইত না এবং প্রকারবিহীন মর্ত্তবার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার উপযোগী হইত না। "বাদশাহের বাহন ব্যতীত তাঁহার দান বহিতে পারে না"।

ফলকথা, উক্ত নিক্ষিপ্ত অর্থ বা প্রতিপাদ্য সমূহ যাহা আত্মার মাধ্যমে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় অবস্থায় তাহার চিন্তার মধ্যে যাহা মানবদেহে আলমে মেছালের নিদর্শন স্বরূপ তাহাতে অক্ষর ও শব্দের আকৃতি ধারণ করে এবং উক্ত নিক্ষিপ্ত অর্থসমূহ উচ্চারিত বাক্যের আকৃতি হিসাবে শ্রুত হয়। কেননা আলমে মেছালের মধ্যে প্রত্যেকটি— অর্থের আকৃতি আছে ; যদিও উক্ত অর্থ প্রকারবিহীন হউক না কেন ! কিন্তু উক্ত আলমে মেছালে প্রকারবিহীন বস্তুও প্রকার সম্ভূত হিসাবে আকৃতি লাভ করে ; উপলব্ধিকরণ ও করান যাহার প্রতি নির্ভরশীল। আকৃতি লাভের উদ্দেশ্যই ইহা (উপলব্ধি)। সাধক যখন মধ্যবর্ত্তী পথে থাকে— এবং সেই সময় উক্ত

অক্ষর ও শব্দ সমূহ পর্য্যায়ক্রমে নিজের মধ্যে প্রাপ্ত হয় ও শব্দজাত বাক্য ও শ্রবণ নিজের মধ্যে অনুভব করে, তখন সে ধারণা করে যে, এই অক্ষর ও শব্দগুলি সে মূল বস্তু হইতে শুনিতেছে এবং বিনা ব্যতিক্রমে তাঁহা হইতে গ্রহণ করিতছে। সে ইহা জানে না যে, এই অক্ষর ও শব্দ সমূহ উক্ত নিক্ষিপ্ত অর্থসমূহের ধারণাকৃত আকৃতি এবং এই শ্রবণ ও শব্দগত বাক্যসমূহ প্রকারবিহীন শ্রবণ ও বাক্যের আকৃতি বিশেষ। পূর্ণ মারেফত বা পরিচয় লাভকারী সাধকের আবশ্যক— যিনি প্রত্যেক মর্ত্তবা বা স্তরের বিষয়সমূহ পৃথক করিয়া থাকেন এবং একটিকে অপরটির তুল্য করতঃ সংশয়াবিষ্ট না করেন। সুতরাং এই বোজর্গগণের (ঐশীবাক্য) শ্রবণ ও কথাবার্ত্তা যাহা প্রকারবিহীন মর্ত্তবার প্রতি নির্ভরশীল, তাহা রূহানী বা আত্মীকভাবে প্রাপ্ত ও আত্মীক নিক্ষিপ্তি এবং এই শব্দ ও বর্ণ সমূহ যদ্বারা উক্ত নিক্ষিপ্ত অর্থ উপলব্ধি হয়— তাহা আলমে মেছালের আকৃতি সমূহ হইতে। যে সম্প্রদায় ধারণা করিয়া থাকে যে, আমরা এই বর্ণ ও শব্দ সমূহকে আল্লাহ্পাকের নিকট হইতে শ্রবণ করি, ইহাদের মধ্যে দুই দল আছে। তাহাদের যে দল অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, তাহারা বলে যে, এ নূতন বর্ণ ও শব্দ সমূহ যাহা শ্রুত হয়, তাহা আল্লাহ্পাকের পবিত্র অনাদি জাতের বাক্যের প্রতি নির্দেশক মাত্র। দ্বিতীয় দল সাধারণভাবে অর্থাৎ অবাধে আল্লাহ্পাকের বাক্য শ্রবণ করে বলিয়া ব্যক্ত করে এবং তাহারা এই বর্ণ ও শব্দ সমূহকেই আল্লাহ্ পাকের বাক্য বলিয়া জানে। আল্লাহ্পাকের পবিত্র দরবারের উপযোগী কোন্টি এবং কোন্টি উপযোগী নহে— তাহারা তাহা পার্থক্য করিতে সক্ষম হয় না। ইহারাই মূর্খ ও বিনষ্টকারী। আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কোন্টি প্রয়োগ করা বিধেয় এবং কোন্টি বিধেয় নহে তাহা, ইহারা অবগত নহে।

হে-আল্লাহ্ ! তুমি পবিত্র, আমাদিগকে তুমি যাহা শিখাইয়াছ, তাহা ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই জানি না ; নিশ্চয়ই তুমি জ্ঞানী ও সু-কৌশলী। শ্রেষ্ঠ নর হজরত (ছঃ) ও তাঁহার পুতঃ বংশধর ও সহচরবৃন্দের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৯৩ মকতুব

হজরত মখদুমজাদা খাজা মোহাম্মদ ছাঈদের নিকট প্রথম তায়াইয়্যুন বা ব্যক্তিত্বের বিশদ বর্ণনায় লিখিতেছেন।

অবশেষে আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহে আমার প্রতি যাহা বিকাশ প্রাপ্ত হইল তাহা এই যে, প্রথম তায়াইয়্যুন বা অবতরণ— অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাতের প্রথম অবতরণ তাঁহার অজুদ বা অস্তিত্ব গুণের অবতরণ ; যাহা যাবতীয় বস্তুকে বেষ্টনকারী এবং যাবতীয় বিপরীত বস্তু একত্রিতকারী ও নিছক উৎকর্ষ ও অত্যন্ত প্রাচুর্য্যময়। এ পর্য্যন্ত যে, এই তরীকার অনেক মাশায়েখ উহাকেই আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাত বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং উহাকে জাত হইতে অতিরিক্ত বলা নিষেধ করিয়াছেন। উহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অবোধ্য ; সকলের চক্ষু উহা অনুভব করিতে সক্ষম হয় না এবং মূলবস্তু হইতে উহাকে পৃথক বলিয়া দেখিতে পায় না। এইহেতু উহার অবতরণ (অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরে উহার বিকাশ) এতদিন পর্য্যন্ত আমার নিকট গুপ্ত ছিল এবং উহাকে অবতরণকারী হইতে পৃথক করিতে পারি নাই। ছুফীদের বৃহৎ একদল উহাকেই— আল্লাহ্ বলিয়া উপাসনা করিয়াছে ; এবং উপাস্য ও উদ্দিষ্ট-বস্তু উহা ব্যতীত অন্য কাহাকেও অন্বেষণ করে নাই ; এবং উহাকেই বাহ্যিক কার্য্যকলাপের উৎপত্তিস্থল ও দৈনন্দিন কার্য্যের স্রষ্টা ধারণা করিয়াছে। "আল্লাহ্ হইতে তাঁহার অপরগণকে পৃথক করা" একটি অতি উচ্চ সৌভাগ্য ছিল। যাহা আল্লাহ্‌পাক এই পরবর্ত্তী সম্বলহীন ফকীরের জন্য গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। মাবুদ বা উপাস্য জন হইতে যাহা উপাস্য নহে, তাহাদিগকে নিবারণ করা ও তাহাদের সমকক্ষতাকে অপসারণ করা পয়গম্বর (আঃ)-গণের উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট ছিল। যাহা এই ভিখারীর জন্য আল্লাহ্‌পাক রাখিয়াছিলেন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য, যিনি আমাদিগকে এই পথে হেদায়েত করিয়াছেন। তিনি যদি হেদায়েত না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কখনও পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাকের রছুলগণ সত্য লইয়া আগমন করিয়াছেন।

আল্লাহ্‌পাক আমার প্রতি ইহাও বিকশিত করিয়া দিয়াছেন যে, এই প্রথম তায়াইয়্যুনে অজুদী বা অস্তিত্বের অবতরণ হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর রব্ বা প্রতিপালক, এবং তাঁহার তায়াইয়্যুন বা ব্যক্তিত্বের উৎপত্তিস্থান ও তাঁহার খোল্লাত (বন্ধুত্বের) তায়াইয়্যুনের উৎপত্তিস্থান। আমার প্রতি আরও বিকাশ প্রদান করিয়াছেন

যে, এই তায়াইয়্যুনের কেন্দ্র, যাহা উহার শ্রেষ্ঠ অংশ এবং যাহা অন্য সকল অংশ হইতে স্বীয় মূলবস্তুর অধিক নিকটবর্ত্তী তাহা হজরত হবীবুল্লাহ্ অর্থাৎ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর 'রব্' ও তাঁহার উৎপত্তিস্থান এবং তাঁহার মহব্বত বা প্রেমেরও উৎপত্তিস্থান।

প্রশ্ন ঃ— যদি প্রথম তায়াইয়্যুন হজরত খলীল (আঃ)-এর রব হয়, তাহা হইলে আমাদের পয়গাম্বর (দঃ) কিভাবে বলিয়াছেন যে, "আল্লাহ্পাক আমার নূরকে সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন"।

উত্তর ঃ— যে কোন বৃত্তের কেন্দ্র উহার অবশিষ্ট যাবতীয় অংশ হইতে পুরোগামী হয় এবং বস্তুর অংশ তাহার সমুদয় (গোটা) হইতে অগ্রগামী হইয়া থাকে। অতএব, হজরত (ছঃ)-এর তায়াইয়্যুন বা ব্যক্তিত্ব যাহাকে তিনি স্বীয় নূর বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অন্য সকল বস্তু হইতে পুরোগামী। বৃত্তের কেন্দ্র যদিও বৃত্তের ব্যষ্টি স্বরূপ ও বৃত্ত উহার সমষ্টি ; কিন্তু ইহা এমন এক ব্যষ্টি বা অংশ যাহা হইতে উক্ত সমষ্টির যাবতীয় অংশ উৎপন্ন হইয়াছে। কেননা পরিধির যাবতীয় অংশ উক্ত অংশের প্রতিচ্ছায়া, যাহা উক্ত বৃত্তের কেন্দ্র, অর্থাৎ যদি উক্ত অংশ (কেন্দ্র) না হইত— তাহা হইলে বৃত্তের কোন চিহ্ন ও নিদর্শন থাকিত না। অতএব, বুঝা গেল যে, হজরত খলীল (আঃ)-এর 'রব্' ও উৎপত্তিস্থান প্রথম তায়াইয়্যুন এবং উক্ত প্রথম তায়াইয়্যুনের উৎপত্তিস্থান, যাহা উহার কেন্দ্র ও উহার যাবতীয় অংশ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর 'রব্' ও উৎপত্তিস্থান। এইহেতু যাবতীয় হকীকত বা তত্ত্ব হইতে শেষ পয়গম্বর (ছঃ)-এর হকীকত পুরোগামী ও অন্য সকলের আবির্ভাবের সূত্রও তিনি। অতএব, তাঁহার বিষয় হাদীছে কুদ্ছীতে আসিয়াছে যে, "যদি আপনি না হইতেন, তবে আমি আকাশ সমূহ সৃষ্টি করিতাম না এবং আমার প্রভুত্বও প্রকাশ করিতাম না"। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর উৎপত্তিস্থান যখন প্রথম তাইয়্যুনের বৃত্ত, যাহা ইব্রাহীম (আঃ)-এর উৎপত্তিস্থান— তাহার কেন্দ্র, তখন বেলায়েতে মোহাম্মদী (মোহাম্মদ ছঃ-এর নৈকট্য) যাহা মহব্বত বা প্রেম হইতে উৎপন্ন তাহা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বেলায়েতের উৎপত্তিস্থানের কেন্দ্র

যাহা হইতে 'খোল্লাত' এর উৎপত্তি হয়। হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বেলায়েত অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্পাকের মধ্যে ও বেলায়েতে মোহাম্মদীর মধ্যে ব্যবধান নহে। কেননা বৃত্তের কেন্দ্র— বৃত্ত হইতে স্বভাবতঃই পুরোগামী হইয়া থাকে ; সুতরাং পরবর্ত্তীগণ পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ব্যবধান হইতে পারে না ; বরং বিপরীত হইয়া থাকে। কেন্দ্রের পুরোগামী ও নিকটবর্ত্তী হওয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহে যখন এই কেন্দ্রের বিন্দুটিতে উন্নতি করিয়া বহুদূরে গমন করা যায়। তখন এই বিন্দু যাহা মহব্বত বা প্রেমের মূল— তাহা হইতে মোহেব্ব্ এবং মাহবুব অর্থাৎ— প্রেমিক ও প্রিয়জন পার্থক্য লাভ করে এবং উক্ত বিন্দুটি একটি বৃত্তের আকার ধারণ করে ও মাহ্বুবিয়াত বা প্রিয়ত্ব সেই বৃত্তটির কেন্দ্র হয় ও মোহেব্বিয়াত বা প্রেমিকত্ব তাহার পরিধি স্বরূপ হয় ; উক্ত মোহেব্বিয়াত বা পরিধি হজরত মুছা (আঃ)-এর বেলায়েতের উৎপত্তিস্থান এবং উহার কেন্দ্র যাহা মাহবুবিয়াত তাহা হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর বেলায়েতের উপত্তিস্থান। অতএব, উল্লিখিত মোহেব্বিয়াত যাহা কেন্দ্র ছিল— পরবর্ত্তী কালে (অর্থাৎ উন্নতি করার পর) যাহা বৃত্ত স্বরূপ হইয়াছে— তাহা হইতে মাহবুবিয়াত-এর এই কেন্দ্র অগ্রগামী এবং আল্লাহ্ পাকের পবিত্র জাতের অধিক নিকটবর্ত্তী। কারণ কেন্দ্র যেরূপ পুরোগামী ও নিকটবর্ত্তী, বৃত্ত তদ্রূপ নহে। পরন্তু পরিধি হইতেও কেন্দ্র অগ্রগামী ও নিকটবর্ত্তী ; সুতরাং বেলায়েতে মুছাবী হইতেও বেলায়েতে মোহাম্মদী অধিক নিকটবর্ত্তী।

বেলায়েতে মোহাম্মদী অগ্রগণ্য হওয়ার দ্বিতীয় কারণ শ্রবণ কর, তাহা এই যে, উল্লিখিত কেন্দ্র যাহা মাহ্বুবিয়াত বা প্রিয়ত্ব, তাহার মধ্যে— যখন উন্নতি করিয়া সাধক বহু ঊর্দ্ধে গমন করে, তখন উক্ত কেন্দ্রটিও আবার বৃত্তের আকার ধারণ করে, এবং সেই বৃত্তটির কেন্দ্র 'মাহ্বুবিয়াতে ছেরফ' বা নিছক প্রিয়ত্ব হয় ও উহার পরিধি মাহবুবিয়াতে মোম্তাজেজ্ বা মোহেব্বিয়াত (প্রিয়ত্বের সহিত প্রেমিকত্বের সংমিশ্রণ) প্রকাশ পায়। ইহা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে বরং বেলায়েতে মুছাবী যাহা উহার পরিধির অনুকূল, তাহার মাধ্যমে তাঁহার উম্মতের কোন এক ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিবে। এইহেতু বলা হইয়া

থাকে যে, বেলায়েতে মোহাম্মদী সকল সময় কেন্দ্র হয় ; এবং মোহেব্বিয়াতের উৎপত্তি উহার বরকত হইতে হইয়া থাকে। যাহার সংমিশ্রণে দ্বিতীয় কেন্দ্রটি বৃত্ত স্বরূপ হইয়াছে ; এবং উহা হইতে অপর একটি কেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। জানা আবশ্যক যে, এই তৃতীয় কেন্দ্রটি (সাধকের কার্য্য) বহু অগ্রসর করিয়াছে ও অত্যধিক নিকটবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে।

অসাধ্য কিছুই নহে দয়ালের তরে।
যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহা করিবার পারে।

সূক্ষ্ম রহস্য সমূহ ইহা হইতে আর অতিরিক্ত কি ব্যক্ত করিব এবং প্রথম তায়াইয়্যুনের উপরের কথা ইহা হইতে অধিক আর কি বলিব ! অবশ্য ইহা প্রথম তায়াইয়্যুনের পরেও নহে, যেহেতু ইহা উক্ত তায়াইয়্যুনের অংশ বিশেষ ; অথবা অংশের— অংশ, এক বা দুই মধ্যস্থতার মাধ্যমে। কিন্তু আত্মিক বিকাশ দ্বারা দর্শন করিলে প্রথম তায়াইয়্যুন হইতে ইহা বহু অগ্রগামী হয় এবং উহা (হইতে) উদ্দিষ্ট বস্তুর অত্যধিক নিকটবর্ত্তী।

প্রশ্ন ঃ— যে পূর্ণতা কোন বস্তুর অংশ বা ব্যষ্টি প্রাপ্ত হয়, উহার সমষ্টিও তাহা প্রাপ্ত হয়। যেহেতু সমষ্টির মধ্যে উক্ত ব্যষ্টি ও অন্যান্য ব্যষ্টি একত্রিত আছে ; সুতরাং যে নৈকট্য— উক্ত অংশ প্রাপ্ত হইবে, তাহা উহার সমষ্টির মধ্যে— না থাকার কারণ কি ?

উত্তর ঃ— মূল ও নিজস্ব হিসাবে ব্যষ্টি যে পূর্ণতা লাভ করে, সমষ্টি তাহা পরবর্ত্তী হিসাবে ব্যষ্টির মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, নিজস্ব হিসাবে নহে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নিজস্ব হিসাবে হওয়ার মূল্য আছে, যাহা পরবর্ত্তীগণের নাই ; এবং মূলবস্তুর যে নৈকট্য আছে, শাখা বা আনুষঙ্গিক বস্তুর তাহা নাই। অতএব, বৃত্তের কেন্দ্র যদি তাহার কোন বিশিষ্ট পূর্ণতা ও গুণ কর্ত্তৃক বৃত্ত হইতে অগ্রগামী হয়, তাহার অবকাশ আছে।

প্রকৃত উত্তর এই যে, ব্যষ্টির পূর্ণতা সমষ্টির মধ্যে ঐ সময় প্রবেশ করিয়া থাকে, যখন উক্ত পূর্ণতা ব্যষ্টির মূল-তত্ত্ব হইতে উদ্ভুত হয়। কিন্তু ব্যষ্টি স্বীয় তত্ত্ব পরিবর্ত্তন ও রূপান্তরণের পর যে পূর্ণতা অর্জ্জন করে, তাহা সমষ্টির মধ্যে প্রবেশ

করা অনিবার্য্য নহে। যেহেতু উক্ত ব্যষ্টি রূপান্তরিত হওয়ার পর উক্ত সমষ্টির অংশ হিসাবে থাকে না ; যাহাতে তাহার মধ্যে উক্ত পূর্ণতা প্রবেশ করিতে পারে। যেরূপ রৌপ্যের একখণ্ড যদি স্পর্শমণির সাহায্যে স্বর্ণে পরিণত হইয়া যায় এবং তাহার রৌপ্যতা হইতে স্বর্ণত্বে পরিণত হয় ; তাহাতে ইহা বলা যাইবে না যে, উক্ত স্বর্ণের পূর্ণতা উক্ত রৌপ্যে সার্ব্বিকে— যাহা তাহার সমষ্টি ছিল, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবে। কেননা উক্ত ব্যষ্টি অবস্থানান্তরিত হওয়ার পর আর তাহার ব্যষ্টি বা অংশ রহিল না ; যাহাতে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। ইহা বুঝিয়া লও এবং আমাদের আলোচ্য মারেফত ইহার সহিত তুলনা করিয়া দেখ।

প্রশ্নঃ— প্রথম তায়াইয়ুনে অজুদী, ইহার অস্তিত্ব বাস্তব জগতে বর্ত্তমান আছে কি-না ? অথবা ইহা শুধু এল্‌মের মধ্যে বর্ত্তমান আছে মাত্র। এই উভয়ের কোন একটিও সত্য হয় না। কেননা এই বোজর্গগণের নিকট— বাস্তব জগতে আল্লাহ্‌পাকের এক জাত ব্যতীত অন্য কাহারও অস্তিত্ব নাই এবং বাস্তব জগতে অবতরণ সমূহের কোনই নিদর্শন নাই। পক্ষান্তরে যদি এল্‌মের স্তরে বর্ত্তমান আছে বলি, তবে তায়াইয়ুনে এল্‌মী বা এল্‌মস্থিত আকৃতি তায়াইয়ুনে অজুদী হইতে পুরোগামী হওয়া অনিবার্য্য হয়। কিন্তু ইহা অলী-আল্লাহ্‌গণের কানুনের ও নির্দ্ধারণের বিপরীত।

উত্তরঃ— ইহা বস্তুতঃ বর্ত্তমান আছে, যদি এল্‌ম বা জ্ঞানের বাহিরেও উহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে। এই হিসাবে বাস্তব অস্তিত্বধারী বলা হয়, তাহাও বলা যাইতে পারে। আল্লাহ্‌পাক সত্যের বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী।

৯৪ মকতুব

মখদুমজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাজীঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন। আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাতের সূক্ষ্ম পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্য সমূহের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত— স্বয়ং সুন্দর, তাঁহার কান্তি ও রূপ-লাবণ্য নিজস্ব। আমাদের অনুভূতি ও আত্মীক বিকাশে যে, রূপ-লাবণ্য অনুভব হয় এবং যাহা আমাদের জ্ঞান ও চিন্তায় সংকুলান হয় উহা তদ্রূপ নহে। ইহা সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালার উচ্চ দরবারে এমন এক পবিত্র স্তর আছে যে, সে স্তরের উচ্চতা ও মহত্ত্ব হেতু ঐরূপ লাবণ্য তথায় উপনীত হইতে সক্ষম হয় না এবং স্বীয় সৌন্দর্য্য ও রূপ দ্বারা তাহাকে (সেই মর্ত্তবাকে) বিশেষিত করিতে পারে না। তায়াইয়্যুনে আউয়াল বা প্রথম অবতরণ, যাহা অজুদী বা অস্তিত্বজাত অবতরণ তাহা আল্লাহ্পাকের উক্ত জাতী পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্যের অবতরণ ও প্রথম প্রতিচ্ছায়া। আল্লাহ্পাকের যে পবিত্র মর্ত্তবায় সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতার অবকাশ নাই। তথাকার কোন তায়াইয়্যুন বা অবতরণ নাই। যেহেতু উহা এত অধিক উচ্চ ও মহান যে, কোন অবতরণ তাহাতে সংঘটিত হয় না।

"কোন দর্পণে রূপ দেখাবে সে জন" !

কিন্তু উক্ত মর্ত্তবায় এক গুপ্ত রহস্য ও ভাব ও অবস্থা আছে, যাহা এই প্রথম তায়াইয়্যুনের বৃত্তের কেন্দ্রে নিহিত আছে ; যেন নিদর্শন রহিত বস্তুর কিঞ্চিৎ নিদর্শন তথায় গুপ্ত রাখা হইয়াছে। প্রথম তায়াইয়্যুন যেরূপ হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বেলায়েত বা নৈকট্যের স্থান তদ্রূপ উক্ত রহস্য— যাহা উক্ত কেন্দ্রে নিহিত আছে, তাহা হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর বেলায়েতের উৎপত্তিস্থান। উল্লিখিত জাতী সৌন্দর্য্য, প্রথম তায়াইয়্যুন যাহার প্রতিবিম্ব, তাহা রূপ ও গৌরতার অনুরূপ— যাহা ইহ জগতে তিলক-কপোল ইত্যাদির সৌন্দর্য্যের গণ্ডিভুক্ত এবং উল্লিখিত রহস্য ও ভঙ্গিমা যাহা উক্ত কেন্দ্রে নিহিত আছে, তাহা লাবণ্যের অনুরূপ ; তিলক ও কপোল ইত্যাদির সৌন্দর্য্যের ও রসিকতা হইতেও ইহা অতি উচ্চ। ইহা এবম্বিধ বস্তু যাহা অনুভূতি কর্ত্তৃক উপলব্ধি হয় মাত্র। যে পর্য্যন্ত অনুভূতি প্রদত্ত না হইবে সে পর্য্যন্ত ইহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে না।

কান্তিময় বন্ধু যাহা রাখে স্বীয় পাশে,
বন্ধুগণ যাচে তাহা ; স্বীয় অভিলাষে।

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হজরত (দঃ)-এর বেলায়েত বা নৈকট্যের পার্থক্য উপলব্ধি করা উচিত ; যদিও উভয়ে আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য হইতে উৎপন্ন, তথাপি একটির লক্ষ্য (বেলায়েতে ইব্রাহীমী) আল্লাহপাকের জাতের পূর্ণতা সমূহের প্রতি এবং দ্বিতীয়টির লক্ষ্য আল্লাহ্ তায়ালার নিছক জাতের প্রতি।

'লাবণ্য' যখন 'রূপ' ও গৌরতার উর্দ্ধে, তখন রূপ ও গৌরতা অতিক্রম করার পর লাবণ্যে উপনীত হইতে হইবে। অতএব বেলায়েতে ইব্রাহিমীর যাবতীয় মাকামে উপনীত না হইলে এই বেলায়েতে মোহাম্মদী— যাহা অতি উচ্চ শৃঙ্গে অবস্থিত তাহাতে উপনীত হইতে পারিবে না। এইহেতু বোধ হয়, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-এর শরীয়তের অনুসরণের প্রতি আদিষ্ট হইয়াছিলেন, যাহাতে উক্ত শরীয়তের অনুসরণ করিয়া তাঁহার বেলায়েতে উপনীত হওয়া যায়, এবং তথা হইতে তাঁহার নিজের অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর বেলায়েতের তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় ; যাহাকে লাবণ্য বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। যখন আমাদের পয়গাম্বর (দঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-এর বেলায়েতের কেন্দ্রের সহিত জাতী বা নিজস্ব হিসাবে সম্বন্ধ রাখেন, যেহেতু উহা আল্লাহ্ পাকের পবিত্র জাতের সংক্ষিপ্তির অধিক নিকটবর্ত্তী এবং উক্ত বৃত্তের পরিধির সহিত তাঁহার সম্পর্ক অল্প ; কেননা তাহা (পরিধি) আল্লাহপাকের পবিত্র জাতের পূর্ণতা সমূহের বিস্তৃতির অনুকূল ; তখন যে পর্য্যন্ত উক্ত বৃত্তের পরিধির পূর্ণতা সমূহের সহিত সম্মিলিত না হইবে— সে পর্য্যন্ত খোল্লাত (ইব্রাহীম আঃ)-এর বেলায়েত পূর্ণ হইবে না। এইহেতু নামাজের মধ্যে প্রচলিত দরূদ পাঠের সময় বলিতে হয়, "যেরূপ ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করিয়াছিলে"। তবেই ইব্রাহীম (আঃ)-এর বেলায়েতের পূর্ণতাসমূহ উক্ত ব্যক্তি পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবে ; যেরূপ এই বেলায়েতধারী হজরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন বেলায়েতে মোহাম্মদীর নিজস্ব মাকাম বা স্থান ইব্রাহীম (আঃ)-এর বেলায়েতের বৃত্তের কেন্দ্র এবং তাহার ছয়ের বা ভ্রমণও উক্ত বৃত্তের কেন্দ্রের ভ্রমণের প্রতি নির্ভরশীল, তখন উক্ত কেন্দ্র হইতে— আমাদের পয়গম্বর (দঃ)-এর

জন্য পরিধিতে অবতরণ করা ও পরিধির পূর্ণতা সমূহ অর্জ্জন করা কঠিন ও স্বভাবের বিপরীত হইয়া পড়ে। এইহেতু তাঁহার উম্মতের কোন এক ব্যক্তির মধ্যস্থতার আবশ্যক, যিনি তাহার মাধ্যমে উক্ত কেন্দ্রে উপনীত হইয়া, অন্য এক পথে উহার পরিধির সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে। যাহাতে তিনি (সেই উম্মত) উক্ত পরিধির স্তরের পূর্ণতা সমূহ অর্জ্জন করিয়া তাহার তত্ত্বের সহিত সম্মিলিত হয়। "যে ব্যক্তি কোন সুন্দর পথ আবিষ্কার করে, সে উহার পারিতোষিক প্রাপ্ত হয় এবং অন্য যাহারা উক্তরূপে, ঐভাবে আমল করে তাহাদের পারিতোষিকও সে প্রাপ্ত হয়"। এই হাদীছ অনুযায়ী— তাহার অনুসরণীয় পয়গাম্বর (দঃ) ও উক্ত উম্মত— তথায় উপনীত হওয়ার মাধ্যমে তথাকার পূর্ণতা সমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং খলীল (আঃ)-এর বেলায়েত বা নৈকট্যের মর্ত্তবা সমূহও (এইভাবে) তিনি সমাপ্ত করিতে সক্ষম হন।

এ রহস্যের গূঢ়ত্ত্ব যাহা এই ফকীরের প্রতি আল্লাহপাক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই যে— খলীল (আঃ)-এর বেলায়েতের বৃত্তের কেন্দ্রের বিন্দু যাহা অবশিষ্ট বিন্দু হইতে মহব্বত বা প্রেমের জন্য বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে— যদিও উহা অবিভাজ্য, তথাপি যখন মোহেব্বিয়াত বা প্রেমিকত্ব এবং মাহবুবিয়াত বা প্রিয়ত্ব উভয়ের অনুমানও ধারণা সম্ভূত, তখন উহা একটি বৃত্তের আকার সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহাতে আবার একটি কেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার পরিধি মোহেব্বিয়াত-এর অনুমান এবং উহার কেন্দ্র মাহবুবিয়াত-এর অনুমান হইয়াছে। হজরত মুছা (আঃ)-এর বেলায়েত এই বৃত্তের পরিধি অর্থাৎ মোহেব্বিয়াত-এর অনুমান এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর বেলায়েত— এই বৃত্তের কেন্দ্র অর্থাৎ মাহবুবিয়াত-এর অনুমান। হকীকতে মোহাম্মদী লাভের চিন্তা ও আশা এই স্থানে সংঘটিত হয়। এই দ্বিতীয় বৃত্তটির কেন্দ্র— যাহার প্রতি হকীকতে মোহাম্মদী নির্ভরশীল, তাহা সহস্র বৎসর পর এক প্রশস্ততার সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহার মধ্যে দুইটি দিক প্রকাশ পাইয়াছে ও একটি বৃত্তাকার হইয়াছে। উক্ত বৃত্তের কেন্দ্র হইয়াছে 'মাহবুবিয়াতে ছের্‌ফ' বা নিছক প্রিয়ত্ব ও উহার পরিধি হইয়াছে মাহবুবিয়াত মোম্‌তাজেজ— বা মোহেব্বিয়াত' অর্থাৎ প্রিয়ত্বের সহিত প্রেমিকত্ব

মিশ্রিত। এই বৃত্তের কেন্দ্রটি বেলায়েতে আহ্মাদী অর্থাৎ হজরত (দঃ)-এর পবিত্র আহ্মাদ নামের নৈকট্যের উৎপত্তিস্থান। আহমাদ হজরত (দঃ)-এর দ্বিতীয় নাম, আছমানবাসীদিগের নিকট— তিনি এই নামে পরিচিত ; ইহা সকলেই বলিয়া থাকে। এইহেতু হজরত ঈসা (আঃ) যিনি আছমানবাসীগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, তিনি আমাদের পয়গাম্বর (দঃ)-এর নাম ধরিয়া তাঁহার শুভাগমনের সু-সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এই পবিত্র নাম আল্লাহ্পাকের 'আহাদ' বা এক জাতের সহিত অত্যধিক নৈকট্য রাখে এবং অপর নামটি হইতে ইহা জাত পাকের যেন এক মনজিল (পান্থশালা) নিকটবর্ত্তী ; ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে তাঁহার এই এছ্ম বা নাম আল্লাহপাকের আহাদ নাম হইতে শুধু— এক মিমের গোলক দ্বারা পৃথক হইয়াছে, যাহা মহব্বত বা প্রেমের উৎপত্তিস্থান, এবং ইহাই— তাঁহার প্রকাশ ও বিকাশের (সৃষ্টির) কারণ বটে। পরন্ত 'আহ্মাদ' শব্দের মধ্যে যে 'মীম' আছে, তাহা পবিত্র— কোরআনের সুরা সমূহের প্রথম খণ্ড অক্ষরগুলির 'মীম' হইতে গৃহীত এবং ইহা অতি গূঢ় রহস্য পূর্ণ 'মীম'। এই মীম অক্ষরটির হজরত (দঃ)-এর সহিত বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার কারণে তিনি আল্লাহপাকের মাহবুব বা প্রিয় হইয়াছেন এবং অন্য সকল ব্যক্তি হইতে তাঁহাকে উর্ধ্বে আরোহণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে।

মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হই এবং বলিব যে— উক্ত বৃত্তের পরিধি যাহা মাহবুবিয়াত ও মোহেব্বিয়াত সংমিশ্রিত— তাহা হজরত নবীয়ে করিম (দঃ)-এর উম্মতের কোন এক ব্যক্তির বেলায়েত বা নৈকট্যের উৎপত্তিস্থান। কেন্দ্রস্থিত বেলায়েতে মোহাম্মদী তাঁহার হাছিল হওয়া সত্ত্বেও, তিনি পরিধির সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন ও উহার যাবতীয় পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন। আমি জানিতে পারিলাম যে, এই দ্বিতীয় দৌলতের সৌভাগ্য তিনি বেলায়েতে মুছাবী হইতে লাভ করিয়াছেন এবং এই দুই উচ্চ বেলায়েতের মাধ্যমে তিনি কেন্দ্র ও পরিধি উভয়ের পূর্ণতা সমূহের সমষ্টি হইয়াছেন। ইহা নির্দ্ধরিত কথা যে, যে কোন পূর্ণতা কোন উম্মত লাভ করে, তাহা উক্ত নবীর জন্যও (প্রকারান্তরে) হাছিল হইয়া থাকে। "যে ব্যক্তি কোন সুপথের প্রচলন করে"—ইত্যাদি (হাদিছ)

। অতএব হজরত নবীয়ে করিম (দঃ) উক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত বৃত্তের পরিধির পূর্ণতাসমূহও প্রাপ্ত হইলেন, এবং হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বেলায়েতও তাঁহার পূর্ণ হইয়া গেল, ও আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদেন কামা ছাল্লায়তা আলা ইব্রাহীমা অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুরূপ আমাদের পয়গাম্বর হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর— দোয়াটিও সহস্র বৎসর পর কবুল হইয়া গেল ও কার্য্যে পরিণত হইল। (সহস্র বৎসর পর) যখন হজরত (দঃ)-এর বেলায়েতে ইব্রাহিমী পূর্ণ হইল, তখন উক্ত কেন্দ্রের রহস্যের সহিত তাঁহার পূর্ণ সম্পর্ক হইল ; যাহাকে— লাবণ্য বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছিল এবং উক্ত ব্যক্তিকে উম্মতের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উক্ত মাকাম হইতে বিশ্ব জগতে ফিরাইয়া দিয়া, তিনি স্বয়ং অদৃশ্যের— অদৃশ্যস্থানে প্রিয়জনের সহিত শূন্য গৃহে সম্মিলিত হইলেন।

নে'য়ামত প্রাপ্তগণের তরে উহা— অতি তৃপ্তিকর,
পথ ভিখারীর জন্য যেন, সবই— অতি কষ্টকর।

জানা আবশ্যক যে, তৃতীয় কেন্দ্রের পরিধি প্রথম তায়াইয়্যুনের পরিধির তুলনায় যদিও ক্ষুদ্র কিন্তু উহা অধিক সমষ্টিভূত। কেননা আল্লাহ্পাকের পবিত্র জাতের যাহা অধিক নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা অধিক সমষ্টিভূত ও ক্ষুদ্র হয় ; যেরূপ মানব ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও মানব বিশ্বের যাবতীয় বস্তু হইতে অধিক সমষ্টিভূত। এইরূপ যে ব্যক্তি এই বৃত্তের পরিধির সহিত সম্মিলিত হয় এবং কেন্দ্রের সংক্ষিপ্তি হইতে পরিধির বিস্তৃতির মধ্যে উপনীত হয়, তাহার পরিধি ও বিস্তৃতির সহিত যে অসমতা ছিল, তাহা বিদূরিত হয় এবং বিনা দ্বিধায় এক বিস্তৃতি হইতে অপর এক বিস্তৃতিতে উপনীত হয় ও উক্ত বিস্তৃতির পূর্ণতা সমূহের সহিত সম্মিলিত হয়। মনোযোগের সহিত শুনুন ! আল্লাহ্পাক পূর্ণ ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও যখন বিশ্ব জগতের কার্য্যকলাপ ও এন্তেজাম (ব্যবস্থাপনা) কৌশলের প্রতি নির্ভরশীল করিয়াছেন, তখন স্বীয় মাহবুব বা প্রিয় ব্যক্তিগণের প্রতিপালনের জন্যও আসবাব বা সরঞ্জাম ব্যতীত উপায় নাই। অবশ্য সরঞ্জামাদি উপলক্ষ্য ব্যতীত কিছুই নহে এবং ইহা আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমতার আবরণ স্বরূপ।

(কিন্তু) "ইহা আল্লাহ্তায়ালার প্রচলিত ব্যবস্থা ; পূর্ব্বেও এইরূপ ছিল। তুমি আল্লাহ্পাকের প্রচলনের কোনই ব্যতিক্রম পাইবে না" (কোরআন)।

সতর্কীকরণ

যদিও নবী (ছঃ) স্বীয় উম্মতের কোন ব্যক্তির মাধ্যমে কোন আংশিক পূর্ণতা লাভ করেন এবং তাহার উছিলায় কোন মাকামে উপনীত হন, তথাপি ইহাতে উক্ত নবী (ছঃ)-এর কোনরূপ ত্রুটি অনিবার্য্য হয় না, উক্ত ব্যক্তিরও নবী হইতে কোন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয় না। যেহেতু উক্ত ব্যক্তি নবীর অনুকরণ কর্ত্তৃক ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহার মাধ্যমে এই সৌভাগ্যে উপনীত হইয়াছে, অতএব উক্ত পূর্ণতা যেন প্রকৃতপক্ষে উক্ত নবীরই অধিকৃত বস্তু ও তাঁহার অনুসরণের ফল ; উক্ত ব্যক্তি তাঁহার জনৈক ভৃত্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, সে যেন উক্ত নবীর ধন-ভান্ডার হইতে ব্যয় করিয়া সু-সজ্জিত পোষাক ও ফরাশ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছে ; যাহাতে প্রভুর সৌন্দর্য্য বর্ধিত হইবার কারণ হইয়াছে ও তাঁহার উচ্চতা ও মহত্ত্বে আধিক্য হইয়াছে। এ-স্থলে প্রভুর ক্ষতি বা অসম্মান কোথায়? এবং ভৃত্যেরই বা শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় ? সমকক্ষগণ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা অপমান জনক ; কিন্তু ভৃত্য ও দাসগণের দ্বারা সাহায্য বা খেদমত লওয়া অধিক পূর্ণতা ও সম্মান বর্দ্ধিত হওয়ার কারণ বটে। অপূর্ণ ব্যক্তি ইহার একটিকে অপরটির সহিত সম্মিলিত করিয়া ত্রুটি ও অসম্মানের ধারণা করিয়া থাকে। বাদশাহগণ খাদেম ও ভৃত্যদের মাধ্যমে বহুদেশ জয় করিয়া থাকেন এবং অনেক দুর্গ অধিকার করেন। ভৃত্যদিগের দ্বারা এই সাহায্য হওয়ায় বাদশাহগণের মহত্ত্ব ও সম্মান বর্দ্ধিত হওয়া ব্যতীত— আর কিছুই হয় না। উম্মতগণ সকলেই পয়গাম্বর (আঃ)-গণের ভৃত্য ও দাস ; যদি ইহাদের দ্বারা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের সাহায্য বা খেদমত হয়, তবে তাঁহাদের অপমানের আর অবকাশ কোথায় ! যদি কেহ বলে যে, "এই বোজর্গ (পয়গাম্বর ছঃ)-গণ কাহারও সাহায্যের কখনও মুখাপেক্ষী নহেন, এবং যাবতীয় মর্ত্তবা ও পূর্ণতা স্বভাবতঃই— ইঁহারা লাভ করিয়া থাকেন"। এ কথা তাহাদের প্রকাশ্য উচ্চ-বাচ্য (অত্যুক্তি) ব্যতীত নহে।

যেহেতু এই বোজর্গগণও আল্লাহ-পাকের ফয়েজ-বরকতের সদা-সর্ব্বদা মুখাপেক্ষী, ও তাঁহার রহমতের আশাধারী হইয়া সকল সময় স্বীয় আত্মীক উন্নতি কামনা করেন। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "যাহার দুই দিবসের আত্মীক অবস্থা সমতুল্য থাকে, সে ক্ষতিগ্রস্ত"। পরন্তু হজরত নবীয়ে করিম (দঃ) স্বীয় উম্মতগণের প্রতি নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, "তোমরা আমার জন্য অছিলা নামক বেহেস্তের প্রার্থনা কর"। আবার ছহীহ হাদীছে আসিয়াছে যে, "হজরত রছুলুল্লাহ (দঃ) ফকীর মোহাজেরগণের অছিলায় আল্লাহ্তায়ালার নিকট যুদ্ধের বিজয় কামনা করিতেন"। এইরূপ যাচনা করাও সাহায্য প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত।[১] যাহারা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের জন্য উম্মতগণের সাহায্য জায়েজ রাখেন না (সমর্থন করেন না) এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণকে কাহারও মুখাপেক্ষী বলিয়া মনে করেন না, তাহারা হয়তো পয়গম্বর (আঃ)-গণের উচ্চতা ও মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু পয়গাম্বর (দঃ)-গণের দাসত্ব অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের দাস হওয়া ও স্বীয় মালিকের দিকে মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রতি যদি তাহাদের লক্ষ্য নিক্ষিপ্ত হইত, তাহা হইলে হয়তো তাহারা উম্মতগণের সাহায্য গ্রহণ অস্বীকার করিতেন না ; এবং খাদেম ও ভৃত্যদিগের খেদ্মত গ্রহণ অসম্ভব জানিতেন না।

"হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের জন্য নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি সর্ব্বশক্তিমান"। আমাদের পয়গম্বর (দঃ) ও যাবতীয় পয়গম্বর (আঃ) এবং ফেরেশ্তাগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৯৫ মকতুব

মওলানা ছালেহ কোলাবীর নিকট তাঁহার (হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী রাজীঃ)-এর বিশিষ্ট বেলায়েত বা নৈকট্যের বিষয় লিখিতেছেন।

টীকাঃ— এই কারণে আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "হে-নবী (দঃ)— আপনার জন্য আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট এবং আপনার অনুগামী মোমেনগণ"। অতএব, আল্লাহ্তায়ালা মোমেনগণকেও হজরত (দঃ)-এর সাহায্যের জন্য অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

এ ফকীরের বেলায়েত (নৈকট্য) যদিও বেলায়েতে মোহাম্মদী ও বেলায়েতে মুছাবী দ্বারা প্রতিপালিত এবং এই দুই বোজর্গের মাধ্যমে মাহবুবী ও মোহেব্বী— প্রিয়ত্ব ও প্রেমিকত্ব উভয়ের সম্বন্ধ সম্মিলিত— কেননা প্রিয় ব্যক্তিগণের শীর্ষস্থানীয় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং প্রেমিকগণের শীর্ষস্থানীয় হজরত কলিমুল্লাহ (মুছা) আলায়হেচ্ছালাম। তথাপি শেষ পয়গাম্বর (ছঃ)-এর অনুসরণ হেতু আমার বেলায়েতের কার্য্যকলাপ পৃথক এবং তাহার সহিত পৃথক ব্যাপারও জড়িত আছে। যদিও এই বেলায়েতের মূল স্বীয় পয়গাম্বর (ছঃ)-এর বেলায়েত অর্থাৎ বেলায়েতে মোহাম্মদী, যাহা মূলতঃ নিছক মাহবুবিয়াত হইতে উৎপন্ন ; কিন্তু বেলায়েতে মুছাবী, যাহা মূলে নিছক মোহেব্বিয়াত হইতে উদ্ভূত, উহা এই বেলায়েতের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে ও ইহার রঙ্গে-রঞ্জিত হইয়া অন্য একরূপ ধারণ করিয়াছে। বরং বলা যাইতে পারে যে, অন্য এক তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে ও অন্য প্রকারের ফল প্রদান করিয়াছে। কবি কি সুন্দর কথা বলিয়াছেন ঃ—

যে আফিম মদে সাকী করিল প্রদান,
রবে না, তাহাতে কারো শিরো-শিরস্ত্রাণ।

হে-আমাদের প্রতিপালক— তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্য সমূহ সরল করিয়া দাও। যে ব্যক্তি সরল পথে চলে তাহার প্রতি ছালাম।

শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উক্ত বেলায়েতের সহিত যে সকল রহস্য আবদ্ধ ও নির্ভরশীল এবং পূর্ব্বোক্ত বেলায়েতদ্বয়ের সহিত যে সকল কার্য্যকলাপ সন্নিবিষ্ট আছে, যদি তাহার কিঞ্চিত্ত বর্ণনা করি কিংবা ইশারা ইঙ্গিতে প্রকাশ করি, তবে এই গলদেশ কর্তিত হইবে এবং কণ্ঠনালী ছেদিত হইবে। হজরত আবু হোরায়রা (রাজীঃ) যখন হজরত পয়গাম্বর (দঃ) হইতে গৃহীত কতিপয় এলম প্রকাশ করার ব্যাপারে গলাকাটা যাইবে, বলিয়াছেন— তবে অন্য সকলে আর কি বলিতে পারিবে ! ইহা

আল্লাহ্পাকের রহস্য সমূহের অতি গূঢ়তম রহস্য, বিশিষ্টের বিশিষ্ট দাসগণের সহিত এইরূপ রহস্যের আদান-প্রদান হয়, অপর ব্যক্তিগণকে ইহার আশে পাশেও যাইতে অনুমোদন করেন না। হজরত শেষ পয়গাম্বর (দঃ) বিশ্ববাসীদের জন্য রহমত ছিলেন, তিনি পূর্ণ মারেফত ও অসীম ক্ষমতাহেতু উক্ত রহস্যসমূহ হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) ইত্যাদি দিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে ইহা শ্রবণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন জানিয়া এই— গুপ্ত মানিক-মুক্তা সমূহ তাহাদের সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন. (?) আমার মত সম্বলহীন, অক্ষম ব্যক্তি এইরূপ রহস্যের আলোচনা বা আলোচনার চিন্তা মনে উদ্রেক হওয়া হইতেও ভীত ও সশংকিত। নিজে এরূপ খারাপ সশঙ্কিত, অপদার্থ ও মতিছন্ন হইয়া উক্ত উচ্চ রহস্যের সহিত নিজের কোনই— সম্পর্ক প্রাপ্ত হইতেছিনা। এই মাত্র জানি ও বিশ্বাস করি যে, বোজর্গের তরে কিছুই অসম্ভব নহে। হাঁ, আল্লাহ্ তায়ালার এইরূপ হওয়া আবশ্যক এবং তাঁহার অনুকম্পাও এই প্রকারের হওয়াই দরকার। আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ, আমাদের প্রতি যে ইহা এখন হইতে, তাহা নহে। বরং আমাদেরকে এক মুষ্টি মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া যাবতীয় বস্তুর কাইয়্যুম বা দণ্ডায়মানকারী বা রক্ষক করিয়াছেন। বিনা মাধ্যমে তাঁহাকে (হজরত আদম আঃ) যাবতীয় বস্তু নাম-শিক্ষা দিয়াছেন ও স্বীয় সম্মানিত বান্দা ও ফেরেশ্তাগণকে তাঁহার ছাত্র করিয়া দিয়াছেন ও তাঁহারা এতাদৃশ বোজর্গ ও সম্মানী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে ছেজ্দা করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। ইব্লীছ— যাহার উপাধি— 'মোয়াল্লিমুল মালাকুত' (ফেরেশ্তাবৃন্দের শিক্ষক) ছিল এবং এবাদতে যাহার স্থান অতি উচ্চ ছিল যে, তাঁহাকে ছেজ্দা করিতে অস্বীকার করায় ও তাঁহার সম্মান না করায় তদীয় উচ্চ দরবার হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া নিন্দিত ও তিরস্কৃত করিলেন। ঐ একমুষ্টি মৃত্তিকাকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিলেন যে, সে তাঁহার আমানত বা গচ্ছিত বস্তু ধারণ করার শক্তি প্রাপ্ত হইল— যে আমানতকে আছমান জমিন পর্ব্বত ইত্যাদি ধারণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল এবং ভীত হইয়াছিল ; তাঁহাকে আরও এমন শক্তি প্রদান করিলেন

যে, উক্ত শক্তির বলে তিনি নিজে প্রকার সম্ভূত হওয়া সত্ত্বেও আকাশ পাতালের স্রষ্টা যিনি রকম প্রকারবিহীন তাঁহাকে দর্শন করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রাপ্ত হইলেন। অথচ পর্ব্বত অর্থাৎ 'কোহ্-ই-তূর' এতাধিক কঠিন ও দৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও "আল্লাহ্ ছোবহানাহুর এক তাজাল্লীতে বা প্রতিবিম্বে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল"। সেই সর্ব্বশক্তিমান, অনাদি, অনুগ্রহ সম্পন্ন জাত, আর-হামুর-রাহেমীন আমার মত দূরবর্ত্তী ব্যক্তিকে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের দরজায় (মর্ত্তবায়) উপনীত করিতে এবং তাঁহাদের তোফায়লে তাঁহাদের দৌলত—সৌভাগ্যে শরীক করিতে ক্ষমতা রাখেন।

বৃদ্ধার দুয়ারে যদি আসে নৃপবর
তাহাতে হইওনা খাজা ক্রোধে পরবর—

সাবধানতা

আল্লাহ্পাক স্বীয় পবিত্রতার প্রতি সদাসর্ব্বদাই বিদ্যমান আছেন। তিনি নূতনত্ব ও ক্ষয়-ক্ষতির কলঙ্ক হইতে পাক ও নির্ম্মল, তাঁহার মধ্যে পরিবর্ত্তন ও রূপান্তরণের কোনই অবকাশ নাই, সম্মিলিত হওয়া ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারও তথায় পথ নাই— কোন বস্তু তাঁহাতে প্রবেশ করা ও তিনি কাহারও আধার হওয়া সম্ভবপর জানিলে কুফর হইবে এবং তাঁহার সহিত একত্রিত বা অবিকল তিনি হওয়া ধর্মচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা মাত্র। তাঁহার বিশিষ্ট বান্দাগণ যে নৈকট্য ও সম্মিলন লাভ করিয়া থাকেন তাহা দেহ-দেহের নিকটবর্ত্তী, কিংবা আশ্রয়-সাপেক্ষ, আশ্রয়-নিরপেক্ষ বস্তুর সহিত সম্মিলিত হওয়া ইত্যাদি প্রকারের নহে। তথায় যে নৈকট্য আছে তাহা প্রকারবিহীন এবং যে সম্মিলন আছে তাহাও প্রকারবিহীন। প্রকার- সম্ভূত জগত প্রকারবিহীন জগতের তুলনায় ঐরূপ, একবিন্দু পানি প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় যেরূপ— কেননা উহা সম্ভাব্য ও সৃষ্টবস্তু এবং ইহা অবশ্যম্ভাবী। উপরন্তু প্রকার-সম্ভূত জগত কাল ও স্থানের সংকীর্ণতার মধ্যে বর্ত্তমান্ এবং প্রকারবিহীন জগত এই সংকীর্ণতা মুক্ত এবং কাল ও স্থান রহিত। বর্ণনার ও ধারণার প্রান্তর উক্ত জগতে অতি প্রশস্ত। কিন্তু এই জগত অতি

সংকীর্ণ ও তমসাচ্ছন্ন ; উহা বর্ণনা, ইশারা-ইঙ্গিত হইতে উচ্চ। আর্-হামুর্-রাহেমীন— নিছক দয়াল আল্লাহ্পাক স্বীয় দাসগণকে প্রকারবিহীনতার অংশ প্রদান করিয়াছেন এবং প্রকারবিহীন জগতে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করাইয়া তথাকার প্রকারবিহীন কার্য্যকলাপের সহিত সৌভাগ্যবান করিয়াছেন। যদি কেহ উক্ত প্রকারবিহীন বস্তুকে প্রকার-সম্ভূত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করে, তবে তাহা ইহা হইতেও অবোধ্য হইবে, যথা— কেহ বালকদিগেকে যদি স্ত্রী সংসর্গের আস্বাদ-শর্করা ইত্যাদির আস্বাদ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করে। এই হেতু অবোধ্য হইবে যে, এই উভয় আস্বাদ ইহ জগতের আস্বাদ কিন্তু উহা (প্রকারবিহীন ও প্রকার সম্ভূত বস্তু) বিভিন্ন ও বিপরীত জগতের বস্তু। অগত্যাপক্ষে কেহ যদি প্রকারবিহীনকে প্রকার সম্ভূত রূপে বর্ণনা করে এবং প্রকারবিহীনের নিয়মাবলী— ইহার প্রতি পরিচালিত করে, তবে— সে বিতাড়িত ও লাঞ্ছিত হইবে ও ধর্ম্মভ্রষ্ট বা বেদীন হওয়ার দোষে—দোষী হইবে। অতএব, উক্ত রহস্য সমূহ বর্ণনা হিসাবে অতি সূক্ষ্ম ও গুপ্ত কিন্তু অর্জ্জন হিসাবে নহে, কেননা উক্ত রহস্যে উপনীত হওয়াই ঈমানের পূর্ণতা এবং তাহা অর্থাৎ উক্ত প্রকারবিহীন বস্তু প্রকার-সম্ভূত হিসাবে বর্ণনা করা নিছক— কুফর ও বেদীনি। "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পরিচয় প্রাপ্ত হইল, তাহার রসনা স্তব্ধ হইয়া গেল"। বাক্যটি এই স্থলে কার্য্যকরী করা উচিত।

"হে আমাদের প্রভু, আমাদের জন্য 'নূর' পূর্ণ করিয়া দাও এবং তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর, তুমি সর্ব্বশক্তিমান"। অগ্র-পশ্চাতে আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা এবং রছুল (দঃ)-এর প্রতি সদা-সর্ব্বদা দরূদ বর্ষিত হইতে থাকুক।

৯৬ মকতুব

ফকীর হাশেম কাশ্মীরির নিকট হজরত (ছঃ)-এর 'আহ্মাদ' ও 'মোহাম্মাদ' নাম দ্বায়ের রহস্যের বিষয়ে লিখিতেছেন।

আমাদের পয়গম্বর (দঃ) দুই নামে অভিহিত। তাঁহার পবিত্র এই দুই নাম কোরআন পাকে বর্ণিত ও লিখিত আছে। আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন— "মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্" অর্থাৎ মোহাম্মাদ (দঃ) আল্লাহ্র রছুল এবং ঈসা

(আঃ) এর সু-সংবাদ প্রদানস্থলে ফরমাইয়াছেন— তাঁহার নাম 'আহ্‌মদ'। এই উভয় নামের বেলায়েত বা নৈকট্য পৃথক। 'বেলায়েতে মোহাম্মাদী' যদিও মাহবুবিয়াত- এর মাকাম হইতে উদ্ভূত, তথাপি তথায় নিছক প্রিয়ত্ব বর্তমান নাই ; প্রেমিকত্বের সংমিশ্রণ আছে। অবশ্য মূলতঃ উক্ত মিশ্রণ যদিও বর্তমান নাই, কিন্তু মাহবুবিয়াতে ছেরফ্ বা নিছক প্রিয়ত্বের মাকামের প্রতিবন্ধক। বেলায়েতে আহ্‌মাদী বা তাঁহার আহ্‌মাদ নামের নৈকট্য নিছক মাহ্‌বুয়িাত, যাহার মধ্যে— মোহেব্বিয়াত বা প্রেমিকত্বের লেশ নাই, তাহা হইতে উৎপন্ন— এই বেলায়েত ; পূর্ব্বের বেলায়েত (বেলায়েতে মোহাম্মাদী) হইতে উদ্দিষ্ট জনের এক মঞ্জিল নিকটবর্ত্তী এবং প্রেমিকের নিকট ইহা অতি পছন্দনীয় ও আহ্লাদপ্রদ। কেননা মাহবুব বা প্রিয়ব্যক্তি প্রিয়ত্বের মধ্যে যতই অধিক পূর্ণ হয়, তাহার মধ্যে ততই অধিক বেপরওয়ায়ী ও অপেক্ষাশূন্যতা হইয়া থাকে এবং প্রেমিকের দৃষ্টিতে ততই সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয় ও প্রেমিককে ততই নিজের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারে এবং বিহ্বল ও উন্মাদ করিয়া থাকে।

নহে শুধু কান্তি তার, বিপদ আমার
অপেক্ষা-রাহিত্যি— তদ কঠিন ব্যপার।

এই বিপদের অর্থ প্রেমের অতিরিক্ততা যাহা প্রেমিকগণ আকাঙ্খা করিয়া থাকেন। ছোব্‌হানাল্লাহ্ ! 'আহ্‌মাদ' একটি বিস্ময়কর উচ্চতর নাম, যাহা পবিত্র— আহাদ বাক্য ও শব্দের 'মীম' অক্ষরের বলয় সংমিশ্রণে সংঘটিত ; যাহা আল্লাহ্ পাকের প্রকারবিহীন জগতের গুপ্ত রহস্য সমূহের এক রহস্য ও 'মীম' বর্ণ ব্যতীত প্রকার-সম্ভূত জগতে— উক্ত রহস্যের অন্যভাবে বর্ণনা করার কোনই অবকাশ ও পথ নাই। যদি পথ থাকিত— তবে আল্লাহ্‌পাক নিশ্চয়ই তাহা বয়ান করিতেন। আল্লাহ্‌পাক আহাদ অর্থাৎ তিনি এক, একই আছেন, তিনি সমকক্ষ-রহিত। মীম অক্ষরের বলয় যেন দাসত্বের বেড়ী ও বন্ধন তুল্য ; যদ্বারা দাস প্রভু হইতে পৃথক হইয়াছে। অতএব উক্ত মীম-এর বলয়ই যেন দাস। তৎসঙ্গে আহাদ শব্দ উক্ত দাসের সম্মান ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাঁহার পবিত্র নাম— এরূপ মহান,
নামধারী কি প্রকার— কর অনুমান !

(নামের মহত্ত্ব জানি
নামধারী লও চিনি
শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি তিনি
মোহাম্মদ-ইয়া রছুলুল্লাহ্ ।)

সহস্র বৎসর পর উক্ত বেলায়েতের কার্য্যকলাপ এই বেলায়েতে উপনীত হইল, এবং বেলায়েতে মোহাম্মাদী— বেলায়েতে আহ্মাদী— হইয়া গেল। কেননা বৃহৎ-বৃহৎ কার্য্যের মধ্যে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হওয়ার একটি তাছীর বা ক্রিয়া আছে ; অর্থাৎ সহস্র বৎসর পর বৃহৎ কার্য্যাবলীর মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটে। অতএব, দাসত্বের দুই বলয় অর্থাৎ দুই মীম-এর বলয় এক বলয়ে উপনীত হইল এবং প্রথম বলয়ের স্থলে তাহার প্রতিপালক (আল্লাহ্)-এর নিদর্শন আলিফ বর্ণ সংযোজিত হইল অর্থাৎ মোহাম্মাদ নাম— আহ্মাদ নামে পরিণত হইল (দঃ)। ইহার বিশদ বর্ণনা এই যে, দাসত্বের দুই বলয় অর্থাৎ দুই মীম যাহা পবিত্র নাম মোহাম্মাদ (ছঃ)-এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা হয়তো তাঁহার দুই তায়াইয়্যুন বা ব্যক্তিত্বের প্রতি নির্দেশ দিতেছে ; একটি 'তায়াইয়্যুনে জছদী' বা দৈহিক ও মানসিক ব্যক্তিত্ব, দ্বিতীয়টি তায়াইয়্যুনে রূহী— মালাকী বা আত্মীক ও পারলৌকিক ব্যক্তিত্ব। দৈহিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে যদিও মৃত্যু দ্বারা ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল ও তাঁহার আত্মীক ও পারলৌকিক ব্যক্তিত্ব শক্তিশালী হইয়াছিল, কিন্তু উহার চিহ্ন কিছু অবশিষ্ট ছিল। সহস্র বৎসর আবশ্যক যাহাতে উহার উক্ত চিহ্ন মিটিয়া যায় ও কোন নিদর্শন বা নিশানা না থাকে। অতএব, যখন সহস্র বৎসর শেষ হইয়া গেল এবং উহার কোন চিহ্ন থাকিল না, ও দাসত্বের দুই বেড়ীর এক বেড়ী ছিন্ন হইয়া গেল, তখন পূর্ণ ফানা বা লয় প্রাপ্তি লাভ হইল এবং আল্লাহ্ উপাস্য হওয়ার 'আলিফ' অক্ষর যাহা উহার বাকা বা স্থায়ীত্ব প্রাপ্তি হিসাবেও বলা যায়, তাহা উক্ত মীমের স্থলে অবতীর্ণ ও উপবিষ্ট হইল। তখন মোহাম্মাদ নাম আহ্মাদ নামে পরিণত হইল এবং বেলায়েতে মোহাম্মাদী বেলায়েতে আহ্মাদীতে পরিবর্ত্তীত হইল। সুতরাং মোহাম্মদ নাম পাকের অর্থ দুই তায়াইয়্যুন বা ব্যক্তিত্ব এবং আহ্মাদ নাম পাক শুধুমাত্র এক তায়াইয়্যুনের প্রতি

নির্দেশক। এই পবিত্র নাম 'আহ্‌মাদ' বিশ্ব-জগত হইতে দূরবর্ত্তী এবং আল্লাহ্ পাকের নিছক পবিত্র জাতের অতি নিকটবর্ত্তী।

প্রশ্নঃ- ছূফীগণ যে 'ফানা'-'বাকা' বলিয়া থাকেন এবং যাহার প্রতি বেলয়েত বা অলীত্ব নির্ভরশীল তাহা কি অর্থে ? এবং এই ফানা-বাকা যাহা তায়াইয়্যুনে মোহাম্মদীর মধ্যে বলা হইল তাহা কি অর্থে।

উত্তরঃ- বেলায়েত যে 'ফানা'-'বাকার' প্রতি নির্ভরশীল, তাহা দর্শন হিসাবে ফানা-বাকা। তথায় দর্শন হিসাবে অপসারিত হইয়া থাকে মাত্র এবং দর্শন হিসাবে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, তথায় মানবীয় গুণাবলীর গুপ্ততা সাধিত হয়, অপসরণ হয় না। কিন্তু এই বেলায়েতে মোহাম্মদীর ফানা তদ্রূপ নহে। এ স্থলে মানবীয় গুণাবলীর অস্তিত্ব অপসারিত হইয়া যায় এবং দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উহা আত্মার মধ্যে অবস্থান করে এবং বাকা বা স্থায়িত্ব লাভের দিকে, যদিও বান্দা আল্লাহ্ হইয়া যায় না এবং দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি পায় না ; কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাতের অত্যধিক নিকটবর্ত্তী হয় এবং অত্যধিক সঙ্গতা সৃষ্টি করে ও নিজ হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া মানবীয় গুণাবলী তাহা হইতে অধিক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

জানা আবশ্যক যে, এই মোহাম্মদী উন্নতি— যাহাতে মানবীয় গুণাবলী নিবারিত হয়, যদিও তাঁহার কারবার অতি উচ্চে লইয়া গিয়াছে এবং অপরের কোলাহল হইতে মুক্ত করিয়াছে ; কিন্তু তাঁহার উম্মতগণের অবস্থা অতি শোচনীয় করিয়া দিয়াছে। মানবত্ব হিসাবে তাঁহার হেদায়েতের যে 'নূর' ছিল তাহার সম্পর্ক স্বল্পতা ঘটিয়াছে এবং এই দূরবর্ত্তীগণের অবস্থার প্রতি যে লক্ষ্য ছিল তাহা হ্রাস পাইয়াছে। তিনি পূর্ণরূপে স্বীয় বাস্তব কেব্‌লা অর্থাৎ— আল্লাহ্‌পাকের প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। ঐ সকল প্রজার প্রতি আক্ষেপ যাহাদের বাদশাহ স্বীয় প্রিয়জন লইয়া লিপ্ত থাকে এবং তাহাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে। এই হেতু সহস্র বৎসরের পর বেদআত এবং কুফরের তমসা প্রবল হইয়া গিয়াছে এবং ইছলাম ও ছুন্নতের নূর হ্রাস পাইয়াছে।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি সর্ব্বশক্তিমান।

৯৭ মকতুব

ছূফী কোরবান জদীদ-এর নিকট লিখিতেছেন।

ছূফীগণ বিশ্ব-জগতকে যে ধারণাকৃত জগত বলিয়াছেন— তাহা এই অর্থে নহে যে, বিশ্ব-জগত— নিছক ধারণা ও চিন্তা দ্বারা সৃষ্ট ; ইহা নির্ব্বোধ দার্শনিকগণের মত। বরং উহার অর্থ এই যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণার স্তরে আল্লাহ্‌পাক সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমতাবলে উক্ত স্তরে স্থায়িত্ব ও বিদ্যমানতা লাভ করিয়াছে। উহার মধ্যে যে সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা অর্থাৎ উৎকর্ষ ও ভাল গুণ আছে, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার অজুদ বা অস্তিত্বের মর্ত্তবা হইতে ধারকৃত ; এবং উক্ত স্তরের পবিত্র পূর্ণতা সমূহের প্রতিবিম্বের কোন এক প্রতিবিম্ব। পক্ষান্তরে উহার মধ্যে যে সকল ত্রুটি ও অপকর্ষ আছে, তাহা 'আদম' বা নাস্তি হইতে ধারকৃত ও গৃহীত এবং নাস্তির মধ্যে যে সকল অপকর্ষ ও ত্রুটি নিহিত আছে, তাহার প্রতিবিম্বগুলির কোন এক প্রতিচ্ছায়া, যেহেতু নাস্তি যাবতীয় অপকর্ষের মূল ও উৎপত্তিস্থান।

যোগ্যতা-বিশিষ্ট সাধক যখন আল্লাহ্‌পাকের প্রতিপালন কর্ত্তৃক এই আমানত সমূহ পূর্ণরূপে স্বীয় মালিককে সমর্পণ করে অর্থাৎ যে উৎকর্ষ ও পূর্ণতাসমূহ তাহার ছিল, তাহা তাঁহাকে— (আল্লাহ্‌পাককে) সমর্পণ করে এবং অপরদিকে অপকর্ষ সমূহকেও তাহার মালিককে (আদমকে) প্রদান করে, তখন সে ফানা বা লয় প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করে ; যেন উহার কোন নাম গন্ধও থাকে না। তাহার মধ্যে উৎকর্ষেরও কোন চিহ্ন থাকে না এবং অপকর্ষেরও কোন নিদর্শন ও অনিষ্ট বর্ত্তমান থাকে না। কেননা উহার মধ্যে ভাল-মন্দ ও উৎকর্ষ-অপকর্ষ যাহা ছিল সবই অন্যের নিকট হইতে গৃহীত ও ধারকৃত ছিল ; অর্থাৎ অস্তিত্ব ও নাস্তি হইতে সমাগত ছিল। সে যেন স্বীয় পিতার গৃহ হইতে কিছুই লইয়া আসে নাই। যে সকল হোনর (সৎগুণ) তাহার মধ্যে ছিল, তাহা আমানত হিসাবে ছিল মাত্র। যখন সে আমানত সমূহকে তাহাদের মালিকের নিকট ফিরাইয়া দেয়, তখন সে 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাদির ঝামেলা হইতে মুক্ত হয় ও লয় প্রাপ্তি বা ফানা প্রাপ্ত হয়।

৯৮ মকতুব

হাজী আবদুল লতীফ খাওয়ারজেমীর নিকট লিখিতেছেন।

শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা এবং রূপ-লাবণ্য, সৌন্দর্য্য— যে স্থলেই থাকুক না কেন, তাহা আল্লাহ্পাকের অস্তিত্বগুণের নিদর্শন, যাহা নিছক উৎকর্ষ এবং যাহা অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বধারী আল্লাহ্পাকের জন্য বিশিষ্ট। সম্ভাব্য ও সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্ব যেরূপ আল্লাহ্পাক হইতে প্রতিবিম্ব হিসাবে গৃহীত, তদ্রূপ উহার সৌন্দর্য্য ও কান্তিসমূহও সেই পবিত্র স্তর হইতে প্রতিবিম্বিত। সৃষ্ট পদার্থের নিজস্ব বস্তু নাস্তি; এইহেতু তাহার যাহা আছে তাহা নিছক অপকর্ষ এবং অপকৃষ্টতা ও বিনষ্টি কিন্তু এই সৌন্দর্য্য সমূহ যাহা সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, যদিও ইহারা অস্তিত্ব হইতে সমাগত, তথাপি যখন নাস্তির দর্পণে প্রকাশ পাইয়াছে, তখন দর্পণের তাছীর বা ক্রিয়া হিসাবে, উহার অপকর্ষের কিছু অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ত্রুটি-সম্পন্ন হইয়াছে। সৃষ্টবস্তুর অপকৃষ্টতা যখন তাহার নিজস্ব, তখন এই পার্থিব সৌন্দর্য্য হইতে সে যাহা আস্বাদ প্রাপ্ত হয়, তাহা নিছক সৌন্দর্য্য, যাহা এই পার্থিব সৌন্দর্য্যের মূল— তাহা হইতে উক্তরূপ লজ্জত ও আস্বাদ প্রাপ্ত হয় না। কেননা উহার (নিছক সৌন্দর্য্যের) তুলনায় ইহার (পার্থিব সৌন্দর্য্যের) সহিত তাহার সম্পর্ক অধিক। মেথর বিষ্ঠার গন্ধের সহিত যেরূপ সম্পর্ক রাখে, সুগন্ধ দ্রব্যের গন্ধের সহিত তদ্রূপ রাখে না। কিংবদন্তি মশহুর আছে যে, আতরের দোকানের সম্মুখ দিয়া জনৈক মেথর যাইতেছিল, আতরের তেজগন্ধ পাইয়া সে বিরক্ত হইল এবং অজ্ঞান হইয়া পড়িল। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ পথে যাইতেছিলেন, তিনি ঘটনা অবগত হইয়া বলিলেন যে, তাহার নাসিকার নিকট কিছু বিষ্ঠা আনিয়া রাখ যাহার দুর্গন্ধ উহার মনঃপুত হইবে এবং সে সংজ্ঞা লাভ করিবে। অবশেষে তদ্রূপ করায় মেথরটি সংজ্ঞা লাভ করিল।

৯৯ মকতুব

জনাব ছৈয়দ মীর মো'মীন বল্খীর নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত দাসগণের প্রতি

ছালাম। "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা করিল না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের কৃতজ্ঞতা করিল না" (হাদীছ)। মা ওয়ারাউন্ নহর অর্থাৎ তুরাণ দেশীয় আলেম-গণের 'হক্ক' বা দাবী আমরা পরবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তীগণের প্রতি, বরং ভারতবর্ষের সমূহ মোছলমানগণের প্রতি এতো অধিক আছে যে, তাহা বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করা যায় না। আহ্লে ছুন্নত জামাতের সত্য মতানুযায়ী স্বীয় আকিদা বিশ্বাস দোরস্ত করা— ইহাদের বিশদ বর্ণনা হইতে আমরা লাভ করিয়াছি। হানাফী মাজহাবের আলেমগণের নির্দ্দেশানুযায়ী আমল করা আমরা ইঁহাদের সূক্ষ্ম গবেষণা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ছূফীগণের তরীকা বা পথ আমরা এতদ্দেশে তাঁহাদের সেই দেশের বরকতে লাভ করিয়াছি। জয্বা-ছুলুক (আকর্ষণ ও ভ্রমণ) এবং ফানা, বাকা ও ছয়ের এলাল্লাহ্, ছয়ের ফিল্লাহ, যাহা বিশিষ্ট বেলায়েতের প্রতি নির্ভরশীল তাহা উক্ত বোজর্গগণের ফয়েজ বরকতে পাইয়াছি।

ফলকথা, আমাদের বাহ্যিক দেহ বলিলেও তাহাদের দ্বারা দোরস্ত হইয়াছে এবং অন্তর্জ্জগত হইলেও তথা হইতে উদ্ধার প্রাপ্তি হাছিল করিয়াছে।

বসন্তের বর্ষা, ওহে— কি দিয়া, কানন—
ভবদীয় কৃতজ্ঞতা করিবে পালন।
তাহাতে আছে হে, যাহা সৌন্দর্য্য বাহার
কন্টক ও পুষ্প সবে পালিত তোমার।

আল্লাহ্পাক হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অছিলায় উক্ত নগর ও নগরবাসীগণকে যেন সকল বিপদ-আপদ হইতে সুরক্ষিত রাখেন। ইহা সত্ত্বেও যে বন্ধুগণ সেই উচ্চ নগরী (তুরাণ) হইতে এই নিকৃষ্ট— শহরে (ভারতবর্ষে) আগমন করিতেছেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে, মেহেরবান জনাব এ ফকীরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ আপনি এ ফকীরের প্রতি সদ্বিশ্বাস রাখেন এবং এ ফকীর যে সকল এল্ম মারেফত লিপিবদ্ধ করিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া পছন্দ করিয়াছেন— বোজর্গগণ হইতে এই প্রকারের সু-সংবাদ আমাকে আশাধারী করিয়াছে এবং আরও কতিপয় জওক, শওকের বা আকাঙ্ক্ষা ও লালসার বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে নির্ভীকতা প্রদান করিয়াছে। ইতিমধ্যে বরং সদ্য শায়েখ আবুল মাকারেম ছূফী আগমন করতঃ আপনার অনুগ্রহের বিষয় বর্ণনা করিল। অতএব,

আপনার অনুগ্রহের প্রতি নির্ভর করিয়া কয়েক ছত্র লিখিয়া কষ্ট দিতে বাধ্য হইলাম এবং আপনাকে নিজের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলাম। ভ্রাতঃ মোহাম্মদ হাশেম কাশ্মীরি এ ফকীরের মুসাবিদা সমূহের নকল (প্রতিলিপি) উক্ত ছূফী ছাহেবের দ্বারা যখন পাঠাইয়াছেন, তখন আমি উহাকেই যথেষ্ট মনে করিয়া, এ নক্শাবন্দী ছূফীগণের কথা এই পত্রে আর লিখিলাম না।

আপনার অনুগ্রহ হেতু আশা রাখি যে, দোয়া কবুল হওয়ার সময় এ ফকীরের জন্য খাতেমা বিল খায়ের হওয়ার দোওয়া করিতে ভুলিবেন না।

হে আমাদের প্রতিপালক— তোমার নিকট হইতে আমাদের প্রতি রহমত নাজেল কর এবং আমাদের কার্য্যসমূহ সরল করিয়া দাও।

জনাব ছৈয়দ মীরক শাহ্ এবং মাওলানা হাছান ও কাজী তোলক ইহাদের বরকত যেন আল্লাহ্তায়ালা সর্ব্বদা বর্ত্তমান রাখেন ; ইঁহাদের নিকট আমার ফকীরানা দোওয়া পৌঁছাইবেন। মখদুমজাদা-গণের নিকটেও এ ফকীরের সন্তানগণ দোওয়া প্রার্থনা করিতেছে।

১০০ মকতুব

শায়েখ নূরুল হকের নিকট হজরত ইউছূফ (আঃ)-এর প্রতি ইয়াকুব (আঃ)-এর আকৃষ্ট হওয়ার রহস্যের বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার আকর— ভ্রাতঃ শায়েখ নূরুল হক। হজরত ইয়াকুব (আঃ) ইউছূফ (আঃ)-এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার রহস্য আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ ফকীরও বহুদিন পর্য্যন্ত ইহার বিকাশ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। যখন আপনার আকাঙ্ক্ষা এই আকাঙ্ক্ষাকে বর্দ্ধিত করিল, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তদ্দিকে পূর্ণ লক্ষ্য করিলাম ও এই রহস্য প্রকাশ হওয়ার প্রতি মনোযোগী হইলাম।

প্রথমতঃ প্রকাশ পাইল যে, হজরত ইউছুফ (আঃ)-এর সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ইহজগতের সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যের প্রকারের নহে। আরও প্রকাশ পাইল যে, তাঁহার সৌন্দর্য্য বেহেশ্‌তীগণের সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। আরও প্রদর্শিত হইল যে, তিনি ইহ-জগতবাসী— হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার রূপ-সৌন্দর্য্য বেহেশ্‌তের হুর-গেল্‌মানের রূপ-সৌন্দর্য্যের— ধরণের। তৎপর আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহে যাহা বিস্তৃতভাবে বর্ষিত হইল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলাম। হে আল্লাহ্ তুমি পবিত্র, তুমি যাহা আমাদিগকে শিখাইয়াছ, তাহা ব্যতীত আমরা আর কিছুই জানি না।

দর্পণের পিছে আমি তোতা পাখী যথা,
যা-কহিতে— কহে গুরু, কহি সেই কথা।

প্রশ্ন ঃ— হজরত ইউছুফ (আঃ)-এর প্রতি হজরত ইয়াকুব (আঃ)-এর এত অধিক আকৃষ্ট হওয়ার কারণ কি ? অথচ আল্লাহ্‌পাক তাঁহাকে ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণকে হস্ত ও চক্ষুধারী অর্থাৎ— শক্তিশালী ও জ্ঞানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরও তাঁহাদিগের বিষয়ে বলিয়াছেন যে, "নিশ্চয় আমরা তাঁহাদিগকে এক বিশিষ্ট চরিত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, তাহা পরকালের স্মরণ এবং নিশ্চয় তাঁহারা আমাদের নিকট নির্ব্বাচিত ও শ্রেষ্ঠগণের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সহিত আকৃষ্ট হওয়া বিশিষ্ট জ্ঞানী পয়গাম্বরগণের জন্য কিভাবে সম্ভব ! যাঁহারা নির্ব্বাচিত ও মনোনীত তাঁহারা অন্য সৃষ্ট বস্তুর সহিত এরূপ সম্পর্ক রাখার কারণ কি ? ইহা বলা যায় না যে, এই আকৃষ্টতা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সহিত নহে, যেহেতু যাবতীয় সৃষ্টবস্তু আল্লাহ্‌পাকের রূপ-সৌন্দর্য্যের দর্পণ ব্যতীত কিছুই নহে। যেরূপ ছূফীগণ বলিয়াছেন এবং তাঁহারা এক আল্লাহ্‌কে একাধিক সৃষ্টবস্তুর দর্পণে পরিদর্শন করা জায়েজ রাখিয়াছেন এবং তাঁহারা পরকালের দর্শন ব্যতীতও ইহ-জগতের সৃষ্টবস্তু সমূহের আকৃতির মধ্যে— যাহা তাহার আবির্ভাবস্থল, তথায় পরিদর্শন ও বিকাশ-প্রাপ্তি প্রমাণ করিয়াছেন। যেহেতু এই প্রকারের বিকাশ ও দর্শন— যাহা সাধকগণ একবাদের প্রাবল্য হেতু— এই অস্থায়ী জগতে লাভ করে। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের খাছ উম্মতগণ তাহাকে ঘৃণা করিয়া থাকেন এবং তাহারা উক্তরূপ বিকাশ ও দর্শন হইতে দূরে সরিয়া থাকেন। যখন প্রকৃত ব্যপার এইরূপ, তখন নির্ব্বাচিত

পয়গম্বর (আঃ)-গণের এইরূপ অবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ? বরং এইরূপ হওয়া ধারণা ও চিন্তা করাও তাঁহাদের জন্য অপ্রীতিকর ও বিপদজনক।

ইহার উত্তর এক মুখবন্ধের প্রতি নির্ভরশীল। তাহা এই যে, পরকালের সৌন্দর্য্য, রূপ ও তথাকার লজ্জত— নে'মত সমূহের অনুরূপ নহে। কেননা উক্ত সৌন্দর্য্য ও রূপের মধ্যে সবই ভাল ও উৎকর্ষ ; এবং উক্ত লজ্জত ও নে'মত সমূহ সবই আল্লাহতায়ালার পছন্দনীয় ও মকবুল (গৃহীত) এবং এই জগতের সৌন্দর্য্য ও রূপ সবই অপকর্ষ ও ক্ষতিকর অর্থাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত ; তদ্রূপ এ স্থলের লজ্জত ও নে'মত সমূহ আল্লাহ্পাকের অপছন্দনীয় ও অমনঃপূত। এইহেতু পরবর্ত্তী জগত আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জগত এবং ইহ জগত— তাঁহার অসন্তুষ্টির ও ক্রোধের জগত হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ— রূপ সৌন্দর্য্য যাহা সৃষ্টবস্তুর মধ্যে আছে, তাহা যখন আল্লাহ্ পাকের অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবা হইতে গৃহীত ও ধারকৃত এবং সৃষ্টবস্তু উক্ত স্তরের আবির্ভাবস্থল ও দর্পণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে ; কেননা ইহার নিজস্ব কিছুই নাই, যাহা কিছু আছে তাহা সেই অবশ্যম্ভাবী জাত হইতে সমাগত। তাহা হইলে এই দুই স্থানের মধ্যে তারতম্য কোথা হইতে আসিল এবং ইহাদের একটি আল্লাহ্ পাকের পছন্দনীয় ও অপরটি অপছন্দনীয় কেন হইল ?

উত্তরঃ— ইহার উত্তর কতিপয় ভূমিকার প্রতি নির্ভর করে। প্রথম ভূমিকা বিশ্ব-জগত সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্পাকের এছ্‌ম ছেফাত সমূহের আবির্ভাবস্থল ও এছ্‌ম ছেফাত পূর্ণতা সমূহের দর্পণতুল্য।

দ্বিতীয় ভূমিকা— আল্লাহ্পাকের ছেফাত সমূহ যদিও অবশ্যম্ভাবী বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত ; তথাপি তাহাতে তাহাদের দণ্ডায়মানতা ও অস্তিত্বের জন্য তাহারা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে ; অতএব তথায় সম্ভাব্যের গন্ধ আছে এবং স্বয়ং অবশ্যম্ভাবী হওয়া তাহাদের ভাগ্যে অকাট্য নহে (সঠিক নহে)। যেহেতু তাহাদের অবশ্যম্ভাবী হওয়া তাহাদের নিজ হইতে নহে ; বরং আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত হইতে। ইহাদিগকে যদিও জাত হইতে ভিন্ন বা অপর বলা যায় না, কিন্তু অপর না হইয়াও উপায় নাই। কেননা

ইহাদের মধ্যে দ্বিত্ব বর্ত্তমান আছে, “এবং দুইবস্তু পৃথক”। ইহা দার্শনিকগণের নির্দ্ধারিত ও প্রচলিত বাক্য, তথাপি ইহাদের বিষয় সম্ভাব্য বাক্য ব্যবহার করা যাইবে না, যেহেতু তাহা নূতনত্ব জ্ঞাপক এবং তাহাদের নিকট— প্রত্যেক সম্ভাব্য বস্তু আদি সম্ভূত। তদ্রূপ অন্যের সাহায্যে অবশ্যম্ভাবী হওয়াও বলা তদস্থলে জায়েজ নহে ; যেহেতু তাহাতে আল্লাহ্পাকের পবিত্র জাত হইতে তাহাদের পৃথক হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তৃতীয় ভূমিকা এই যে, যে-স্থলে সম্ভাব্যের গন্ধ আছে সে স্থলে নাস্তির কিছু না কিছু অবকাশ আছে, যদিও তথায় নাস্তি হাছিল হওয়া (অর্থাৎ উহা বিলীন হওয়া) অসম্ভব ; কিন্তু উহা সেই বস্তুর নিজস্ব হিসাবে অসম্ভব নহে, উহা অন্যের সাহায্যে সৃষ্টি হয়।

চতুর্থ ভূমিকা— অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্পাকের এছ্ম ছেফাত সমূহের অস্তিত্বের দিকে যেরূপ সৌন্দর্য্য ও রূপ আছে, তাহার নাস্তির সম্ভাবনার দিকেও তদ্রূপ সৌন্দর্য্য ও রূপ আছে। কিন্তু উহা অনুভূতি ও ধারণার স্তরে বর্ত্তমান ; যেহেতু ধারণা নাস্তির অনুকূল, অবশ্য উহা প্রতিবেশী ও সংসর্গ হইতে ধারকৃত। কেননা নাস্তির মধ্যে বিনষ্টি ও অপকর্ষ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। অস্তিত্বই ঐ বস্তু “যাহার আপাদ মস্তক সম্পূর্ণই উৎকর্ষ ও পূর্ণতা এবং সৌন্দর্য্য ও রূপ লাবণ্য”। জানা আবশ্যক যে, নাস্তির মধ্যে— যে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয়— তাহা ঐরূপ তিক্ত মাকাল ফলকে শর্করা মণ্ডিত করিলে— যে রূপ হয়।

পঞ্চম ভূমিকা— আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে আত্মীক বিকাশ দ্বারা আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, ইহ-জগতে সম্ভাব্য ও সৃষ্টবস্তুর নাস্তির দিকটিকে আল্লাহ্পাক পূর্ণ ক্ষমতাবলে প্রতিপালিত করিয়া অনুভূতি ও ধারণার স্তরে স্বীয় পূর্ণ দক্ষতার সহিত স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা প্রদান করিয়াছেন এবং নাস্তির সম্ভাবনার দিকে (অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের 'ছেফাত সমূহের' যে দিকে নাস্তির সম্ভাবনা আছে) ছেফাত সমূহের সৌন্দর্য্য ও রূপ লাবণ্য যাহা প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহাকে উহার আবির্ভাবস্থল করিয়াছেন। আরও প্রকাশ পাইল যে, পরকালে সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্বের দিক প্রবল ও উন্নত করিয়া ছেফাত সমূহের ঐরূপ লাবণ্যের

আবির্ভাবস্থল করিলেন, যাহা তাহাদের অস্তিত্বের দিকে বর্ত্তমান আছে। যখন এই ভূমিকা পঞ্চক জানা গেল, তখন ইহ-জগত ও পরবর্ত্তী জগতের সৌন্দর্য্য ও রূপ লাবণ্যের পার্থক্য প্রকাশ হইয়া গেল এবং উভয়ের ভালমন্দও বিশদভাবে জানা গেল। আবার আল্লাহ্পাকের পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় হওয়ার পার্থক্য ও কারণ বুঝা গেল। এই বর্ণনা সমূহ দ্বারা এই প্রশ্নেরও উত্তর হইল এবং ভূমিকাগুলিরও বিশদ বর্ণনা হইল ; যাহা প্রথম প্রশ্নের উত্তরের প্রতি নির্ভরশীল ছিল ; বিচক্ষণ, চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য ইহা অবিদিত নহে। যখন এই ভূমিকাসমূহ জানা গেল তখন প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি যে, আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে প্রকাশ্য কাশফ্ দ্বারা আমি জানিতে পারিলাম যে, হজরত ইউছুফ (আঃ)-এর পবিত্র দেহ যদিও ইহজগতে সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি পার্থিব অন্য পদার্থের বিপরীত ; তাহা পারলৌকিক দেহ ছিল। তাঁহার অস্তিত্বের দিক বা পক্ষ প্রবল করতঃ আল্লাহ্ পাকের এছ্ম ছেফাত সমূহের মধ্যে যে, সৌন্দর্য্য ও রূপ ছিল, তাহা তাঁহার আবির্ভাব স্থল করিয়াছেন এবং আদম বা শূন্যের সংমিশ্রণ, যাহা তাহার নফ্ছ বা তাহার মূলবস্তুর সহিত ছিল। তাহা নিবারিত করিয়া শূন্যের ব্যাধি যাহা যাবতীয় ক্ষতির মূল তাহা হইতে তাহাকে এবং তাহার মূলবস্তুকে পবিত্র করিয়াছেন এবং অস্তিত্বের নূরের দিক যাহা— বেহেশ্তবাসীগণের অংশ তাহার প্রাবল্য ব্যতীত তাঁহার মধ্যে অন্য কিছু রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহার সৌন্দর্য্য ও রূপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া— বেহেশ্তবাসীগণের সৌন্দর্য্যের আকৃষ্টতার ন্যায় প্রশংসনীয় এবং ইহা কামেল ব্যক্তিগণের অংশ। প্রেমিক যতই পূর্ণতর হইবে, ততই উক্ত জগতের সৌন্দর্য্যের অধিক আকৃষ্ট হইবে এবং আল্লাহ্পাকের পছন্দনীয় বস্তুর মধ্যে অধিক অগ্রসর হইবে। যেহেতু উক্ত জগতের আকৃষ্টতা উহার মালিকের প্রতি আকৃষ্টতা। কেননা উহা আল্লাহ্পাকের কৌশলের চিত্র ব্যতীত অন্য কিছুই নহে এবং মহত্ত্বের চাদরের পর্দা ব্যতীত নহে। "আল্লাহ্পাক দারুচ্ছালাম বা বেহেশ্তের দিকে আহবান করিতেছেন"— কোরআনের অকাট্য বাণী। "আল্লাহ্ পাক পরকালকে পছন্দ করেন" (কোরআন), এ কথার প্রকাশ্য দলীল। যাহারা পার্থিব আকৃষ্টতার মত পরকালের আকৃষ্টতাকে দোষণীয় মনে করে ও তাহাকে

আল্লাহ্পাক ব্যতীত অন্যের আকৃষ্টতা বলিয়া ভাবে— তাহারা পরকালের তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত নহে। প্রকাশ্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা অদৃশ্যকে দৃশ্যের সহিত তুলনা করিতেছে ; বেচারী রাবেয়া যদি বেহেশ্তের তত্ত্ব যথাযথভাবে জানিত— তবে উহাকে জ্বালাইয়া দিবার চিন্তা করিত না এবং উহার প্রেম ও আকর্ষণকে আল্লাহ্ পাকের আকর্ষণ ব্যতীত অন্য কিছু জানিত না। অন্য এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্পাকের ফরমান, "তোমাদের মধ্যে কেহ দুন্ইয়া কামনা করে এবং কেহ আখেরাত কামনা করে"— ইহাতে উভয় দলের দুর্ণাম করা হইয়াছে। আল্লাহ্পাক উহাকে এনছাফ প্রদান করুক। ইহা কিভাবে হইতে পারে যে, আল্লাহ্পাক বেহেশ্তের দিকে আহবান করিতেছেন অথচ যাহারা তাহা গ্রহণ করিল তাহাদের দুর্ণাম করেন ! যদি বেহেশ্তের প্রতি আকৃষ্টতা নিন্দনীয় হইত অথবা তাহাতে সামান্য দোষত্রুটি থাকিত তাহা হইলে উহা আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টির গৃহ হইত না। গ্রহণ করার চরম স্তরকে সন্তুষ্টি বলা হয়। তাহা হইলে দুন্ইয়ার ন্যায় বেহেশ্তও আল্লাহ্পাকের কোপনীয় স্থান হইত। একমাত্র নাস্তিই— ক্রোধ ও নিন্দার কারণ বটে ; যাহা যাবতীয় অনিষ্ট ও অপকর্ষের মূল এবং ইহাই ইহ-জগতের বিশিষ্ট অংশ। ইহাই তাহার অভিশপ্ত হওয়ার কারণ। যখন নাস্তি হইতে বৈমুখ্য লাভ হয়, তখন নিন্দা ও ক্ষতির কারণ অপসারিত হইয়া যায় ও অসন্তুষ্টি গ্রহণযোগ্য না হওয়া শত্রুর ভাগ্যে হয় ; তাহার মধ্যে সন্তুষ্টি ; গৃহীত হওয়া, অস্তিত্ব এবং নূর ও মিলন, উপনীত হওয়া, শান্তি আহ্লাদ ব্যতীত অন্য কিছুই বর্ত্তমান থাকে না। সত্য সংবাদ দাতা (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে— "ছোব্হানাল্লাহ্, লাইলাহা-ইল্লাল্লাহ, আল্হাম্দুলিল্লাহ ইত্যাদি পঠন কর্ত্তৃক তোমরা বেহেশ্তের মধ্যে বৃক্ষরোপন কর"। অর্থাৎ ছোব্হানাল্লাহ বলিয়া বেহেশ্তের মধ্যে বৃক্ষ রোপন কর। পবিত্রতার অর্থ— যাহা ইহ-জগতে এই বর্ণ ও শব্দগুলির পোষাকে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই পরকালে বৃক্ষের আকার ধারণ করিবে। অতএব, উক্ত বৃক্ষের সহিত আকৃষ্টি এবং তাহা হইতে আস্বাদ প্রাপ্তি যেন অবিকল আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা গুণ হইতে লজ্জত গ্রহণ করা। এইরূপ বেহেশ্তের অন্য সকল বস্তুকে ধারণা করিতে হইবে,

ছূফীগণ একবাদের গূঢ় রহস্য যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ইহ-জগতের সৌন দর্য্য- স্থল সমূহে অবতরণ করতঃ আশেকী (প্রেমিকত্ব) করিয়াছেন এবং তাহার মাধ্যমে দর্শন ও আত্মীক দর্শন প্রমাণ করিয়াছেন ও ইহাদের সৌন্দর্য্যকে আল্লাহ্ পাকের সৌন্দর্য্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ বলিয়াছেন যে, "(হে আল্লাহ্) প্রত্যেক সুমিষ্ট খাদ্যে তোমার আস্বাদ পাইয়াছি"। অপর এক ব্যক্তি বলিয়াছেন—

ভবদীয় রূপ আজ প্রকাশ্য যখন—
পরকালের প্রতিজ্ঞার কি ছিল কারণ।

অন্য এক ব্যক্তি বলিয়াছেন—

পিপাসায়— পাত্রে যবে করে জলপান,
জলেতে দেখিতে পায়— খোদার নিশান।

কিন্তু ইহ-জগতে এইরূপ কথার সত্যতা এ ফকীরের অনুভূতি ও জ্ঞানের বহির্ভূত। যেহেতু ইহ-জগত এই ভঙ্গিমাগুলি সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না ও এই প্রকারের দৌলত গ্রহণ করার যোগ্যতা উহার নাই। যদি যোগ্যতা থাকিত, তবে আল্লাহ্পাকের কোপনীয় হইত না। এবং আমাদের পয়গম্বর (দঃ) বলিতেন না যে, "ইহ-জগত আল্লাহ্তায়ালার অভিশপ্ত বস্তু"। বেহেশ্তই এইরূপ বোজর্গী ও মহত্ত্ব গ্রহণ করার উপযোগী। "প্রত্যেক সুস্বাদু খাদ্যে তোমার আস্বাদ পাইয়াছি"— কথাটি বেহেশ্তের খাদ্যের প্রতি সত্য হয় ; পার্থিব খাদ্যের প্রতি নহে। যেহেতু ইহাতে নাস্তির গরল সংমিশ্রিত আছে ; সেই হেতু ইহা উপভোগ করা পছন্দনীয় নহে। এ ফকীরের নিকট প্রত্যেক ব্যক্তির বেহেশ্ত, আল্লাহ্ পাকের ঐ এছ্‌ম বা নামের বিকাশ যাহা উক্ত ব্যক্তির মাবদায়ে তায়াইয়্যুন বা উৎপত্তিস্থান। উক্ত এছ্‌ম-বৃক্ষ, নহর, হুর, গেল্‌মান, ভৃত্য, খাদেম, প্রাসাদ ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পাইবে। আল্লাহ্পাকের এছ্‌ম সমূহের মধ্যে উচ্চতা ও নিম্নতা হিসাবে যেরূপ তারতম্য আছে এবং সমষ্টিভূত হওয়া না হওয়া অনুযায়ী যে পার্থক্য আছে বেহেশ্তের মধ্যেও তদনুসারে উক্তরূপ পার্থক্য হইবে। যদি এই বিকাশের মাধ্যমে দর্শন ইত্যাদি প্রমাণ করা যায়, তাহা সুন্দর হইবে ও

প্রত্যেক বস্তু স্বীয় উপযুক্ত স্থান মত রাখা হইবে (অর্থাৎ ঠিক হইবে)। কিন্তু স্থান মত না হইলে এরূপ কথা বলা ও দুঃসাহসিকতা করা উচিত নহে। উহা অপাত্রে স্থাপন হইবে। অবশ্য ছূফীগণ প্রেমের প্রাবল্য হেতু আকাঙ্ক্ষার চরমে উত্থিত হইয়া যেথায় উদ্দিষ্ট বস্তুর যৎসামান্য গন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাকেই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন এবং উহাকেই স্বীয় উদ্দিষ্ট জন বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। প্রকৃত উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত যেরূপ আকৃষ্ট হওয়া উচিত, উক্ত বস্তুর সহিত উহারা তদ্রূপ হইয়াছেন এবং তাঁহার দর্শন ও বিকাশ ইত্যাদি প্রমাণ করিয়াছেন। জনৈক বোজর্গ বলিয়াছেন—

তোমার সুগন্ধে আমি পাগলের প্রায়—
পদক্ষেপের শব্দ পেলে তাকাই তথায়।

হাঁ ! এই প্রকারের ব্যবহার ও অস্থিরতা প্রেম ভালবাসার মধ্যে— প্রচলিত আছে, বরং সুন্দর। কিন্তু যদি উহা আল্লাহ্পাকের জন্য হয়, এবং অদ্বিতীয় উদ্দিষ্ট বস্তুর সাক্ষাত লাভের আশায় হয়, তবে তাহাদের ভুল-ভ্রান্তিও সত্যতুল্য হয় ; তাহাদের মত্ততাও সংজ্ঞা স্বরূপ হইয়া থাকে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, বেলালের 'ছিন' আল্লাহ্তায়ালার নিকট 'শিন' তুল্য।

তোমার আশ্হাদো পরে পরিহাস করে,
আছ্হাদো কহে যবে— বেলাল উচ্চ-স্বরে।

জানা আবশ্যক যে, এ ফকীরের কাশ্ফ বা আত্মীক বিকাশ এই যে— বেহেশ্তের মধ্যে প্রত্যেক বেহেশ্বাসী আল্লাহ্পাকের উক্ত এছ্ম— যাহা তাহার ব্যক্তিত্বের উৎপত্তিস্থল তদনুযায়ী তাঁহার দর্শন লাভ করিবে। অর্থাৎ যে এছ্ম বৃক্ষ, নহর, হুর, গেল্মান ইত্যাদিরূপে বেহেশ্তে প্রকাশ পাইতে থাকিবে ; সেই এছ্মের ক্রমানুযায়ী দর্শন প্রাপ্ত হইবে। ইহার অর্থ এই যে, বৃক্ষ, নহর ইত্যাদি যাহা উক্ত পবিত্র এছ্মের আবির্ভাব ছিল, তাহারা কখনও উপনেত্র বা চশ্মাতুল্য হইয়া আল্লাহ্তায়ালার প্রকারবিহীন দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিবে। তৎপর পুনরায় উহারা নিজ নিজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে এবং উক্ত বেহেশ্তবাসীকে নিজেদের সহিত আকৃষ্ট ও মশগুল রাখিবে ; এইরূপ অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিতে

থাকিবে। যেরূপ ইহ-জগতে— তড়িৎবৎ তাজাল্লীয়ে জাতী হয়, যথা— ছুফীগণ বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌পাকের তাজাল্লী বা আবির্ভাব যাহারা উহার উপযোগী তাহাদের জন্য এছ্‌ম-ছেফাত সমূহের ব্যবধানে সদা-সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু কখনও অল্পকালের জন্য— বিদ্যুৎ গতিতে উক্ত এছ্‌ম-ছেফাতের পর্দ্দা উঠিয়া যায় এবং বিনা ব্যবধানে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের আবির্ভাব প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্‌পাকের উক্ত এছ্‌ম, যাহা উহার উৎপত্তিস্থান, যখন তাহার জাতের এ'তেবার, বা অনুমান সমূহের কোন এক এ'তেবার ; তখন প্রত্যেক ব্যক্তির দর্শনের মধ্যেও জাতের উক্ত এ'তেবার বর্ত্তমান থাকিবে ; যাহা উহার 'রব' বা প্রতিপালক। ইহার দ্বারা কেহ যেন অংশতুল্য হওয়ার ধারণা না করে ; কেননা আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাত সম্পূর্ণই উক্ত এ'তেবার বা অনুমান। ইহা নহে যে, পবিত্র জাতের কিছু অংশ এই এ'তেবার এবং অপর অংশ অন্য কোন এ'তেবার ; যেহেতু উহা ক্রটি ও নূতনত্বের চিহ্ন। আল্লাহ্‌পাক ইহা হইতে অতি উচ্চে। ছূফীগণ বলিয়া থাকেন যে, "আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত সম্পূর্ণই এল্‌ম ও সম্পূর্ণই কুদরত এবং সম্পূর্ণই এরাদা"। যদিও প্রত্যেক এ'তেবারেই সম্পূর্ণ জাত ; পরিদর্শিত সেই এক এ'তেবার অন্য সকল এ'তেবার নহে। "তাঁহাকে চক্ষু অনুভব করিতে সক্ষম হয় না"। বাক্যটির রহস্য এ স্থলে অনুধাবন করা দরকার। ইহা বলা যাইবে না যে, এ'তেবারাত সমূহের মধ্যে যখন পার্থক্য নাই এবং প্রত্যেকটি অবিকল জাত, তখন দর্শন যাহার সহিত সম্বন্ধিত হয়, তাহাকে এ'তেবার বলার কি অর্থ হয় ?

তদুত্তরে বলিব যে, এই এ'তেবার সমূহই অবিকল জাত ; বরং ইহাদের প্রত্যেকটি যেন অপরটি— প্রকারসম্ভূত পার্থক্য, যাহারা ইহ-জগতের আকৃষ্ট তাহাদের নিকট যাহা মূল্যবান— ইহাদের মধ্যে তদ্রূপ পার্থক্য নাই। কিন্তু প্রকার- বিহীন হিসাবে পার্থক্য বর্ত্তমান আছে এবং যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ প্রকারসম্ভূত জগত হইতে প্রকারবিহীন জগতে উপনীত হইয়াছেন, তাহারা প্রকারবিহীন হিসাবে সম্মিলিত হওয়া ও পৃথক হওয়া বিশদভাবে অবগত আছেন। তাহারা ইহাকে কর্ণ হইতে চক্ষু যেরূপ পৃথক— তদ্রূপ পৃথক পাইয়া থাকেন। অবশ্য যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির উৎপত্তিস্থান 'এছমে জামে' বা সমষ্টিভূত

নাম, সাম্যতা হিসাবে মর্ত্তবার তারতম্য অনুযায়ী যদিও উহা সংক্ষিপ্তি অনুসারে হয়— সে পবিত্র জাতের যাবতীয় এ'তেবার হইতে অংশ লাভ করিয়া থাকে এবং উক্ত যাবতীয় 'এ'তেবার'-এর সহিত তাহার দৃষ্টি সম্বন্ধিত হয় (অর্থাৎ সে যাবতীয় এ'তেবারকে দেখিতে পায়) কিন্তু সংক্ষিপ্তির সমষ্টিভূতির সংকীর্ণতা যখন তাহার অংশ, তখন উহার সংকীর্ণতা সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে থাকে। সুতরাং বেষ্টন ও অনুভূতি হইতে— সে বঞ্চিত থাকে। আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন যে, 'চক্ষু তাঁহাকে অনুভব করিতে পারিবে না'— এ কথা সত্য। আল্লাহ্পাক হইতে অধিক সত্যবান আর কে আছে !

জানা আবশ্যক যে, "যে-বান্দাকে আল্লাহ্পাক স্বীয় অনুগ্রহে বিশিষ্ট করিয়া লন এবং পূর্ণ-'ফানা' প্রদান করেন ও আদম বা নাস্তির বন্ধন যাহা তাহার তত্ত্বগত হইয়াছিল তাহা হইতে মুক্ত করেন" ; এ পর্য্যন্ত যে, তাহার কোন নাম নিশানাও রাখেন না, এইরূপ ফানার পর উহাকে এমন এক অজুদ বা অস্তিত্ব (দেহ) প্রদান করেন, যাহা পরকালের অস্তিত্বের (দেহের) অনুরূপ এবং উহা সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের প্রাবল্যের দিকের সহিত সম্বন্ধ রাখে ও আল্লাহ্পাকের এছ্‌ম ছেফাত সমূহের অস্তিত্বের দিকের পূর্ণতা সমূহের আবির্ভাবস্থল হয়। ইহা পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে। হজরত ইউছুফ (আঃ) সৃষ্টির প্রথম হইতেই অর্থাৎ জন্ম হইতেই এই সৌভাগ্য (অর্থাৎ— এই দেহ) লাভ করিয়াছিলেন এবং সাধকগণ দ্বিতীয়বার অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় জন্ম দ্বারা ইহা লাভ করিয়া থাকেন। হজরত ইউছুফ (আঃ)-এর যখন উহা জন্মগত ছিল, তখন তাঁহাকে উহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্যও প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সাধকের যখন উহা অর্জ্জন করার পর লাভ হয়, তখন বাতেনী নূর ও আত্মীক সৌন্দর্য্য প্রদানই তাহার জন্য যথেষ্ট করতঃ তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য পরকালের জন্য গচ্ছিত রাখা হয়। এইরূপ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি পয়গম্বর (আঃ)-গণের পর অতি বিরল ও অল্প সংখ্যক। ইঁহারা যদিও নবী নহেন ; কিন্তু নবী (আঃ)-গণের অনুসরণ করিয়া তাহাদের বিশিষ্ট দৌলতে শরীক হইয়া থাকেন। ইঁহারা যদিও পয়গাম্বরগণের মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত, তথাপি— তাঁহাদের একই— দস্তরখানে উপবিষ্ট ; যদিও ইঁহারা খাদেম, তথাপি মালিকের সহিত উপবেশনকারী ও ইঁহারা অনুগামী কিন্তু

মালিকের মোছাহিব ও সহচর এবং রহস্য অবগত। ইঁহাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালা কখনও এরূপ রহস্যের বিকাশ প্রদান করেন, যাহাতে পয়গম্বর (আঃ)-গণ প্রতিযোগীতা করিয়া থাকেন ও ইহার শরীক হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন। যেরূপ হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন— (আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, "যাহারা আমার জালাল ও বোজর্গীর জন্য পরস্পর ভালবাসা রাখে তাহাদের জন্য নূরের মেম্বর স্থাপিত হইবে। যাহা দেখিয়া নবীগণ ও শহীদগণ প্রতিযোগীতা করিবেন" (তিরমিজি)।

অবশ্য এই প্রকারের ব্যাপার আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের অন্তর্ভুক্ত ; সার্ব্বিক শ্রেষ্ঠত্ব পয়গাম্বর (আঃ)-গণের জন্যই বটে। প্রকৃতপক্ষে— ইহাও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ; কেননা ইহা যখন তাঁহাদের অনুসরণ দ্বারা লাভ হয়, তখন ইহা তাঁহাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব। সে যেন তাঁহাদের আমানতদার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। "নিশ্চয় আমাদের— বাক্য আমাদের বান্দা-রছুলগণের জন্য পুরোগামী হইয়াছে। নিশ্চয় তাঁহারা (রছুলগণ) নিশ্চিত সাহায্য প্রাপ্ত এবং নিশ্চয় আমাদের দলই প্রবল"। কোরআনের এই অকাট্য বাণী পয়গম্বর (আঃ)-গণকে অন্য সকল হইতে অধিক সম্মানী ও বিজয়ী এবং প্রবল করিয়া দিয়াছে।

প্রশ্নঃ— আরেফ যাহার পূর্ণ 'ফানা' হইয়াছে, তাহাকে যে দেহ অর্পণ করা হয়, উক্ত দেহ দ্বারা ইহ-জগতে অন্যান্য বস্তু সমূহের মত তিনিও অনুভূতি ও ধারণার জগতে আছেন, অথবা উহা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। যদি বহিষ্কৃত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বাস্তব জগতে তাঁহার অস্তিত্ব সৃষ্টি হইয়াছে কি-না ? কিন্তু ছুফীগণ বলিয়া থাকেন যে, বাস্তব বা বহির্জ্জগতে আল্লাহ্পাক ব্যতীত অন্য কাহারও অস্তিত্ব নাই ?

উত্তরঃ— অবশেষে আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বলিব যে, তিনি ধারণার স্তর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বাস্তবে পরিণত হইয়াছেন। ধারণার স্তর যদিও বিদ্যমানতা ও দৃঢ়তা হিসাবে বাস্তবের অনুরূপ হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা বাস্তব নহে। বাস্তব স্তর উহার বাহিরে। এই স্তর যেন বাস্তব ও ধারণার স্তরের মধ্যস্থ স্বরূপ। পরকালের সৃষ্ট পদার্থ সমূহ বাস্তব স্তরে আছে। বরং আল্লাহ্ পাকের ছেফাতে ছামানিয়া বা গুণ-অষ্টক ব্যতীত অন্য সকল ছেফাত উক্ত বাস্তব

স্তরে বর্ত্তমান আছে। বহির্জ্জগতে আল্লাহ্পাকের অবশ্যম্ভাবী জাত ও তাঁহার ছেফাতে ছামানীয়া ব্যতীত অন্য কিছুই বর্ত্তমান নাই। অতএব অস্তিত্বধারী বস্তু সমূহের তিনটি স্তর প্রকাশ পাইতেছে। একটি ধারণার স্তর, যাহাতে ইহ-জগতের অধিকাংশ ব্যক্তি আছে। পয়গম্বর(আঃ)-গণ সকলেই— এই স্তর হইতে বাহির হইয়াছেন ; এইরূপ ফেরেশ্তাবৃন্দ, ইহাদের অস্তিত্ব বা দেহ পারলৌকিক দেহের অনুরূপ এবং অলী-আল্লাহ্গণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ও ধারণা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বাস্তবে পরিণত হইয়াছেন। দ্বিতীয় স্তর— বাস্তব স্তর, যে স্থলে আল্লাহ্পাকের কার্য্য ও গুণাবলী বর্ত্তমান আছে। এ স্তরে ফেরেশ্তাবৃন্দও আছেন এবং পারলৌকিক দেহ সেই স্তরে আছে। পয়গম্বর (আঃ)-গণ সকলেই এবং অল্প সংখ্যক অলী-আল্লাহ্ উক্ত মর্ত্তবায় গিয়াছেন। এইমাত্র প্রভেদ যে, আল্লাহ্পাকের অবশ্যম্ভাবী জাতের ছেফাত সমূহ উক্ত মাকামের কেন্দ্রে অবস্থিত, যাহা উক্ত স্তরের শ্রেষ্ঠ অংশ এবং অবশিষ্ট বস্তু সমূহ স্ব-স্ব যোগ্যতানুযায়ী কেন্দ্রের আশে পাশে ও কূল প্রান্তে অবস্থিত।

তৃতীয় স্তর— খারেজ বা বহির্জ্জগত। এই স্তরে আল্লাহ্পাকের পবিত্র জাত এবং উক্ত অবশ্যম্ভাবী জাতের গুণ অষ্টক তথায় বর্ত্তমান ; এ স্থলেও যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তবে তাহা কেন্দ্র ও পরিধি হিসাবে পার্থক্য মাত্র। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্থানটি শ্রেষ্ঠ বস্তুর জন্যই শোভনীয়।

প্রশ্নঃ— ধারণার স্তর হইতে বাস্তব স্তরে গমন করার মধ্যে কি শ্রেষ্ঠত্ব আছে এবং ইহার দ্বারা কি নৈকট্যলাভ হয় ?

উত্তরঃ— যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা এবং সৌন্দর্য্য ও রূপ লাবণ্যের স্থান অস্তিত্ব। অতএব, উক্ত অস্তিত্ব যত অধিক শক্তিশালী ও দৃঢ় হইবে, এই পূর্ণতা গুণসমূহ তত অধিকভাবে তাহাতে প্রকাশ পাইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ধারণাকৃত অস্তিত্ব হইতে বাস্তব অস্তিত্ব অধিক শক্তিশালী ও স্থিতিশীল। সুতরাং শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণগুণসমূহ তাহার মধ্যে অধিকভাবে হইয়া থাকে। নৈকট্যের বিষয় কি আর বলিব ! উহা যে, আল্লাহ্পাকের গুণাবলী ও কার্য্য-কলাপের স্তরেই অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সৃষ্টিকরণ ও রেজেক প্রদান গুণের সহিত প্রতিবেশী সুলভ সম্বন্ধ আছে।

জানা আবশ্যক যে, নাস্তির স্থিতি এবং ঐ সকল পূর্ণতা সমূহের স্থিতি, যাহার মধ্যে নাস্তির সংমিশ্রণ আছে, যদিও উহারা আল্লাহ্পাকের গুণাবলীর পূর্ণতা হউক না কেন ? তথাপি সবই ধারণা ও অনুভূতির স্তরে হইয়া থাকে। অতএব, যে পর্য্যন্ত নাস্তি হইতে পূর্ণরূপে পবিত্র হইবে না এবং নাস্তি ও নাস্তির চিহ্ন যে পর্য্যন্ত সমূলে অপসারিত হইবে না, সে পর্য্যন্ত বাস্তব স্তরে উপনীত হইবার উপযোগী হইবে না। অবশ্য নাস্তির ন্যূনাধিক্য হিসাবে ধারণাকৃত অস্তিত্বের স্থায়িত্বের মধ্যেও তারতম্য হইয়া থাকে। যাহার মধ্যে নাস্তি প্রবল থাকে, সে উক্ত ধারণার স্তরে অধিক আকৃষ্ট হয়, এবং যাহার মধ্যে নাস্তি দুর্ব্বল অর্থাৎ অল্প থাকে, উক্ত ধারণার স্তরের সহিত তাহার আকর্ষণ কম থাকে। অলী-আল্লাহ্গণের মধ্যে অনেকেই ছয়ের-ছুলুক দ্বারা নাস্তির স্তর অতিক্রম করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে নাস্তির কিছু চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে এই চিহ্ন থাকিবে— সে পর্য্যন্ত বাস্তব স্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অবশ্য তাঁহারা ধারণার স্তর অতিক্রম করিয়া তাহার শেষ বিন্দুতে উপনীত হইয়াছেন এবং তথা হইতে বাস্তব স্তরকে অবলোকন করিতেছেন এবং উক্ত মাকামের কিছু অংশ ও (নূরাদি) প্রাপ্ত হইতেছেন। আমার অনুভব হইতেছে পয়গম্বর (আঃ)-গণ ও ফেরেশ্তাবৃন্দ এবং উম্মতগণের কতিপয় ব্যক্তি, যদিও তাঁহারা অতি অল্প সংখ্যক— এই বাস্তব স্তরের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন ; এবং তারতম্যানুযায়ী ইঁহাদের প্রত্যেকের এক একটি পৃথক পৃথক বিশিষ্ট স্থান আছে। পবিত্র কোরআনের বর্ণ-শব্দ সমূহও উক্ত মাকামে পরিদর্শিত হইতেছে এবং প্রকাশ পাইল যে, ইহাদের (পবিত্র কোরআনের শব্দ ও বর্ণ সমূহের) মাকাম পয়গম্বর (আঃ)-গণের মাকামের ঊর্দ্ধে। মনে হয় ইঁহারা এই মাকাম হইতে বহিষ্কৃত, কিন্তু উর্দ্ধের মাকামে উপনীত নহে। মধ্যস্থলে মধ্যস্থতা হিসাবে অবস্থান করিতেছে। যেহেতু ইহার ঊর্দ্ধের মাকাম অবশ্যম্ভাবী পবিত্র জাত ও তাঁহার ছেফাত সমূহের বিশিষ্ট মাকাম এবং খারেজ বা বহির্জ্জগতে তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও অস্তিত্ব নাই। পবিত্র কোরআনের এই বর্ণ ও শব্দ সমূহের মধ্যে যখন নূতনত্বের কলঙ্ক আছে ; তখন ইহারা উক্ত মাকামে উপনীত হইবার উপযোগী নহে। কিন্তু সে স্তরের যাবতীয় অস্তিত্বধারী

বস্তু হইতে ইহারা অগ্রগামী এবং স্বীয় নির্দ্দিষ্ট বস্তু (অর্থাৎ তাহার অর্থ ও প্রতিপাদ্য সমূহ)-কে সজোরে ধরিয়া আছে। যে বোজর্গগণ বাস্তব-স্তরের শেষ প্রান্তে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা পূর্ণ আকৃষ্টিহেতু নার্গিসের ন্যায় যেন আপাদমস্তক নয়নতুল্য হইয়া উক্ত পবিত্র স্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই বোজর্গগণ উক্ত স্তরে অবস্থান করা সত্ত্বেও— "যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সঙ্গে" হাদীছ অনুযায়ী তাঁহারা স্বীয় মাহবুব বা প্রিয়জনের সহিত প্রকারবিহীন সঙ্গতা বা মিলন রাখেন এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া যেন তাঁহার সহিত আছেন। এবং একত্ব ও দ্বিত্ব রহিত হিসাবে যেন স্বীয় উদ্দিষ্ট জনের সহিত আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতেছেন। ইতিমধ্যে যখন উক্ত স্তরের পবিত্র কোরআনের বর্ণ ও শব্দ সমূহের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাদের সঙ্গতার সহিত অন্য সকল বস্তুর সঙ্গতার কোনই তুলনা হয় না। ইহাদের এই সঙ্গতা বা মাইয়াত (মিলন) অতি উচ্চ, ইহার কিছুই অনুভব হয় না। যেহেতু অতি গুপ্তের গুপ্তস্থানের সহিত ইহার সম্বন্ধ। সৃষ্টবস্তুর জ্ঞানের তথায় অবকাশ কোথায় ? "কোরআন আল্লাহ্পাকের বাক্য, সৃষ্ট পদার্থ নহে"— হাদীছের কথা। এই পবিত্র বর্ণ ও শব্দ সমূহের উচ্চতা হিসাবে মনে হয় যে, ইহারাই আল্লাহ্পাকের কালামে নফ্ছী বা নিজস্ব বাক্য। যেরূপ কাজী আজুদ ইহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অগ্র-পশ্চাৎ রহিত হিসাবে ইহাদিগকেই আল্লাহ্পাকের অনাদি কালামে নফ্ছী বলিয়াছেন। অগ্র-পশ্চাৎ হওয়া আদি সম্ভূত যন্ত্রের ত্রুটির প্রতি ন্যস্ত করিয়াছেন।

প্রশ্ন--- যদি এই বর্ণ ও শব্দ সমূহ আল্লাহ্পাকের নিজস্ব বাক্য হয়, তাহা হইলে ইহারা খারেজ বা বহির্জ্জগতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। এবং পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহারা উক্ত মাকামের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহার কারণ কি ?

উত্তরঃ— এই বর্ণ ও শব্দ সমূহ অগ্র-পশ্চাৎ হিসাবে স্মৃতি পটে যখন স্মরণ করা যায়, তখন এই হিসাবে আত্মীক বিকাশে তাহারা উক্ত বহির্জ্জগতের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু পরবর্ত্তী সময় যখন অগ্র-পশ্চাৎ রহিত হিসাবে পরিলক্ষিত হয়— তখন দেখা যায় যে, ইহারা উক্ত স্তরের অন্তর্ভুক্ত ও স্বীয় মূলবস্তুর সহিত সম্মিলিত বরং একত্রিত। অতএব ইহাদের সঙ্গতার সহিত অন্য

কাহারো সঙ্গতার কোনই তুলনা হয় না। ইহারা একত্রিত। কিন্তু অন্য কাহারও একত্রিতির সহিত ইহাদের একত্রিতির কোনই অবকাশ নাই। ছোব্‌হানাল্লাহ ! (আশ্চার্য্যের বিষয় যে,) কোরআন পাকের এই বর্ণ ও শব্দ সমূহ যখন আল্লাহ্ পাকের অনাদি বাক্য, তখন অন্যান্য অনাদি ছেফাত সমূহের বিপরীত ইহ-জগতে ইহারা স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেননা এই বর্ণ ও শব্দ সমূহ এই হিসাবে তাহার নিজস্ব। বাহ্যিকভাবে অগ্রপশ্চাৎ হওয়া ব্যতীত ইহার অন্য কোন পর্দ্দা (ব্যবধান) নাই, যাহা বাক্য যন্ত্রের ক্রটির কারণে সৃষ্টি হয়। সুতরাং আল্লাহ্ পাকের পবিত্র দরবারে সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী এই পবিত্র কোরআন, এবং অবশ্যম্ভাবী জাতের যাবতীয় গুণাবলীর মধ্যে সর্ব্বাধিক প্রকাশ্য ছেফাত বা গুণ এই কোরআন মজীদ। ইহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত্বের ধুলিকণাও প্রবেশ করে নাই। যেন অগ্র-পশ্চাৎ হওয়ার তৃণ পত্রাদি বিরোধীগণের চক্ষে (আবরণ স্বরূপ) ফেলিয়া দিয়া মূলবস্তু হিসাবে প্রতিচ্ছায়ার জগতে আবির্ভূত হইয়াছে। এইহেতু যাবতীয় এবাদত হইতে শ্রেষ্ঠ কোরআন পাক তেলাওয়াত করা এবং ইহার শাফায়াত বা সপারিশ, উপরোধ ও অনুরোধ অন্য সকল শাফায়াত হইতে মকবুল ও অগ্রগণ্য, তাহা ফেরেশ্‌তাবৃন্দের শাফায়াত এবং নবী (আঃ)-গণের শাফায়াতই হউক না কেন !

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত বা পঠন দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহার আর কি বিস্তারিত বর্ণনা করা যাইতে পারে ! অনেক সময় কোরআন তেলাওয়াত-কারীকে উঠাইয়া এমন সূক্ষ্ম স্তরে লইয়া যায়, যেথায় এক লোমাগ্রেরও অবকাশ থাকে না।

প্রশ্নঃ— শুধু কোরআন পাকের বর্ণ ও শব্দ সমূহ এই সৌভাগ্যের সহিত বিশিষ্ট, অথবা অন্যান্য আছমানী কেতাব সমূহও ইহার সহিত সমকক্ষ এবং তাহা সবই— অনাদি ও আল্লাহ্‌পাকের বাক্য ?

উত্তরঃ— উক্ত সকল কেতাবই এই সৌভাগ্যে সমতুল্য। আত্মীক বিকাশে এই মাত্র পার্থক্য বুঝা যায় যে, পবিত্র কোরআন যেন উহার বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত, এবং অবিশিষ্ট আছমানী কেতাব বরং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সকল বাক্য সংঘটিত হয়, তাহা সবই যেন উক্ত বৃত্তের পরিধিতুল্য। কাজেই

কোরআনপাক অন্য সকল কেতাবের মূল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেননা কেন্দ্র বৃত্তের যাবতীয় অংশ হইতে শ্রেষ্ঠ ও অবিশিষ্ট বিন্দুগুলির মূল। যেন অবশিষ্ট বিন্দুগুলি ইহারই বিস্তৃতি এবং ইহা উক্ত ব্যষ্টি বা সমূহের সংক্ষিপ্তি। পবিত্র কোরআনের বিষয় আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয় ইহা পূর্ব্ববর্তী (আছমানী) পুস্তক সমূহেও আছে"।

প্রশ্ন ঃ— পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণনাদি হইতে বুঝা গেল যে, ইহ-জগতের সৌন্দর্য্যের আবির্ভাবস্থল সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের কথিত দর্শন সংঘটিত হয় না এবং ইহাদের এরূপ যোগ্যতা নাই যে, উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার বিকাশস্থল হইতে পারে। তাহা হইলে ইহ-জগতে এই সকল স্থান ব্যতীত অন্য কোন আবির্ভাবস্থলে আল্লাহ্ পাকের দর্শন সংঘটিত হয় কি না ?

উত্তরঃ— এ ফকীরের বিশ্বাস এই যে, ইহ জগতে শুধু 'ঈমান' বা দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হয় মাত্র। "চক্ষু দ্বারা দর্শন এবং মোশাহাদা" যাহাকে অন্তর দ্বারা দর্শন বলা হয়, তারতম্যানুযায়ী এই দৃঢ় বিশ্বাসের ফল : কিন্তু ইহা আখেরাত বা পরকালের প্রতি ন্যস্ত ও নির্ভরশীল। তাআরোফ নামক কেতাবের লিখক (শায়েখ আবুবক্কর মোহাম্মদ ইব্নে ইব্রাহীম) যিনি এই ছুফীদলের এক মহৎ ব্যক্তি— তিনি স্বীয় পুস্তকে এই বিষয় যাহা মাশায়েখগণের একতাবদ্ধ মত— তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "সকলে এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্ তায়ালার দর্শন ইহ-জগতে চক্ষু দ্বারা হউক বা অন্তঃকরণ দ্বারা হউক, সংঘটিত হয় না। ঈমান বা দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত এ জগতে অন্য কিছুই লাভ হয় না"।

প্রশ্নঃ— ছূফীগণের নির্দ্ধারিত কথা যে, একীন বা বিশ্বাসের তিনটি স্তর আছে— "এল্মুল একীন" বা জানিয়া বিশ্বাস, "আইনুল একীন" বা দেখিয়া বিশ্বাস ও প্রত্যক্ষ বিশ্বাস এবং "হক্কোল একীন" বা দৃঢ় বিশ্বাস। এল্মুল একীনের অর্থ— কার্যদৃষ্টে কর্ত্তার সন্ধান প্রাপ্তি। যেরূপ ধোঁয়া দেখিয়া জ্ঞান দ্বারা অগ্নির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। আয়নুল একীন যথা— উক্ত অগ্নিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা এবং হক্কোল একীন যেন স্বয়ং অগ্নিতে প্রবেশ করা। এ স্থলে যখন কল্ব বা অন্তঃকরণ দ্বারাও দর্শন লাভ হয় না, তখন আয়নুল একীন বা প্রত্যক্ষ বিশ্বাস

কিভাবে সত্য হয় ? পক্ষান্তরে মাশায়েখগণ যে বলিয়াছেন— দর্শন লাভ হইবে না— তাহা কিভাবে সত্য হয় ?

উত্তরঃ— মাশায়েখগণের একতাবদ্ধ মতের অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী মাশায়েখগণের একতাবদ্ধ মত ধরিয়া লইতে হইবে। কেননা পরবর্ত্তীগণ ইহার বিপরীত নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং কল্‌ব দ্বারা দর্শন লাভ জায়েজ রাখিয়াছেন। কিন্তু এ ফকীরের নিকট একথা প্রমাণিত হয় নাই— এবং এই স্তরত্রয় একীন বা বিশ্বাসের মধ্যে বলা হইয়া থাকে, তাহা সবই এল্‌মুল একীনের অন্তর্ভুক্ত ; ইহারা প্রমাণের বৃত্ত হইতে বহির্গত হয় নাই— এবং এল্‌মুল একীন হইতে আয়নুল একীনে উপনীত হয় নাই। তাহারা আয়নুল একীনকে যে অগ্নি দর্শনতুল্য বলিয়াছেন তাহা অগ্নি নহে, ধোঁয়া দর্শন। উহা হইতে অগ্নির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অগ্নি দর্শন নহে। যেরূপ এল্‌মুল একীন বা জ্ঞান দ্বারা ধোঁয়া হইতে অগ্নির সন্ধান জানা গিয়াছিল। এ স্থলে ধোঁয়া দর্শন দ্বারা অগ্নির সন্ধান প্রাপ্তি, এই দ্বিতীয় একীন প্রথম একীন হইতে শক্তিশালী ও পূর্ণ। কেননা ইহার প্রমাণ শক্তিশালী, অর্থাৎ তথায় জ্ঞান দ্বারা প্রমাণ হয়, এবং এ স্থলে দর্শন দ্বারা প্রমাণ হয়। এইভাবে হক্কোল একীনে উক্ত ধোঁয়ার সহিত সম্মিলিত হওয়া হয়, অগ্নির সহিত মিলিত হওয়া নহে। উক্ত ধোঁয়া হইতে অগ্নির সন্ধান প্রাপ্তি স্বরূপ, এই তৃতীয় একীন পূর্ব্ববর্ত্তী একীনদ্বয় হইতে পূর্ণ ও শক্তিশালী। কেননা সে যেন স্বয়ং ধোঁয়াতে পরিণত হইয়া অগ্নির সন্ধান প্রাপ্ত হইল। বাহ্যিক বস্তু, অর্থাৎ অন্য বস্তু এবং নিজের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে, আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "অচিরেই আমি স্বীয় নিদর্শন সমূহ বহির্জ্জগতে ও তাহাদের নিজেদের মধ্যে পরিদর্শন করাইব, যাহাতে তাহাদের প্রতি প্রকাশ পায় যে— নিশ্চয় তিনি সত্য"। আরও বলিয়াছেন যে, "জমিনের মধ্যে বিশ্বাসকারীগণের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ত্তমান আছে, এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও আছে, তাহা কি তোমরা লক্ষ্য কর না" ? "অতএব বহির্জ্জগত ও নিজেদের মধ্যে যাহা কিছু পরিদর্শিত হয়, তাহা সবই উদ্দিষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌পাকের নিদর্শন। স্বয়ং উদ্দিষ্ট বস্তু নহে, এবং বহির্জ্জগত ও অন্তর্জ্জগতে যাহা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা ধুঁয়ার বা অগ্নির নিদর্শন ; মূল অগ্নি পরিদৃষ্ট হয় না। কাজেই বহির্জ্জগত ও অন্তর্জ্জগতের কার্য্য-কলাপ প্রমাণাদি স্বরূপ, যাহা এল্‌মূল

একীনের মূল তত্ত্ব। আয়নুল একীন এবং হক্কোল একীনকে বহির্জ্জগত ও অন্তর্জ্জগতের বাহিরে অন্বেষণ করা উচিত। ছোব্‌হানাল্লাহ্ (আশ্চর্য্যের বিষয় যে), বোজর্গগণ উদ্দিষ্ট বস্তু লাভকে স্বীয় নফ্‌ছের মধ্যে (নিজের মধ্যে) নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং নিজের বাহিরে অনর্থক বলিয়া জানিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক বোজর্গ বলিয়াছেনঃ—

অন্ধ সম খুঁজিও না তাঁরে আশে-পাশে,
তব কম্বলের তলে আছে, যাহা আছে।

অপর এক ব্যক্তি বলিতেছেন ঃ—

তোমার বাহিরে যবে নহেকো সে 'রূপ'
পদ-শির ঢেকে দেখ আপন স্বরূপ।

তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিতেছেন ঃ—

পরমাণু ভাল হোক কিংবা, অপ-তর।
আজীবন চলি, রহে নিজের ভিতর।

ফুছুছ কেতাবের লেখক (শায়েখ এব্‌নে আরাবী) বলিতেছেন যে, "পবিত্র জাতের তাজাল্লী-তাজাল্লীপ্রাপ্ত ব্যক্তির আকৃতি ব্যতীত অন্য প্রকারে হয় না"। অন্য এক বোজর্গ বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ ফানা লাভের পর যাহা কিছু দর্শন করেন, তাহা নিজের মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন, এবং যাহা কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হন তাহাও নিজের মধ্যেই প্রাপ্ত হন ; তাঁহাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিজের মধ্যেই"। "এবং তোমাদের মধ্যেই আছে, তোমরা কি তাহা লক্ষ্য কর না ?" (কোরআন)।

এ ফকীরের নিকট অন্তর্জ্জগতও বহির্জ্জগতের ন্যায় মূল্যহীন ; অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি শূন্য ও ভাগ্যহীন। যে সকল সৌন্দর্য্য বহির্জ্জগত ও অন্তর্জ্জগতে আছে তাহারা সকলেই উদ্দিষ্ট বস্তু— আল্লাহ্‌পাকের প্রতি প্রমাণ ও নির্দ্দেশ প্রদানকারী মাত্র। বহির্জ্জগত ও অন্তর্জ্জগতের বাহিরে এবং ছুলুক ও জজ্‌বার বাহিরে উদ্দিষ্ট বস্তুর সম্মিলন হইয়া থাকে। বহির্জ্জগতের ভ্রমণকে ছুলুক এবং অন্তর্জ্জগতের আকর্ষণকে জজ্‌বা বলা হয়। অতএব, ছুলুক, জজ্‌বা ও ছয়ের আফাকী (বহির্জ্জগতে ভ্রমণ) ছয়ের আনফুছি (অন্তর্জ্জগতে ভ্রমণ) যাহাই হউক

না কেন সবই ছয়ের এলাল্লাহের অন্তর্ভুক্ত। ছূফীগণ বহির্জ্জগতের ছয়ের ছুলুককে— ছয়ের এলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্র দিকে গমন এবং অন্তর্জ্জগতের আকর্ষণ ও ভ্রমণকে ছয়ের ফিল্লাহ বা আল্লাহ্র মধ্যে ছয়র— যাহা বলেন, তদ্রূপ নহে। কি করা যাইবে, আল্লাহপাক তাহাদিগকে ঐ ভাবে অবগত করাইয়াছেন ; কিন্তু আমাকে যে এই ভাবে জানাইয়াছেন ! "হে আল্লাহ্— তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে যাহা অবগত করাইয়াছ তাহা ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই জানি না"। আমি নগণ্য, তাঁহাদেরই উচ্ছিষ্ট— ভক্ষণকারী। আমার কি ক্ষমতা যে, আমি তাঁহাদের অনুভূতির বিপরীত কথা বলি। কিন্তু অনুসরণের পর্য্যায় যখন অতিক্রান্ত হইয়াছে, তখন বাধ্য হইয়া যাহা পাইতেছি, তাহাই বলিতেছি ; তাহা ছূফী সম্প্রদায়ের অনুকূল বা প্রতিকূল হউক। ইমাম আবু ইউছুফ যখন অনুসরণের পর্য্যায় অতিক্রম করিয়াছিলেন, তখন তদীয় গুরু ও উস্তাদ হজরত আবু হানিফার অনুরূপ মত প্রকাশ তাহার জন্য ভুল হইত। হে আল্লাহ্— আমরা যদি ভুল করি বা অন্যায় করি, তাহা তুমি ধরিও না।

প্রশ্নঃ— একীন বা বিশ্বাসের এই তিনটি স্তর যখন এল্মুল একীনের অন্তর্ভুক্ত হইল, তখন আপনার নিকট আয়নুল একীন বা প্রত্যক্ষ বিশ্বাস কাহাকে বলে?

উত্তরঃ— আয়নুল একীনের উদাহরণ যথা— ঐ প্রকারের অবস্থা, যাহা ধোঁয়ার সহিত অগ্নির বর্ত্তমান আছে। যখন প্রমাণকারী প্রমাণের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়, অর্থাৎ ধোঁয়াতে উপনীত হয়, তখন তাহার নিজের ও অগ্নির সহিত উক্তরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়— যেরূপ ধোঁয়ার সহিত অগ্নির হইয়া থাকে। এ ফকীরের নিকট এই অবস্থাকে 'আয়নুল একীন' বলা হয়। ইহা এল্মুল একীন ও দলিল প্রমাণাদির উর্দ্ধে এবং বহির্জ্জগত ও অন্তর্জ্জগতের বাহিরে। যখন প্রমাণের ব্যবধান মধ্য হইতে উঠিয়া যায়, যাহা এল্মের শেষ স্তর, তখন বাধ্য হইয়া এল্ম হইতে আত্মিক বিকাশে উপনীত হয় এবং গায়েব বা অদৃশ্য হইতে দৃশ্যে— আগমন করে।

জানা আবশ্যক যে, শুহুদ, হুজুর— আত্মিক দর্শন ও উপস্থিতি অন্য বস্তু, এবং দর্শন ও অনুভূতি পৃথক বস্তু। যাহার দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল প্রচণ্ড

রৌদ্রের সময় তাহার সূর্য্যের শুহুদ-হুজুর হয় বটে, কিন্তু দর্শন ও অনুভূতি সংঘটিত হয় না।

সাবধানতা

উল্লিখিত ধোঁয়ার সহিত সম্মিলিত হওয়ার দুইটি স্তর আছে। ইহা এল্‌মুল একীন ও আয়নুল একীন উভয়ের অন্তর্ভুক্ত ; যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত ধোঁয়ার সহিত মিলিত হইয়া উহার যাবতীয় বিন্দু অতিক্রম করতঃ তাহার শেষ বিন্দুতে উপনীত না হয়, সে পর্য্যন্ত এল্‌মুল একীনে অবস্থান করে। কেননা উহার যে বিন্দুটি অবশিষ্ট থাকিবে— তাহাই ব্যবধান স্বরূপ হইবে ; যাহার জন্য দলীল বা প্রমাণ অনিবার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু যখন সমুদয় বিন্দু অতিক্রম করিয়া শেষ বিন্দুতে উপনীত হইবে, তখন আর দলীলের আবশ্যক করিবে না। যেহেতু তাহার পর্দা সমূহ সম্পূর্ণ উঠিয়া গিয়াছে এবং উক্ত ধোঁয়ার মত উহারও আয়নুল একীন বা প্রত্যক্ষ বিশ্বাস লাভ হইয়াছে ; বুঝিয়া লও। হক্‌কুল একীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের বিষয় আর কি লিখা যাইবে ! কেননা উহা পূর্ণরূপে লাভ হওয়া আখেরাত বা পরবর্ত্তী জগতের উপর নির্ভরশীল। ইহ-জগতে যদি কিছু লাভ হয়, তবে তাহা বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হইয়া থাকে, যাহাদের জন্য ছয়েরে আন্‌ফুছী, যাহা হক্‌কুল একীনের অনুরূপ— তাহা তাঁহাদের নিকট এল্‌মুল একীনের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁহাদের অন্তর্জ্জগত বহির্জ্জগতের তুল্য হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নিজেদের সহিত যে এল্‌মে হুজুরী বা আত্মজ্ঞান ছিল, তাহা এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান হইয়াছে ও বহির্জ্জগত অন্তর্জ্জগতের বাহিরে তাহাদের আয়নুল একীন লাভ হইয়াছে। ইহারা অতি অল্প সংখ্যক।

মনোরম পরিশিষ্ট

ইহাতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর ঐরূপ লাবণ্যের বর্ণনা হইবে, যদ্বারা তিনি আল্লাহ্ পরওয়ার দেগারের মহব্বত বা প্রেমের পাত্র হইয়াছেন অর্থাৎ—

উক্ত সৌন্দর্য্যের কারণে তিনি মাহবুবে রাব্বুল আলামীন হইয়াছেন। হজরত ইউছুফ (আঃ) যদিও রূপ ও গৌরতা সম্পন্ন ছিলেন— যাহার কারণে তিনি হজরত ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রিয় হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের পয়গম্বর (দঃ) যিনি শেষ পয়গম্বর, তাঁহার এবম্বিধ লাবণ্য ছিল যে, তিনি তদ্দরুন আছমান— জমিনের স্রষ্টা— আল্লাহ্ পাকের 'মাহবুব' বা প্রিয় ব্যক্তি হইয়াছিলেন। এমন কি জমিন আছমান তাঁহার কারণেই সৃষ্টি হইয়াছে, যেরূপ হাদীছ-কোরআনে আসিয়াছে।

জানা আবশ্যক যে, মোহাম্মদ (দঃ)-এর সৃষ্টি অন্য সকল সৃষ্টির অনুরূপ নহে ; বরং তাঁহার সৃষ্টির সহিত বিশ্ব-জগতের কোন একটি সৃষ্টিরও সম্বন্ধ নাই। যেহেতু তিনি (দঃ) পার্থিব দেহ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র নূর হইতে সৃষ্ট, যথা— হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আমি আল্লাহ্র নূর হইতে সৃষ্টি হইয়াছি"[১] (হাদীছ) অন্য কাহারও এই সৌভাগ্য লাভ হয় নাই।

এই সূক্ষ্ম রহস্যের বর্ণনা এই যে, পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ছেফাতে ছামানিয়া বা আল্লাহ্তায়ালার প্রকৃত গুণ-অষ্টক যদিও অবশ্যম্ভাবী বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি তাহারা আল্লাহ্তায়ালার জাতের প্রতি মুখাপেক্ষী, এইহেতু তাহাদের মধ্যে সম্ভাব্যের গন্ধ আছে। অতএব, অনাদি প্রকৃত ছেফাত সমূহের মধ্যেও যখন সম্ভাব্যের অবকাশ আছে ; তখন তাহার ছেফাতে এজাফিয়া বা সম্বন্ধিত গুণাবলীর মধ্যে অধিকভাবে সম্ভাব্য বর্ত্তমান আছে। পরন্তু অনাদিত্ব শূন্য হওয়া তাহাদের সম্ভাব্যের বিশিষ্ট প্রমাণ। প্রকাশ্য কাশ্ফ বা আত্মীক বিকাশ দ্বারা আমি জানিতে পারিয়াছি যে, হজরত (দঃ) ঐ সম্ভাব্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছেন, যাহা আল্লাহ্পাকের ছেফাতে এজাফিয়া বা সম্বন্ধিত গুণাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। বিশ্ব-জগতের অন্য সকল সৃষ্টবস্তুর মধ্যে যে সম্ভাব্য আছে, তাহা হইতে নহে। আমি যতই তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দৃশ্য জগতের সম্ভাব্য সমূহকে দেখিলাম তাহাদের মধ্যে আঁ হজরত (দঃ)-এর অস্তিত্ব দেখিতে পাইলাম না। বরং তাঁহার

টীকাঃ— ১। হজরত শায়খ আব্দুল হক দেহলবী তাঁহার মাদারেজুন্নবুয়াত নামক কেতাবে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, "আমি আল্লাহ্র নূর হইতে সৃষ্ট এবং মুমেনগণ আমার নূর হইতে সৃষ্টি হইয়াছে।

উৎপত্তিস্থান ছেফাতে এজাফিয়ার অস্তিত্ব ও সম্ভাব্যকে বুঝিতে পারিলাম। যেহেতু হজরত (দঃ)-এর অজুদ বা দেহ সম্ভাব্য জগতের নহে— বরং তাহাদের ঊর্ধ্বে সেইহেতু তাঁহার দেহের ছায়া ছিল না। ইহ-জগতে প্রত্যেক ব্যক্তির ছায়া তাহার দেহ হইতে সূক্ষ্মতর হয়। কিন্তু যখন তাঁহা হইতে সূক্ষ্মবস্তু বিশ্ব-জগতে কিছুই নাই, তখন তাঁহার ছায়া হওয়ার পথ কোথায় ! তাঁহার প্রতি ও তাহার বংশধরগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক ॥

মনোযোগের সহিত শুনুন—

আল্লাহ্পাকের এল্মগুণ— যাহা বাস্তব গুণাবলীর একটি গুণ এবং খারেজ বা বহির্জ্জগতের বৃত্তের অস্তিত্বধারীগণের অন্তর্ভুক্ত, যখন উক্ত ছেফাতের মধ্যে সম্বন্ধের সংযোগ হয় এবং তদ্বারা বিভক্ত হয়, যথা— সংক্ষিপ্ত এল্ম বা বিস্তৃত এল্ম, তখন তাহার উক্ত প্রকার কেছেম বা শ্রেণী সমূহ ছেফাতে এজাফিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাস্তব বৃত্তের মধ্যে শামিল হয়। যেথায় অন্যান্য ছেফাতে এজাফিয়া অবস্থান করে। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আমার অনুভব হইল যে, এল্মে জোমালী বা সংক্ষিপ্ত এল্ম— যাহা ছেফাতে এজাফিয়া হইয়াছে, তাহা একটি আল্লাহ্পাকের— 'নূর'। যাহা ইহ-জগতে অবতরণের পর একাধিক পৃষ্ঠ ও মাতৃ উদরে নিক্ষিপ্ত হইয়া আল্লাহ্পাকের কৌশলে জগতবাসীর উপকারার্থে মানব আকৃতিতে (যাহা শ্রেষ্ঠ আকৃতি) প্রকাশিত হইয়াছেন এবং 'মোহাম্মদ' ও 'আহ্মদ' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

মনোযোগের সহিত শুনুন যে, এই সংক্ষিপ্তের বেড়ী যদিও মুক্ত এল্মকে আবদ্ধ করিয়াছে এবং হকীকত হইতে এজাফত বা সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে, কিন্তু উক্ত এল্মের মধ্যে অন্য কিছুই বর্দ্ধিত করে নাই এবং তাহার কোন অংশকে (কোন শর্ত্তের) আবদ্ধ করে নাই। কেননা এল্মের সংক্ষিপ্তের অর্থ— স্বয়ং উক্ত এল্ম তাহার সহিত সংযুক্ত ; তাহা হইতে অতিরিক্ত অন্য কিছু নহে। কিন্তু এল্মের 'বিস্তৃতি' ইহার বিপরীত। কারণ তাহার অনেক আনুষঙ্গিক অংশ আছে, যদ্বারা তাহার বিস্তৃত হওয়া সংঘটিত হয়। ইহা আশ্চর্য্য প্রকারের আবদ্ধতা, যাহা মুক্ততার আবির্ভাবস্থল এবং সুন্দর আবদ্ধ বস্তু (এল্ম) যাহা

অবিকল মুক্ত। এইরূপ ভঙ্গিমাযুক্ত এল্ম— যাহা আল্লাহ্পাকের পবিত্র জাতের সহিত সম্বন্ধিত তাহাতেও লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, এল্ম তথায় অবিকল আলেম (জ্ঞানধারী) এবং মালুম (জানিত বস্তু) হইতে পারে। যেরূপ এল্মে হুজুরী (আত্মজ্ঞান)-এর মধ্যে হইয়া থাকে। অন্যান্য গুণাবলী অবশ্য ইহার বিপরীত, তাহাদের এরূপ যোগ্যতা নাই। অতএব ইহা বলা চলিবে না যে, কুদরত (ক্ষমতা) অবিকল কাদের বা ক্ষমতাশালী এবং অবিকল মকদুর বা ক্ষমতাধীন বস্তু। এইরূপ ইরাদা (ইচ্ছাশক্তি) অবিকল মুরীদ বা ইচ্ছাকারী ও অবিকল মোরাদ বা ইচ্ছাকৃত বস্তু, বলা যাইবে না। কাজেই এল্মগুণ আলেম বা এল্মধারীর সহিত এরূপ একত্ব সম্বন্ধ রাখে ও তাহার মধ্যে এরূপভাবে বিলীন হয়, যাহা অন্য গুণের মধ্যে নাই। ইহার দ্বারাও 'আহাদের' সহিত 'আহ্মাদের' নৈকট্য উপলব্ধি করা উচিত। কারণ যে মধ্যস্থ আছে অর্থাৎ— এল্মগুণ, তাহা এমন এক বস্তু যাহা উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত সম্মিলিত এবং তথায় ব্যবধান হওয়ার অবকাশ নাই। এরূপ এল্মগুণের একটি নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে ; যাহা অন্য কোন গুণের মধ্যে নাই। আমার জ্ঞানে এই কারণে আল্লাহ্পাকের নিকট যাবতীয় ছেফাত হইতে ছেফাতে এল্ম অধিক প্রিয়। যখন উহার সৌন্দর্য্য প্রকারবিহীনতার আভাস রাখে, তখন ইন্দ্রিয় তাহা অনুভব করিতে অক্ষম। উহার সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে অনুভব হওয়া, পরবর্ত্তী জগতের প্রতি নির্ভরশীল ; যাহা আল্লাহ্পাকের দর্শন লাভের স্থান। সুতরাং যখন আল্লাহ্ জাল্লা-জালালুহুর দর্শন লাভ হইবে, তখন মোহাম্মদ (দঃ)-এর সৌন্দর্য্যেরও অবগতি লাভ হইবে। যদিও ইহ-জগতে দুই-তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য্য হজরত ইউছুফ (আঃ) প্রদত্ত হইয়াছেন ; এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট সকলের প্রতি বন্টন করা হইয়াছে, তথাপি সে জগতের সৌন্দর্য্য বলিলে মোহাম্মদ (দঃ)-এর সৌন্দর্য্য বুঝাইবে এবং রূপ-লাবণ্য বলিলে তাঁহারই রূপ-লাবণ্য অর্থ হইবে, যিনি আল্লাহ্পাকের মাহবুব বা প্রিয়, অন্যের সৌন্দর্য্য কিভাবে তাহার সৌন্দর্য্যের সমতুল্য হইতে পারে ! যেহেতু উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত একত্রিত ও সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য তাঁহার সৌন্দর্য্য যে অবিকল উদ্দিষ্ট বস্তু বা আল্লাহ্পাকেরই সৌন্দর্য্য। অন্য কাহারও

যখন এরূপ সম্মিলন নাই— তখন তাহাদের এইরূপ সৌন্দর্য্যও নাই। সুতরাং মোহাম্মদ (দঃ)-এর সৃষ্টি আদি-সম্ভূত বা নূতন হওয়া সত্ত্বেও অনাদি জাতের প্রতি নির্ভরশীল ও তাহার সম্ভাব্য ও অবশ্যম্ভাবী জাত পর্য্যন্তই শেষ এবং তাহার সৌন্দর্য্য পবিত্র জাতের সৌন্দর্য্য ; যাহাতে সৌন্দর্য্য রহিত হওয়ার কোনই অবকাশ নাই। তিনি এই প্রকার ছিলেন, বলিয়াই আঁঃ হজরত (দঃ) প্রকৃত সুন্দর আল্লাহ্পাকের মাহব্বত বা প্রেমের সম্বন্ধস্থল হইলেন ও তাহার মহবুব হইয়া গেলেন। "আল্লাহ্পাক নিশ্চয় অতি সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য্য ভালবাসেন"।

প্রশ্ন ঃ— আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন যে, "তিনি স্বীয় বান্দাগণকে ভালবাসেন"। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, আল্লাহ্পাক হজরত (দঃ) ব্যতীত অন্যকেও ভালবাসেন। অতএব, অন্যেও আল্লাহ্তায়ালার মাহবুব হইতে পারে। তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অন্যের মধ্যে নাই ?

উত্তরঃ— মহব্বত দুই প্রকার ; এক প্রকারের মহব্বত— যাহা মোহেব্ব বা প্রেমিকের জাত বা নিজের সহিত সম্বন্ধিত এবং দ্বিতীয় প্রকারের মহব্বত— যাহা তাহার ব্যক্তিত্ব ব্যতীত অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ রাখে। প্রথম প্রকারের মহব্বতকে— 'মহব্বতে জাতী' বলা হয়, যাহা প্রেম বা মহব্বতের উচ্চতম প্রকার বা বিভক্তি। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে যেরূপ ভালবাসে তদ্রূপ অন্য কাহাকেও ভালবাসে না, এবং এই মহব্বত অতি দৃঢ় ও শক্তিশালী, ইহা কোন বাহ্যিক কারণে বিনষ্ট হয় না। ইহা যাহার সহিত সম্বন্ধিত— সে নিছক 'মাহবুব' বা প্রিয়, তথায় প্রেমিকত্বের কোনই অবকাশ নাই। দ্বিতীয় প্রকারের মহব্বত ইহার বিপরীত ; উহা আশ্রয় সাপেক্ষ এবং ধ্বংসশীল। উহা যাহার সহিত সম্বন্ধিত সে যদিও এক প্রকারে মাহবুব (প্রিয়) তথাপি বহু প্রকারে সে নিজেও প্রেমিকত্বধারী। শেষ পয়গম্বর (দঃ)-এর রূপ-লাবণ্য (সৌন্দর্য্য) যখন আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাতের সৌন্দর্য্যের প্রতি নির্ভরশীল, যথা— বর্ণিত হইল, তখন প্রথম প্রকারের মহব্বত, যাহা আল্লাহ্পাকের পবিত্র জাতের সহিত সম্বন্ধিত তাহাই— তাঁহার সহিত সম্বন্ধিত হয়, এবং পবিত্র জাতের ন্যায় উক্ত মহব্বতের সম্বন্ধে তিনিও নিছক মাহবুব বা প্রিয় হইয়াছেন। অন্য সকলের যখন এই

সৌভাগ্য লাভ হয় নাই, তখন তাঁহারা জাতী সৌন্দর্য্যের অংশ প্রাপ্ত হন নাই ; এবং দ্বিতীয় প্রকারের মহব্বত তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধিত হইয়া তাঁহাদিগকে এক প্রকারে অর্থাৎ সাধারণভাবে মাহবুব বা প্রিয় করিয়াছে। শর্ত্ত-বিহীন পূর্ণ মাহবুব হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-ই বটে ; তিনি প্রেমিকের (আল্লাহ্পাকের) নিজের মত সর্ব্বাবস্থায়ই প্রিয়।

আমি আরও অনুভব করিতেছি যে, হজরত মুছা (আঃ) আল্লাহ্পাককে যেরূপ অতিরিক্ত মহব্বত করিতেন, যাহার ফলে তিনি প্রেমিক-শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন ; তদ্রূপ আল্লাহ্পাকও হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-কে অত্যধিক মহব্বত করেন। এ ফকীর এই উভয় প্রেম সিন্ধুতে যতই নিমজ্জিত হইল এবং এই দুই মহব্বতের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য যতই যত্নবান হইল অর্থাৎ ইহাদের একটি অপরটি হইতে কোন্‌টি শক্তিশালী, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিল ও স্রষ্ঠার মহব্বত সৃষ্ট জীবের মহব্বত হইতে অধিক দৃঢ় হইবে মনে করিল ; কেননা "আল্লাহর দলই প্রবল" ; কিন্তু কোনই তারতম্য প্রকাশ পাইল না, যেন ইনছাফের তুলাদণ্ডে এই উভয় মহব্বতকে সমতুল্যভাবে পরিমাপ করিয়া রাখিয়াছেন ; চুল পরিমাণ ন্যূনাধিক্যও যেন অনুমোদন করেন নাই।

প্রশ্নঃ— ছূফীয়ায়ে কেরাম বিশ্ব-জগতকে আল্লাহ্পাকের এছ্‌ম সমূহের আবির্ভাবস্থল বলিয়াছেন এবং উহাদিগকেই বস্তু সমূহের হকীকত বা তত্ত্ব বলিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ বস্তুসমূহকে উহাদের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া জানিয়াছেন। তাহা হইলে বিশ্ব-জগত সম্পূর্ণই আল্লাহ্পাকের এছ্‌ম সমূহের বিকাশ। আপনি কোনো কোনো এছ্‌মকে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর সৃষ্টির জন্য বিশিষ্ট করিয়াছেন, যেরূপ পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে, তাহার কারণ কি ?

উত্তরঃ— ছূফীগণের নিকট বস্তুসমূহের তত্ত্ব আয়নে ছাবেত (আল্লাহ্পাকের এল্‌ম-স্থিত পৃথক পৃথক আকৃতি) সমূহ, যাহা আল্লাহ্পাকের এল্‌মের মধ্যে এছ্‌ম সমূহের আকৃতি সমূহ, তাঁহার এছ্‌ম সমূহ স্বয়ং নহে এবং এই জগতকে উক্ত আকৃতি সমূহের বিকাশ বলা হইয়া থাকে। অবশ্য ভাবার্থে বলা হয় যে, ইহারাই এছ্‌ম সমূহের বিকাশ। বরঞ্চ তাহারা এল্‌মস্থিত আকৃতিকে অবিকল

উক্ত বস্তু বলে। তাহার অনুরূপ বস্তু বা উদাহরণ বলে না। এ ফকীর হজরত (দঃ)-এর সৃষ্টির বিষয় যাহা বলিয়াছে, তাহা আল্লাহ্পাকের এছ্মের স্বয়ং বিকাশ, তাঁহার এল্মস্থিত আকৃতির বিকাশ নহে। ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। কোন বস্তুর স্বয়ং তাহার মধ্যে এবং তাহার এল্মস্থিত আকৃতির মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। যদি কেহ অগ্নির আকৃতি চিন্তা করে তবে এল্মস্থিত আকৃতির মধ্যে তাহার ঐ উজ্জ্বলতা ও চাকচিক্য কোথায় ? যাহা অগ্নির সৌন্দর্য্য ও পূর্ণ গুণ ছিল। এল্মের আকৃতির মধ্যে অগ্নির নমুনা ও উদাহরণ আছে মাত্র। দার্শনিকগণ একথা পছন্দ করুক বা না করুক ; তাহারা উহাকেই প্রকৃত অগ্নি বলুক না কেন ! কিন্তু আমাদের প্রকাশ্য কাশ্ফ ইহা অস্বীকার করে ; অর্থাৎ অগ্নির এল্মের আকৃতি বাস্তবে বা বহির্জ্জগতে যাহা (যে অগ্নি আছে) তাহার উদাহরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আমার অনুভব হইতেছে যে, এল্মস্থিত আকৃতি সমূহ যাহা এছেম সমূহের বিকাশ তাহার সম্ভাব্য ও অস্তিত্ব সৃষ্ট জগতের সম্ভাব্য ও অস্তিত্বের অনুরূপ, যাহা ধারণার স্তরে আল্লাহ্তায়ালার কারিগরী দ্বারা অবস্থিত ও স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্পাকের এছ্মের স্বয়ং বিকাশ যথা— হজরত (ছঃ) সৃষ্টির মধ্যে হইয়াছে, তাহার সম্ভাব্য আল্লাহ্পাকের ছেফাতে এজাফী বা সম্বন্ধিত গুণাবলীর সম্ভাব্যের অনুরূপ এবং উহার অস্তিত্ব উক্ত ছেফাত সমূহের অস্তিত্বের অনুরূপ বাস্তব-স্তরে বর্ত্তমান আছে। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি নজরে পড়িতেছে না— যে, তিনি আল্লাহ্পাকের স্বয়ং এছ্মের আবির্ভাবস্থল ; কিন্তু কোরআন মজিদও আল্লাহ্ পাকের এছ্মের স্বয়ং বিকাশ। পূর্ব্বেও ইহার আভাস প্রদান করা হইয়াছে। ফলকথা, কোরআন পাকের বিকাশের উৎপত্তিস্থল আল্লাহ্ পাকের হাকিকী ছেফাত সমূহ এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর বিকাশের উৎপত্তিস্থল আল্লাহ্ পাকের এজাফী বা সম্বন্ধিত ছেফাত সমূহ। এইহেতু কোরআন পাককে অনাদি ও অসৃষ্ট বলা হইয়াছে ; কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আদিযুক্ত ও সৃষ্ট। পবিত্র কা'বার ব্যাপার এছ্মের এই দুই আবির্ভাব হইতেও বিস্ময়কর ; তথায় আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতার অভিধা বা অর্থ প্রতিপাদ্যের বিকাশ, কোন আকৃতি, প্রকৃতির

পরিচ্ছেদের নহে (অর্থাৎ অবিকল ও ব্যবধান রহিত বিকাশ)। কেননা পবিত্র কা'বা, যাহা যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর ছিজ্‌দার বা প্রণিপাতের লক্ষ্যস্থল, তাহার অর্থ শুধু উক্ত প্রস্তর খণ্ডগুলি নহে, অথবা দেয়াল ও ছাদ নহে। যদি উক্ত দেয়াল ও ছাদ না থাকে, তথাপিও কা'বা— কা'বাই থাকিবে, এবং সকলের ছিজ্‌দাকৃত হইবে। অতএব, তথায় বিকাশ আছে, কিন্তু তাহা কোন প্রকারের আকৃতিতে নহে। ইহা একটি অতি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার।

শুনুন ঃ— মোহাম্মদ (দঃ)-এর বিশিষ্ট দৌলতে যদিও অন্যের সমকক্ষতা নাই, কিন্তু অন্ততঃ ইহা হওয়া উচিত যে, উক্ত দৌলত হইতে তাহার সৃষ্টির ও পূর্ণতার পর কিছু অবশিষ্ট ছিল। কেননা বোজর্গ ও মহান ব্যক্তিগণের আমন্ত্রণের দস্তরখানে কিছু অতিরিক্ত থাকা অনিবার্য্য, যাহাতে উচ্ছিষ্ট— ভোক্তা-ভৃত্যগণ কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়। অতএব, উক্ত অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট তাঁহার উম্মতের মধ্যে কোন এক ভাগ্যবান ব্যক্তিকে প্রদান করিয়াছেন এবং উহাকে (উক্ত অবশিষ্ট উচ্ছিষ্টকে) তাহার তত্ত্বের কর্দ্দম স্বরূপ করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনুগামী ও ওয়ারিশ হিসাবে তাঁহার বিশিষ্ট দৌলতে শরীক করিয়াছেন।

অসাধ্য কিছুই নহে মহানের তরে।
(যাহা ইচ্ছা তাহা তিনি করিবার পারে)

এই অবশিষ্ট— ঐ প্রকারের অবশিষ্ট কর্দ্দম, যাহা আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পর ছিল ও যাহা খর্জ্জুর বৃক্ষের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। যথা— হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে— "তোমরা স্বীয় পিতৃস্বসা খর্জ্জুর বৃক্ষের সম্মান করিও, যেহেতু সে আদম (আঃ)-এর অবশিষ্ট কর্দ্দম হইতে সৃষ্টি হইয়াছে"। হাঁ ! মহত গণের পানপাত্র হইতে মৃত্তিকারও অংশ আছে।

প্রশ্নঃ— হজরত শায়েখ মুহিউদ্দীন ইব্‌নে আরাবী এবং তাঁহার অনুগামীগণ হকীকতে মোহাম্মদীর অর্থ— আল্লাহ্‌পাকের এল্‌মের সংক্ষিপ্তি বলিয়াছেন এবং উহাকেই প্রথম তায়াইয়্যুন তাজাল্লীয়ে জাত বা জাতের আবির্ভাব-উহাকেই ভাবিয়াছেন, এবং উহার উর্দ্ধে— লা-তায়াইয়্যুন (অনন্ত স্তর) বলিয়া ধারণা করিয়াছেন ; যাহা আল্লাহ্‌পাকের নিছক জাতের মর্ত্তবা। কিন্তু আপনি উহাকে

এল্‌মের একটি কেছেম বা প্রকার বলিয়া ছেফাতে এজাফিয়ার (বা সম্বন্ধিত গুণের) মধ্যে শামিল করিতেছেন, যাহা প্রকৃত ছেফাত সমূহের নিম্নস্তরে। ইহার কারণ কি ?

উত্তর ঃ— শায়েখ মুহিউদ্দীন খারেজ বা বাস্তব ও বহির্জ্জগতে আল্লাহ্ তা'য়ালার এক জাত ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব প্রমাণ করেন নাই— এবং তাঁহার ছেফাত সমূহ যদিও উহা প্রকৃত ছেফাত হউক না কেন, এল্‌ম ব্যতীত অন্যস্তরে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার নিকট এল্‌মে জুমালী বা— সংক্ষিপ্ত এল্‌ম— প্রথম তায়াইয়্যুন হইয়াছে। তৎপর ছেফাত সমূহের অস্তিত্ব সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ ছেফাত সমূহের অস্তিত্ব, এল্‌মের অস্তিত্বের শাখা স্বরূপ, যেন এল্‌ম ব্যতীত অন্যত্র তাহাদের বিদ্যমানতা নাই। অতএব, তাঁহার নিকট এল্‌মই সর্ব্বাধিক পুরোগামী, ও যাবতীয় পূর্ণতার সমষ্টি। এ ফকীরের নিকট যাহা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এই যে— আল্লাহপাকের হকীকত বা প্রকৃত ছেফাত অষ্টক তাঁহার জাতের অনুরূপ খারেজ বা বহির্জ্জগতে বর্ত্তমান আছে। যদি তারতম্য থাকে তবে কেন্দ্রতুল্য হওয়া না হওয়ার মধ্যে তারতম্য আছে মাত্র। ইহা ইতিপূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। একথা ছুন্নত জামাতের আলেমগণের মতের অনুকূল। আল্লাহ্‌পাক তাহাদের যত্ন সফল করুন। তাহারা আল্লাহ্‌পাকের উক্ত ছেফাত সমূহকে তদীয় জাত হইতে অতিরিক্ত বলিয়াছেন। এই হিসাবে এল্‌মে জুমালীকে প্রথম তায়াইয়্যুন বলার কোন অর্থ হয় না ; বরং তায়াইয়্যুন বলারও তথায় কোন অবকাশ নাই। পরন্তু যাবতীয় ছেফাত হইতে অগ্রগণ্য আল্লাহ্‌পাকের 'হায়াত' বা জীবনী শক্তি গুণ। এল্‌ম গুণও তাহার অনুগত। এল্‌মকে তাহা হইতে অগ্রগণ্য করার কোনই পথ নাই। বিশেষতঃ যদি এল্‌মের সহিত অন্য কোন শর্ত্ত সংযোগ হয় ; তবে উক্ত এল্‌ম, মুক্ত এল্‌ম হইতে নিম্নস্তরে এবং সম্বন্ধিত গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে। হাঁ ! যদি এল্‌মে জুমালীকে এল্‌মের প্রথম তায়াইয়্যুন বলা হয়, তাহা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে এল্‌মে তফ্‌সিলী বা বিস্তৃত এল্‌ম উহার দ্বিতীয় তায়াইয়্যুন হইবে।

প্রশ্ন ঃ— শায়েখ মুহিউদ্দীন এল্মে জুমালীকে হকীকতে মোহাম্মদী বলিয়াছেন এবং তাঁহার পার্থিব দেহকে উহারই বিকাশ বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাহার অর্থ শুধু উক্ত এছ্মের বিকাশ— যেরূপ আপনি বলিয়াছেন, অথবা উক্ত এছ্মের আকৃতির বিকাশ, যেরূপ অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে আছে ?

উত্তরঃ— এছ্মের আকৃতির বিকাশ (অর্থাৎ স্বয়ং এছ্মের বিকাশ নহে)। কেননা প্রথম তায়াইয়্যুন শায়েখের নিকট তায়াইয়্যুনে এল্মী। যেহেতু প্রথমের দুই তায়াইয়্যুনকে তিনি এল্মের তায়াইয়্যুন বলিয়াছেন, এবং শেষের তিন তায়াইয়্যুনকে— খারিজী বা বহির্জ্জগতস্থিত তায়াইয়্যুন বলিয়াছেন। তায়াইয়্যুনে এল্মী শানুল এল্মের আকৃতি, বহির্জ্জগতে যাহাকে অবিকল 'জাত' বলা হয় এবং এল্মের মধ্যে উহার আকৃতি প্রমাণ করা হয়। ঐ এল্মস্থিত আকৃতি যাহা হকীকতে মোহাম্মদী— তাহা ইহ-জগতে মানবাকারে মোহাম্মদ (দঃ) হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ফলকথা, শায়েখের নিকট যে স্থলে আবির্ভাব আছে, সে স্থলে এল্মস্থিত আকৃতিরই আবির্ভাব ; যদিও উহা অবশ্যম্ভাবী ছেফাতসমূহ হউক না কেন ! কেননা তাঁহার নিকট এল্মের মধ্যে ভিন্ন (অন্য) ছেফাত সমূহেরও স্থিতি নাই। বহির্জ্জগতে নিছক জাত ব্যতীত তাঁহার (শায়েখের) মতে অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

প্রশ্নঃ— যে স্তরে এল্ম (জ্ঞান), আলেম (জ্ঞানধারী), মালুম (জানিত বস্তু) একত্রিত, অর্থাৎ একবস্তু যাহা এল্মে হুজুরীর মধ্যে লাভ হয়, সে স্থলে উক্ত এছ্মের আকৃতি হওয়ার স্থান কোথায় ? কারণ আকৃতি এল্মে হুছুলীর (অর্জ্জিত জ্ঞানের) মধ্যে লাভ হয়, এবং এল্মে হুজুরীর মধ্যে (আত্মজ্ঞানের মধ্যে) জানিত বস্তু স্বয়ং বর্ত্তমান থাকে, তাহার আকৃতি নহে।

উত্তরঃ— উক্ত স্তর নিছক জাতের মর্ত্তবা নহে, এইহেতু উহাকে তায়াইয়্যুন অথবা তানাজ্জুল (অবতরণ) বলা হয়। কাজেই উহা বহির্জ্জগতে বিদ্যমান নাই, এবং বহির্জ্জগতে বিদ্যমান নাই বলিয়া এল্মের মধ্যে বিদ্যমান হওয়া ব্যতীত তাহার উপায় নাই। এই কারণে ইহাকে তায়াইয়্যুনে এল্মী বলা হইয়া থাকে, যে এল্মের মধ্যে যাহা বিদ্যমান তাহার জানিত বস্তুর আকৃতি হওয়া ব্যতীত উপায় নাই। এই বর্ণনা হইতে একথা অনিবার্য্য হয় যে— এল্মে হুজুরীর মধ্যে জানিত

বস্তু স্বয়ং বিদ্যমান তাকা সত্ত্বেও তাহার আকৃতি বর্ত্তমান আছে। যেহেতু তথায় নিছক জ্ঞানিত বস্তু বিদ্যমান নাই— তাহাতে যেন একটি ধারণার পথ আছে, যদ্দ্বারা উহা মূলবস্তু হইতে আকৃতিতে আসিয়াছে। সকলের জ্ঞান এই সূক্ষ্ম তত্ত্বে উপনীত হইতে পারে না ; যে পর্য্যন্ত প্রকারবিহীন মিলন দ্বারা নিছক জাতে উপনীত না হইবে, সে পর্য্যন্ত এই সূক্ষ্ম রহস্য বুঝিতে সক্ষম হইবে না।

ছোব্হানাল্লাহ্ ! আমি নগন্য, দূরবর্ত্তী, আমার কি ক্ষমতা যে, হজরত (দঃ)-এর প্রেরণের সহস্র বৎসর পর উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ)-গণের মারেফাত সমূহের কথা মুখে আনি এবং সর্ব্বশেষে আসিয়া প্রারম্ভের সূক্ষ্ম-পূর্ণতা সমূহের বর্ণনা করি !

"প্রভু যবে মাটি হতে— তুলিল আমায়,
আকাশে তুলিলে 'শির', তাও শোভা পায়।
নগণ্য মৃত্তিকা আমি, মমশির পরি—
বর্ষিল বসন্তবারি অনুকম্পা করি।
বৃক্ষপাতা সম মোট সহস্র রসন—
হলেও, শোকরাণা তার হবে না পালন।

যাবতীয় শোকর গোজারী আল্লাহ্তায়ালার জন্য, যিনি আমাদিগকে এই পথে হেদায়েত করিয়াছেন। তিনি হেদায়েত না করিলে আমরা পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আল্লাহ্র রছুলগণ সত্য বিষয় লইয়া আগমন করিয়াছেন। রছুলগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, হজরত রছুল (দঃ) ফরমাইয়াছেন— "ভ্রাতঃ ইউছুফ (আঃ) গৌর রূপবান এবং আমি লাবণ্যময় (কান্তিযুক্ত)"। এই হাদীছের বিশদ বর্ণনা কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল এবং আকার ইঙ্গিতে কিছু বলার আকাঙ্ক্ষা ছিল ; কিন্তু দেখিলাম যে, ইঙ্গিত-ইশারা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয় না এবং শ্রোতাগণ তাহা বুঝিতেও সক্ষম হইবে না। কোরআন শরীফের ছুরার প্রারম্ভের খণ্ড অক্ষরগুলি গূঢ় রহস্য সমূহের প্রতি ইশারা-ইঙ্গিত ; যাহা প্রিয় ও প্রেমিকের মধ্যে হইয়া থাকে। কিন্তু এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, তাহা বুঝিতে পারে ! ওলামায়ে

রাছেখীন (সুদক্ষ আলেমবৃন্দ)-গণ হজরত হাবীবে রাব্বুল আলামীন (দঃ)-এর গোলাম ও খাদেমদিগের জন্য ইহা জায়েজ যে, স্বীয় প্রভুর গুপ্ত রহস্য সমূহের কোন রহস্য অবগত হয়। বরং প্রভুর অনুসরণ করিয়া ভৃত্যগণও উক্ত ব্যাপারে শরীক হইতে পারে এবং উচ্ছিষ্ট প্রাপ্তি হিসাবে প্রভুর দৌলত লাভ করে। কিন্তু উক্ত রহস্য সমূহের সামান্য কিছু যদি প্রকাশ করে, তবে তাহাদের শির দ্বি-খণ্ডিত হইয়া যাইবে। হজরত আবু হোরায়রা (রাজীঃ) বলিয়াছেন যে, "আমার গলদেশ কর্ত্তিত হইবে"; তাঁহার জন্য তাহাই হইবে। "বক্ষে ধরে না, কিন্তু রসনা চলে না"— আমার বর্ত্তমান অবস্থা তাহাই। হে প্রভু, আমাদের পাপ সমূহ ও অত্যাচার সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদিগের পদ সুদৃঢ় রাখ, ও কাফেরদিগের প্রতি প্রাবল্যের জন্য আমাদিগকে সাহায্য কর।

তোমাদের প্রতি এবং অবশিষ্ট যাহারা সৎপথে গমন করে ও মোস্তফা (দঃ)-এর দৃঢ়-অনুসরণ করে তাঁহাদের প্রতি ছালাম। মোস্তফা (দঃ) ও তাঁহার পবিত্র নেক্কার, পরহেজগার বংশধর ও ছাহাবাগণের প্রতি ছালাম।

১০১ মকতুব

শায়েখ আবদুল্লাহ্র নিকট দার্শনিকগণের মতানুযায়ী কোরআন পাকের ব্যাখ্যা করা নিষেধ— ইত্যাদির বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্পাক আপনাকে বিপদাপদ হইতে সুস্থ রাখুক। তফ্ছীরুর রহমান নামক পুস্তক যাহা পাঠাইয়াছিলেন, তাহার কতিপয় স্থান পাঠ করিয়া ফেরত পাঠাইলাম। হে মান্যবর— এ পুস্তকের লেখক দার্শনিকগণের মতের পোষকতাকারী। তিনি যেন এই দার্শনিক ফেলোছফার-দিগকে প্রায় পয়গাম্বরগণের সমতুল্য বলিয়া জানেন। ছুরায়ে হুদের মধ্যে এক আয়াত দেখিলাম যে, তাহার বর্ণনা তিনি দার্শনিকগণের মতের অনুরূপ— যাহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের নীতির বিপরীত, তদ্রূপ করিয়াছেন এবং উহাদের কথা পয়গম্বর (আঃ)-গণের কথার সহিত সমতুল্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— আল্লাহ্ তায়ালার ফরমান, উহারাই ঐ ব্যক্তি যাহাদের জন্য পরকালে পয়গাম্বর এবং

দার্শনিকগণের একতাবদ্ধ মতে অগ্নি ব্যতীত, অন্য কিছুই নাই ; যাহা অনুভূতি এবং জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ। পয়গম্বর (আঃ)-গণের একতাবদ্ধ মত হওয়া সত্ত্বেও দার্শনিকগণের স্থান কোথায় ? এবং পরকালের আজাবের বিষয় তাহাদের বলার কি অধিকার আছে, বিশেষতঃ যাহা পয়গম্বর (আঃ)-গণের কথার বিপরীত হয় ? দার্শনিকগণ জ্ঞানসম্ভূত আজাব বা শাস্তি প্রমাণ করিয়া থাকেন, ইহাদের উদ্দেশ্য অনুভূতিসম্ভূত আজাব নিবারণ করা যাহাতে যাবতীয় পয়গম্বর (আঃ)-গণের একতাবদ্ধ মত সংঘটিত হইয়াছে। আরও কতিপয় স্থানে কোরআন শরীফের আয়াত সমূহকে দার্শনিক গণের মতের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও উহা যাবতীয় ধর্ম্মের বিপরীত। অতএব, এই কিতাব পাঠক করা— গুপ্ত, বরং প্রকাশ্য ক্ষতির কারণ ব্যতীত নহে। সুতরাং ইহা প্রকাশ করা অনিবার্য্য মনে করিয়া কয়েকছত্র লিখিয়া কষ্ট দিলাম। ওয়াচ্ছালাম ॥

১০২ মকতুব

জনাব মীর মোহাম্মদ নো'মানের নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাপাকের জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। এখানকার অবস্থা আল্লাহ্পাকের প্রশংসার উপযোগী। অতএব, সর্ব্ব-অবস্থায় এবং সকল সময় আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা করিতেছি।

অনেকদিন হইতে স্বীয় মঙ্গলময় অবস্থা অবগত করান নাই। আশা করি স্বীয় পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইয়াছেন (চরিত্রের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন) এবং অবহেলা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন ও বেকার না থাকিয়া চেষ্টা করিতেছেন। এই জগত ক্ষেত্রস্থান, ভক্ষণ ও নিদ্রার মৌসুম ও সময় নহে। রাত্রের অর্দ্ধেক-নিদ্রার জন্য প্রস্তুত রাখিবেন এবং অর্দ্ধেক আল্লাহ্তায়ালার এবাদত বন্দেগীর জন্য রাখিবেন। যদি এরূপ করার ক্ষমতা না হয়, তাহা হইলে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ যাহা অর্দ্ধেক হইতে এক ষষ্টমাংশ ; তাহা এবাদতের জন্য অনিবার্য্য জানিবেন। চেষ্টা করিবেন যাহাতে ইহা সকল সময়ে চলিতে থাকে— বাধা না জন্মে। সর্ব্ব সাধারণের সহিত ঐ পরিমাণে মেলামেশা করিবেন, যাহাতে

তাহাদের প্রাপ্য ও হক আদায় হয়। আবশ্যকীয় বস্তু আবশ্যক মতই গ্রহন করা উচিত। লোকজনের সহিত অবাধে মেলামেশা করা বেকার। ইহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় ইহার দ্বারা কঠিন অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে এবং শরীয়ত ও তরীকত গর্হিত কার্য্যে উপনীত করে। কোন পীর যদি স্বীয় মুরীদের সহিত খোলামেলাভাবে প্রফুল্লচিত্তে মেলামেশা করে, তাহা হইলে মুরীদগণ শিষ্যত্ব হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং তাহাদের আধ্যাত্মীক কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মে। আল্লাহ্পাক ইহা হইতে রক্ষা করুন ! এ সকল বিষয়ের জঘন্যতার প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য রাখিয়া তালেবগণের সহিত এমন ব্যবহার করিবেন যাহাতে তাহাদের সৌহার্দ বর্দ্ধিত হয় ; যেন তাহাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক না হয়। সর্ব্ব সাধারণ হইতে সরিয়া থাকা অর্থাৎ— নির্জ্জন বাস একান্ত আবশ্যকীয়। আবশ্যক ব্যতীত তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করা প্রাণনাশক গরল তুল্য। আল্লাহ্র মর্জ্জি আপনি সহজেই ইহা করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা বিপদগ্রস্ত— তাহারা কি করিবে ; সকল সময় যে— তাহাদিগকে দুন্ইয়াদারগণের সহিত বিচরণ করিতে হয় ! আপনি এই নে'য়মাতের মূল্য জানিবেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে থাকিবেন। তালেব বা মুরীদগণের অবস্থা সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে তাহাদের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। অধিক আর কি লিখিব!!

১০৩ মকতুব

শায়েখ হামিদ আজমিরীর নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের জন্য ছালাম। ভ্রাতঃ শায়েখ হামিদ, আপনার পুতঃ পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। এইরূপ ফেৎনা-ফাছাদ ও বিপর্য্যয়ের জামানায় যদি কাহারও সংসর্গে জনসাধারণের— আল্লাহ্তায়ালার প্রতি আকাঙ্ক্ষা লাভ হয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল বস্তু হইতে তাহাদের অন্তর্জ্জগত শিথিল হয়, তাহা যে কত উচ্চ নে'মত তাহা বলাই বাহুল্য ! ইহা সত্ত্বেও ভ্রাতঃ আপনি এই সৌভাগ্য লাভে গৌরবান্বিত হইবেন না, এবং স্বীয় কার্য্য (আত্মীক ছবক ইত্যাদি) হইতে বিরত

থাকিবেন না। কথায় বলে, "এখনও দিল্লী বহুদূর"— মনে হয় না যে, আপনার আত্মীক উন্নতি এক শতাংশও পূর্ণ হইয়াছে। মুরীদগণ প্রারম্ভে যে অবস্থা এবং লজ্জত প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহাকে শিশুদিগের 'আলিফ', 'বা' হরফের মত জানিবেন। বর্ণমালা পাঠ সমাপ্ত করিয়া মৌলভী বা পণ্ডিত হওয়াই উদ্দেশ্য এবং এই লজ্জত আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির দ্বারা যেন বিশিষ্ট বেলায়েতের মর্ত্তবায় {পয়গাম্বর (আঃ) গণের নৈকট্যের স্তরে} প্রবেশ করিতে পারেন।

এখনও বহুদূরে, তাঁর সিংহাসন—
পাইয়াছি, ভাবা ভাল নহে কদাচন।

সকল সময় নিজের কার্য্যে লিপ্ত থাকা উচিত। বহির্জ্জগত ও অন্তর্জ্জগত শরীয়ত ও তরীকত দ্বারা সুসজ্জিত রাখিবেন। অন্যের পূর্ণতা সাধন স্বীয় পূর্ণতার শাখাতুল্য, যাহা বিশিষ্ট বেলায়েত অর্থাৎ বেলায়েতে কোবরার দরজা (স্তর)। আপনার সংস্রবে তালেবগণ যখন সরল পথ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং আত্মীক প্রেরণা প্রাপ্ত হন, যদিও তাহারা ফানা-বাকা পর্য্যন্ত উপনীত হন নাই ; তথাপি উহাই তাহাদের জন্য যথেষ্ঠ এবং এই সময় ইহাই স্পর্শমণিতুল্য ; অতএব ইহা (শিক্ষা প্রদান) করিতে থাকিবেন। অবশ্য এস্তেখারা এবং মনোনিবেশের পর যাহাকেই— তরীকত শিক্ষা প্রদান করিবেন— অনুকূল হইবে ; বরং ইহা করাই অনিবার্য্য। এই কার্য্যে সকল সময় ভীত ও সশঙ্কিত থাকিবেন ; যেন এই পথে শয়তান প্রবেশ করিয়া আপনার উপর প্রবল না হয়। আল্লাহ্ উহার ক্ষতি হইতে রক্ষা করে। যে সংখ্যা আপনাকে পাঠ করিতে বলিয়াছিলাম, তাহা যদি সমাপ্ত হইয়া থাকে, তবে পুনরায় উহার দ্বিগুণ সংখ্যা আরম্ভ করিবেন। তাহার পর সংবাদ নিবেন, অবস্থার অনুকূল যাহা হয়, অবগত করান যাইবে ইন্‌শা-আল্লাহ্। আপনার বন্ধু-বান্ধবগণকে আমার দোয়া বলিবেন। যে পত্র সৈয়দ ইয়াহইয়া লিখিয়াছে তাহাও পাইয়াছি। আল্লাহ্‌পাকের শোকর গুজারী যে, এই সময়— যাহা কিয়ামতের অতি নিকটবর্ত্তী, কেননা "বদ্ লোকদিগের মধ্যে কিয়ামত হইবে"— ইহা হাদীছ শরীফে আসিয়াছে। অথচ সকলের মন আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি আকৃষ্ট-বিহ্বল ও আকাঙ্ক্ষিত আছে। বন্ধুগণের নিকট হইতে অনুপস্থিত ও

দূর হইতে দোয়া ও সুস্থতার সহিত খাতেমা-বিল-খায়েরের ফাতেহা কামনা করি।

হে, আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, তুমি সর্ব্ব-শক্তিমান। প্রারম্ভে এবং অবশেষে ছালাম।

১০৪ মকতুব

হজরত মখদুমজাদা— খাজা মোহাম্মদ ছাঈদ ও খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাজীঃ)-এর নিকট কতিপয় উচ্চ মাকাম লাভের সুসংবাদ প্রদান করিয়া লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। স্নেহাস্পদ বৎসগণ— বহুদিন হইতে স্বীয় বাহ্যিক ও আত্মীক অবস্থা অবগত করাইতেছেন না। হয়তো দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে দূরবর্ত্তীগণের অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাদেরও আর-হামুর-রাহেমীন (সর্ব্বাধিক করুণাময়) মালিক আছে। আল্লাহ্পাকের ফরমান, "স্বীয় দাসের জন্য আল্লাহ্ কি যথেষ্ট নহে" ? ইহা গরীব ফকীরগণের সান্তনাসূচক বাক্য। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আপনারা এত অমনোযোগী থাকা সত্ত্বেও সদা-সর্ব্বদা আপনাদের অবস্থার প্রতি মনের লক্ষ্য আছে এবং আপনাদের পূর্ণতা কামনা করিতেছে। গত দিবস ফজরের নামাজের পর মোরাকাবা বা মৌনাবলম্বন করার মজলিশে প্রকাশ পাইল যে, আমার একটি সুন্দর পোষাক ছিল, তাহা আমা হইতে পৃথক হইয়া গেল এবং অন্য আর এক পরিচ্ছদ তদস্থলে আসিল। আমার মনে জাগিল যে, এই অপসারিত পরিচ্ছদ কাহাকেও প্রদত্ত হইবে কি-না এবং মনে আশা হইল যে, ইহা যদি কাহাকেও প্রদান করা হয়, তবে প্রিয় বৎস মোহাম্মদ মাছুমকে দেওয়া হউক। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম যে, উহা উক্ত প্রিয় বৎসকে প্রদত্ত হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ তাহাকে পরিধান করানো হইয়াছে। আমার এই অপসারিত পরিচ্ছদটি কাইউমিয়াত (পদ বিশেষ)-এর ব্যাপার ছিল। ইহা প্রতিপালন ও পূর্ণ করার জন্য এত দীর্ঘ দিনের আবশ্যক হইয়াছিল। অপর নূতন পরিচ্ছদটির কার্য্য

যখন পূর্ণ হইবে ও খুলিয়া ফেলার সময় আসিবে, তখন আশা করি, উহা পূর্ণ অনুকম্পা বশতঃ স্নেহাস্পদ বৎস মোহাম্মদ সাঈদকে প্রদত্ত হইবে। সদা-সর্ব্বদা আমি আল্লাহ্পাকের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি এবং দোওয়া কবুল হওয়ারও চিহ্ন পাইতেছি এবং স্নেহাস্পদ বৎসকে ইহার যোগ্যতা সম্পন্ন বলিয়া জানিতেছি। অসম্ভব কিছুই নহে বোজর্গের তরে। তাঁহার যোগ্যতা যাহা আছে, তাহাও আল্লাহ্পাকের প্রদত্ত।

আপন গৃহের নহে এসব আমার—
সবই দিয়াছ তুমি, আমিও তোমার।

আল্লাহ্পাক ফরমাইতেছেন, "হে দাউদের বংশধরগণ— তোমরা শোকর-গোজারী কর, আমার শোকর-গোজার বান্দা অতি অল্প সংখ্যক"। জানিবেন যে, শোকর-গোজারী বা কৃতজ্ঞতার অর্থ— বান্দার ব্যয় করা। অর্থাৎ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন যে ইন্দ্রিয়কে যে কার্য্যের জন্য আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে সেই কার্য্যে ব্যয় করা বা খাটান। যদি ইহা না হয়, তবে আল্লাহ্পাকের শোকর-গোজারী বা কৃতজ্ঞতা পালন হইল না। আল্লাহ্পাক তৌফিক ও সুযোগ সুবিধা প্রদানকারী। বর্ণিত এল্ম সমূহ আল্লাহ্পাকের গুপ্ত রহস্যের অন্তর্ভুক্ত ; যদিও ইহা আমি অবাধে বলিতেছি, তথাপি ইহা গুপ্ত রাখাই কর্ত্তব্য— সর্ব্ব সাধারণ যাহাতে বিভ্রান্ত ও সমস্যায় পতিত না হয়। দ্বিতীয়তঃ যে কঠিন বিষয়টি ছিল এবং ভাবিয়া ছিলাম যে— উহা আলমে মেছাল বা উদাহরণিক জগতের ছিল, ইতিমধ্যে তাহার সমাধান হইয়া গিয়াছে ; তাহার কিছুই গুপ্ত রহে নাই। এ বিষয়ে হজরত খাজা মইনুদ্দিন (রাঃ)-এর আত্মীক সাহায্য ছিল। মোহাম্মদ মাছুমও বোধহয় ইহা বাহ্যতঃ মনে পোষণ করিত। ওয়াচ্ছালাম॥

১০৫ মকতুব

শায়েখ হাছান বরকীর নিকট— তাঁহার পত্রোত্তরে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

সম্মানীত ভ্রাতঃ শায়েখ হাছান— আল্লাহ্‌পাক আপনার শেষ ফল আহসান বা উৎকৃষ্টতর করুন। আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনি স্বীয় এল্‌ম মারেফতের বিষয় লিখিয়াছেন ; তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত শান্তি লাভ করিলাম। আল্লাহ্‌পাকের শোকর-গোজারী যে, আপনার এই এল্‌ম সমূহ সত্য ও মারেফত সমূহ সঠিক এবং কোরআন হাদীছের অনুকূল ও উদ্ধার প্রাপ্ত দলের মতের সমতুল্য। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে ইহার প্রতি কায়েম বর্ত্তমান রাখুন এবং আপনার উচ্চ মনোবাঞ্ছার চরম প্রান্তে উপনীত করুন (আমীন)। বেদআত বা নূতন আবিষ্কৃত কার্য্যসমূহ অপসারিত করার বিষয় লিখিয়াছেন। এইরূপ বেদআতের জুলমত ও তমসার মধ্যে কোনো সাহসী ব্যক্তি যদি কোন এক বেদ্‌আত অপসারিত এবং ছুন্নত প্রচলিত করার সুযোগ প্রাপ্ত হয়— তবে তাহা যে কত বড় নেয়্‌মত তাহা বলাই বাহুল্য। ছহী হাদীছে আসিয়াছে, "কোন ছুন্নত কার্য্য উঠিয়া যাওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি পুনরায় উহাকে প্রচলিত করে বা পুনর্জ্জীবিত করে, সে ব্যক্তি একশত শহীদের ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে"। এই হাদীছ হইতে এই কার্য্যের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন। অবশ্য ইহা লক্ষ্য করিয়া চলিবেন, যেন কোন ফাছাদ বা গোলযোগের সৃষ্টি না হয় এবং এক নেকী লাভ করিতে যাইয়া অসংখ্য পাপের সম্মুখীন হইতে না হয়। যেহেতু ইহা শেষ জমানা এবং ইছলামের দুর্ব্বলতার সময়। আপনি যে রেছালা পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আল্লাহ্‌পাকের শোকর-গোজারী যে, উহাতে এ ফকীরের অনুকূল বহু এল্‌ম মারেফাত আছে এবং কাশ্‌ফ বা আত্মীক বিকাশও এ ফকীরের অনুরূপ হইয়াছে ; আপনার লক্ষ্য অতি উচ্চ। আপনার পত্র যাহাতে স্বীয় আত্মীক অবস্থা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা খাজা মোহাম্মদ হাশেম কাশ্মীরীকে প্রদান করিয়াছিলাম, যেন তিনি উত্তর লিখার সময় তাহা হাজির করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এইহেতু বিস্তৃত উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। যাহা স্মরণ ছিল তাহা লিখিলাম। সংক্ষেপে বলিতেছি যে, আপনার অবস্থা সমূহ পছন্দনীয় এবং এল্‌ম মারেফত সমূহ সত্য।

দ্বিতীয়তঃ জনাব মরহুম মগফুর মওলানা আহ্‌মদের সন্তানদিগকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করার বিষয় আপনি নিজেই চেষ্টা করিবেন এবং জাহেরী-বাতেনী

আদব শিক্ষা প্রদানের নির্দ্দেশ দিবেন। তথাকার বন্ধুগণ এবং মোছলমান ভ্রাতৃগণ সকলকে দৃঢ়ভাবে শরীয়ত প্রতিপালন এবং ছুন্নতের অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিবেন। বেদ্‌আত, ইত্যাদি কার্য্য হইতে ভীতি প্রদর্শন করিবেন ; আল্লাহ্‌পাক তৌফিক প্রদানকারী। তৃতীয় খণ্ডের কতিপয় মকতুব খাজা মোহাম্মদ হাশেমের দ্বারা লিখিয়া পাঠাইয়াছি, আল্লাহ্‌পাক আপনাকে তদ্বারা উপকৃত করুন। আমার অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের। কখনও এল্‌মে মারেফাত লিপিবদ্ধ করার অত্যন্ত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা হয় এবং কখনও গুপ্ত রহস্য সমূহ অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হওয়া সত্ত্বেও লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ হয় না ; বরঞ্চ ঘৃণা জন্মে— এমন কি কলম ধরিতেও ইচ্ছা করে না ! এইহেতু আপনার পত্রের উত্তর সমূহে অনেক সময় বিলম্ব হয়। অনিচ্ছাকৃত কিছু লিখিতে পারি না। অবশিষ্ট অবস্থা আল্লাহপাকের শোকর-গোজারীর উপযোগী। আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহে সৈন্যে অবস্থান হইতে মুক্তি লাভ হইয়াছে। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে সুদৃঢ় ও কায়েম রাখুন এবং তথাকার বন্ধুগণকে খাছ দোয়া করিতেছি। ওয়াচ্ছালাম ॥

১০৬ মকতুব

হজরত মখদুমজাদা (রাঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন।

প্রিয় বৎসগণ— আপনাদের পত্র পাইয়াছি। আপনারা ভাল আছেন। অদ্য যে নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা লিখিতেছি। মনোযোগসহ শ্রবণ করিবেন।

অদ্যকার রাত্রি যাহা শনিবার রাত্রি, তাহাতে আমি জনৈক বাদশাহের মজলিশে গিয়াছিলাম এবং রাত্র এক প্রহর পর ফিরিয়াছি। তৎপর হাফেজের নিকট হইতে তিন পারা কোরআন শরীফ শ্রবণ করিয়া যখন দুই প্রহরের অধিক রাত্রি অতিবাহিত হইল, তখন নিদ্রা দেখা দিল ও ঘুমাইলাম। সকালের জেকেরের হাল্‌কার পর রাত্রি জাগরণের ফলে ঘুমাইতে হইল। তখন স্বপ্নে দেখিলাম যে, হজরত রছুলুল্লাহ্ (দঃ)— মাশায়েখ ও বোজর্গগণের অভ্যাস অনুযায়ী— যাহা তাঁহারা স্বীয় খলিফাবৃন্দের জন্য এজাজত নামা বা শিক্ষা প্রদানের আদেশ পত্র লিখিয়া দেন, তদ্রূপ তিনি এ ফকীরের জন্য এজাজত নামা

লিখিয়া দিলেন ; আমার বন্ধুগণের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাশ পাইল যে, উক্ত এজাজত নামা প্রবর্ত্তিত করার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন আছে। বিঘ্নের কারণও তখন জানা গেল। উক্ত বন্ধু যিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি যেন এজাজত নামাটি হজরত রছুল করীম (দঃ)-এর দরবারে লইয়া গেলেন এবং রছুল (দঃ) উহার পৃষ্ঠে পুনরায় স্বয়ং লিখিলেন অথবা লেখাইয়া লইলেন, যাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তিনি যে করাইলেন তাহা জানিতে পারিলাম। উহা লিখার পর স্বীয় মোহর দ্বারা উহাকে পরিশোভিত করিলেন। উক্ত এজাজত নামার গর্ভে লেখা ছিল যে, "পার্থিব এজাজত নামার পরিবর্ত্তে পারলৌকিক এজাজত নামা প্রদত্ত হইল"। ইহার দ্বারা শাফায়াতের মাকামের অংশ প্রদান করিলেন। কাগজ দীর্ঘাকারের ছিল এবং বহু ছত্র লিপিবদ্ধ ছিল। আমি উক্ত বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, প্রথম এজাজত নামা কোন্‌টি এবং দ্বিতীয় এজাজত নামা কোন্‌টি। আমি উক্ত সময় নিজেকে হজরত (দঃ)-এর সহিত একই স্থানে পাইতেছিলাম, যেরূপ পিতার সহিত পুত্র একত্রে জীবন-যাপন করে। যেন হুজুর (দঃ) ও তাঁহার পবিত্র পরিবারবর্গ কেহই আমার অপর নহেন। আমি উক্ত কাগজখানা ভাঁজ করিয়া হাতে লইয়া আপন পুত্রবৎ তাঁহার হেরেম শরীফে (পবিত্র অন্দর মহলে) প্রবেশ করিলাম। উম্মহাতুল মুমেনীনগণের যিনি জ্যেষ্ঠা ছিলেন তিনি আমাকে ডাকিয়া হজরত (দঃ)-এর সম্মুখে কোন এক খেদ্‌মতের নির্দ্দেশ দিলেন এবং বলিলেন যে, তোমার অপেক্ষায় ছিলাম ; এই সকল কার্য্য করিতে হইবে। ইতিমধ্যে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উক্তরূপ বিলম্ব হওয়ার কারণ— মন হইতে দূর হইয়া গেল। যতই চক্ষু খুলিতেছিল, ততই উক্ত ঘটনার বৈশিষ্ট্য সমূহ দূর হইতেছিল। আপনার জানা থাকিতে পারে যে, আমি এ বিষয় পূর্ব্বেও বলিয়াছিলাম যে, এই নেছ্‌বত বা আত্মীক সম্বন্ধ অতি উচ্চ সম্বন্ধ। ইহা যথাযথভাবে প্রকাশ পায় না। আমার মনে হইতেছিল যে, ইহা পূর্ণরূপে প্রকাশ পাওয়া পরকালের জন্য গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। তখন ইহার শ্রেষ্ঠ বিনিময় পাওয়া যাইবে। অদ্যকার এই স্বপ্ন দ্বারা পূর্ব্বের ঘটনা সমূহের সান্তনা লাভ হইল। কেয়ামত নিকটবর্ত্তী এবং

জুলমতের আধিক্যের সময়। এ সময় শ্রেষ্ঠত্ব ও নূরের উজ্জ্বলতা কোথায় ! কিন্তু যদি হজরত মেহেদী আলায়হে রেজওয়ান বাহ্যিক খেলাফতের সহায়তা করেন এবং ইহার প্রচলন প্রদান করেন। আল্লাহ্তায়ালার শোকর গোজারী যে, অদ্য নানা প্রকারের মজাদার খানা প্রস্তুত হইয়াছে। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর পবিত্র রূহের প্রতি বখশাইয়া দেওয়ার নিয়তে পাক করিতে বলিয়াছি এবং খুশীর মজলিশ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছি। পত্র-বাহকগণও হয়তো উহা ভক্ষণ করিতে পারিবেন। অন্য এক পত্রে লিখিয়াছি, এক স্বপ্নের বিষয় যে, তৃতীয় বন্ধুকে চাকুরী প্রদান করিলেন না ; কিন্তু কিছুদিন পর প্রকাশ পাইল যে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকেও গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহার চিহ্নও প্রকাশ পাইল। এজন্য ও যাবতীয় নেয়মতের জন্য আল্লাহ্পাকের শুকরিয়া আদায় করিতেছি। ইতিমধ্যে ক্বচিৎলব্ধ আশ্চর্য্য ধরনের মারেফত ও এল্‌ম প্রকাশ হইতেছে। তাহা হয়তো ছূফীগণের প্রচলিত হইয়া যাইবে এবং পর পর প্রকাশ পাইবে। সন্তানগণ দূরবর্ত্তী। জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে— কি-যে হইবে ; যাহা হউক আল্লাহ্ তায়ালা যাহাই করেন তাহাই মঙ্গল, এই বলিয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকি।

হে-আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের সমূহ কার্য্য সরল করিয়া দাও। যে ব্যক্তি সরল পথে চলে, তাঁহার প্রতি ছালাম।

১০৭ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ আশরাফের নিকট লিখিতেছেন। হাম্‌দ, ছালাত ও দোয়ার পর— প্রিয় ভ্রাতঃ ! আপনার পত্র পাইয়া জানিতে পারিলাম যে— সুস্থ আছেন। আল্লাহ্পাকের শোকর-গোজারী। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, রাবেতার (পীরের আকৃতি স্মরণের) মধ্যে ব্যাঘাত জন্মিতেছে এবং এবাদত করিতে লজ্জত প্রাপ্ত হইনা। জানিবেন, যে কারণে রাবেতার মধ্যে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে তাহাই লজ্জত প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক। ব্যাঘাত জন্মার কারণ— কখনও কব্‌জ (আত্মিক

সংকোচন) এবং কখনও অন্তঃকরণে মলিনতার সৃষ্টি হইয়া থাকে, যাহা ভুল-ভ্রান্তির দ্বারা হয়, যদিও সামান্য হউক না কেন ! প্রথম কারণটি নিন্দনীয় নহে ; বরং তরীকা চলার ইহা আনুষঙ্গিক। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটির জন্য— তওবা এস্তেগফার ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা উচিত, যাহাতে আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে উহার তাছির চলিয়া যায়। অতএব, যখন 'কব্জ' দ্বারা বিঘ্ন হইতেছে, অথবা ভুল-ভ্রান্তির মলিনতা দ্বারা— ইহা পার্থক্য করা কঠিন, তখন সকল সময় তওবা এস্তেগফার করা উপকারী হইয়া থাকে। আল্লাহ্পাক যেন সকল সময় অবিচলিত রাখেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

১০৮ মকতুব

মোল্লা তাহের খাদেমের নিকট লিখিতেছেন।

যে সকল কার্য্যকলাপ আছলের-আছল (মূলের-মূল) বস্তুর সহিত সম্বন্ধিত, তাহা দুই প্রকার। এক প্রকার যাহা উদাহরণিক আকৃতি বা অন্য বস্তুর কোন বস্তু দ্বারা উপলব্ধি করা যায় ; ইহা ঐ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, যে- পর্য্যন্ত উক্ত মাকাম সমূহে ছয়ের হয়। যাহা বিশ্ব-জগতের সহিত নামতঃ কিংবা কোন প্রকার সম্বন্ধ ও সম্পর্ক রাখে। ইহা রেজা বা সন্তুষ্টি নামক মাকামের শেষ প্রান্তে ভ্রমণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। যখন কোন ব্যক্তি রেজার মাকামের ঊর্ধ্বে ছয়ের করে, তখন তথা হইতে তাহার কিছুই উপলব্ধি হইবে না ; উদাহরণিক আকৃতি দ্বারা বা অন্য কোন বস্তু দ্বারাও হইবে না। তখন উক্ত আরেফ (সাধক) ঊর্ধ্বের মাকামে যে উন্নতি করিয়াছে, তাহা ব্যতীত তাহার আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। এই মাকামসমূহের নবুয়ত রেছালাত ইত্যাদি নামও থাকে না। আশাকরি আগামীতে আল্লাহ্পাক বেহেশ্তের মধ্যে উক্ত মাকাম সমূহের জ্ঞান প্রদান করিবেন। এই মাকামের শেষ সেই উচ্চ বিশিষ্ট মর্তবা যাহা মৌখিক বলা হইয়াছে।

ওয়াচ্ছালাম ॥

১০৯ মকতুব

মখদুমজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাজীঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন। ঘটনাক্রমে ইহা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

অহম বা ধারণার স্তর এমন এক বস্তু যে স্থলে 'নমুদে বেবুদ' অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীন দৃশ্য (দেখা যায় কিন্তু মূলে কিছুই নাই) হইয়া থাকে। যেরূপ জায়েদ নামক ব্যক্তির আকৃতি দর্পণে পরিদৃষ্ট হইলে, বলা যাইবে যে, তথায় নমুদে বেবুদ আছে ; কেননা দর্পণে উক্ত আকৃতির কোনই অবস্থিতি নাই ; তথায় ধারণাকৃত দৃশ্য ব্যতীত কিছুই বিদ্যমান নাই। সত্য কাশ্‌ফ এবং সঠিক বিকাশ দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্ণ ক্ষমতাবলে বিশ্ব-জগতকে এই স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বীয় পূর্ণতম কারিগরি— বলে উক্ত বিকাশকে অস্তিত্বে পরিণত করিয়াছেন। উক্ত স্তরে যদিও 'নমুদে বেবুদ' আছে ; কিন্তু যখন জগত উক্ত স্তরে সৃষ্টি হইয়াছে, তখন উহা 'নমুদে বেবুদ' বা অস্তিত্ব সম্পন্ন দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে। যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টি বিদ্যমানতা, অবস্থিতি এবং অস্তিত্ব প্রদানকারী। অতএব, যখন ইহা 'নমুদে বেবুদ' হইল, তখন বাস্তবে পরিণত হইল ও ইহার প্রতি সত্য আদেশ নিষেধাদি প্রবর্ত্তিত হইল। এই ধারণার স্তর, এল্‌ম এবং খারেজ (জ্ঞান ও বহির্জ্জগত)-এর স্তরের বিপরীত ও বহির্ভূত। এই স্তর এল্‌মের স্তর হইতেও বহির্জ্জগতের স্তরের অধিকতর সামঞ্জস্য ও আনুরূপ্যধারী, অর্থাৎ ইহার অবস্থিতি খারেজী বা বহির্জ্জগতস্থিত বস্তুর অবস্থিতির অনুরূপ। কিন্তু এল্‌মস্থিত বিদ্যমানতা ইহার বিপরীত। উহাকে চিত্তপটে অবস্থিত বলা হইয়া থাকে ; বহির্জ্জগতস্থিত অস্তিত্ব উহার বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত। যে বিকাশ ধারণার স্তরে হয়, তাহাও বহির্জ্জগতের বিকাশের সহিত পূর্ণ আনুরূপ্য রাখে। কিন্তু এল্‌মের স্তর ইহার বিপরীত, তথায় শুধু গুপ্ততা ও নিবিড়তা মাত্র। ধারণার স্তরে বহির্জ্জগতের স্তরের প্রতিচ্ছায়া প্রদান করিয়া যেন বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বহির্জ্জগতের অস্তিত্বের প্রতিচ্ছায়া দ্বারা উক্ত বহির্জ্জগতের প্রতিচ্ছায়ার স্তরে বিশ্ব-জগতকে

অস্তিত্ববান করিয়াছেন। অতএব খারেজ বা বহির্জ্জগতে আল্লাহ্তায়ালার এক জাত ব্যতীত অন্য কিছুই অস্তিত্ববান নাই ; এবং উক্ত খারেজের প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে প্রতিবিম্বিত অস্তিত্ব কর্ত্তৃক এইরূপ একাধিক্যতা ও প্রাচুর্য্য সহ আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি দ্বারা বিশ্ব-জগত বিদ্যমান আছে। অতএব, খারেজের মধ্যে প্রকৃত বস্তু এক এবং খারেজের প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে প্রকৃত বস্তু একাধিক, যেরূপ এল্‌মের স্তরেও প্রকৃতবস্তু একাধিক। সুতরাং কখনো এক বস্তুও প্রকৃত হয়, আবার কখনো একাধিক বস্তুও— প্রকৃতবস্তু হয়। অবশ্য প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক হিসাবে হইয়া থাকে, ইহাতে কোনই বাধা নাই। এই খারেজ এবং অজুদ যাহা বিশ্ব-জগতে আছে, তাহা যেরূপ প্রতিবিম্বজাত ; তদ্রূপ তাহার মধ্যে যে সকল গুণাবলী আছে যথা— জীবনীশক্তি, বিদ্যা, ক্ষমতা ইত্যাদি তাহাও আল্লাহ্পাকের অবশ্যম্ভাবী জাতের গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া। বরং বিশ্ব-জগতের অবস্থিতির মধ্যে যে বাস্তবতা প্রমাণ করা হইয়াছে, তাহাও বহির্জ্জগতের বাস্তবের প্রতিচ্ছায়া বটে।

স্বীয় গৃহ জাত নহে, এ সব আমার ;
তুমিই দিয়াছ সব, আমিও তোমার।

আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন— "তোমার প্রভুর প্রতি লক্ষ্য করোনা ? তিনি কিভাবে প্রতিচ্ছায়া বিস্তার করিয়াছেন।"

প্রশ্নঃ— আপনি স্বীয় পুস্তকাদিতে লিখিয়াছেন যে, জেল্ বা প্রতিবিম্বের মধ্যে যাহা আছে, তাহা মূলবস্তু হইতে সমাগত। মূলবস্তুর আমানতদারী বা গচ্ছিত বস্তু রক্ষাকারী হওয়া ব্যতীত প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে অন্য কোন গুণ নাই। যদি যোগ্যতা সম্পন্ন বা সুযোগ্য সাধক তাহার মধ্যে যে সকল উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিচ্ছায়া হিসাবে ছিল অর্থাৎ অস্তিত্ব ও তাহার আনুষঙ্গিক পূর্ণতাসমূহ যাহা ছিল তাহা যখন স্বীয় মূল বস্তুকে প্রদান করে ও নিজেকে উক্ত গুণসমূহ হইতে শূন্য বলিয়া জানে, তখন সে ফানা বা বিলীনতায় পরিণত হয় ও তাহার কোনই নাম-নিশানা বর্ত্তমান থাকে না। এ কথার উদ্দেশ্য বা ফলাফল কি এবং পূর্ণতাসমূহ মূল বস্তুকে প্রদানের অর্থ কি ? পরন্তু সাধক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহার ফানা বা লয় প্রাপ্তি— কিভাবে সংঘটিত হয় ?

উত্তরঃ— এই ফানার উদাহরণ এই যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের নিকট হইতে ধার করিয়া বস্ত্র সমূহ লইয়া পরিধান করে ; সে জানে যে, এই বস্ত্রগুলি তাহার নিজস্ব নহে ; বরং অপরের এবং সে অন্যের নিকট হইতে ধার করিয়া উহা পরিধান করিয়াছে। যখন তাহার এই ধারণা ও বিশ্বাস প্রবল হইবে ও পূর্ণতা লাভ করিবে, তখন উক্ত বস্ত্র সমূহ তাহার দেহে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও উহা বস্ত্রের মালিককে যেন প্রদত্ত হইবে এবং সে যেন নিজেকে উলঙ্গ বলিয়া প্রাপ্ত হইবে ; এ পর্য্যন্ত যে, সে যেন নিজের উলঙ্গ থাকার জন্য স্বীয় সঙ্গিগণের নিকট লজ্জিত হইবে ও গৃহ-কোণে অবস্থান করিবে। উক্ত সাধকের 'অজুদ' বা অস্তিত্ব যখন 'অহম' বা ধারণার স্তরে সৃষ্ট, তখন উক্ত ধারণা হিসাবে তাহার 'ফানা' হওয়াই তাহার জন্য যথেষ্ট। কেননা এই ধারণার প্রাবল্য তাঁহাকে কল্বের এক্কীন বা মনের দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত করিবে এবং ইহা তাঁহাকে অনুভূতি সম্পন্ন করিবে (অর্থাৎ সে ইন্দ্রিয় দ্বারাও ইহা অনুভব করিতে পারিবে) ; যেহেতু উক্ত ইন্দ্রিয়গুলিও ধারণার স্তরে সৃষ্টি হইয়াছে। যখন ফানা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য যাহা— তাহা সাধিত হয়। কেননা ফানা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য প্রতিচ্ছায়ার আকর্ষণ নিবারিত হওয়া ও মূল বস্তুর আকর্ষণ লাভ করা। যখন প্রতিচ্ছায়া সমূহ মূল বস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন করা সঠিক হয় এবং অনুভূতি দ্বারা তাহা বুঝিতে পারে, তখন প্রতিচ্ছায়ার সহিত তাহার আকৃষ্টতা ও বন্ধন চলিয়া যায় ও তদস্থলে মূল বস্তুর বন্ধন ও আকৃষ্টতা লাভ হয়। যদি তাহার এই ধারণা হাছিল না হইত, তাহা হইলে প্রতিচ্ছায়ার বন্ধন অন্তর্হিত হওয়ার সৌভাগ্য তাহার লাভ হইত না। পরন্তু এ-পথের সম্পূর্ণ নির্ভর চিন্তা ও ধারণার উপর অবস্থা ও প্রেরণা যাহা এ পথের আংশিক অর্থ ও সম্পদ, তাহাও অহম বা ধারণা কর্ত্তৃক অনুভূত হয়। সাধকগণের তাজাল্লীর বা আবির্ভাব প্রাপ্তি ও অবস্থার পরিবর্ত্তন সমূহ আত্মিক পরিদৃষ্ট চিন্তা-দর্পণে লাভ হইয়া থাকে। যদি ধারণা না হইত, তাহা হইলে জ্ঞান খর্ব হইত ; যদি চিন্তা না হইত তবে (আত্মীক) অবস্থা গুপ্ত ও বিলুপ্ত হইত। এ পথে ধারণা ও চিন্তার সমতুল্য অন্য কোন বস্তু অধিক উপকারী বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উহার (চিন্তার) অধিকাংশ অনুভূতি ও বিকাশ বাস্তবের অনুরূপ।

ধারণা এমন এক বস্তু যাহা বান্দা ও রবের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের পথ অল্প সময়ে আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে অতিক্রম করাইয়া দেয় এবং মিলনের স্তর সমূহে উপনীত করে— এই ধারণাই গুপ্তের-গুপ্ত স্তরের সূক্ষ্ম রহস্য সমূহ স্বীয় দর্পণে বিকশিত করিয়া যোগ্য সাধককে উহার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে। ধারণার ইহাও একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষ যে, আল্লাহ্পাক উহার মধ্যেই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকরণ মনোনীত করিয়াছেন এবং উহাকে স্বীয় পূর্ণতা সমূহের আবির্ভাবস্থল করিয়াছেন। খেয়াল বা চিন্তার ইহা একটি বোজর্গী বা সম্মান যে, আল্লাহ্পাক উহাকে আলমে মেছাল বা উদাহরণিক জগতের নিদর্শন করিয়াছেন, যাহা যাবতীয় জগত হইতে অধিক প্রশস্ত। এ পর্য্যন্ত যে অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবারও তথায় একটি আকৃতি আছে বলিয়া বলা হইয়া থাকে। একথার নির্দ্দেশ আছে যে, আল্লাহ্পাকের মেছেল অর্থাৎ অনুরূপ বস্তু নাই ;কিন্তু মেছাল বা উদাহরণ আছে। "আল্লাহ্র মেছাল বা উদাহরণ অতি উচ্চ" (কোরআন), যাহাকে সাধক স্বীয় চিত্তপটে— অনুভব করে, তাহা অবশ্যম্ভাবী বিষয় সমূহের আকৃতি, সাধক উহার আস্বাদে উহা লাভ করার জন্য উন্নতি করিতে সক্ষম হয়।

প্রশ্নঃ— বর্ণিত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, ফানা এবং বিলীনতা খেয়াল ও চিন্তার দ্বারা হইয়া থাকে। যদিও উহা অন্তঃকরণে দৃঢ় বিশ্বাস ও অনুভূতি আনয়ন করে এবং যদিও সত্য হুকুম সমূহ তাহার প্রতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; যদিও উহা বাস্তব হিসাবে নহে, কিন্তু আপনি স্বীয় পুস্তকাদিতে লিখিয়াছেন যে, এই ফানা বাস্তব হিসাবে হয় এবং সাধকের আয়েন-আছর অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন অন্তর্হিত হয়। ইহার প্রকৃত ব্যাপার কি ?

উত্তরঃ— যখন প্রতিচ্ছায়ার অস্তিত্ব— প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীয় মূল বস্তুর সহিত সম্মিলিত হওয়া সঠিক হয়, এবং অনুভূতির দ্বারাও ইহা উপলব্ধি হয়, তখন উক্ত অস্তিত্ব অপসারিত হওয়া বলা হইয়া থাকে এবং ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন অন্তর্হিত হওয়া ইহাকেই— বলা হয়।

প্রশ্নঃ— অস্তিত্বের এইরূপ ফানা প্রাপ্তি ফানা লাভকারী সাধকের বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সত্য কি-না ?

* (এই মকতুব অপূর্ণ ছিল বলিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় নাই)

১১০ মকতুব

ইহাও হজরত মখদুমজাদা খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাজীঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন। আরেফ বা পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থার বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

যখন কোন আরেফ প্রতিবিম্বের মাকাম সমূহ অতিক্রম করিয়া মূলের-মূল বস্তুতে উপনীত হয়, তখন— তাঁহার এল্‌ম বা জ্ঞান যাহা বস্তু সমূহের সহিত সম্বন্ধিত ছিল, তাহা প্রতিবিম্বিতের বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ বস্তু সমূহ তাঁহার জানা থাকে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে উহার (বস্তু সমূহের) কিছুই লব্ধ হয় না। কেননা তাঁহার মধ্যে বস্তু সমূহের যাহা কিছু লব্ধ ছিল, তাহা উক্ত বস্তুর আকৃতি ও প্রতিচ্ছায়া ছিল, অবিকল উক্ত বস্তুটি ছিল না। যেরূপ এল্‌মের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, উহা বস্তুর আকৃতি আকল বা জ্ঞান পটে লাভ হওয়া। আবার ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, জ্ঞান পটে বস্তুর যাহা লাভ হয় তাহা উক্ত বস্তুর অনুরূপ ও উদাহরণ মাত্র, স্বয়ং বস্তুটি নহে। যথা— প্রকাশ্য কাশ্‌ফ ও সত্য এল্‌হাম ইহার সাক্ষী। ঐ সময় সাধক বিশ্বজগত ও আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তু (বলা) ব্যতীত অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ প্রমাণ করিতে পারে না এবং প্রতিচ্ছায়া বা অবিকল বস্তু ও দর্পণস্থিত বস্তু ইত্যাদি বলা হইতে সরিয়া থাকে। যেহেতু এই বিষয় সমূহ আল্লাহ্‌পাকের জাতী পূর্ণতা সমূহের প্রতি সম্বন্ধিত ও নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত বিশ্বজগত হইতে স্বভাবতঃই বেপরওয়া বা অপেক্ষা রহিত। "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা জগৎবাসীগণ হইতে বেপরওয়া (মুখাপেক্ষীতা রহিত) বা মুক্ত" (কোরআন)। কিন্তু কতিপয় এছ্‌ম ছেফাতের মর্ত্তবা ইহার বিপরীত ; তথায় উল্লিখিত সম্বন্ধগুলির অবকাশ আছে। অতএব, যে পর্য্যন্ত এই মাকাম সমূহ অতিক্রম না করিবে ও মূলের-মূল বস্তুতে উপনীত না হইবে, সে পর্য্যন্ত এই আত্মীক সম্বন্ধ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। এই মাকামে উপনীত—

সাধকের দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু, আল্লাহ্‌র পবিত্র দরবারে উপনীত হইবার রাজ-পথতুল্য হইয়া যায়। এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান, ইহার বিপরীত। উহাতে উক্ত এল্‌মধারী ব্যক্তি প্রত্যেক বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং নিজেই যাবতীয় বস্তুর দর্পণতুল্য হয়। এইরূপ প্রতিচ্ছায়া ও দর্পণতুল্য বস্তু সমূহের আকৃতি উক্ত এল্‌মধারী ব্যক্তিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং উহার জ্ঞান দৃষ্টিকে তাহার বাহিরে যাইতে দেয় না। আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহে যখন প্রতিচ্ছায়া প্রাপ্তির বন্ধন মুক্ত হয়, তখন সৃষ্ট পদার্থ সমূহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু তাহা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু হউক বা আশ্রয় নিরপেক্ষ বস্তু হউক, বহির্জ্জগত হউক অথবা অন্তর্জ্জগত হউক সবই তাহার জন্য গুপ্তের-গুপ্ত স্তরের দ্বারতুল্য হয়।

জানা আবশ্যক যে, উক্ত ব্যক্তি যেরূপ ইতিপূর্ব্বে যাবতীয় বস্তুর দর্পণতুল্য ছিল, সে যাহা কিছু করিত নিজের জন্য করিত এবং যাহা তাহার দ্বারা সংঘটিত হইত তাহা তাহার নিজের জন্য হইত, সে নিয়াত করুক বা না করুক। ইদানিং যখন সে স্বীয় দর্পণকে দর্পণত্ব হইতে বিরত রাখিয়াছে এবং প্রতিচ্ছায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন সে একটি প্রণালী (জল নির্গমন পথ)-তুল্য হয়। তাহাতে যাহা কিছু পতিত হয় তাহা বাহিরে যাইয়া পড়ে। অতএব, সে যাহা করে, নিজের জন্য করে না ; বরং আল্লাহ্‌তায়ালার জন্যই করিয়া থাকে, নিয়াত করুক বা না করুক। যে স্থলে দ্বিধা বা দুইদিকের অবকাশ আছে, সে স্থলে নিয়াত করার আবশ্যক হয়। কিন্তু সঠিক ব্যপারে নিয়াতের আবশ্যক করে না। এই সময় উক্ত সাধকের সহিত মহব্বত বা প্রেম, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেমে উপনীত করে। পক্ষান্তরে তাঁহার সহিত শত্রুতা ও হিংসা— আল্লাহ্‌তায়ালার শত্রুতা ও হিংসায় পরিণত হয়। এইরূপ তাঁহার সম্মান ও সাহায্য আল্লাহ্‌তায়ালার সম্মান ও সাহায্য হয় এবং তাঁহার অবমাননা ও অসম্মান আল্লাহ্‌তায়ালা অসম্মান ও অবমাননায় উপনীত করে। হজরত (দঃ)-এর সহিত তাঁহার ছাহাবাগণের এইরূপ সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ ছাহাবাগণের সহিত মহব্বত বা হিংসা করিলে হজরত (দঃ)-এর সহিত মহব্বত বা হিংসা করা হয়। এইহেতু তিনি ফরমাইয়াছেন— "যাহারা আমার ছাহাবাগণকে ভালবাসিল, তাহারা আমার জন্যই তাঁহাদিগকে

ভালবাসিল, এবং যাহারা উঁহাদের সহিত শত্রুতা করিল তাহারা আমার জন্যই— তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করিল"। আবার এইরূপ হজরত (দঃ)-এর সহিত তাঁহার পরিবারবর্গের সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এই উচ্চ নেছ্বত বা সম্বন্ধ হজরত আলী (রাজীঃ), মাই ফাতেমা (রাজীঃ) এবং হজরত ইমাম হাছান ও হোছাইন (রাঃ হুমার)-এর মধ্যে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল। অবশিষ্ট দ্বাদশ ইমামগণের মধ্যেও ইহা প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া পরিদর্শিত হয়। তাঁহাদের পরে ইহা আর অনুভূত হইতেছে না। ওয়াচ্ছালাম ॥

১১১ মকতুব

শায়েখ নূর মোহাম্মদ নাহারীর নিকট লিখিতেছেন।

কা'বা কাওছায়নের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

আবির্ভূত বস্তুর মধ্যে কা'বা কওছায়নের আবির্ভাবস্থলের (সাধকের) রং (নিদর্শন) প্রকাশ পাইয়া থাকে ; কেননা যে পর্য্যন্ত সাধকের নিজের 'আয়েন', 'আছর' (ব্যক্তিত্ব ও নিদর্শন) অন্তর্হিত হয় নাই ; কিন্তু 'আও আদনার' বা অধিকতর নিকটবর্ত্তীর ব্যাপার ইহার বিপরীত। তথায় আবির্ভাব স্থলের কোন প্রকার হুকুম (ক্রিয়া) ও নিদর্শন বর্ত্তমান থাকে না। এই দ্বিতীয় স্তরের আবির্ভাবস্থল নিশ্চয় অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবা হইতে গৃহীত কোন এক-বস্তু ; উহা একটি বিশিষ্ট প্রতিদান যাহা সাধকের কার্য্য পূর্ণ হইবার পর মূল-বস্তুর মর্ত্তবা হইতে তাহাকে প্রদান করা হয়। উহাকে ছুরাত বা আকৃতি প্রদান করাও বলা যাইতে পারে। ইহা একটি অতি গুপ্ত রহস্য ; যাহার বর্ণনা আল্লাহ্ চাহে অন্যত্র করা যাইবে। সুতরাং এই আবির্ভাবস্থল এমন একটি বস্তু যাহার মধ্যে আদম বা নাস্তির কোন গন্ধ নাই এবং সম্ভাব্যেরও তথায় কোনই সংমিশ্রণ নাই। উক্ত স্তরে যদি গুণান্বিত হওয়া প্রমাণ করা যায়, তবে তাহা নিজের গুণে নিজেই গুণান্বিত হওয়া ও গ্রহণ করা হইবে, অপরের গুণে নহে। যেহেতু তথায় অপরের কোনই নাম নিশানা নাই— বা অপরের কোন নিদর্শন নাই।

তদীয় বদন, তব বদনের শশী ;
তদীয় নয়ন, তদ— নয়নের মসি।

কা'বা কাওছায়নের মর্ত্তবায় গুণে-গুণান্বিত হওয়া যে প্রমাণিত হয়, তাহাও সত্য এবং যে বিকাশ উক্ত স্তরে হয় তাহাও মূল বস্তুর বিকাশ। কিন্তু উহা প্রতিচ্ছায়ার সংমিশ্রণ রহিত নহে, এবং উহা সেই উচ্চ দরবারের উপযোগীও নহে। উক্ত পবিত্র স্তরের উপযোগী যে গুণান্বিত ও রঞ্জিত হওয়া, তাহা ঐ প্রকারের যাহার মধ্যে প্রতিচ্ছায়ার কোন গন্ধও না থাকে। যেহেতু যাহা অপর তাহা নাস্তির সংমিশ্রণ ও সম্ভাব্যের ত্রুটিযুক্ত হইতে বহির্ভূত নহে। হাঁ— প্রতিচ্ছায়া সমূহের স্তরের রঞ্জিত হওয়া যদি এই প্রকারের বলা যায়, তাহার অবকাশ আছে।

জানা আবশ্যক যে, এই 'আও আদনার' বিষয় যৎ-সামান্য যাহা বর্ণিত হইল, ইহাতে সাধক স্বীয় বাম স্কন্ধের আমল লিখক ফেরেশ্‌তাকে প্রাপ্ত হয় না ; ইহার রহস্য এই যে, সে সময় তাহার বাম পার্শ্ব— দক্ষিণ পার্শ্বতুল্য হয়। কারণ উক্ত বাম পার্শ্ব আদম বা নাস্তির চাহিদার অন্তর্ভুক্ত ছিল ; অতএব, যখন নাস্তির-নিয়মাবলী অন্তর্হিত হয়, তখন নিছক— অজুদ বা অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই থাকে না। সুতরাং তখন বাম পার্শ্ব বলিতে কিছু থাকে না ; বরং আল্লাহ্ ছোব্‌হানাহুর উভয় হস্তই দক্ষিণ। ইহা বুঝিয়া লও এবং বেদীনীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইও না। যখন এই গুপ্ত রহস্য সমূহ অবগত হইলে তখন মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর ; আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন— "তৎপর তিনি নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং নিম্নে আসিলেন"। জানিবেন যে, এই নৈকট্য 'আও আদনা' বা অধিক নিকটবর্ত্তী হওয়ার রহস্যের সহিত সম্মিলিত হওয়ার পর সংঘটিত হয়, যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। যেহেতু সাধকের যে পর্য্যন্ত নাম-নিশানা অবশিষ্ট থাকিবে এবং আদম বা নাস্তির মলিনতা হইতে নির্ম্মল না হইবে, সে পর্যন্ত তাহার এই— নৈকট্য লাভের যোগ্যতা অর্জ্জিত হইবে না। এই নৈকট্য হাছিল হওয়ার পর "তাদাল্লি বা অবতরণ", যাহার লক্ষ্য নিম্নের দিকে, তাহা সংঘটিত হয়। যখন অবতরণ হইল এবং সাধক সৃষ্ট জগতে আনিত হইল, তখন কাওছায়েন বা দো-ধনুর আকৃতি প্রকাশ পায়। যদিও প্রথম 'কওছ' বা ধনুর কোনই চিহ্ন নাই, তথাপি যখন

তাহাকে অবতরণ প্রদান করা হয়, তখন দো-ধনুর আকৃতিতুল্য অনুমিত হয়। অতএব, তাদাল্লি বা অবতরণের পর দো-ধনু তুল্য হইল ; বাক্যটি এই মর্ম্মে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তখন দো-ধনুর আকৃতি যেন বর্ত্তমান, প্রকৃত মর্ম্মে নহে। 'আও আদনার' অর্থ— বরং আরও নিকটবর্ত্তী ; যেহেতু তথায় দ্বিতীয় ধনুর কোনই নিদর্শন কিংবা তাছীর নাই। অতএব, বাস্তব হিসাবে তথায় দো-ধনু নাই। এই মারেফত সমূহ আল্লাহ্পাকের রহস্য সমূহের অন্তর্ভুক্ত ; বিশিষ্টের বিশিষ্ট দাসগণের প্রতি আল্লাহ্পাক ইহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে এবং মোস্তফা (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহার প্রতি ছালাম। হজরত (দঃ) ও তাঁহার বংশধর গণের প্রতি উচ্চ দরূদ ও বরকত সমূহ বর্ষিত হউক।

১১২ মকতুব

কাজী আছলামের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণিত হইবে যে, আল্লাহ্ পাকের প্রকৃত ছেফাত সমূহ তাঁহার অবিকল জাত নহে এবং জাত হইতে পৃথকও নহে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। ছুন্নত জামাতের আলেমগণ আল্লাহ্পাকের ছেফাতে ছামানিয়া বা গুণ অষ্টকের বিষয় কি সুন্দর কথাই-না বলিয়াছেন যে, ছেফাত সমূহ অবিকল আল্লাহ্ নহে এবং আল্লাহ্র অপরও নহে ! তাহাদের এই মারেফত বা বিদ্যা, জ্ঞানের বাহিরের বিদ্যা। ইহা পয়গম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণের সৌভাগ্যে— তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের এই কথার দ্বারা দুই বিপরীত বস্তু এক সঙ্গে উঠিয়া যাওয়া ধারণা করিয়া থাকেন। তাহারা ইহা জানেন না যে, দুই বস্তু একসঙ্গে অপসারিত হওয়া যে অসম্ভব— তাহার জন্য স্থান ও কাল এক হওয়া শর্ত্ত। আল্লাহ্পাকের দরবারে যখন স্থান ও কালের অবকাশ নাই, তখন উক্ত রূপ বৈপরীত্যের ধারণা তথায় কিরূপে হইতে পারে ? আলেমগণ এই বৈপরীত্য নিবারণার্থে 'গায়ের' বা অপর বাক্যের মধ্যে ব্যতিক্রম করিয়া উহার

অর্থ যে বিশিষ্ট অর্থ লইয়াছেন তাহার কোন আবশ্যক করে না ; বরং আত্মিক বিকাশ এই বৈশিষ্ট্য নিবারণ করিতেছে এবং যে কোন অর্থে অপর হওয়া নিবারিত বলিয়া প্রমাণ করে। আমি (অন্তর্দৃষ্টিতে) পাইতেছি যে, আল্লাহ্পাকের পবিত্র ছেফাত সমূহ যেরূপ— অবিকল জাত নহেন, কেননা উহারা জাত হইতে অতিরিক্ত বস্তু ; তদ্রূপ পবিত্র জাত-এর অপরও নহে ; যদিও উহারা অতিরিক্ত ও দ্বিত্ব সম্বন্ধ বিশিষ্ট বস্তু। দার্শনিকগণের কানুন বা র্নিারিত বাক্য যে, "যাহা দুইবস্তু হইবে তাহা বিভিন্ন হইবে" ; তাহা এ স্থলে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় ও তাহাদের কানুন ভঙ্গ হয়। জ্ঞান এর বহির্ভূত যে বলিয়াছি— তাহার অর্থ এই যে, জ্ঞান তথায় উপনীত হওয়ার পথ প্রাপ্ত হয় না এবং উহা অনুভব করিতেও সে অক্ষম এবং ইহার অর্থ ইহা নহে যে জ্ঞান উহার বিপরীত নির্দ্দেশ প্রদান করে। ইহার বিপরীত কিভাবে নির্দ্দেশ দিবে— কেননা জ্ঞান ইহার ধারণাও করিতে পারে না। বরং উহা তাহার অনুভূতিরই বহির্ভূত। অতএব, সে তাহার প্রমাণ বা নিবারণ কিভাবে করিতে পারে। হে আমাদের প্রতিপালক— তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত বা অনুকম্পা প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্যসমূহ সরল করিয়া দাও।

১১৩ মকতুব

মোল্লা সুলতান ছেরহেন্দীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আল্লাহ্পাকের ছেফাত সমূহ হায়াত, এল্‌ম ইত্যাদি যাবতীয় পূর্ণতা বিশিষ্ট।

অবশ্যম্ভাবী পবিত্র জাতের ছেফাত বা গুণাবলী যাহা তদীয় জাতের সহিত দণ্ডায়মান, যথা— হায়াত, কুদরত, এল্‌ম ইত্যাদি ইহারা এতাধিক পবিত্র ও নির্ম্মল যে সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলীর সহিত ইহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। সৃষ্ট বস্তু সমূহের গুণাবলী আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু, তাহারা জওহর বা আশ্রয় নিরপেক্ষ বস্তুর সহিত দণ্ডায়মান। কেননা অবশ্যম্ভাবী জাত-পাকের গুণাবলী, উক্ত জওহর বা আশ্রয় নিরপেক্ষ বস্তুকে দণ্ডায়মান রাখে এবং জওহর সমূহ তাহার সাহায্যে বর্ত্তমান থাকে। পরন্তু সৃষ্ট বস্তু সমূহের গুণাবলী মৃত তুল্য, ইহারা যেন নিছক

জড় পদার্থ, ইহারা হায়াত, এল্‌ম ইত্যাদি হইতে বেনছীব ও বঞ্চিত। এই মাত্র যে, সৃষ্ট বস্তু ইহাদের মাধ্যমে জীবিত, জ্ঞানী ও ক্ষমতাশালী হইয়া থাকে ; কিন্তু ইহারা স্বয়ং জীবিত, জ্ঞানধারী ইত্যাদি নহে। আল্লাহ্‌পাকের অবশ্যম্ভাবী জাতের গুণাবলী ইহার বিপরীত। এ নগণ্যের আত্মীক বিকাশে উক্ত গুণাবলী তদীয় বিশেষিত বস্তুর (আল্লাহ্‌পাকের) ন্যায় জীবিত, জ্ঞানধারী— ইত্যাদি এবং স্বীয় পূর্ণতা সমূহের বিস্তৃত অবগতি ধারী ও তৎপ্রতি প্রগাঢ় প্রেম অনুরাগ আছে। তাহাদের এল্‌ম-এল্‌মে হুজুরী বা আত্মজ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে, এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। আবার যে কোন ছেফাত বা শান উক্ত অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবায় প্রমাণ করা হউক না কেন, তাহা সবই হায়াত, এল্‌ম ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট বলিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে এবং একটি নিছক নূর দৃষ্টি গোচর হইতেছে, অনুমিত হয় যে, উক্ত নূর সম্পূর্ণ-ই হায়াত এবং সম্পূর্ণ-ই এল্‌ম বা বিকাশ। এই পূর্ণ-গুণ দুইটি উক্ত মর্ত্তবায় প্রকাশ্য ও ব্যক্ত আছে। কুদ্‌রত, এরাদা ইত্যাদি গুণ ইহাদের বিপরীত। উহারা তথায় এরূপ প্রকাশ্যভাবে বিকশিত হয় না। হাঁ, তথায় যাহা আবশ্যক, তাহা পূর্ণতা সমূহের বিকাশ, যাহা এল্‌ম গুণের সহিত সম্বন্ধিত ; এবং এল্‌ম গুণ যখন হায়াত গুণের অনুগত, তখন হায়াত গুণ ব্যতীতও উপায় নাই। 'কুদ্‌রত'- ক্ষমতা, 'এরাদা'- ইচ্ছা ইত্যাদি ক্ষমতাধীন ও ইচ্ছাকৃত বস্তুর প্রতি নির্ভরশীল এবং 'ছামা', 'বছর' বা শ্রবণ, দর্শনগুণ— এল্‌মগুণ দ্বারাই যথেষ্ট হইতে পারে। 'কালাম' বা বাক্যগুণের উদ্দেশ্য অন্যকে উপকৃত করা। তক্‌বীন বা সৃষ্টিগুণ সৃষ্ট পদার্থ সমূহ লাভ হওয়ার জন্যই আবশ্যক। ইহা সত্ত্বেও প্রত্যেক ছেফাতের মধ্যে যখন সমষ্টিভূতি আছে, তখন এই পূর্ণতাগুণ সমূহ তাহাদের মধ্যেও বিদ্যমান আছে ; প্রকাশ হউক বা না হউক। কিন্তু ইহা বলা যাইবে না যে, ইহাতে একটি অর্থ বা প্রতিপাদ্য অপর অর্থের সহিত দণ্ডায়মান হওয়া অনিবার্য্য হয়। কেননা যাবতীয় ছেফাত যখন জীবিত ও জ্ঞানধারী, তখন জীবনীশক্তি ও জ্ঞান তাহাদের সহিত দণ্ডায়মান না হইয়া উপায় নাই।

তদুত্তরে বলিব যে, উহারা উভয়েই— আল্লাহ্‌পাকের অবশ্যম্ভাবী জাতের সহিত দণ্ডায়মান। অবশ্য একটি মূল হিসাবে এবং অপরটি অনুগামী হিসাবে।

আলেমগণ যেরূপ আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু সমূহের অবস্থিতির কথা বলিয়া থাকেন যে, আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুর অবস্থিতি ও আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু উভয়ই— উক্ত আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুর স্থানের সহিত বর্তমান।

ইহার বিশদ বর্ণনা এই যে, অবশ্যম্ভাবী জাতের ছেফাত সমূহ আল্লাহ্ পাকের পবিত্র জাতের প্রতি ঐরূপ দণ্ডায়মান নহে, যেরূপ আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু আশ্রয় নিরপেক্ষ বস্তুর সহিত দণ্ডায়মান ; ইহা কখনই হইতে পারে না। বরং উহা কৃত বস্তু যেরূপ কর্তার সহিত দণ্ডায়মান, তদ্রূপ অর্থাৎ কর্তা উক্ত কৃত বস্তুর 'কাইয়ূম' বা রক্ষাকারী, অবশ্য তথায় (ছেফাত ও জাতের মধ্যে) সম্মিলন আছে এবং এস্থলে (স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে) সম্মিলন নাই। না বরং উহা কোন বস্তুর স্বয়ং দণ্ডায়মান থাকার অনুরূপ। এইমাত্র পার্থক্য যে, তথায় (জাত হইতে ছেফাতের) অতিরিক্ততা বিদ্যমান আছে এবং এস্থলে (বস্তুর স্বয়ং দণ্ডায়মান স্থলে) অতিরিক্ততার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উক্ত অতিরিক্ততা ঐ পর্য্যায়ের নহে, যাহাতে উহাকে অপরত্বে উপনীত করে। এইহেতু 'লা-গায়রুহু' অর্থাৎ তাঁহার অপর নহে— বলিয়াছেন। সুতরাং উভয়স্থলে ধারণাকৃত বিভিন্নতা প্রমাণিত হইল এবং দণ্ডায়মান হওয়াও সংঘটিত হইল। এস্থলে সম্মিলন লাভ হওয়ার অর্থ— যেরূপ মানবতার সহিত মানুষের সম্মিলন এবং জওহর বা আশ্রয় নিরপেক্ষ বস্তু, আশ্রয় নিরপেক্ষতার সহিত সম্মিলন হওয়া। বরঞ্চ বলিব যে, যে স্তরে পবিত্র জাত ও তাঁহার বাস্তব ছেফাত সমূহ বর্তমান আছে, যাহারা তদীয় পবিত্র জাতের সহিত দণ্ডায়মান ; সে স্থলে গুণ বা গুণান্বিত হওয়ার কোন অবকাশ নাই। অর্থাৎ পবিত্র জাত বিশেষিত হওয়া বা ছেফাত সমূহের বিশেষণ হওয়া, ইহাদের কোনটিরই তথায় অবকাশ নাই। যখন সেই পবিত্র মর্তবায় অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবিতার কোনটিরই অবকাশ নাই ; তখন বিশেষণ এবং বিশেষিত হওয়ার স্থান কোথায় ? যেহেতু ইহারা অস্তিত্বের শাখাতুল্য। উক্ত পবিত্র মর্তবায় 'নূর' ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই অবকাশ নাই এবং উক্ত 'নূর'ও প্রকারবিহীন। যদি তথায় 'হায়াত' বা জীবনীশক্তি থাকে, তবে তাহাও 'নূর' এবং যদি এল্‌ম বা জ্ঞান থাকে, তবে তাহাও নূর। এইভাবে অন্যান্য গুণসমূহকে ধারণা করিবে।

এই পবিত্র 'নূর' যাহা প্রকারবিহীন, যদি দ্বিতীয় স্তরে বিনা পরিবর্ত্তনে ও বিনা স্থানান্তরে ইহার বিকাশ প্রমাণ করা যায়— তখন নিশ্চয় তাহার আবির্ভাবস্থল হইবার যোগ্যতা 'অজুদ' বা অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোন বস্তু হইবে না। এইহেতু এ নগণ্যের নিকট প্রথম তায়াইয়্যুন বা অবতরণ 'তায়াইয়্যুনে অজুদী' হইয়াছে এবং অবশিষ্ট তায়াইয়্যুন সমূহ এই প্রথম তায়াইয়্যুনের অনুগামী। যদিও তায়াইয়্যুন বা অবতরণ শব্দ এস্থলে প্রয়োগ করা এ ফকীরের জ্ঞানানুযায়ী সঙ্গত নহে, তথাপি যখন ছুফী সম্প্রদায়ের নিকট ইহা প্রচলিত আছে, তখন আমরাও ইহাতে শৈথিল্য করিতেছি। অর্থাৎ ইহা ধর্ত্তব্য মনে করিতেছি না।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য নূর পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি সর্ব্বশক্তিমান।

১১৪ মকতুব

আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের ছেফাতসমূহের বিশদ বর্ণনায় লিখিতেছেন।

বাস্তব ছেফাতসমূহ যাহা— আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত পাকের স্তরে আমরা প্রমাণ করিয়া থাকি, তাহার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের কোন তায়াইয়্যুন বা ব্যক্তিত্ব ও অবতরণের সৃষ্টি হয় না ; এবং প্রথম মর্ত্তবা ব্যতীত অন্য কোন মর্ত্তবা (স্তর) প্রমাণ হয় না ; এবং কোনও প্রকারে ইহাদের বিভিন্নতা ও পৃথক হওয়া সংঘটিত হয় না। অতএব, যে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মর্ত্তবা বা স্তর নিষ্পাদিত ও সাধিত হইবে না এবং যে পর্য্যন্ত কোনও প্রকারে উহাদের পৃথক হওয়া সংঘটিত হইবে না, সে পর্য্যন্ত তায়াইয়্যুন ও অবতরণ সম্ভব হইবে না। আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাত ও ছেফাতসমূহ যেন একই স্তরে বর্ত্তমান আছে। উহারা জাত হইতে অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও যেন অবিকল জাত। ইঁহারা যদিও আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতস্থিত পূর্ণতাসমূহের বিস্তৃতি তথাপি ইহারা অপর সকল সংক্ষিপ্তি ও বিস্তৃতির নিয়মাবলী হইতে পৃথক। যেহেতু যে স্তরে সংক্ষিপ্তি

আছে সে স্তরে বিস্তৃতি বর্তমান নাই ; বরং বিস্তৃতির মর্তবা সংক্ষিপ্তির মর্তবার নিম্ন স্তরে। কিন্তু পবিত্র জাতের মর্তবায় ইহা অন্তর্হিতই। তথায় বিস্তৃতি যেন অবিকল সংক্ষিপ্তিরই মর্তবায় হইয়া থাকে। এই মারেফাত বা পরিচিত— জ্ঞানের রীতির বহির্ভুত। 'কাশ্‌ফ' বা আত্মীক বিকাশের দৃষ্টি ইহার প্রতি পথ প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশ্যম্ভাবী জাতের এল্‌ম যাহা এই ছেফাত সমূহের সহিত উক্ত স্তরে সম্বন্ধিত, তাহা ঐ প্রকারের এল্‌ম যাহা নিজের সহিত এবং নিজের পূর্ণ গুণাবলীর সহিত এল্‌মে হুজুরী। ইহারা (এই গুণাবলী) যদিও অতিরিক্ত, তথাপি যেন অবিকল উক্ত এল্‌মধারী এবং তাহাদের হুজুর বা বিদ্যমানতা, স্বয়ং এল্‌মধারীর (আল্লাহ্ পাকের) হুজুর বা বিদ্যমানতা। উক্ত ছেফাত সমূহ আল্লাহ্‌পাকের জাতের সহিত পূর্ণরূপে এক। এইহেতু ছূফীগণের এক বিরাট সম্প্রদায় উক্ত ছেফাতসমূহকে অবিকল জাত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন এবং অতিরিক্ত হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন। তাহারা 'লা-হুয়া' অর্থাৎ তিনি নহে বলা নিষেধ করিয়াছেন এবং 'লা-গায়রুহু' বা তাঁহার অপর নহে— বলা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পূর্ণতা এই যে, লা-হুয়া— তিনি নহে, বিশ্বাস করিয়া, 'লা-গায়রুহু' প্রমাণ করা হয়, এবং অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও অপরত্ব নিবারণ করা হয়। এই পূর্ণতা, পয়গম্বর (আঃ)-গণের জ্ঞানের অনুভূতি ও আস্বাদের অনুকূল এবং উদ্ধার প্রাপ্ত দল— আহ্‌লে ছুন্নাত জামাতের মতের সমতুল্য। আল্লাহ্‌পাক ইঁহাদের যত্ন সফল করুন।

জানা আবশ্যক যে— আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত ও ছেফাতের মর্তবায় তাঁহার জাত কর্তৃক যে বিকাশ সংঘটিত হয়, তাহা এল্‌মে হুজুরীর পর্য্যায়ভুক্ত। কেননা পবিত্র ছেফাতসমূহও জাত-পাকের পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

এল্‌মে হুজুরীর অন্তর্ভুক্ত আমি এইহেতু বলিলাম, যেহেতু এল্‌মে হুজুরী স্বয়ং এল্‌মধারীর বিদ্যমানতা এবং যখন ছেফাতসমূহ স্বয়ং এল্‌মধারী নহে, তখন উহা তাহাদের এল্‌মে হুজুরী হইবে না। কিন্তু কোনক্রমেই উহা যখন পবিত্র জাত হইতে বিভিন্ন হয় না এবং তাহাদের নিজের বিদ্যমানতাও বর্তমান

থাকে, তখন উহা এল্‌মে হুজুরীরই প্রকারভুক্ত। অবশ্য যে এন্‌কেশাফ বা বিকাশ এল্‌ম গুণের সহিত সম্বন্ধিত হয়, তাহা এল্‌মে হুছুলীর বা অর্জ্জিত জ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত। এল্‌মে হুছুলীর পর্য্যায়ভুক্ত এইহেতু বলিলাম, যেহেতু এল্‌মে হুছুলীর অর্থ এল্‌ম বা জ্ঞান পটে— কোন জানিত বস্তুর আকৃতি লাভ হওয়া। কিন্তু এ ফকীরের নিকট কাশ্‌ফ কর্তৃক বিকাশিত ও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন জানিত বস্তুর আকৃতি অবশ্যম্ভাবী জাতের এল্‌মের মধ্যে আঙ্কিত হয় নাই, এবং আল্লাহ্‌তায়ালার এল্‌ম কোন বস্তুর আকৃতির স্থান নহে। অতএব, আলেম বা আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জতের মধ্যে কোন আকৃতি লাভ হওয়ার কি অবকাশ আছে ! এইমাত্র যে, জানিত বস্তুর সহিত আল্লাহ্‌পাকের এল্‌ম বা জ্ঞানের একটি সম্বন্ধ আছে এবং তথায় উহার বিকাশ আছে, কিন্তু ইহাতে জানিত বস্তুর কোন আকৃতি তাঁহার এল্‌মে বিদ্যমান হয় না ; তাঁহার এল্‌ম গৃহ যেন যাবতীয় প্রকারের চিত্র ও আকৃতি হইতে শূণ্য এবং নির্ম্মল। ইহা সত্ত্বেও আছমান জমিনের এক বিন্দুও আল্লাহ্‌তায়ালার এল্‌ম হইতে গায়েব (অদৃশ্য ও অপ্রকাশ) নাই। কাশ্‌ফ দ্বারা এইমাত্র বুঝা যায় যে, যখন আল্লাহ্‌তায়ালার এল্‌ম কোন জানিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধিত হয়, অর্থাৎ তদ্দিকে লক্ষ্য করে, তখন তাঁহার ঐ লক্ষ্য দ্বারা জানিত বস্তুর এক আকৃতির সৃষ্টি হয় এবং উহা উক্ত এল্‌মের সহিত দণ্ডায়মান হয়, কিন্তু উক্ত এল্‌মের মধ্যে প্রবিষ্ট বা লব্ধ হয় না। অবশ্য যখন এল্‌মের সম্বন্ধের দ্বারা জানিত বস্তুর আকৃতি সৃষ্টি হয় এবং তাহা উক্ত এল্‌মের সহিত বরং আলেমের সহিত দন্ডায়মান হয়, তখন ইহা সত্য হয় যে, ইহা এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞানের প্রকারভুক্ত। তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালার এল্‌মগুণ যখন তাঁহার জাতস্থিত কামালাত বা পূর্ণতা সমূহের সহিত সম্বন্ধিত হয় (অর্থাৎ তৎপ্রতি লক্ষ্য করে) তখন এই সম্বন্ধ দ্বারা উক্ত পূর্ণতা সমূহের প্রত্যেকটির এক একটি আকৃতি সৃষ্টি হইতে থাকে ও তাহা উক্ত এল্‌মের সহিত দণ্ডায়মান হয় অর্থাৎ এল্‌মের সাহায্যে উক্ত আকৃতি সমূহ বাস্তব হিসাবে বিদ্যমান হয়, শুধু এল্‌মের মধ্যে নহে। কিন্তু এল্‌মের মধ্যে তাহা প্রবিষ্ট ও লব্ধ হওয়া সংঘটিত হয় না।

প্রশ্নঃ— আপনি এই এল্‌মের আকৃতি সমূহকে এল্‌মগুণের সহিত দণ্ডায়মান বলিতেছেন, কিন্তু ইহা জানা গেল না যে, এই আকৃতি সমূহের অবস্থানের স্থান কোথায় ? যথা কোনও অর্থ বা প্রতিপাদ্য দণ্ডায়মান থাকার জন্য কোন বস্তু ব্যতীত উপায় নাই। তদ্রূপ বস্তুটির জন্য স্থান ব্যতীতও উপায় নাই।

উত্তরঃ— হাঁ, অর্থ— বস্তু ব্যতীত দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না বটে। কিন্তু উহার স্থান প্রমাণ করার কোনই আবশ্যক করে না। কেননা স্থান প্রমাণ করার উদ্দেশ্য উক্ত অর্থ তাহার সহিত দণ্ডায়মান থাকা মাত্র, ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সৃষ্ট সম্ভাব্য বস্তুর নিছক 'জওহর' বা আশ্রয় নিরপেক্ষ মূলবস্তু সমূহ যাহা উক্ত এল্‌মস্থিত আকৃতি সমূহের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ এবং উক্ত আকৃতি সমূহ ইহাদের (এই জওহর সমূহের) ব্যক্তিত্বের উৎপত্তিস্থান, দার্শনিকগণ বলেন যে, উহাদের জন্য কোন স্থান বিদ্যমান নাই, বরং আবশ্যকও করে না ; তখন উক্ত 'জওহর' সমূহের মূল বস্তুর স্থান না থাকা আর কি আশ্চর্য্যের বিষয় হইতে পারে ! এই এল্‌মস্থিত আকৃতি সমূহকে আরজ বা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু বলিয়া ধারণা করিও না যাহা অন্যের সহিত দণ্ডায়মান থাকে এবং আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু হিসাবে ইহাদের স্থান প্রমাণ করার চেষ্টা করিও না। যেহেতু এল্‌মস্থিত এই আকৃতিসমূহ উক্ত মূল বস্তু সমূহের মূল ; বরং উৎপত্তিস্থান, যে মূলবস্তুর প্রতি আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু সমূহ নির্ভরশীল, তাহা হইলে আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তু সমূহের কথা আর কি বলা যাইতে পারে ! বরঞ্চ আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুর বিষয়েও ইহাই বলিব যে, তাহাদের জন্য স্থানের প্রমাণ করা উক্ত স্থানের প্রতি তাহাদের নির্ভর বা দণ্ডায়মান থাকা প্রমাণ করার জন্যই হইয়া থাকে, স্থানটি প্রমাণ যে মূল উদ্দেশ্য তাহা নহে।

ইহার বিশদ বর্ণনা এই যে, এই এল্‌মস্থিত আকৃতি সমূহ অবশ্যম্ভাবী স্তরে বর্তমান। যে স্তরে স্থান ও আধার হওয়ার কোন অবকাশ নাই, শুধু দণ্ডায়মান থাকা ব্যতীত ? তথায় অন্য কিছু ধারণা করা যাইতে পারে না। আল্লাহ্‌তায়ালার বাস্তব গুণাবলী যাহা তদীয় পবিত্র জাতের সহিত দণ্ডায়মান ; তথায় আধার ও অধিকরণ হওয়ার কোন কিছুই বর্তমান নাই। অন্তর্জ্জগতে ও বহির্জ্জগতে বিদ্যমান থাকা যাহা বলা হইয়া থাকে, তাহা সৃষ্ট জগতের মধ্যে বিভাগ। যেহেতু সেই মহান দরবারে

জ্ঞান বা বহির্জ্জগত কোন একটিরও অধিকার নাই। 'অজুদ' বা অস্তিত্বেরই যখন উক্ত দরবারে স্থান নাই, তখন ধারণার বা বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব যাহা উহারই বিভাগ ও প্রকার বিশেষ— তাহাদের তথায় স্থান কোথায় ? এবং এল্‌ম বা খারেজের (জ্ঞান ও বহির্জ্জগতের) অস্তিত্বের আধার হওয়ারই বা অবকাশ কোথায় ? সুতরাং এল্‌মস্থিত— এই আকৃতি সমূহ বর্ত্তমান আছে, এবং এল্‌ম ছেফাতের (গুণের) সহিত তাহা দণ্ডায়মান ; কিন্তু এল্‌মের মধ্যে বা বহির্জ্জগতে তাহাদের বিদ্যমান থাকা সংঘটিত ও প্রমাণিত হয় না। বরং এল্‌ম বা বহির্জ্জগতে অস্তিত্ব লাভ হওয়াও তাহাদের জন্য নিন্দনীয় ; যেহেতু উহা সম্ভাব্য ও নূতনত্বের গুণ ও নিদর্শন। তাহাদের (দার্শনিকদের) নিকট প্রত্যেক সম্ভাব্য বস্তুই নূতন। অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবিতার মর্ত্তবায়— যদিও অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, কিন্তু বহির্জ্জগত এবং এল্‌ম তাহার আধার হওয়া সংঘটিত নহে। যেহেতু আধার ও অধিকরণের তথায় স্থান নাই।

মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। জানিত বস্তুর আকৃতির অর্থ— স্বয়ং এল্‌ম বা জ্ঞান। সুতরাং উহা আবার উক্ত এল্‌মের মধ্যে লাভ হওয়া বা প্রবেশ করার কি অর্থ হইতে পারে ? পরবর্ত্তী ছুফীগণ বলিয়াছেন যে, এল্‌মস্থিত আকৃতি সমূহ যাহাকে 'আইনে ছাবেতা' বলা হয় এবং যাহা সৃষ্ট বস্তু সমূহের তত্ত্ব ; ইহারা আল্লাহ্‌পাকের এল্‌ম-গৃহে অবস্থিত মাত্র। এল্‌মের বাহিরে ইহাদের অস্তিত্বের কোনই নাম গন্ধ নাই। কিন্তু উক্ত এল্‌মস্থিত আকৃতির প্রতিচ্ছায়া যখন অস্তিত্বের বহির্দর্পণে প্রতিফলিত হয়, যে অস্তিত্ব ব্যতীত বহির্জ্জগত বা বাস্তব জগতে অন্য কিছু বর্ত্তমান নাই, তখন ধারণা হয় যে, উক্ত আকৃতি সমূহও বহির্জ্জগতে অস্তিত্ববান। যেরূপ দর্পণে কোন আকৃতি প্রতিবিম্বিত হইলে ধারণা হয় যে, উক্ত আকৃতি দর্পণে বর্ত্তমান আছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই বোজর্গগণের উদ্দেশ্য কি ? এবং আকৃতি সমূহ এল্‌মের মধ্যে লাভ হওয়ারই বা অর্থ কি ? আকৃতিসমূহ এল্‌মের মধ্যে বর্ত্তমান নাই, শুধু এল্‌মেই প্রকাশ্য ও দৃশ্য আছে এবং অদৃশ্য হিসাবে আল্লাহ্ তায়ালার এল্‌ম অনাদি, অবিভাজ্য এবং এক ও একাধিক জানিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধিত ; তাহার উক্ত সম্বন্ধ হেতু বিভিন্ন প্রকারের আকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা

উক্ত জানিত বস্তুসমূহকে পৃথক পৃথক করিয়া দিতেছে। কিন্তু ইহা নহে যে, উক্ত অনাদি এল্‌মের মধ্যে তাহা প্রবেশ করা বা লাভ হওয়া প্রমাণিত হয়। উল্লিখিত বিভিন্ন আকৃতি সমূহ উক্ত এল্‌মের মধ্যে কিভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারে ! যেহেতু তাহাতে উক্ত স্থানের অংশ ও বিভক্ত হওয়া অনিবার্য্য হয় এবং এক বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তু ধরিয়া লইতে হয়। ইহাতে সম্মিলিত হওয়া অপরিহার্য্য হয়— যাহা অনাদি হওয়ার বিপরীত।

আশ্চর্য্যের বিষয় দার্শনিকগণ জানিত বস্তুর লব্ধ আকৃতিকে চিত্তপটে বা অন্তর্জ্জগতে প্রমাণ করিয়া থাকেন এবং তাহা চিন্তাপটে— প্রবিষ্ট বলিয়া জানেন, এল্‌মের মধ্যে নহে। কেননা তাঁহাদের নিকট— উক্ত আকৃতিই অবিকল এল্‌ম ; উহা এল্‌মের মধ্যে প্রবিষ্ট বস্তু নহে। কিন্তু পরবর্ত্তী ছূফীগণের বর্ণনার দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, উক্ত আকৃতি এল্‌মের মধ্যে লাভ হয়, যাহাকে 'বাতেনে অজুদ' বা আভ্যন্তরীণ অস্তিত্ব বলা হয়। আল্লাহ্‌পাকই সর্ব্বজ্ঞ।

জানা আবশ্যক যে, এই এল্‌মস্থিত আকৃতি সমূহ যাহা আল্লাহ্‌পাকের জাতস্থিত পূর্ণতাসমূহের সহিত এল্‌মগুণের সম্বন্ধ দ্বারা বিদ্যমান, তাহা কাশ্‌ফ বা আত্মীক বিকাশ দ্বারা জানা গেল যে, ইহাদের মধ্যেও হায়াত বা জীবন এবং এল্‌ম-জ্ঞান বিদ্যমান আছে এবং এল্‌ম হুজুরীর অনুকূল যে বিকাশ হয়— ইহাদের মধ্যে যে সকল পূর্ণতা আছে, তাহাদের সহিত উহা বর্ত্তমান আছে। ইহার বিশদ বর্ণনা পূর্ব্ববর্ত্তী মকতুবে (১১৩ মকতুব, ইহার পূর্ব্বের মকতুব) করা হইয়াছে। এই মারেফত অতি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য ; সেইহেতু, যদি কোন বিষয় দুর্বোধ্য হয় এবং আবশ্যক করে, তাহা হইলে উহা দেখিয়া লইবেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণনার দ্বারা যখন প্রকাশ পাইল যে, আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত এবং তদীয় ছেফাত সমূহ একই মর্ত্তবায় বর্ত্তমান আছে এবং 'ছেফাতসমূহ' জাত হইতে অতিরিক্ত হওয়ার কারণে তাহাদের কোনই পৃথক ব্যক্তিত্ব ও অবতরণ ঘটে নাই, তখন ইহা জানিবেন যে— এই পবিত্র মর্ত্তবা যাহা জাত এবং ছেফাত সম্ভূত তাহার দ্বিতীয় স্তরে এক বিকাশ আছে, যাহা তাহার প্রথম বিকাশ এবং যাহার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ও ব্যতিক্রম ঘটে নাই, উহা এ ফকীরের বিকাশ অনুযায়ী নিশ্চয়

ঐ পবিত্র অজুদ বা অস্তিত্ব যাহা নিছক উৎকর্ষ এবং পূর্ণতা। উহা যাবতীয় পূর্ণতার প্রতিচ্ছায়ার প্রতি বিকাশ বা আবির্ভাবের যোগ্যতাধারী। 'অস্তিত্ব' ব্যতীত এই সৌভাগ্য অন্য কাহারও লাভ হয় নাই। এইহেতু যদি উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার সহিত কোন এল্‌মের সম্বন্ধ হয় এবং উক্ত মর্ত্তবার পূর্ণতা সমূহ যে আহরণ করে— যেরূপ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে ; নিশ্চয় তাহার প্রথম বস্তু যাহা আহৃত হইবে তাহা পবিত্র 'অজুদ' বা অস্তিত্বই হইবে এবং অপর পূর্ণতা সমূহ তাহার (অজুদের) অনুগামী বা পরবর্ত্তী হইবে। এইহেতু ছুফীগণের বিরাট এক সম্প্রদায় এবং আরও অনেকে 'অজুদ'কেই অবিকল জাত বলিয়া ধারণা করিয়াছেন এবং তায়াইয়্যুনে অজুদীকে লা-তায়াইয়্যুন ভাবিয়াছেন। এই পুরোগামী তায়াইয়ুনের বিদ্যমানতা এল্‌ম এবং খারেজের (বহির্জ্জগতের) বাহিরে। ইহা বহুস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহান 'অজুদ' প্রতিবিম্ব অনুযায়ী পবিত্র জাত ও ছেফাতের যাবতীয় পূর্ণতার সংক্ষিপ্ত সমষ্টি। এই সংক্ষিপ্ত সমষ্টিভূত মর্ত্তবার আবার বিস্তৃতি আছে ; তাহাকে দ্বিতীয় তায়াইয়্যুন বা অবতরণ বলা যাইতে পারে। বিস্তৃতির মর্ত্তবার প্রথম বস্তু যাহা স্থিতিশীল হয় তাহা ছেফাতুল হায়াত, অর্থাৎ জীবনীশক্তি যাহা যাবতীয় গুণাবলীর মাতৃতুল্য বা মূল। এই ছেফাতে হায়াত পবিত্র জাতের মর্ত্তবায় যে ছেফাতে হায়াত বর্ত্তমান আছে এবং যাহাকে— "তিনি নহে এবং তাঁহার অপরও নহে" বলা হয়, তাহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ। এই প্রতিচ্ছায়া এমন এক স্তরে সৃষ্টি হইয়াছে যাহা পবিত্র জাতের স্তরের বাহিরে। সুতরাং ইহাকে তাঁহার অপর নহে বলা যাইতে পারে না (অর্থাৎ ইহা যেন তাঁহার অপর) এবং উহা অপরত্বের কলঙ্কে-কলঙ্কিত।

(দ্বিতীয় স্তরে) ছেফাতুল হায়াতের পর প্রতিচ্ছায়া হিসাবে 'ছেফাতুল এল্‌ম' বর্ত্তমান আছে, যেরূপ ছেফাতুল হায়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এই ছেফাতুল এল্‌ম অন্য সকল ছেফাতের সমষ্টি। কুদ্‌রত, এরাদা ইত্যাদি ছেফাতসমূহ স্বয়ং-সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও যেন এই এল্‌ম ছেফাতের অংশ স্বরূপ। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের সহিত— এই ছেফাতের যেন এক প্রকার 'এত্তেহাদ' বা মিল আছে, যাহা অন্য কোন ছেফাতের নাই। কেননা এল্‌মে হুজুরীর মধ্যে এল্‌ম, আলেম, মালুম, (জ্ঞানধারী ও জানিত বস্তু) এক হইয়া থাকে। কুদ্‌রত বা ক্ষমতা কখনও ক্ষমতাবান

ও ক্ষমতাধারীর সহিত এক নহে এবং এরাদা বা ইচ্ছাশক্তি যাহা দুই ক্ষমতাধীন বস্তুর একটি নির্দিষ্ট করা, তাহার মধ্যেও এইরূপ একত্ব বর্তমান নাই। এইরূপ অন্যান্য গুণাবলীকেও জানিবেন।

এ ফকীরের নিকট হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উৎপত্তিস্থান নিজস্ব হিসাবে প্রথম তায়াইয়্যুন অর্থাৎ 'তায়াইয়্যুনে অজুদী' এবং এই তায়াইয়্যুনের কেন্দ্র— যাহা ইহার শ্রেষ্ঠ অংশ, তাহা নিজস্ব হিসাবে শেষ পয়গম্বর (দঃ)-এর মাবদায়ে তায়াইয়্যুন বা উৎপত্তিস্থল। অপর এক মকতুবে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে। যখন হজরত খলীল (আঃ)-এর বেলায়েত বা নৈকট্য ইস্রাফীল (আঃ)-এর বেলায়েত, তখন তাঁহার (ইস্রাফীল আঃ) মাবদায়ে তায়াইয়্যুনও এই তায়াইয়্যুনে অজুদী। পয়গম্বর (আঃ)-গণের প্রত্যেকের এবং রছুল (আঃ)-গণের মাবদায়ে তায়াইয়্যুন এই প্রথম তায়াইয়্যুনে অজুদীর অংশ সমূহের এক এক অংশ। উম্মতগণের মধ্যে যদি কেহ পয়গম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণের সৌভাগ্যে এই তায়াইয়্যুনে অজুদীর অংশ প্রাপ্ত হয় বা ইহার কোন বিন্দু তাহার মাবদায়ে তায়াইয়্যুন বা উৎপত্তিস্থান হয়, তাহা হওয়া জায়েজ বা সঙ্গত ; বরং সংঘটিত। এই তায়াইয়্যুনের মধ্যে যে পর্য্যন্ত মাবদায়ে তায়াইয়্যুনের সৃষ্টি না হয় সে পর্য্যন্ত নিজস্ব হিসাবে পবিত্র জাত পর্য্যন্ত উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। উচ্চদরের ফেরেশ্‌তাবৃন্দ যাঁহারা আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য লাভকারী, তাঁহদের উৎপত্তিস্থল সমূহ এই তায়াইয়্যুনে অজুদীর মধ্যে আছে, যাহার প্রতি তাঁহাদের আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাত পর্য্যন্ত উপনীত হওয়া নির্ভরশীল।

জানা আবশ্যক যে, এই ছেফাতুল এল্‌ম যাহা তায়াইয়্যুনে অজুদীর স্থিতির মর্ত্তবায় প্রকাশ পাইয়াছে যদিও ইহা তায়াইয়্যুনে অজুদীর অংশ সমূহের এক অংশ, তথাপি ইহার মধ্যে সমষ্টিভূতি আছে বলিয়া স্বয়ং অজুদগুণের মত— ইহাও উক্ত তায়াইয়্যুনের যাবতীয় অংশের সমষ্টি। ইহারও আবার সংক্ষিপ্তি ও বিস্তৃতি আছে। ইহার সংক্ষিপ্তি— বৃত্তের কেন্দ্র স্বরূপ এবং বিস্তৃতি উহার পরিধিতুল্য। এই তায়াইয়্যুনে এল্‌মির কেন্দ্র— যাহাকে সংক্ষিপ্তি বলা হইতেছে, তাহা প্রথম তায়াইয়্যুন অর্থাৎ তায়াইয়্যুনে অজুদীর কেন্দ্রের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। এই সম্পর্ক হেতু— এক সম্প্রদায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছেন যে, শেষ পয়গাম্বর (দঃ)-এর

উৎপত্তিস্থান মহান এল্‌ম ছেফাতের সংক্ষিপ্তি। কিন্তু তাহা নহে, বরং এই সংক্ষিপ্তিই হজরত (দঃ)-এর মাবদায়ে তায়াইয়্যুনের প্রতিচ্ছায়া, যাহা প্রথম তায়াইয়ূন অর্থাৎ তায়াইয়্যুনে অজুদীর কেন্দ্র। ইহা পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা এল্‌মের এই সংক্ষিপ্তিকে আবার প্রথম তায়াইয়্যুন বলিয়াছেন এবং তদুর্ধ্বের মর্ত্তবাকে 'লা-তায়াইয়্যুন' অর্থাৎ নির্দ্ধারণ রহিত অনন্ত মর্ত্তবা বলিয়া ধারণা করিয়াছেন এবং উহাকেই স্বয়ং মহান অস্তিত্ব বলিয়া ভাবিয়াছেন। অবশ্য উহা স্বয়ং অস্তিত্ব কিন্তু তায়াইয়্যুন বা অবতরণ ও নির্দ্ধারণ সম্ভূত। ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, প্রথম তায়াইয়্যুনের অন্তর্ভুক্ত অংশ সমূহ যদিও পয়গম্বর (আঃ)-গণের ও উচ্চ দরের ফেরেশ্‌তাবৃন্দের মাবদায়ে তায়াইয়্যুন বা উৎপত্তিস্থান ; কিন্তু উক্ত মর্ত্তবার যখন সংক্ষিপ্তি বর্ত্তমান আছে (অর্থাৎ উহার সংক্ষিপ্ত স্তর আছে), তখন প্রত্যেকের উৎপত্তিস্থান পৃথক ও বিস্তৃতভাবে জানা যায় না, এবং উহাদের নামকরণ সম্ভবপর হয় না। অবশ্য যখন বিস্তৃতি লাভ করে, তখন পার্থক্য লাভ এবং উহাদের পৃথক পৃথক নামও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেরূপ উক্ত প্রথম তায়াইয়্যুনে অজুদীর এক অংশের নাম— 'আল হায়াত' অপর এক অংশের নাম— 'আল এল্‌ম'। এইরূপ অন্য সকল ছেফাত সমূহকে জানিতে হইবে। ইহাও পরিলক্ষিত হইতেছে যে, এছ্‌মে 'আল হায়াত' তাহার সমষ্টিভুতি অনুযায়ী উচ্চ দরের ফেরেশ্‌তাবৃন্দের মাবদায়ে তায়াইয়্যুন এবং হজরত ঈছা রুহুল্লাহ (আঃ) যিনি উচ্চ দরের ফেরেশ্‌তাদের সহিত সম্বন্ধ রাখেন তিনিও এই মাকামের অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, হজরত মেহেদী (আঃ রেজওয়ান) যিনি হজরত ঈছা রুহুল্লাহের সহিত বিশিষ্ট সম্বন্ধ রাখেন, তিনিও এই মাকামের আশাধারী আছেন।

জানা আবশ্যক যে, ছেফাতে ছামানীয় বা গুণ অষ্টক, (জীবনীশক্তি বা হায়াত, এল্‌ম বা জ্ঞান, কুদ্‌রত বা ক্ষমতা, এরাদা বা ইচ্ছাশক্তি, কালাম বা বাকশক্তি, ছামা বা শ্রবণশক্তি, বছর বা দর্শন শক্তি, তকবীন বা সৃষ্টি শক্তি) যাহা দ্বিতীয় তায়াইয়্যুনের স্তরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকটি— এক এক উচ্চ পদস্থ পয়গম্বর (আঃ)-গণের উৎপত্তিস্থান। যেরূপ এল্‌ম— শেষ পয়গম্বর (দঃ)-এর মাবদায়ে তায়াইয়্যুন এবং কুদ্‌রাত— হজরত ঈছা (আঃ)-এর মাবদায়ে তায়াইয়্যুন

ও তকবীন— হজরত আদম (আঃ)-এর মাবদায়ে তায়াইয়্যুন। এই পবিত্র কুল্লী বা সমষ্টিভূত এছ্‌ম সমূহের জোজ্‌য়ী বা ব্যষ্টি সমূহ অবশিষ্ট পয়গম্বর (আঃ)-গণের মাবদায়ে তায়াইয়্যুন। এই বোজর্গ পয়গম্বর (আঃ)-গণের যে এছ্‌মের সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে এবং যে বিশিষ্ট অনুসৃত পয়গম্বর (দঃ)-এর সহিত সম্পর্ক আছে, উক্ত এছ্‌মের ব্যষ্টি সমূহ ইঁহাদের মাবদায়ে তায়াইয়্যুন। যে অলী-আল্লাহ্‌গণ কোন অনুসৃত পয়গাম্বরের পদতলে আছেন, তাঁহাদের উৎপত্তিস্থান উক্ত পয়গম্বর (আঃ)-এর উৎপত্তিস্থান যে এছেম, তাহার অংশ সমূহের কোন এক অংশ। এইরূপ সাধারণ মু'মীনগণের উৎপত্তিস্থান— যে পয়গম্বর (আঃ)-এর তাহারা পদানুসরণকারী— তাঁহার এছ্‌মের ব্যষ্টি সমূহের কোন এক ব্যষ্টি বা অংশ। কাফেরদিগের উৎপত্তিস্থান— আল্লাহ্‌পাকের 'আল মোজেল' (ভ্রষ্টকারী) নামের সহিত সম্বন্ধ রাখে ; উহারা উল্লিখিত উৎপত্তিস্থান সমূহ হইতে সমূলে পৃথক।

যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তিস্থল সমূহ যখন জানা গেল, তখন ইহা জানা উচিত যে, অজুব বা অবশ্যম্ভাবী বৃত্ত এই উৎপত্তিস্থান সমূহ অতিক্রান্ত হওয়ার সহিত সমাপ্ত হয়। উহা সমাপ্ত হওয়ার পর দায়রায়ে এমকান বা সম্ভাব্যের বৃত্ত আরম্ভ হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় পূর্ণ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা হেতু যখন তাঁহার ফয়েজ নেয়্‌মত বা অবদান সমূহ অন্যকে প্রদান করার ইচ্ছা করিলেন ও গুপ্তধন অর্পণ করার মনস্থ করিলেন, তখন সৃষ্ট বস্তু সমূহ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় অস্তিত্বের পূর্ণতা ও তদানুষঙ্গিক যাবতীয় গুণ তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। ইহা নহে যে, আল্লাহ্‌পাকের দরবার হইতে কোন বস্তু বিচ্ছিন্ন হইল এবং সৃষ্ট বস্তুর সহিত তাহা সম্মিলিত হইল ; যেহেতু তাহা ত্রুটির নিদর্শন। আল্লাহ্‌পাক ইহা হইতে অতি উচ্চ। বিশ্বজগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য— তাহাদিগকে উপকৃত করা। তাহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাকের এছ্‌ম ছেফাত সমূহের পূর্ণতা সাধন বা সমাপ্তিকরণ-উদ্দেশ্য নহে। ইহা কখনও হইতে পারে না। এই এছ্‌ম ছেফাত সমূহ স্বয়ং পূর্ণ, আবির্ভূত ও আবির্ভাবস্থল হওয়ার প্রতি তাহাদের কোনই আবশ্যক নাই। আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র দরবারে সকল পূর্ণতা কার্য্যতঃ লব্ধ ও বর্ত্তমান। শুধু যোগ্যতা হিসাবে নহে, যাহা হাছিল বা লব্ধ হওয়া অন্য কোন বস্তুর প্রতি নির্ভরশীল (তদ্রূপ নহে)। যদি তথায় দর্শন ও পরিদৃষ্ট হওয়া

থাকে, তাহাও স্বয়ং সিদ্ধ এবং যদি এল্‌ম, মালুম বা জ্ঞান ও জানিত বস্তু থাকে, তাহাতেও নিজেই জ্ঞানী এবং নিজেই— জানিত বস্তু ; এইরূপ নিজেই বক্তা ও নিজেই শ্রোতা। তথায় যাবতীয় পূর্ণতাগুণ বিস্তৃত ও পৃথকভাবে বর্ত্তমান আছে। অবশ্য উহা প্রকারবিহীন হিসাবে। যেহেতু প্রকারবিহীন বস্তুর প্রতি প্রকার সম্ভুত বস্তুর পথ নাই ; সৃষ্ট বস্তুর কি ক্ষমতা যে তাঁহার পূর্ণতা সমূহের দর্পণ হইতে পারে !

কোন্ দর্পণে রূপ, দেখাবে সে জন ;
এমন দর্পণ কে-বা করিবে সৃজন।

বিশ্ব-জগতের কি ক্ষমতা যে, উক্ত সংক্ষিপ্তির বিস্তৃতি প্রদর্শন করে ! তদীয় দরবারের সংক্ষিপ্তির মধ্যেই বিস্তৃতি ও সংকীর্ণতার মধ্যেই প্রশস্ততা বর্ত্তমান। উক্ত স্তরের বিস্তৃতি ও প্রশস্ততা যখন প্রকারবিহীন ; তখন ধারণা হয় যে, উক্ত সংক্ষিপ্তির বিস্তৃতি আবশ্যক, যাহা বিশ্বজগত সৃষ্টির প্রতি নির্ভরশীল ; এবং উক্ত সংক্ষিপ্তি এই বিস্তৃতির দ্বারা যেন পূর্ণতা লাভ করে। সত্য কথা এই যে, উক্ত স্তরে সংক্ষিপ্তি ও বিস্তৃতি উভয়েই বর্ত্তমান আছে। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। "আল্লাহ্‌পাক অতি প্রশস্ত ও জ্ঞানময়" (কোরআন)।

জানা আবশ্যক যে, এই বিশ্বজগত এমন এক মর্ত্তবায় (স্তরে) বিদ্যমান, যাহার সহিত উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার কোন দ্বন্দ্ব ও ঝঞ্ঝাট নাই। দুই অস্তিত্বধারী বস্তুর একটি অপরটিকে— যদিও সীমাবদ্ধ করিতে চায়, তথাপি এই নিয়ম এ-স্থলে নিবারিত অর্থাৎ বিশ্বজগতের অস্তিত্ব উক্ত পবিত্র অস্তিত্বে কোন সীমাবদ্ধতা ও সমাপ্তি— সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় নাই এবং উহার সহিত কোন সম্বন্ধ বা দিক প্রমাণ করিতে পারে নাই। যে আকৃতি দর্পণের মধ্যে অনুমিত হয়, উহা 'অহম' বা অনুমানের স্তরে বর্ত্তমান আছে। উহার এই বিদ্যমানতা জায়েদ নামক প্রকৃত ব্যক্তি যাহা উহার মূলবস্তু তাহার বিদ্যমানতার সহিত কোনও বিরোধীতা ও ঝঞ্ঝাট নাই এবং উক্ত আকৃতি তাহার মূলবস্তুকে সীমাবদ্ধ ইত্যাদিও করিতে সক্ষম হয় নাই। পরন্তু ইহার সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ বা দিকেরও সৃষ্টি হয় নাই। এই বিশ্বজগতের অস্তিত্ব উক্ত দর্পণস্থিত আকৃতির অস্তিত্বের ন্যায় ধারণার স্তরে বর্ত্তমান আছে, এবং স্বীয় মূলবস্তু যাহা বাস্তব স্তরে বর্ত্তমান, তাহার সহিত কোনও ঝামেলা

রাখে না। অধিকন্তু আকৃতির এই ধারণাকৃত অস্তিত্ব কর্তৃক বাস্তব জগতের উক্ত মূলবস্তুর মধ্যে কোনও সীমাবদ্ধতা ও সমাপ্তির বা দিকের সৃষ্টি হয় নাই। আল্লাহ্ পাকের উদাহরণ অতি উচ্চ। এই সঠিক বর্ণনা দ্বারা এ কথার তত্ত্ব বুঝা গেল যাহা ছুফীগণ বলিয়া থাকেন যে, "বিশ্বজগত ধারণার স্তরে বর্তমান। ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বজগত এমন এক স্তরে সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা ধারণার স্তরের অনুরূপ অর্থাৎ দর্পণে আবির্ভূত আকৃতির— ইহার বাহিরে অবস্থিত মূলবস্তুর সহিত যে সম্বন্ধ, তদ্রূপ। বরং বলা যাইতে পারে যে, "দর্পণের বাহিরে" বাক্যটি বলা, উদাহরণ স্বরূপ বলা হইবে। কেননা বাহির বা বাস্তব জগত বলিতে তথায় কিছুই না। যখন অস্তিত্ব শব্দ প্রয়োগ করা উক্ত পবিত্র মর্তবায় সঙ্গত নহে ; তখন খারেজ বা বাস্তব জগত যাহা অস্তিত্বের শাখা ও অংশ বিশেষ তাহা কিরূপে প্রয়োজ্য হইতে পারে !

সুন্দর একটি পরিশিষ্ট

এই মাবদায়ে তায়াইয়্যুন বা উৎপত্তিস্থান সমূহ যাহা বর্ণিত হইল, তাহা অজুদের সংক্ষিপ্তি হউক—বা বিস্তৃতি হউক, এই—পার্থিব সম্ভাব্য জগতের সৃষ্ট পদার্থ সমূহের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে এবং ইহ-জগতের পদার্থ সমূহের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব উক্ত মহান মাবদায়ে তায়াইয়্যুন সমূহের প্রতি নির্ভরশীল। কিন্তু পরিদর্শিত হইতেছে যে, পরকালের অস্তিত্ব এই মাবদায়ে তায়ইয়্যুন সমূহের প্রতি নির্ভরশীল নহে। বরং তাহাদের মাবদায়ে তায়াইয়্যুন বা উৎপত্তিস্থল অন্য বস্তু। এ ফকীরের নিকট উহা আল্লাহ্পাকের পবিত্র জাতের পূর্ণতাসমূহ— যাহার পবিত্র আঁচলে প্রতিবিম্বিত্তের ধুলিকণাও উপনীত হয় নাই। বরং উক্ত পবিত্র মর্তবা প্রকারবিহীন পার্থক্য ও বিস্তৃতি দ্বারা পৃথক আছে। উক্ত পবিত্র বিস্তৃত জাতী পূর্ণতাসমূহ প্রত্যেকটি তথাকার বা পর জগতের এক এক বস্তুর মাবদায়ে তায়াইয়্যুন। পার্থিব জগতের সহিত যে বিস্তৃত ও সংক্ষিপ্ত তায়াইয়্যুনে অজুদী সম্বন্ধিত, বেহেশ্তবাসীগণের অস্তিত্বের সহিত যেন তাহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। পরবর্তী জগতের অস্তিত্বধারী বস্তু সমূহ যেন, উক্ত পবিত্র মর্তবার সম্মুখবর্তী। কিন্তু ইহ-জগতের বস্তুসমূহ ইহার বিপরীত, ইহারা সম্মুখীন হওয়ার অংশ প্রাপ্ত হয় নাই। পরবর্তী জগতের চিরস্থায়ী বস্তুসমূহ যে, উক্ত

পবিত্র মর্ত্তবার কত— বৃহত্তম অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার বিষয় কি আর বর্ণনা করিব ! নেয়মত প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের উহাই অতি তৃপ্তিকর।

পদ্য—

আছে যাহা পরে, তাহা গোপন ব্যাপার,
উহাদের গুপ্ত রাখা সুন্দর আচার।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে তাহার প্রতি ছালাম।

১১৫ মকতুব

এরফান বা আল্লাহ্ পরিচয়ের আশ্রয়স্থল— জনাব মির্জ্জা হোছাম উদ্দিন আহ্মদের নিকট লিখিতেছেন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। এথাকার ফকীরগণের অবস্থা আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসার উপযোগী। আল্লাহ্তায়ালার নিকট আপনার ছালামতি ও আফিয়াত কামনা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক যে পত্র দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ছর-ফরাজ হইলাম। আপনি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন যে, "হরম শরীফদ্বয়ের যে কোন একস্থানে পবিারবর্গসহ বসবাস করি ও সমাধিস্থ হই"।

হে মান্যবর— পরিবারবর্গসহ যাত্রা আমার নজরে পড়িতেছে না। বরং নিষেধ বলিয়া মনে হইতেছে। আপনি যদি একাই গমন করেন, তাহাই ভাল হয়। আশাকরি ছালামতির সহিত পৌঁছিবেন— বাকী আল্লাহ্ হাওয়ালা।

দ্বিতীয়তঃ ছৈয়দ ছাহেবের বিষয় লিখিয়াছেন যে, চিকিৎসকগণ তাঁহার ক্ষতি হইবে বলিয়াছেন। হে স্নেহাস্পদ, আমি যতই চিন্তা করিয়া দেখিলাম, কোনই ক্ষতির কারণ মনে হইল না। এই মাত্র যে, একটি অন্ধকার তথায় অনুভব হইতেছিল। কিন্তু তাহা কোন ক্ষতিকর অন্ধকার নহে। ইহার যে কারণ কি ! ফলকথা, উল্লিখিত চিকিৎসকগণের অনুমিত— ক্ষতি, নাই। যে অন্ধকার আছে তাহা, উহা নহে। অবশিষ্ট বিষয় আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ন্যস্ত। দ্বিতীয়তঃ মোহাম্মদ ছাঈদ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আল্লাহ্পাকের শোকর যে, উপস্থিত কিছু আরোগ্যের পথে।

তাহার জন্য দোওয়া করিবেন। স্নেহাস্পদ খাজা জামাল উদ্দীন হোছায়েনকে বন্ধু-বান্ধব সহ আল্লাহ্পাক শেষ জামানার বিপদ হইতে রক্ষা করুন। হজরত পীরজাদাগণ জাহেরী-বাতেনী শান্তি দ্বারা সুসজ্জিত থাকুন।

১১৬ মকতুব

খাজা আবুল মাকারেমের নিকট লিখিতেছেন।

আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে সাম্যতা এবং ইন্ছাফের কেন্দ্রে বর্ত্তমান রাখুন ! নেয়্মত প্রদানকারী আল্লাহ্তায়ালা যদি কোন বান্দাকে কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া স্বীয় বান্দাগণের এক সম্প্রদায়ের আবশ্যক পুরণার্থে তদীয় কুঞ্জিকা তাহার হস্তে ন্যস্ত করেন এবং তাহাকে উহাদের আশ্রয়স্থল করেন ; ইহা যে কত উচ্চ সৌভাগ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা অতি মহান সৌভাগ্য যে, যে খল্কুল্লাহ্কে আল্লাহ্পাক পূর্ণ অনুগ্রহ বশতঃ স্বীয় পরিবার বর্গের অনুরূপ বলিয়াছেন, তাহাদিগকে উক্ত ব্যক্তির প্রতি সমর্পণ করেন এবং তাহাদের প্রতিপালনের ভার উহার প্রতি ন্যস্ত করেন। এইরূপ সৌভাগ্যের জন্য যে-শোকর গোজারী করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে অত্যন্ত নেক্বখত্ বা সৌভাগ্যবান এবং জ্ঞানী। সে যেন স্বীয় মালিকের পরিবারবর্গের খেদ্মত করাকে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া জানে এবং কর্ত্তার দাসদাসীগণের তত্ত্বাবধান নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া অনুমান করে। আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও অনুগ্রহ যে, এতদঞ্চলের জনসাধারণ সকল সময় আপনার প্রশংসা করিয়া থাকে ও আপনার অনুগ্রহের কথা আলোচনা করে।

১১৭ মকতুব

(ইহা আরবী ভাষায় লিখিয়াছেন)

মওলানা শায়েখ গোলাম মোহাম্মদের নিকট লিখিতেছেন।

বিছ্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহ্পাকের নামে আরম্ভ করিতেছি, যিনি অত্যন্ত অনুকম্পাশীল এবং নিছক দয়াল।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

শায়েখ আজল্ল (কোঃ)[১] তাঁহার কেতাব আওয়ারেফের দ্বিতীয় বাবে এই আয়াত শরীফ— "নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিশ্চয় উপদেশ আছে ঐ ব্যক্তির জন্য যাহার 'কল্ব' বা অন্তঃকরণ আছে। অথবা সে কর্ণপাত করে, যেন সে— উপস্থিত আছে" এর অর্থের বর্ণনায় বলেন যে, 'ওয়াস্তী (কোঃ)[২] বলিয়াছেন, ইহার অর্থ নিশ্চয় উপদেশ এক বিশিষ্ট দলের জন্য ; সর্ব্ব সাধারণের জন্য নহে। তাহারা ঐ দল যাহাদের বিষয় আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন— "যাহারা মৃত ছিল তাহাদিগকে আমি জীবিত করি নাই— কি" ? "ওয়াস্তি (কোঃ) আরও বলিয়াছেন যে, মোশাহাদা বা আত্মীক দর্শন আত্ম-বিস্মৃতি আনয়ন করে এবং হেজাব বা পর্দ্দা-জ্ঞান প্রদান করে। কেননা আল্লাহ্তায়ালা যখন কোন বস্তুর প্রতি তাজাল্লী বা আবির্ভাব প্রদান করেন, তখন সে বস্তু নম্র ও অবনত হয়। শায়েখ আজল্ল শেহাবুদ্দীন (রাঃ) আরও বলেন যে, ওয়াস্তী (কোঃ) যাহা বলিয়াছেন, তাহা এক সম্প্রদায়ের জন্য সত্য বটে, কিন্তু এই আয়াতটি ইহার বিপরীত নির্দ্দেশ প্রদান করিতেছে— তাহা অন্য সম্প্রদায়ের জন্য। তাহারা তাম্কিন বা স্থিতিশীল অবস্থা সম্পন্ন— সম্প্রদায়। (অর্থাৎ যাহাদের অন্তঃকরণ বা চিত্ত সর্ব্বদা স্থির থাকে ও বিচলিত হয় না) দর্শন ও জ্ঞান তাহাদের জন্য একত্রিত হয়। (শায়েখ আজল্লের উক্তি সমাপ্ত)।

প্রকাশ থাকে যে, ওয়াস্তী (কোঃ) প্রথমে যাহা বলিয়াছেন— তদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, স্থিতিশীল সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশটি বিশিষ্ট। যেহেতু তাহাদিগকে আল্লাহ্পাক মৃত্যুর পর জীবিত করিয়াছেন, অর্থাৎ ফানা বা লয় প্রাপ্তির পর বাকা বা স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পরিবর্ত্তনশীল সম্প্রদায় (যাহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা বিচলিত থাকে)-এর জন্য ফানা ও বাকা কিছুই নাই— এবং দ্বিতীয় অবস্থায়

টীকাঃ— ১। শায়খ আজল্ল শেহাবুদ্দীন— আবু হাফ্ছ ওমর ইব্নে মোহাম্মদ আল্ বক্রী আছ-ছহ্রোওয়ার্দ্দি। ইনি হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর বংশধর ; ৫৩৯ হিজরীতে রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৬৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (নাফ্হাত)।
২। ওয়াস্তী (কোঃ)। ইঁহার নাম মোঃ মুছা। হজরত যেনায়দ (রাঃ)-এর প্রাক্তন সঙ্গী ছিলেন, ৩২০ হিঃ সনে পরলোক গমন করেন (নাফ্হাত)।

তাহারা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন প্রাপ্ত হন না ; কেননা তাহারা পথের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন এবং 'ফানা-বাকা' ইহার শেষ মর্ত্তবার অবস্থা। তাহার দ্বিতীয় অর্থ যদি উক্ত আয়াতের বর্ণনায় বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পরিবর্তনশীল অবস্থাধারীগণের জন্য পর্দ্দা ও ব্যবধানের সময় উপদেশ ; কিন্তু আত্মীক দর্শন ও বিকাশের সময় নহে ; যেহেতু উহা 'বিস্মৃতির সময়'। তাঁহার এই বাক্য— তাঁহার প্রথম বাক্য রদ করিতেছে। অবশ্য যদি ওয়াস্তী (কোঃ) এই মারেফতকে— তাঁহার আত্মীক মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় অন্যত্র বর্ণনা করিয়া থাকেন— যাহা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নহে— তাহা হইলে আর কোন দ্বৈধতা নাই এবং শায়েখের প্রতি কোনরূপ সমালোচনারও অবকাশ নাই। বরং ওয়াস্তী (কোঃ) যাহা বলিয়াছেন, তাহা এক সম্প্রদায়ের জন্য সত্য, অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাধারীদিগের জন্য এবং এই আয়াত স্থিতিশীল অবস্থাধারীদিগের জন্য বিপরীত নির্দ্দেশ দিতেছে। কেননা ওয়াস্তী (কোঃ) এই আয়াতের অর্থে প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উপদেশ স্থিতিশীল অবস্থাধারীদিগের জন্যই বিশিষ্ট। যেহেতু তাহারা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইয়াছেন (অর্থাৎ ফানা-বাকা লাভ করিয়াছেন) পরিবর্ত্তনশীল অবধারীগণের নহে (অর্থাৎ তাহারা ফানা-বাকা প্রাপ্ত নহে)। ফলকথা তিনি দ্বিতীয়বার পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাধারীগণের বিষয় এক পৃথক মারেফাত বর্ণনা করিয়াছেন, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। সুতরাং শায়েখের প্রতি কোন সমালোচনা করা যাইবে না যে, তিনি আয়াতের বিপরীত নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কেননা আয়াত এক সম্প্রদায়ের বিষয় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং এই মারেফত অপর এক সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করিতেছে। যদি ওয়াস্তী (কোঃ) স্থিতিশীল সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশকে পূর্ব্বে বিশিষ্ট না করিতেন এবং পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাধারীগণের জন্যও তাহাদের পর্দ্দার অবস্থায় উহা প্রমাণ করিতেন (তাঁহার দ্বিতীয় বাক্য অনুযায়ী), তাহা হইলে তাঁহার উভয় বাক্যের মধ্যে দ্বৈধতা থাকিত না এবং তাঁহার প্রতি শায়েখের সমালোচনাও আসিত না।

আমার নিকট যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা এই যে, উক্ত আয়াত শরীফ দুইদল লোকের অবস্থা বর্ণনা করিতেছে। "যাহাদের কল্‌ব বা অন্তঃকরণ আছে"

ইঁহারা আরবাবে কুলূব বা কল্‌বধারী ; ইহাদের অবস্থা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ ইহারা এক অবস্থায় বর্ত্তমান থাকেন না এবং আল্লাহ্‌পাকের ফরমান— "কিংবা কর্ণপাত করে" এবং "সে যেন উপস্থিত আছে" অর্থাৎ মনোযোগী আছে। ইহা স্থিতিশীল গণের অবস্থার বর্ণনা ; তাঁহারা উপলব্ধি করার জন্য আত্মীক দর্শনের অবস্থাতেই কর্ণপাত করেন বা মনোযোগী হন। কিন্তু ইহা প্রথম দলের জন্য সাময়িকভাবে উপদেশ এবং দ্বিতীয় দলের জন্য সকল সময়েই উপদেশ। অবশ্য শায়েখ যদি ইহা বলিতেন যে, "এই আয়াত অপর এক সম্প্রদায়ের জন্য— ইহার বিপরীত নির্দ্দেশ প্রদান করে"। তাহা হইলে ভাল হইত। কিন্তু শূন্য হওয়া নিবারণার্থে আল্লাহ্‌পাক 'আও' (অথবা) শব্দ বলিয়াছেন, (অর্থাৎ দুইটির একটি হইবে) ; অতএব উভয় দল উপদেশে একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ নহে।

তৎপর শায়েখ বলিয়াছেন যে, প্রতীতি ও বুদ্ধি জ্ঞানের আধার এবং আলোচনা ও কথাবার্ত্তার স্থান, যাহা অন্তঃকরণের কর্ণ এবং আত্মীক দর্শনের স্থান— অন্তঃকরণের চক্ষু। অতএব, যে ব্যক্তি অবস্থার মত্ততা সম্পন্ন হয়, তাহার কর্ণ তাহার চক্ষুর মধ্যে অন্তর্হিত হয়। পক্ষান্তরে যে সংজ্ঞা ও স্থিতির অবস্থায় থাকে, তাহার কর্ণ চক্ষুর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায় না ; কেননা সে স্বীয় অবস্থার মস্তক ঝুঁটির অধিকারী বা কর্ণধার এবং কথাবার্ত্তা বুঝিবার যোগ্যতা সম্পন্ন— অস্তিত্বের পাত্র দ্বারা সে বুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে ; যেহেতু জ্ঞান— ঐশিক বিজ্ঞপ্তি ও শ্রবণের স্থান এবং ঐশীক বিজ্ঞপ্তি ও শ্রবণ অস্তিত্বধারী ভাণ্ড কামনা করে। এই অস্তিত্ব (যে ব্যক্তি ফানার পথ অতিক্রম করিয়া 'বাকায়' উপনীত হইয়াছে, তাহার জন্য) আল্লাহ্‌পাকের প্রদত্ত অস্তিত্ব, এবং ইহা সংজ্ঞার মাকামে স্থায়িত্ব লাভের জন্য দ্বিতীয়বারের উৎপত্তি দ্বারা সৃষ্টি হয়। ইহা ঐ অস্তিত্ব যাহা মোশাহাদা বা আত্মীক দর্শনের নূরের চাকচিক্যে বিলীন হইয়া যায়, তাহা ব্যতীত অন্য অস্তিত্ব ; ইহা উহাদের জন্য, যাহারা ফানার পথ অতিক্রম করিয়া বাকা-এর স্থায়ী গৃহে উপনীত হয় (শায়েখের বাক্য শেষ)। অতএব, শায়েখের উক্তি দ্বারা বুঝা গেল যে, 'জ্ঞানের আধার কথাবার্ত্তার স্থান' অর্থাৎ "আল্লাহ্‌পাকের সহিত কথাবার্ত্তায় তাহার কর্ণ-চক্ষুর মধ্যে অদৃশ্য হয়"। অর্থাৎ সে মোশাহাদা বা আত্মীক দর্শনের সময় বুঝে না। ইহা পরিবর্তনশীল ব্যক্তিগণের

অবস্থা— মোশাহাদার সময় তাহাদের জ্ঞান অন্তর্হিত হয়। যেরূপ ওয়াস্তী (কোঃ) বলিয়াছেন— "আবার তাহার কর্ণ চক্ষুর মধ্যে অদৃশ্য হয় না"। অর্থাৎ মোশাহাদার মধ্যেও সে বুঝিতে পারে ও সজ্ঞান থাকে ; ইহা স্থিতিশীল ব্যক্তিগণের অবস্থা। তাহাদের মোশাহাদা এবং জ্ঞান একত্রে সংঘটিত হয়, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আবার "যে ব্যক্তি অতিক্রম করিয়াছে" একথা "সে প্রদত্ত হয়" বাক্যের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফানার পথ অতিক্রম করিয়াছে এবং বাকার মাকামে উপনীত হইয়াছে, সে প্রদত্ত হয়। প্রকাশ থাকে যে, পরিবর্তনশীল অবস্থাধারী দিগের মোশাহাদা বা আত্মিক দর্শন হওয়ার কোনই অর্থ হয় না। ইহাদের কথামত মোশাহাদা 'জাত' ব্যতীত অন্যত্র হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি এখনও জাতে উপনীত হয় নাই— তাহার জন্য পরিবর্তনশীল ধারণা সম্ভূত গুণাবলীর বিকাশ হওয়াই শ্রেয়ঃ। এবং যাহারা পবিত্র জাতে বর্তমান আছে, তাহার বর্ধন ও পরিবর্তন নাই— এবং সেই পবিত্র স্তরে কখনও সংজ্ঞা কখনও বিস্মৃতি হয় না ; বরং বিস্মৃতির মধ্যেও অনুভূতি এবং আত্মিক দর্শনের মধ্যেও জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

শায়েখের কথার প্রকাশ্য অর্থ ইহ-জগতে অন্তর্চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্পাকের দর্শন সংঘটিত হওয়া জায়েজ। কিন্তু "ছাহেবে তায়াররোফ" শায়েখ আবুবকর মোহাম্মদ বিন্ ইব্রাহীম বোখারী (ইনি ৩৮০ হিজরীতে পরলোক গমন করেন) যিনি ছূফীগণের ইমাম— তিনি ইহ-জগতে একসঙ্গে চক্ষু ও কল্ব দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার দর্শন নিবারণ করিয়াছেন। অপিচ ইহা একতাবদ্ধমত বলিয়া তিনি দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এবং সকলেই একমত হইয়াছেন যে, আল্লাহ্পাক ইহ-জগতে চক্ষু ও কল্ব দ্বারা পরিদৃষ্ট হন না। শুধু একীন বা বিশ্বাস দ্বারা হইয়া থাকেন"। ছাহেবে তায়াররোফ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্যের নিকটবর্তী ; বরং আমার নিকট তাহাই সত্য। যেহেতু আল্লাহ্পাক পরিদৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া যাহা অনুমিত হয়, তাহা অনুমানের দর্শন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অর্থাৎ অনুমানের আকৃতি যাহা কল্বের বিশ্বাস দ্বারা লাভ হইয়াছে— তাঁহার দর্শন। এইরূপ যাহাকে বিশ্বাস করা যায় তাহারও একটি আকৃতি আছে, যাহা কল্বের প্রতি বিকশিত হয়। কেননা তাঁহারা আল্লাহ্পাকের মেছাল বা উদাহরণ হওয়া জায়েজ বলিয়াছেন ; অবশ্য তাঁহার

মেছেল বা অনুরূপ বস্তু নাই। "আল্লাহ্‌পাকের উদাহরণ অতি উচ্চ"। আল্লাহ্‌পাকের যদিও বাস্তবে কোন আকৃতি নাই, তথাপি ধারণায় একীন বা বিশ্বাস এবং বিশ্বাস্য বস্তুর আকৃতি অঙ্কিত হয়। কেননা কল্‌ব বা অবশিষ্ট লতিফাসমূহে যে অর্থ ও প্রতিপাদ্য ও অভিধেয় লাভ হয় ; বরং তথায় যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় ও যাইবে, ধারণার মধ্যে সে সমুদয় বস্তুর আকৃতি আছে। যেহেতু উহা আলমে মেছাল যাহা সর্ব্বাধিক প্রশস্ত জগত তাহার নিদর্শন। অতএব, এ-স্থলে (ইহ জগতে) কল্‌বের একীন ও তাহার আকৃতি এবং বিশ্বাস্য বস্তুর আকৃতি, যাহা ধারণার মধ্যে দর্শনের রূপ ধারণ করিয়া পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। এ-স্থলে প্রকৃতপক্ষে কল্‌বের মধ্যে আল্লাহ্‌ তায়ালার দর্শন লাভ হয় না। চক্ষুর জন্য আর কিরূপে হইতে পারে ! ইহা ব্যতীত নহে যে, উহা কল্‌বের 'মেছালী' বা উদাহরণিক দর্শন। অর্থাৎ তাহার একীন বা বিশ্বাস দর্শনের আকৃতি ধারণ করিয়াছে ও তাহার বিশ্বাস্য বস্তু পরিদৃষ্ট বস্তু হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকেই সে ধারণা করে যে, সে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহ্‌পাককে দেখিয়াছে। কিন্তু উহা আনুমানিক দর্শন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বরং বলিব যে, পরিদৃষ্ট বস্তুর আকৃতি আল্লাহ্‌পাকের মেছালী আকৃতিও নহে। অপিচ উহা তাহার বিকাশের আকৃতি, যাহা তাহার বিশ্বাসের সহিত সম্বন্ধিত হইয়াছে এবং উহাই তাহার ধারণায় প্রকাশ পাইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা অতি পবিত্র যে, তাঁহার কোনরূপ আকৃতি হয়, উহা ধারণার মধ্যেই হউক না কেন ! উহা সাধকের কল্‌বের কতিপয় বিকাশের আকৃতি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। উহা ঐ সকল এ'তেবার বা ধারণার বিকাশ যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের সহিত সম্বন্ধিত। এইহেতু— সাধক যখন পবিত্র জাতে উপনীত হয়, তখন তাহার এই প্রকারের ধারণার উদ্ভব হয় না। অতএব, আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাতের কোনই আকৃতি নাই, যদিও উহা মেছালে ও ধারণায় হউক না কেন ! আমার নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার যেরূপ মেছেল বা অনুরূপ নাই— তদ্রূপ তাঁহার মেছাল বা উদাহরণও নাই। যেহেতু আকৃতি যে কোন স্তরেই হউক না কেন, তাহাও সীমাবদ্ধ ও শেষ হওয়া অনিবার্য্য করে। অথচ আল্লাহ্‌পাক সীমাবদ্ধ হওয়া হইতে পবিত্র। পরন্তু এই মর্ত্তবা বা স্তর সমূহ তাঁহারই— সৃষ্ট বস্তু। ইহা অবশ্য বোধ্য, চিন্তাকর।

আল্লাহ্পাকের প্রশংসা যে, তিনি আমাদিগকে খেয়াল বা চিন্তার প্রাবল্য প্রদান করিয়াছেন এবং উহাকে— পূর্ণতার উদ্দেশ্যের আকৃতিসমূহ লাভ হইবার দর্পণতুল্য করিয়াছেন। যদি ধারণা না হইত তাহা হইলে, আমরা উন্নতির ও সম্মিলনের স্তর সমূহ লাভ করিতে পারিতাম না এবং উহাকে বিরহের স্তর হইতে পৃথক করিতে সক্ষম হইতাম না। আত্মীক অবস্থার বর্ষণ সমূহও অবগত হইতাম না। যেহেতু উহার মধ্যে প্রত্যেক উদ্দেশ্য বা প্রতিপাদ্য ও অবস্থার এক একটি আকৃতি আছে। যদি উক্ত আকৃতি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত উদ্দেশ্য বা প্রতিপাদ্য ও অবস্থা অনুভূত হয়। সুতরাং লতিফা সপ্তকের অবস্থা ছয়র-ছুলুক বা ভ্রমণ করা এবং এক অবস্থা হইতে— অন্য অবস্থায় পরিবর্ত্তীত হওয়া। আবার খেয়াল বা ধারণার অবস্থা (কার্য্য) উক্ত ছয়র সমূহের দরজা সমূহ যাহা সাধকের লাভ হয়, তাহা উহার অংকিত আকৃতি হিসাবে সাধককে পরিদর্শিত করানো। এই পরিদর্শিত করানোতে তাহার ঊর্ধ্বারোহণের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয়। উপরন্তু এই পরিদর্শন দ্বারা দেখিয়া ভ্রমণ এবং জানিয়া ও চিনিয়া পথ অতিক্রম লাভ হয় ও ইহার প্রাবল্য সাধককে অজ্ঞতা হইতে নিষ্কৃতি দান করে, তখন সে এ বিষয়ের আলেম বা বিজ্ঞ ব্যক্তি হইয়া যায়। ইহার উৎকর্ষের জন্য আল্লাহ্তায়ালার শোকর গোজারী করিতেছি। যে ব্যক্তি সৎপথে চলে তাহার প্রতি ছালাম।

১১৮ মকতুব

(ইহা আরবী মকতুব)

মওলানা আবদুল কাদের আম্বালীর নিকট লিখিতেছেন।

শায়েখ শেহাবুদ্দীন (রাঃ) তাঁহার পুস্তক আওয়ারেফের দ্বিতীয় বাবে (অধ্যায়) এই হাদীছ শরীফ যাহা হজরত রছুলুল্লাহ (দঃ) হইতে সরাসরি বর্ণিত আছে তাহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে, "কোরআন পাকের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয় নাই যে তাহার পৃষ্ঠ বা বহির্দেশ ও উদর বা অর্ন্তদেশ নাই। তাহার প্রত্যেক বর্ণের সীমা আছে, এবং প্রত্যেক সীমার একটি উচ্চ পরিদর্শন স্থান আছে"। আমার মনে হয় পরিদর্শনের স্থল জ্ঞান দ্বারা উহার সূক্ষ্ম অর্থ সমূহ অনুভব করা ও গুপ্ত রহস্যসমূহ

উপলব্ধি করা নহে ; বরং পরিদর্শন স্থলের অর্থ এই যে, প্রত্যেক আয়াত পাঠ কালে বক্তার (আল্লাহের পবিত্র জাতের)প্রতি আত্মীক দৃষ্টি নিক্ষেপ, যেহেতু উহা (আয়াত) তাঁহার গুণ সমূহের কোন এক গুণের আধার এবং বিশেষণ সমূহের কোন এক বিশেষণের পাত্র। অতএব, উক্ত আয়াত পঠন ও শ্রবণকালে তাজাল্লী বা আবির্ভাবসমূহ তাহার জন্য নূতনভাবে আবির্ভূত হইতে থাকে এবং উহা তাহার জন্য আল্লাহ্তায়ালার বোজর্গীর উচ্চতার অবগতি প্রদানকারী দর্পণতুল্য হইয়া থাকে। শায়েখ ইহার এই ব্যাখ্যার পোষক বক্তব্য শেষ পর্য্যন্ত— যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ আমার জ্ঞানে আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে উপলব্ধি হইতেছে যে, পৃষ্ঠদেশ বা বহির্দ্দেশ কোরআন পাকের পবিত্র শব্দ সমূহ ; যাহা সকল সাহিত্যিক গণকে অক্ষম করিয়া দিয়াছে এবং উহার উদর বা অন্তর্জ্জগত এর অর্থ, জ্ঞানের নির্ম্মলতা ও প্রখরতার তারতম্যানুযায়ী— উহার তাবীল বা ভাবার্থ ও ব্যাখ্যা করা, যাহা সূক্ষ্ম অর্থ ও গূঢ় রহস্যাবলী সম্ভুত। উহার 'সীমার' অর্থ— আল্লাহ্পাকের কালাম বা বাক্য গুণের স্তর সমূহের শেষ স্তর ; অর্থাৎ উহার বক্তাকে দর্শন করা এবং ইহা গুণজাত তাজাল্লীর প্রতিবিম্ব যাহা তাঁহার উচ্চতা ও মহত্ত্ব জ্ঞাপক। আবার পরিদর্শনের স্থান-এর অর্থ, উক্ত গুণজাত তাজাল্লীর ঊর্ধ্বে যাহা আছে তাহা ; অর্থাৎ জাতী তাজাল্লী, যাহা যাবতীয় সম্বন্ধ ও অনুমান শূন্য। হাদীছের মধ্যে আল্লাহ্পাকের বাক্যের শেষ প্রান্তে পরিদর্শন স্থল প্রমাণ করিয়াছেন ; অতএব, উক্ত পরিদর্শন স্থল উক্ত বাক্যের পরে হইবে ; বরং উহার শেষ প্রান্তেরও পরে। 'বাক্য'— আল্লাহ্তায়ালার একটি গুণ। উক্ত গুণের দর্পণে বক্তাকে পরিদর্শন করার অর্থই উক্ত গুণের তাজাল্লী প্রাপ্ত হওয়া এবং উহার শেষ মর্ত্তবার অর্থ— উহা পূর্ণ করা। তাহার পরে পরিদর্শন করার অর্থ, উক্ত তাজাল্লী হইতে নিশ্চয় তাজাল্লীয়ে জাতীতে উন্নীত করা। অতএব, এ স্থলে জাত পর্য্যন্ত উপনীত হওয়া ছেফাতে কালাম বা বাক্য গুণের মাধ্যমে হয় এবং উক্ত ছেফাতের প্রতি নির্দ্দেশক পবিত্র কোরআনের শব্দ সমূহ তেলাওয়াতের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ স্থলে দুইটি পদক্ষেপ ব্যতীত উপায় নাই। প্রথম পদক্ষেপ কোরআন পাকের শব্দ, যাহা নির্দ্দিষ্ট ও নিরূপিত বস্তু অর্থাৎ ছেফাতের প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করে, এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপ উক্ত ছেফাত হইতে ছেফাতধারী বা

বিশেষ্য বস্তুর প্রতি পদক্ষেপ। আরেফ শারনী (কোঃ) বলিয়াছেন যে, "দুই পদক্ষেপ চলিবে এবং নিশ্চয় উপনীত হইবে"। কিন্তু শায়েখ শেহাবুদ্দীন (কোঃ) প্রথম পদক্ষেপ ব্যতীত অন্য কিছু উল্লেখ করেন নাই— এবং ইহার দ্বারাই ছয়ের বা ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়াছেন ও কোরআন পাঠের উপকারীতা ইহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, ইহার বাহিরে নহে। হে খোদা— তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে যাহা শিখাইয়াছ, তাহা ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই জানি না। তুমি জ্ঞানময় ও সু-কৌশলী।

ইহার পর শায়েখ শেহাবুদ্দীন (কোঃ) বলিয়াছেন যে, এমাম জাফরে ছাদেক (রাঃ) ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নামাজের মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। ইহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "একটি আয়াত আমি পুনরাবৃত্তি করিতেছিলাম, অবশেষে তাহা আমি তাহার বক্তার নিকট হইতে শুনিতে পাইলাম"। অতএব, যখন ছূফীর জন্য তৌহিদ বা একবাদের সম্মুখে— মস্তক কুন্তল বা নূর প্রকাশ পায়, এবং ভীতি প্রদর্শন ও প্রতিশ্রুতি দান ইত্যাদির প্রতি কর্ণপাত করে ও তাহার অন্তঃকরণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, তখন সে আল্লাহের সম্মুখীন হইয়া যায় ও তাঁহার দরবারে হাজির ও উপস্থিত হয় এবং তখন— সে ব্যক্তি তেলাওয়াতের সময় স্বীয় রসনা ও অন্যের রসনা সমূহকে হজরত মুছা (আঃ)-এর বৃক্ষের ন্যায় দেখিতে পায়, যে বৃক্ষ হইতে আল্লাহ্পাক তাঁহাকে স্বীয় বাক্য ও আহ্বান শ্রবণ করাইয়াছিলেন। আল্লাহ্পাক বলিয়াছেন যে, "নিশ্চয় আমি-আমিই আল্লাহ্"। অতএব সে যখন আল্লাহ্পাকের নিকট হইতেই শ্রবণ করে এবং আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে শ্রবণ করাইয়া দেন ; তখন তাহার কর্ণ চক্ষুতুল্য এবং চক্ষু কর্ণতুল্য ও তাহার এল্‌ম আমল এবং আমল এল্‌ম হইয়া যায়, তাহার শেষ প্রারম্ভে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং প্রারম্ভ শেষ পর্য্যায়ভুক্ত হয়। অতঃপর তিনি (শায়েখ) বলিয়াছেন, "যখন ছূফী এই পর্য্যায় উপনীত হয় ও এই অবস্থায় পরিণত হয়— তখন তাহার আত্মীক অবস্থা স্থায়ী হয় ও তাহার শুহুদ বা আত্মীক দর্শন অবিচ্ছেদ্য থাকে ও তাহার শ্রবণ অবিচ্ছিন্ন ধারায় নূতনভাবে পুনরাবৃত্ত হইতে থাকে। তাঁহার বাক্য যে, "ছূফীর প্রতি

যখন তৌহিদের সম্মুখে মস্তক কুন্তল বা নূর প্রকাশ পায়" একথা হজরত ইমাম জাফর (রাঃ)-এর কথার বর্ণনা এবং বক্তার নিকট হইতে তাহার বাক্য শ্রবণ করার ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ছূফীর প্রতি যখন তৌহিদ বা একবাদের অবস্থা প্রবল হয় এবং তাহার দৃষ্টি হইতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তুর দর্শন অন্তর্হিত হয়, তখন সে যেন আল্লাহ্পাকের সম্মুখে হাজির ও উপস্থিত হয়। তখন সে নিজের বা অপরের যে বাক্য যখন শ্রবণ করে তাহা আল্লাহ্তায়ালা হইতে প্রাপ্ত হয় ও শ্রবণ করে। অর্থাৎ সে যেন উহা আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে শ্রবণ করিতেছে, এবং তখন নিজের রসনা বা অন্যের রসনাকে হজরত মুছা (আঃ)-এর বৃক্ষের ন্যায় দেখিতে পায়। অতএব, হজরত ইমাম (রাঃ) যখনই কোন আয়াতের পুনরাবৃত্তি করিতেন, তখন উহা নিজের রসনা হইতে শুনিতেন ; অবশেষে যখন পাঠ করিতে করিতে তৌহিদের অবস্থা প্রকাশ পাইত তখন উক্ত আয়াতের বক্তার নিকট হইতে উহা শ্রবণ করিতেন ; যদিও উহা তাঁহারই বাক্য ও তাঁহারই রসনা হইতে নির্গত হইতেছে। যেহেতু তিনি স্বীয় রসনাকে তখন হজরত মুছা (আঃ)-এর বৃক্ষের অনুরূপ প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং তাঁহার আনন হইতে নির্গত বাক্য উক্ত বৃক্ষের বাক্যের অনুরূপ, যেন উহা আল্লাহ্পাকের বাক্যতুল্য হইত।

আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে ও সাহায্যে আমি বলিতেছি যে, "নিশ্চয় মুছা (আঃ)-এর বৃক্ষ হইতে যাহা শ্রুত হইত তাহা আল্লাহ্পাকের বাক্য, ইহা অনিবার্য্য। এ পর্য্যন্ত যে কেহ যদি উহা অস্বীকার করিত সে কাফের হইয়া যাইত। কিন্তু রসনা সমূহ হইতে পরিশ্রুত বাক্য— প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালার বাক্য নহে। যদিও তৌহিদের প্রাবল্য হেতু ছূফী ধারণা করে যে, ইহা নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালার বাক্য। সুতরাং এই বাক্য যদি কেহ অস্বীকার করে, সে কাফের হইবে না ; বরং সে সত্যবাদী হইবে। যেহেতু ইহা রসনার গতিবিধি ও উচ্চারণ স্থানের সাহায্যে সৃষ্টি হইয়াছে, হজরত মুছা (আঃ)-এর বৃক্ষের বাক্য এইরূপ নহে ; অতএব, এই বাক্যদ্বয় কিভাবে এক পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে ? যেহেতু ইহার প্রথমটি বাস্তব এবং দ্বিতীয়টি ধারণা সম্ভূত। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শায়খ আজল্ল (কোঃ)-এর একবাদ বা তৌহিদের মধ্যে এ স্থলে এত অধিক অত্যুক্তি করিয়াছেন যে, তিনি ধারণাকৃতকে

বাস্তব বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন এবং বান্দা হইতে অবস্থার চাপে যে বাক্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহাকে আল্লাহ্ হইতে সংঘটিত বলিয়াছেন। অথচ তিনি তাঁহার উক্ত কেতাবের অন্য স্থলে তৌহিদের অবস্থার বাক্য সমূহ তাহার বক্তাগণ হইতে যে, অবস্থার চাপে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আল্লাহ্পাকের পক্ষ হইতে বর্ণনা স্বরূপ বলিয়া উহা অস্বীকার করিয়াছেন ; যাহাতে প্রবিষ্ট হওয়া বা এক হওয়ার আশঙ্কা না থাকে ; কিন্তু এ স্থলে তিনি প্রবিষ্ট হওয়া হইতে বিরত থাকিলেন না ; বরং এক বা 'অবিকল তিনি' বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। এ স্থলে সত্য কথা এই যে, এক বা অবিকল সেই বস্তু বলা ধারণাকৃত ব্যাপার— বাস্তব নহে। উহা অর্থাৎ এক হওয়া পবিত্র জাতের সহিত হউক বা ছেফাত সমূহের সহিত হউক কিংবা তাহার কার্য্য কলাপের সহিত হউক না কেন। সুতরাং আল্লাহ্ পবিত্র— তাঁহার জাত, ছেফাত ও এছেমসমূহের মধ্যে সৃষ্টির নূতনত্বে পরিবর্ত্তন ঘটেনা এবং তাঁহার সহিত কোন বস্তু এক হয় না ও তাহার গুণাবলীর সহিত বা কার্য্যকলাপের সহিত কাহারও গুণাবলী ও কার্য্যকলাপ এক হয় না। অতএব, তিনি পবিত্র ; তিনিই— তিনি এবং সৃষ্ট ও সম্ভাব্য বস্তু সম্ভাব্য ও সৃষ্ট ; তাহাদের জাত— ছেফাত (ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী) এবং কার্য্যকলাপ নূতন। অন্যদিকে নূতন বস্তুর সঙ্গে এক বলা এশ্কের বিপর্য্যয় ও প্রেমের প্রাবল্য ও ভালবাসার মত্ততাহেতু হইয়া থাকে। সুতরাং প্রবিষ্ট হওয়া ও এক হওয়া— যাহা কোফরে পরিণত করে, তাহার জন্য ইহারা ধৃত হইবেন না ও ইঁহাদিগকে দোষী করা যাইবে না। কেননা উহা ইঁহাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয় নহে। আল্লাহ্ পবিত্র, তাঁহার পবিত্র দরবারে যাহা উপযোগী নহে, তাহা ইঁহাদের উদ্দেশ্য লওয়া হইতে তিনি পবিত্র। যেহেতু ইঁহারা আল্লাহ্পাকের অলী এবং তাঁর প্রেমিক দল ; অতএব তাঁহার প্রতি যাহা প্রয়োগ করা বিধেয় নহে, তাহা হইতে ইঁহারা সু-রক্ষিত। কিন্তু যাহারা উক্ত অবস্থা সংঘটিত হওয়া ব্যতীত ইঁহাদের অনুরূপ কথা বলে এবং ইঁহাদের উদ্দেশ্য যাহা তাহার বিপরীত ধারণা করে, তাহারা সেইহেতু ভ্রষ্টতা ও অধর্মের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। অবশেষে তাহারা আল্লাহ্তায়ালার সহিত একত্রিত হওয়া ও প্রবিষ্ট হওয়া প্রমাণ করে এবং সম্ভাব্য বস্তু অবশ্যম্ভাবী হইয়া যায় বলিয়া ব্যক্ত করে। ইহারা জিন্দিক বা ধর্মভ্রষ্ট। ইহারা আমাদের আলোচনার

বহির্ভূত। আল্লাহ্ পাক ইহাদিগকে ধ্বংস করুক, কিভাবে ইহারা মিথ্যা অপবাদ দিতেছে।

প্রকাশ থাকে যে, হজরত ঈমাম জাফর (রাঃ)-এর বর্ণনা শায়েখ (কোঃ) যাহা করিয়াছেন, তাহা যদিও কোন অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল দলের প্রতি সত্য হয় অর্থাৎ যাহারা পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা সম্পন্ন ও মত্ত্বতা এবং তৌহিদের অবস্থা যাদের প্রতি প্রবল হইয়াছে, তাহাদের প্রতি সত্য হয়, তথাপি আমি হজরত ঈমামের প্রতি সৎ বিশ্বাস হেতু তাঁহার জন্য আমি ইহা সত্য হওয়া সঙ্গত মনে করি না। যেহেতু আমার নিকট তিনি স্থায়ী অবস্থা ও সংজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তি গণের শীর্ষস্থানীয় দলের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার নিকট— ধারণাকৃত বস্তু ও বাস্তব বস্তুর মধ্যে সন্দেহ হইতে পারে না— এবং তিনি অন্যের নিকট হইতে শ্রবণকে— আল্লাহ্পাকের নিকট হইতে শ্রবণ বলিতে পারেন না। অতএব তাঁহার অবস্থার অনুরূপ তাঁহার বাক্যের ইহা ব্যতীত অন্যরূপ সুন্দর সমাধান অন্বেষণ করা উচিত। তাহা এই যে, বান্দা স্বীয় প্রভুর বাক্য প্রকার-বিহীন হিসাবে শ্রবণ করা সম্ভবপর। যেরূপ হজরত মুছা (আঃ) তুরগিরিতে পরিশ্রবণ করিয়াছিলেন।

যদি বলা যায় যে, আল্লাহ্পাক হইতে বাক্য শ্রবণ করার অর্থ কি ? অথচ বর্ণ ও শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুই শ্রুত হয় না। তদুত্তরে বলিব যে, ইহা (বর্ণ ও শব্দ নিজে না শুনা) হইতে পারে না ; কেননা ইহা কি দৃষ্ট হয় না যে, আল্লাহ্পাক স্বীয় বাক্য-বর্ণ ও শব্দ রহিত হিসাবে শ্রবণ করেন। অতএব, বান্দা যখন তাঁহার চরিত্রে চরিত্রবান হয়, তখন তিনিও উক্তরূপ বর্ণ ও শব্দ রহিত হিসাবে শ্রবণ করিবেন। পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক স্বতঃসিদ্ধ ধারণা যাহা অনুপস্থিতকে উপস্থিতের সহিত তুলনা করা হইতে উদ্ভূত তদনুযায়ী অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিরূপে তুলনা করা যাইতে পারে, উপস্থিত ব্যক্তি (বান্দা) কালের সংকীর্ণতার মধ্যে বন্দী ; যাহা পর্য্যায়ভুক্ত ও অগ্রপশ্চাৎ হওয়া কামনা করে এবং অনুপস্থিত (আল্লাহ্তায়ালা)-এর প্রতি জামানা (কাল) অতিবাহিত হয় না, এবং তথায় অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই নাই— এবং পর্য্যায়ভুক্ত হওয়া নাই ! অতএব উপস্থিতের মধ্যে এমন বস্তু বর্ত্তমান থাকা সম্ভব যাহা অনুপস্থিতের জন্য বিধেয় ও সংগত নহে— ইহা চিন্তা করিয়া বুঝা উচিত।

আল্লাহ্‌পাক সত্য ও সর্ব্বজ্ঞ। ইহার মূল বর্ণনা এই যে, উক্ত শ্রবণ যদি শ্রবণ ইন্দ্রিয় (কর্ণ) দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে শ্রুত বস্তু বর্ণ ও শব্দ না হইয়া উপায় নাই। কিন্তু উহা যদি শ্রোতার দেহের যাবতীয় অংশ দ্বারা সংঘটিত হয়, ইন্দ্রিয়ের সহিত উহা বিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে শ্রুত বস্তু বিনা বর্ণে ও শব্দে সংঘটিত হওয়া জায়েজ বা সঙ্গত, কেননা আমরা আমাদের সম্পূর্ণ দেহ ও উহার প্রত্যেক অংশ দ্বারা এরূপ বাক্য শ্রবণ করি যাহা বর্ণ ও শব্দের গণ্ডিভূক্ত নহে। অবশ্য ধারণায় উহার ধারণাকৃত বর্ণ ও শব্দ অনুমিত হয়। কিন্তু আমরা জানি যে, যে বাক্য আমাদের সম্পূর্ণ দেহ দ্বার শ্রুত বা অনুভূত হয়, তাহা প্রথমে বর্ণ ও শব্দ রহিত ছিল ; পরবর্ত্তী অবস্থায় ধারণার মধ্যে খেয়ালী বর্ণ ও শব্দ পরিধান করিয়াছে, যাহাতে উপলব্ধি করিতে ও করাইতে সহজ হয়। ইহা হইতেও আশ্চর্যের কথা বলিব যে, আমাদের অক্ষর ও শব্দযুক্ত বাক্যসমূহ যাহা অগ্র-পশ্চাৎ সম্ভূত, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালা শ্রবণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহার শ্রবণ বর্ণ ও শব্দের মাধ্যমে নহে এবং অগ্র-পশ্চাতের পর্য্যায় অনুযায়ী নহে। যেহেতু সংযুক্ত ও অগ্র-পশ্চাৎ সম্ভূত বাক্যের জন্য কালের আবশ্যক। কিন্তু আল্লাহ্‌পাকের প্রতি কোন 'কাল' অতিবাহিত হয় না। কেননা তিনি কালের স্রষ্টা। অতএব, যখন বর্ণ ও শব্দ সংযুক্ত বাক্য— বর্ণ শব্দ ব্যতীত শ্রবণ করা জায়েজ বা বিধেয়, তখন যে বাক্য, বর্ণ, শব্দের প্রকার যুক্ত নহে, তাহা উহা ব্যতীত শ্রবণ করা অধিকভাবে জায়েজ হইবে। ইহা বোধ্য ; অতএব, তুমি সংকীর্ণমনা হইওনা এবং মুর্খ— জ্ঞানীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না। আল্লাহ্‌পাক সত্যের অবগতি প্রদানকারী।

এই ছত্রগুলি লিপিবদ্ধ করার পর এ বিষয়ের সমাধান আল্লাহপাক আমাকে যাহা অবগত করাইলেন তাহা এই যে, যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দা আল্লাহ্‌পাকের সম্বোধন উপলব্ধি করা ও তাঁহা হইতে উহা গ্রহণ করা— প্রথমতঃ আত্মীক প্রাপ্তি হিসাবে হইয়া থাকে, যাহা বর্ণ ও শব্দের মধ্যস্থতা রহিত এবং স্বর ও আহ্বান শূন্য। তৎপর উক্ত নিক্ষিপ্ত অর্থ সমূহ ধারণার প্রাবল্যে উদাহরণ প্রাপ্ত হয় এবং তথায় সকল বস্তু বর্ণ ও শব্দের আকার ধারণ করে ; কেননা বর্ত্তমান বিশ্বে বা ইহ-জগতে বর্ণ ও শব্দ ব্যতীত উপকার আদান-প্রদানের পথ নাই। তাহা হইলে এই নিক্ষিপ্তিকেও

প্রকারবিহীন শ্রবণ বলা যাইতে পারে। অতএব, উক্ত বাক্য যখন প্রকারবিহীন, তখন উহার শ্রবণও প্রকারবিহীন। যেহেতু প্রকারবিহীন ব্যতীত প্রকারবিহীনের দিকে পথ নাই।

সুতরাং ইহা সত্য হইল যে, আল্লাহ্পাকের বাক্য বর্ণ ও শব্দ শূন্য প্রকার-বিহীনভাবে শ্রবণ করা বিধেয় বা জায়েজ ; তৎপর উহা ধারণার স্তরে বর্ণ ও শব্দের আকৃতি প্রাপ্ত হয়, যাহাতে দৈহিক জগতে উপকার আদান-প্রদান সংঘটিত হয়। যাহারা এই গূঢ়-রহস্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই— তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একদল ধারণা করিয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্পাকের বাক্য শ্রবণ করে ; কিন্তু উহা বর্ণ ও শব্দের মাধ্যমে যাহা আদি সম্ভূত ও উহার প্রতি নির্দ্দেশক। আবার তাহাদের অপর একদল সাধারণভাবে কথাবার্ত্তা বলা হিসাবে বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্পাকের বাক্য শ্রবণ করে, কিন্তু তাঁহার মর্ত্তবার উপযোগী বা অনুপযোগী কিছুই তারতম্য করে না। ইহারাই জাহেল বা নিরেট মুর্খ ও বিপর্য্যয় সৃষ্টিকারী। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র দরবারে কি বলা সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহা ইহারা জানে না ! আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে আমি যাহা বলিলাম তাহাই সত্য।

শায়েখ আরও বলিয়াছেন যে, "তাহার কর্ণ— চক্ষু হইয়া যায় এবং চক্ষু— কর্ণ হইয়া যায়"। তৎপর বলিয়াছেন যে, "তাহার শেষ— প্রথম এবং প্রথম— শেষে প্রত্যাবৃত্ত হয়"। ইহার অর্থ এই যে, তাহার কর্ণ চক্ষুর নিয়ম সম্পন্ন হয় ও তাঁহার চক্ষু কর্ণের গুণযুক্ত হয়। অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ দেহ দ্বারা শ্রবণ ও সম্পূর্ণ দেহ দ্বারা দর্শন করে এবং সম্পূর্ণ দেহ দ্বারা জ্ঞাত হয়। ইহা নহে যে— তাহার কোন অংশ দ্বারা শ্রবণ করে এবং অপর কোন অংশ দ্বারা দর্শন করে। তখন শ্রবণ অবিকল দর্শনে পরিণত হইবে না। তৎপর গুপ্ততা হেতু উহা আরও প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহার শেষ— প্রথম হইয়া যায় এবং প্রথম— শেষ হয়। ইহার উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম এই যে— আল্লাহ্পাক পিপীলিকা সমূহকে অর্থাৎ আমরা যাহারা আজলের দিবসে পিপীলিকার মত ছিলাম তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমি কি তোমাদের প্রভু নহি" ? তখন উহারা আল্লাহ্পাকের সম্বোধন বিনা মধ্যস্থতায় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে শ্রবণ করিয়াছিল। তৎপর উক্ত পিপীলিকাসমূহ পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে ও উদরে উদরে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতে লাগিল ; অবশেষে তাহারা দেহে পরিণত হইয়া

বহিষ্কৃত হইল। অতএব আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমতা তাঁহার কৌশল দ্বারা আবৃত হইল এবং অবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি দ্বারা যুগে যুগে উহারা তমশাচ্ছাদিত হইল। তৎপর যখন আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা হয় যে, কোন বান্দাকে স্বীয় বাক্য সুন্দরভাবে শ্রবণ করায় অর্থাৎ তাহাকে নির্ম্মল ছূফী করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহাকে অনবরত পবিত্রতার স্তর সমূহে উন্নীত করাইতে থাকেন ; অবশেষে তিনি ক্ষমতার ময়দানে উপনীত হন, এবং তাহার তীক্ষ্ম দৃষ্টি হইতে উল্লিখিত হেকমতের বা কৌশলের পর্দ্দা অন্তর্হিত হয় ; তখন তিনি "আমি কি তোমাদের প্রভু নহি"— এই বাক্যটি প্রকাশ্যভাবে শুনিতে পান এবং তাঁহার একত্ব ও পরিচয় লাভ প্রকাশ্যভাবে প্রমাণিত হয় ও তাহার ও অন্য সকলের রসনা তাঁহার জন্য মুছা (আঃ)-এর বৃক্ষের তুল্য হয়, তিনি উহার দ্বারা আল্লাহ্‌পাকের বাক্য শ্রবণ করিতে থাকেন, যেরূপ উক্ত বৃক্ষ হইতে হজরত মুছা (আঃ) শ্রবণ করিয়াছিলেন। অতএব, তাহার শেষ প্রথমে এবং প্রথম শেষে প্রত্যাবৃত হওয়া তখন সত্য হয়। অর্থাৎ শেষে আল্লাহ্‌পাকের বাক্য ঐভাবে শ্রবণ করে যেভাবে প্রথমে শ্রবণ করিয়াছিল। ইহার প্রতিই শায়েখ অনেকের বাক্য ন্যস্ত করিয়াছেন, যাহারা বলিয়াছেন যে— আল্লাহ্‌পাকের "আমি কি তোমাদের প্রভু নহি" ? সম্বোধন আমি স্মরণ করি। অর্থাৎ উপস্থিত যে সম্বোধন— আমি রসনা সমূহে শুনিতেছি, প্রথম সম্বোধনও সেই প্রকারের ছিল। ইহা স্মরণীয় !

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম সম্বোধনটি আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ হইতে বাস্তব হিসাবে ছিল এবং পিপিলিকাগুলিও বাস্তব হিসাবে তাহা শ্রবণ করিয়াছিল এবং এই সম্বোধন যাহা সকলের রসনা হইতে শ্রুত হয়, ইহা আল্লাহ্‌পাকের সম্বোধন বটে ; কিন্তু চিন্তা ও ধারণা হিসাবে। ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, ইহাদের একটিকে— অপরটি কিভাবে বলা যাইবে ? (ইহাদের মধ্যে নিশ্চয় পার্থক্য আছে)। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শায়েখ এতাদৃশ মর্ত্তবাধারী হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের একটিকে অবিকল অপরটি বলিয়াছেন, এবং বাস্তব ও সত্য ও ধারণা সম্ভূতের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই ; ইহা নিছক মত্ততা ও খাঁটি একবাদ ব্যতীত নহে। ইহা আনাল হক ও ছোবহানী বাক্য ও "আমার জোব্বার মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই" কথার অনুরূপ বাক্য। তিনি পরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আরও আশ্চর্য্যজনক। তিনি

বলিয়াছেন যে, ছূফী যখন এই গুণের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন তাহার আত্মীক সময় ও দর্শন স্থায়ী হয় ও তাহার শ্রবণ পরপর পুনরাবৃত্ত হইতে থাকে। কিন্তু ইহা অবিদিত নহে যে, ছূফী এই মাকামে ছেফাতের তাজাল্লী সম্ভূত বা গুপ্ত তাজাল্লী ব্যতীত অন্য কিছুই লাভ করেন নাই। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে এবং ইহা পরিবর্ত্তনশীল মাকাম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাহা হইলে উহার আত্মিক অবস্থা ও দর্শন কোথা হইতে স্থায়ী হইবে ? আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাত ও তাঁহার জাতী বা ব্যক্তিগত পবিত্র তাজাল্লীর মধ্যে উপনীত হওয়া ব্যতীত আত্মীক সময় স্থায়ী হয় না। তদ্রূপ আত্মীক দর্শন ও অবলোকন পবিত্র জাতে উপনীত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের প্রতি হইবে না। ছূফীগণ এইরূপ বলিয়াছেন। ছেফাতের মর্ত্তবায় যাহা কিছু লাভ হয়, তাহাকে কাশ্‌ফ বা বিকাশ বলা হয়। সুতরাং শুহুদ বা আত্মীক দর্শন লাভ এবং উহা স্থায়ী হওয়া স্থিতিশীল অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্যই সংঘটিত হয়— যাঁহারা পবিত্র জাতে উপনীত হইয়াছেন। পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাধারী যাহারা ছেফাতে আবদ্ধ আছেন, তাহাদের জন্য নহে। ইহারা কল্‌বধারী এবং পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা সম্পন্ন।

হে আল্লাহ্ ! তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে যাহা শিখাইয়াছ তাহা ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই জানি না। নিশ্চয় তুমি জ্ঞানী ও সু-কৌশলী।

১১৯ মকতুব

(ইহাও আরবী ভাষায়)

মওলানা শায়েখ মওদুদ মোহাম্মদের নিকট লিখিতেছেন।

শায়েখ কোদ্দেছাছের রুহু— তাঁহার আওয়ারেফ পুস্তকের নবম অধ্যায়ে যে ব্যক্তি ছূফী সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধিত তাঁহাদের বর্ণনায় বলিতেছেন যে, "উহাদের মধ্যে একদল আছে যাহারা (আল্লাহ্‌তায়ালাকে) প্রবিষ্ট হওয়া বলে ; আল্লাহ্‌পাক তাহাদিগকে ধ্বংস করুক। তাহারা ধারণা করে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করেন, এবং যে দেহকে আল্লাহ্‌তায়ালা পছন্দ করেন, তাহার মধ্যেও প্রবেশ করেন। তাহাদের জ্ঞানে খৃষ্টানদিগের বাক্য লাহুত, নাছুত জগতের অর্থ পুরোগামী

হয় বা উদ্ভূত হয়। ইহাদের অনেকেই সুন্দর বস্তু সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এই ধারণার বশীভূত হইয়া জায়েজ মনে করে এবং তাহারা ধারণা করে যে, যাহারা অবস্থার প্রাবল্যের সময় উক্তরূপ বাক্য বলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে উহার (প্রবেশ করণের) কিছু না কিছু গুপ্ত আছে। যেরূপ মনছুর বিন্ হাল্লাজের— 'আনাল হক' বাক্য। বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ)-এর বাক্য— 'ছোবহানী'। আল্লাহ্ পবিত্র যে, আমরা বায়েজীদের বাক্যে আল্লাহ্পাকের কথার বর্ণনা ব্যতীত অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করি। এইরূপ মনছুর বিন হাল্লাজের কথারও অর্থ লইতে হইবে। যদি আমরা মানিয়া লই যে, তাহাদের এই বাক্যে প্রবিষ্ট হওয়া ইত্যাদির কিছু গুপ্ত আছে, তাহা হইলে আমরা উহা ঐরূপ রদ করিব, যেরূপ প্রবিষ্ট হওয়া বিশ্বাস কারীগণের বাক্য রদ করিয়া থাকি" (শায়েখের বাক্য শেষ)।

আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, আল্লাহ্র তরফ হইতে অনুকথন ও বর্ণনা করার অর্থ কি এবং অনুকথন ও বর্ণনার এইরূপ বাক্যের জন্য মত্ততাধারীগণকে বিশেষ করিয়া বলার অর্থ কি ? হে আল্লাহ্, তোমার সাহায্য লইয়া বলিতেছি, যদিও ইহা ঠিক নহে, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, শায়েখ (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য এই যে— এইরূপ বাক্যের বক্তা যদি সে আল্লাহ্র দাস হয়, যেরূপ অধিকাংশ ব্যক্তির কাছে প্রকাশ আছে ; তাহা হইলে ইহা আল্লাহ্তায়ালার বাক্যের বর্ণনা ও অনুকথন হওয়া অনিবার্য্য বটে। যেহেতু দাস কখনও 'রব্' বা প্রভু হয় না। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালাই উক্ত বাক্যের প্রকৃত বক্তা এবং বান্দার রসনা মুছা (আঃ)-এর বৃক্ষ সদৃশ্য মাত্র ; অতএব মনছুর বিন্ হাল্লাজ ও বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ)-হুমার প্রতি কোনই সমালোচনার উদ্ভব হয় না। শায়েখের বাহ্যিক আলোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহা আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে বর্ণনা বলিয়া ধরিয়া না লইলে ইহা ব্যতীত প্রবিষ্ট হওয়া অনুমিত হয়। কিন্তু বাস্তবে তাহা নহে। কারণ তৌহিদ বা একবাদের প্রাবল্যের সময় এবং এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল বস্তুর গুপ্ততার সময় অর্থাৎ যখন আল্লাহ্তায়ালার শুহুদ বা দর্শনের নূরের জ্যোতি প্রবল হয়, তখন প্রবিষ্ট ও একত্রিত হওয়া সংমিশ্রণ ব্যতীতও উক্তরূপ বলা যাইতে পারে। অতএব তখন 'আনাল হক' বাক্যের অর্থ তাঁহার দৃষ্টি হইতে যাবতীয় বস্তু গুপ্ত হওয়ার কারণে এই হইবে যে,

"আমি কোন বস্তুই নহি, আল্লাহ্ ব্যতীত অস্তিত্বধারী অন্য কেহই নহে। ইহা অর্থ হইবে না যে, আমি আল্লাহ্‌র সহিত এক বা তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট ; যেহেতু এইরূপ বলা কুফর ও তৌহিদে শুহুদী বা দ্বিত্ববাদ নিবারক বাক্য। কেননা তথায় এক আল্লাহু আহাদ ব্যতীত অন্য কিছুই পরিদৃষ্ট নাই। পক্ষান্তরে প্রবিষ্ট ও একত্রিত হওয়ার মধ্যেই পরিদৃষ্ট বস্তু একাধিক হইয়া থাকে, যদিও তাহা একত্ব ও প্রবিষ্ট হওয়া হিসাবে।

শায়েখ বলিয়াছেন যে, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সৌন্দর্য্য দর্শন বিধেয় মনে করেন। একথা উক্ত ধারণা অর্থাৎ প্রবিষ্ট হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত মাত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শায়েখ আজাল্ল এইরূপ বাক্যের দ্বারা একত্রিত ও প্রবিষ্ট হওয়া অর্থ বুঝিয়াছেন ; কিন্তু বাহ্যিক জ্ঞানে বুঝা যায় যে, এই সকল কথার অর্থ বিকাশ প্রাপ্তি অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের আবির্ভাব। ইহা প্রবেশ করণ ইত্যাদির বাহিরের কথা, কেননা প্রবিষ্ট হওয়ার অর্থ কোন বস্তু স্বয়ং অন্য এক বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করা। যেরূপ জায়েদ নামক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করা এবং বিকাশের অর্থ কোন বস্তুর প্রতিচ্ছায়া অপর কোন বস্তুর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া, যথা— জায়েদ নামক ব্যক্তির প্রতিচ্ছায়া দর্পণে নিক্ষিপ্ত হওয়া। প্রথমটি আল্লাহ্পাকের অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবার প্রতি অসম্ভব ; উহা উক্ত পবিত্র মর্ত্তবার ত্রুটি সাধনকারী। দ্বিতীয়টি লাভ হওয়া নিষেধ নহে এবং তাহাতে কোন ত্রুটি সাধিত হয় না। যেহেতু প্রথমটিতে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হয়, যাহা অনাদিত্ব নিবারক এবং দ্বিতীয়টিতে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হয় না ইহা প্রকাশ্য কথা। নাস্তি সমূহের দর্পণে যদি অবশ্যম্ভাবী পূর্ণতা সমূহের বিকাশ হয়, তবে তাহাতে উক্ত দর্পণে পূর্ণতাসমূহের প্রবিষ্ট হওয়া অনিবার্য্য হয় না এবং উহার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্ত্তনও ঘটেনা ও স্থানান্তরিত হওয়া যাহা অনাদিত্ব নিবারক, তাহাও হয় না। উহা উক্ত দর্পণে পূর্ণতা সমূহ বিকাশ প্রাপ্ত ও পরিদৃষ্ট হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অতএব আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণতাসমূহ সম্ভাব্যের দর্পণে পরিদর্শন করা জায়েজ বা সঙ্গত মনে করিলে, উক্ত পূর্ণতাসমূহ স্বয়ং উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া সঙ্গত মনে করা নহে। বরং উহা দর্পণে শুধু পূর্ণতা সমূহের বিকাশ জায়েজ রাখা মাত্র। ইহাতে কোনরূপ অনিষ্ট ও ক্ষতির কারণ নাই। যদিও এই প্রকারের দর্শন যিনি জায়েজ

রাখেন তিনি, স্বয়ং ত্রুটি সম্পন্ন এবং অপূর্ণ ও তিনি শরীয়তের উপর দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান নহেন। কিন্তু এ স্থলে আমাদের উদ্দেশ্য প্রবিষ্ট হওয়া প্রমাণ করাতে তাহাদের প্রতি যে অপবাদ আসিয়াছিল, তাহা বিদূরীত করা মাত্র। তাহাদের পূর্ণতা প্রমাণ করা বা তাহারা যে, সত্য পথে আছে, তাহা সাব্যস্ত করা, উদ্দেশ্য নহে। আল্লাহ্পাক সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞানধারী।

১২০ মকতুব

মীর মনছুরের নিকট লিখিতেছেন, নির্জ্জন বাস অবলম্বনের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

সম্মানী ভ্রাতঃ! আপনার কয়েকখানা পত্র পরপর উপনীত হইয়া আনন্দিত করিল। আল্লাহ্পাকের শোকর গোজারী যে, সম্পর্কহীনতার কারণগুলি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ফকীরগণের সহিত যে মহব্বতের বন্ধন রাখিতেন, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই এবং উহা নিবারক ও শৈথিল্যময় করে নাই ; বরঞ্চ আরও শক্তিশালী হইয়াছে। আল্লাহ্পাক এই ছূফী সম্প্রদায়কে মহব্বতের প্রতি দণ্ডায়মান রাখুন। যেহেতু সৌভাগ্যের মূলধন ইহাই।

হে স্নেহাস্পদ— ইত্যবসরে একাকী থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়াছে বলিয়া গৃহের কোণে বসবাস করিতেছি, জুময়ার সময় ব্যতীত মসজিদে যাই না ; পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সহিত স্বীয় গৃহের কোণেই পাঠ করি। জনসাধারণের সহিত সাক্ষাত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খাতির-জমার সহিত নিশ্চিন্ত মনে সময়গুলি অতিবাহিত হইতেছে। এখন যেন আজীবনের আকাঙ্ক্ষা মিটিল। এইহেতু আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করিতেছি। অবশিষ্ট বাহ্যিক অবস্থা সমূহও শান্তি-সুস্থতা সম্পন্ন। সন্তান-সন্ততি ও অবশিষ্ট সকলেই শান্তির সহিত নিশ্চিন্ত মনে আছেন। জনাব খাজা আবদুল্লাহ রমজান শরীফের পূর্ব্বে দিল্লী গিয়াছেন। আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ যে, তিনি

এই আগমনের ফলে বহু উপকৃত হইয়াছেন ; তাঁহার আত্মীক পুস্তকে পৃষ্ঠা শেষ অর্থাৎ কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। একবাদের প্রাবল্য হইতে দ্বিত্ববাদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছেন। এখন তিনি উক্ত সমুদ্রের তলদেশে উপনীতির চিন্তা করিতেছেন। জাহের হইতে বাতেনে বরং বাতেনের বাতেনে তিনি প্রবেশ করিতেছেন। হাফেজ বাহাউদ্দীন তাঁহার অবস্থা বিস্তৃতভাবে জানিয়া তথায় আসিয়াছেন। হয়তো তিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবেন।

১২১ মকতুব

মীর্জ্জা হোছামুদ্দীন আহমদের নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে, আজমীর হইতে আমি যে মকতুব লিখিয়াছি, কোন এক ব্যক্তি তাহার প্রতি সমলোচনা করিয়াছে। উহার সমাধান কিছু লিখা উচিত। কতিপয় বন্ধু সন্দেহের স্থলগুলিও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। অতএব, উহার সামাধানে কয়েকটি ভূমিকা আল্লাহ্‌পাকের মদদে লিখিতেছি ; আল্লাহ্‌পাক সরল পথ প্রদর্শনকারী।

হে মান্যবর ! মোরাদী (অভিলাষিত) ও মুরিদী (অভিলাষী) ভ্রমণদ্বয় এমন এক কার্য্য যাহা উক্ত ছয়েরকারী ব্যক্তির অনুভূতির সহিত সম্বন্ধ রাখে। ইহা কোন বস্তু কাহারও প্রতি অনিবার্য্য করা নহে যে, তাহা অন্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিবে। সুতরাং উহার দলীল প্রমাণ তলব করার কোনই অবকাশ নাই। ইহা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌পাক যদি কাহাকেও সূক্ষ্ম তরস্বী— জ্ঞান প্রদান করেন এবং যদি সে উক্ত ছয়েরকারীর অবস্থা ও কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করে এবং উহার বিশিষ্ট ফয়েজ বরকত ও এলেম মারেফত সমূহ মনোযোগের সহিত দর্শন করে, তাহা হইলে হয়তো সে— তাঁহার ছয়েরে মোরাদী হওয়া স্বীকার করিতে পারে এবং তাহার জন্য কোন প্রমাণ আবশ্যক করিবে না। যেরূপ নৈকট্য ও দূরত্ব ও সম্মুখীন বা একত্রিত

হওয়া সম্বন্ধ যাহা চন্দ্রের সহিত সূর্য্যের আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে সে নির্দ্দেশ দিবে যে, চন্দ্রের আলো সূর্যের আলো হইতে গৃহীত। যদিও ইহা বুদ্ধিমান তরস্বী জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের জন্য দলিল নহে। পরন্তু আমার পীর কেব্লা হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ্ (রাঃ)-এ ফকীরের ছয়রকে প্রথমতঃ মোরাদী ছয়ের বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। হয়তো বন্ধুগণও একথা তাঁহা হইতে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তিনি এ ফকীরের অবস্থার অনুকূল জানিয়া মছ্নবী শরীফের নিম্নোক্ত পদ্যগুলি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। (অনুবাদ)—

প্রিয়সীগণের প্রেম, অতীব গোপন,
প্রেমিকের প্রেম-ধ্বনি, ঢোলক যেমন।
প্রেমিকের প্রেম বটে— কায়া কৃশ করে,
প্রিয়গণ পুষ্ট হয়— প্রফুল্ল অন্তরে।

মোরাদগণের মধ্যে যাঁহারা সম্মিলন লাভ করিয়াছে, তাঁহারা ইজ্তেবা বা নির্ব্বাচনের পথে লাভ করিয়াছে। এই ইজ্তেবার পথ— পয়গম্বর (আঃ)-গণের জন্য বিশিষ্ট নহে ; আওয়ারেফ পুস্তকের প্রণেতা (রাঃ) মজ্জুবে ছালেক (আকর্ষণের পর ভ্রমণকারী) এবং ছালেকে মজ্জুব (ভ্রমণের পর আকর্ষণ লাভকারী)-এর বর্ণনায় এ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি মুরীদদিগের পথকে এনাবত বা প্রত্যাবর্ত্তন করার পথ এবং মোরাদগণের পথকে ইজ্তেবা বা নির্ব্বাচনের পথ বলিয়াছেন। আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন যে, "যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ্পাক নিজের দিকে নির্ব্বাচিত করিয়া লন এবং যে ব্যক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করে ; তাহাকে তিনি পথ প্রদর্শন করেন"। হাঁ— ইজ্তেবার পথ নিজস্ব হিসাবে পয়গম্বর (আঃ)-গণ প্রাপ্ত হন এবং উম্মতগণ অন্যান্য পূর্ণতা সমূহের ন্যায় ইহাতে তাঁহাদের অনুগামী। ইহা নহে যে, 'ইজ্তেবা' শুধু পয়গম্বর (আঃ)-গণের জন্যই বিশিষ্ট ; উম্মতগণ তাহা মোটেই প্রাপ্ত হইবে না— একথা বাস্তব নহে। হে মান্যবর— হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর মধ্যস্থতায় সাধক ঐ পর্য্যন্ত ফয়েজ প্রাপ্ত হইতে থাকে— যে পর্য্যন্ত উক্ত সাধকের হকীকত অর্থাৎ মোহাম্মদীয়াল মাশরব্ধারী সাধক হকীকতে মোহাম্মদীর সহিত সম্মিলিত ও একত্রিত না হয়। কিন্তু যখন পূর্ণ অনুসরণ দ্বারা বরং আল্লাহ্তায়ালার

নিছক অনুগ্রহে উন্নতি করিয়া সাধকের হকীকত উক্ত হকীকতে মোহাম্মদীর সহিত একত্রিত হয়, তখন উহার জন্য মধ্যস্থতা উঠিয়া যায় ; কেননা মধ্যস্থতা ও ব্যবধান দুই বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে হইয়া থাকে। এক বস্তুর মধ্যে মধ্যস্থ ও মধ্যস্থতাধারী এবং আবরক ও আবৃত বস্তু হয় না ; একত্রিত হইলে সমকক্ষের পর্য্যায়ভুক্ত হয়। কিন্তু সাধক যখন অনুবর্ত্তী বা পরবর্ত্তী এবং শরণাগত, তখন উহার সমকক্ষতা প্রভুর সহিত সেবক ও ভৃত্যের সমকক্ষতার তুল্য। ইহা নহে যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর হকীকতের সহিত উহার হকীকত এক হইয়া যায়।

ইহার বিশদ বর্ণনা এই যে, হকীকতে মোহাম্মদী যাহা— যাবতীয় হকীকত বা তত্ত্বের সমষ্টি এবং ইহাকে হকীকাতুল হাকায়েক বা তত্ত্ব সমূহের তত্ত্ব বলা হয় এবং অন্য সকলের হকীকত ইহারই অংশ বা ব্যষ্টিতুল্য ; কারণ যদি উক্ত সাধক মোহাম্মদীয়াল মাশরব হয় (অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং সে একই এছ্‌ম হইতে উৎপন্ন হয়), তবে উহার হকীকত মোহাম্মদ (দঃ)-এর হকীকতের সমষ্টির ব্যষ্টি তুল্য এবং উহার বিধেয় হইতে পারে। কিন্তু যদি মোহাম্মদীয়াল মাশরব না হয়, তখন তাহার অংশ স্বরূপ হইবে, কিন্তু উহার বিধেয় হইবে না। এই মোহাম্মদীয়াল মাশ্‌রব ব্যতীত অন্য হকীকতধারী সাধক যদি উন্নতি করিয়া ঊর্দ্ধারোহণ করে, তাহা হইলে সে ঐ পয়গাম্বরের হকীকত পর্য্যন্ত উপনীত হইবে— যে পয়গাম্বরের পদক্ষেপে সে আছে এবং উহা সেই পয়গম্বরের হকীকতের উদ্দেশ্যে বিধেয় হইতে পারিবে ও তাঁহার পূর্ণতাসমূহের অনুকূল সমকক্ষতা সৃষ্টি করিবে ; কিন্তু ভৃত্য যেরূপ প্রভুর সহিত শরীক হয় এই সমকক্ষতাও তদ্রূপ। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আবার যখন উক্ত (মোহাম্মদীয়াল মাশ্‌রবধারী) সাধকের হকীকত— যাহা ব্যষ্টিতুল্য, তাঁহার পূর্ণ অনুসরণ দ্বারা বরং আল্লাহ্‌পাকের নিছক অনুগ্রহে তাহার সমষ্টির সহিত বিশিষ্ট মহব্বতের সৃষ্টি করে, অর্থাৎ তাহার প্রেম সৃষ্টি হয় ও তথায় উপনীত হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তখন যে বন্ধন দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টি আবদ্ধ ছিল, আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহে তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে উহা অপসারণের পর এই ব্যষ্টি উক্ত সমষ্টির সহিত পূর্ণ সম্মিলন লাভ করে। আমি যাহা বলিলাম যে, বিশিষ্ট মহব্বত সৃষ্টি হয়, যেরূপ আল্লাহ্‌পাকের নিছক অনুগ্রহে এ ফকীরের

হইয়াছিল এবং উক্ত মহব্বতের প্রাবল্যে আমি বলিতাম— "আমি আল্লাহ্পাককে এইহেতু ভালবাসি, যেহেতু তিনি মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রভু"। মিঞা শায়েখ তাজ এবং অন্যান্য বন্ধুগণ আমার এ কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। মনে হয় আপনিও হয়তো ইহা ভুলিয়া যান নাই। যে পর্য্যন্ত এই প্রকারের প্রেম সৃষ্টি না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার (মুহাম্মদ ছঃ) তত্ত্বের সহিত সম্মিলিত ও একত্রিত হইতে পারিবে না। ইহা আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ইহা তিনি প্রদান করেন। "আল্লাহ্পাক অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল"। মধ্যস্থ হওয়া ও না হওয়ার তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছি— মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। জজ্বা বা আকর্ষণের পথে যখন বাঞ্ছিত জনের (আল্লাহ্পাকের) পক্ষ হইতে আকর্ষণ হয় এবং আল্লাহ্পাকের অনুকম্পা তাঁহার অবস্থার দায়ীত্ব-বিশিষ্ট জিম্মাদার হয়, তখন উক্ত সাধকের জন্য মধ্যস্থতা গৃহীত হয় না বা আবশ্যক হয় না। কিন্তু ছুলুক বা ভ্রমণের পথে যখন সাধকের পক্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে, তখন মধ্যস্থ ব্যতীত উপায় নাই। শুধু জজ্বার মধ্যে যদিও মধ্যস্থতা আবশ্যক করে না, কিন্তু উহার পূর্ণতা ছুলুক বা ভ্রমণের প্রতি নির্ভর করে। ছুলুক অর্থাৎ তওবা, জোহদ (নির্লিপ্ততা) ইত্যাদি শরীয়ত পালন, যদি উহার সহিত (অর্থাৎ জজ্বার সহিত) সম্মিলিত না হয়, তবে জজ্বা অপূর্ণ পুচ্ছ বা লেজ বিহীন থাকিয়া যায়। অনেক ভ্রষ্ট ও কাফের বিধর্মীদিগকে দেখিয়াছি যে, তাহাদের জজ্বা আছে ; কিন্তু শরীয়ত পালন নাই বলিয়া তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ও জঘন্যতম। শুধু বাহ্যিক জজ্বা ব্যতীত তাহারা অন্য কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই।

প্রশ্নঃ— জজ্বা লাভ হওয়ার মধ্যে এক প্রকারের মাহবুবিয়াত বা প্রিয়ত্ব সন্নিবিষ্ট থাকে। অতএব, কাফেরগণ যাহারা আল্লাহ্পাকের শত্রু, তাহাদের মধ্যে ইহা কিরূপে জায়েজ বা সঙ্গত হইতে পারে ?

উত্তরঃ— কোন কোন কাফেরের হকীকতের মধ্যে মহবুব বা প্রিয় হওয়ার অর্থ যৎকিঞ্চিত বর্ত্তমান থাকিতে পারে, যাহার কারণে তাহাদের জজ্বা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু উহা যখন পয়গাম্বর (দঃ)-এর অনুসরণ দ্বারা সু-সজ্জিত করা হয় নাই, তখন উহারা ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ হইয়া থাকে এবং উক্ত জজ্বা দ্বারা তাহাদের

বিরুদ্ধে প্রমাণ হওয়া ব্যতীত অন্য কিছুই সাধিত হয় না। অর্থাৎ উহার দ্বারা তাহাদের যোগ্যতার প্রমাণ হইয়া থাকে। যাহা অজ্ঞতা ও হিংসা বশতঃ তাহারা কার্য্যে পরিণত করে নাই। "আল্লাহ্পাক তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু তাহারা নিজেরাই—নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে" (কোরআন)। জজ্বার পথে শরীয়তের মালিক হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর অনুসরণ, যাহাকে ছুলূক বলা হয়, তদ্দ্বারা যদি উদ্দিষ্ট বস্তুতে উপনীত হওয়া সংঘটিত হয়, তখন মধ্যস্থতা ও ব্যবধান ব্যতীত কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, যদি তোমরা কোন জল উঠান পাত্র— বালতি কূপে নিক্ষেপ কর, তবে তাহা তোমরা আল্লাহ্পাকের উপর ফেলিবে। অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্তায়ালার দিকে আকর্ষিত হও এবং গুপ্তের গুপ্ত স্তরে উপনীত হও তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ও আল্লাহ্পাকের মধ্যে কোন বস্তুর ব্যবধান থাকিবে না। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমার পীর কেব্লা কোদ্দেছাছের-রূহু বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্তায়ালার স্বীয় বান্দার সহিত যে একত্রিতি ও সঙ্গতা আছে, যদি কাহারও এই পথে সম্মিলন লাভ হয়, তবে তাহা ব্যবধান রহিত হইয়া থাকে— যাহা সঙ্গতার অনুকূল। যদি মধ্যস্থ থাকে, তবে তাহা প্রতিপালনের জন্য থাকে, যাহাকে ছুলূক বলা হয়। মাইয়াত বা সঙ্গতার পথ জজ্বার পথ সমূহের একটি পথ। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার সঙ্গে— হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তাহা একথারই পোষকতাকারী। কেননা কোন ব্যক্তি যখন স্বীয় মহবুবের সহিত একত্রিত হয়, তখন উহার মধ্যস্থ উঠিয়া যায়। মনোযোগের সহিত শুনুন—

প্রতিবিম্ব সমূহের প্রত্যেকটির নিজ নিজ মূলবস্তুর দিকে প্রশস্ত পথ— আছে, উহাদের মধ্যে অন্য কোন বস্তুর ব্যবধান নাই। যদি আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে প্রতিবিম্ব স্বীয় মূল বস্তুর দিকে মনোযোগী হয় ও তাহার সহিত আকৃষ্টতার সৃষ্টি হয় এবং হজরত (দঃ)-এর অনুসরণ কর্ত্তৃক উক্ত প্রতিবিম্ব স্বীয় মূলবস্তুর সহিত সম্মিলন লাভ করে, তখন তাহা যে কোন বস্তুর ব্যবধান রহিত হইবে। যখন উক্ত মূলবস্তু আল্লাহ্পাকের এছ্‌ম সমূহের কোন এক এছ্‌ম বা নাম এবং নাম ও নামধারীর মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই, তখন এই পথে উক্ত প্রতিবিম্ব স্বীয় মূলের মূলবস্তু যাহা উক্ত

এছ্‌ম বা নামের— নামধারী তাহা বিনা মধ্যস্থতায় উপনীত হইয়া থাকে। এইরূপ যে ব্যক্তি প্রকারবিহীন মিলন দ্বারা আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাত পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছে, তাহার জন্যও কোন মধ্যস্থতা ও ব্যবধান থাকে না। অতএব, যখন আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাত পর্য্যন্ত উপনীত হইতে তাঁহার ছেফাত সমূহের ব্যবধান অন্তর্হিত হয়, তখন অন্য বস্তু সমূহের ব্যবধান হওয়ার আর অবকাশ কোথায় ?

প্রশ্নঃ— অবশ্যম্ভাবী জাতের ছেফাতসমূহ যখন তাঁহার পবিত্র জাত হইতে পৃথক হওয়া জায়েজ নহে, তখন মিলন লাভকারী ও সম্মিলিত বস্তুর মধ্য হইতে উক্ত ছেফাত সমূহের ব্যবধান অপসারণ কিভাবে সত্য হয় ?

উত্তরঃ— সাধকের যখন স্বীয় মূলবস্তু যাহা আল্লাহ্‌পাকের এছ্‌ম সমূহের কোন এক এছ্‌ম এবং উক্ত সাধক— উহারই প্রতিবিম্ব তাহার সহিত সম্মিলন লাভ হয়, তখন তাহার মধ্যে এবং আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাতের মধ্যে কোন মধ্যস্থতা ও ব্যবধান থাকে না। যেরূপ নাম ও নামধারীর মধ্যে কোনরূপ মধ্যস্থ নাই। অতএব এস্থলে উঠিয়া যাওয়া ও পৃথক হওয়া অনিবার্য্য হয় না ; এরূপ বর্ণনা পূর্ব্বেও হইয়াছে। সাধকের হকীকত, হকীকতে মোহাম্মদীর সহিত মিলিত হওয়া এবং ইহার কিছু বর্ণনা মূলবস্তু প্রতিচ্ছায়ার সহিত সম্মিলিত হওয়ার বর্ণনার মধ্যেও বর্ণিত হইয়াছে।

সতর্ক বাণী

কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি জজ্‌বার পথে মধ্যস্থতা না থাকা ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দারা শ্রেষ্ঠতর পয়গম্বর (দঃ)-এর প্রেরণের— আবশ্যকতা না থাকা যদিও উহা অল্প সংখ্যক লোকের জন্য হউক না কেন, যেন ধারণা না করে এবং তাঁহার অনুসরণের আবশ্যকতা রহিত হওয়া যেন অনুমান না করে ; যেহেতু ইহা কোফর ও ভ্রষ্টতা এবং সত্য শরীয়তকে অবিশ্বাস করা। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ছুলুক অর্থাৎ শরীয়ত পালন ব্যতীত জজ্‌বা অপূর্ণ, বরং নেক্‌মত বা বিপদ। কেননা দৃশ্যতঃ উহা নেয়মত বা অবদান স্বরূপ হইয়া জজ্‌বা প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি তাহার অপূর্ণ প্রতিকূল দলিল পূর্ণ করে। ফলকথা, প্রকাশ্য ও সত্য কাশ্‌ফ এবং প্রকাশ্য এল্‌হাম দ্বারা ইহা

সঠিক জানা গিয়াছে যে, এই পথের কোনও ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র বিষয় এবং এ দলের কোনও মারেফত হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর মধ্যস্থতা ও তাঁহার অনুসরণের মাধ্যম ব্যতীত লাভ হইবে না এবং শেষ প্রান্তে উপনীত ব্যক্তিগণ ও প্রারম্ভকারী ও মধ্যবর্ত্তীগণের মত তাঁহার অছিলা ও উপলক্ষ্য ব্যতীত এ পথের ফয়েজ বরকত প্রাপ্ত হইবে না।

হে— সাদী ! সম্ভব নহে ছাফাই অর্জ্জন,
না করিয়া মুস্তফার (দঃ) পদানুসরণ।

আফলাতুন বুদ্ধিহীনতার কারণে কঠোর ব্রত কর্ত্তৃক স্বীয় নফ্ছের মধ্যে যে ছাফাই ও নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছিল, তজ্জন্য নিজেকে পয়গাম্বর (আঃ)-গণ হইতে বেপরওয়া বা অপেক্ষা রহিত ভাবিয়াছিল এবং সে বলিয়াছিল যে— "আমরা পরিমার্জ্জিত দল, আমাদের প্রদর্শকের আবশ্যক করে না"। সে ইহা জানে নাই যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণ ব্যতীত কঠোর ব্রত দ্বারা তাহার যে ছাফাই লাভ হইয়াছে, তাহার উদাহরণ ঐরূপ, যেরূপ কৃষ্ণ তাম্রকে স্বর্ণ মণ্ডিত করা হয়, অথবা গরলকে শর্করা বেষ্টিত করা যায়। পয়গম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণ দ্বারা উক্ত কৃষ্ণ তাম্রের তত্ত্ব পরিবর্ত্তিত হইয়া খাঁটি স্বর্ণ হইয়া থাকে এবং নফ্ছে আম্মারাকে মোৎমাইন্না করিয়া দেয়। আল্লাহ্তায়ালা অসাধারণ সু-কৌশলী। নফ্ছে আম্মারাকে অক্ষম বরং ধ্বংস করার জন্য তিনি পয়গম্বর (আঃ)-গণকে প্রেরণ করিয়াছেন ও তাঁহাদের শরীয়ত ও আচার ব্যবহারকে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং উহার ধ্বংস বরং দোরস্ত বা সংশোধন হওয়া ইঁহারা ব্যতীত অন্যের অনুসরণের প্রতি ন্যস্ত করেন নাই। ইঁহাদের অনুসরণ ব্যতীত শত সহস্র কঠোর ব্রত পালন করিলেও নফ্ছে আম্মারা চুল পরিমাণ সংশোধন হইবে না। বরং উহার অবাধ্যতা আরও বর্দ্ধিত হইবে।

রুগ্ন যাহা লয়— তাতে রোগ বৃদ্ধি পায়,
কামেল করিলে কুফর— ধর্ম্ম বলে তায়।

নফ্ছের নিজস্ব ব্যাধি নিবারিত হওয়া পয়গম্বর (আঃ)-গণের শরীয়ত পালনের প্রতি নির্ভরশীল। ইহা ব্যতীত মেহনত বরবাদ।

জানা আবশ্যক যে, ছুলুক ব্যতীত জজ্‌বার কোন উপায় নাই। উক্ত ছুলুকের জজ্‌বা পূর্ব্বে হউক অথবা পরে হউক। কিন্তু পূর্ব্বে জজ্‌বা হওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব আছে, অর্থাৎ ছুলুক তাহার খাদেম বা ভৃত্য স্বরূপ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে জজ্‌বা পরে হইলে ছুলুক উহার মখদুম বা প্রভু তুল্য হয়। যেহেতু ছুলুকের সৌভাগ্যেই উক্ত জজ্‌বা সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু জজ্‌বা পূর্বে হইলে তদ্রূপ হয় না, তখন সে স্বয়ং উদ্দেশ্য ও আহূত হয়। এইহেতু ইহাকে মোরাদ এবং উহাকে মুরীদ বলা হয়। মোরাদগণের শীর্ষস্থানীয় ও মহবুবগণের ছর্দ্দার হজরত মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ্ (দঃ) যিনি স্বয়ং উদ্দিষ্ট বা অভিপ্রেত ও প্রথম আমন্ত্রিত। অপর ব্যক্তিগণ তাঁহার মধ্যস্থতায় আমন্ত্রিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা মোরাদ হউন অথবা মুরীদ হউন। "তিনি না হইলে আল্লাহ্‌পাক জগত সৃষ্টি করিতেন না এবং স্বীয় প্রভুত্বও প্রকাশ করিতেন না" (হাদীছ)। যখন অন্য সকলে তাঁহার আনুষঙ্গিক এবং তিনিই এই নিমন্ত্রণের মূল, তখন সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী ও তাঁহার মাধ্যমে ফয়েজ বরকত গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব এই অর্থে সকলকে যদি 'তাঁহার পরিবার বর্গ' বলা যায়, তাহাও বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ সকলেই তাঁহার পদানুসারী এবং তাঁহার মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জ্জনকারী। যখন সকলের অস্তিত্ব তাঁহার মধ্যস্থতা ব্যতীত সংঘটিত হয় নাই— তখন অন্য সকল পূর্ণতা যাহা, অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক, তাহা তাঁহার মধ্যস্থতা ব্যতীত কিভাবে লব্ধ হইতে পারে ? হাঁ— জগত পাতার প্রিয়জন এইরূপই হওয়া উচিত।

শুনুন— আমার প্রতি বিকশিত হইয়াছে যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর মহবুবিয়াত বা প্রিয়ত্ব আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের ঐ মহব্বতের সহিত দণ্ডায়মান, যাহা শান-এতেবারাতাদির লক্ষ্য রহিত, তাঁহার 'জাতে-বাহাত' বা নিছক জাতের সহিত সম্বন্ধিত এবং যে মহব্বতের কারণে আল্লাহ্‌পাকের জাত মাহবুব বা প্রিয় হইয়াছেন, অন্য সকল ব্যক্তি ইহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহারা যে মহব্বত দ্বারা মহবুব বা প্রিয় হইয়াছেন, তাহা শান-এতেবারাত সমূহের সহিত সম্বন্ধিত, অথবা এছ্‌ম ছেফাত সমূহের সহিত সম্মিলিত, কিংবা উক্ত এছ্‌ম সমূহের প্রতিচ্ছায়ার সহিত মর্ত্তবার তারতম্যানুযায়ী সংশ্লিষ্ট।

নবীর (দঃ) শ্রেষ্ঠত্ব-সীমা নাহি অনিবার,
কে কহিতে পারে— তাহে, করি পরিষ্কার।

রছুল (ছঃ)-এর প্রতি ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ, অবশিষ্ট নবী, রছুল ও মোকার্‌রব ফেরেশ্‌তা বৃন্দের প্রতি দরূদ, ছালাম, সম্মান, বরকত বর্ষিত হউক।

এ স্থলের মূল বিশ্লেষণ এই যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর মধ্যস্থতা দুই অর্থে হইতে পারে। এক অর্থ এই যে— হজরত (দঃ) সাধক ও উদ্দিষ্ট জন আল্লাহ্ পাকের মধ্যে ব্যবধান ও পর্দ্দা স্বরূপ হন। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সাধক তাঁহার অছিলায় ও তাঁহার অনুসরণের মাধ্যমে উদ্দেশ্যে উপনীত হয়। ছুলুকের পথে হকীকতে মোহাম্মদীতে উপনীত হইবার পূর্ব্বে এই উভয় অর্থে মধ্যস্থতা বর্ত্তমান থাকে। বরং আমি ধারণা করি যে, এই তরীকার মাশায়েখগণের যে কেহ মধ্যস্থলে আসিয়াছেন অর্থাৎ মধ্যস্থ ও পীর হইয়াছেন, তিনিও সাধকের দর্শনের ব্যবধান স্বরূপ হইয়াছেন। যদি শেষ অবস্থায় 'জজ্‌বা' উহার ক্ষতিপুরণ না করে, এবং ব্যবধান রহিত না হয়, তবে তাহার প্রতি আফ্‌ছোছ বা আক্ষেপ। কেননা জজ্‌বার পথে হকীকাতুল হাকায়েকে (হকীকতে মোহাম্মদীতে) উপনীত হইবার পর দ্বিতীয় অর্থে মধ্যস্থতা বর্ত্তমান থাকে— অর্থাৎ তাঁহার তোফায়লে ও আনুগত্যে, কিন্তু ব্যবধান ও মোশাহাদা ইত্যাদির পর্দ্দা অনুযায়ী নহে। ইহা বলা যাইবে না যে, এই এক অর্থে শেষ পয়গাম্বর (দঃ) মধ্যস্থ নহেন বলিয়া তাঁহার মধ্যে কোন ক্রটি আসিতে পারে।

উত্তরে বলিব যে, বরং এইরূপ মধ্যস্থ না থাকা তাঁহার পূর্ণতা জ্ঞাপক, তাঁহার ক্রটি জ্ঞাপক নহে। পরন্তু মধ্যস্থতাই ক্রটি জ্ঞাপক হইত। কেননা অনুসৃত ব্যক্তির পূর্ণতা এই যে, অনুসরণকারী তাঁহার তোফায়লে ও তাঁহার অনুসরণ করিয়া যাবতীয় পূর্ণতার স্তরে উপনীত হয়, যেন কোন সূক্ষ্মতম বিষয়ও অবশিষ্ট না থাকে। মধ্যস্থতা রহিত হইলে এই অর্থ বুঝাইবে। মধ্যস্থতা বর্তমান থাকিলে ইহা বুঝায় না। কেননা মধ্যস্থতা রহিত হইলে ব্যবধান রহিত দর্শন লব্ধ হয়, যাহা পূর্ণতার স্তর সমূহের শেষ স্তর এবং মধ্যস্থতা থাকিলে ব্যবধান বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং মধ্যস্থতা রহিত হওয়া অনুসৃত ব্যক্তির পূর্ণতা জ্ঞাপক এবং মধ্যস্থতা বর্ত্তমান থাকা তাঁহার ক্রটি জ্ঞাপক।

প্রভুর মহত্ব ও উচ্চতার নিদর্শন যে— তাঁহার ভৃত্য তাঁহা হইতে পশ্চাৎপদ না হয়, (অর্থাৎ দূরে না থাকে) ও তাঁহার অনুগামী হিসাবে সকল মাকামে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, এবং প্রভুর সমকক্ষগণের দৌলতে শরীক হয়। এই হেতু হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আমার উম্মতের আলেমবৃন্দ বনী ইছরাইলের নবী (আঃ)-গণ তুল্য"। পরকালের দর্শন বিনা মাধ্যমে ও বিনা ব্যবধানে সাধিত হইবে। ছহী হাদীছে আসিয়াছে যে, "বান্দা যখন নামাজে দাখিল হয়, তখন তাহার মধ্যে এবং আল্লাহ্পাকের মধ্যে যে পর্দা আছে, তাহা উঠিয়া যায়"। এইহেতু নামাজকে মোমেনগণের 'মেরাজ' বলা হইয়া থাকে। শেষ প্রান্তে উপনীত মিলন লাভকারী ব্যক্তি ইহার পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেহেতু পর্দা অপসারিত হওয়া শেষ স্তরে উপনীত ব্যক্তির জন্যই বিশিষ্ট। অতএব মধ্যস্থতা ও ব্যবধান অন্তর্হিত হওয়া প্রমাণিত হইল। ইহা এ ফকীরের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ-লাদুন্নী মারেফত সমূহের একটি বিশিষ্ট মারেফত, যাহা আল্লাহ্পাকের নিছক অনুগ্রহে (এ ফকীর) প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইহার তত্ত্বের সহিত (এ ফকীরকে) সম্মিলিত করা হইয়াছে।

বসন্ত জলদ দিল— মম মৃত্তিকারে
স্নেহময় বারিবিন্দু, অনুকম্পা করে।

কি সুন্দর— কথা বলিয়াছেন —

বৃদ্ধার দুয়ারে রাজা করিলে গমন,
করনা হে-খাজা তুমি, গোঁফ-উৎপাটন।

তরীকার মাশায়েখগণ হজরত (দঃ)-এর মধ্যস্থ হওয়া না হওয়ার মধ্যে মতভেদ করিয়াছেন। একদল মধ্যস্থ হওয়া বলেন, অপর দল মধ্যস্থ নহেন বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদের কোন দলই মধ্যস্থ হওয়া না হওয়া সঠিকভাবে বলিতে পারেন নাই। তাঁহারা ইঁহাদের পূর্ণতা ও অপূর্ণতার বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নাই। জাহেরী আলেমগণ হয়তো মধ্যস্থ না হওয়া যাহা ঈমানের পূর্ণতা, তাহাকে কুফর বলিয়া জানেন এবং যাহারা উহা বলে তাহাদিগকে অজ্ঞতা বশতঃ পথভ্রষ্ট বলিয়া থাকেন ও তাঁহার মধ্যস্থ হওয়াকে ঈমানের পূর্ণতা ধারণা করেন এবং যাহারা

ইহা বলে— তাহাদিগকে পূর্ণ অনুগামীগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে মধ্যস্থতা রহিত হওয়া পূর্ণ অনুগমন জ্ঞাপক এবং মধ্যস্থতা বর্ত্তমান থাকা অনুসরণের ক্রুটি জ্ঞাপক। ইহা পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সবই প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি না করার কারণে হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "তাহারা স্বীয় এল্‌ম বা জ্ঞান কর্ত্তৃক যাহা বেষ্টন করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহা অস্বীকার করিয়া থাকে। অবশ্য তাহারা উহার তা'বীল বা অর্থ প্রাপ্ত হয় নাই। এইরূপ পূর্ববর্ত্তীগণও অস্বীকার করিয়াছিল"।

হে মান্যবর, 'ওয়ায়েছী' বলা জাহেরী পীরকে অস্বীকার করা নহে। কারণ ঐ ব্যক্তিকে ওয়ায়েছী বলা হয়, যাহার প্রতিপালনের মধ্যে রূহানীগণের অধিকার থাকে। হজরত খাজা আহ্‌রার কুদ্দেছাছেররুহুর জাহেরী পীর থাকা সত্ত্বেও তিনি যখন হজরত খাজা নক্‌শাবন্দ (কোঃ)-এর রূহানী সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি নিজেকে ওয়ায়েছী বলিতেন। এইরূপ হজরত খাজা নক্‌শাবন্দ (রাঃ)-এর জাহেরী পীর থাকা সত্ত্বেও হজরত খাজা আবদুল খালেক গেজদাওয়ানী (রাঃ)-এর রূহানী সাহায্য পাইয়াছিলেন, বলিয়া তিনিও ওয়ায়েছী ছিলেন। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি ওয়ায়েছী হওয়া সত্ত্বেও জাহেরী পীরকে স্বীকার করেন, পীর অস্বীকার করার পাপ বল পূর্ব্বক তাহার মাথায় চাপানো কি প্রকারের বিচার ?

হে মান্যবর ! আবদুল বাকী শব্দদ্বয়ের সংযোজন কর্ত্তৃক তাহার সম্বন্ধিত অর্থ লইতে হইবে, তাহার নামগত অর্থ নহে— যদিও নামগত অর্থই অধিকতর বোধগম্য হয়। অর্থাৎ আমার পীর যদিও বাকীর বা আল্লাহ্‌তায়ালার বান্দা, তথাপি স্বয়ং আল্লাহুল বাকী আমার প্রতিপালনের জিম্মাদার। এ স্থলে বৈপরীত্ব কোথায় ? এবং অসম্মানই বা কোথায় ? আল্লাহ্‌পাক তাহাদিগকে ইন্‌ছাফ প্রদান করুন। হে মান্যবর— হজরত বোস্তামীর 'ছোবহানী' বাক্যের মধ্যে যে ক্রুটি আছে, যাহা তিনি মত্ততার প্রাবল্য হেতু বলিয়াছিলেন ; ইহার দ্বারা একথা অনিবার্য্য হয় না যে, উক্ত ক্রুটি তাঁহার মধ্যে স্থায়ী ছিল ; যাহার জন্য অন্য কেহ তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। কেননা অনেক মারেফত কোন সময়— সে সময়ের চাহিদা হিসাবে সংঘটিত হয় ;

কিন্তু হয়তো অন্য সময় আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহে উহার ত্রুটি অবগত হইয়া উহা অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বের মাকামে উপনীত হয়। আপনার পত্রে ইহা ছিল যে, মত্ততা সম্পন্ন— ব্যক্তিগণ যদি এইরূপ অমূলক বাক্য লিখে, তবে তাহা সম্ভব। কিন্তু যাহারা জ্ঞান সম্পন্ন তাহাদের নিকট হইতে এরূপ কথা প্রকাশ পাওয়া সুদূর পরাহত ও অশোভনীয়। হে-মান্যবর, যে কেহই এই প্রকারের বাক্য লিখিয়াছে, তাহা মত্ততা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। মত্ততার সংমিশ্রণ ব্যতীত কেহ এ বিষয় তুলিকা ধারণ করিতে পারে না। ফলকথা মত্ততার মধ্যে বহু স্তর আছে। মত্ততা যতই অধিক হইবে, অমূলক বাক্যসমূহ ততই অধিক বলিবে। বোস্তামী (রাঃ)-এর মত মত্ততা আবশ্যক, যাহাতে বিনা দ্বিধায় "আমার পতাকা মোহাম্মদ (দঃ)-এর পতাকা হইতে উচ্চ" বলিতে পারে। যাহার মধ্যে সংজ্ঞা আছে, ভাবিবেন না যে, তাহার মধ্যে কিছু মত্ততা নাই। যেহেতু উহা (মত্ততা শূন্য হওয়া) নিছক ত্রুটি। কেননা বিশুদ্ধ সংজ্ঞা সর্ব্ব সাধারণের অংশ। যাহারা সজ্ঞানতাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন, তাঁহাদের অর্থ উহার প্রাবল্য, নিছক সংজ্ঞা নহে। পক্ষান্তরে যাহারা মত্ততাকে শ্রেষ্ঠ বলেন তাহাদেরও উদ্দেশ্য মত্ততার প্রাবল্য, নিছক মত্ততা নহে ; যেহেতু উহা (নিছক মত্ততা) একটি বিপদ। হজরত জোনায়েদ (কোঃ) যিনি সংজ্ঞাধারীগণের শীর্ষ স্থানীয় এবং যিনি মত্ততা হইতে সংজ্ঞাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন, তাঁহারও কিন্তু মত্ততা সম্ভূত বহু বাক্য আছে যে, তাহার অন্ত নাই । যথা— তিনি বলিয়াছেন, "তিনিই আরেফ এবং তিনিই মারুফ" (পরিচয় লাভকারী ও পরিচিত ব্যক্তি) এবং বলিয়াছেন যে, 'পাত্রের রঙ্গই পানির রং'। আরও বলিয়াছেন যে, "আদি সম্ভূত যখন অনাদির সহিত সম্মিলিত হয় তখন তাহার (আদির) কোনই চিহ্ন থাকে না"। আওয়ারেফ পুস্তকের লেখক যিনি 'ছহো' বা সংজ্ঞাধারী গণের মধ্যে কামেল ব্যক্তি, তাঁহার কেতাবেও এত অধিক মত্ততার উল্লেখ আছে যে— তাহা আর কি বলিব ! এ ফকীর তাঁহার মত্ততার বাক্যসমূহ এক পৃষ্ঠায় একত্রিত করিয়াছিল। গুপ্ত রহস্য সমূহ প্রকাশ করাও এক প্রকারের 'ছোকর' বা মত্ততার উদ্বৃত্ত এবং গৌরব করাও ছোকরের অন্তর্ভুক্ত। আবার অন্য সকল হইতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করাও মত্ততা। যদি নিছক সংজ্ঞা থাকে,

তাহা হইলে তখন গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করা কোফরে পরিণত হয় ; এবং নিজেকে অন্য সকল হইতে শ্রেষ্ঠ জানা শেরেকের অন্তর্ভুক্ত হয়। ছহো বা সংজ্ঞার মধ্যে ছোকর বা মত্ততার অবশিষ্ট যেন লবণ তুল্য, যদ্দারা ব্যঞ্জনের সংশোধন হয় ; লবণ ব্যতীত খাদ্য বেকার ও বিস্বাদ হইয়া যায়।

বিশ্বে যদি রইতনা— এই দুঃখ ভরা প্রেম-আচার,
এই সুমধুর বাক্য কে'বা কইতো ; কে'বা শুনতো আর।

হজরত আবদুল কাদের (রাজীঃ)-এর ফরমান— "আমার এই পদদ্বয় প্রত্যেক অলীর স্কন্ধে অবস্থিত" বাক্যটি তাঁহার মধ্যে মত্ততার অবশিষ্ট থাকাহেতু বলিয়াছেন বলিয়া আওয়ারেফের লেখক (রাঃ) প্রমাণ করিয়াছেন। তাহার অর্থ একথার ত্রুটি অন্বেষণ নহে, যেরূপ অনেকে ধারণা করিয়া থাকে। ইহা তাঁহার প্রশংসা মাত্র। বরং প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ এই প্রকারের বাক্য যদ্দারা গৌরব ও অহঙ্কার অনুমিত হয়, তাহা মত্ততা ব্যতীত হইতে পারে না। পূর্ণ সংজ্ঞা থাকিলে এইরূপ আলোচনা করা সুকঠিন। এ ফকীর এই ছূফী সম্প্রদায়ের এল্‌ম ও রহস্য সমূহের বিষয় যে সকল পুস্তকাদি লিখিয়াছে, বাহ্যতঃ হয়তো আপনি ভাবিয়াছেন যে, ইহা নিছক সংজ্ঞা হিসাবে লিখিয়াছে, ইহাতে মত্ততার কিছুই নাই। কিন্তু তাহা কখনও নহে। যেহেতু উহা হারাম, ঘৃণিত ও প্রতারণা এবং বাক্য সঙ্কলন মাত্র। যাহারা বাক-চতুর, তাহারা নিছক সংজ্ঞাধারী। এইরূপ ব্যক্তি যথেষ্ট আছে ; কিন্তু তাহারা এ সকল ব্যাপার লইয়া কোনও আলোচনা করে না, বা সাধারণের মন আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে না।

হাফেজের বাক্য ইহা— অমূলক নয়,
আশ্চর্য্য রহস্য ইথে, আছে সুনিশ্চয়।

হে-মান্যবর, এইরূপ রহস্য প্রকাশের আলোচনা সূচক বাক্য যাহার বাহ্যিক অর্থ করা উচিত নহে, তাহা প্রত্যেক জমানার অলী-আল্লাহ্‌গণ হইতে প্রকাশ পাইয়াছে ; ইহা যেন তাঁহাদের চির-অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। ইহা এমন কোন কার্য্য নহে যে, এ ফকীর ইহা নূতনভাবে আরম্ভ বা আবিষ্কার করিয়াছে। ইহা এছ্‌লাম

ধর্ম্মের মধ্যে প্রথম বোতল ভাঙ্গা নহে। অর্থাৎ ইহা যে, আমিই— প্রথম করিয়াছি— তাহা নহে, তাহা হইলে এরূপ চিৎকার ও কোলাহল কেন ? যদি আমি কোন কথা বলিয়া থাকি— যাহা বাহ্যতঃ শরীয়তের অনুকূল নহে ; তবে তাহা একটু চিন্তা করিলেই— এবং বাহ্যিক অর্থ হইতে ফিরাইয়া লইলেই অনুকূল অর্থ হইতে পারে। কিন্তু এক মোছলমানকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নহে, গর্হিত বাক্য প্রচার করা এবং ফাছেক ব্যক্তিকে অপদস্থ করাও যখন শরীয়তে হারাম ও নিন্দিত তখন সামান্য সন্দেহের জন্য এক মোছলমান ব্যক্তিকে অপদস্থ করার কারণ কি ? ইহা প্রত্যেক নগরে নগরে প্রচার করা কি প্রকারের দীনদারী ? মোছলমানী ও মেহেরবাণী বা অনুগ্রহের পথ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি বাহ্যিক শরীয়তের বিপরীত কোন কথা বলে, তখন দেখিতে হইবে যে, উহার বক্তা কে ! যদি কোন বেদীন, ফাছেক ব্যক্তি উহার বক্তা হয়, তাহা হইলে উহা রদ করার চেষ্টা করিতে হইবে। এবং সমাধানের চেষ্টা করা উচিত নহে। পক্ষান্তরে যদি বক্তা মোছলমান হয় ও আল্লাহ্ রছুলের প্রতি বিশ্বাসধারী হয়, তবে উক্ত বাক্যের সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। এবং উহা প্রয়োগের সঠিকস্থল আবিষ্কারের প্রতি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক ; নতুবা বক্তার নিকট উহার সামাধান তলব করা আবশ্যক, যদি সে উহার সমাধান করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহাকে সদুপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। সরলতার সহিত সৎকার্য্যের আদেশ নিষেধ শ্রেয়ঃ। তাহা লোকে সহজে গ্রহণ করে। যদি গ্রহণ করা উদ্দেশ্য না হয়, কেবল মাত্র তাহাকে অপদস্থ করা উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা ভিন্ন কথা। আল্লাহ্পাক সৎ কার্য্যের তৌফিক প্রদান করুন। আশ্চর্য্যের কথা যে, আপনার পত্রে বুঝা যাইতেছে যে— এ ফকীরের পত্র পাওয়ার পর আপনার খাদেম ও মুরিদানের মধ্যেও বিরোধ ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। বোধ হয় ইহা আপনার আত্মীক প্রতিচ্ছায়া। আপনার উচিত ছিল যে, সন্দেহ স্থলগুলি নিজেই সমাধান করেন। এ ফকীরের প্রতি ন্যস্ত না করেন, এবং বিপর্য্যয় প্রত্যাহার করিতে যত্নবান হন। অন্যান্য বন্ধুগণের কথা কি আর বলিব ! তাহারা ইহা সংশোধনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মৌনাবলম্বন করিয়াছেন।

করেছিনু বন্ধুদের সাহায্যের আশা,
কিন্তু এ যে শূন্য সেই প্রেম— ভালবাসা।

হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্যসমূহ সরল করিয়া দাও। অগ্র-পশ্চাতে ছালাম।

১২২ মকতুব

মওলানা হাছান দেহলবীর নিকট লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

হকীকতে মোহাম্মদী (দঃ) যাহা প্রথম বিকাশ এবং যাবতীয় হকীকতের হকীকত বা তত্ত্ব সমূহের-তত্ত্ব অর্থাৎ পয়গাম্বর (আঃ)-গণ ও ফেরেশ্তাবৃন্দের হকীকত, তাঁহার হকীকতের প্রতিবিম্ব স্বরূপ এবং উহা অন্য সকল হকীকতের মূল। হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন— "আল্লাহ্পাক প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন— আমার নূর"। আরও বলিয়াছেন যে, "আমি আল্লাহ্র নূর হইতে সৃষ্ট এবং মো'মেনগণ আমার নূর হইতে উৎপন্ন"। অতএব, উক্ত হকীকতে মোহাম্মদী (দঃ) অন্য যাবতীয় হকীকতের ও আল্লাহ্পাকের মধ্যে মধ্যস্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যস্থতা ব্যতীত উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া সকলের জন্য অসম্ভব। সুতরাং তিনি সমগ্র পয়গম্বর (দঃ) ও রছুলগণের নবী এবং তাঁহার অবতরণ জগদ্বাসীর জন্য রহমত। এইহেতু উলুল আজম পয়গাম্বর (আঃ)-গণ স্বয়ং মূলবস্তু হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন ও তাঁহার উম্মতগণের মধ্যে শামিল হইবার আরজু বা আশা করিয়াছিলেন— যেরূপ হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে।

প্রশ্নঃ— এমন কি কামালিয়াত বা পূর্ণতা আছে, যাহা তাঁহার উম্মত হইবার প্রতি নির্ভরশীল এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণ নবীত্বের সৌভাগ্য লাভ করা সত্ত্বেও তাঁহাদের উহা লাভ হয় নাই ?

উত্তরঃ— উক্ত পূর্ণতা উল্লিখিত 'হকীকাতুল হাকায়েক' বা যাবতীয় তত্ত্বের— তত্ত্ব, যাহাকে হকীকতে মোহাম্মদী (দঃ) বলা হয়। তাঁহার সহিত সম্মিলিত হওয়া— যাহা তাঁহার অনুসরণ ও ওয়ারিশ হওয়ার প্রতি নির্ভরশীল, বরং উহা আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ অনুগ্রহের প্রতি নির্ভরশীল— উহা তাঁহার বিশিষ্টের-বিশিষ্ট উম্মত গণের ভাগ্যে হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত তাঁহার উম্মত না হইবে— সে পর্য্যন্ত উক্ত দৌলতে উপনীত হইতে পারিবে না। এবং মধ্যস্থতার ব্যবধান উঠিয়া যাইবে না, যাহা একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে লাভ হয়। এইহেতু আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন যে, "তোমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উম্মত"। অতএব হজরত (দঃ) প্রত্যেক পয়গাম্বর ও প্রত্যেক ফেরেশ্‌তা হইতে যেরূপ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ তাঁহাদের সমুদয় হইতেও শ্রেষ্ঠ। পরন্তু সাফল্য হিসাবেও তিনি শ্রেষ্ঠ। যেহেতু প্রতিচ্ছায়া হইতে মূলবস্তু শ্রেষ্ঠ ; উহা শত সহস্র প্রতিচ্ছায়া সম্বলিত হউক না কেন ! আল্লাহ্‌পাক হইতে— যে ফয়েজ, বরকত উক্ত প্রতিচ্ছায়া প্রাপ্ত হয়, তাহা ইঁহার মধ্যস্থতায় পাইয়া থাকে। এ ফকীর, স্বীয় রেছালাদির মধ্যে বিশদ বর্ণনা করিয়াছে যে, ঊর্ধ্ব বিন্দু, নিম্নের বিন্দুগুলি যাহারা উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ, তাহাদের প্রতি উহার শ্রেষ্ঠত্ব আছে এবং সাধকের উক্ত ঊর্দ্ধ বিন্দু যাহা মূল স্বরূপ— তাহা অতিক্রম করা নিম্নবর্ত্তী যাবতীয় বিন্দু— যাহা প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ, তাহা অতিক্রম করা হইতে অধিকতর অতিক্রান্ত হইয়া থাকে।

প্রশ্নঃ— এই বর্ণনার দ্বারা অন্য পয়গম্বর (আঃ)-গণ হইতে এই উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অনিবার্য্য হয় না-কি ?

উত্তর ঃ— শ্রেষ্ঠ হওয়া কিছু মাত্র অনিবার্য্য হয় না। এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে, উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পয়গাম্বর (আঃ)-গণের সহিত উক্ত দৌলতে শরীক হন। কিন্তু ইহা ব্যতীত পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অন্য পূর্ণতা গুণ অনেক আছে, যদ্দারা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য সাধিত হয়। এই উম্মতের চরম বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি অত্যধিক উন্নতি করে, তাহা হইলেও তাহার মস্তক সর্ব্ব নিম্ন পয়গাম্বর (আঃ)-এর পদতলে উপনীত হইতে পারিবে না। অতএব, সমকক্ষতা বা শ্রেষ্ঠত্বের অবকাশ কোথায় ? আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন যে, "নিশ্চয় আমাদের বাক্য আমাদের বান্দা রছুলগণের জন্য পুরোগামী হইয়াছে"। অবশ্য উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি স্বীয়

পয়গাম্বর (আঃ)-এর ব্যপদেশ ও তাঁহার অনুসরণের মাধ্যমে অন্য কোনও পয়গাম্বর হইতে উর্দ্ধের মাকামে উপনীত হয়, তাহা খাদেম বা ভৃত্য হিসাবে হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বজন বিদিত বাক্য যে, প্রভুর সমকক্ষ গণের সহিত খাদেমের— খাদেম হওয়া ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না। খাদেম শুধু তাঁহাদের তোফায়লে ও ব্যপদেশে প্রাপ্ত হয়। অতএব, সে সকল সময় তোফায়লী ও অনুবর্ত্তী ও উপলক্ষিত।

সর্ব্বশেষে— এ ফকীরের প্রতি যাহা বিকশিত হইল এবং প্রতিবিম্ব সমূহের স্তর সমূহ অতিক্রম করার পর যাহা জ্ঞাত হইল— তাহা এই যে, মোহাম্মদ (দঃ)-এর হকীকত যাহাকে হকীকাতুল হাকায়েক বলা হয়, তাহা আল্লাহ্পাকের 'হোব্ব' বা প্রেমের বিকাশ ; যাহা সৃষ্ট বস্তুগণের উৎপত্তির কারণ। হাদীছে কুদ্‌ছীতে মশহুর আছে যে— "আমি গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার ছিলাম। তৎপর আমার পরিচিত হওয়ার স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষা বা প্রেম উৎপত্তি হইল, তৎপর আমি বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিলাম, যাহাতে আমি পরিচিত হই"। গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার হইতে প্রথম বস্তু যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই 'হোব্ব' বা প্রেম। বিশ্ব-জগত সৃষ্টির কারণ ইহাই। যদি এই হোব্ব বা প্রেম না হইত, তাহা হইলে সৃষ্টির দ্বার উদ্ঘাটিত হইত না এবং বিশ্ব-জগত নাস্তি বা শূন্যের গর্ভে দৃঢ়রূপে চিরস্থায়ী থাকিত। "আপনি না হইলে আকাশাদি সৃষ্টি করিতাম না"— হাদীছে কুদ্‌ছী, যাহা শেষ পয়গাম্বর (দঃ)-এর বিষয় আসিয়াছে, তাহার রহস্য এই স্থলে অন্বেষণ করা উচিত এবং "আপনি না হইলে আমি স্বীয় প্রভুত্বও প্রকাশ করিতাম না"— হাদীছের তত্ত্বও এই স্থলে জানা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ— ফুতুহাতে মক্কীয়ার লেখক শায়েখ ইব্‌নে আরাবী স্বীয় পুস্তকে প্রথম তায়াইয়্যুন যাহা হকীকতে মোহাম্মদী তাহাকে এল্‌মের সংক্ষিপ্তি বলিয়াছেন এবং আপনি স্বীয় পুস্তকাদিতে প্রথম তায়াইয়্যুনকে তায়াইয়্যুনে অজুদি বলিয়াছেন ও উহার কেন্দ্র— যাহা শ্রেষ্ঠ অংশ, তাহাকে হকীকতে মোহাম্মদী (দঃ) বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং এল্‌মের সংক্ষিপ্তিকে এই তায়াইয়্যুনে অজুদির প্রতিবিম্ব বলিয়াছেন। অথচ এ স্থলে লিখিতেছেন যে, প্রথম তায়াইয়্যুন বা অবতরণ 'হোব্ব' বা প্রেম এবং উহাই হকীকাতে মোহাম্মদী। এ সকল কথার সামঞ্জস্য কি ?

উত্তরঃ— প্রতিচ্ছায়া অনেক সময় মূলবস্তু হিসাবে প্রকাশ পায় এবং সাধককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লয়। উক্ত দুই তায়াইয়্যুন (তায়াইয়্যুনে এল্‌মী ও তায়াইয়্যুনে অজুদী) প্রথম তায়াইয়্যুন অর্থাৎ 'হোব্ব'-এর প্রতিচ্ছায়া। উর্দ্ধারোহণ কালে সাধকের প্রথম তায়াইয়্যুন অর্থাৎ তায়াইয়্যুনে হোব্বীর বা আছলের অনুরূপ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

প্রশ্নঃ— তায়াইয়্যুনে অজুদীকে তায়াইয়্যুনে হোব্বীর প্রতিচ্ছায়া বলা কিভাবে সত্য হয় ? অথচ অজুদ বা অস্তিত্ব, 'হোব্ব' বা প্রেমের পুরোগামী এবং হোব্ব অজুদের শাখা স্বরূপ।

উত্তরঃ— এ ফকীর স্বীয় রেছালা সমূহে প্রমাণ করিয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় জাত কর্ত্তৃক অস্তিত্ববান (স্বয়ং অস্তিত্ববান)— তদীয় অস্তিত্ব গুণ কর্ত্তৃক নহে। তদ্রূপ তাঁহার গুণ-অষ্টকও অবশ্যম্ভাবী জাত দ্বারা অস্তিত্ববান, অজুদ গুণ কর্ত্তৃক নহে ; যেহেতু অজুদ (অস্তিত্ব) এবং অজুব (অবশ্যম্ভাব্যতা ও অনিবার্য্যতা)-এর উক্ত মর্ত্তবায় কোন অবকাশ নাই। কেননা ইহারা (অজুদ ও অজুব) তথায় শুধু এ'তেবার বা ধারণাকৃত মাত্র। উক্তস্তরে সর্ব্ব প্রথম যে এ'তেবার বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টির জন্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা 'হোব্ব' বা প্রেম। তৎপর অজুদ বা অস্তিত্বের এ'তেবার— যাহা সৃষ্টির পূর্ব্বাভাস স্বরূপ। কেননা এই 'হোব্ব' ও অজুদের এ'তেবার বা ধারণা ব্যতীত আল্লাহ্‌পাক বিশ্ব-জগত হইতে এবং উহাকে সৃষ্টি করা হইতে বেপরোয়া (অপেক্ষা রহিত)। "নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক জগদ্বাসী হইতে বেপরোয়া"— কোরআনের অকাট্য বাণী।

তায়াইয়্যুনে 'এল্‌মে জোমালী' বা এল্‌মের সংক্ষিপ্ত অবতরণকে উক্ত দুই প্রকার তায়াইয়্যুনের (অবতরণের) প্রতিবিম্ব এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, উক্ত দুই তায়াইয়্যুনকে (তায়াইয়্যুনে অজুদী ও তায়াইয়্যুনে হোব্বীকে) ছেফাতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত হিসাবে ধরিয়া লইতে হইবে এবং এই তায়াইয়্যুন (তায়াইয়্যুনে এল্‌মে জোমালী)-কে ছেফাত হিসাবে লক্ষ্য করিতে হইবে, যাহা পবিত্র জাতের জেল বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ।

জানা আবশ্যক যে, প্রথম তায়াইয়্যুন অর্থাৎ তায়াইয়্যুনে হোব্বীর মধ্যে যখন সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে উপলব্ধি হয় যে, উক্ত তায়াইয়্যুনের কেন্দ্র 'হোব্ব' বা প্রেম ; যাহা হকীকতে মোহাম্মদী (দঃ)। আবার উহার পরিধি যাহা উদাহরণিক আকৃতির বৃত্তের অনুরূপ এবং উক্ত বৃত্তের পরিধি যাহা উক্ত কেন্দ্রের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ, তাহাকে খোল্লাত বা বন্ধুত্ব বলা হয় ; ইহা হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর হকীকত। অতএব, 'হোব্ব' যেন মূলবস্তু এবং খোল্লাত তাহার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। এই কেন্দ্র এবং পরিধি লইয়া যে একটি বৃত্ত হয়, তাহাকে প্রথম তায়াইয়্যুন বলা হয়। তাহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও পুরোগামী অংশ, অর্থাৎ কেন্দ্রটি যখন 'হোব্ব' বা প্রেম সেই হিসাবে এই বৃত্তের নাম 'তায়াইয়্যুনে হোব্বী' রাখা হয়। আত্মীক বিকাশেও মূল ও প্রবল অংশ হিসাবে ইহা তায়াইয়্যুনে হোব্বী বলিয়া প্রকাশ পায়, যখন বৃত্তের পরিধি কেন্দ্রের প্রতিচ্ছায়া, এবং উহা কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন ও কেন্দ্র উহার মূল এবং উৎপত্তিস্থল, তখন উক্ত পরিধিকে যদি দ্বিতীয় তায়াইয়্যুন বলা যায়, তাহাও বলার অবকাশ আছে। কিন্তু কাশ্‌ফে (আত্মীক দর্শনে) দুই তায়াইয়্যুন বলিয়া প্রকাশ পায় না। বরং 'হোব্ব' এবং খোল্লাত সম্বলিত একটি তায়াইয়্যুন মাত্র— যাহা একটি বৃত্তের কেন্দ্র ও পরিধি। আত্মীক বিকাশে তায়াইয়্যুনে অজুদী যাহা প্রথম তায়াইয়্যুনের প্রতিবিম্ব তাহাকেই দ্বিতীয় তায়াইয়্যুন বলিয়া দেখা যায়। ইহা পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, পরিধির মূল যখন কেন্দ্র, তখন মূলবস্তুতে উপনীত হইতে— পরিধির জন্য কেন্দ্রের মধ্যস্থতা ব্যতীত উপায় নাই। কেন্দ্র মূল এবং সংক্ষিপ্তি। সুতরাং তাহার সাহায্যেই— মূল বস্তুতে (পবিত্র জাতে) উপনীত হইতে হইবে।

এই বর্ণনা দ্বারা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ)-এর মধ্যে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ উপলব্ধি করা উচিত। তাঁহাদের উভয়ের প্রতি ও অবশিষ্ট সকল পয়গাম্বর (আঃ)-গণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক। প্রতিচ্ছায়া মূল বস্তুতে উপনীত হইতে মধ্যস্থই— যখন মূল, তখন হজরত খলিলুল্লাহ্ (আঃ) হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর মধ্যস্থতা কামনা করিয়াছেন। এবং আকাজ্ক্ষা করিয়াছেন যে, আমি তাঁহার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হই ; ইহা হাদীছে আসিয়াছে।

প্রশ্নঃ— যদি ঘটনা এই প্রকারেরই হয়, তাহা হইলে হজরত হবিবুল্লাহ্ (দঃ) হজরত খলিল (আঃ)-এর অনুসরণের প্রতি আদিষ্ট হওয়ার অর্থ কি ? এবং হজরত (দঃ) নিজেও নামাজের মধ্যে তাঁহার অনুরূপ দরূদ প্রেরণ করার কথা বলেন কেন ?

উত্তরঃ— যে বস্তুর তত্ত্ব যত উন্নত ও পবিত্র সে বস্তুর দৈহিক জগতের আবির্ভাব ততই নিম্নতর হইয়া থাকে ও মানবীয় গুণাবলীর সহিত অধিক সম্মিলিত থাকে। অতএব, এই আবির্ভাব স্থলটি (সাধক) উন্নতি করিয়া তাহার উক্ত হকীকত বা তত্ত্বে উপনীত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর ও কঠিন এবং যে মিল্লাত বা ধর্ম্ম হজরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রদত্ত হইয়াছেন, তাহা— তাঁহার হকীকতে উপনীত হওয়ার প্রশস্ত পথ, উহা হকীকতে মোহাম্মদীর পার্শ্ববর্ত্তী— ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আবার হজরত ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত পথেই তথায় উপনীত হইয়াছেন। এইহেতু মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার অনুসরণ করিয়া হকীকাতুল হাকায়েক বা হকীকাতে মোহাম্মদীতে উপনীত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) উক্তরূপ দরূদ প্রেরণ করার কথা বলিয়াছেন, তাহা— তাঁহার হকীকতে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভের পর। অথবা ইহাও বলা যায় যে, কখনও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিকে নিম্নপদস্থ ব্যক্তির অনুসরণের আদেশ করা হয়, তাহাতে তাহার শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে কোনও ব্যাঘাত জন্মে না। যথা— আল্লাহ্‌পাক স্বীয় হবীব (দঃ)-কে আদেশ করিয়াছেন যে, আপনি ছাহাবাগণের সহিত পরামর্শ করুন। পরামর্শের আদেশ করার মধ্যে তাঁহাদের নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করার প্রতি নির্দ্দেশ আছে। অন্যথায় পরামর্শের কোনই অর্থ হয় না।

জানিবেন যে, হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর হকীকত বা 'রব' অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান, আল্লাহ্‌তায়ালার এছেম সমূহের মধ্যে যে এছ্‌ম তাঁহার উৎপত্তিস্থান, তাহা বিনা মধ্যস্থতায় হকীকতে মোহাম্মদীর প্রতিচ্ছায়া। উক্ত হকীকতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে পরবর্ত্তী ওয়ারীশ হিসাবে উক্ত প্রতিচ্ছায়ার মধ্যেও তৎ-সমুদয় বর্ত্তমান আছে। এইহেতু তিনি উম্মতগণের মধ্যে পূর্ণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ— ওয়ারীশ হইয়াছেন।

হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহ্‌পাক যাহা কিছু আমার বক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, আমি তাহা সবই— আবুবকরের বক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়াছি। ইহাও প্রকাশ

পাইল যে, হজরত ইস্রাফীল (আঃ)-এর হকীকতও উক্ত হকীকতে মোহাম্মদী (দঃ) কিন্তু তাহা মূলবস্তু ও প্রতিচ্ছায়া হিসাবে নহে ; যেরূপ ছিদ্দিক (রাঃ)-এর হকীকতে আছে। বরং তথায় যেন উভয়ই মূলবস্তু হিসাবে ; প্রতিচ্ছায়ার মধ্যস্থতা রহিত। শুধুমাত্র সমষ্টি ও ব্যষ্টি হিসাবে পার্থক্য। অর্থাৎ হজরত (দঃ) যেন সমষ্টি। এই হিসাবে উক্ত হকীকতে তাঁহার (হজরত ইস্রাফীল আঃ-এর) নামে নামকরণ করা হইয়াছে। অন্যান্য ফেরেশ্‌তা বৃন্দের হকীকত উক্ত ইস্রাফীল (আঃ)-এর হকীকত হইতে উৎপন্ন।

প্রশ্নঃ— সাধকের হকীকত যাহা আল্লাহ্‌পাকের ঐ এছেম— যাহা উক্ত সাধকের 'রব' তাহা হইতে উন্নতি করা জায়েজ কি-না ?

উত্তরঃ— ছুলুকের মর্ত্তবা সমূহ অতিক্রম করার পর উক্ত হকীকতে উপনীত হওয়া যাহাকে ছয়র এলাল্লাহ পূর্ণ করা বলে, তাহা দুই প্রকার। এক প্রকার এই যে, উক্ত এছেমের কোন এক প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে উপনীত হওয়া যাহা অবশ্যম্ভাবী আবির্ভাব স্থল সমূহে নিজকে হকীকত বা মূলবস্তু হিসাবে প্রকাশ করিতেছে। অর্থাৎ মনে হয় যেন, ইহাই মূলবস্তু। এইরূপ সন্দেহ এ পথের বহুস্থলে হইয়া থাকে। ইহা একটি কঠিন উপত্যকা। সাধকগণ আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহেই ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই হকীকত সদৃশ্য জেল্ল বা প্রতিচ্ছায়া হইতে উন্নতি হওয়া জায়েজ ; বরং সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি তাহার নিজের (প্রকৃত) হকীকতের সহিত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে অন্যের মধ্যস্থতা ব্যতীত উহা হইতে উন্নতি করা জায়েজ নহে ; যেহেতু উহাই তাহার নিজস্ব যোগ্যতার শেষ স্তর। অবশ্য অন্যের মধ্যস্থতায় যদি উহাকে অন্যের হকীকতে যাহা উহার ঊর্দ্ধে তথায় লইয়া যাওয়া হয়, তাহা জায়েজ ; বরং সংঘটিত। এই ছয়র বা ভ্রমণ বল পূর্ব্বক বা অপরের শক্তি প্রয়োগ কর্ত্তৃক ভ্রমণ ; স্বাভাবিক ও স্বীয় যোগ্যতা অনুপাতে ভ্রমণ নহে। ইহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা পূর্ব্বেও করা হইয়াছে।

প্রশ্নঃ— হকীকতে মোহাম্মদী (দঃ) যাহা যাবতীয় তত্ত্বের— তত্ত্ব, এবং ইহার ঊর্দ্ধে কোন সৃষ্ট বস্তুর হকীকত নাই ; উহা হইতে উন্নতি করা জায়েজ কি-না ? আপনি স্বীয় রেছালাসমূহে লিখিয়াছেন যে, হকীকতে মোহাম্মদী (দঃ) হইতে উন্নতি হইল। একথার প্রকৃত তাৎপর্য কি ?

উত্তরঃ— উন্নতি জায়েজ নহে, যেহেতু উহার ঊর্দ্ধে লা-তায়াইয়্যুনের মর্ত্তবা বা ব্যক্তিত্ব রাহিত্তির স্তর (অনন্তের স্তর), যেথায় তায়াইয়্যুন বা ব্যক্তিত্বধারী বস্তুর উপনীতি অসম্ভব। প্রকারবিহীন সম্মিলন ও উপনীতি ইত্যাদি বলা মৌখিক আলোচনা মাত্র। প্রকৃত ব্যাপারে উপনীতির পূর্ব্বে এ সকল আলোচনার দ্বারা শান্তনা প্রদত্ত্ব হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হওয়ার পর উপনীত ও সম্মিলিত না হওয়ার নির্দ্দেশ অনিবার্য্য হয়, তখন সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকে না। আমি যাহা লিখিয়াছি যে, হকীকতে মোহাম্মদী হইতে উন্নতি সংঘটিত হইল। উক্ত হকীকতের অর্থ হকীকতে মোহাম্মদী-এর প্রতিবিম্ব ছিল— যাহাকে এল্‌মের এজ্‌মাল বা সংক্ষিপ্তি ও ওয়াহ্‌দাত বলা হয়। সে সময় প্রতিচ্ছায়া এবং মূলবস্তুর মধ্যে আমার সন্দেহ ছিল। আল্লাহ্‌তায়ালার নিছক অনুগ্রহে— যখন যাবতীয় প্রতিচ্ছায়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইল, তখন জানিলাম যে, উক্ত হকীকাতুল হাকায়েক হইতে উন্নতি হয় না, বরং জায়েজও নহে। যদি তথা হইতে পদ উত্তোলন করিয়া সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা অবশ্যম্ভাবী জাতের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইবে এবং সম্ভাব্য হইতে বহিষ্কৃত হইবে। ইহা জ্ঞানতঃ ও ধর্ম্মতঃ অসম্ভব।

প্রশ্নঃ— এই বর্ণনা দ্বারা অনিবার্য্য হইল যে, শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ)ও উক্ত হকীকত হইতে উন্নতি করেন নাই।

উত্তরঃ— হজরত (দঃ) এবম্বিধ উচ্চতা ও মহত্ত্ব ও শান-শওকত সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সকল সময় তিনি সম্ভাব্য ও সৃষ্ট বস্তু ছিলেন। নিশ্চয় তিনি সম্ভাব্যতা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই এবং অজুব বা অবশ্যম্ভাবী হইয়া যান নাই— যাহাতে উলুহিয়াত বা ঈশ্বরত্বের সহিত সম্মিলিত হওয়া অনিবার্য্য হয়। আল্লাহ্‌ পবিত্র, তাঁহার সমকক্ষ ও শরীক হওয়া হইতে তিনি অতি উচ্চ।

কহিল নাছারা যাহা স্বীয় নবী (আঃ) পরে,
কহিও না তোরা, তাহা— মম নবী (দঃ) বরে।

প্রশ্নঃ— পূর্ববর্ত্তী বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ পাইল যে, অপর ব্যক্তিগণও হজরত (দঃ)-এর তোফায়লে ও উত্তরাধীকার সূত্রে হকীকাতুল হাকায়েকে পৌঁছিতে পারেন এবং তাঁহার সহিত সম্মিলন ও একত্ব লাভ করতঃ হজরত (দঃ)-এর বিশিষ্ট

কামালাত সমূহে শরীক হইতে পারেন। এই হিসাবে যে পূর্ণতার মধ্যে ব্যবধান রহিত হয় ও মধ্যস্থতা উঠিয়া যায় এবং যাহা পূর্ণতার সর্ব্বোচ্চ স্তর— তাহা হইলে অনুসৃত ও অনুসারী ব্যক্তির মধ্যে এবং মূল ব্যক্তি ও আনুষঙ্গিক শরণাপন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কি ? এবং অনুসৃত ও মূল ব্যক্তির মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য বা আধিক্য আছে যাহার জন্য তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং যাহা অনুসারীগণের মধ্যে বর্ত্তমান নাই ?

উত্তরঃ— অন্যান্য যাহারা উক্ত হকীকতের সহিত সম্মিলিত হন— তাহারা ঐরূপ, যেরূপ ভৃত্য— প্রভুর সহিত সম্মিলিত হয়। যদি উক্ত সম্মিলন লাভকারী ব্যক্তি বিশিষ্টের বিশিষ্টগণের অন্তর্ভুক্ত হয়, যাহারা অতি অল্প সংখ্যক তাহারাও খাদেম তুল্য এবং যদি পয়গম্বর (আঃ)-গণের মধ্য হইতে হয়, তাঁহারাও ইঁহার তোফায়েলী বা ব্যাপদেশধারী খাদেম ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারী বটে ; কিন্তু প্রভুর সহিত তাহাদের সমকক্ষতা কিভাবে হইতে পারে ? তাঁহার নিকটে উহাদের কি-ই-বা মর্যাদা ও সম্মান হইতে পারে ! তোফায়েলী বা আনুষঙ্গিক ব্যক্তি, যদিও সহ-উপবেশনকারী ও সহ ভোগী, তবুও সে তোফায়েলী বা উপলক্ষধারী। ভৃত্যগণ প্রভুর সহিত যদি উচ্চ অট্টালিকায় আরোহণ করে ও তাঁহাদের বিশিষ্ট খানার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে এবং সম্মানাদি প্রাপ্ত হয়, তাহাও প্রভুর সম্মান হেতু বটে ; উহা তাঁহার অনুসরণের উচ্চতার কারণে হইয়া থাকে। প্রভু স্বয়ং সম্মানী হওয়া সত্ত্বেও খাদেম বা ভৃত্যগণ তাহাদের সহগামী হওয়াতে যেন তাঁহার সম্মান আরও বর্দ্ধিত হয় ও তাঁহার মর্ত্তবার উন্নতি সাধিত হয়। মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন, হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "যে ব্যক্তি কোন সুন্দর প্রথা প্রচলিত করে, সে তাহার পারিতোষিক লাভ করিবে এবং যাহারা ঐরূপ (উক্ত প্রথা অনুযায়ী) আমল করিবে, তাহাদের পারিতোষিকও সে প্রাপ্ত হইবে"। অতএব অনুসৃত ব্যক্তির আবিষ্কৃত সুন্দর পথে অনুসরণকারী যতই অধিক হইবে, ততই তাঁহারা অধিক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহার মর্ত্তবাও তত অধিক উচ্চ হইবে। সুতরাং অনুসৃত ব্যক্তির সহিত অনুসরণকারীগণের সমকক্ষতা আর কোথায় এবং তাহাদের সমতার বা কি ধারণা করা যাইতে পারে ! শুনুন— ইহা জায়েজ যে, বহু ব্যক্তি এক মাকামে বা স্থানে

অবস্থান করিবেন এবং একই দৌলতে শরীক থাকিবেন ; এবং প্রত্যেকের সহিত বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার করা হইবে, কিন্তু তাহাদের একে অপরের বিষয় জানিতে পারিবে না। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর সহিত তাঁহার সহ-ধর্মিনী মাই ছাহেবানগণ বেহেশ্‌তের মধ্যে একই স্থানে বসবাস করিবেন ও একই স্থল হইতে পানাহার করিবেন ; কিন্তু হজরত (দঃ)-এর সহিত যে ব্যবহার করা হইবে, তাঁহাদের সহিত তাহা করা হইবে না এবং তিনি যেরূপ আস্বাদ ও শান্তি প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা তদ্রূপ পাইবেন না। যদি তাঁহারা সকল বিষয় হজরত (দঃ)-এর সহিত সমকক্ষ হইতেন, তাহা হইলে হজরত (দঃ)-এর ন্যায় ইঁহারাও অন্য সকল ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ হইতেন। কেননা ছওয়াবের (পুণ্যের) আধিক্য হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব হইয়া থাকে।

প্রশ্নঃ— এই তায়াইয়্যুনে হোব্বী যাহা প্রথম তায়াইয়্যুন এবং হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর হকীকত, তাহা মোমকেন অর্থাৎ সম্ভাব্য বস্তু, অথবা 'ওয়াজেব' বা অবশ্যম্ভাবী বস্তু এবং ইহা আদি-সম্ভূত না— অনাদি বস্তু। ফুছুছ পুস্তকের প্রণেতা শায়েখ ইব্‌নে আরাবী (রাঃ) প্রথম তায়াইয়্যুনকে হকীকতে মোহাম্মদী (দঃ) বলিয়াছেন এবং উহাকেই ওয়াহ্‌দাত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ; এইরূপ দ্বিতীয় তায়াইয়্যুনকে তিনি ওয়াহেদিয়াত বলিয়াছেন। আয়নে ছাবেতাসমূহ (এল্‌মস্থিত আকৃতি সমূহ) যাহাকে সৃষ্টবস্তু সমূহের তত্ত্ব বলা হয়, উক্ত মর্ত্তবায় তাহা প্রমাণ করিয়াছেন ; আবার উক্ত দুই তায়াইয়্যুনকে তিনি তায়াইয়্যুনে অজুবী বলিয়াছেন ও উহাদিগকে কাদিম বা অনাদি বলিয়া জানেন। অবশিষ্ট অবতরণ অর্থাৎ রূহী, মেছালী, জাছাদী (আত্মীক, উদাহরণিক ও দৈহিক) অবতরণ সমূহকে সম্ভাব্য তায়াইয়্যুন বলিয়াছেন। এ বিষয় আপনার মতামত কি ?

উত্তরঃ— এ ফকীরের নিকট কোন অবতরণ বা অবতরণকারী নাই। এমন কোন্ তায়াইয়্যুন বা অবতরণ আছে যে, অসীমকে সসীম করে। এ সকল কথা হজরত শায়েখ মুহিউদ্দীন ও তাঁহার অনুগামীগণের আত্মীক আস্বাদের অনুকূল। এ ফকীরের বর্ণনায় যদি এরূপ কথা ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা অনুরূপ বস্তু হিসাবে বর্ণিত ; কিন্তু অর্থ তদ্রূপ নহে বলিয়া জানিতে হইবে। যাহা হউক বলিব যে, উক্ত তায়াইয়্যুনসমূহ সম্ভাব্য তায়াইয়্যুন এবং সৃষ্ট ও আদিসম্ভূত। হজরত (দঃ)

ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহ্পাক প্রথমে আমার নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন", আরও অন্য হাদীছে উক্ত নূর সৃষ্টির সময়ের নির্দ্ধারণও আছে ; যেরূপ ফরমাইয়াছেন, "আছমান জমিন সৃষ্টির দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে" ইত্যাদি। অতএব, যে বস্তু সৃষ্ট এবং যাহা পূর্ব্বে নাস্তি বা শূন্য ছিল, তাহা সম্ভাব্য ও আদি সম্ভূত। যখন হকীকাতুল হাকায়েক যাহা যাবতীয় হকীকতের পুরোগামী তাহা সৃষ্ট ও সম্ভাব্য বলিয়া প্রমাণিত হইল ; তখন নিশ্চয় অন্য হকীকতসমূহ অধিকরূপে সৃষ্ট পদার্থ, সম্ভাব্য ও নূতন বলিয়া প্রমাণিত হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শায়েখ হকীকতে মোহাম্মদীকে বরং সৃষ্টবস্তু সমূহের সকলের হকীকত যাহাদিগকে তিনি আইনে ছাবেতাসমূহ বলিয়াছেন, তাহাদিগকে কিভাবে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করেন এবং কিভাবে ইহাদিগকে অনাদি বলিয়া জানেন এবং পয়গম্বর (দঃ)-এর কথার বিপরীত করেন। সম্ভাব্যের সমুদয় অংশ সম্ভাব্য এবং তাহার আকৃতি ও তত্ত্ব সবই সম্ভাব্য। তায়াইয়্যুনে অজুবী বা অবশ্যম্ভাবী জাতের অবতরণ সম্ভাব্য বস্তুর হকীকত হইবে কেন ? সম্ভাব্য বস্তুর হকীকত নিশ্চয় সম্ভাব্য হওয়া উচিত। কেননা অবশ্যম্ভাবী জাতের সহিত সম্ভাব্যের কোনই সমকক্ষতা ও সম্বন্ধ নাই। এই মাত্র যে, তিনি স্রষ্টা এবং ইহারা তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ। শায়েখ যখন নিজেই— ওয়াজেব ও মোমকেনের মধ্যেই পার্থক্য করেন নাই— এবং বলিয়াছেন যে, "ইহাদের মধ্যে পার্থক্য না থাকা হেতু", তখন তিনি যদি ওয়াজেবকে মোম্‌কেন এবং মোম্‌কেনকে ওয়াজেব বলেন তাহাতে তাঁহার কোনই ভয় নাই— আল্লাহ্পাক যদি তাঁহাকে ক্ষমা করেন, তবে তাহা আল্লাহ্পাকের পূর্ণ অনুকম্পা। হে— আমাদের প্রতিপালক আমাদের ভুল-ভ্রান্তি তুমি ধরিও না।

প্রশ্নঃ— আপনিও স্বীয় রেছালা সমূহে ওয়াজেব বা অবশ্যম্ভাবী জাত এবং মোম্‌কেন বা সম্ভাব্যের মধ্যে মূলবস্তু ও প্রতিচ্ছায়া হওয়ার সম্বন্ধ প্রমাণ করিয়াছেন এবং মোম্‌কেনকে ওয়াজেবের প্রতিবিম্ব বলিয়াছেন ও ওয়াজেব তায়ালাকে মূলবস্তু হিসাবে মোমকেনের হকীকত— যাহা উহার প্রতিবিম্ব স্বরূপ বলিয়া লিখিয়াছেন ও বহু প্রকারের মারেফত বা আত্মীক পরিচিতি উহার প্রতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যদি এই হিসাবে শায়েখ (কোঃ) ওয়াজেব তায়ালাকে মোম্‌কেনের হকীকত বলেন তাহাতে কি বাধা আছে এবং কেনই বা তিনি নিন্দিত হইবেন !

উত্তরঃ— এই প্রকারের এল্‌ম যদ্বারা ওয়াজেব এবং মোম্‌কেনের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ও শরীয়তে যাহার প্রমাণ নাই— ইহা সবই ছোকর বা মত্ততা সম্ভূত এল্‌ম ও মারেফত। প্রকৃত বিষয়ে উপনীত না হওয়ার কারণেই এইরূপ বলিয়া থাকে। "মোম্‌কেনের কি ক্ষমতা যে— ওয়াজেবের প্রতিচ্ছায়া হয়"। ওয়াজেব বা অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের ছায়া হইবে কেন ? যেহেতু জ্বেল কর্তৃক অনুরূপ বস্তুর সৃষ্টি অনুমিত হয় এবং উহা মূলবস্তুর পূর্ণ সূক্ষ্মতা রাহিত্যির নিদর্শন জ্ঞাপক। যখন সূক্ষ্মতা বশতঃ মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জ্বেল বা ছায়া ছিল না, তখন তাঁহার রব বা প্রভূর কিভাবে ছায়া হইতে পারে ? খারেজ বা বাস্তব জগতে বরং বহির্জ্জগতে ব্যক্তিত্বধারী ও স্বয়ং স্বাধীন হিসাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত এবং তাহার আটটি বাস্তবগুণ বিদ্যমান আছে ; ইহা ব্যতীত অন্য যাহা কিছু আছে, তাহা আল্লাহ্‌পাকের সৃষ্টি দ্বারা অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহারা সম্ভাব্য সৃষ্ট ও নূতন বস্তু। কোনও সৃষ্টবস্তু স্বীয় স্রষ্টার প্রতিচ্ছায়া নহে। সৃষ্ট পদার্থ হওয়া ব্যতীত স্বীয় স্রষ্টার সহিত কাহারও অন্য কোনই সম্বন্ধ নাই। অবশ্য শরীয়তে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ সম্বন্ধ আছে। জগৎ প্রতিচ্ছায়া হওয়ার জ্ঞান, পথিমধ্যে সাধকের অনেকস্থলে আবশ্যকীয় হয়, এবং সাহায্য করে। তাহাকে যেন আকর্ষণ করিয়া মূলবস্তুর দিকে লইয়া যায়। আল্লাহ্‌পাকের পূর্ণ অনুগ্রহে যখন প্রতিবিম্বের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করিয়া মূল বস্তুতে উপনীত হয়, তখন তাঁহার নিছক অনুগ্রহে সে বুঝিতে পারে যে, এই মূলবস্তুও প্রতিচ্ছায়ার অন্তর্ভুক্ত ও উদ্দেশ্য হইবার উপযোগী নহে। যেহেতু ইহা সম্ভাব্যতার কলঙ্কে-কলঙ্কিত। উদ্দিষ্ট বস্তু অনুভূতির গণ্ডির বহির্ভূত এবং সম্মিলন ইত্যাদিরও বাহিরে। হে আমাদের প্রতিপালক— তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত প্রদান কর এবং আমাদের কার্য্য সমূহ সরল করিয়া দাও।

পরিচ্ছেদ

শ্রেষ্ঠত্বের আকর, পূর্ণতাসমূহের প্রতীক মওলানা হাছান কাশ্মীরী দেহলবী ! আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার অবস্থাসমূহকে হাছান বা সুন্দর করুন ; তাঁহার আশা পূর্ণ করুন ! তিনি এক রেছালা লিখিয়া এ ফকীরের নিকট পাঠাইয়াছেন। তাহার মধ্যে কতিপয় প্রশ্ন করিয়া তাহার সমাধান চাহিয়াছেন। উহার সমাধান কতিপয় গুপ্ত রহস্য প্রকাশের মধ্যে ছিল ও অন্যান্য বাধা বিঘ্নের কারণে এ ফকীর উত্তর দিতে সাহস করে নাই এবং কারণ দর্শাইয়া বিলম্ব করিতেছিল। যখন উক্ত মাওলানা ছাহেবের আমার প্রতি বৃহৎ হক বা দাবী আছে অর্থাৎ তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমি স্বীয় পীর কেব্‌লা (রাঃ)-এর খেদমত প্রাপ্ত হইয়াছি এবং এ তরীকার 'আলিফ', 'বে' হুরুফ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি এবং অসংখ্য ফয়েজ-বরকত তাঁহার খেদমত হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে যাহা এই রেছালার এল্‌ম মারেফতের অনুকূল ছিল, তাহা এই রেছালার পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। আল্লাহ্‌ পাক সরল পথ প্রদর্শনকারী।

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে— আকৃতিগত ও অর্থগত এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ এল্‌ম বা জ্ঞান সম্ভূত ও আমল বা অর্জ্জিত ও ইহলৌকিক ও পারলৌকিক— যাবতীয় পূর্ণতা যাহা মানবের মধ্যে লব্ধ হওয়া সম্ভব, তাহা সবই শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর (দঃ)-এর মধ্যে কার্য্যতঃ বর্ত্তমান ছিল। যেরূপ হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে— "আমি আদম সন্তানগণের সর্দার ইহা গৌরব নহে এবং আদম ও তৎপরবর্ত্তী সকলেই কেয়ামতের দিবস আমার পতাকার তলে অবস্থান করিবে এবং তৎপর আমি পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সকল জ্ঞান লাভ করিলাম" ইত্যাদি, হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। অপিচ যে সকল বস্তু কোন শর্ত্তের উপর নির্ভরশীল বা কোন সময়ের সহিত আবদ্ধ তাহা অবশ্য সুন্দররূপে প্রকাশ পাইবে, তাহা হইলে হজরত (দঃ) যে সকল সময় চিন্তিত ও দুঃখিত থাকিতেন— তাহা কেন এবং তাহার কারণ কি ? কেননা দুঃখ চিন্তার কারণ অবশ্য কোন বস্তুর অন্তর্হিতি— যে বস্তুকে তিনি কামনা করেন।

হে মান্যবর— হজরত (দঃ)-এর সম্মান ও মহত্ত্ব ও তাঁহার প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ ইত্যাদি দৃষ্টে তাঁহার দুঃখ-চিন্তা ইত্যাদি হওয়া সুদূর পরাহত বলিয়া জানা অতি চমৎকার এবং সত্য ; কিন্তু যখন তাঁহার দাসত্ব ও অক্ষমতা ও মানবত্বের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় এবং আল্লাহ্পাকের ইজ্জত, সম্মান, উচ্চতা, মহত্ত্ব এবং বেপরওয়াইর দিকে লক্ষ্য করা যায়, তখন তাঁহার দুঃখ চিন্তা ও কামালাতের পরিপূর্ণতা বা অপ্রাপ্তি অর্থাৎ যাহা আল্লাহ্পাকের অনন্ত কামালাতের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। তাহার কোন কামালের অপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার দুঃখ হওয়া কোনই অসম্ভব নহে। বরং দাসত্বের অবস্থার উপযোগী। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন— "এল্ম তাঁহাকে বেষ্টন করিতে পারে না" ; আরও ফরমাইয়াছেন যে, "চক্ষু তাঁহাকে অনুভব করিতে সক্ষম হয় না"— এই দুই আয়াত ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ, পরন্তু সকলের জন্য যে অপ্রাপ্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাও এই আয়াতদ্বয় হইতে প্রমাণিত। হাঁ— মোম্‌কেন বা সম্ভাব্য বস্তু যতই উচ্চ স্তরে উপনীত হউক না কেন, ওয়াজেব বা অবশ্যম্ভাবী বস্তুর হকীকত বা তত্ত্ব কি পাইতে পারে এবং আদি জাত বস্তু অনাদি হইতে কি লইতে পারে ও সুসীম অসীমকে কিভাবে বেষ্টন করিতে পারে !

আপনি লিখিয়াছেন যে, মানব জাতির যে সকল পূর্ণতাগুণ আছে তাহার সবই হজরত (ছঃ)-এর মধ্যে কার্য্যতঃ লব্ধ আছে। হাঁ— সমষ্টি অনুযায়ী তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সকলের উপর আছে। ইহা তাঁহার জন্য বিশিষ্ট, কিন্তু কোনও পূর্ণ গুণ যদি আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে কোন নবী (আঃ) বা ফেরেশ্তার জন্য থাকে, তাহা জায়েজ। ইহাতে তাঁহার সার্ব্বিক শ্রেষ্ঠত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। ছহি হাদীছে আসিয়াছে যে, কোন কোন পূর্ণতা উম্মতগণের মধ্যে থাকিবে, যাহা দেখিয়া পয়গম্বর (আঃ)-গণ প্রতিযোগীতা করিবেন। কিন্তু উম্মতগণের প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে সার্ব্বিক শ্রেষ্ঠত্বে পয়গম্বর (আঃ)-গণই শ্রেষ্ঠ। হাদীছ শরীফে ইহাও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র পথে শহীদগণ কতিপয় বিষয় পয়গম্বর (আঃ)-গণ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। মৃত্যুর পর শহীদগণের গোছলের আবশ্যক নাই, কিন্তু পয়গম্বর (আঃ)-গণকে— গোছল দিতে হয়। শহীদগণের জন্য জানাজার নামাজ পাঠের নিয়ম নাই। ইহা ইমাম শাফী ছাহেবের মত। কিন্তু পয়গম্বর (আঃ)-গণের প্রতি জানাজার নামাজ পাঠ

করিতে হয়। পবিত্র কোরআনে শহীদগণকে মৃত ধারণা করা নিষেধ আসিয়াছে, যেহেতু তাহারা জীবিত এবং পয়গম্বর (আঃ)-গণকে মৃত বলা হইয়াছে। এই সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব। সার্ব্বিক শ্রেষ্ঠত্ব পয়গম্বর (আঃ)-গণের জন্যই বটে। উহাতে তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মায় না। অতএব, এই সকল শ্রেষ্ঠত্বের অভাবহেতু হয়তো তাঁহার মনে চিন্তা ও দুঃখ আসিতে পারে— যাহা উক্ত আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কারণে হয় এবং উহা নবীত্বের সহিত একত্রিত হইতে পারে। যেরূপ নবীত্বের সহিত শহীদ হওয়ার মর্ত্তবা লাভ। ইহা যদি মানিয়াও লই যে, মানব জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে সকল পূর্ণতা কার্য্যতঃ আছে ; তাহা হজরত নবী করীম (দঃ)-এর মধ্যে বাস্তবে আছে তখনও বলিব যে, হজরত (ছঃ)-এর পবিত্র লক্ষ্য যখন অতি উচ্চ, তখন তিনি এই সকল পূর্ণতাকে যথেষ্ট মনে না করিয়া আধিক্যের কামনা করিতেন এবং ঊর্দ্ধারোহণের জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন কিন্তু উর্দ্ধের পূর্ণতাসমূহ যখন মানবের ক্ষমতার বহির্ভূত তখন স্বভাবতঃই দুঃখ- চিন্তা তাঁহার মধ্যে সকল সময় বর্ত্তমান থাকিত ; প্রকৃত কথা আল্লাহ্‌পাকই জানেন। কিন্তু ইহার বিশদ বর্ণনা এই যে, তরীকত ও হকীকত, কোরব্ বা নৈকট্য ও মারেফত বা পরিচয় প্রাপ্তি ইত্যাদি ফানা এবং মানবীয় গুণাবলী ও সম্ভাব্য নিয়মাবলী অপসরণের প্রতি নির্ভরশীল।

যাবৎ হবে না ফানা— নফ্‌ছে আম্মারার,
তাবৎ পাবে না পথ, খোদার দরগার।

যে পরিমাণ মানবীয় গুণ— অবশিষ্ট থাকিবে, সেই পরিমাণ ব্যবধানও বর্ত্তমান থাকিবে। পূর্ণরূপে মানবীয় গুণ— যাবতীয় সৃষ্টবস্তু হইতে অপসারিত হওয়া সংঘটিত নহে, যতই বিশিষ্ট এবং বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তি হউক না কেন। শায়েখ আত্তার বলিয়াছেন—

এমন রছুল যিনি শ্রেষ্ঠ পয়ম্বর ;
তিনিও পায়নি যবে— পূর্ণ ফকর।
বৃথা কেন কষ্টকর তুমি চিরকাল,
মানবীয় গুণ কিছু থাকিবে বহাল।

পূর্ণ ফকর হইতে মানবীয় গুণাবলী এবং সম্ভাব্য পূর্ণরূপে অপসারিত হওয়া অর্থ লইয়াছেন, যাহা লাভ হওয়া ধারণাতীত। ইহাতে তত্ত্বের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হয়। কেননা মোমকেন বা সম্ভাব্য বস্তু উন্নতি করিয়া সম্ভাব্য হইতে বহিষ্কৃত হইলে নিশ্চয় সে ওয়াজেব বা অবশ্যম্ভাবী জাত হইবে। কিন্তু ইহা জ্ঞানতঃ ও ধর্মত অসম্ভব। জনৈক বোজর্গ বলিয়াছেন—

সম্ভাব্যের— ধুলি হতে হ'লে পরিষ্কার
ওয়াজেব ব্যতীত কিছু থাকে না তাহার।

এইরূপ কথা উদাহরণ ও অনুরূপ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত ; বাস্তব হিসাবে নহে, যেহেতু উহা সংঘটিত হয় না। অপর এক বোজর্গ বলিয়াছেন—

দুইকালে সম্ভাব্যের কৃষ্ণ বদন
তাহা হতে— তিরোহিত, নহে কদাচন।

প্রশ্নঃ— কা'বা কাওছায়েন-এর মাকামে এমকান বা সম্ভাব্যের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, ইহা প্রকাশ্য কথা। যেহেতু ইহাতে এমকানের এক ধনু ও অজুবের দ্বিতীয় কওছ বা ধনু বর্ত্তমান থাকে ; কিন্তু আও-আদ্‌নার মাকাম যাহা মূল হিসাবে হজরত (দঃ)-এর জন্য বিশিষ্ট, তথায় এমকানের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার অর্থ কি ?

উত্তরঃ— অজুব এমকানের মধ্যে পার্থক্য আদম বা নাস্তির দ্বারা হইয়া থাকে— যাহা এমকানের এক পক্ষ। কেননা এমকানের অপর পক্ষে অজুদ বা অস্তিত্ব আছে। উহা অজুব এমকানের মধ্যে সম্মিলনকারী। আও-আদ্‌নার মাকামে উক্ত আদম অপসারিত হইতে থাকে। যদ্দারা দুই কওছের মধ্যে পার্থক্য উঠিয়া যায়, ইহা নহে যে, এমকান পূর্ণরূপে উঠিয়া যায় এবং তত্ত্ব পরিবর্ত্তিত হইয়া অজুবে পরিণত হয়। ইহা অসম্ভব। পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে, এই মাত্র যে, কা'বা কাওছায়নের মাকামে তমসাপূর্ণ পর্দ্দা হইতে বহিষ্কৃত হয় না। যেহেতু উহা আদম বা নাস্তির চিহ্ন এবং আও-আদ্‌নার মাকামে যদি পর্দ্দা থাকে, তবে তাহা নূরানী বা আলোকময় পর্দ্দা ও তাহা এমকানের মধ্যে যে অজুব বা অস্তিত্ব আছে, তাহা হইতে উদ্ভূত। এই সমাধান হইতে উক্ত বোজর্গের পদ্যটির অর্থ ও পরিস্ফুটিত মর্ম্ম বুঝা গেল। অর্থাৎ উহা আদমের নিয়মাবলী— যাহা সরাসরি তমসাপূর্ণ, তাহা অপসারিত হওয়া অর্থ লইতে হইবে।

প্রশ্নঃ— যখন আদম এমকান হইতে সরিয়া যায় এবং অজুব এমকানের মধ্যে পার্থক্যের কারণ চলিয়া যায় এবং এমকানের অপর পক্ষ যে সম্মিলিত অজুদ ছিল তাহা ব্যতীত অন্য কিছু না থাকে, তখন ইহা সত্য হয় যে— এমকান স্বীয় হকীকত বা তত্ত্ব হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অজুব বা অবশ্যম্ভাব্য যাহা নিছক অজুদ বা অস্তিত্ব, তাহার সহিত সম্মিলিত হয়। ইহা হইলে তত্ত্বের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। উক্ত বোজর্গের পদ্যের অর্থ যাহা বর্ণিত হইল, অর্থাৎ ওয়াজেব ব্যতীত তাহার মধ্যে অন্য কিছুই থাকে না, একথাও বাস্তবে পরিণত হয়।

উত্তরঃ— এই অজুদ বা অস্তিত্ব যাহা মোম্‌কেনের মধ্যে বর্ত্তমান আছে, তাহা ঐ অজুদের প্রতিচ্ছায়া, যাহা অজুবের মধ্যে অর্থাৎ অবশ্যম্ভাব্যের মধ্যে বিদ্যমান আছে। অবিকল সেই অজুদ বা অস্তিত্ব নহে। মোম্‌কেনের মধ্যে যে পক্ষে আদম ছিল, তাহা অপসারিত হওয়ার পর, তাহার মধ্যে যে অজুবের সৃষ্টি হয়, তাহাকে অজুব বেল-গায়ের বা অন্যের সাহায্যে অবশ্যম্ভাবী হওয়া বলা হয়। ইহাও মোম্‌কেনের একটি কেছেম বা প্রকার। স্বয়ং অজুব নহে, যাহাতে তত্ত্বের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হয়, ইহা মোম্‌কেনের জাত বা ব্যক্তিত্ব হইতে এই আদম অপসারিত হওয়ার বিষয় নহে, যাহাতে উঁহা ওয়াজেব বেজ্ জাত বা স্বয়ং অবশ্যম্ভাবী হয়। এবং অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হয়। বরং মোম্‌কেনের জাত বা ব্যক্তিত্বের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের প্রাবল্যের কারণে ও অবশ্যম্ভাবী হুকুমসমূহ পরিচালিত হওয়ার জন্য এই আদম মোম্‌কেন হইতে উঠিয়া যায়। কিন্তু উক্ত পদ্যের মধ্যে যে বর্ণনা আছে— তাহা শুনামাত্র মনে হয় যে, 'জাতি ওয়াজেব' হয়, উপলক্ষিত নহে। অজুদকে (অস্তিত্বকে) এমকান এবং অজুবের মধ্যে সম্মিলনকারী বলা এক শব্দের বিভিন্ন অর্থ হিসাবে বলা হইয়াছে। প্রকৃত অর্থ হিসাবে নহে। ইহাকে কুল্লী মোশাক্কেক বা সামগ্রিক দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বলা হয়। অর্থাৎ ইহা কাহারও প্রতি অগ্রগণ্য হিসাবে এবং অন্য কাহারও প্রতি দুর্ব্বল হিসাবে প্রয়োজ্য হইয়া থাকে। অতএব, মোম্‌কেনের অস্তিত্বের সহিত আল্লাহ্‌পাকের অবশ্যম্ভাবী জাতের অস্তিত্বের বাস্তবে কোনই সমকক্ষতা নাই— যাহাতে সমষ্টি ও ব্যষ্টি ইত্যাদির ধারণা হইতে পারে।

প্রশ্নঃ— ফানা, বাকার বিষয় ছুফীগণ যাহা বলিয়াছেন, এবং বেলায়েতের অর্থ উহাকেই বলিয়া থাকেন— ইহার অর্থ কি ? যখন মানবীয় গুণাবলী অপসারিত হয় না, তখন ফানা কিভাবে হইতে পারে ?

উত্তরঃ— বেলায়েতের মধ্যে যে ফানার মূল্য দেওয়া হয়, তাহা অনুভূতি ও দর্শন হিসাবে ফানা যাহাকে আল্লাহ্‌র অপর বস্তু সমূহের বিস্মৃতি বলা হয়। অপর সকল বস্তুর অন্তর্হিতি নহে। ফলকথা, উক্ত ফানা লাভকারী সাধক মত্ততার প্রাবল্যে যাবতীয় বস্তু সমূহের অনুভূতি শূন্যতাকে বস্তুর শূন্যতা বলিয়া ধারণা করে। সে মনে করে যে— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তু সমূহ অপসারিত হইয়া গিয়াছে। সে এইরূপ উপলব্ধি করে এবং ইহার দ্বারা সে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা নিছক অনুগ্রহপূর্বক যদি তাহাকে উন্নতি করাইয়া 'ছহো' বা সংজ্ঞায় উপনীত করেন এবং পার্থক্য করার শক্তি প্রদান করেন, তখন সে জানিবে যে, উক্ত ফানা বস্তু সমূহের বিস্মৃতি ছিল কিন্তু তাহাদের বিলুপ্তি ছিল না। এই বিস্মৃতি দ্বারা যদি কিছু অপসারিত হইয়া থাকে, তবে বস্তুসমূহের সহিত সাধকের আকৃষ্টতা যাহা ছিল তাহাই অপসারিত হইয়াছে— যাহা উক্ত সাধকের মধ্যে বদ্ধপরিকর এবং নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু ইহাতে মূলবস্তু সমূহ অপসারিত হয় নাই। উহারা স্ব-স্ব স্থানে অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান আছে। নিবারণ বা অপসারিত করণ কর্ত্তৃক উহারা নিবারিত ও অপসারিত হওয়া অসম্ভব।

পদ্য—

হাবশীর কালিমা, তার নিজস্ব ব্যাপার ;
স্বীয় বর্ণ, তাই তাহা যায় নাকো আর।

আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহে যখন তাহার এই দর্শন এবং এই পার্থক্য লাভ হয়, তখন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সান্তনার বস্তু চলিয়া যায় এবং তদস্থলে দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি হয় এবং তখন সে জানিতে পারে যে, তাহার অবস্থান বা অস্তিত্ব এমন এক ব্যাধি যাহা চেষ্ট করিলেও বিদূরিত হইবে না। আরও সে বুঝিতে পারে যে, ময়ূরের পদদ্বয় যেরূপ উহার মনঃকষ্টদায়ক তদ্রূপ 'মোমকেন' বা সম্ভাব্য ও আদিসম্ভূত হওয়া কলঙ্ক ; চিরকাল তাহার মনঃকষ্ট-দায়ক হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় সাধক যতই

ঊর্দ্ধারোহণ করে এবং অধিকভাবে উন্নতি করিতে থাকে— ততই অধিকভাবে তাহার এই ক্রটিযুক্ত দর্শন বর্দ্ধিত হইতে থাকে ও তাহাকে অস্থির করিয়া ফেলে। যেরূপ রজ্জু প্রস্তুতকারী শিষ্যের ঘটনা। আশ্চর্য্যের সহিত সে তাহার শিক্ষককে বলিয়াছিল যে, আমার (রজ্জু প্রস্তুত) কার্য্য যতই অধিক হয়, আমি ততই দূরবর্ত্তী হইয়া যাই ! হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) বোধ হয় এইরূপ কারণেই ফরমাইয়াছেন— "হায়, যদি মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রভু মোহাম্মদ (দঃ)-কে সৃষ্টি না করিত"। আরও তিনি ফরমাইয়াছেন— "আমার ন্যায় কোন নবীই ক্লিষ্ট হয় নাই"। বোধহয় এই কষ্টের অর্থ নিজের ক্রটি সমূহের প্রতি লক্ষ্য করার কষ্ট, যদ্বারা পূর্ণ দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি হয়। কেননা অন্য পয়গম্বর (আঃ)-গণ নানা প্রকারের কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, যাহা হজরত (দঃ)-এর কষ্ট হইতেও অধিকতর ছিল। যথা— হজরত নূহ (আঃ) নয়শত পঞ্চাশ বৎসর স্বীয় দলের মধ্যে আহ্বান কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট সহ্য করিয়াছেন ; কথিত আছে যে, ধর্ম্ম প্রচার কালে তাঁহার দল তাঁহার প্রতি প্রস্তর খণ্ড দ্বারা এইরূপ ঢিল মারিত যে তাহার আঘাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া ভূ-লুণ্ঠিত হইতেন এবং প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আবৃত হইয়া যাইতেন। তৎপর যখন তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিত, তখন পুনরায় প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিতেন ; তখন উহারা আরও অধিকভাবে কষ্ট দিত। তাঁহার ভাগ্যলিপি সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এইভাবে চলিতেছিল।

জানা আবশ্যক যে, এই দিদে-কুসুর বা নিজেকে ক্রটিময় দর্শন করা, দূরবর্ত্তী হওয়ার কারণেই নহে, বরং নিকটবর্ত্তী হওয়া ও উপস্থিতির জন্য। কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে সামান্য মলিনতাই অধিক বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু উহা মলিন ও তমসাচ্ছন্ন স্থানে সামান্য বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নৈকট্য ও পরিচয় বা মারেফত— ফানার প্রতি নির্ভরশীল। ইহার অর্থ এই যে, যে পর্য্যন্ত সাধক নিজ হইতে— ফানী বা বিলীন না হইবে এবং মানবীয় ও সম্ভাব্যের গুণাবলী হইতে পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উদ্দিষ্ট বস্তুতে উপনীত হইতে পারিবে না। কেননা উহা উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত একত্রিত হওয়া, দুই বিপরীত বস্তু একত্রিত হওয়া তুল্য। যেহেতু এমকানের মধ্যে আদম বা নাস্তির অবস্থান আবশ্যক

এবং অবশ্যম্ভাব্যতার মধ্যে আদম বা নাস্তি অপসারিত করা অনিবার্য্য। যে পর্য্যন্ত উদ্দিষ্ট বস্তুতে উপনীত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার পূর্ণতা গুণ সমূহ হইতে কি প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার পূর্ণতাসমূহকে স্বীয় পূর্ণতাগুণ সমূহের অনুরূপ গুণ ব্যতীত আর কি অনুভব করিতে পারিবে ! "প্রত্যেক বস্তু তাহার বিপরীত বস্তু কর্ত্তৃক অনুভূত হয় না"। অর্থাৎ অনুরূপ বস্তু কর্ত্তৃক অনুভূত হয়। দার্শনিকগণের নির্দ্ধারিত বাক্য— বালক যে সহবাসের আস্বাদ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাকে উহা বুঝাইতে হইলে মিষ্টি বলিয়া বুঝাইতে হইবে। তিক্ত বলিয়া বুঝান চলিবে না। কিন্তু বালক উহাকে শর্করার মিষ্টি তুল্য বলিয়া জানিবে। যেহেতু মিষ্টি বলিতে সে উহা ব্যতীত অন্য কিছুই জানেনা। এইরূপ শর্করা তুল্য মিষ্টি সহবাসের গুণ বা মিষ্টি নহে ; বরং উক্ত বালককে, যাহা প্রকৃতপক্ষে উক্ত বালকের প্রতিই প্রত্যাবর্ত্তন করে, সহবাসের প্রতি নহে। অতএব আল্লাহ্পাকের পক্ষ হইতে নির্দ্দেশ ব্যতীত স্বেচ্ছায় সাধক যাহা কিছু বলে, উহা তাহার নিজের কথা। এবং সে যদ্বারা বিশেষিত করে, তাহাও তাহার নিজের প্রশংসা হইয়া থাকে। এইরূপ স্থানে জনৈক সাধক বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাকের ফরমান— "কোন বস্তুই এইরূপ নাই যে, তাঁহার (আল্লাহ্পাকের) তছবিহ বা পবিত্রতা বর্ণনা না করে"। প্রশংসার সর্ব্বনামটি (অর্থাৎ তাঁহার) বস্তু সমূহের প্রতি ইঙ্গিত বলিয়াছেন অর্থাৎ এমন কোন বস্তু নাই যে, সে নিজের ব্যতীত অন্য কাহারও তছ্বিহ বা প্রশংসা বা পবিত্রতা বর্ণনা করে না। এইহেতু হজরত বোস্তামী— ছোবহানী (আমি পবিত্র জাত) বলিয়াছেন। অর্থাৎ তছ্বিহ বা পবিত্রতা যেন তাহার নিজের প্রতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে। কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন—

পদ্য—

স্বীয় রূপে মজিয়াছ, তুমি বন্ধুবর।
স্বীয় ধারণারে-পুজো তুমি সরাসর।
সত্য, তাঁর রূপ হতে— সৃষ্ট জীব সবে—
কিঞ্চিৎ ধারণা বিনে, পায় না এ-ভবে।

পদ্য—

প্রিয়ার ধারণা যাহা কর চিরকাল—

নহে— সে তোমার প্রিয়া, পরের খেয়াল।

ফুছুছ পুস্তকের লেখক অর্থাৎ হজরত শায়েখ মুহিউদ্দীন ইব্‌নে আরাবী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, "জাতের তাজাল্লী বা আবির্ভাব— তাজাল্লী-প্রাপ্ত ব্যক্তির আকৃতি ব্যতীত অন্য প্রকারে হয় না ; অতএব তাজাল্লী প্রাপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের দর্পনে স্বীয় আকৃতি ব্যতীত অন্য কিছুই দর্শন করে না। সে আল্লাহ্‌পাককে দর্শন করে নাই এবং দর্শন করা সম্ভবপরও নহে, দর্শন সম্ভবপর নহে একথা তিনি অতিরঞ্জিত হিসাবে বলিয়াছেন— সঠিক হিসাবে নহে। কারণ ইহ-জগতে দর্শন লাভ হওয়া জায়েজ বা সঙ্গত (কিন্তু সংঘটিত নহে) এবং পরজগতে উহা সংঘটিত হইবে। যখন সাধকের সম্পূর্ণ ফানা বা লয় প্রাপ্তি— অসম্ভব প্রমাণিত হইল এবং উহা ব্যতীত আল্লাহ্‌পাকের দরবারে উপনীতি ও সম্মিলন হইবে না এবং তথায় উপনীত না হইলে পরিচয়ও লাভ হইবে না, তখন বাধ্য হইয়া পরিচয় লাভ হইতে অক্ষম হওয়া অনিবার্য্য হইল এবং পরিচয় হইতে অক্ষমতাই— অবিকল পরিচয় প্রাপ্তি হইয়া গেল। ইহা বলা যাইবে না যে— "মারেফত বা পরিচয় হইতে অক্ষম হওয়াই মারেফত"; কিভাবে হইতে পারে ? যেহেতু উহা বিপরীত কথা। ইহা এই জন্য বলা যাইবে না যে, মারেফত হইতে অক্ষম হওয়াই প্রকৃত মারেফত ; কেননা তিনি নিশ্চয় যখন পরিচয় প্রাপ্ত হইবার নহে। হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, পরিচয়ের অক্ষমতাই পরিচয় বটে। আল্লাহ্‌ পবিত্র, তিনি স্বীয় সৃষ্টবস্তুকে তাঁহার পরিচয় হইতে অক্ষম হওয়া ব্যতীত তাঁহার দিকে অন্য কোন পথ প্রদান করেন নাই। জনৈক বোজর্গ বলিয়াছেন—

পদ্য—

পূতঃ সেই স্রষ্টা তাঁর গুণ যে মহান,

তাঁহাতে অক্ষম হয়— নবীদের জ্ঞান।

যখন পয়গম্বর (আঃ)-গণ আল্লাহ্‌পাকের মহান ছেফাতসমূহ বুঝিতে অক্ষম এবং ফেরেশ্‌তাবৃন্দ বলেন যে, আমরা তোমার সত্য পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারি নাই,

তুমি পবিত্র জাত। পরন্তু হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) যিনি এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয়, তিনিও অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন, তখন অন্যের বিষয় কি আর বলা যাইবে ! অর্থাৎ যাহারা পরিচয় লাভের দম্ভ করিতেছে তাহারা স্বকীয় মূর্খতাকেই পরিচয় বলিয়া ধারণা করিতেছে এবং যাহা আল্লাহ্ নহে, তাহাকে আল্লাহ্ বলিয়া জানিতেছে। এই মারেফতের অক্ষমতা উন্নতির শেষের শেষ মর্ত্তবায় উপনীতি এবং নৈকট্যের চরম প্রান্তে অবস্থান বটে। যে পর্য্যন্ত ইহা শেষ বিন্দুতে উপনীত না হইবে এবং তাজাল্লী ও আবির্ভাবসমূহের মর্ত্তবাসমূহ অতিক্রম না করিবে এবং যে সম্মিলন পাইয়া সে বহুকাল আনন্দিত ছিল, তাহাকে বিচ্ছেদ ও বিরহ বলিয়া না জানিবে, সে পর্য্যন্ত এই অক্ষমতার সৌভাগ্যে উপনীত হইবে না ও আল্লাহ্তায়ালার— পরিচয় না পাওয়া হইতে মুক্ত হইবে না এবং আল্লাহ্ ও অপর বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করিতে পারিবে না।

প্রশ্নঃ— তাহা হইলে, আল্লাহ্তায়ালার মারেফত লাভ করা ওয়াজেব বা অবশ্য কর্ত্তব্য— ইহা কি অর্থে ?

উত্তরঃ— মারেফত লাভ করা কর্ত্তব্য এই অর্থে যে, শরীয়তে উক্ত বিষয় যাহা বর্ণিত হইয়াছে ; অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত ও গুণাবলীর পরিচয় প্রাপ্তি, অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যে সকল মারেফত শরীয়ত ব্যতীত অন্যস্থল হইতে গৃহীত হয়, তাহাকে এ ফকীরের নিকট দুঃসাহসিকতা ও অনুমান এবং ধারণা দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করা মাত্র। "তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ, যে-বিষয়ে তোমাদিগের কোন জ্ঞান নাই"? (কোরআন) এইহেতু হজরত ইমাম আজম কুফী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, "হে আল্লাহ্ তুমি পবিত্র। আমরা তোমার প্রকৃত উপাসনা করিতে অক্ষম হইয়াছি, কিন্তু প্রকৃতভাবে তোমার পরিচয় লাভ করিয়াছি"। এ কথা যদিও অনেকের প্রতি কঠিন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার কারণ প্রদর্শনের প্রশস্ত পথ আছে। কেননা প্রকৃত মারেফত উহাকে বলে যাহা আল্লাহ্পাকের বিষয় শরীয়তে যাহা কিছু বর্ণিত আছে, অর্থাৎ তাঁহার পবিত্রতা, পূর্ণতা, নির্ম্মলতা ইত্যাদিসহ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া। কারণ তাহার বাহিরে অন্য কোনও মারেফত নাই— যাহা প্রকৃত মারেফতের প্রতিবন্ধক হয়।

প্রশ্নঃ— এইরূপ মারেফত বা পরিচয়ের মধ্যে আম, খাছ বা সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলেই শরীক ; বরং সমতুল্য এবং ইহাতে সাধারণ মো'মিনগণের মারেফত বিশিষ্ট পয়গম্বর (আঃ)-গণের তুল্য হওয়া অনিবার্য্য হয়। কেননা সকলেরই পরিচয় প্রাপ্তির হক বা অধিকার আছে। এই প্রকারের মাছ্আলা— যাহা হজরত ইমাম আজম ছাহেব বলিয়াছেন যে, ঈমান বর্দ্ধিত হয় না ও হ্রাস প্রাপ্তও হয় না। তথায়ও এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, সর্বসাধারণের ঈমান পয়গাম্বর (আঃ)-গণের ঈমানের তুল্য।

উত্তরঃ— এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি নির্ভরশীল। আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহে এ ফকীর তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা এই যে, প্রকৃত মারেফত বা পরিচয় উহাকে বলে যে, উক্ত শরীয়তের মারেফত সমূহ দ্বারা সাধক সঠিক মারেফত লাভ হইতে অক্ষমতায় উপনীত হয়। যেরূপ শরীয়তে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্‌পাকের অবশ্যম্ভাবী জাতের এল্‌মগুণ আছে এবং উক্ত এল্‌মগুণ তদীয় অবশ্যম্ভাবী জাতের ন্যায় রকম-প্রকারবিহীন ও আমাদের অনুভূতির বহির্ভূত। যদি আমরা উক্ত এল্‌মকে নিজেদের এল্‌ম-জ্ঞানের অনুরূপ অনুমান করিয়া জানিতে চেষ্টা করি, তবে উহা জানা যাইতে পারে না। আমরা যাহা ধারণা করিব তাহা কৃত্রিম ও অমুলক ধারণা হইবে। আল্লাহ্‌পাকের এল্‌মের পরিচয় হইবে না। যাহা তাহার পূর্ণতাগুণ। এমতাবস্থায় পরিচয় মাত্রই নাই। প্রকৃত পরিচয় আর কোথা হইতে আসিবে ! যখন অনুমান ও ধারণা হইতে অক্ষমতায় আসিবে এবং নিজেই অনুভব করিতে পারিবে যে, পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না, শুধু ইহার প্রতি তাহার পূর্ণতাগুণ বলিয়া ঈমান বা বিশ্বাস রাখা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। তখন মারেফত ও প্রকৃত মারেফত লাভ হইবে। অতএব, প্রকৃত পক্ষে এই প্রকৃত মারেফতই মূল মারেফত বা পরিচয় এবং যাহা প্রকৃত মারেফত নহে, তাহা মূল মারেফত নহে। সর্ব্বসাধারণ প্রকৃত মারেফতের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শরীক বা অংশীদার নহে। সমতুল্য হওয়ার অবকাশ আর কোথায় ! যখন প্রকৃত মারেফতই মূল মারেফত তখন সর্ব্বসাধারণের মারেফত বলিতে কিছুই নাই, যেহেতু তাহাদের প্রকৃত মারেফত নাই।

২য় উত্তরঃ— মারেফতের একটি আকৃতি ও প্রকৃত তত্ত্ব আছে। যে মারেফত প্রকৃত মারেফত, তাহাই মারেফতের হকীকত বা তত্ত্ব এবং উহা পরিচয়ের অক্ষমতার প্রতি নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে উহার আকৃতি এই যে, উক্ত অক্ষমতা সীমা পর্য্যন্ত উপনীত না হয় এবং সম্ভাব্য গুণের সহিত তুলনা করার অনুমান হইতে মুক্ত না হয়। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। তিনি যে বাহ্যিক মারেফতকেও ঈমান হওয়ার জন্য মূল্য দিয়াছেন এবং উদ্ধার প্রাপ্তি তাহার প্রতি নির্ভরশীল করিয়াছেন— যেরূপ বাহ্যিক ঈমানকে মূল্য দিয়াছেন এবং বেহেশ্‌তে দাখিল হওয়া উহার প্রতি নির্ভরশীল করিয়াছেন— ইহাও তাঁহার পূর্ণ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা বটে। এই বাহ্যিক ঈমানের মধ্যে বাহ্যিক মারেফতই যথেষ্ট এবং প্রকৃত ঈমানের জন্য প্রকৃত মারেফত ব্যতীত উপায় নাই। এই বর্ণনার দ্বারা জানা গেল যে, ঈমানও দুই প্রকার। এক প্রকার বাহ্যিক ঈমান— যাহা সর্বসাধারণের অংশ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রকৃত ঈমানের সৌভাগ্য প্রদত্ত হইয়া থাকেন। অতএব, সর্ব্বসাধারণের ঈমান পয়গাম্বর (আঃ)-গণের ঈমানের অনুরূপ নহে। ইঁহারা বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তি। কেননা উহা অন্য প্রকারের ঈমান এবং ইহা অন্য ধরণের ঈমান। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সমতা নাই। প্রকৃত ঈমান যখন মারেফতের অক্ষমতা হইতে গৃহীত, "তিনি পরিচিত হন না", মারেফত তথায় বিদ্যমান ; কাজেই আধিক্য ও হ্রাস তথা হইতে নিবারিত। কেননা মারেফত বিচ্ছিন্নতা মারেফত অর্থাৎ পরিচয় না পাইয়া পরিচয় লাভের মধ্যে মর্ত্তবার তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যে স্থলে পরিচয় প্রমাণিত হয়, সেই স্থলে তারতম্যের অবকাশ বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং প্রকৃত ঈমানের মধ্যে ন্যূনাধিক্যের সম্ভাবনা নাই। আল্লাহ্ প্রকৃত অবস্থার জ্ঞানধারী।

প্রশ্নঃ— এই সকল বর্ণনা হইতে ইহা অনিবার্য্য হয় যে, ছূফীদিগের কাশ্‌ফ বা আত্মিক বিকাশজাত এল্‌ম-মারেফত সমূহ মূল্যহীন। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার মারেফত কোনরূপ নির্ভরশীল নহে। যেহেতু প্রকৃত মারেফত শরীয়তের এল্‌ম মরেফত দ্বারা হাছীল হইয়া থাকে এবং অন্য কোন মারেফত অবশিষ্ট নাই যে— ছূফীগণ যত্ন সহকারে অন্বেষণ করতঃ তাহা অর্জ্জন করে। অতএব, আল্লাহ্ পাকের মারেফতের বিষয় আলেমগণ হইতে ছূফীগণের কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নাই।

উত্তরঃ— ছূফীগণের প্রতি বিকাশ প্রাপ্ত এল্‌ম মারেফত সমূহ (পরিচয় হইতে) অক্ষমতা দ্বারা শেষের শেষ স্তরে যে মারেফত লাভ হয়, তাহার (অক্ষমতা লাভ হওয়ার) সাহায্যকারী বটে। এই বোজর্গ ছূফীগণ তাঁহাদের কাশ্‌ফ বা বিকাশ-প্রাপ্ত মারেফত ইত্যাদির সোপানসমূহ কর্ত্তৃক উক্ত অক্ষমতার সৌভাগ্যে উপনীত হন। সুতরাং এই নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের মারেফতসমূহ অতি মূল্যবান। যেহেতু উহা প্রকৃত মারেফত হাছীল হওয়ার উপলক্ষ্য এবং প্রকৃত ঈমান লাভের অবলম্বন।

প্রশ্নঃ— আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচয় লাভ হইতে অক্ষম হওয়া এবং এই অক্ষমতার মধ্যেই পূর্ণতা সীমাবদ্ধ হওয়া যখন প্রমাণিত হইল তখন ছূফীয়ায়ে কেরাম যে (এল্‌মের) স্তরত্রয় প্রমাণ করিয়াছেন অর্থাৎ এল্‌মুল এক্কীন, আইনুল এক্কীন ও হক্কুল এক্কীন— ইহাদের অর্থ কি ?

উত্তরঃ— এ বিষয়, এ ফকীরের ছূফীদিগের সহিত মতের বৈপরীত্য আছে। ছূফীগণ আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের সহিত এই তিন মর্ত্তবা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অর্থাৎ এল্‌মূল এক্কীন, আইনুল এক্কীন ও হক্কুল এক্কীন এই তিন এক্কীন তাঁহার প্রবিত্র জাতে প্রমাণ করিয়াছেন। তাহারা ইহার উদাহরণ দিয়াছেন যে, অগ্নির প্রতি ধুঁয়ার দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা এল্‌মূল এক্কীন এবং অগ্নিকে দর্শন আইনুল এক্কীন এবং অগ্নির সহিত একত্রিত হওন বা উহার মধ্যে প্রবেশ করণ হক্কুল এক্কীন। এ ফকীর এই তিন স্তরকে— যে নিদর্শন সমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি নির্দ্দেশক, তথায় প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং "উক্ত এক্কীনত্রয় আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি নির্দ্দেশক বস্তুর মধ্যে হয়" বলিয়া বলিয়াছে। নির্দ্দেশিত বস্তু অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের মধ্যে নহে। যেহেতু তিনি এল্‌ম, আইন ও হক্ক এক্কীনত্রয়ের স্তর হইতে উচ্চ। তাহার যে উদাহরণ প্রদান করিয়াছে— উহা যেন ধোঁয়ার সহিত, অগ্নির সহিত নহে। (আল্লাহ্ পাকের সহিত নহে)। অর্থাৎ প্রমাণাদি দ্বারা যদি ধোঁয়ার জ্ঞান লাভ হয়, যাহা অগ্নির জন্য অনিবার্য্য তাহাকে উক্ত ধোঁয়ার এল্‌মুল এক্কীন বলা হয়। এবং যদি ধোঁয়া পরিলক্ষিত হয় ও তদ্দ্বারা অগ্নির প্রমাণ পাওয়া যায়— তাহাকে যেন ধোঁয়ার আইনুল এক্কীন বলা হয় ; তৎপর যদি উক্ত ধোঁয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়া তথা হইতে অগ্নির অস্তিত্বের প্রমাণ করা যায়, তাহাকে উক্ত ধোঁয়ার হক্কুল এক্কীন বলা হয়। এই শেষ প্রমাণটি (অর্থাৎ হক্কুল এক্কীন) পূর্ব্বের প্রমাণদ্বয় হইতে পূর্ণ ও

শক্তিশালী ; যেহেতু উহা বাহ্যিক বস্তু দ্বারা প্রমাণ এবং ইহা নিজের নফ্‌ছ বা ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রমাণ— কেননা সে নিজেই ধোঁয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পরন্তু আইনুল এক্বীনের মধ্যে ধোঁয়া মধ্যস্থ থাকে, কিন্তু হক্কুল এক্বীনের মধ্যে মধ্যস্থতা নাই বরং ধোঁয়ার সহিত অগ্নির যে সম্বন্ধ ইহার সহিতও তদ্রূপ সম্বন্ধ হাছীল হয় ও চরম স্তরে উপনীত হয় যাহা এল্‌ম, আইন ও হক্কুল এক্বীনের উর্দ্ধে।

ইহা বলা যাইবে না যে, যখন মধ্যস্থ উঠিয়া যায়, তখন দর্শন লাভ হয়, যাহাকে আইনুল এক্বীন বলা হয়। কেননা মধ্যস্থ উঠিয়া যাওয়া দর্শন লাভের জন্য যথেষ্ট নহে ; উহার জন্য আরও অনেক কিছু আবশ্যক। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান নাই। যখন এক্বীনের স্তরসমূহ তাহার নিদর্শন সমূহের সহিত সম্বন্ধিত হইল এবং এই তিন প্রকার এক্বীন ব্যতীত অন্য কোন মারেফত থাকিল না, যাহা নির্দ্দিষ্ট বস্তু অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের সহিত সম্বন্ধিত হয় ; তখন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর মারেফত বা পরিচয় হইতে অক্ষম হওয়া ব্যতীত উপায় নাই। এবং পরিচয় শূন্য পরিচয় বা মারেফত ব্যতীত তথায় অন্য কোনও মারেফত সংঘটিত হয় না। কিন্তু এই তিন এক্বীনকে— যদি তাহার নিদর্শনের এক্বীন বা বিশ্বাস বলা না হয়, এবং নির্দ্দিষ্ট বস্তু অর্থাৎ তাহার নিজের বিশ্বাস বলা যায়, তাহা হইলে মারেফত হইতে অক্ষম হওয়ার পথ কোথায় এবং মারেফত রহিত হওয়ার অর্থই বা— কি হয় !

১২৩ মকতুব

নূর মোহাম্মদ তেহারীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আল্লাহ্ পাকের পবিত্র দরবারে উপনীত হইবার পথ— দুই প্রকার।

বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। যে সকল পথ আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত পর্য্যন্ত উপনীত করে, তাহা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার যাহা নবুয়তের নৈকট্যের সহিত সম্বন্ধিত এবং মূলের-মূল বস্তুতে উপনীতকারী। নিজস্ব হিসাবে এ পথে পয়গম্বর (আঃ) ও তাঁহাদের ছাহাবাগণ— আল্লাহ্‌পাক পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন, এবং উম্মতগণের মধ্যেও

অনেকে এ পথে গমন করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা অল্প সংখ্যক, বরং অতি অল্প। এই পথে কোন মধ্যস্থতা ও ব্যবধান নাই। যাহারা এই পথে পৌছিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে যাহারা ফয়েজ প্রাপ্ত হয় ; তাহারা বিনা মাধ্যমে মূলবস্তু হইতে ফয়েজ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের কেহ কাহারও প্রতিবন্ধক নহে।

দ্বিতীয় পথ— যাহা বেলায়েতের (নৈকট্যের) সহিত সম্বন্ধ রাখে। আক্‌তাব, আওতাদ, আবদাল, নোজাবা (ইঁহারা পদ-ধারী অলী-আল্লাহ্ বিশেষ) এবং সাধারণ অলী-আল্লাহ্গণ এই পথে পৌছিয়া থাকেন। ছুলুকের পথ এই পথকেই বলা হয়। বরং প্রচলিত জজ্‌বা আকর্ষণও ইহার অন্তর্ভুক্ত। এ পথে মধ্যস্থ ও ব্যবধান বর্ত্তমান থাকে। এই পথে যাঁহারা সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অগ্রগামী ও দলপতি এবং ফয়েজের ভাণ্ডার হজরত আলী মর্তুজা (রাঃ)। এই— মহান আলীশান পদ তাঁহার সহিত সম্বন্ধিত। এই মাকামে যেন হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর উভয় পদ তাঁহারই সিঁথি বা সীমন্তের উপর অর্থাৎ শিরে স্থাপিত। হজরত মাই ফাতেমা জাহ্‌রা (রাঃ আন্‌হা) ও ইমাম হাছান ও ইমাম হোছায়েন (রাঃ হুমা)ও এই মাকামে তাঁহার সহিত শরীক আছেন। আমি ধারণা করি যে, হজরত আলী (রাঃ) ইহ-জগতে দেহ-লাভের পর যেরূপ উক্ত মাকামের আশ্রয়-স্থান বা অধিকারী হইয়াছেন ; তদ্রূপ দেহ-প্রাপ্তির পূর্ব্বেও তিনি ইহার আশ্রয় বা অধিকারী ছিলেন। এ পথে যে কেহ ফয়েজ বা হেদায়েত লাভ করে, তাহারা তাঁহার মধ্যস্থতা দ্বারাই লাভ করিয়া থাকে। কেননা তিনি এ পথের শেষ বিন্দুর প্রান্তে আছেন এবং এই মাকামের কেন্দ্র তাঁহার সহিত সম্বন্ধিত।

যখন হজরত আলী (রাঃ)-এর জামানা শেষ হইল, তখন এই মহান পদ হজরত ইমাম হাছান (রাঃ) ও ইমামে হোছাইন রাজীআল্লাহু আন্‌হুমার প্রতি পর পর ন্যস্ত হইল। তাঁহাদের পর এই— মনছব বা পদ দ্বাদশ ইমাম (রাঃ)-গণের প্রত্যেকের প্রতি পর্য্যায়ক্রমে ন্যস্ত হইতে চলিল। এই বোজর্গগণের জামানায় বা তৎ-পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ তাঁহাদের তিরোধানের পর যাহারা ফয়েজ বা হেদায়েত প্রাপ্ত হইত, তাহারা তাঁহাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হইত। আক্‌তাব, নোজাবা যে কেহই

হউন না কেন ইঁহাদের মাধ্যমেই হইত ! উহাদের সকলের আশ্রয় ও রক্ষক ইঁহারাই ছিলেন। কেননা চতুষ্পার্শ্ব হইতে কেন্দ্রে না আসিয়া উপায় নাই। অবশেষে যখন হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর পালা বা পর্য্যায় আসিল, তখন উক্ত মন্‌ছব বা পদ তাঁহার প্রতি ন্যস্ত হইল। বর্ণিত ইমামগণ এবং হজরত শায়েখ জিলানী (রাঃ) ব্যতীত অন্য কেহ উক্ত কেন্দ্রে পরিলক্ষিত হইতেছে না ; সুতরাং এই পথে আক্‌তাব, নোজাবা যে কেহ হউক না কেন, তাহাদের ফয়েজ প্রাপ্তি তাঁহারই পূত মাধ্যমে হয় বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি ! কেননা এই কেন্দ্র তিনি ব্যতীত অন্য কেহ লাভ করে নাই। এইহেতু তিনি ফরমাইয়াছেন—

অস্তমিত হ'ল রবি, পূর্ব্ব সবাকার—
মম রবি উচ্চাকাশে র'বে অনির্বার।

এই সূর্য্যের অর্থ হেদায়েত ও পথ-প্রদর্শনের ফয়েজাদির সূর্য্য এবং অস্তমিত হওয়ার অর্থ— তাহা হইতে ফয়েজ প্রাপ্ত না হওয়া। পূর্ব্ববর্ত্তীগণের পবিত্র দেহের সহিত যে সকল ফয়েজের সম্বন্ধ ছিল, তাহা হজরত শায়েখ (রাঃ)-এর পবিত্র দেহের সহিত সম্বন্ধিত হইয়াছে এবং তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ইমামগণের অনুরূপ হেদায়েত প্রাপ্তির মধ্যস্থ হইয়াছেন। আবার যতদিন এই মধ্যস্থতা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তাঁহারই মাধ্যমে থাকিবে। অতএব, তাঁহার এ বাক্য সত্য হইল যে—

অস্তমিত হ'ল রবি, পূর্ব্ব সবাকার,
মম রবি অস্ত নাহি হবে অনির্বার।

প্রশ্নঃ— একথা মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী দ্বারা ভগ্ন হয়। কেননা দ্বিতীয় খণ্ডের এক মকতুবে মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানীর অর্থ লেখা হইয়াছে যে, তাঁহার জামানায় উম্মতগণ যে প্রকারের ফয়েজ প্রাপ্ত হউক না কেন এবং তাহারা আক্‌তাব, আওতাদ, আবদাল, নজিব ইত্যাদি পদাধারী যাহাই হউক না কেন, তাহা উক্ত মোজাদ্দেদের মাধ্যমেই পাইয়া থাকে !

উত্তরঃ— এ বিষয়ে মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী হজরত শায়েখ জিলানীর প্রতিনিধি স্বরূপ। তাহার প্রতিনিধি হিসাবে মোজাদ্দেদের প্রতি উক্ত বিষয়টি নির্ভর করে। যেরূপ বলা হইয়া থাকে, চন্দ্রের আলো সূর্যের আলো হইতে গৃহীত। অতএব, আর কোন বাধা রহিল না।

প্রশ্নঃ— সহস্রের মোজাদ্দেদের অর্থ— যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতি জটিল, কেননা উক্ত জামানায় হজরত ঈছা (আঃ) অবতরণ করিবেন এবং হজরত মেহদী (আঃ)-এর বিকাশ হইবে। ইঁহারা অন্য কাহারও মাধ্যমে ফয়েজ গ্রহণ করা হইতে পবিত্র।

উত্তরঃ— আল্লাহ্পাকের নৈকট্যের দ্বিতীয় পথের মধ্যে মধ্যস্থতা আবশ্যক করে, যাহাকে বেলায়েতের নৈকট্য বলা হয়। কিন্তু প্রথম পথে অর্থাৎ যাহা নবুয়তের নৈকট্য তাহা মধ্যস্থতা রহিত হয়। যে ব্যক্তি উক্ত নবুয়তের পথে সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য অন্য কাহারও কোন ব্যবধান বা মধ্যস্থতা নাই। তিনি বিনা মধ্যস্থতায় ফয়েজ বরকত সমূহ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শেষ (দ্বিতীয়) পথে মাত্র মধ্যস্থতা ও ব্যবধান বর্ত্তমান থাকে। তথাকার কার্য্যকলাপ অন্য প্রকারের। হজরত ঈছা (আঃ) ও হজরত মেহদী (আঃ রেজওয়ান) প্রথম পথে সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেরূপ হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর (রাঃ হুমা) প্রথম পথে সম্মিলন লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর জিম্মাদারীর মধ্যে আছেন। তথায় ইঁহারা বিশিষ্ট অবস্থা সম্পন্ন।

সতর্ক বাণী

জানা আবশ্যক যে, বেলায়েতের পথে যে কোন ব্যক্তি নবুয়তের নৈকট্যে উপনীত হইতে পারে এবং উভয় ব্যাপারে শরীক হইতে পারে এবং পয়গম্বর (আঃ)-গণের তোফায়লে উভয়স্থলে যেন অধিকার প্রাপ্ত হন এবং তথাকার কার্য্যকলাপ ইঁহার প্রতি নির্ভরশীল।

সাধারণের মঙ্গলার্থে প্রভু নিরঞ্জন—
বিশিষ্ট করিয়া লয়, কোন এক জন।

ইহা আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ। যাহাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাকে ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ্পাক অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল।

ইজ্জত সম্মানের প্রভু, তোমার প্রভু ; তাহারা যাহা বলিতেছে— তাহা হইতে তিনি পবিত্র। এবং রছুলগণের প্রতি ছালাম ও জগত পাতা আল্লাহ্পাকের প্রশংসা।

১২৪ মকতুব

শায়েখ মোহাম্মদ তাহের বদখ্শীর নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

ভ্রাতঃ শায়েখ মোহাম্মদ তাহের বদখ্শী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মাব্দা ও মায়াদ রেছালায় বর্ণিত আছে যে, পবিত্র কা'বার আকৃতি যেরূপ মোহাম্মদ (দঃ)-এর আকৃতির ছেজ্দাকৃত, তদ্রূপ উক্ত কা'বার হকীকত হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর হকীকতের ছেজ্দাকৃত। (অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর আকৃতি যেরূপ কা'বা শরীফের আকৃতিকে সেজ্দা করে ; তদ্রূপ তাঁহার হকীকত কা'বা শরীফের হকীকতকে ছেজ্দা করিয়া থাকে।) এই বর্ণনার দ্বারা হকীকতে মোহাম্মদী হইতে হকীকতে কা'বার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য তিনি (ছঃ) এবং হজরত আদম (আঃ) ও অন্যান্য ব্যক্তি সকলেই তাঁহার তোফায়লে সৃষ্টি। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, "তিনি না হইলে আমি আকাশ সমূহ সৃষ্টি করিতাম না এবং স্বীয় প্রভুত্বও প্রকাশ করিতাম না"।

জানা আবশ্যক যে, কা'বার বাহ্যিক আকৃতির অর্থ শুধু যে শিলা-প্রস্তর খণ্ড তাহা নহে। কেননা যদি ঘটনাক্রমে উক্ত প্রস্তর ইত্যাদি সরাইয়া দেওয়া হয় তখনও কা'বা, কা'বাই থাকিবে ; এবং খলকুল্লাহর মছজুদ বা ছেজ্দাকৃত হইবে। বরং পবিত্র কা'বার আকৃতি যদিও আলমে খাল্ক বা ইহ-জগতস্থিত, তথাপি উহা অন্য সৃষ্টবস্তু সমূহের মত নহে। ইহা একটি গুপ্ত ব্যাপার, যাহা চিন্তা-ধারণা ও অনুভূতির বহির্ভূত। ইহা যদিও উপলব্ধি ও জ্ঞান জগতের বস্তু, কিন্তু ইহার কিছুই অনুভূত হয় না, ও যাবতীয় বস্তুর লক্ষ্য স্থান কিন্তু লক্ষ্য বলিতে কিছুই নাই। ইহা অস্তিত্ব ; কিন্তু নাস্তির পোষাক পরিধান করিয়াছে এবং নাস্তি, অস্তিত্বের আকারে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। ইহা দিক-সম্ভূত হইয়াও দিক শূন্য, ও চিহ্নিত পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াও অচিহ্নিত ও পার্শ্ব শূন্য। ফলকথা এই আকৃতি যাহা প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপক, একটি আশ্চর্য্যজনক বস্তু— জ্ঞান যাহা নির্ণয়ে অক্ষম এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ উহার নির্দ্দেশ প্রদানে অস্থির ও হয়রান। যেন উহা রকম-প্রকারবিহীন জগতের নমুনা এবং আনুরূপ্য ও নিদর্শন শূন্য হওয়ায় নিদর্শন ইহার মধ্যে গুপ্ত রাখা হইয়াছে। হাঁ, যদি

এইরূপ না হইত, তাহা হইলে ছেজ্‌দা লইবার উপযোগী হইত না ; এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হজরত (দঃ) আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ এবং সখের সহিত উহাকে স্বীয় কেব্‌লা বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। উহার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ বর্ত্তমান আছে ; উহার বিষয় কোরআনের অকাট্য বাণী— "এবং যে ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিবে, সে নিশ্চিন্ত হইবে"— উহার বিষয় কোরআনের প্রশংসা। ইহা বয়তুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র গৃহ। গৃহের মালিক আল্লাহ্‌পাকের সহিত এই গৃহের প্রকারবিহীন বৈশিষ্ট্য— বসবাস সম্বন্ধ আছে ; এবং প্রকারবিহীন জাতের প্রকারবিহীন ও সম্বন্ধ-রহিত সম্মিলন আছে। আল্লাহ্‌তায়ালার উদাহরণ অতি উচ্চ ; দৈহিক জগত যাহা প্রকৃত জগতের সেতু তুল্য তাহাতে গৃহ বলিলে বাসস্থান বুঝায়— যাহা গৃহের মালিকের অবস্থান ও বিশ্রামস্থল। ধনাঢ্য সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের যদিও বিশ্রামস্থান বহু থাকে এবং ভ্রমণ ও উপবেশনস্থল অসংখ্য থাকে, কিন্তু গৃহ-গৃহই ; যাহা অপরের কোলাহল শূন্য ও নির্ম্মল। উহা প্রভুর বা প্রিয়ার বসবাস ও বিশ্রামস্থল। হাদীছে কুদ্‌ছী— "যে মোমেনের কল্‌বে আমার সংকুলান হয়" অনুযায়ী মো'মেনের কল্‌বে যদিও প্রকার-বিহীন আবির্ভাব সৃষ্টির অবকাশ আছে ; কিন্তু গৃহ-সম্বন্ধ যাহা, বসবাস করার নির্দ্দেশ প্রদানকারী, তাহা সে কোথা হইতে সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং অপরের কোলাহল নিবারণ— যাহা গৃহের জন্য অনিবার্য্য তাহা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইবে ? অতএব যখন অপর ও অপরত্বের তথায় অধিকার নাই, তখন অবশ্যই সৃষ্ট-জগতের ছেজ্‌দার স্থান হওয়া অনিবার্য্য হইবে। কেননা ইহাতে অন্যের প্রতি ছেজ্‌দাহ্ হইবে না। অপরত্বই যে— ছেজ্‌দাহ্ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক।

মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ্ (দঃ) নিজের দিকে ছেজ্‌দাহ করা জায়েজ করিলেন না। কিন্তু শওক ও আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের সহিত বয়তুল্লাহর দিকে ছেজ্‌দাহ্ করিয়াছেন। তারতম্যের রহস্য এই স্থলেই উপলব্ধি করা উচিত। ছেজ্‌দাকারী ও ছেজ্‌দাকৃত বস্তুর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে।

হে ভ্রাতঃ— কা'বার ছুরত বা আকৃতির বিষয় যখন কিছু জানিতে পারিলে ও তখন তাহার হকীকত বা তত্ত্বের বিষয় কিছু শ্রবণ কর।

কা'বার হকীকতের অর্থ আল্লাহ্‌পাকের প্রকারবিহীন অবশ্যম্ভাবী জাত যাহার মধ্যে বিকাশ বা আবির্ভাবের ধুলিকণাও প্রবিষ্ট হয় নাই এবং যিনি মছজুদ— ছেজ্‌দাকৃত ও মাবুদ— উপাস্য হওয়ার উপযোগী। এই হকীকতকে যদি হকীকতে

মোহাম্মদীর মছ্জুদ বলা যায়, তাহাতে কি বাধা আছে এবং উহার শ্রেষ্ঠত্বে কি অন্যায় হইতে পারে ? হাঁ— হকীকতে মোহাম্মদী (দঃ) বিশ্ব-জগতের অবশিষ্ট সকলের হকীকত হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পবিত্র কা'বার হকীকত যে ইহ-জগতের রাজ্যের নহে, যাহাতে তাহার সহিত এই সম্বন্ধ হইতে পারে এবং উহার শ্রেষ্ঠত্বে ইতস্ততঃ হইতে পারে। আশ্চর্য্যের কথা যে, এই দুই বোজর্গের (অর্থাৎ হজরত মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্— মাহ্বুবে ছোব্হানী এবং কা'বায়ে রাব্বানী) ছেজ্দাকৃত ও ছেজদাকারী হওয়াতেও তত্ত্ববিদ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইঁহাদের উভয়ের তত্ত্বের তারতম্য বুঝিতে পারিতেছেন না এবং বিমুখ হইতেছেন ও মিথ্যা অপবাদ ও দুর্নাম করিতেছেন। আল্লাহ্পাক তাহাদিগকে ইন্ছাফ প্রদান করুন, তাহারা যেন না বুঝিয়া দোষারোপ না করেন। হে আমাদের প্রতি পালক— আমাদের কার্য্যের অতিরিক্ততা ও পাপ সমূহ ক্ষমা কর ও আমাদর পদদ্বয় সুদৃঢ় ও স্থায়ী রাখ এবং অস্বীকারকারীদের প্রতি আমাদিগকে সাহায্য বা প্রবল কর। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে, তাহার প্রতি ছালাম ॥

সমাপ্ত

এই তৃতীয় খণ্ড যাহা পরবর্ত্তী সময়ে আমরা সাধকগণের সুবিধার্থে পঞ্চম খণ্ড হিসাবে প্রকাশ করিয়াছি। এই খণ্ড দ্বারা সুমহান পুস্তক— মকতুবাতে ঈমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাজীঃ)— আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে সমাপ্ত হইল। ১৩৯২ হিজরী ১০ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার সকাল দশ ঘটিকা ৩৫ মিনিটে বরকতীয়া খান্কা শরীফ, আলমনগর, রংপুরে ইহার বঙ্গানুবাদ শেষ হইল। ইহাতে সর্ব্বমোট প্রায় ১৮ বৎসর ৭ মাস সময় ব্যয় হইল।

হে আল্লাহ্— উম্মী নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার সহধর্মিনী উম্মাহাতুল মো'মেনীনগণ ও তাঁহার বংশধর ও পরিবারবর্গ এবং ছাহাবায়ে কেরামগণের প্রতি ঐরূপ দরূদ প্রেরণ কর, যেরূপ হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি দরূদ নাজেল করিয়াছেন। নিশ্চয় তুমি অতি-প্রশংসিত ও অত্যন্ত মর্যাদাশীল। হে আল্লাহ্— তোমার প্রিয়-দাস এবং রছুল হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি এবং যাবতীয় মু'মীন-মো'মেনাত ও মোছলেমীন-মোছলেমাতগণের প্রতি দরূদ প্রেরণ কর।

হে আল্লাহ্— কেয়ামতের দিবস হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-কে তোমার সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী স্থানে অবতরণ করাও।

হে আল্লাহ্— তোমার নিকট আমাদের শেষ প্রার্থনা ইহাই, এবং যাবতীয় প্রশংসা সেই জগত পাতার জন্যই— বিশিষ্ট।

ওয়া আখিরো দাওয়ানা আনিল্ হামদু লিল্লাহি রাব্বিল্ আ'লামিন্।

*****

অনুবাদকের প্রতি *

বাঙালীর করে দিলে মক্তুব রতন,
তোমার গৌরবে মুগ্ধ মোদের নয়ন।
চারশ' বছর ধরি' কাফেলার দল—
খুঁজিয়া পথের দিশা হয়েছে বিফল।
মদিনার রাজপথ দেখাইলে তুমি,
তোমার দয়ার দানে ধন্য বঙ্গভূমি।
আল্লাহ্-নবীর প্রেম, আমরা সকলে—
কেমনে পাইব, তাহা তুমিই শিখালে।
বেদাতী বিদায় এবে— লবে চিরতরে,
আঁধারের জীব যত লুকাবে আঁধারে।
সকল প্রশংসা ঐ মহান আল্লার—
দিলেন তোমাকে যিনি খানিক তাহার।
আল্লাহ্-রসুল যদি প্রাণাধিক হয়,
তুমিও পরাণ প্রিয় হবে সুনিশ্চয়।

—জনৈক গুণমুগ্ধ।

* এমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-এর মকতুবাত শরীফের বঙ্গানুবাদের প্রকাশনা সমাপ্তি উপলক্ষে।